সনাতন ধর্মীয় সকল প্রকার গ্রন্থ পেতে আমাদের ফেইসবুক গ্রুপে জয়েন করুন। ফেইসবুক গ্রুপে জয়েন করতে নিচের নীল টাইটেলের উপর ক্লিক করুন।

অথর্ববেদ

অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ

শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী

এম. এ., কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী।

হরফ প্রকাশনী ॥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা ৭০০০৭

Atharva-Veda

....

প্রকাশক ঃ

আবদুল আজীজ আল্-আমান, এম. এ.

হ র ফ প্র কা শ নী

এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা ৭০০০০৭

মুদ্রণ ঃ

ব র্ণ মা লা

১/১বি জান্নগর রোড

কলকাতা ৭০০০১৭

প্রথম প্রকাশ ঃ

মহালয়া, ১৪ই আশ্বিন. ১৩৫৮

"স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্ ।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্ ।
মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্ ॥"

* * * * * —অথর্ববেদ (১৯।৭১।১)

"যস্মাৎ কোশাদুদভরাম বেদং তস্মিন্নন্তরব দধ্ম এনম্ ।
কৃতমিষ্টং ব্রহ্মণো বীর্যেণ তেন মা দেবাস্তপসাবতেহ ॥"

* * * * * —অথর্ববেদ (১৯।৭২।১)

"য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈকো রাজা জগতো বভূব ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"

* * * * * —অথর্ববেদ (৪।২।২)

"অচিকিত্বাংশ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনো ন বিদ্বান্ ।
বি যস্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥"

—অথর্ববেদ (৯।৫।১)

প্রকাশকের নিবেদন

১৩৫৮ সালে যখন আমি বেদের অনুবাদ পরিকল্পনা গ্রহণ করি তখন সকলেই আমাকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। একজন মাত্র বলেছিলেন কেবল ঋগ্বেদের অনুবাদ করা যেতে পারে—তার বেশী নয়। অধিক অগ্রসর হলে হরফের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা, এমনও হতে পারে আর্থিক দিক থেকে এমন আঘাত আসবে যা কাটিয়ে ওঠা কোনদিনও সম্ভব হবে না। এঁরা সবাই আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী—সুতরাং যাতে আমি অহেতুকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হই সেদিকে এঁদের সানুরাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বেদের অনুবাদ প্রকাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম—সকল প্রতিকূলতা, সকল দায়-দায়িত্ব এবং ঝুঁকি দৃঢ় চিত্তে মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। আমি এই ভেবে নিঃশঙ্ক-চিত্ত হয়েছিলাম—যদি নিঃস্ব হই, অন্ততঃ একটা ভাল কাজের জন্যে হব এবং সেখানে ভবিষ্যতে আমার নিজের কাজে নিজের কোন জবাব-দিহি করতে হবে না, কোন রকম বেদনাবোধও থাকবে না। এইভাবে একান্ত শুভানুধ্যায়ীদের সকল মতামতকে পাশ কাটিয়ে আমি বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।

১৩৫৮ সালে মহালয়ার পুণ্যলগ্নে সামবেদ প্রকাশের মাধ্যমে যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম আজ অথর্ববেদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ হল এবং বাংলা ভাষায়ও এই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ চারটি বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হল। দয়াময়ের অপার করুণার কথা জীবনের প্রতিমুহূর্তের মত, এই মুহূর্তেও বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। অসংখ্য গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছার কথাও আমি চিরদিন মনে রাখব।

বেদের মর্মোপলব্ধিতে আজ থেকে, সাধারণের আর কোন বাধা থাকল না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এই বিশাল গ্রন্থের আলোচনা ও পঠন-পাঠন শুরু হোক এই কামনা।

যজুর্বেদের মত সম্পূর্ণ অথর্ববেদ অনুবাদ করেছেন সংস্কৃত কলেজের সুপণ্ডিত শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি যে ভাবে ভগবৎ-সেবায় আত্মলীন হয়েছিলেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। বেদ-প্রকাশের অন্তরালে যাঁর গঠনমুখী চিন্তাধারা আমাকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করেছে সেই রণব্রতদা-কেও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংস্কৃত অংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং প্রথম সংশোধনী দেখেছেন শ্রীরসিক-বিহারী গোস্বামী, বিশেষ সংশোধনীতে অংশ নিয়েছেন বর্ণমালার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীদীপক দাশগুপ্ত এবং সংশোধনীর সমুদয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং অনুবাদক। সুতরাং মুদ্রণগত কোন ত্রুটি ঘটলে তা এই তিন জনকেই ভাগ করে নিতে হবে, প্রশংসাও তিনজনের প্রাপ্য।

ভূমিকা

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"

শ্রীগুরুদেবের অপার অনুকম্পায় অথর্ববেদ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হল। অথর্ববেদই একমাত্র বেদ, যা সকলের সব কিছু প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে। অন্যান্য ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে মুখ্যতঃ মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু এখানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কোন কিছুই উপেক্ষিত হয় নি। অস্বীকার করা হয় নি এ জগতের ঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-লোভ কোন কিছুকে। সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে শরীর ও মনের সুস্থতা দরকার, এর জন্য আয়ুর্বেদের আকর-স্থল ও পথিকৃৎ-রূপে অথর্ববেদের অপরিসীম দান অনস্বীকার্য। তাই এতে দেখতে পাই জ্বর, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের আরোগ্যের এবং সর্পাদির বিষ-নিবারণের ওষধি ও মন্ত্র। শত্রুজয়, পাপক্ষয়, আভিচারিক ও শান্তি কর্মে অথর্ববেদের মন্ত্র অক্ষয় ও প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। সৌভাগ্যকরণ, পুত্রাদি-লাভ, সুপ্রসব, কন্যাদির বিবাহ, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির নিবারণ, বাণিজ্যাদি শ্রীলাভ প্রভৃতি কর্মেও অথর্ববেদের মন্ত্রাদি অব্যর্থ ফল প্রদান করে। বাস্তু-সংস্কার, গৃহপ্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, জাতকর্ম, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার কর্মগুলি অথর্ববেদকেই অনুসরণ করেছে—এ সব নানা দিক বিবেচনা করলে অথর্ববেদ সকলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মনে হয়—এ অথর্ববেদ থেকেই গাছ গাছড়া, তাবিজ কবচ ও মন্ত্রাদির প্রয়োগ চলে আসছে, কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় এর মন্ত্রাদি যথাযথ প্রযুক্ত হলে ফলপ্রসূ হতে পারে, তা আজ অনুসন্ধানের অভাবে কালগর্ভে বিলীন হতে বসেছে।

অথর্ববেদের নামকরণ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। অনেকের ধারণা, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এ 'ত্রয়ী' বেদই ছিল, পরে অথর্ববেদের সংযোজনা হয়েছে। এ ধারণা সত্যই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ যজ্ঞের যে চতুর্বিধ কর্ম—হোতৃ, উদ্গাতৃ, অধ্বর্যু ও ব্রহ্ম—এর প্রথম তিনটি ঋগাদি বেদের দ্বারা সম্পন্ন হলেও চতুর্থ ব্রহ্ম-কর্মের জন্য অথর্ববেদের অপেক্ষা রয়েছে। বেদের 'ত্রয়ী' নামের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো—পদ্যাংশ, গদ্যাংশ ও গান ঋক্, যজু ও সাম বেদের মধ্যে পাওয়া যায় জন্য এর ত্রয়ী নাম; কিন্তু তাও ঠিক নয়। কারণ কেবলমাত্র পদ্য ও কেবলমাত্র গদ্য বা কেবলমাত্র গান কোন বেদে নেই, ঋক্ মন্ত্রেরও গান হয়, যজুর্বেদে কেবল গদ্যাংশ নেই, বহু পদ্যাংশও আছে। সামবেদেও বহু ঋক্ আছে এবং অথর্ববেদে সবগুলিই আছে। এর বিস্তৃত আলোচনা আচার্য সায়ণ তাঁর ভাষ্যানুক্রমণিকায় করেছেন।

অথর্ববেদের নাম 'অথর্ব' কেন হয়েছিল, তা বলা কঠিন, তবে অথর্ববেদ কখনই 'অথর্ব' নয়, বরং এটাই একমাত্র বেদ যাকে আমরা সচল বলতে পারি। অথর্ববেদে 'যামাহুতিং প্রথমামথর্বা' (৭।১।৪) ইত্যাদি মন্ত্রে 'অথর্ব', শব্দের পরব্রহ্ম ভগবান—এ অর্থ করা হয়েছে। সত্যই ভগবন্মুখ-নিঃসৃত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এ চার বেদই জীবের পরম কল্যাণ সাধন করছে। অথর্ববেদে ঐহিক সুখসাধনের উপায় প্রদর্শিত হলেও পারলৌকিক পথ উপেক্ষিত হয় নি। দেবতা কি? দেবতার স্বরূপ কি? বিশ্বব্যাপক ভগবান কিভাবে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করেছেন, তাকে কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, সুখস্বরূপ ভগবানের প্রাপ্তিই জীবের চরম লক্ষ্য—এ গুলিও বিশেষরূপে অন্যান্য বেদের মত অথর্ববেদেও আলোচিত হয়েছে। বরং অন্যান্য

বেদে যা দুর্বোধ্য তত্ত্বরূপে রয়েছে, অথর্ববেদে তা সকলের সহজবোধ্যরূপে দেখতে পাই। যখন পৃথকভাবে লক্ষ্য করা যায়, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি প্রকাশমান, আর সমষ্টিভাবে দেখলে এক অদ্বয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আনন্দময় ভগবানই স্বকীয় মহিমায় বহু হয়েও এক, তিনি অনন্ত হয়েও সান্ত, মহৎ হয়েও অণু, তাতেই নিখিল বিশ্ব ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান রয়েছে।

বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে বহু গবেষণা হলেও তার সঠিক কাল নির্ণয় করা সত্যই অসম্ভব। কেউ অথর্ববেদের ঊনবিংশকাণ্ডের সপ্তম সূক্তের কয়েকটি নক্ষত্র-সমাবেশের চিহ্ন দেখে স্থির করেছেন—খৃষ্টজন্মের ১৫১৬ বছর পূর্বে অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে খৃষ্টজন্মের ৮০০০ বছর পূর্বে অথর্ববেদের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। রামায়ণে আছে—পুত্রার্থ যজ্ঞের নিমিত্ত অথর্ববেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞ করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে অথর্ববেদের উৎপত্তি-বিবরণে চার বেদের একসঙ্গে বিভাগের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর অথর্ববেদের ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সায়ণভাষ্য—বেদের বহু ব্যাখ্যা ও ভাষ্য থাকলেও সায়ণভাষ্যই মূল স্তম্ভরূপ, কিন্তু সায়ণভাষ্য সম্বন্ধেও নানা মত আছে। আচার্য সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদের ও সামবেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, অথর্ববেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় তা অন্যরূপ। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় লিখিত হয়েছে, 'বুক্ক নরপতির আদেশে মাধবাচার্য বেদার্থ প্রকাশে উদ্যত হন'। আর অথর্ববেদের অনুক্রমণিকায় দেখছি, 'বুক্ক নরপতির বংশধর রাজা শ্রীহরিহর, সায়ণাচার্যকে অথর্ববেদের অর্থ প্রকাশের জন্য আদেশ করেছিলেন'। এ থেকে মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য দুজন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন—মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য দুজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে বিজয় নগরের রাজা বুক্ক নরপতির দরবারে মাধবাচার্য প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তাঁকে বেদার্থ প্রকাশের ভার দেন, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ণাচার্যের সাহায্যে সে কার্য সম্পন্ন করেন। এজন্য এ বেদভাষ্য 'সায়ণ-মাধবীয়' ভাষ্য বলে প্রচারিত হয়েছে, তবে তিন বেদেরই ভাষ্য সায়ণ-ভাষ্য নামে সর্বত্র চলে আসছে। যাজ্ঞিক প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করায়, সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে স্বর ও উচ্চারণের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য দিয়েছেন, সেরূপ মর্মার্থের দিকে দেন নি। বেদমন্ত্রসকল কামদুঘ, তা বিভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হলেও এক নিত্য শাশ্বত পরমাত্মার অপৌরুষেয় সার্বজনীন মঙ্গলকর চিরন্তন বাণী বহন করে আসছে, তাই বেদের লৌকিক অর্থ ছাড়াও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, যা সকলের আস্বাদ্য ও অনুধাবনীয়।

এ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড পণ্ডিত-প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ীর মর্মানুযায়ী ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক ভাবে আলোচনা করেছি এবং অবশিষ্ট সবটাই সায়ণাচার্যের ভাষ্য অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু ও বিদ্যার্থিগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুস্থানে সায়ণভাষ্যের হুবহু বঙ্গানুবাদ ও টীকা সংযোজিত হয়েছে। অনুবাক ও সূক্তাদির বিভাগ সায়ণভাষ্য অনুসারে করা হয়েছে। স্বাধ্যায়-মণ্ডল প্রকাশন, দুর্গাদাস লাহিড়ীর প্রকাশন ও সায়ণভাষ্য দেখে এ গ্রন্থের মূল পাঠ শুদ্ধ করা হয়েছে।

সমগ্র গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল। অনুবাদ রচনায় আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেরা যদি গ্রন্থখানি সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করেন, তবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে প্রথমেই যাঁর কথা স্মরণ হয়, তিনি হলেন শ্রীযুক্ত রণব্রত সেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি এই কাজে ব্রতী হই—নয়তো আমার পক্ষে কখনই এত বিশাল ও দুরূহ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখব।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই হরফ প্রকাশনীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত আবদুল আজীজ আল্-আমান মহাশয়কে। তিনি যে সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সমগ্র বেদ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করলেন, তাতে সমগ্র বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই মহান্ ঐতিহ্যবাহী বেদ পৌঁছে দিয়ে, তিনি আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের অভাব দূর করলেন।

এই পুস্তক রচনায় আমাকে নানাভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছে পরম স্নেহাভাজন শ্রী রাধু গোস্বামী। মেশিন প্রুফগুলি মিলিয়ে দিয়ে বইটিকে সর্বতোভাবে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছেন বর্ণমালা প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীদীপক দাশগুপ্ত।

সমস্ত প্রথম প্রুফ সংশোধন এবং সংস্কৃত অংশের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রী রসিক বিহারী গোস্বামী। অন্যান্য প্রুফ দেখা ও পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে আমার পরম কল্যানীয় শ্রী কমল বিহারী গোস্বামী এবং শ্রীমান্ মুকুন্দ বিহারী গোস্বামী। পুস্তক রচনায় নানাভাবে সহ-যোগিতা করেছেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। এদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এত দ্রুত এ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হতো না।

মুদ্রণ কার্যে শ্রী প্রভাতচন্দ্র বেরা এবং বর্ণমালা প্রেসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুস্তক প্রকাশ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

বেদের বাণী চিরন্তন ও শাশ্বত। ভারতবর্ষ এই চিরন্তন ও শাশ্বত বাণীকেই যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু সেই সনাতন ও অনাদি রূপ আজও চির অম্লানরূপে বিরাজমান। সেই অপৌরুষেয় ভগবৎ-সত্ত্বাকে প্রণাম—তাঁর অবিস্মরণীয় কৃতিত্বে সমগ্র জগতে বেদনিঃসৃত বাণী প্রকাশমান। আজ দিকে দিকে, কালে কালে, বেদের সেই অমৃতময় বাণী ছড়িয়ে পড়ুক। সমগ্র মানুষের অজ্ঞানতা, অন্ধকার ও হিংসা-দ্বেষাদি দূরীভূত হোক। বেদমন্ত্রের সেই অমৃতধারায় মানুষের প্রাণ ভরে উঠুক এক স্বর্গীয় অনির্বচনীয় আনন্দে।

সবাইকে আহ্বান করে বলি—আসুন, সকল বিভেদ ভুলে আজ এই শুভলগ্নে স্মরণ করি সেই বেদমন্ত্র—

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বম্॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

—অথর্ববেদ (৬।৭।২)।

—তোমাদের কার্যাকার্য পর্যালোচনাত্মক মন্ত্রণা একরূপ হোক, কার্যের প্রবৃত্তি

একরূপ হোক এবং তোমাদের অন্তঃকরণ একরূপ হোক। সেজন্য তোমাদের সাধারণ হবির দ্বারা যাগ করছি. তোমাদের চিত্ত একরূপ হোক। তোমাদের সংকল্প একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন সমান হোক। যাতে তোমাদের সকল কাজ একসাথে হয়, সেজন্য তোমাদের সংযুক্ত করছি।

ইতি—

শ্রীব্রজনীবিহারী গোস্বামী।

সূচীপত্র

[প্রয়োগবিধি অনুসারে মন্ত্রের বিষয়সূচী করা হয়েছে।]

প্রকাশকের নিবেদন ৪

ভূমিকা ৫

প্রথম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—মেধাজনন, সংগ্রামজয়, জ্বরাতিসারাদি রোগের শান্তি, পুষ্পাভিষেক মূত্রনিরোধের প্রতিকার, সকল রোগের উপশম, গোজাতির রোগ-নাশ ও পুষ্টি-সংজনন, জলের ঔষধত্ব-নিরূপণ। ১-৬

দ্বিতীয় অনুবাক—রাক্ষস পিশাচদের বিনাশ, যাতুধানীদের বিতাড়ন, বিজয়ের প্রার্থনা, জলোদর রোগ নিবৃত্তি, পাশবিমোচন, নারীর সুপ্রসব-কার্যে মন্ত্রাদি। ৭-১২

তৃতীয় অনুবাক—বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাদি বিকারজনিত রোগের প্রতিকার, বজ্রপাত-নিবারণ, স্ত্রী বা পুরুষের দুর্ভাগ্য-নিবারণ, পুষ্টিকর্ম ও শত্রুবাধন। ১৩-১৭

চতুর্থ অনুবাক—স্ত্রীলোকের ব্যাধিজনিত রুধিরস্রাব নিবৃত্তি, অলক্ষ্মীনাশ, সংগ্রাম-বিজয় ও শত্রুনিবারণ। ১৮-২২

পঞ্চম অনুবাক—হৃদ্রোগ ও কামিলাদি রোগের শান্তি, শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত-কুষ্ঠ নাশের ঔষধ, জ্বরাদির নিবারণ, যুদ্ধজয়ের জন্য অস্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে স্বস্ত্যয়ন, রক্ষোবিনাশ ও উদ্বেগ-নিবৃত্তি। ২৩-২৯

ষষ্ঠ অনুবাক—রাজ্যাভিবর্ধন, শত্রুনাশ, দীর্ঘায়ু-প্রাপ্তি, পাশমোচন, ব্রহ্মোদন প্রভৃতি যজ্ঞ, বন্ধ্যা নারীর পুত্রজনন-কার্যে শান্তিজল প্রক্ষেপ, মধুবিদ্যা, অনুদক দেশে উদক-প্রাপ্তি, সভাজয়, বিবিধ সম্পৎ ও আয়ু-লাভ। ৩০-৩৬

দ্বিতীয় কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—অভিমত কার্যসিদ্ধির বিজ্ঞান, ভূতগ্রহাদির শান্তিকর্ম, জ্বরাতিসার, অতিমূত্র, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগের উপশম, আভিচারিক কর্ম থেকে আত্মরক্ষার উপায় ও বলকামনায় ইন্দ্রের যাগ। ৩৭-৪২

দ্বিতীয় অনুবাক—সম্পৎকামনায় অগ্নিযাগ, শাপমোচন, কুল-পরাম্পরাগত কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি, ব্রহ্মগ্রহ-শান্তি, বংশানুক্রমিক রোগের শান্তি ও ঔষধাদি। ৪৩-৪৭

তৃতীয় অনুবাক—শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি, শত্রুনাশ, দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তি, দস্যুনাশ, অভয়-প্রাপ্তি, সুরক্ষা ও বলপ্রাপ্তি। ৪৮-৫৪

চতুর্থ অনুবাক—শত্রুনাশ, অলক্ষ্মী-বিনাশ, শান্ত্যুদক কর্মে পৃশ্নিপর্ণী সুক্তের দ্বারা কুষ্ঠাদি রোগের ঔষধ নিরূপণ ও পশু-সংবর্ধন। ৫৫-৬০

পঞ্চম অনুবাক—বিবাদে জয়লাভ, দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তি, তৃষ্ণারোগে আর্ত-পুরুষের চিকিৎসা, স্ত্রী-বশীকরণ কর্ম, ক্রিমিরোগের শান্তির মন্ত্র ও ঔষধ নিরূপণ। ৬১-৬৫

ষষ্ঠ অনুবাক—গাভীর ক্রিমি-চিকিৎসা, অক্ষি নাসিকা কর্ণাদি অবয়বে যক্ষ্মাদি রোগের চিকিৎসা, সর্বলোকের আধিপত্য কামনায় ইন্দ্র ও অগ্নির যাগাদি, ভোজনকারী ব্যক্তির দৃষ্টিদোষ-নিবারণ এবং অবিবাহিত কন্যার পতিলাভের মন্ত্র ও ঔষধাদি। ৬৬-৭০

তৃতীয় কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—শত্রুসেনা-সম্মোহন, স্বরাজ্যে রাজার পুনঃ স্থাপন, প্রজাদের দ্বারা রাজার বরণ, রাজার রাজ্যলাভ ও রাজকৃত্য। ৭১-৭৬

দ্বিতীয় অনুবাক—শত্রুনাশ, যক্ষ্মানাশ, মেধা ও আয়ু-বৃদ্ধি, দুঃখ-নাশ ও ধনাদি-পুষ্টি। ৭৭-৮২

তৃতীয় অনুবাক—দীর্ঘায়ু-প্রাপ্তি, গৃহাদি নির্মাণ, নদী প্রভৃতির জলগ্রহণ, গাভীর পুষ্টিকামনা ও বাণিজ্যলাভ। ৮৩-৮৮

চতুর্থ অনুবাক—মঙ্গল-প্রার্থনা, কৃষিকর্ম, সপত্নী ও বিবাদ জয় কর্মে মন্ত্র ও ওষধি-প্রয়োগ, শত্রুসেনার উদ্বেজন ও ধনবৃদ্ধি। ৮৯-৯৪

পঞ্চম অনুবাক—শান্তি-বিধান, তেজোলাভের উপায়, পুংসবনকর্ম, সমৃদ্ধিপ্রাপ্তি ও বশীকরণ মন্ত্রাদি। ৯৫-৯৯

ষষ্ঠ অনুবাক—নিজ সেনার উৎসাহ-বর্ধনে স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম, শত্রু-নিবারণ, পশুপোষণ, বিরোধ-নিষ্পত্তি, যক্ষ্মাদি নাশ ও আয়ুলাভ। ১০০-১০৭

চতুর্থ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, শত্রুনাশ পুরুষের বীর্যকরণ ও স্ত্রীর বশীকরণ। ১০৮-১১৩

দ্বিতীয় অনুবাক—কন্দ-বিষের চিকিৎসা, বিষ-নাশ, রাজ্যাভিষেক, আয়ুষ্কামনায় আঞ্জন ও শঙ্খমণির ধারণ-বিধি। ১১৪-১১৯

তৃতীয় অনুবাক—বৃষ-রক্ষণ, অস্ত্রাদির আঘাতজনিত রক্তপাত বন্ধের মন্ত্র ও ঔষধাদি, রোগনিবারণ, স্বর্জ্যোতি-প্রাপ্তি ও বৃষ্টি কামনায় মরুদ্গণের উদ্দেশে যাগাদি। ১২০-১২৭

চতুর্থ অনুবাক—সত্য মিথ্যার সমীক্ষা, স্ত্রী শূদ্র কাপালিক প্রভৃতির আভিচারিক দোষ নিবৃত্তির জন্য অপামার্গ ওষধির প্রয়োগ ও ব্রহ্মগ্রহাদি জনিত ভয়ের মন্ত্রাদি। ১২৮-১৩২

পঞ্চম অনুবাক—সকল রোগের চিকিৎসা, অমিত্রনাশ, পাপ-মোচন ও শান্ত্যুদক-কর্ম। ১৩৩-১৩৮

ষষ্ঠ অনুবাক—পাপমোচন, বিবিধ ব্যাধির চিকিৎসা কর্মে ভব, শর্ব, মিত্র ও বরুণের স্তুতি ও দেবীসূক্ত। ১৩৯-১৪৪

সপ্তম অনুবাক—সেনা-নিরীক্ষণ, সেনা-সংযোজন, পাপ-নাশন, ব্রহ্মৌদন যজ্ঞ ও গাভীর যমক বৎস জন্মালে তার শান্তিকর্ম। ১৪৫-১৫০

অষ্টম অনুবাক—ভূতগ্রহাদির উচ্চাটন কর্মে সত্যৌজা অগ্নির স্তুতি, কৃমিনাশন, গাভীর পুষ্টিকর্ম, সম্পৎকামী ব্যক্তির পৃথিব্যাদি দেবতার যাগ, কৃত্যা নিবারণ ও শান্তি-কর্ম। ১৫১-১৫৭

পঞ্চম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—বিজয় কামনায় ইন্দ্র ও অগ্নির যাগ, রাজযক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগাদির শান্তি কর্ম। ১৫৮-১৬০

দ্বিতীয় অনুবাক—ব্রহ্মবিদ্যা, শত্রুনাশ, সকল রোগের চিকিৎসায় আজ্যাহুতি ও আত্মরক্ষা। ১৬১-১৬৪

তৃতীয় অনুবাক—সম্পৎকর্মে যজ্ঞাদি, সর্পের বিষ-চিকিৎসা কর্ম, কৃত্যা-প্রতিহরণ এবং গাভীর পুষ্টিবিধান। ১৬৫-১৬৭

চতুর্থ অনুবাক—গাভীর রোগ উপশম, গোহরণের আভিচারিক কর্মে শত্রুদমন, শত্রু-সেনার ত্রাসন ও বিদ্বেষণাদি কর্ম। ১৬৮-১৭১

পঞ্চম অনুবাক—জ্বরের চিকিৎসা, কৃমির চিকিৎসা, বিবাহের জন্য ব্রহ্মকর্ম, গর্ভাধানাদি ও নূতন গৃহে আজ্য হোমাদি। ১৭২-১৭৫

ষষ্ঠ অনুবাক—পুষ্টিকামনায় অগ্নিতে আজ্যাহুতি, উপনয়ন কর্মে ব্রহ্মচারীর আয়ু কামনা, রক্ষোবিনাশ, দীর্ঘায়ু কামনা ও কৃত্যা-পরিহার। ১৭৬-১৭৯

ষষ্ঠ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—পুষ্টিকামনায় স্বস্ত্যয়নাদি, ইন্দ্রের স্তুতি, আত্মরক্ষা, তেজোলাভ, শত্রুনাশন, অসুরক্ষয়, কামিনীর অভিলাষ ও সম্পৎ কামনা। ১৮০-১৮৪

দ্বিতীয় অনুবাক—পুংসবন কর্ম, সর্প-নিবারণ, মৃত্যুজয়, শত্রুনিবারণ, চক্ষুরোগের চিকিৎসা, গর্ভের স্থিরীকরণ ও শান্তিকর্মাদি। ১৮৫-১৮৮

তৃতীয় অনুবাক—কেশবৃদ্ধির মন্ত্র ও ঔষধ, গণ্ডমালা রোগ-নিবৃত্তির ঔষধ ও উলূক প্রভৃতি প্রবেশে গৃহাদির শান্তি-বিধান। ১৮৯-১৯৪

চতুর্থ অনুবাক—পিশাচ রাক্ষসাদির ভয়নিবৃত্তি, ইন্দ্রস্তব, শত্রুনাশন, সকল ব্যাধির চিকিৎসা কর্মে বৈশ্বানর অগ্নির স্তুতি, শাপ-নাশন, তেজোলাভ ও অভয়কামনা। ১৯৫-১৯৯

পঞ্চম অনুবাক—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের ক্রোধ অপনয়ন, দুঃস্বপ্ন-দর্শন জনিত দোষ নিবৃত্তি, দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তি, অভয়কামনায় সপ্তর্ষির যাগ ও মূষিকাদি শস্যভক্ষকদের নিবৃত্তির মন্ত্রাদি। ২০০-২০৪

ষষ্ঠ অনুবাক—রক্ষোগ্রহ-চিকিৎসা, আভিচারিক কর্মে পলাশ পত্রের দ্বারা হোম, সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি ভয়নিবৃত্তির মন্ত্রাদি, যশস্কামনায় ইন্দ্রের যাগ এবং কন্যার পতিলাভ কর্মে আজ্যাহুতি। ২০৫-২০৯

সপ্তম অনুবাক—শান্তিকর্মে বৈশ্বানরের স্তুতি, বিরোধীদের মধ্যে মীমাংসাকরণ, সংগ্রাম জয়, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম ও নানাবিধ শান্তি কর্মের মন্ত্রাদি। ২১০-২১৩

অষ্টম অনুবাক—পরস্পর মনোমালিন্য দূর করার জন্য বরুণাদির স্তুতি, আভিচারিক কর্মে হোমাদি, পলায়নশীল স্ত্রীর নিবারণ কর্ম, ধান্যের বৃদ্ধি ও গর্ভাধানাদি কর্মে বিবিধ মন্ত্রাদি। ২১৪-২১৮

নবম অনুবাক—গলদেশে ব্রণাদির চিকিৎসা, রাজযক্ষ্মাদি রোগের চিকিৎসা, স্থৈর্যকাম ব্যক্তির ইন্দ্রের যাগ, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর প্রীতি-সম্পাদন ও সকল রোগের চিকিৎসায় আজ্যাহুতি দান। ২১৯-২২২

দশম অনুবাক—বাস্তোষ্পতি নামক মহাশান্তি কর্ম, সংগ্রাম জয় ও বাজীকরণ কর্মে মন্ত্রাদি। ২২৩-২২৭

একাদশ অনুবাক—সংগ্রামজয় কর্ম, কাশ শ্লেষ্মাদি রোগনিবারণ, শান্তি ও মেধাজনন কর্ম, বাতরোগ নিবারণ ও গ্রহাদির শান্তির মন্ত্রাদি। ২২৮-২৩২

দ্বাদশ অনুবাক—মহাশান্তি কর্মে আজ্যহোমাদি, প্রায়শ্চিত্ত কর্মে হোমাদি, ঋষি ঋণাদি পরিশোধের উপায়, বন্ধন-মোচনের মন্ত্রাদি ও সবযজ্ঞে হোমাদি। ২৩৩-২৩৮

ত্রয়োদশ অনুবাক—জয়কামী রাজার রথ, দুন্দুভি প্রভৃতির অভিমন্ত্রণ, জলোদর বিসর্পাদি রোগের চিকিৎসা, সৌভাগ্য-কামনা, স্ত্রীর বশীকরণ কর্ম, শত্রুনাশ, বলপ্রাপ্তি, কেশবর্ধন ও সৌভাগ্য-বর্ধনের মন্ত্রাদি। ২৩৯-২৪৭

সপ্তম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—বিশ্বাত্মক প্রজাপতির স্বরূপ, সর্বত্র সাফল্য কামনায় অদিতির যাগ ও জম্ভগৃহীত বালকের চিকিৎসা। ২৪৮-২৫২

দ্বিতীয় অনুবাক—পুষ্টিকামনায় সবিতার স্তুতি ও বৃষ্টিকামনায় মন্ত্রাদির প্রয়োগ। ২৫৩-২৫৬

তৃতীয় অনুবাক—নানাবিধ কামনায় ইন্দ্রাদি দেবতার যাগ, সর্বসম্পৎ কামনায় বিষ্ণুর স্তুতি, শত্রুপত্নীর বন্ধ্যাকরণ কর্মে ও বর-বধূর সৌভাগ্যজনক কর্মে বিবিধ মন্ত্রাদি। ২৫৭-২৬০

চতুর্থ অনুবাক—পুষ্টিকার্যে ইন্দ্রের যাগ, ঈর্ষা নিবারণ কর্ম, সকল রোগের চিকিৎসা কর্ম এবং দ্যূত জয়াদি কর্মে মন্ত্রাদির প্রয়োগ। ২৬১-২৬৪

পঞ্চম অনুবাক—পরস্পর মনোমালিন্য দূরীকরণ, বিবিধ শান্তি কর্ম ও যাচকদের অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্তিবিষয়ে মন্ত্রাদি। ২৬৫-২৬৮

ষষ্ঠ অনুবাক—প্রবাস-প্রত্যাগত গৃহস্বামীর মঙ্গল কার্যাদি, মন্থনের জন্য অরণিস্থ অগ্নির আহ্বান, শান্তিকর্মে বাগ্দেবতার স্তুতি ও অগ্নিষ্টোম হোমে মন্ত্রাদি। ২৬৯-২৭৪

সপ্তম অনুবাক—গণ্ডমালা ব্রণের চিকিৎসা, রাজযক্ষ্মাদির চিকিৎসা ও দর্শপূর্ণমাসাদি যাগের মন্ত্রাদি। ২৭৫-২৮০

অষ্টম অনুবাক—সর্বসম্পৎ কামনায় অগ্নির যাগ ও ইন্দ্র-মহাখ্য উৎসবে ইন্দ্রের হোমের বিধান। ২৮১-২৮৩

নবম অনুবাক—গ্রামাদি কামনায় ইন্দ্রের যাগ ও দুঃস্বপ্ন-দর্শন-জনিত দোষ পরিহারের জন্য নানা দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। ২৮৩-২৮৬

দশম অনুবাক—সর্ববিষয়ে সাফল্যে প্রজাপতি, অগ্নি ও ইন্দ্রের যাগ এবং নানাবিধ কাম্যকর্মে স্বস্ত্যয়নাদি। ২৮৭-২৯১

অষ্টম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—উপনয়ন কর্মে মাণবকের আয়ু কামনা ও রোগীর দীর্ঘায়ু লাভের জন্য মন্ত্রাদি। ২৯২-২৯৮

দ্বিতীয় অনুবাক—রাক্ষস পিশাচাদির নিবারণে অগ্নির আহুতি, গাভীর রক্তদুগ্ধ শান্তির মন্ত্রাদি এবং ইন্দ্র ও সোমের নিকট রাক্ষস-বিনাশের প্রার্থনা। ২৯৯-৩০৫

তৃতীয় অনুবাক—বিবিধ অভিলাষ পূর্ণের জন্য তিলকমণি ধারণ ও সীমন্তোন্নয়ন কর্মে গর্ভিণীর মঙ্গলবিধান। ৩০৬-৩১২

চতুর্থ অনুবাক—যক্ষ্মাদি সকল ব্যাধির চিকিৎসা, শত্রুভয় নাশের মন্ত্রাদি। ৩১৩-৩১৫

পঞ্চম অনুবাক—বিরাট্-পুরুষ বিষয়ে বিবিধ প্রশ্নোত্তর। ৩১৬-৩১৯

নবম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—মধুবিদ্যা ও কামদেবতা-বিষয়ক মন্ত্রাদি। ৩২০-৩২২

দ্বিতীয় অনুবাক—স্বর্গকামী ব্যক্তির সব-যজ্ঞ-বিধান ও বৃষোৎসর্গ কর্মের মন্ত্রাদি। ৩২৩-৩২৫

তৃতীয় অনুবাক—পঞ্চৌদন যজ্ঞে ইন্দ্রের তর্পণ, অতিথির মাহাত্ম্য, সজ্জনের সেবা ও অতিথির প্রশংসা। ৩২৬-৩৩০

চতুর্থ অনুবাক—গোষ্ঠকর্ম ও শিরোরোগের চিকিৎসাদির মন্ত্র। ৩৩১-৩৩২

পঞ্চম অনুবাক—আত্ম-বিষয়ক স্তুতি। ৩৩৩-৩৩৯

দশম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—কৃত্যা-পরিহারের জন্য শান্তিকর্মে মন্ত্রাদি ও মানুষের মহিমাসূচক মন্ত্রাদি। ৩৪০-৩৪২

দ্বিতীয় অনুবাক—বরণ নামক মণির প্রশংসা, ধারণবিধি এবং সর্প-বিষের মন্ত্র ও চিকিৎসাদি। ৩৪৩-৩৪৬

তৃতীয় অনুবাক—শত্রুনাশাদি কর্মে বিবিধ মন্ত্র ও মণি-ধারণের বিধান। ৩৪৭-৩৫১

চতুর্থ অনুবাক—স্কম্ভ-নামক সনাতন দেবতার স্তুতি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। ৩৫২-৩৫৬

পঞ্চম অনুবাক—শতৌদন যজ্ঞের মন্ত্রাদি এবং দেবীরূপা গাভীর স্তুতি। ৩৫৭-৩৬০

একাদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—ব্রহ্মৌদন যজ্ঞের মন্ত্রাদি ও নানাবিধ স্বস্ত্যয়ন কার্যে রুদ্র-দেবতার স্তুতি মন্ত্রাদি। ৩৬১-৩৭০
দ্বিতীয় অনুবাক—বৃহস্পতির যজ্ঞ, ওদনের বিচার এবং আয়ুষ্কামনায় বিবিধ মন্ত্রাদি। ৩৭১-৩৮২
তৃতীয় অনুবাক—ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য ও বিবিধ শান্তিকর্মের মন্ত্রাদি। ৩৮৩-৩৯০
চতুর্থ অনুবাক—ব্রহ্মৌদনাখ্য যজ্ঞ, ব্রহ্মের সাথে অভিন্নরূপে ওদনের স্তুতি এবং শরীরে আত্মারূপ ব্রহ্মের বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে উপদেশ। ৩৯১-৩৯৯
পঞ্চম অনুবাক—শত্রু জয় কামনায় সৈন্য প্রেরণের মন্ত্রাদি। ৪০০-৪০৯

দ্বাদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—পৃথিবীর বহুবিষয়ের স্বাভাবিক বর্ণনা। ৪১০-৪১৩
দ্বিতীয় অনুবাক—অগ্নির স্তুতি। ৪১৪-৪১৭
তৃতীয় অনুবাক—স্বর্গৌদন বিষয়ক মন্ত্রাদি। ৪১৮-৪২০
চতুর্থ অনুবাক—বন্ধ্যা গাভী বিষয়ক মন্ত্রাদি। ৪২১-৪২২
পঞ্চম অনুবাক—ব্রহ্মগবী-বিষয়ক মন্ত্রাদি। ৪২৩-৪২৫

ত্রয়োদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—রোহিত নামক সূর্যদেবতার স্তুতি। ৪২৬-৪২৯
দ্বিতীয় অনুবাক—সবিতা দেবতার মন্ত্রাদি। ৪৩০-৪৩১
তৃতীয় অনুবাক—সূর্যের স্তুতি। ৪৩২-৪৩৩
চতুর্থ অনুবাক—রোহিত দেবতার স্তুতি। ৪৩৩-৪৩৫

চতুর্দশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—বিবাহ-বিষয়ক মন্ত্রাদি। ৪৩৬-৪৩৮
দ্বিতীয় অনুবাক—বিবাহ-বিষয়ক মন্ত্রাদি। ৪৩৯-৪৪১

পঞ্চদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—ব্রাত্যের মাহাত্ম্যসূচক মন্ত্রাদি। ৪৪২-৪৪৮
দ্বিতীয় অনুবাক—ব্রাত্য-মহিমা। ৪৪২-৪৫২

ষোড়শ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—শান্ত্যুদক কর্মের মন্ত্রাদি। ৪৫৩-৪৫৪
দ্বিতীয় অনুবাক—দুঃস্বপ্ন দর্শনের প্রতিকারক মন্ত্রাদি। ৪৫৪-৪৫৬

সপ্তদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—আয়ুবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ কামনায় মন্ত্রাদি। ৪৫৭-৪৬৩

অষ্টাদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—যম ও যমীর সংবাদ, শবদাহের মন্ত্রাদি ও পিতৃযজ্ঞের বিবিধ বিধান। ৪৬৪-৪৭৩

দ্বিতীয় অনুবাক—প্রেতের শরীরে অগ্নিদান ও শ্মশানবিষয়ক কর্মাদি। ৪৭৩-৪৮১

তৃতীয় অনুবাক—ভার্যার সহমরণের ঐচ্ছিক প্রবৃত্তি ও নিষেধ মন্ত্রাদি, পিতৃমেধ যজ্ঞে পিতৃপুরুষদের কাছে প্রার্থনা। ৪৮২-৪৯২

চতুর্থ অনুবাক—চিতাস্থিত প্রেতের অগ্নি, কাষ্ঠাদি দান, আহিতাগ্নির উপস্থাপনাদি, পিতৃমেধ যজ্ঞের মন্ত্রাদি। ৪৯৩-৫০৪

ঊনবিংশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—সর্ব পুষ্টি কর্মে নানাবিধ যাগ, জল, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির স্তুতি, জগতের কারণ নারায়ণ পুরুষের স্তুতি (পুরুষ সূক্ত), নক্ষত্রাদির কাছে প্রার্থনা সকলের জন্য শান্তি কামনা। ৫০৫-৫১৫

দ্বিতীয় অনুবাক—শান্তিকর্ম, ইন্দ্রের স্তুতি, অভয় প্রার্থনা, রাজার শয্যা-গৃহের রক্ষা, যুদ্ধোদ্যত রাজার কবচধারণ প্রভৃতি। ৫১৫-৫২৬

তৃতীয় অনুবাক—ব্রহ্মতেজাদি লাভে নানাবিধ শান্তিকর্ম, অগ্নিভয় নিবারণ ও সর্বকামনায় মহাশান্তি কর্মাদি। ৫২৭-৫৩৬

চতুর্থ অনুবাক—প্রাজাপত্য নামক মহাশান্তি কর্মে মণিধারণ, জল, বৃষ্টি ও পশুকামনায় ঐন্দ্রী নামক মহাশান্তি কর্ম ও যামার্খ্য মহাশান্তি কর্মের মন্ত্রাদি। ৫৩৭-৫৩৯

পঞ্চম অনুবাক—বাতরোগে বায়ব্য নামক মহাশান্তি কর্মে জঙ্গিড় মণি, শত-বার মণি প্রভৃতির ধারণ মন্ত্রাদি, বলপ্রাপ্তি, যক্ষ্মারোগ নাশ, কুষ্ঠরোগ নাশ, মেধাপ্রাপ্তি, রাষ্ট্র, বল, ওজ প্রাপ্তি, ব্রহ্মাদি যাগ, আয়ুলাভের নানাবিধ ঔষধ ও আঞ্জন লাভের মন্ত্রাদি। ৫৩৯-৫৫০

ষষ্ঠ অনুবাক—অস্তৃত মণিধার, রাত্রির কাছে আত্মরক্ষার প্রার্থনা, আত্মা, কাম, কালাদি বিষয়ক মন্ত্র। ৫৫০-৫৬০

সপ্তম অনুবাক—ধনের পুষ্টিলাভ, যম, দুঃস্বপ্ন-নাশ, যজ্ঞের মহিমা, বাক্, অঙ্গ, পূর্ণায়ুলাভ, সকলের প্রিয়ত্ব, আয়ুর বর্ধন, দীর্ঘায়ুত্ব, ব্রহ্মা, অগ্নি ও সূর্যের স্তুতি, বেদোক্ত কর্ম, বেদমাতা ও পরমাত্মার স্তুতি। ৫৬০-৫৬৯

বিংশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক—ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতির স্তুতি। ৫৭০-৫৭৯

দ্বিতীয় অনুবাক—ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতির স্তুতি। ৫৭৯-৫৮৪

তৃতীয় অনুবাক—ইন্দ্র মহিমা কীর্তন। ৫৮৫-৫৯৭

চতুর্থ অনুবাক—গৃৎসমদ ঋষির ইন্দ্রস্তুতি, ভরদ্বাজের ইন্দ্রস্তুতি ও বশিষ্ঠের ইন্দ্রস্তুতি। ৫৯৮-৬০৫

পঞ্চম অনুবাক—ইন্দ্র, মরুৎ, সূর্য, গাভী প্রভৃতি বিবিধ দেবতার স্তুতি। ৬০৬-৬১৭

ষষ্ঠ অনুবাক—ইন্দ্রের মহিমাসূচক নানাবিধ স্তুতি। ৬১৭-৬২০

সপ্তম অনুবাক—ইন্দ্রের বিবিধ স্তুতি ও বৃহস্পতির মহিমা কীর্তন। ৬২১-৬২৮

অষ্টম অনুবাক—বৃহস্পতি ও ইন্দ্রাদির স্তুতি, যক্ষ্মারোগ ও দুঃস্বপ্ন-জনিত দোষ নিবারণ। ৬২৮-৬৩২

নবম অনুবাক—ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি ও কুলান্তপ সূক্ত (খিলপর্ব)। ৬৩৩-৬৫১

—*—

অথর্ববেদ-সংহিতা

প্রথম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ওঁ। যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১ ॥
পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।
বসোষ্পতে নি রময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ২ ॥
ইহৈবাভি বি তনূভে আর্ত্নী ইব জ্যায়া।
বাচস্পতির্নি যচ্ছতু ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥
উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাম্।
সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ যে ভগবান্ অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে নিখিল জগতের কল্যাণের জন্য চেতন অচেতনাত্মক সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, হে বাচস্পতিদেব, আমি যেন সে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। ১ ॥ হে জ্ঞানাধিপতি, তুমি প্রকাশমান সত্ত্বগুণের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করে আমার মনের সাথে মিলিত হও। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমার অন্তরে অবস্থান করে আমাকে মেধাসমৃদ্ধি প্রদানে আনন্দিত কর। ২ ॥ হে বেদরূপ বাক্যের পালক, ধনুতে গুণ যোজনা করলে যেমন তার অগ্রভাগ দুটি শরক্ষেপণকারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, সেরূপ তোমার উপাসক আমাকে ঐহিক ও পারত্রিক ফলসাধক মেধা ও জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ কর। হে আমার প্রভু, আমার বেদরূপ বাণীকে সংযত কর, তোমার অনুগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞান যেন আমাতে স্থির হয়। ৩ ॥ হে দেব, তুমি জ্ঞানাধিপালক ও ভক্তের প্রার্থনাপূরক, অর্চনার দ্বারা আহূত হয়ে তুমি বেদজ্ঞানের জন্য আমাদের মেধাদি শক্তি দাও, যাতে আমরা বেদাদি শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হতে পারি এবং সে জ্ঞান থেকে যেন বিচ্যুত না হই। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। অথর্ববেদের প্রথম কাণ্ডে ছ-টি অনুবাক, প্রথম অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার প্রথম মন্ত্র মেধাজনন প্রার্থনামূলক। 'ত্রিষপ্তাঃ'-পদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বহু আলোচনা করেছেন। তিন ও সাত (ত্রি ও সপ্ত)—এ দুটির সম্বন্ধে যত কিছু থাকতে পারে, তা গ্রহণ করেছেন। ত্রি-শব্দে ত্রিকাল এবং সপ্ত-শব্দে সপ্তলোক যিনি ব্যেপে আছেন, সে অনন্তরূপ পরমেশ্বর এ পদের লক্ষ্য। ত্রি-শব্দে—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সপ্ত শব্দে সপ্তর্ষি, সপ্তগ্রহ, সপ্তমরুদ্গণ, সপ্তলোক প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছেন। 'ত্রিসপ্ত' পদে 'একবিংশ' অর্থ গ্রহণ করে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-সমন্বিত দেহ বা দেহীকে বুঝান

হয়েছে। এরূপ নানা অর্থের মধ্য দিয়ে পরিশেষে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করেছেন। 'পরিযন্তি'-পদে প্রতিদিন, প্রতিকল্পে, প্রতি-শরীরে—জড় অজড় সকল পদার্থে যিনি বিরাজমান। ভাষ্যকার এ মন্ত্রে বাদ-প্রতিবাদরূপে দেবতত্ত্ব বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। ২। 'মনসা' পদের বিশেষণ 'দেবেন'; 'দেব' শব্দের অর্থ দীপ্তিযুক্ত। যখন অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ পায়, তখন প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকতে পারে না, কেবল সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে। যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ-প্রভাবে মন (অন্তঃকরণ) স্বচ্ছ আলোক প্রাপ্ত হয়, এখানে সে মনের কথা বলা হয়েছে। ৩। 'ইহ এব'—শব্দের ভাষ্যকার 'অস্মিন্নেব সাধকে জনে' এরূপ অর্থ করেছেন। ইদম্-শব্দ অতি সন্নিকটে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধক অন্তর্দৃষ্টিতে উপাস্যের অতি নিকট অবস্থান করে— এ বুঝান হয়েছে। 'উভে'-শব্দ পূর্ব প্রার্থিত মেধা ও জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলের জনক। ৪। 'বাচস্পতি' শব্দ এ মন্ত্রে দু-বার উল্লেখ থাকায়—দ্বিতীয় বাচস্পতি শব্দকে—'বাচঃ' 'পতিঃ' এরূপ বিশ্লেষণ করে 'বাচঃ' পদে বেদরূপ বাক্যকে বুঝান হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জন্যং ভূরিধায়সম্ ।
বিদ্মো ষ্বস্য মাতরং পৃথিবীং ভূরিবর্পসম্ ॥ ১ ॥
জ্যাকে পরি ণো নমাশ্মানং তন্বং কৃধি ।
বীডুর্বরীয়োঽরাতীরপ দ্বেষাংস্যা কৃধি ॥ ২ ॥
বৃক্ষং যদ্গাবঃ পরিষস্বজানা অনুস্ফুরং শরমর্চন্ত্যৃভুম্ ।
শরুমস্মদ্ যাবয় দিদ্যুমিন্দ্র ॥ ৩ ॥
যথা দ্যাং চ পৃথিবীং চান্তস্তিষ্ঠতি তেজনম্ ।
এবা রোগং চাস্রাবং চান্তস্তিষ্ঠতু মুঞ্জ ইৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : অভীষ্ট বর্ষণের দ্বারা চরাচরাত্মক জগতের পোষক, সকলের হিতকারী পরম পুরুষকে আমরা রিপুহিংসক (অজ্ঞানরূপ বাহুভেদকারী) শরের (যোগ কর্মের) জনক এবং জগতের আধাররূপ বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে জননী বলে জানি। জনকস্বরূপ পুরুষের জগৎপোষকত্ব গুণের দ্বারা শর-যোগকর্ম তাদৃশ শক্তি-সম্পন্ন বলে প্রতীত হয় এবং জননীস্বরূপা প্রকৃতি বহুরূপের আশ্রয় বলে নানাবিধ রূপে প্রতিভাত হয়। ১ ॥ হে সকল জগতের বিলয়ভূমি অবিদিত-স্বভাব প্রকৃতি, আমার সম্বন্ধে তুমি সত্ত্বগুণরূপে পরিণত হও। আমার শরীরকে পাষাণের মত দৃঢ় করে সাধনার যোগ্য কর। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দেব, তুমি কামাদি অন্তর-শত্রুর নিবারক, আমার বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের কৃত অপকার দূর কর। হে দেব, তোমার কৃপায় আমার যেন কামাদি শত্রুর ভয় না থাকে। ২ ॥ ধনুর গুণ যেমন ধনুষ্কোটিতে আরোপিত হয়ে ধনুর্দণ্ডকে সঞ্চালনপূর্বক শাণিত শরকে শত্রুর দিকে প্রেরণ করে, সেরূপে হে ইন্দ্রদেব, বজ্রের মত প্রকাশমান হিংসক শত্রু-শরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। ধনুতে জ্যা যোজনা করলে শর যেমন ধনুর্দণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হয়, হে ভগবান, আমার সাথে শত্রুর সম্বন্ধ সেরূপ বিচ্ছিন্ন করে দাও। ৩ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বংশদণ্ড যেমন অবস্থান করে, সেরূপ সাধারণ রোগ ও মূত্রাতিসারের মধ্যে মুঞ্জমেখলা (শরপত্র-নির্মিত রজ্জু-বিশেষ) অবস্থান করুক। ৪ ॥

টীকা : ১। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য সংগ্রাম জয়ের প্রধান

কারণ বাণের উৎপত্তি ও তার জনক-জননীর বিষয় আলোচনা করেছেন। যুদ্ধ-জয় কার্য, মূত্রাতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি ও পুষ্পাভিষেক কার্যে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। 'শরস্য'—পদে শর শব্দের অর্থ যে হিংসা করে। যে শত্রুগণকে হিংসা বা নাশ করে অথবা যার দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ বিদীর্ণ হয়, সে পদার্থ শর-শব্দের অভিধেয়। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় শর শব্দের অর্থ—বাণ। আধ্যাত্মিক অর্থে যে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি বিনাশ করে, সে যোগ-সাধনাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ২। 'জ্যাকে'—জ্যাকা-শব্দের সম্বোধনে ব্যবহৃত। জ্যা—শব্দের সাধারণ অর্থ ধনুর ছিলা। 'কুৎসিত জ্যা' অর্থে ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে—'যাতে চরাচর জীর্ণ হয়'—এ ব্যুৎপত্তি হতে জ্যা-শব্দে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ভগবৎ-শক্তিরূপা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে সমস্ত চরাচর জীর্ণ বা বিলীন হয়ে থাকে। ৩। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার নানারূপ অর্থ করেছেন। 'বৃক্ষ'—শব্দে ধনুর্দণ্ড, কখন বা বহুচ্ছায়াবিশিষ্ট বটাদি বৃক্ষ ব্যাখ্যা করেছেন। 'গাবঃ'—পদে মৌর্বী অর্থাৎ ধনুর গুণ অর্থ করেছেন; কখন বা ঐ শব্দে নিদাঘ-পীড়িত পশু অর্থ করেছেন। ৪। দ্বিতীয় সূক্তের চারটি মন্ত্র বহু বিঘ্ন ও রোগ নাশের জন্য প্রযুক্ত হয়। মূত্রাতিসার রোগ নাশের জন্য মুঞ্জমেখলা ধারণের দ্বারা এ চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়।

তৃতীয় সূক্ত

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জন্যং শতবৃষ্ণ্যম্।
তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ১ ॥
বিদ্মা শরস্য পিতরং মিত্রং শতবৃষ্ণ্যম্।
তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ২ ॥
বিদ্মা শরস্য পিতরং বরুণং শতবৃষ্ণ্যম্।
তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৩ ॥
বিদ্মা শরস্য পিতরং চন্দ্রং শতবৃষ্ণ্যম্।
তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৪ ॥
বিদ্মা শরস্য পিতরং সূর্যং শতবৃষ্ণ্যম্।
তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৫ ॥
যদান্ত্রেষু গবীন্যোর্যদ্বস্তাবধি সংশ্রিতম্।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৬
প্র তে ভিনদ্মি মেহনং বর্ত্রং বেশন্ত্যা ইব।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৭
বিষিতং তে বস্তিবিলং সমুদ্রস্যোদধেরিব।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৮
যথেষুকা পরাপতদবসৃষ্টাধি ধন্বনঃ।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৯

অনুবাদ : যোগ সাধনার জনক-রূপ, অশেষ কামনাপূরক, অভীষ্টবর্ষী পর্জন্যদেবকে জানা উচিত। যোগপ্রভাবে দেহের মঙ্গল বিধান করা কর্তব্য ; শক্তি ও প্রাণের জন্য এ সংসার থেকে তোমার অন্তরের ক্লেদরাশি বিদূরীত হোক। ভগবান যোগের জনক, যোগপ্রভাবে ক্লেদরাশি দূর হোক এবং তাতে তোমার অশেষ কল্যাণ সাধিত হোক। ১ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনাপূর্ণকারী, মিত্রের মত স্নিগ্ধ তেজঃ-সম্পন্ন মিত্রদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে দেহের মঙ্গল বিধান করা কর্তব্য ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ২ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনা পূরণ-কারী, ছায়াদানে পরিবৃদ্ধিকারক বরুণদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৩ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনাপূর্ণকারী, বিকাশ-উন্মেষক চন্দ্রদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৪ ॥ যোগ-সাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনাপূর্ণকারী, পূর্ণ-প্রকাশক সূর্যদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৫ ॥ তোমার শক্তি ও প্রাণের জন্য, তোমার অন্ত্রমধ্যে ও দেহে যে পাপ অবস্থিত আছে, মূত্রাশয়স্থ নাড়ীদ্বয় হতে মূত্র নিঃসরণের মত সে-সকল পাপ বাইরে নির্গত হোক। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী মূত্র-নিঃসরণে যেমন শান্তি লাভ করে, তুমিও যোগপ্রভাবে ভগবানে মন সমর্পণ করলে সেরূপ শান্তি লাভ করবে। ৬ ॥ শক্তি ও প্রাণ লাভের জন্য পল্বলস্থিত (ক্ষুদ্র জলাশয়স্থ) জলের ন্যায় ক্লেদপূরিত তোমার পাপের আধারকে সম্যক্‌রূপে বিদীর্ণ করছি, তোমার পাপসকল মূত্র-নিঃসরণের মত বাইরে নির্গত হোক। ৭ ॥ শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির জন্য, তোমার দেহাভ্যন্তরস্থিত স্নিগ্ধভাব অনন্ত ভগবানের বিভূতির মত প্রসারিত কর। তোমার সকল পাপ মূত্র-নিঃসরণের মত বাইরে নির্গত হোক। ৮ ॥ হস্ত-স্খলিত বাণ যেমন ধনুর কাছ থেকে বিমুক্ত হয়, মূত্র যেমন মূত্র-নাল থেকে নির্গত হয়, সেরূপ প্রাণ ও শক্তি লাভের জন্য তোমার পাপ-সকল বাইরে নির্গত হোক। ৯ ॥

টীকা : ১-৫। ভাষ্যকার 'শর'-শব্দে তৃণ-জাতীয় শরকে লক্ষ্য করেছেন। মেঘ হতে বৃষ্টি হয়, তার দ্বারা তৃণ-পর্যায়ভুক্ত শর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ-জন্য পর্জন্যকে শরের পিতা বলা হয়েছে। 'শতবৃষ্ণ্য' শব্দে—অপরিমিত বীর্যশালী (বৃষ্টিপ্রদ) যে পর্জন্যদেব, তিনি শরের পিতা, তাকে আমরা জানি। সেই যে শর, যার পিতাকে আমরা জানি, সে মূত্র-নিরোধাদি ব্যাধিগ্রস্ত জনের শরীরের রোগ নাশ করে। ভাষ্যানুক্রমণিকায় মূত্র-পুরীষ নিরোধের অবস্থায় এ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক রোগীর শরীরে হরিতকী ও কর্পূর বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত মন্ত্রগুলির মধ্যে কেবল যথাক্রমে পর্জন্য, মিত্র, বরুণ, চন্দ্র ও সূর্য—এ নামগুলির পার্থক্য দেখা যায়। ৬। ভাষ্যদৃষ্টে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগীর মূত্র-নিঃসরণের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় মন্ত্র উচ্চারণ করলে রোগ নিরাময় হয়, তা এখন দুর্বোধ্য। মন্ত্রের মধ্যে আন্ত্র, গবিনী, বস্তি প্রভৃতি শব্দ শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞের পরিচায়ক। মূত্রাশয়ের সঙ্গে উদরের পুরীতৎসু নাড়ীভূঁড়ি ও গবিনী নাড়ীদুটির কি সম্বন্ধ তা শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বোধগম্য। বস্তি বলতে ধনুরাকারে অবস্থিত মূত্রাশয়কে বুঝায়। মূত্রনিঃসরণের শব্দকে বালিতি বলে বলা হয়েছে। ক্লেশপ্রদ ব্যাধির উপশমের উপমার দ্বারা জানান হয়েছে—তোমার অন্তর ও বাইরের সকল পাপ যোগসাধনায় বিধৌত হয় এবং ভগবানে মন সমর্পণ করলে পরম শান্তি লাভ করা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাম্ । পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥ ১ ॥
অমূর্যা উপ সূর্যে যাভির্বা সূর্যঃ সহ । তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ॥ ২ ॥
অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ । সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ৩ ॥
অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজম্ । অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথ বাজিনো
গাবো ভবথ বাজিনীঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ দেবতার আরাধনা করতে ইচ্ছুক আমাদের হিতকারী মাতৃস্থানীয়া জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, মাধুর্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করতে করতে দেবযজন পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে (দৈব কার্যের সাথে সাথে) ভগবানের কাছে উপস্থিত হয় । (জননী যেমন দুগ্ধদানে সন্তানকে পালন করে, সেরূপ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীর স্নেহে সন্তানকে জ্ঞানামৃত দান করে—এ উচ্চ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে) । ১ ॥ সে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবের কাছে অবস্থিত, অথবা জ্ঞানময় সূর্যদেব তাদের সাথে অভিন্নরূপে বর্তমান । সে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ আমাদের হিংসারহিত (অধ্বর) যাগাদি কর্মসকল সফল করুক । ২ ॥ জলাধিষ্ঠাত্রী সে দেবতাকে আমাদের কাছে আহ্বান করছি । তার অভ্যন্তরে আমাদের জ্ঞানসমূহ অমৃত পান করে অর্থাৎ সে দেবতা আমাদের কাছে থাকলে আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় । সে জলদেবতার উদ্দেশে পূজা-অর্চনা করা আমাদের কর্তব্য । ৩ ॥ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে অমৃত ও ভেষজ (ওষধ) আছে, অর্থাৎ জলদেবতার অনুগ্রহে আমরা ব্যাধিশূন্য ও অমর হতে পারি । হে আমার অন্তর্নিহিত দেবভাব ও জ্ঞাননিবহ, তোমরা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের স্তুতি-বিষয়ে ত্বরান্বিত হও । ৪ ॥

টীকা ঃ ১ । এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগে সকল রোগে শান্তিলাভ, রাজ্যলাভ, জয়-পরাজয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা, অর্থপ্রাপ্তি, বিঘ্ননাশ প্রভৃতি ঘটে । গো-জাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-সংজননের জন্য এ সূক্তের মন্ত্র কয়েকটি অশেষ ফলদায়ক বলে ভাষ্যে বলা হয়েছে । 'অম্বয়ো যন্তি' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করে লবণের সাথে জল বা শুধু জল পান করালে গোজাতির সকল ব্যাধি-নাশ ও পুষ্টি সাধিত হয় । অম্বা-শব্দের মত 'অম্বি'—শব্দও বেদে মাতৃবাচক । ৪ । এ মন্ত্রে জল-চিকিৎসার বিষয় (Hydropathy) ব্যক্ত আছে । জলদেবতার স্বরূপজ্ঞানে ব্যাধিশূন্য ও অমরত্ব লাভ করা যায় । সেরূপ জলরূপে ভগবান জীবের শান্তিবিধান করছেন—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে ।

পঞ্চম সূক্ত

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন । মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২ ॥
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ । আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥
ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্যণীনাম্ । অপো যাচামি ভেষজম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, যেহেতু তোমরা সুখদায়িনী, অতএব আমাদের বলপ্রাণের অধিকারী কর এবং মহৎ রমণীয় পরব্রহ্মের দর্শন লাভের জন্য আমাদের যোগ্য কর । ১ ॥ হে জলদেবীগণ, তোমাদের মধ্যে যে অশেষ কল্যাণরূপ সারভূত

রস (পরমার্থতত্ত্ব) আছে ; মা যেমন সন্তানকে স্তন্যদানে পুষ্ট করে, সেরূপে ইহলোকে সে রস প্রদানে আমাদের পোষণ কর। ২ ॥ হে জলদেবীগণ, সে ব্রহ্মতত্ত্বরূপ পরম রস দান করে আমাদের তৃপ্ত কর। তোমরা যে স্নেহ-রসের দ্বারা ক্ষয়শীল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণশক্তিসম্পন্ন করে রেখেছ, আমাদের সে অমৃত রস প্রদান কর। ৩ ॥ বরণীয় ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলদেবীগণ, তোমরা মানুষের আশ্রয়স্থানীয়। আমি তোমাদের কাছে ব্যাধিনিবারক শান্তিপ্রদ ঔষধ (অমৃত) প্রার্থনা করছি। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে লক্ষ্য করে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। জল—স্নেহভাবাপন্ন, তাই ভগবদ্বিভূতি দেবীরূপে পরিকল্পিত। দেবীর মধ্যে স্নেহভাবের আধিক্য জন্য ভগিনী, জননী প্রভৃতি রূপে দেবীর উপাসনা করা হয়। 'ঊর্জে'—শব্দে সায়ণাচার্য বলকারক অন্ন অর্থ করেছেন। ঊর্জ-পদে বল ও প্রাণ দুইই বুঝায়। 'মহে রণায় চক্ষসে'—বাক্যে ভাষ্যকার বহুবিধ অর্থ করেছেন। পূজনীয় বরণীয় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ২। এ মন্ত্রে সন্তানরূপে জননীর স্নেহ-করুণা পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ৩। 'ক্ষয়ায়', 'জিন্বথ', 'জনয়থ' ও 'গমাম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। 'ক্ষয়ায়' পদে কেউ অর্থ করেছেন—পাপক্ষয়ের জন্য, কেউ বা—অভিবৃদ্ধির জন্য, আমাদের অর্থ—ক্ষয়শীল জগতের নিমিত্ত। 'গমাম'—পদে কেউ 'প্রস্তুত আছি', কেউ বা 'প্রাপ্ত হও' অর্থ করেছেন। আমাদের অর্থ—তৃপ্ত করছ। 'জিন্বথ'—পদে কেউ 'জলদানে শস্যাদির পুষ্টিসাধন কর', কেউ বা 'মস্তকে জল নিক্ষেপ কর' অর্থ করেছেন। আমাদের অর্থ—প্রাণশক্তিদানে পরিবৃদ্ধ কর। 'জনয়থ'-পদে কেউ 'বংশ বৃদ্ধি কর' অর্থ করেছেন। আমাদের অর্থ—পরমার্থ তত্ত্বদানে পরিবৃদ্ধ কর। এ তিনটি মন্ত্র ব্রাহ্মণদের ত্রি-সন্ধ্যায় নিত্য ব্যবহার্য।

ষষ্ঠ সূক্ত

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ১ ॥
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ ॥ ২ ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৩ ॥
শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ। শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ দীপ্ত্যাদিগুণবিশিষ্ট হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, অভীষ্টসিদ্ধি ও তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য তোমরা আমাদের মঙ্গলবিধান কর। সুখ-সম্বন্ধযুক্ত হে জলদেবীগণ, তোমরা আমাদের প্রতি করুণাধারা বর্ষণ কর। ১ ॥ জলদেবতার মধ্যে সকল প্রকার ভেষজ (ঔষধ) ও সকলের সুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান—এ কথা সোম (অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব ভাব) আমাদের বলেছে। ২ ॥ হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত তুমি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ কর, যাতে আমরা নীরোগ হয়ে চিরকাল তেজোময় জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবকে দেখতে সমর্থ হই। ৩ ॥ মরুদেশ-সম্ভূত হে জলসকল (অথবা আমার মরুসদৃশ হৃদয়ে বিদ্যমান স্নেহ কারুণ্য-রূপিণী জলদেবীগণ), তোমরা আমাদের মঙ্গলপ্রদ হও। সেরূপ প্রভূত জলপ্রদেশস্থ, খননোদ্ভূত, কুম্ভে সংগৃহীত ও বর্ষণহেতুভূত জলসকল, তোমরা সকলে আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হও। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। ভাষ্যে এ মন্ত্রে পানার্থ জল-প্রার্থনা ও যজ্ঞকার্যে সুখবিধানের

আকাঙক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। 'দেবীঃ'—শব্দে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বহু অর্থের আলোচনা করেছেন—দেবীগণ দ্যোতনাদিগুণযুক্ত। দিব্ ধাতুর ক্রীড়া, বিজিগীষা, ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি, গতি প্রভৃতি অর্থ। যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে বলেছেন—"যজ্ঞশ্চ। দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা" ইতি (নিরুক্ত ৭।১৫)—অর্থাৎ দেব শব্দে যজ্ঞ, দান, দীপন, দ্যোতন, দ্যুলোক প্রভৃতি অর্থ। এ মন্ত্রে 'দেবীঃ আপঃ' বলায় সাধারণ জলের অতীত বস্তুকে বুঝান হয়েছে। 'অভিষ্টয়ে' বলতে শুধু যজ্ঞের জন্য নয়, সকল অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এ ভাব আসে। ২। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'সোম অব্রবীৎ'—সোম বলেছেন, এ কথার দ্বারা সোম-শব্দে যে সোমলতা বা মদ্যরস নয়, তা বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সায়ণাচার্য এখানে 'সোমঃ এতন্নামা দেবঃ'—সোম শব্দে সোমদেবকে লক্ষ্য করেছেন। আমরা সোম-শব্দে 'শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তিভাব'—এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। অন্তরস্থ সদ্বৃত্তিনিচয় জলদেবতার স্বরূপে অবগত। ৩। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হলে সাধনার বিঘ্ন ঘটে—এ জন্য এ মন্ত্রে রোগ নিবারণের ঔষধ প্রার্থনা করা হয়েছে। ৪। চতুর্থ মন্ত্রে নানাপ্রকার জলকে ও ভগবানের স্নেহ কারুণ্যাদি বিভূতিকে প্রার্থনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

স্তুবানমগ্ন আ বহ যাতুধানং কিমীদিনম্।
ত্বং হি দেব বন্দিতো হন্তা দস্যোর্বভূবিথ ॥ ১ ॥
আজ্যস্য পরমেষ্ঠিন্ জাতবেদস্তনূবশিন্।
অগ্নে তৌলস্য প্রাশান যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ২ ॥
বি লপন্তু যাতুধানা অত্রিণো যে কিমীদিনঃ।
অথেদমগ্নে নো হবিরিন্দ্রশ্চ প্রতি হর্যতম্ ॥ ৩ ॥
অগ্নিঃ পূর্ব আ রভতাং প্রেন্দ্রো নুদতু বাহুমান্।
ব্রবীতু সর্বো যাতুমান্ অয়মস্মীত্যেত্য ॥ ৪ ॥
পশ্যাম তে বীর্যং জাতবেদঃ
প্র ণো ব্রূহি যাতুধানান্ নৃচক্ষঃ।
ত্বয়া সর্বে পরিতপ্তাঃ পুরস্তাৎ
ত আ যন্তু প্রব্রুবাণা উপেদম্ ॥ ৫ ॥
আ রভস্ব জাতবেদোঽস্মাকার্থায় জজ্ঞিষে।
দূতো নো অগ্নে ভূত্বা যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ৬ ॥
ত্বমগ্নে যাতুধানান্ উপবদ্ধাঁ ইহাবহ।
অথৈষামিন্দ্রো বজ্রেণাপি শীর্ষাণি বৃশ্চতু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের তোমার অর্চনা-পরায়ণ কর (আমাদের হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন কর)। ইতস্ততঃ বিচরণশীল শত্রুদের অপসারিত কর। হে দেব, তুমি শত্রুর বিনাশক, অতএব সকলের বন্দনীয়। তুমি আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা কর ও শত্রুর বিনাশ কর—এ প্রার্থনা। ১ ॥ উৎকৃষ্ট স্থানে

বাসকারী, জাতমাত্রের জ্ঞাতা, সকল প্রাণীর শরীরে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থানকারী হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের উত্তম হবনীয় ভাগ (সম্ভাবনিবহ) গ্রহণ কর ও আমাদের শত্রুদের বিশেষরূপে বিনাশ কর। ২॥ হে অগ্নিদেব, সর্বভক্ষক, ইতস্ততঃ বিচরণশীল শত্রুগণ আপনার দ্বারা বিনষ্ট হোক। তারপর আমাদের শ্রেষ্ঠ হবি (আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে) লক্ষ্য করে তুমি ও তোমার ঐশ্বর্যবিভূতি ইন্দ্র আমাদের লাভ করুক। (হে দেব, আমাদের অন্তরের শত্রুদের বিনাশ করে আমাদের পূজা সম্পূর্ণ কর—এ প্রার্থনা)। ৩॥ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব সকল দেবগণের অগ্রগামী হয়ে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হোক ও প্রবল বলশালী ইন্দ্রদেব শত্রুদের দূর করুক। সে দেবতার প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়ে শত্রুসেনানায়ক সকল শত্রুসেনার সাথে দেবতার কাছে এসে 'আমার এ নাম' এরূপ বলে পরাজয় স্বীকার করে পলায়ন করুক। (জ্ঞানোদয়ে শক্তি সঞ্চয় হয়, তখন শত্রুরা অপমানিত হয়ে পলায়ন করে)। ৪॥ হে জাতবেদা অগ্নিদেব, তোমার বীর্য (শত্রু-দমন সামর্থ) নিয়ত আমরা দেখছি। হে সকল কর্মের দ্রষ্টা, আমাদের কাছ থেকে শত্রুদের চলে যাবার জন্য আদেশ কর, যাতে আমাদের বারবার বাধা সৃষ্টি না করে। তোমার প্রভাবে তারা নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করে এ সৎকর্মের কাছে (সদ্‌জ্ঞানের সান্নিধ্যে) এসে বিনষ্ট হোক। (মানুষ জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাব অবগত হলে শত্রুতাড়ন সামর্থ লাভ করে)। ৫॥ হে জ্ঞানাধার দেব, শত্রুবিনাশ কার্যে ব্রতী হয়ে আমাদের ইষ্ট সাধনের জন্য প্রাদুর্ভূত হও। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের দূত-স্বরূপ হয়ে শত্রুদের বিনাশ কর। ৬॥ হে অগ্নিদেব, তুমি আমার রিপু-শত্রুদের সংযত করে এ যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত কর, আর দেবাধিপতি ইন্দ্রদেব তীক্ষ্ণ বজ্রের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন করুক। পরে তারা কর্মশক্তির দ্বারা বিনষ্ট হোক। ৭॥

টীকা ঃ ১। এ মন্ত্রে আচার্য সায়ণ বহু অর্থের আভাষ দিয়েছেন। 'স্তুবানং' পদের তিন প্রকার অর্থ করেছেন—'আমার প্রদত্ত হবিকে প্রশংসা পূর্বক', 'আমাদের দ্বারা স্তূয়মান দেবগণকে' এবং বিভক্তি-ব্যত্যয় করে 'স্তুবানঃ'—স্তূয়মান অর্থ। 'অগ্নি' পদের ব্যাখ্যায় নানা অর্থ করেছেন—ব্যাপ্তি অর্থে জগৎ ব্যেপে আছে জন্য তার নাম অগ্নি। 'অগ্রণী' গুণে হেতু তার নাম অগ্নি। স্নেহভাব নেই বলে—তার নাম অগ্নি ইত্যাদি। ২। 'পরমেষ্ঠিন্'—শব্দে সায়ণাচার্য স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থানের অধিবাসী অর্থ করেছেন। 'জাতবেদঃ' ও 'তনূবশিন্' শব্দে যিনি বেদ জানেন এবং যিনি সকল দেহের মধ্যে অবস্থিত, তাঁকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ৪। জ্ঞান সকল পাপ দূরীকরণে প্রথম সহায়ক জন্য জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে সকল দেবগণের অগ্রণী বলা হয়েছে। ৫। সাধক সাধনপথে অগ্রসর হলে ভগবানের বীর্য-সামর্থ প্রত্যক্ষ করে এবং জ্ঞান-প্রভাব বিস্তৃত হলে অন্তরের শত্রুরা পলায়ন করে। পুণ্যের প্রভায় তারা আপনা আপনি বিধ্বংস হয়—এ ভাব এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। ৬। এ মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হয়েছে—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুহনন কার্য আরম্ভ হয় এবং অগ্নিদেব জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহান্ধকার দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়াংশে—আমার পক্ষের দূত হয়ে শত্রুর সংহার কর—এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে—দূত নিরপেক্ষভাবে শত্রুর নিকট গিয়ে বিনাযুদ্ধে তার বিনাশ সাধনে সমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা প্রতিহত হয়। ৭। এ মন্ত্রে জ্ঞানের দ্বারা রিপু-শত্রুদের দমন করার বিষয় বলা হয়েছে। কামাদি প্রবল রিপুদের জ্ঞানের দ্বারা সংযত করে সৎকর্মে নিযুক্ত করতে হবে। তা হলে ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মুক্তির পথে পরম শ্রেয় লাভ হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইদং হবির্যাতুধানান্ নদী ফেনমিবাবহৎ।
য ইদং স্ত্রী পুমানকরিহ স স্তুবতাং জনঃ ॥ ১ ॥
অয়ং স্তুবান আগমদিমং স্ম প্রতি হর্যত।
বৃহস্পতে বশে লব্ধ্বাগ্নীষোমা বি বিধ্যতম্ ॥ ২ ॥
যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাং নয়স্ব চ।
নি স্তুবানস্য পাতয় পরমক্ষ্যুতাবরম্ ॥ ৩ ॥
যত্রৈষামগ্নে জনিমানি বেত্থ গুহা সতামত্রিণাং জাতবেদঃ।
তাংস্ত্বং ব্রহ্মণা বাবৃধানো জহ্যেষাং শততর্হমগ্নে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত আমাদের এ পূজা (হবিঃ), নদী যেমন নিজ প্রবাহে ফেনপুঞ্জকে মহাসমুদ্রে বহন করে নিয়ে যায়, সেরূপ আমাদের রিপুরূপ শত্রুদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাক অর্থাৎ সৎকার্যে নিযুক্ত করুক। স্ত্রী বা পুরুষ যে কেউ এ প্রকার পূজা করতে পারে, সে প্রকৃত ভগবৎ-পূজা-পরায়ণ হয়। ১ ॥ হে দেবগণ, এ শত্রুপীড়িত জন তোমাদের পূজাপরায়ণ হয়ে অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য তোমাদের কাছে এসেছে, তাকে আপনার বলে গ্রহণ কর। হে দেবশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, তোমার অর্চনাকারীর শত্রুদের বশীভূত করে তাকে রক্ষা কর। হে অগ্নি ও সোমদেব, শত্রুদের বিতাড়িত কর। ২ ॥ হে সোমপ (শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণশীল দেব), তুমি রিপু-শত্রুদের নাশ কর, তোমার অনুগত আমাকে অভিমত ফল দাও, অর্চনাকারী আমার শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভ হোক অর্থাৎ তোমার অর্চনাকারীকে পরমপদার্থ দর্শনের শক্তি দাও এবং নিকৃষ্ট শত্রুকে বিনাশ কর। ৩ ॥ হে সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের হৃদয়গুহায় আশ্রয়প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্বভাবের গ্রাসকারী রিপু-শত্রুদের অবস্থিতি ও তারা যে ভাবে উৎপন্ন হয়, তা তুমি জান। হে অগ্নিদেব, এ মন্ত্রপ্রভাবে তুমি প্রকাশমান হয়ে সে শত্রুদের সংহার কর এবং তাদের কৃত উপদ্রব নাশ কর। ৪ ॥

টীকা : ১। 'নদী ফেনমিব'—এর ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য বলেন—নদী যেমন নিজ-প্রবাহে ফেনাকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যায়, সেরূপ এ শত্রুদের অন্যত্র নিয়ে যাও। আমরা দেশ দেশান্তরে না বলে মহাসমুদ্রে নিয়ে যায়-এ অর্থ করেছি। ২। এ মন্ত্রে তিন শ্রেণীর দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে—সমস্ত দেবতার কাছে, সকল দেবতার পালক বৃহস্পতির কাছে ও কঠোর-কোমল ভাবাপন্ন অগ্নি ও সোমদেবের কাছে। ৩। 'যাতুধানস্য প্রজাং'—পদে সায়ণাচার্য রাক্ষসদের পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি অর্থ করেছেন ; আমরা রিপুগণ হতে উৎপন্ন অসদ্ভাবসমূহ অর্থাৎ রিপুগণ ও তাদের কুকার্য-পরম্পরা বিনষ্ট হোক এ অর্থ মনে করি। ৪। 'অত্রিণাং' শব্দে—সায়ণাচার্য নরভুক্ রাক্ষসদের কথা বলেছেন, আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের গ্রাসকারী অন্তর শত্রুদের লক্ষ্য করেছি।

তৃতীয় সূক্ত

অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্ত্বিন্দ্রঃ পূষা বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
ইমমাদিত্যা উত বিশ্বে চ দেবা উত্তরস্মিন্ জ্যোতিষি ধারয়ন্তু ॥ ১ ॥

অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্তু সূর্যো অগ্নিরুত বা হিরণ্যম্ ।
সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ২ ॥
যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন ব্রহ্মণা জাতবেদঃ ।
তেন ত্বমগ্ন ইহ বর্ধয়েমং সজাতানাং শ্রৈষ্ঠ্য আ ধেহ্যেনম্ ॥ ৩ ॥
এষাং যজ্ঞমুত বর্চো দদেহহং রায়স্পোষমুত চিত্তান্যগ্নে ।
সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদঃ বসুগণ (নিবাসের হেতুভূত দেবতা), ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বর), পূষা (পোষণকারী দেবতা), বরুণ (অভীষ্টপ্রদ দেব), মিত্র (বিপদের উদ্ধারক দেবতা) ও অগ্নি (জ্ঞানস্বরূপ দেব) প্রার্থনাকারী আমাকে পরম ধন প্রদান করুক। আদিত্যগণ (অনন্তের অংশরূপ) ও বিশ্বে দেবগণ (দ্যোতমান ভগবানের বিভূতি-সকল) এ প্রার্থনাকারীকে উৎকৃষ্ট তেজোময় পরব্রহ্মে স্থাপন করুক, অর্থাৎ দেবানুগ্রহে আমি যেন পরব্রহ্ম লাভ করতে সমর্থ হই । ১ ॥ হে দেবগণ (ভগবদ্বিভূতিসকল), তোমাদের আজ্ঞায় এ প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে জ্যোতির (দেবভাবের) সঞ্চার হোক। সর্বপ্রকাশক সূর্যদেব, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অগ্নিদেব ও সুবর্ণাদির স্নিগ্ধজ্যোতি এ প্রার্থনাকারীকে সুখ দিক। প্রার্থনাকারী আমাদের শত্রুগণ ক্ষীণ হোক, এ প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ সুখস্থানে নিয়ে যাও। (ভগবদ্বিভূতি-সকলের প্রভাবে আমাদের শত্রুনাশ ও পরমগতি লাভ হোক —এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।) । ২ ॥ হে সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, যে উৎকৃষ্টতম মন্ত্রশক্তির দ্বারা আহূত হয়ে হবনীয় দ্রব্যাদি ভগবানের কাছে নিয়ে যাও, সেরূপ এ মন্ত্রের দ্বারা অর্চনাকারীকে ইহলোকে সমৃদ্ধ কর এবং এ প্রার্থীকে তোমার সমানজাতদের (দেবগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে স্থাপন কর। ৩ ॥ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তোমার অনুগ্রহে বিঘ্ননাশ ও ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ যজ্ঞে (সদনুষ্ঠানে) আমি ব্রতী হয়েছি। তুমি প্রার্থনাকারী আমাকে তেজ, ধনপুষ্টি ও শোভন চিত্ত দাও। শত্রুগণ এ প্রার্থনাকারীর কাছে নিকৃষ্ট হোক, এ অর্চনাকারীকে সুখকর উত্তম স্থানে স্থাপন কর। ৪ ॥

টীকাঃ ১। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এ সূক্তের অনুক্রমণিকায় 'অস্মিন্ বসু' ইত্যাদি মন্ত্রের বহুকার্যে ব্যবহারের কথা বলেছেন। এর দ্বারা সম্পত্তি কামেচ্ছু ব্যক্তি বাসিত কৃষ্ণমণিদ্বয় (নীলা) ধারণ করবে ও অন্নমধ্যে পুরুষের আকৃতি লিখে সে অন্ন ভোজন করবে। বাসিত বলতে ত্রয়োদশাদি তিনটি তিথিতে দধি ও মধুপূর্ণ পাত্রে মণি (নীলা) রেখে চতুর্থ দিনে সে মণি বন্ধন করবে। রাজ্যচ্যুত রাজার আবার রাজ্যলাভের জন্য এ সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্নভোজন আবশ্যক। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি যুগ্মকৃষ্ণল-মণি স্থালীপাকে নিক্ষেপ করে এ সূক্ত-মন্ত্রে মণিবন্ধন ও স্থালীপাকের অন্ন ভোজন করবে। উপনয়ন কর্মে মাণবকের অনুমন্ত্রণে এ সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। ঐরাবতী নামক মহাশান্তিতে, বার্হস্পত্যাখ্য মহাশান্তিতে ও পুষ্পাভিষেক কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ২। গ্রামাদি ফলকামনায় ইন্দ্রাদি দেবসকলের উদ্দেশে এ মন্ত্রটি প্রযুক্ত হয়েছিল। ৩। 'ব্রহ্মণা'—পদে মন্ত্রশক্তির প্রভাব বা জ্ঞানের দ্বারা এ অর্থ করা হয়েছে। ব্রহ্ম-পদ জ্ঞানবোধক, জ্ঞানই ব্রহ্ম। 'সজাতানাং'—পদে সায়ণাচার্য জ্ঞাতিদের মধ্যে অর্থ করেছেন। জ্ঞাতিদের মধ্যে বড় হবার প্রার্থনা না করে আমরা অগ্নিদেবের সম্বোধন করে তার সহজাতদের মধ্যে অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে স্থাপনের প্রার্থনা করেছি। ৪। 'এষাং

যজ্ঞং'—পদে সায়ণাচার্য শত্রুদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞ অর্থাৎ স্বর্গাদি সাধন পুণ্যকর্ম—এরূপ অর্থ করেছেন। আমরা বিঘ্ননাশ ও ইষ্টপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় যজ্ঞ অর্থাৎ সৎকার্য—এরূপ অর্থ করেছি।

চতুর্থ সূক্ত

অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
ততস্পরি ব্রহ্মণা শাশদান উগ্রস্য মন্যোরুদিমং নয়ামি ॥ ১ ॥
নমস্তে রাজন্ বরুণাস্তু মন্যবে বিশ্বং হ্যুগ্র নিচিকেষি দ্রুগ্ধম্।
সহস্রমন্যান্ প্র সুবামি সাকং শতং জীবাতি শরদস্তবায়ম্ ॥ ২ ॥
যদুবক্থানৃতং জিহ্বয়া বৃজিনং বহু।
রাজ্ঞস্ত্বা সত্যধর্ম্মণো মুঞ্চামি বরুণাদহম্ ॥ ৩ ॥
মুঞ্চামি ত্বা বৈশ্বানরাদর্ণবান্মহতস্পরি।
সজাতানুগ্রেহা বদ ব্রহ্ম চাপ চিকীহি নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : দেবগণের মধ্যে পাপীর দণ্ডদাতা এ বরুণদেব বিশেষরূপে প্রকাশমান। সত্যভাব রাজা বরুণের অধীন, সেজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বলীয়ান হয়ে কঠোরশাসক বরুণদেবের ক্রোধ হতে আমি এ জীবনকে পরিত্রাণ করছি। ১॥ পাপীদের দণ্ড-প্রদাতা হে দ্যোতমান বরুণদেব, তোমার ক্রোধকে নমস্কার। হে উগ্র (কঠোরশাসক বরুণ), সমস্ত প্রাণিকৃত অপরাধ তুমি জান; তথাপি হয়তো তোমার অজ্ঞাত আমার সহস্র অপরাধের সাথে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করছি। এ পাপ-নিপীড়িত জন তোমার অনুগ্রহে শত বৎসর জীবিত থাকুক। ২॥ জিহ্বার দ্বারা (বাক্যের দ্বারা) যে কিছু অসত্য বলা হয়, তাতে অধিক পাপ সঞ্জাত হয়। সত্যধর্ম পালনশীল, দণ্ডের বিধাতা, পাশবদ্ধকারী সে বরুণদেব হতে, হে আমার জীবন, তোমাকে আমি মুক্ত করছি। ৩॥ হে আমার জীবন, তোমাকে অগ্নিদেবের কোপ থেকে এবং জলাধিপতির ভীষণ কোপ হতে (জলসম্বন্ধি ভীষণ ব্যাধি হতে) আমার কর্মপ্রভাবে তোমাকে মুক্ত করছি। (অথবা বিশ্বহিতসাধক কর্মের দ্বারা সংসার-সমুদ্র হতে তোমাকে উত্তীর্ণ করছি)। হে দুর্ধর্ষ, তুমি তোমার কর্ম-সম্বন্ধ হতে তোমার সহচর অসৎপ্রবৃত্তিদাতাদের অপসারিত কর, মন্ত্ররূপ স্তুতি উচ্চারণ কর এবং ব্রহ্মকে জান। ৪॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রের প্রয়োগবিধিতে বোঝা যায়—জলোদর-রোগ নিবৃত্তির অব্যর্থ ফলস্বরূপ এ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করে ঘটস্থিত জলের দ্বারা রোগীর গাত্রে প্রক্ষেপ করতে হয়। মিথ্যাকথন জনিত পাপে জলোদর রোগ উৎপন্ন হয়। মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্যের অনুগামী হয়ে এ মন্ত্রের ক্রিয়ার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। রক্তহীনতায় জল-সঞ্চয়ে যে-সকল রোগী নিত্য কালকবলে পতিত হচ্ছে, তারা বিধিপূর্বক এ সূক্তের মন্ত্র কয়টির প্রয়োগে সাফল্য লাভ করতে পারে। ১ম মন্ত্রে 'অসুরঃ'-শব্দের পাপীদের শাসনকর্তা দেবতা অর্থ; দৈত্য নয়।

পঞ্চম সূক্ত

বষট্ তে পূষন্নস্মিন্ৎসূতাবর্যমা হোতা কৃণোতু বেধাঃ।
সিস্রতাং নার্যৃত প্রজাতা বি পর্বাণি জিহতাং সূতবা উ ॥ ১ ॥

চতস্রো দিবঃ প্রদিশশ্চতস্রো ভূম্যা উত।
দেবো গর্ভং সমৈরয়ন্ তং ব্যূর্ণুবন্তু সূতবে ॥ ২ ॥
সূষা ব্যূর্ণোতু বি যোনিং হাপয়ামসি।
শ্রথয়া সূষণে ত্বমব ত্বং বিষ্কলে সৃজ ॥ ৩ ॥
নৈব মাংসে ন পীবসি নৈব মজ্জস্বাহতম্।
অবৈতু পৃশ্নি শেবলং শুনে জরায্বত্তবেহব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৪
বি তে ভিনদ্মি মেহনং যোনিং বি গবীনিকে।
বি মাতরং চ পুত্রং চ বি কুমারং জরায়ুণাব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৫ ॥
যথা বাতো যথা মনো যথা পতন্তি পক্ষিণঃ।
এবা ত্বং দশমাস্য সাকং জরায়ুণা পতাব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রাণিসকলের পোষণকারী পূষাদেব, দেবগণের আহ্বাতা এ উপাসক, অর্যমা (প্রাণিগণের প্রেরক দেব) ও বিধাতার (জগতের নির্মাতার) সাথে একচিত্ত হয়ে এ জগতের পুনর্জন্ম নিবৃত্তি বিষয়ে কল্যাণপ্রদ বষট্‌মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা তোমার উদ্দেশে ভক্তিরূপ হবি অর্পণ করছে। গর্ভিণী নারী যেমন সন্তানবতী হয়ে প্রসবজনিত ক্লেশ থেকে বিমুক্ত হয়, সেরূপ আপনার কৃপায় সকলে মায়া-মোহরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করুক। ১ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোকের চার দিক ও চার বিদিকের দেবগণ জন্মগ্রহণের মূল গর্ভকে সংযত করুক, তারা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি-বিষয়ে জীবকে মুক্ত করুক। (বিভিন্ন দিকে অবস্থিত দেবগণ মুক্তিমার্গের সহায় হোক, তারা আমাদের জন্মগতি রোধ করে দিক।)। ২ ॥ জ্ঞানদাত্রী (সূষা) দেবতা অজ্ঞানাবরণ অপসারণ করুক। হে দেবতে, তুমি আমার উৎপত্তি-মূলকে বিমুক্ত কর অর্থাৎ আমার কর্ম দ্বারা আমার উৎপত্তিমূল যেন আর দৃষ্ট না হয়। হে উদ্ধারকারিণি দেবতে, তুমি আমার বন্ধন-সকলকে মুক্ত কর। হে কালরূপিণি দেবতে (বিষ্কলে), তুমি আমাকে তোমাতে লীন কর অর্থাৎ আমি যেন তোমার সাথে মিলিত হই। ৩ ॥ হে পরিত্রাণকামী, শরীরগত মাংসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করো না, মজ্জার সাথে আবদ্ধ হয়ো না। জলের উপরিস্থিত শৈবালের মত এ সংসারের সম্বন্ধ—এ বিবেচনা করে হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ ধারণ কর অর্থাৎ সংসারে নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করে ভগবানের উদ্দেশে কর্ম করে যাও। হে গতাগতিশীল, তোমার জন্ম-সম্বন্ধ নাশের জন্য তোমার জীবনকে রক্ষকের কাছে প্রেরণ কর অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। ৪ ॥ হে আমার জীবন, তোমার কর্মক্লেদরূপ উৎপত্তিমূল জন্মাধার স্থানকে আমি বিচ্ছিন্ন করছি। সেরূপ তোমার উৎপত্তির সম্বন্ধযুক্ত নাড়ীকে, মাতৃ ও পিতৃ-সম্বন্ধকে এবং জরায়ু-সম্বন্ধ বিশিষ্টের সাথে তোমার কৌমার অবস্থাকে আমি বিচ্ছিন্ন করছি। তোমার জন্মসম্বন্ধকে সে রক্ষক ভগবানের কাছে প্রেরণ কর। (এখানে সংসার বন্ধনের হেতুরূপ সর্ববিধ বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে)। ৫ ॥ গর্ভস্থ শিশুর মত সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ তুমি, জরায়ু থেকে সে যেমন বন্ধনমুক্ত হয়ে ভূপতিত হয়, সেরূপ ভগবানের কাছে নিপতিত হও অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। ত্বরিত-গতিশীল বায়ুর মত, অপ্রতিবন্ধ মনের মত, অপ্রতিহত আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর মত, তুমি জীব-সম্বন্ধকে সকল বাধা থেকে মুক্ত করে ভগবানের কাছে প্রেরণ কর। ৬ ॥

টীকা ঃ ১। সায়ণভাষ্য দেখলে বোঝা যায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সুপ্রসব কার্যে ব্যবহৃত হয়েছে। গর্ভিণী যখন গর্ভ যাতনায় কষ্ট পায়, তখন যথাবিধি দেবপূজার

পর এ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করে তার মস্তকে হুতোক্ষ শান্তিজল দিলে সে সুপ্রসব করে। গর্ভিণী গর্ভযাতনা মুক্ত হয়, শুধু এ অর্থ নয়, আমরা মনে করি সংসারযাতনা থেকে, বারবার এ সংসারে গতাগতির হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য এ মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রার্থনা জানানো হয়েছে। ৫। ভাষ্যে এ মন্ত্রগুলি সুপ্রসব-পক্ষে প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে মনে হয় কোন যন্ত্র ব্যবহার করে গর্ভ থেকে সন্তান বের করা হয়েছে। ইহা ধাত্রী-বিজ্ঞানের পোষক মন্ত্র। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক পক্ষে বিশেষ ব্যাখ্যা পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস্ লাহিড়ীর অথর্ববেদের ১ম কাণ্ডের ১৪০ পৃঃ থেকে ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

জরায়ুজঃ প্রথম উস্রিয়ো বৃষা বাতরজা স্তনয়ন্নেতি বৃষ্ট্যা।
স নো মৃড়াতি তন্ব ঋজুগো রুজন্ য একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে॥ ১॥
অঙ্গে অঙ্গে শোচিষা শিশ্রিয়াণং নমস্যন্তস্ত্বা হবিষা বিধেম।
অঙ্কান্ৎসমঙ্কান্ হবিষা বিধেম যো অগ্রভীৎ পর্বাস্যা গ্রভীতা॥ ২॥
মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা উত কাস এনং পরুষ্পরুরাবিবেশা যো অস্য।
যো অভ্রজা বাতজা যশ্চ শুষ্মো বনস্পতীন্ৎসচতাং পর্বতাংশ্চ॥ ৩॥
শং মে পরস্মৈ গাত্রায় শমস্ত্ববরায় মে।
শং মে চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ শমস্তু তন্বে মম॥ ৪॥

অনুবাদ ঃ জরায়ু থেকে উৎপন্ন আমার মত জীব জন্মহেতুরূপ কর্মে আনন্দিত হয়ে থাকে। বায়ুর মত সর্বত্র গতিশীল, আদি, জ্ঞানকিরণযুক্ত অভীষ্টবর্ষী দেবতা তার মহৎ করুণাবিতরণের দ্বারা নিজ সত্ত্বা জানিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য তাদের কাছে আসে। সকলের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ সে দেবতা আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি করে নিজের অভিন্ন তেজকে ত্রিলোকে প্রকাশপূর্বক বিশেষরূপে ব্যাপ্ত রয়েছে। ১॥ হে ভগবান, প্রতি জীবের মধ্যে জ্যোতি-রূপে বিদ্যমান তোমাকে স্তুতি নমস্কারের দ্বারা পূজা করছি ও হবনীয় দ্রব্যের দ্বারা তোমার পরিচর্যা করছি। সেরূপ তোমার সম্বন্ধযুক্ত দেবতাদের হবনীয় দ্রব্যে পরিচর্যা করছি। জীবের আক্রমণকারী ও তাদের বন্ধনের কারণ যে অসদ্ভাব তাদের কর্ম-সকলকে ব্যেপে আছে, তার নিবৃত্তির জন্য তন্নিবৃত্তিকারক দেবতাকে আহবনীয়ের দ্বারা আমরা পরিচর্যা করছি। ২॥ হে ভগবান, শিরোরোগ থেকে এ দেহকে মুক্ত কর, যে ক্ষয়কারক রোগ এ দেহের সকল সন্ধিবন্ধনকে অধিকার করে আছে, তা থেকে মুক্ত কর। শ্লেষ্মা, বাত ও পিত্ত-জনিত ব্যাধি মানুষের চলাচল-রহিত বৃক্ষ ও পর্বতসমূহকে প্রাপ্ত হোক। (ভেতর ও বাইরের উভয়বিধ ব্যাধির বন্ধন থেকে ভগবান আমাদের মুক্ত করুন—এ প্রার্থনা এখানে জানান হয়েছে)। ৩॥ হে ভগবান, আমার শ্রেষ্ঠ (সূক্ষ্ম) দেহে ও নিকৃষ্ট (মেদমাংস-বিশিষ্ট) দেহে সুখ হোক। আমার হস্তপাদাদি চার অঙ্গে (কর্মাকর্ম চতুর্বিধ দেহ-ধারণে) মঙ্গল হোক। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম সকলপ্রকার শরীরে সুখ হোক। ৪॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকারজনিত রোগের প্রতিকারের জন্য প্রযুক্ত হয় বলে ভাষ্যে বলা হয়েছে। দুর্দিন-নিবারণ ও অতি-বৃষ্টি-নিবারণে এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। 'মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটি সর্বব্যাধিনাশক বলে উক্ত হয়েছে। এ সকল মন্ত্রের দ্বারা অভিষেক করলে সুফল পাওয়া যায়। ভাষ্যকার দৈহিক ব্যাধির বিনাশের জন্য মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দেখিয়েছেন, কিন্তু দেহ ও প্রাণ উভয়ের শান্তির জন্য এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগ সম্ভব।

দ্বিতীয় সূক্ত

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূডাশে অস্যসি ॥ ১ ॥
নমস্তে প্রবতো নপাদ্ যতস্তপঃ সমূহসি।
মৃড়য়া নস্তনূভ্যো ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ২ ॥
প্রবতো নপান্নম এবাস্তু তুভ্যং নমস্তে হেতয়ে তপুষে চ কৃণ্মঃ।
বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা যৎ সমুদ্রে অন্তর্নিহিতাসি নাভিঃ ॥ ৩ ॥
যাং ত্বা দেবা অসৃজন্ত বিশ্ব ইষুং কৃণ্বানা অসনায় ধৃষ্ণুম্।
সা নো মৃড় বিদথে গৃণানা তস্যৈ তে নমো অস্তু দেবি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, তোমার জ্যোতীরূপের প্রতি নমস্কার, তোমার শব্দরূপের প্রতি নমস্কার এবং তোমার ব্যাপক-রূপের প্রতি আমাদের নমস্কার। যে কারণে দুঃখভাগী জন দুঃখ পায়, সে কারণকে তুমি দূরে নিক্ষেপ কর। (ভগবান জ্যোতীরূপে, শব্দরূপে ও ব্যাপ্তিরূপে সর্বত্র বিরাজমান, আমাদের সর্ববিধদুঃখ নিবৃত্তির জন্য তাকে নমস্কার করছি—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১ ॥ বিপথগামীদের ভয়দাতা হে ভগবান, আমার নমস্কার তোমাকে প্রাপ্ত হোক, তোমার পাতকদাহক তেজ সংহত কর। আমাদের এ দেহে সুখ দাও এবং আমাদের অপত্যদের মঙ্গল কর অর্থাৎ সংসারের সকলের মঙ্গল হোক। ২ ॥ অসৎপথগামীর সংহারক হে ভগবান, তোমাকে নমস্কার, তোমার সকল বিভূতিকে আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হোক। দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য সন্তাপদানকারী তোমার আয়ুধকে আমরা নমস্কার করছি। তোমার পরম ধাম (নিবাসস্থান) গুহার মত অপরের অনধিগম্য বলে আমরা জানি। অন্তরিক্ষে প্রাণবায়ুর ন্যায় (দেহের মধ্যে নাভিচক্রের ন্যায়) তুমি বিরাজমান। (ভগবান সর্বব্যাপী, অথচ কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তাঁর নিবাসস্থান সাধক ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করছি যদি তিনি তাঁর তত্ত্ব জানিয়ে দেন—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ৩ ॥ হে সদ্বৃত্তি-স্বরূপিণি দেবি, সকল দেবগণ সাধুদের রক্ষার জন্য তোমাকে এবং পাপীদের দণ্ড দেবার জন্য অসদ্বৃত্তিনাশকারক হিংসক শরকে সৃষ্টি করেছে। তুমি আমাদের সৎকাজে স্তূয়মান হয়ে আমাদের সুখী কর। সেজন্য আমাদের নমস্কার তোমাকে প্রাপ্ত হোক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। ভাষ্যদৃষ্টে অশনি-পাত নিবারণের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। এ মন্ত্রের সাথে 'সোমদর্ভ কুষ্ঠ লোষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠাদি' দ্রব্য গৃহক্ষেত্রাদিতে নিখননে বিনিযুক্ত হয়। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতি প্রদান

করলে গৃহে বজ্রপাতের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। ভাষ্যে প্রথম মন্ত্রে বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ও মেঘকে নমস্কার করা হয়েছে। ভাষ্যমতে সম্বোধনপদ পর্জন্য। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে ভগবানকে সম্বোধন করেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যমতে সম্বোধ্য পর্জন্য। চতুর্থ মন্ত্রে ভাষ্যকার অশনিকে সম্বোধন করেছেন।

তৃতীয় সূক্ত

ভগমস্যা বর্চ্চ আদিষ্যধি বৃক্ষাদিব স্রজম্।
মহাবুধ্ন ইব পর্বতো জ্যোক্ পিতৃষ্বাস্তাম্ ॥ ১ ॥
এষা তে রাজন্ কন্যা বধূর্নি ধূয়তাং যম।
সা মাতুর্বধ্যতাং গৃহেঽথো ভ্রাতুরথো পিতুঃ ॥ ২॥
এষা তে কুলপা রাজন্ তামু তে পরি দদ্মসি।
জ্যোক্ পিতৃষ্বাসাতা আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ ॥ ৩ ॥
অসিতস্য তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্য গয়স্য চ।
অন্তঃকোশমিব জাময়োঽপি নহ্যামি তে ভগম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, মালী যেমন পুষ্পিত বৃক্ষ থেকে পুষ্পচয়ন করে অপরকে দেয়, সেরূপ তুমি সেই (পূর্বোক্ত) সদ্বৃত্তিরূপা দেবী হতে ভাগ্য ও তেজ গ্রহণ করে আমাদের দাও। আমর চিত্ত দৃঢ়মূল পর্বতের মত পিতৃলোকসম্বন্ধী (ভগবৎ-সম্পর্কীয়) সত্ত্বভাবে চিরকাল স্থির হয়ে থাকুক। (আপনার প্রসাদে আমরা যেন সত্ত্বভাবের অধিকারী হই)। ১ ॥ হে সংযমমূল দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্বৃত্তিরূপা তোমার এ কন্যা মনোরূপ বরের পরিণীতা পত্নী, সে পতিগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সে এখন তার মাতা, ভ্রাতা ও পিতার গৃহে চিরকাল আবদ্ধ থাকুক। (শুদ্ধসত্ত্বের অভাবে আমার মন থেকে সদ্বৃত্তি বিতাড়িত হয়ে তার উৎপত্তির মূল ভগবানের কাছে অবস্থান করছে)। ২ ॥ হে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্ব, তোমার এ কন্যা কুলপবিত্রকারিণী। সদ্বৃত্তিরূপা সে কন্যাকে তুমি আশ্রয় দাও, সে তার পিতৃগৃহে চিরকাল বাস করুক, তাতে তার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হোক। (মন থেকে পরিত্যক্ত সে সদ্বৃত্তি তার উৎপত্তির কারণ, শুদ্ধসত্ত্বে লীন হয়ে থাক)। ৩ ॥ হে আমার মন, তোমার দুষ্কৃতিকে, অসিত, কশ্যপ ও গয় নামক মহর্ষিগণের প্রবর্তিত মন্ত্রের দ্বারা অপনোদন করছি। এ মন্ত্রের দ্বারা তোমার সৌভাগ্যকে, নিত্য পরিবর্ধনশীল বিত্তকে গূঢ়স্থানে লুক্কায়িত রত্নের ন্যায় প্রকটিত করছি। (হে মন, মন্ত্রের অব্যর্থ প্রভাবে তোমার উৎকর্ষসাধন করছি--এ ভাবার্থ)। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। ভাষ্যে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্ত্রীর বা পুরুষের দুর্ভাগ্য-নিবারণের জন্য বিহিত হয়েছে। যে স্ত্রী পতি-গৃহে আশ্রয় পায় নি, যে স্ত্রীর প্রতি পতি বিরূপ, এ মন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে সে স্ত্রী পতির সুনয়নে পড়বে এবং পতিগৃহে আশ্রয় পাবে। এ মন্ত্রের প্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্য লাভ হবে। প্রথম মন্ত্রে 'অস্যাঃ' —পদে ভাষ্যকার 'অনভিমতায়াঃ'—পতির অমনোনীতা স্ত্রীর—এরূপ অর্থ করেছেন। 'অস্যাঃ'—পদের অর্থ এর, এজন্য আমরা পূর্বোক্ত মন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে আধ্যাত্মিক অর্থে পূর্বোক্ত সদ্বৃত্তিরূপা দেবীর সম্পর্ক যোজনা করেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার 'রাজন্' পদে 'রাজমান সোম' বলে সম্বোধন করেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে সোম হচ্ছে শুদ্ধসত্ত্ব। চতুর্থ মন্ত্রে—অসিত, কশ্যপ ও গয় নামক

মহর্ষির সম্পর্ক ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন। এঁরা বারবার সংসারে আবির্ভূত ও তিরোহিত হন। অথবা পাপকালিমানাশক (অসিত), দণ্ডনিবারক (কশ্যপ) এবং উন্মার্গদোষ-পরিহারক (গয়) মন্ত্রের প্রভাবে—এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

চতুর্থ সূক্ত

সং সং স্রবন্তু সিন্ধবঃ সং বাতাঃ সং পতত্রিণঃ।
ইমং যজ্ঞং প্রদিবো মে জুষন্তাং সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ১ ॥
ইহৈব হবমা যাত ম ইহ সংস্রাবণা উতেমং বর্ধয়তা গিরঃ।
ইহৈতু সর্বো যঃ পশুরস্মিন্ তিষ্ঠতু যা রয়িঃ ॥ ২ ॥
যে নদীনাং সংস্রবন্ত্যুৎসাসঃ সদমক্ষিতাঃ।
তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৩ ॥
যে সর্পিষঃ সংস্রবন্তি ক্ষীরস্য চোদকস্য চ।
তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ সকলের অভীষ্টপূরক, স্নেহকারুণ্যরূপী জলাধিষ্ঠাতা দেবগণ আমাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করুক। সেরূপ সর্বত্রগমনশীল, সর্বব্যাপক বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা ও পতিতের উদ্ধারকারী দেবতা আমাদের সুখ দিক। (ভগবানের বিভূতি-সকল আমাদের অনুকূল হোক ও সর্বমঙ্গল বিধান করুক)। প্রাচীনগণের স্তুত্য সে আদিদেব আমাদের এ সদনুষ্ঠানে আসুক, আমরা সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা তার সেবা করছি। ১ ॥ হে দেবগণ, আমাদের আহবান শুনে আমাদের কাছে এস। অভীষ্ট-বর্ষণশীল, আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বর্ধিত হয়ে তোমরা একর্মে এসে আমাদের স্তুতিবাক্য সমৃদ্ধ কর। পশু ও ধন আমাদের হোক অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত কল্যাণ আমাদের প্রতি বর্তিত হোক। (দেবগণ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে আমাদের ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত কল্যাণ বিহিত হোক —এ প্রার্থনা এখানে দ্যোতিত হয়েছে)। ২ ॥ নদীপ্রবাহ ও গিরিকন্দরোৎপন্ন জলপ্রবাহ যেমন অবিরামগতিতে সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, সেরূপ হে দেবগণ, আমাদের সদ্ভাবযুক্ত কর্মসকলকে ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। (হে দেব, আমরা যেন সদ্ভাবযুক্ত সৎকর্মের প্রভাবে ভগবানকে লাভ করি।) ৩ ॥ সর্পণশীল জ্ঞানকিরণের, ক্ষরণশীল সত্ত্বভাবাদির ও দ্রবণশীল সৎকর্ম বা ভক্তিরসের প্রভাব ভগবানের উদ্দেশে প্রবাহিত হয়। তাদের সাহায্যে আমাদের চতুর্বর্গ ফলরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। ভাষ্যানুসারে বোঝা যায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সর্বপুষ্টিকর্মে প্রযুক্ত হয়। প্রথম মন্ত্রে ভাষ্যকার নদী, বায়ু ও বনের সর্বত্র বিহারকারী প্রাণিগণের আনুকূল্যের কথা বলেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'পশু' ও 'রয়ি' শব্দের ভাষ্যকার গবাদি-পশু ও ধান্য-কনকাদি ধনের কথা বলেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের প্রার্থনা জানিয়েছি। তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার—গঙ্গাদি নদী-প্রবাহ ও গিরিকন্দরোদ্ভিন্ন নির্ঝর-সমূহের জলপ্রবাহের দ্বারা গো-—হিরণ্যাদি প্রাপ্তির কথা বলেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে—নদীপ্রবাহের মত আমাদের

সম্ভাবযুক্ত কর্মসকলকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবার প্রার্থনা জানিয়েছি। চতুর্থ মন্ত্রে—সর্পি, ক্ষীর ও উদকের সাধারণ অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হয়েছে। আমরা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছি।

পঞ্চম সূক্ত

যেঽমাবাস্যাং রাত্রিমুদস্থুর্ব্রাজমত্রিণঃ।
অগ্নিস্তুরীয়ো যাতুহা সো অস্মভ্যমধি ব্রবৎ ॥ ১ ॥
সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতচাতনম্ ॥ ২ ॥
ইদং বিষ্কন্ধং সহত ইদং বাধতে অত্রিণঃ।
অনেন বিশ্বা সসহে যা জাতানি পিশাচ্যাঃ ॥ ৩ ॥
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ সর্বসংহারক যে শত্রুগণ অমাবস্যা রাত্রির মত গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে এবং অল্প আলোকিত হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, দেবগণের অগ্রগামী পরম ঐশ্বর্যশালী অগ্নিদেব সে শত্রুদের বিনাশ করুক। শত্রুহন্তা অগ্নিদেব আমাদের পরিত্রাণের জন্য অন্তর থেকে সে শত্রুদের দূর করে দিক। (জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের অন্তরশত্রু বিনষ্ট হোক, আমাদের মায়ামোহ বিদূরীত হোক, আমরা যেন পরমার্থ লাভ করতে পারি—এভাব এখানে ব্যক্ত)। ১ ॥ বরুণদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য স্নেহকারুণ্যাদি সত্ত্বভাব পোষণ করে, জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণরূপে অভীষ্টফল বর্ষণ করে এবং পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুনাশের সামর্থ প্রদান করে। তাদের অংশভূত বিভূতিসকল শত্রুনাশে সমর্থ, হে মন, শত্রুনাশের জন্য তাদের বিভূতিসকল হৃদয়ে ধারণ কর। ২ ॥ জ্ঞান-কর্ম শত্রুকৃত বিঘ্ন নিবারণ করে, অন্তরের শত্রুদের বিমর্দিত করে অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে জন্মগতি নিবারিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা আমি শত্রুকৃত সকল উপদ্রব নিবারণ করব। ৩ ॥ হে রিপুশত্রুগণ, তোমরা যদি আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানকে, ব্যাপ্তরূপ সদ্ভাবসমূহকে ও পুরুষার্থ-সামর্থ-যুক্ত সৎকর্মনিবহকে হিংসা করতে প্রবৃত্ত হও, তাহলে যাতে আমাদের বীর্যযুক্ত জ্ঞানকর্ম সত্ত্বভাবসমূহকে বিনাশ করতে না পার, সেরূপে আমাদের হৃদয়ের সুদৃঢ় দেবভাবের দ্বারা তোমাদের বিমর্দিত করব। (রিপুরূপ শত্রুগণ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থেকে মাঝে মাঝে হৃদয়ের সত্ত্বভাবকে আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করে, সেজন্য শুদ্ধসত্ত্বাদির দৃঢ়তাসম্পাদনে তাদের মূলোচ্ছেদ করা কর্তব্য। এ মন্ত্রে সাধকের এ সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে।) ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি দ্বেষমারণ বা হিংসা-নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এ মন্ত্রগুলির দ্বারা সীসাচূর্ণ-মিশ্রিত অন্ন নিক্ষেপ করতে হবে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করে স্বয়ংছিন্ন বেনুযষ্টির দ্বারা তাকে তাড়ন করতে হবে। ভাষ্যানুসারে অমাবস্যার রাতে যে সকল রক্ষঃপিশাচ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ব্যক্তির অনিষ্ট করার জন্য ঘুরে বেড়ায়, তা থেকে রক্ষার জন্য রক্ষোঘ্ন ইষ্টির অনুষ্ঠান করলে অগ্নিদেব তাদের বিনাশ করে। দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রয়োগসাধনের দ্রব্যাদির কথা এবং তৃতীয় মন্ত্রে রক্ষঃপিশাচাদি কৃত বিঘ্ননিবারণের কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ মন্ত্রে

গো-অশ্ব-ভৃত্যাদিকে নিহত করতে চেষ্টা করলে সীসের দ্বারা বিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা গবাদি পদে জ্ঞান-কিরণ প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছি।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।
অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চসঃ ॥ ১ ॥
তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।
কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্মহী ॥ ২ ॥
শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাম্।
অস্থুরিন্মধ্যমা ইমা সাকমন্তা অরংসত ॥ ৩ ॥
পরি বঃ সিকতাবতী ধনুর্বৃহত্যক্রমীৎ।
তিষ্ঠতেলয়তা সু কম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সর্বজনবিদিত তেজঃপূর্ণ প্রসিদ্ধ কর্মশক্তিগুলি সহায়-হীনের মত নিস্তেজ হয়েছে, তারা সৎসহযুক্ত হয়ে বললাভ করুক অর্থাৎ যে চিত্ত-বৃত্তিগুলি সৎকর্মসাধনের সামর্থ হারিয়েছে, তারা সত্ত্বসহযোগে শক্তিযুক্ত হোক। ১ ॥ হে শুদ্ধসত্ত্ব, আমার নিকৃষ্টকর্মে তুমি অবস্থান কর, সেরূপ মধ্যম ও উত্তম কর্মে তুমি অবস্থান কর অর্থাৎ আমার সকল কাজে সত্ত্বভাবের সংস্রব থাকুক। আর, আমার যে ক্ষুদ্র শক্তিটুকু আছে, তা মহৎকার্য সম্পাদনে সমর্থ হোক। ২ ॥ শতসংখ্যক ধমনী ও সহস্রসংখ্যক নাড়ীর শক্তি আমার এ-ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে অবস্থান করুক এবং সবল শক্তির সাথে এ ক্ষীণ শক্তি কর্মশীল হোক। (শুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে যুক্ত হয়ে আমার ক্ষুদ্র শক্তি সৎকর্ম সম্পাদনে প্রবল হোক)। ৩ ॥ হে কর্ম-শক্তিসকল, কামাদি শত্রুসকল তোমার চারদিকে ঘিরে আছে, তুমি সত্ত্বভাব আশ্রয় করে থাক ও আমাদের সুখ প্রেরণ কর। (কর্ম সত্ত্বভাবের সাথে যুক্ত হলে শত্রুর ভয় থাকে না, সুখ লাভ হয়—এ ভাব এখানে পরিস্ফুট হয়েছে)। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্ত্রীলোকের ব্যাধিজনিত রজোরক্তস্রাব বন্ধ করার উদ্দেশে প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে। মন্ত্রটি শান্তিকর্ম-সূচক। এ মন্ত্রে শান্তি কামনার সাথে ক্ষতমুখে 'রথ্যাপাংশু-সিকতা' প্রক্ষেপ করতে হয় এবং 'অর্মকপালিকা' অর্থাৎ শুষ্ক পঙ্ক মৃত্তিকা বা কেদার মৃত্তিকার দ্বারা নাড়ী বন্ধন করতে হয়। সায়ণ-ভাষ্যে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমরা আধ্যাত্মিকভাবে পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

দ্বিতীয় সূক্ত

নির্লক্ষ্ম্যং ললাম্যং নিররাতিং সুবামসি।
অথ যা ভদ্রা তানি নঃ প্রজায়া অরাতিং নয়ামসি ॥ ১ ॥

নিররণিং সবিতা সাবিষক্ পদোর্নিহস্তয়োর্বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নিরস্মভ্যং অনুমতীররাণা প্রেমাং দেবা অসাবিষুঃ সৌভগায় ॥ ২ ॥
যত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরমস্তি যদ্বা কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা।
সর্বং তদ্বাচাপ হন্মো বয়ং দেবস্ত্বা সবিতা সূদয়তু ॥ ৩
রিশ্যপদীং বৃষদতীং গোষেধাং বিধমামুত।
বিলীঢ্যং ললাম্যং তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, আমার ললাটস্থিত অসৌভাগ্যকর চিহ্নগুলি নিঃশেষে উৎসারিত কর, যাতে আমাব কর্মফল ক্ষয় পায় এবং আমার অসদ্বৃত্তি-সকল দূর কর। স্বর্গাদি-প্রাপক যে কল্যাণসমূহ আছে, তা আমাদের পুত্র পৌত্রাদি সকলে লাভ করুক, আর পূর্বনিঃসারিত অসৌভাগ্যকর চিহ্নগুলি আমাদের শত্রুদের দাও অর্থাৎ অসৌভাগ্যকর অসদ্বৃত্তিসকলকে হৃদয় থেকে দূর করে দণ্ড দেবার জন্য নরকে নিক্ষেপ কর। ১ ॥ সকলের প্রেরক সবিতা দেব আমাদের দুর্ভাগ্য দূর করুক, অভীষ্ট বর্ষণকারী পাপাবরক বরুণ দেব, সকলের মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব ও অভিমতফলপ্রদাতা অর্যমাদেব আমাদের হাত ও পায়ে বর্তমান অসৌভাগ্য চিহ্নগুলি দূর করুক। সেরূপ অনুমতি দেবী (সকলের অনুভবযোগ্য দেবতা) আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের জন্য দুষ্কর্মকে দূর করুক। দেবভাব-সকল আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের ধারণার অন্তর্ভূত দেবতাকে (অনুমতি দেবীকে) আমাদের সৌভাগ্য দেবার জন্য প্রেরণ করুক। ২ ॥ হে জীব, প্রেরক সবিতাদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুক। তোমার হৃদয়ে বা শরীরে দৃশ্য বা অদৃশ্য অজ্ঞানকৃত যে ঘোর পাপ আছে, তোমার মস্তিষ্কে ও দর্শনসাধন চক্ষুতে যে পাপ আছে, বাহ্য ও আভ্যন্তর সে সকল পাপ ভগবানের অনুগ্রহে মন্ত্রের দ্বারা আমরা দূর করব, অর্থাৎ সবিতা দেবের কৃপায় মন্ত্রের সাহায্যে সে পাপ দূর করতে সমর্থ হব। ৩ ॥ হে ভগবান, আমাদের কর্মশক্তিকে বক্রগতিবিশিষ্ট, সদ্ভাব-নাশক, বিপথানুবর্তী ও বিরুদ্ধস্বরযুক্ত করো না। সে সকল অসদ্বৃত্তিকে আমাদের কাছ থেকে দূর কর এবং আমাদের অদৃষ্টের কর্মফল নাশ কর। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। সামুদ্রিক শাস্ত্রে হাত, পা, মুখ, প্রভৃতি অঙ্গে স্ত্রীলোকের কতগুলি দুর্শিচহ্ন লক্ষিত হয়। সে-সকল দুর্শিচহ্নগুলি দূর করার জন্য শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ায় মুখ প্রক্ষালন ও হোমাদি কার্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। দুর্লক্ষণ দূর করার জন্য মহাশান্তির উদ্দেশে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি উচ্চারণের বিধি আছে। ভাষ্যে দুর্লক্ষণ দূর করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২। হাত ও পায়ে দুর্লক্ষণচিহ্নগুলির অপসারণের জন্য সাধারণভাবে সবিতাদির কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে। ৩। ভাষ্যে দুর্লক্ষণযুক্ত পুরুষের শরীর, মস্তক, চক্ষু প্রভৃতির দুর্লক্ষণ-জনিত পাপসকল মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করে মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য সবিতা দেবের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে। ৪। এই মন্ত্রটি জটিল। ভাষ্যে দুর্লক্ষণ বিশিষ্ট স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যাদের পা হরিণের শৃঙ্গের মত বক্র। যারা স্থূলদন্তবিশিষ্ট, গোরুর মত যাদের গমন, যাদের স্বর বিকৃত ও ললাটের প্রান্তে প্রতিলোমরূপ যাদের কেশসমূহ বর্তমান, তাদের দুর্ভাগ্য অপনোদনের জন্য এ মন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিকভাবে আমরা কর্মশক্তিকে লক্ষ্য করেছি।

তৃতীয় সূক্ত

মা নো বিদন্ বিব্যাধিনো মো অভিব্যাধিনো বিদন্ ।
আরাচ্ছরব্যা অস্মদ্বিষূচীরিন্দ্র পাতয় ॥ ১ ॥
বিষ্বঞ্চো অস্মচ্ছরবঃ পতন্তু যে অস্তা যে চাস্যাঃ ।
দৈবীর্মনুষ্যেষবো মমামিত্রান্ বি বিধ্যত ॥ ২ ॥
যো নঃ স্বো যো অরণঃ সজাত উত নিষ্ট্যো যো অস্মাঁ অভিদাসতি ।
রুদ্রঃ শরব্যয়ৈতান্ মমামিত্রান্ বি বিধ্যতু ॥ ৩ ॥
যঃ সপত্নো যোঽসপত্নো যশ্চ দ্বিষঞ্ছপাতি নঃ ।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ বিশেষরূপে অস্ত্রাদির দ্বারা তাড়নশীল বাইরের শত্রুরা যেন আমাদের আক্রমণ করতে না পারে, সেরূপ অন্তরের কামাদি শত্রুরা আমাদের যেন আক্রমণ না করে। হে ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্যশালী দেব), শত্রুদের বহুরূপে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নানা মুখে গতিশীল হয়ে আমাদের কাছ থেকে দূর দেশে নিক্ষেপ করাও। ১ ॥ হিংসক শরগুলি আমাদের কাছ থেকে বিপরীত পথে যাক, আক্রমণের জন্য যে শত্রু আমাদের দিকে আসছে এবং আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হবার জন্য যে শর শত্রুর তূণীরে সংগৃহীত আছে, তারা আমাদের কাছ থেকে বিপরীত পথে যাক। দৈব ও মনুষ্য-সম্বন্ধীয় অস্ত্রাদি আমাদের শত্রুদের তাড়না করুক। ২ ॥ অন্তরের যে রিপু-শত্রুরা আমাদের পীড়া দেয়, যে সকল জন্ম-সহজাত অসদ্বৃত্তিরূপ শত্রুগণ আমাদের নিপীড়িত করে, যে সকল বাইরের শত্রু আমাদের হিংসা করতে উদ্যত এবং নিকৃষ্টবল যে শত্রুরা আমাদের পীড়া উৎপাদন করে, সংহর্তা রুদ্রদেব আমাদের সে সকল শত্রুদের (আমাদের সৎকর্মরূপ) আয়ুধের দ্বারা বিনাশ করুক। ৩ ॥ আমাদের অন্তরস্থিত যে শত্রু, আমাদের কর্মজাত যে শত্রু এবং যে শত্রুরা দ্বেষপরায়ণ হয়ে আমাদের অভিসম্পাত করে, পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রাদি দেবগণ (অথবা আমাদের দেবভাবসমূহ) সে শত্রুদের বিনাশ করুক। আমাদের প্রযুজ্যমান মন্ত্রজাল ব্যবধায়ক বর্মরূপে বিদ্যমান হোক অর্থাৎ মন্ত্ররূপ বর্মের দ্বারা আমরা যেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। সূক্তানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার বলেন—এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সংগ্রামে বিজয়লাভের উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যে বাইরের শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা আমাদের সহজাত কামাদি রিপু-শত্রু ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণ হতে নিষ্কৃতির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছি।

চতুর্থ সূক্ত

অদারসৃদ্ ভবতু দেব সোমাস্মিন্ যজ্ঞে মরুতো মৃড়তা নঃ ।
মা নো বিদদভিভা মো অশস্তির্মা নো বিদদ্ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা ॥ ১ ॥
যো অদ্য সেন্যো বধোঽঘায়ূনামুদীরতে ।
যুবং তং মিত্রাবরুণাবস্মদ্যাবয়তং পরি ॥ ২ ॥
ইতশ্চ যদমুতশ্চ যদ্ বধং বরুণ যাবয় ।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৩

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রসাহো অস্তৃতঃ।
ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ৪

অনুবাদ ঃ হে সোমদেব (শুদ্ধসত্ত্ব-পোষক দেব), আমাদের শত্রু স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হোক (আপনার কৃপায় আমাদের অন্তর থেকে রিপুশত্রু অন্তর্হিত হোক)। হে মরুদ্গণ (বিবেকরূপ দেবগণ), তোমরা ইষ্টফলদানে এ কর্মে আমাদের সুখী কর। আমাদের দিকে প্রবর্তমান শত্রুর তেজ যেন আমাদের অভিভূত না করে। অকীর্তিরূপ শত্রু আমাদের যেন প্রাপ্ত না হয় এবং অভীষ্টফলনাশক হিংসাদি পাপসকল যেন আমাদের অভিভূত না করে। (সৎকর্মের প্রভাবে দেবভাবযুক্ত হয়ে আমরা যেন অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করতে সমর্থ হই)। ১ ॥ আজ এ কর্মের প্রারম্ভে সহচর হিংসাদি পাপশত্রুদের যে হননসাধন আয়ুধগুলি আমাদের দিকে আসছে, হে মিত্র ও বরুণ (সখ্য ও কারণ্যরূপী দেবদ্বয়), তোমরা সেগুলি আমাদের কাছ থেকে বিযুক্ত কর। (শত্রুর আয়ুধ যাতে আমাদের স্পর্শ না করে, তোমরা সেরূপ কর)। ২ ॥ হে বরুণ (স্নেহ-কারুণ্য-বর্ষণকারী দেব), আমাদের কাছে ও দূরে শত্রুর যে হনন-সাধন আয়ুধ আমাদের দিকে আসছে, তাদের আমাদের কাছ থেকে বিযুক্ত কর. শত্রুর সে অস্ত্র আমাদের যেন স্পর্শ না করে। হে দেব, আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ দাও এবং দুষ্পরিহর অস্ত্রাদি আমাদের কাছ থেকে দূরে নিক্ষেপ কর। ৩ ॥ হে দেব, হিংসারহিত তুমি, শত্রুরা তোমাকে হিংসা করতে পারে না, তুমি শত্রুদের নাশক, বিশ্বের নিয়ন্তা ও মহত্ত্বাদিগুণযুক্ত ; এজন্য তোমার শরণাগত (মিত্রতাপ্রাপ্ত) জনকে শত্রুরা হিংসা করতে পারে না এবং শত্রুর দ্বারা সে কখন পরাভূত হয় না। ৪ ॥

টীকা—১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলিও সংগ্রামে বিজয়লাভের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথম মন্ত্রে 'অদারসৃদ্'—শব্দের ভাষ্যে 'নিজ স্ত্রীর সমীপে না যায়'—এরূপ অর্থ করা হয়েছে। 'অস্মিন্ যজ্ঞে'—পদে আমার অনুষ্ঠীয়মান দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বা সংগ্রামে এরূপ অর্থ করা হয়েছে। 'অশস্তি'—শব্দের অর্থ অকীর্তি। চতুর্থ মন্ত্রে 'সাসঃ'—শব্দের ভাষ্যকার শাসক, নিয়ন্তা এরূপ অর্থ করেছেন। এ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের ১ম ঋক্।

পঞ্চম সূক্ত

স্বস্তিদা বিশাং পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ংকরঃ ॥ ১ ॥
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
অধমং গময়া তমো যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ২ ॥
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩ ॥
অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোহপ জিজ্যাসতো বধম্।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ শাশ্বতফলদায়ক, বিশ্বপালক, অজ্ঞানতানাশক (বৃত্রহা), শত্রুবিমর্দক, সকল প্রাণীর বশয়িতা, অভীষ্টবর্ষী, শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক (সোমপা) ইন্দ্র (পরম

ঐশ্বর্যযুক্ত দেবতা) অভয়প্রদ হয়ে আমাদের সামনে আসুক। ১॥ হে ইন্দ্র, আমাদের শ্রেয়োলাভের জন্য সংগ্রামকারী শত্রুদের বিনাশ কর, সংগ্রামেচ্ছুক শত্রু-সেনাদের অবদমিত কর, যে সকল শত্রু আমাদের হিংসা করতে উদ্যত, তাদের মরণাত্মক কর অর্থাৎ তাদের বিনাশ কর।২॥ হে শত্রুনাশক ইন্দ্রদেব, তুমি আমাদের বাধক শত্রুদের (সদ্ভাবের বিরোধী কামাদি শত্রুদের) বিশেষরূপে নাশ কর। সংগ্রামেচ্ছুক শত্রুদের বিদূরীত কর। অজ্ঞানতারূপ শত্রুর অনিষ্টসাধন সামর্থ নিবারণ কর এবং শত্রুর ক্রোধ বিনাশ কর অর্থাৎ মায়ামোহের প্রবল আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৩॥ হে ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দেব), শত্রুর ক্রূর মনকে অপহত কর। হননেচ্ছুক শত্রুর হননসাধন আয়ুধকে অপসারিত কর। হে দেব, আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ (পরম আশ্রয়) দাও এবং শত্রুর দুষ্পরিহর আয়ুধগুলিকে আমাদের কাছ থেকে বিযুক্ত কর। ৪॥

টীকা: ১। ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সংগ্রামে জয়-লাভের জন্য প্রযুক্ত হয়। গ্রামাদি গমনকালে স্বস্ত্যয়নাদিতে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ, শর্করাতৃণপ্রক্ষেপণ, ইন্দ্রোপস্থাপন প্রভৃতি করতে হয়। পিশাচাদির নিবারণ কার্যে, উদ্বেগ বিনাশে ও বেদি নির্মাণ কার্যে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করবার বিধি—আছে। এ প্রথম মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ১০ মন্ডলের ১৫২ সূক্তের ২য় ঋক্। 'স্বস্তিদা'-শব্দের ভাষ্যকার—অবিনাশী, বিনাশরহিত শোভন ফল—এরূপ অর্থ করেছেন। 'বৃত্রহা'—বৃত্রহন্তা; বৃত্র শব্দের ভাষ্যকার দ্বিবিধ অর্থ করেছেন। বৃত্র বলতে জলের আধারভূত মেঘ, বৃষ্টির জন্য মেঘের বিনাশক। অথবা ত্বষ্টার উৎপাদিত বৃত্র নামক অসুর, তাকে হনন করে বলে ইন্দ্রের নাম বৃত্রহা। নিরুক্তকার যাস্ক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থে বৃত্র শব্দের দু-প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম অর্থে সূর্যের আবরক মেঘ। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে বৃত্রহা-শব্দের অজ্ঞানতা বিনাশক অর্থ করেছি। ২। 'তমঃ'—তম বলতে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য 'মরণাত্মক' অর্থ করেছেন, অন্ধকার নয়। আমরাও নিকৃষ্ট মরণাত্মক অর্থাৎ বিনষ্ট কর এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। ৩। 'হনু'—শব্দের ভাষ্যকার কপোলদ্বয় অর্থ করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে মরণসাধক আয়ুধ, অনিষ্ট সাধন সামর্থ—এরূপ অর্থ করেছি।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অনু সূর্যমুদয়তাং হৃদ্দ্যোতো হরিমা চ তে।
গো রোহিতস্য বর্ণেন তেন ত্বা পরি দধ্মসি ॥ ১ ॥
পরি ত্বা রোহিতৈর্বর্ণৈর্দীর্ঘায়ুত্বায় দধ্মসি।
যথায়মরপা অসদথো অহরিতো ভুবৎ ॥২ ॥
যা রোহিণীর্দেবত্যা গাবো যা উত রোহিণীঃ।
রূপংরূপং বয়োবয়স্তাভিষ্টবা পরি দধ্মসি ॥৩ ॥
সুকেষু তে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু তে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে জীব, তোমার হৃদ্রোগ (হৃদয় সম্বন্ধীয় রোগ অর্থাৎ অন্তর্ব্যাধি) ও কামিলাদি শরীরের ক্ষয়কর ব্যাধি (বন্ধনমূলক বহির্ব্যাধি) সূর্যদেবের উদ্দেশে প্রেরণ কর। লোহিতবর্ণ (সদ্ভাবজনক) জ্ঞানকিরণের দীপ্তির দ্বারা তুমি তোমাকে আচ্ছন্ন কর। (ভেতরের ও বাইরের দু-প্রকার ব্যাধিই বন্ধনের মূল, শুদ্ধসত্ত্ব ও সদ্ভাবের দ্বারা সকল বন্ধনমোচনের আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পেয়েছে)। ১ ॥ হে জীব, তুমি দীর্ঘজীবন লাভের জন্য জ্ঞানকিরণের দীপ্তির দ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন কর। যেভাবে তুমি অপগত-পাপ (নির্মলচিত্ত) হতে পার ও পাপ ক্ষয়ের পর সদ্ভাবনাশক পাপের সম্বন্ধ থেকে রহিত হতে পার, সেভাবে জ্ঞানজ্যোতিতে দীপ্ত হও অর্থাৎ ভগবানকে পাবার জন্য হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ সঞ্চয়ের জন্য প্রবৃত্ত হও। ২ ॥ হে জীব, দেবভাবজাত ও জ্ঞানকিরণ-সম্ভূত ভগবৎ-প্রাপ্তির সামর্থ্যের দ্বারা অরূপ ভগবানের অনন্ত রূপকে ও বয়োহীন ভগবানের অনন্ত যৌবনকে হৃদয়ে যুক্ত কর। (জ্ঞান-প্রভাবে সদ্ভাবের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।)। ৩ ॥ হে জীব, তোমার সদ্ভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তিকে দীপ্তিমান সদ্ভাব-জনক জ্ঞানকিরণের সাথে যুক্ত কর এবং তোমার সদ্ভাব-হরণশীল কর্মপ্রভাবসকলকে পাপ-হারক দেবভাবের সাথে যুক্ত কর। (সদ্ অসৎ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে কাজ করলে শ্রেয় লাভ হবে—এ-ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।)। ৪ ॥

টীকা : ১। সূক্তানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—হৃদ্রোগ ও কামিলাদি রোগ-শান্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। হৃদ্রোগাদি প্রশমনের জন্য রোগীকে রক্তবর্ণ বৃষের রোমমিশ্রিত জল পান করাতে হয়। তারপর রক্তবর্ণ গোচর্ম ও অচ্ছিদ্র মণি গোক্ষীরে নিক্ষেপ করার বিধি আছে। সে গোচর্মের উপর রোগীকে বসিয়ে মন্ত্রপূত করে সে মণি বেঁধে দিতে হবে এবং গোক্ষীর তাকে পান করাতে হবে। তারপর নবম বর্ষীয়া বালিকাকে হরিদ্রা মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়ে রোগীকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাবে এবং ভুক্তাবশিষ্ট রোগীর পদদ্বয়ে লিপ্ত করে রোগীকে খাটে বসাবে। তারপর শুক, কাষ্ঠ-শুক ও পীতনক শুক—এ তিন প্রকার পক্ষীর সব্যজঙ্ঘা হরিদ্বর্ণ সূত্রের দ্বারা সে খাটের সাথে বেঁধে দিতে হবে। ভাষ্যকার এ অর্থে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে বাইরের ও ভেতরের উভয় ব্যাধি নাশের জন্য সূর্যদেব অর্থাৎ শত্রুসন্তাপক শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করতে বলেছি। 'গোঃ'—শব্দের ভাষ্যকার সাধারণ অর্থ গাভী করেছেন, কিন্তু বেদে রশ্মি অর্থে গো-শব্দ প্রসিদ্ধ, এ জন্য আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থ করেছি। ২। ভাষ্যে এখানে ব্যাধিত পুরুষকে সম্বোধন করে, পূর্বোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করে গো-সম্বন্ধীয় লোহিত বর্ণের দ্বারা দেহকে আবৃত করতে বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা জ্ঞান-কিরণের সাহায্যে অন্তরের ব্যাধিমূল কামনা বাসনাদি দূর করে মন স্থির করার জন্য বলেছি। ৩। ভাষ্যে এ মন্ত্রের রোগ উপশমের পক্ষে সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট কামধেনু ও লোহিতবর্ণবিশিষ্ট সাধারণ গোজাতির লোহিতবর্ণ ও সকল ব্যক্তির যৌবন গ্রহণ করে, হে রুগ্ন, তোমাকে যুক্ত করছি। ভাষ্যে 'রোহিণ্যঃ গাবঃ'—পদে লোহিতবর্ণ গরুগণ—অর্থ করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা 'গাবঃ'—পদে 'জ্ঞানরশ্মি-সকল' এবং 'রোহিণীঃ' পদে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবার যোগ্য—এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। ৪। চতুর্থ মন্ত্রে ভাষ্যে—ব্যাধিত পুরুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমার শরীরগত রোগজনিত হরিদ্বর্ণ, শুক, কাষ্ঠশুক ও গোপীতনক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিবিশেষে স্থাপন করছি। 'হরিমাণং'—পদে

ভাষ্যে হরিদ্বর্ণ অর্থ করেছে। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে—সদ্ভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তি ও সদ্ভাব হরণশীল কর্মপ্রভাবকে লক্ষ্য করেছি। 'সুকেষু', 'রোপণাকাসু' ও 'হারিদ্রবেষু'—পদে ভাষ্যে হরিদ্বর্ণ শুকাদি পক্ষী অর্থ করেছে, কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে দীপ্তিমান সদ্ভাবজনক জ্ঞান-কিরণ ও পাপহারক দেবভাব-সকল অর্থ গ্রহণ করেছি। 'শুকেষু' এবং 'সুকেষু' পাঠান্তর দেখা যায়। (বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকলে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অথর্ববেদের ১ম কাণ্ডের ২৯৪ পৃষ্ঠা থেকে ৩০৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

দ্বিতীয় সূক্ত

নক্তংজাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।
ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ ॥ ১ ॥
কিলাসং চ পলিতং চ নিরিতো নাশয়া পৃষৎ।
আ ত্বা স্বো বিশতাং বর্ণঃ পরা শুক্লানি পাতয় ॥ ২ ॥
অসিতং তে প্রলয়নমাস্থানমসিতং তব।
অসিক্ন্যস্যোষধে নিরিতো নাশয়া পৃষৎ ॥ ৩ ॥
অস্থিজস্য কিলাসস্য তনূজস্য চ যৎ ত্বচি।
দূষ্যা কৃতস্য ব্রহ্মণা লক্ষ্ম শ্বেতমনীনশম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ কর্মফলাবসানে বিমুক্ত দেহ, হে চিরনবীন সদ্বৃত্তি, তুমি অজ্ঞান অন্ধকার (মায়ামোহজ দেহ) হতে উৎপন্ন হলেও বিশ্বরমণশীল বিশ্বনাথের ও আকর্ষণ-পরায়ণ ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছ। হে রজনি (কালস্বরূপ আবরণকারিণি), কলুষলাঞ্ছিত, পতনোন্মুখ মায়া থেকে উৎপন্ন এ দেহকে চিরতরে বিনাশ কর অর্থাৎ আমাদের দেহসম্বন্ধরহিত ও জরামরণ-রহিত কর। ১ ॥ হে সদ্বৃত্তি, মায়ামোহ থেকে উৎপন্ন, কলুষক্লেদ-বিশিষ্ট, জরামধ্যগত এ দেহের লয় সাধন কর। তোমাকে আমরা আহ্বান করছি, তোমার নিজের শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাও, যাতে আমরা সত্ত্বাবস্থা লাভ করি। ২ ॥ হে সদ্বৃত্তি, অজ্ঞানান্ধকার তোমার উৎপত্তিস্থান এবং মায়ামোহরূপ অন্ধকার তোমার অবলম্বন। কর্মফলের অবসানে বিমুক্ত তুমি চিরনবীনরূপ হও। এখন মায়ামোহ থেকে উৎপন্ন এ দেহকে নিঃশেষে বিনাশ কর। ৩ ॥ হে সদ্বৃত্তি, অস্থি ও দেহজাত, কর্মের দ্বারা উৎপন্ন, কলুষক্লেদের যে কলংক দেহে পাপচিহ্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে, ব্রহ্মসম্বন্ধযুক্ত হয়ে তুমি তার লয়-সাধন কর। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। পঞ্চম অনুবাকের ২য় ও ৩য় সূক্ত শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত কুষ্ঠ নাশের অমোঘ ঔষধ বলে বলা হয়েছে। এ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে হোম করতে হবে। এ ছাড়া, ব্যাধির স্থানে নিম্নবিধি অনুসারে প্রলেপ দিতে হবে। ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকা—এ কয়েকটি দ্রব্য পেষণ করে কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিতে হবে। শ্বেতকুষ্ঠ সম্বন্ধে নিয়ম হচ্ছে—প্রলেপ দেবার পূর্বে গোময় দিয়ে ব্যাধি-স্থানে এমনভাবে ঘর্ষণ করতে হবে, যাতে স্থানটি রক্তবর্ণ হয়। পলিত কুষ্ঠ সম্বন্ধে নিয়ম হচ্ছে—ক্ষতস্থান আবৃত করে প্রলেপটি দিতে হবে। ক্ষতস্থানে প্রলেপ-দেয়া ও আজ্যহোমে মন্ত্রোচ্চারণে শান্তিলাভ—এটা হচ্ছে উভয়বিধ কুষ্ঠনাশের ঔষধ। মন্ত্র ও ঔষধ যথাযথ প্রযুক্ত হলে দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হতে পারে। আমাদের অধ্যাত্মিক অর্থে দেহব্যাধিনাশের দৃষ্টান্তে ভবব্যাধিনাশের প্রার্থনা করা হয়েছে।

ভাষ্যের অর্থ হচ্ছে—হে হরিদ্রানামক ওষধে, তুমি রাতে উৎপন্ন ও কুষ্ঠনাশে সমর্থ। সেরূপ হে রামে (ভৃঙ্গরাজাখ্য ওষধে), হে কৃষ্ণে (কৃষ্ণবর্ণ-সম্পাদন-সমর্থ ইন্দ্রবারুণি নামক ওষধে) এবং হে অসিক্নি অর্থাৎ নীলিকা, তোমরা রাতে উৎপন্ন বলে কুষ্ঠনাশে সমর্থ। হে রজনি, তুমি এ কিলাস ও পলিত ব্যাধিগ্রস্তকে রঞ্জিত কর অর্থাৎ ঢেকে নাও। ২। 'কিলাসঃ'—শব্দে সায়ণ 'কুষ্ঠরোগ অর্থ' করেছেন, আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে কলুষক্লেদবিশিষ্ট অর্থ করেছি। 'পলিতং'—শব্দে ভাষ্যকার জরাবস্থায় কেশের শুক্লতা ও তদ্‌যুক্ত অঙ্গ অর্থ করেছেন, আমরা জরামধ্যগত অর্থ করেছি। ৩। এ মন্ত্রে ভাষ্যকার 'নীলি'-কে সম্বোধন করে ব্যাখ্যা করেছেন। হে নীলি, তোমার 'প্রলয়নং' (উৎপত্তি স্থান) 'অসিতং' (কৃষ্ণবর্ণ)। নীলি কুষ্ঠনাশ করুক—এ ভাষ্যের ভাব। আমাদের আধ্যাত্মিক অর্থে—জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে লীন হয়, সেরূপ আমি যেন সদ্বৃত্তির সাহায্যে অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে লীন হতে পারি এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

৪। মন্ত্রে 'শ্বেতং'—পদ সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগ অর্থে গৃহীত হয়। অস্থি, ত্বক্‌ ও মাংসের সাথে ঐ ব্যাধির সম্পর্ক ; এ মন্ত্রের দ্বারা ব্যাধির উপশম হোক—এ ভাষ্যের ভাব। 'ব্রহ্মণা'—পদে ভাষ্যে 'এ প্রযুজ্যমান মন্ত্রের দ্বারা'—অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে ; আমরা ব্রহ্মসম্বন্ধযুক্ত অর্থগ্রহণ করেছি। 'শ্বেত'—পদে পাপচিহ্নরূপে প্রকাশমান—এ অর্থ করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

সুপর্ণো জাতঃ প্রথমস্তস্য ত্বং পিত্তং আসিথ।
তদাসুরী যুধা জিতা রূপং চক্রে বনস্পতীন্‌ ॥ ১ ॥
আসুরী চক্রে প্রথমেদং কিলাসভেষজমিদং কিলাসনাশনম্‌।
অনীনশৎ কিলাসং সরূপামকরৎ ত্বচম্‌ ॥ ২ ॥
সরূপা নাম তে মাতা সরূপো নাম তে পিতা।
সরূপকৃৎ ত্বমোষধে সা সরূপমিদং কৃধি ॥ ৩ ॥
শ্যামা সরূপংকরণী পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতা।
ইদমূ ষু প্র সাধয় পুনা রূপাণি কল্পয় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে জীব, তুমি প্রথমে ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে জন্মেছ, কিন্তু আসুরী মায়া (পাপ-প্রলোভনাদি) যুদ্ধে (বিষম দ্বন্দ্বে) তোমাকে জয় করে, তাতে তুমি পাপকলুষচিহ্নিত দেহ পেয়েছ ; তখন সে মায়া তোমার হৃদয়রূপ অরণ্যের অধিপতিগণকে (সত্ত্বভাবাদিকে) মরণ ধর্মশীল দেহ দান করে। (জন্মসহজাত সত্ত্বভাব সকল সংসারের কুটিলতায় বিলুপ্ত হলে জীব নীচ গতি প্রাপ্ত হয়, তা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত।)। ১ ॥ আসুরী মায়া প্রাধান্য লাভ করে আমাদের এ ধ্বংসশীল দেহ দান করে, আর আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ভাব কলুষক্লেদ-নিবৃত্তকারক ঔষধরূপ হয়ে কলুষক্লেদ দূর করতে সমর্থ হয়। সে শুদ্ধসত্ত্ব কলুষক্লেদ দূর করে এ ত্বগাদি ধাতুবিশিষ্ট দেহকে প্রকৃতরূপসম্পন্ন অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক করে। (মায়ার প্রভাবে আমরা এ মরদেহ লাভ করি এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা অবিনশ্বর নিত্য দেহ লাভ করতে পারি—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।)। ২ ॥ হে ওষধে (কর্মফলাবসানে বিমুক্তদেহ সদ্বৃত্তি), তোমার মা সরূপা এবং পিতা সরূপ (সমান রূপ), তুমি সমানরূপ-প্রদাত্রী, তুমি এ দেহকে সমানরূপসম্পন্ন কর। (সদ্বৃত্তি

সত্ত্বভাব থেকে উৎপন্ন ও সত্ত্বভাব প্রদানে সমর্থ, সে আমাদের সত্ত্বভাব-সম্পন্ন করুক—এভাব এখানে পরিস্ফুট।)। ২ ॥ সমানরূপদাত্রী অজ্ঞানান্ধকাররূপা অসদ্বৃত্তি এ সংসারে উৎপন্ন হচ্ছে, অতএব হে সদ্বৃত্তি, তুমি কলুষক্লেদযুক্ত দেহকে সম্ভাবান্বিত কর। (অজ্ঞানান্ধকারে পৃথিবী সবসময় আচ্ছন্ন হচ্ছে, সদ্বৃত্তির প্রভাবে আমরা যাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হই—এ প্রার্থনা।)। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের মন্ত্রগুলিও কুষ্ঠব্যাধি নাশের পক্ষে প্রযুক্ত হয়েছে। ভাষ্যকার এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি আখ্যানের অবতারণা করেছেন। 'সুপর্ণঃ' —শব্দে তিনি শোভন পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট গরুড় পক্ষী অর্থ করেছেন। গরুড় পক্ষীর প্রথমে দুটি পক্ষ ছিল, মায়ার সাথে যুদ্ধে সে পরাজিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে, তাতে দেখা যায়—গরুড়ের প্রতি ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়। তাতে গরুড়ের কিছু ক্ষতি হয়নি, কিন্তু গরুড় বজ্রের সম্মানের জন্য একটি পক্ষ পরিত্যাগ করে। সে পক্ষটি ছিল সুবর্ণের মত মনোহর, সেজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়ের নাম রাখেন 'সুপর্ণ'। ভাষ্য অনুসারে নীলি প্রভৃতি ঔষধকে সম্বোধন করে এমন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে। ২। ভাষ্য অনুসারে পূর্বমন্ত্রোক্তা অসুরমায়ারূপা স্ত্রী শিবত্রচিকিৎসকের আদিরূপা, সে এ সুপর্ণপিত্তের দ্বারা নীলি প্রভৃতিকে কুষ্ঠরোগ-নিবর্তক ঔষধরূপে প্রস্তুত করে। আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধসত্ত্ব কলুষক্লেদ-নিবৃত্তির ঔষধস্বরূপ। ৩। ভাষ্যে এ মন্ত্র ওষধিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—ওষধে, তোমার জননী ভূমি তোমার সরূপা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা ; তোমার পিতা দ্যুলোক অথবা বীজবিশেষ, সেও তোমার সাথে সমানবর্ণ। সমানরূপ পিতা-মাতা থেকে উৎপন্ন তুমি কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট অঙ্গকে সমানবর্ণ দান কর। আমরা আধ্যাত্মিকপক্ষে সদ্বৃত্তিকে প্রার্থনা জানিয়েছি। ৪। ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্র নীলি প্রভৃতির সম্বোধনে প্রযুক্ত।

চতুর্থ সূক্ত

যদগ্নিরাপো অদহৎ প্রবিশ্য যত্রাকৃণ্বন্ ধর্মধৃতো নমাংসি।
তত্র ত আহুঃ পরমং জনিত্রং স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙ্‌গ্ধি তক্মন্ ॥ ১ ॥
যদ্যর্চির্যদি বাসি শোচিঃ শকল্যেষি যদি বা তে জনিত্রম্।
হূডুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙ্‌গ্ধি তক্মন্ ॥ ২ ॥
যদি শোকো যদি বাভিশোকো যদি বা রাজ্ঞো বরুণস্যাসি পুত্রঃ।
হূডুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙ্‌গ্ধি তক্মন্ ॥ ৩ ॥
নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রূরায় শোচিষে কৃণোমি।
যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো অস্তু তক্মনে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ যেহেতু অগ্নি (জ্ঞানদেব) হৃদয়ে দীপ্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ করে ও আমাদের জ্ঞানবান করে, অতএব হে সম্ভাবনাশক পাপ, তুমি আমাদের পরিত্যাগ কর। যে অগ্নিতে (জ্ঞানাগ্নিতে) ধার্মিকগণ হবিরূপ সত্ত্বভাব প্রদান করে, হে জীব, সেখানে তোমার নিবাসস্থান জানিও। [জ্ঞানদেবতা অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে আমাদের জ্ঞানবান করেন। তাতে জীব পাপ-সম্বন্ধ পরিহার করে জ্ঞানলাভে-শ্রেষ্ঠ নিবাসস্থান ভগবানকে পাবার সামর্থ লাভ করে]। ১ ॥ হে পাপকারণরূপ জ্বর, যদিও তুমি তীব্র উষ্ণ, যদিও তুমি দাহকর, যদিও তোমার জন্ম জ্বলননিদানরূপ অগ্নিতে, যদিও হরিতবর্ণ তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ, তবুও তুমি আমাদের ত্যাগ কর।

হে দ্যোতমান জ্ঞানদেব, আমাদের জ্ঞানবান কর। (পাপ, তুমি দূর হও, জ্ঞানদেব আমাদের জ্ঞানদানে পরিত্রাণ করুন—এ প্রার্থনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ২ ॥ হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী পাপ, যদিও তুমি শোক, যদিও তুমি সকল শরীরের সন্তাপক, যদিও তুমি মিথ্যাসহজাত, যদিও রক্তশোষক বলে তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ, তবুও তুমি আমাদের পরিত্যাগ কর। হে জ্ঞানদেব, আমাদের সম্যক্ জ্ঞানবান কর। ৩ ॥ প্রাণশক্তিনাশক, শৈত্যসাধক পাপকে আমি নমস্কার করি, হিংসক, শোষক পাপকে আমি নমস্কার করি, যে পাপ প্রতিদিন সঞ্জাত ও ত্রিকালস্থিত, সে পাপকে আমার নমস্কার। নমস্কারের দ্বারা প্রীত হয়ে সকল পাপ আমাদের পরিত্যাগ করুক। ৪ ॥

টীকা : ১। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জ্বরাদি রোগ নিবারণে প্রযুক্ত হয়েছে। ঐকাহিক, দ্বাহিক প্রভৃতি জ্বর, কম্পজ্বর, জ্বালাযুক্ত জ্বর, বেলাজ্বর প্রভৃতি দূর করার জন্য এ মন্ত্রপ্রয়োগের সার্থকতা। ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে—প্রথমে একটি লৌহকুঠার অগ্নিতে উষ্ণ করতে হবে, তারপর উষ্ণজলের মধ্যে সে কুঠার স্থাপন করে, সে গরম জলে রোগীর দেহ সিঞ্চিত করতে হবে। [আজকাল চিকিৎসকগণ গরম জলে গামছা বা কাপড় ভিজিয়ে রোগীর দেহ মুছিয়ে দিতে (Sponze করতে) বলেন, মনে হয় এটা সে জাতীয় প্রক্রিয়া]। ৩-৪। ভাষ্যে তৃতীয় মন্ত্র শীতজ্বর নাশের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। হুড়ুঃ—শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থ।

পঞ্চম সূক্ত

আরেঽসাবস্মদস্তু হেতির্দেবাসো অসৎ।
আরে অশ্মা যমস্যথ ॥ ১ ॥
সখাসাবস্মভ্যমস্তু রাতিঃ সখেন্দ্রো।
ভগঃ সবিতা চিত্ররাধাঃ ॥ ২ ॥
যূয়ং নঃ প্রবতো নপান্মরুতঃ সূর্যত্বচসঃ।
শর্ম যচ্ছাথ সপ্রথাঃ ॥ ৩ ॥
সুষূদত মৃড়ত মৃড়য়া নস্তনূভ্যো।
ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে দেবগণ, তোমাদের প্রসাদে ঐ দূরে দৃশ্যমান শত্রুর প্রযুক্ত হননসাধন আয়ুধ আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাক, আমাদের যেন স্পর্শ না করে। হে শত্রুগণ, তোমরা আমাদের বধের জন্য যে অস্ত্র নিক্ষেপ করছ, তা আমাদের কাছ থেকে দূরে গমন করুক। ১ ॥ প্রসিদ্ধ মিত্রদেবতা আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আমাদের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হোক, ভাগ্যপ্রদাতা পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেবতা আমাদের মিত্র হোক এবং সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাদের মিত্র হোক। ২ ॥ বিপথগামীদের অভয়দাতা জ্ঞানকিরণযুক্ত বিবেকরূপী হে মরুদ্দেবগণ, তোমরা আমাদের সুখ দাও। ৩ ॥ হে দেবগণ, তোমরা শত্রুর প্রযুক্ত অস্ত্রগুলি অন্যত্র প্রেরণ কর ও আমাদের সুখ দাও। হে দেব, অনিষ্ট নিবারণ করে আমাদের তুষ্ট কর এবং আমাদের শরীর ও পুত্রপৌত্রাদির সুখবিধান কর। ৪ ॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। শত্রু যখন আক্রমণ করতে আসছে, তখন এ মন্ত্র জপ করলে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হবে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—কোন দুর্লক্ষণচিহ্ন দর্শন করলে এ মন্ত্র জপের দ্বারা

বিপদ দূর হবে। কোন বিষয়ে জয়লাভের ইচ্ছা থাকলে এ মন্ত্রের হোম করবে এবং খড়্গাদি অস্ত্রসকল এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করবে। শয়নকালে ও ঘুম থেকে উঠার সময় এ মন্ত্রানুসারে বিবিধ প্রক্রিয়ার কথা ভাষ্যে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

অমূঃ পারে পৃদাকস্ত্রিষপ্তা নির্জরায়বঃ।
তাসাং জরায়ুভির্বয়মক্ষ্যাবপি ব্যয়ামস্যঘায়োঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ১॥
বিষূচ্যেতু কৃন্ততী পিনাকমিব বিভ্রতী।
বিষ্বক্ পুনর্ভুবা মনোঽসমৃদ্ধা অঘায়বঃ ॥ ২ ॥
ন বহবঃ সমশকন্ নার্ভকা অভি দাধৃষুঃ।
বেণোরদ্গা ইবাভিতোঽসমৃদ্ধা অঘায়বঃ ॥ ৩ ॥
প্রেতং পাদৌ প্র স্ফুরতং বহতং পৃণতো গৃহান্।
ইন্দ্রাণ্যেতু প্রথমাজীতামুষিতা পুরঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : প্রসিদ্ধ অসত্যনাশক ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনরূপ অমর দেবগণ সংসারের কুটিলতা থেকে দূরে বর্তমান, তাদের থেকে উৎপন্ন সদ্ভাবের দ্বারা সৎকর্মের বাধক হিংসুক শত্রুর চক্ষু-দুটিকে ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন আমরা আচ্ছন্ন করতে পারি অর্থাৎ তাদের সাহায্য পেলে প্রবল শক্তিশালী শত্রুদেরও আমরা পরাভূত করতে পারি। ১ ॥ পিনাকের মত ভীষণ আয়ুধধারী, আমাদের বিদারণকারী, অজ্ঞানতারূপ শত্রুসেনাগণ বিমুখে যাক, তারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবুও তাদের সৎকর্ম-নাশ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হোক, সৎকর্মনাশক শত্রুগণ পরাভূত হোক। ২ ॥ হে ভগবান, বহুশক্তিসম্পন্ন শত্রুগণ যেন আমাদের অভিভূত না করে, অল্পশক্তিসম্পন্ন শত্রুরা যেন আমাদের সামনে দৃষ্টি করতেও না পারে। সদ্ভাবনাশক শত্রুরা যেন ছিন্ন বেণুশাখার মত সমৃদ্ধরহিত হয়ে পরাজিত হয়। সদ্ভাবের প্রভাবে আমরা যেন সকল শত্রুদের বিনাশ করতে পারি। ৩ ॥ হে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যানদ্বয়, তোমরা আমাদের কর্মে যুক্ত হও, আমাদের কর্মকে সৎপথে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাও, ইষ্টফল দানে আমাদের তুষ্ট কর এবং শ্রেষ্ঠ নিবাস ভগবানকে প্রাপ্ত করাও। তোমাদের কৃপায় সকলের বরণীয়া, অজেয়া ইন্দ্রাণী (পরম ঐশ্বর্যশালিনী দেবী) চিরস্থায়িনী হোক। ৪ ॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যানুক্রমণিকায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি যুদ্ধজয়ের জন্য অস্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে স্বস্ত্যয়ন কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'পৃদাকঃ'—পদে ভাষ্যে সর্পজাতি অর্থ করা হয়েছে। 'ত্রিসপ্তাঃ'—বলতে ভাষ্যে 'ত্রিগুণিতসপ্তসংখ্যাকাঃ' অর্থাৎ একুশ 'অর্থ করা হয়েছে। চতুর্থ মন্ত্রে—'পাদৌ'-শব্দে মন্ত্রার্থ জটিল হয়েছে, ভাষ্যকার গমনশীল জনগণের পদদ্বয়—এ সম্বোধন করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করেছি।

সপ্তম সূক্ত

উপ প্রাগাদ্দেবো অগ্নী রক্ষোহামীবচাতনঃ।
দহন্নপ দ্বয়াবিনো যাতুধানান্ কিমীদিনঃ ॥ ১ ॥
প্রতি দহ যাতুধানান্ প্রতি দেব কিমীদিনঃ।
প্রতীচীঃ কৃষ্ণবর্তনে সং দহ যাতুধান্যঃ ॥ ২ ॥

যা শশাপ শপনেন যাঘং মূরমাদধে।
যা রসস্য হরণায় জাতমারেভে তোকমত্তু সা ॥ ৩ ॥
পুত্রমত্তু যাতুধানীঃ স্বসারমুত নপ্ত্যম্।
অধা মিথো বিকেশ্যো বি ঘ্নতাং যাতুধান্যো বি তৃহ্যন্তামরায্যঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হিংসক শত্রুদের নাশকারী, রোগের বিনাশক, দ্যোতমান জ্ঞানদেব (অগ্নি), মায়াবী, ইতস্ততঃ বিচরণশীল, সর্বশোষক শত্রুদের ভস্মসাৎ করে, উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির কাছে যায়। (জ্ঞানপ্রভাবে সকল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১ ॥ হে দ্যোতমান ভগবান, যাতনাবিধায়ক রাক্ষসদের নিঃশেষে ভস্ম কর, রন্ধ্রান্বেষী রিপুশত্রুদের দগ্ধ কর। হে কৃষ্ণবর্ত্মা (দুষ্কৃতদের সৎপথে আনয়নকারী), প্রাণিদের প্রতিকূলাচারী শত্রুর উপদ্রব দূর কর। ২ ॥ যে শত্রু বিনাশের কারণরূপ পরুষবাক্যে শাপ দেয়, যে শত্রু দুষ্কৃতদের আদিভূত হিংসারূপ পাপ অনুষ্ঠান করে, অপর যে সকল শত্রুর অপত্য স্নেহরূপ সদ্ভাবের বিনাশ করে, তাদের আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভক্ষণ করুক। (হে ভগবান, সত্ত্বভাবের প্রভাবে জ্ঞানকিরণদানে পাপমূল বিনাশ কর—এ প্রার্থনা জানান হয়েছে)। ৩ ॥ হে ভগবান, তোমার কৃপায় রাক্ষসীগণ (অজ্ঞানতা সহচারিণী অসদ্বৃত্তি-সকল) তাদের আত্মজকে (আমাদের কামাদি রিপুকে) ভক্ষণ করুক, তাদের ভগিনীকে (অপকর্মকে) ভক্ষণ করুক, তাদের পৌত্রদের (কামাদি থেকে উৎপন্ন বিবিধ পাপকে) বিনাশ করুক। তারা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে বিচ্ছিন্নকেশ হয়ে পরস্পর তাড়নার দ্বারা নিহত হোক, এভাবে সৎকর্ম-নিরোধক পাপপ্রবৃত্তিসকল পরস্পরকে হিংসা করুক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির উদ্বেগ নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয়েছে। ভাষ্যে শুক্রবীরিণেষিকা দ্বারা মনিবন্ধন ও উল্মুকদ্বয় ঘর্ষণ প্রভৃতির বিধি বলা হয়েছে। ভাষ্যে বাইরের শত্রুর উদ্বেগ নাশের কথা বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা ভেতর ও বাইর উভয় শত্রুবিনাশের কথা বলেছি। 'মূর'—শব্দের অর্থ মূল, সকলের আদিভূত।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অভীবর্তেন মণিনা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃধে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্ধয় ॥ ১ ॥
অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ।
অভি পৃতন্যন্তং তিষ্ঠামি যো নো দুরস্যতি ॥ ২ ॥
অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভি সোমো অবীবৃধৎ।
অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্তো যথাসসি ॥ ৩
অভীবর্তো অভিভবঃ সপত্নক্ষয়ণো মণিঃ।
রাষ্ট্রায় মহ্যং বধ্যতাং সপত্নেভ্যঃ পরাভুবে ॥ ৪ ॥
উদসৌ সূর্যো অগাদুদিদং মামকং বচঃ।
যথাহং শত্রুহোঽসান্যসপত্নং সপত্নহা ॥ ৫ ॥

সপত্নক্ষয়ণো বৃষাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।
যথাহমেষাং বীরাণাং বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ সমৃদ্ধিসাধনহেতু প্রসিদ্ধ অপ্রতিহতগমনশীল চক্রনেমি-সন্নিবিষ্ট যে রথের (মণির) দ্বারা দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রদেব সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন, হে ব্রহ্মণস্পতি (প্রজ্ঞানাধার ভগবান), তাদৃশ ঐশ্বর্যযুক্ত যানের সাহায্যে আমাদের স্বরাষ্ট্র অভিবৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধ কর অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিযুক্ত সৎকর্মের দ্বারা আমাদের হৃদয়-রাজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সত্ত্বভাবাদি বর্ধন কর। ১ ॥ হে জ্ঞান ও ভক্তিমিশ্র কর্ম, আমাদের ভেতরের শত্রুদের অভিভূত করে নাশ কর, আমাদের বাইরের শত্রুদের বিনাশ কর, হিংসা প্রলোভনাদিরূপ শত্রুদের পরাভব কর। যে আমাদের বশীভূত করতে চায়, তাকে অভিভূত করে বিনাশ কর। ২ ॥ হে আমার কর্ম, দ্যোতমান, সকলের প্রেরক (সবিতা), শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান (সোম) তোমাকে সকল প্রকারে সমৃদ্ধ করুক। যাতে তুমি ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের কারণ হও, সেরূপে নিখিল চরাচরাত্মক প্রাণিসকল তোমার উৎকর্ষ সাধন করুক। ৩ ॥ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুস্বরূপ, বাইরের শত্রুদের পরাভবকারী, অন্তরের শত্রুদের বিনাশক মণি (জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত আমার সৎকর্ম) আমার অভিবৃদ্ধির জন্য, শত্রুনাশের জন্য ও রাষ্ট্রবৃদ্ধির জন্য আমাকে বন্ধন করুক। (সকল সুখের আশ্রয় সৎকর্ম আমার সহচর হোক, তাহলে আমি দুষ্কৃতনাশে সমর্থ হবো ও পরম আশ্রয় লাভ করব—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ৪ ॥ নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান সকল প্রাণীর প্রেরক সূর্যদেব যেমন স্বপ্রকাশ, সেরূপ আমার উচ্চার্যমাণ ভগবানের মহিমা-প্রকাশক মন্ত্ররূপ বাক্যও প্রকাশরূপে নিত্য-সত্য অর্থাৎ সূর্যোদয় যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, সেরূপ মন্ত্রশক্তিও নিত্য-সত্য। যেভাবে আমি শত্রুবিনাশক হতে পারি, আমার উচ্চারিত মন্ত্রশক্তি সেরূপে প্রকাশিত হোক, তার দ্বারা আমি যেন বাইরের শত্রুরহিত এবং অন্তরের শত্রুদের নাশ করতে পারি। ৫ ॥ হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি-পরিচালিত কর্ম, তুমি সহজাত শত্রুদের নাশক, অভীষ্টফলের বর্ষণকারী, ইহলোকে ও পরলোকে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব, এবং তুমি বিবিধপ্রকারে শত্রুদের পরাভবকারী। তোমার প্রভাবে (মণিধারক, সৎকর্মপরায়ণ) আমি যেন আমার শত্রুসৈন্যের এবং স্বকীয় ও পরকীয় সকল প্রাণিগণের অন্তরের ও বাইরের শত্রুদের পরাভব করতে পারি। (সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমি যেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হই—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৪। ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—এ সূক্তের মন্ত্রগুলি রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য, মাহেন্দ্রী নামক মহাশান্তির কার্যে রথনেমি-মণি বন্ধনে প্রযুক্ত হয়। কৌশীতকী ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—সূত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে রথচক্র-নেমি মণিকে সংপাতিত ও মন্ত্রপূত করে 'উদসৌ সূর্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে শরীরের উত্তম স্থানে বন্ধন করতে হবে। অয়স্কান্ত, লৌহ, সীসক, রজত ও তাম্র পরিবেষ্টিত স্বর্ণ কুশের উপর স্থাপন করে 'অভিবর্তেন' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা শোধন করে বন্ধন করতে হবে। এ কিরূপ মণি—তা চিন্তার বিষয়, ভাষ্যকার—'অভিতো বর্ততে চক্রম্ অনেন ইতি অভিবর্তো নেমিঃ' এরূপ অর্থ করায় 'অভিবর্ত' শব্দে নেমি ও তৎ-সংলগ্ন চক্র বুঝা যায়। 'চক্রনেমি-নির্মিত মণি'—এরূপ অর্থ করে বিকল্প বলেছেন—যার দ্বারা পররাষ্ট্রাদি সর্বত্র অপ্রতিহত গতি হয়। এজন্য আমরা রথ অর্থ গ্রহণ করেছি। ৫-৬। ভাষ্যে পূর্ব মন্ত্রাদির মত এখানেও মণিধারণের ফলে

শত্রুবিনাশের কথা বলা হয়েছে। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে ভেতর ও বাইর উভয় শত্রুবিনাশের কথা বলেছি।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমমুতাদিত্যা জাগৃত যূয়মস্মিন্।
মেমং সনাভিরুত বান্যনাভির্মেমং প্রাপৎ পৌরুষেয়ো বধো যঃ ॥ ১ ॥
যো বো দেবাঃ পিতরো যে চ পুত্রাঃ সচেতসো মে শৃণুতেদমুক্তম্।
সর্বেভ্যো বঃ পরি দদাম্যেতং স্বস্ত্যেনং জরসে বহাথ ॥ ২ ॥
যে দেবা দিবি ষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ ওষধীষু পশুষ্বপ্স্বন্তঃ।
তে কৃণুত জরসমায়ুরস্মৈ শতমন্যান্ পরি বৃণক্তু মৃত্যূন্ ॥ ৩ ॥
যেষাং প্রযাজা উত বানুযাজা হুতভাগা অহুতাদশ্চ দেবাঃ।
যেষাং বঃ পঞ্চ প্রদিশো বিভক্তাস্তান্ বো অস্মৈ সত্রসদঃ কৃণোমি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে সকল দেবগণ (অথবা দেবভাবসমূহ) ও বসুগণ (সকলের নিবাস-হেতুরূপে দেবগণ), তোমরা এ অর্চনাকারীকে পালন কর। হে আদিত্যগণ (অনন্তের অংশরূপ দেবগণ), এর রক্ষার জন্য জাগ্রত থাক, যাতে এ অর্চনাকারীকে সহজাত শত্রু, বহিরাগত শত্রু অথবা কর্মের দ্বারা জাত শত্রু পরাভব করতে না পারে। (সকল বাধা অপসারণের জন্য-দেবতাদের কাছে অনুকম্পা প্রার্থনা করা হয়েছে—দেববিভূতিসকল যেন আমাদের আরব্ধকর্ম সফল করে)। ১ ॥ দেবতাদের মধ্যে যারা পিতার মত স্নেহকারুণ্যযুক্ত, যারা পুত্রের মত পরিত্রাণকারক, তারা সমানমনস্ক হয়ে আমাদের এ স্তুতি শুনুক। হে দেবগণ, তোমাদের সকলের উদ্দেশে এ মোক্ষেচ্ছু জনের পরিরক্ষণের জন্য দান করছি, তোমরা এ জনের (অর্থাৎ আমার) পরিত্রাণের জন্য আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ নাশের দ্বারা জরাপ্রাপ্তি পর্যন্ত (অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি পর্যন্ত) সকল প্রকার মঙ্গল বিধান কর। ২ ॥ হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে যারা দ্যুলোকে, ভূলোকে ও অন্তরিক্ষলোকে অবস্থান করে, সেরূপ যারা ওষধিতে, গবাশ্বাদি পশুতে ও জলে অবস্থান করে, তারা সকলে এ মোক্ষকামী আমার জরা-প্রাপ্তি (মোক্ষপ্রাপ্তি) কাল পর্যন্ত আয়ু রক্ষা করুক। তোমরা অন্য অস্বাভাবিক অপমৃত্যু নাশ কর ও শতবর্ষ পর্যন্ত পূর্ণায়ুষ্কাল প্রদান কর। (অভীষ্টলাভ পর্যন্ত শত্রুগণ যেন আমার বিঘ্ন উৎপন্ন না করে এবং তোমাদের প্রসাদে আমি মোক্ষ-লাভে সমর্থ হই)। ৩ ॥ হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে যারা প্রথম হবির ভাগগ্রহণ-কারী, যারা প্রথম যাগের পরবর্তী হবির ভাগগ্রহণকারী, যারা অগ্নিতে আহুত দ্রব্যের ভাগগ্রহণকারী, যারা হোমাধানের বাইরে প্রক্ষিপ্ত হবির ভক্ষক, তোমাদের মধ্যে যারা পূর্বাদি পাঁচদিকে অবস্থিত, তাদের সকলকে মোক্ষকামী আমার উপকারের জন্য আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে স্থাপন করছি। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। ভাষ্যানুক্রমণিকায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন কার্যে বিনিযুক্ত হয়েছে। আয়ুষ্কামেষ্টিতে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। স্থালীপাকে পিণ্ডত্রয় নিক্ষেপ করার বিধি। উপনয়ন কার্যে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বিনিয়োগের কথা কৌশীতকী ব্রাহ্মণে আছে। উপনয়ন কালে মাণবকের নাভিদেশ সংস্তম্ভন করে এ মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়। আয়ুষ্য অভয় স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি হোমকার্যে, পুষ্যাভিষেক কার্যে এর বিনিয়োগের উল্লেখ আছে। বিশেষ সায়ণভাষ্য দেখবেন। চতুর্থ মন্ত্রে—

'প্রযাজ' পদে যজ্ঞের অগ্রাংশ গ্রহণকারী দেবতা ও 'অনুযাজ' শব্দে—অগ্নি প্রথমে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে এবং তারপর অন্যান্য দেবগণ ক্রমানুযায়ী গ্রহণ করে।

তৃতীয় সূক্ত

আশানামাশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো অমৃতেভ্যঃ।
ইদং ভূতস্যাধ্যক্ষেভ্যো বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ১ ॥
য আশানামাশাপালাশ্চত্বার স্থন দেবাঃ।
তে নো নির্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো মুঞ্চতাংহসো অংহসঃ ॥ ২ ॥
অস্রামস্ত্বা হবিষা যজাম্যশ্লোণস্ত্বা ঘৃতেন জুহোমি।
য আশানামাশাপালস্তুরীয়ো দেবঃ স নঃ সুভূতমেহ বক্ষৎ ॥ ৩ ॥
স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু স্বস্তি গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ।
বিশ্বং সুভূতং সুবিদত্রং নো অস্তু জ্যোগেব দৃশেম সূর্যম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ সকল অভীষ্টের পূরক, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ চার ফলদাতা, মরণরহিত, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের অধিপতি দেবগণের প্রীতির জন্য আমার অনুষ্ঠিত এ-কর্মে হবির দ্বারা (হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা) পরিচর্যা করছি। ১ ॥ সর্বাভীষ্ট-পূরক, ধর্মাদি চতুর্বর্গ-প্রদাতা (ভগবদ্বিভূতিরূপ) যে দেবগণ আছে, তারা আমাদের রিপুসকলের দ্বারা উৎপন্ন বন্ধন থেকে ও অন্যান্য পাপ থেকে মুক্ত করুক। ২ ॥ হে পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবান, আমি অক্লান্ত হয়ে তোমাকে হবির দ্বারা (শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা) পূজা করছি। হে আমার কর্ম, পাপরহিত নির্মলচিত্তে ঘৃতের দ্বারা (ক্ষরণশীল ভক্তির দ্বারা) তোমার সংস্কার করছি অর্থাৎ ভগবানে নিযুক্ত করছি। সকল অভীষ্টের পূরক, চতুর্বর্গ ফলের প্রদাতা, দ্যোতমান পরিত্রাতা (তুরীয়) ভগবান আমার অনুষ্ঠিত এ সৎকর্মে চতুর্বর্গফলরূপ মহৎ ধন প্রদান করুক। ৩ ॥ হে ভগবান, তোমার অনুকম্পায় আমাদের মাতা, পিতা, গবাদিপশু ও অপরজনের মঙ্গল হোক। ভগবান সকলের কল্যাণ বিধান করুক। চরাচর বিশ্ব শোভন ধন ও জ্ঞানযুক্ত হোক। আমরা যেন চিরকাল সূর্য (তেজোময় জ্ঞানস্বরূপ দেবকে) দেখতে সমর্থ হই। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির বিবিধ প্রয়োগের বিষয় ভাষ্যে উল্লেখ আছে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ব্রহ্মৌদন, স্বর্গৌদন, চতুঃশরাব-সবৌদন প্রভৃতি দ্বাবিংশ সবযজ্ঞে এর বিনিয়োগ দেখা যায়। 'আশানাম্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা দান করার বিধি আছে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে এ প্রক্রিয়াপদ্ধতির বিবরণ দৃষ্ট হয়। ধূমকেতু দর্শনে দিক্‌দেবতার উদ্দেশে হোমাগ্নিতে চরু নিক্ষেপের বিধান আছে। গ্রাম, নগর, দেশ, প্রাকারাদির অবদারণে 'আশ্রামস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে পুরোডাশ ও পাষাণ প্রভৃতি নিখনন করার বিধি আছে। সর্বরোগ-ভৈষজ্যে এ-সকল মন্ত্রের দ্বারা আপ্লাবন, অবসেচন ও অপায়নাদি করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

ইদং জনাসো বিদথ মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি।
ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন প্রাণন্তি বীরুধঃ ॥ ১ ॥

অন্তরিক্ষ আসাং স্থাম শ্রান্তসদামিব ।
আস্থানমস্য ভূতস্য বিদুষ্টদ্ বেধসো ন বা ॥ ২ ॥
যদ্ রোদসী রেজমানে ভূমিশ্চ নিরতক্ষতম্ ।
আর্দ্রং তদদ্য সর্বদা সমুদ্রস্যেব স্রোত্যাঃ ॥ ৩ ॥
বিশ্বমন্যামভীবারং তদন্যস্যামধিশ্রিতম্ ।
দিবে চ বিশ্ববেদসে পৃথিব্যৈ চাকরং নমঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রার্থনাকারী জনগণ, তোমরা এ সত্য জান—সত্যই মহত্ত্বাদি-গুণসম্পন্ন ব্রহ্মকে জানিয়ে দেয় । যে ব্রহ্মের অনুগ্রহে ওষধিসকল অবিনাশীরূপে বর্তমান থাকে, সে ব্রহ্ম আমাদের পাপপূরিত পৃথিবীতে থাকেন না বা দ্যুলোকেও থাকেন না । (ভাব এই—ভগবান নিজে নিজের স্বরূপ জানিয়ে দেন । তাঁতে সুখারোগ্যাদি সম্পদ বিদ্যমান, তিনি অমৃতত্ব-বিধায়ক, কিন্তু পাপী তাঁর সম্বন্ধ-শূন্য) । ১ ॥ জনগণ তপস্যার দ্বারা যেমন পরমপদে অধিষ্ঠিত থাকে, সেরূপ সকল অভীষ্টের পূরক ভগবানের স্থান—অন্তরিক্ষের মত অনন্তপ্রসারিত ভক্তের হৃদয়ে । (ভক্তের হৃদয় হচ্ছে ভগবানের যোগ্য আসন) । ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ভগবানের স্বরূপ ক্রান্তদর্শী মেধাবীগণ জানেন, অপরে নহে । (ভগবানের মহিমা অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধকেরও দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞ সাধারণের কি কথা ? ভগবান নিজে নিজের স্বরূপ না জানিয়ে দিলে, কেউ তাকে জানতে পারে না । অতএব তাঁকে জানবার জন্য ভগবানের অনুগ্রহলাভ কর্তব্য) । ২ ॥ দ্যাবাপৃথিবী দীপ্যমান হলে (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর মত সর্বব্যাপক আধাররূপ জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে উদ্দীপিত হলে) পৃথিবীর মত ধারণক্ষম হৃদয় ভগবানের করুণাস্রোত ধারণে সমর্থ হয় । সমুদ্র-গামী নদী যেমন অক্ষীণতোয়া হয়ে প্রবাহিত হয়, সেরূপ ভগবানের করুণাস্রোত ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা অক্ষীণ হয়ে বর্তমান থাকে । ৩ ॥ সমগ্র জগৎ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ; এ জগৎ মায়ার আশ্রয়রূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছে—এরূপ বলা হয় । তার জ্ঞান লাভের জন্য আমি দ্যুলোককে ও বিশ্বের জ্ঞানরূপ পৃথিবীকে নমস্কার করছি । ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪ । এ সূক্তের মন্ত্রগুলির ত্রিবিধ বিনিয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয় । প্রথম—বন্ধ্যা নারীর পুত্র-জনন কার্যে উদক অভিষেক করতে হয় । শিংশুপা শাখার উদক দ্বারা বন্ধ্যা স্ত্রীর মস্তকে শান্তিজল প্রক্ষেপ করতে হবে । দ্বিতীয়—এ সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকাম ও সম্পৎকাম ব্যক্তি যাগ করবে । তৃতীয় এ সূক্তের প্রথম মন্ত্র দর্শপূর্ণমাস যাগে পত্নীর অঞ্জলিতে উদপাত্র নিনয়নে বিনিযুক্ত হয় । ভাষ্যকার উদক ব্রহ্মার সত্ত্বা প্রতিপন্ন করার জন্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্ম বলবে—এরূপ অধ্যাহার করেছেন । আমাদের আধ্যাত্মিক অর্থে ব্রহ্ম বা ভগবান নিজে নিজেকে জানিয়ে দেন—এরূপ অর্থ করা হয়েছে । চতুর্থ মন্ত্রে 'অভীবারং' —শব্দের অর্থ 'আচ্ছন্ন হওয়া' ।

পঞ্চম সূক্ত

হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ সবিতা যাস্বগ্নিঃ ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ১ ॥
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্ ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ২ ॥

যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষং যা অন্তরিক্ষে বহুধা ভবন্তি।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৩ ॥
শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া তন্বোপ স্পৃশত ত্বচং মে।
ঘৃতশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৪ ॥

অনুবাদ: হিত রমণীয়বর্ণ, বিশুদ্ধ শোধনকারী শক্তিগুলি যে শুদ্ধসত্ত্বে (জলে) উৎপন্ন হয়, যে শুদ্ধসত্ত্বায় সবিতা (পবিত্রকারক দেব) ও অগ্নি (জ্ঞানদেব) উৎপন্ন হয়, যে শুদ্ধসত্ত্বের সত্ত্বভাব (জল) অগ্নিকে (জ্ঞানদেবকে) গর্ভে ধারণ করেছে, শোভনবর্ণ জনহিতসাধক সে প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ (জলসকল) আমাদের ব্যাধিনাশক ও সুখকারী হোক। (যার দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়, যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যাতে সর্ববিধ সুখশান্তি লাভ হয়, সে শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হোক)। ১ ॥ শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে (জলের মধ্যে) অবস্থিত হয়ে মানুষের সৎ-অসৎ কর্ম জেনে রাজা বরুণ (পাপীদের নিগ্রহকর্তা ও পুণ্যবানদের রক্ষক অভীষ্টবর্ষণকারী দেবতা) লোকদের কাছে যান। যে শুদ্ধসত্ত্বভাব-সবল অগ্নিকে (জ্ঞানদেবকে) গর্ভে ধারণ করে, শোভনবর্ণযুক্ত, জনহিতসাধক সে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদায়ক ও সুখকারী হোক। ২ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ যে অপের (শুদ্ধসত্ত্বের) সারভূমি অমৃতকে স্বর্গলোকে উপভোগ করেন, যে অপ্‌ অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসবল অন্তরিক্ষে বিদ্যমান এবং যে অপ্‌ (শুদ্ধসত্ত্বসবল) অগ্নিকে (জ্ঞানাগ্নিকে) গর্ভে ধারণ করে আছে; সে শোভনবর্ণযুক্ত লোকহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হোক। ৩ ॥ হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ (আপঃ), তোমরা মঙ্গলরূপ চক্ষুতে আমাদের দেখ, মঙ্গলপ্রদ শরীরের দ্বারা আমাদের ত্বক্‌ স্পর্শ কর। অমৃতস্রাবী, বিশুদ্ধ, শোধনকারী শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদায়ক ও মঙ্গলবিধায়ক হোক অর্থাৎ অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদের পরা শান্তি প্রদান করুক। ৪ ॥।

টীকা: ১-৪। এ সূক্তের 'হিরণ্যবর্ণা' প্রভৃতি মন্ত্রগুলি অপ্‌-দেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত হয়েছে। গোদানাখ্য সংস্কার-কর্মে, মধুপর্কে, পাদ্যোদক অভিমন্ত্রণে, অনুদক দেশে উদক-প্রাদুর্ভাব লক্ষণের জন্য উদকপূর্ণ কলশ ভঙ্গ হলে নব কলশ সংস্থাপন ও পুষ্যাভিষেকে কলশ-অভিমন্ত্রণে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রয়োগ বিহিত হয়েছে। ভাষ্যকার অপ্‌কে অর্থাৎ জলকে সম্বোধন করে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করেছি।

ষষ্ঠ সূক্ত

ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি।
মধোরধি প্রজাতাসি সা নো মধুমতস্কৃধি ॥ ১ ॥
জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধূলকম্‌।
মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ২ ॥
মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্‌।
বাচা বদামি মধুমদ্‌ ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ ॥ ৩ ॥
মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্মধুমত্তরঃ।
মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব ॥ ৪ ॥

পরি ত্বা পরিতত্নুনেক্ষুণাগামবিদ্বিষে।
যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ হে অমৃতবিধায়ক শুদ্ধসত্ত্ব (বিরুৎ), সাধকের হৃদয়ে বর্তমান তুমি অমৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছ, আমরা তোমাকে অমৃতলাভের জন্য যেন হৃদয়ে সঞ্চয় করতে পারি। তুমি অমৃত (অথবা অমৃতস্বরূপ ভগবান) হতে উৎপন্ন। সাধক-হৃদয়ে বর্তমান তুমি আমাদের অমৃতযুক্ত কর। (ভগবান থেকে সত্ত্বধারা প্রবাহিত হয়, সত্ত্বভাব-প্রভাবে আমরা যেন তা লাভ করতে পারি)। ১ ॥ আমাদের রসনার অগ্রভাগে অমৃত (মধু), জিহ্বার মূলভাগে অমৃত বিদ্যমান থাকুক (অর্থাৎ আমাদের বাক্য ও মন উভয়ই পরমার্থলাভে বিনিযুক্ত হোক)। হে অমৃত-সম্বন্ধীয় শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি আমার সকল কাজে বর্তমান থাক এবং আমার অন্তরে বর্তমান হও। ২ ॥ আমার ইহজীবন অমৃতময় হোক (অর্থাৎ ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভের জন্য আমার অনুষ্ঠানসকল ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক হোক) ও আমার পরজীবন অমৃতময় হোক। আমি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যা বলব, তা যেন অমৃতলাভবিষয়ক অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতিমূলক হয় এবং আমি যেন অমৃতযুক্ত হই। ৩ ॥ অমৃতলাভে (শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে) আমি অমৃতময় হবো। অমৃতক্ষরণ থেকে আমি মধুমত্তর (অমৃতযুক্ত) হবো। মধুযুক্ত বৃক্ষ যেমন লোকের প্রীতি উৎপন্ন করে, সেরূপ হে অমৃতসাগর ভগবান, প্রার্থনাকারী আমাকে কলুষকলঙ্কশূন্য ও সদ্ভাবযুক্ত করে উদার কর। ৪ ॥ হে ভগবান, সর্বত্রব্যাপক মধুরত্বের জন্য লোকে ইক্ষু কামনা করে, সেরূপ আমি সাগ্রহে তোমাকে পাবার জন্য প্রার্থনা করছি। পতিপরায়ণা পত্নী যেমন পতির ভজনা করে, সেরূপ তুমি আমার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হও, আমাকে পরিত্যাগ করে যেন দূরগামী না হও। ৫ ॥

টীকাঃ ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির ত্রিবিধ বিনিয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। পরিষজ্জ-কর্মে সভা-প্রবেশের পূর্বে এ সূক্ত পাঠ করে মধুক নামক বীরুধ ভক্ষণ করতে হয়। দ্বিতীয়—বিবাহাদি কর্মে এ মন্ত্রে অভিষিক্ত করে রক্তসূত্রের দ্বারা মধুক মণি অঙ্গুলীতে ধারণ করতে হবে। তৃতীয়—বিবাহাদি উপলক্ষে চাতুর্থিকা কর্মে শয়নকালে মধুক মণি পিষ্ট করে এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রণের পর বরবধূ পরস্পর গমন করবে। অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রহ্মোদ্যবদনেও এ সূক্তের বিনিয়োগ আছে। 'বীরুৎ'—পদে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য মধুক নামক লতা অর্থগ্রহণ করেছেন, আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা অমৃতত্ব-বিধায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করেছি। তৃতীয় মন্ত্রে 'নিক্রমণং'—শব্দে ভাষ্যকার নিকটগমন অর্থ করেছেন। 'মধু'—শব্দে ভাষ্যকার মধুক লতাকে সম্বোধন করেছেন, আমরা সর্বত্র অমৃত অর্থ গ্রহণ করেছি।

সপ্তম সূক্ত

যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ।
তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চসে বলায় দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ১ ॥
নৈনং রক্ষাংসি ন পিশাচাঃ সহন্তে দেবানামোজঃ প্রথমজং হ্যেতৎ।
যো বিভর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স জীবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২ ॥
অপাং তেজো জ্যোতিরোজো বলং চ বনস্পতীনামুত বীর্যাণি।
ইন্দ্র ইবেন্দ্রিয়াণ্যধি ধারয়ামো অস্মিন্ তদ্ দক্ষমাণো বিভরদ্ধিরণ্যম্ ॥ ৩ ॥

সমানাং মাসামৃতুভিষ্টবা বয়ং সংবৎসরস্য পয়সা পিপর্মি।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তেহনু মন্যন্তামহৃণীয়মানাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ সৎকর্মদক্ষ, শোভন অন্তঃকরণবিশিষ্ট জনগণ বহুসংগ্রাম জয়ের জন্য যে হিতরমণীয় রত্ন (শুদ্ধসত্ত্ব) হৃদয়ে সঞ্চয় করে, হে মোক্ষকামী আত্মা, তোমার মঙ্গল কামনা করে সে (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) রত্ন আয়ুলাভ, তেজ, বল ও দীর্ঘ আয়ুলাভের জন্য আমি ধারণ করছি। (শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমি যেন সৎকর্মসাধনে সামর্থ লাভ করতে পারি—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১ ॥ শুদ্ধসত্ত্ব সকলের আদি ও দিব্যশক্তিপ্রদ। এ শুদ্ধসত্ত্বকে রিপুগণ অভিভূত করতে পারে না। যে এ শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ লাভ করে, সে প্রাণিগণের মধ্যে অনন্তজীবন লাভ করে। ২ ॥ শুদ্ধসত্ত্বের (অপাং) তেজ, জ্যোতি, বীর্য ও বল তথা বনস্পতির (আত্মশক্তি সম্পন্নগণের) সামর্থ আমি যেন লাভ করি। ইন্দ্রের শক্তির মত মহাশক্তি আমি যেন ধারণ করতে পারি। সে প্রসিদ্ধ সৎকর্ম-সাধনের সামর্থসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব (হিরণ্য) আমাতে উৎপন্ন হোক। ৩ ॥ হে আমার মন, বৎসর, মাস, ঋতু ও নিত্যকালের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা (পয়সা) আমি যেন তোমাকে পূর্ণ করতে পারি অর্থাৎ নিত্যকাল আমি যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব-যুক্ত হই। ইন্দ্র, অগ্নি (বল-ঐশ্বর্যের অধিপতি ও জ্ঞানদেব) প্রমুখ সকল দেবগণ অক্রোধভাবে (প্রসন্ন হয়ে) তোমার মঙ্গল-বিধান করুক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সপ্তম সূক্তের মন্ত্রগুলির নানাবিধ বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বিনিয়োগের অনুসারে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সর্ববিধ সম্পৎকর্মে, আয়ুষ্কামনায়, উপনয়নে ; অলঙ্কারধারণ প্রভৃতি কার্যে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভাষ্যকার 'হিরণ্য'—পদে 'হিতরমণীয় রত্ন'—ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিকভাবে শ্রেয় ও প্রেয় রত্ন বলতে শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ অর্থ গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্ ।
ইদং পৃশ্নিরদুহজ্জায়মানাঃ স্বর্বিদো অভ্যনূষত ব্রাঃ ॥ ১ ॥
প্র তদ্ বোচেদ্ অমৃতস্য বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধাম পরমং গুহা যৎ ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ২ ॥
স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধুর্ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা । ॥
যো দেবানাং নামধ এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি সর্বা ॥ ৩ ॥
পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য ।
বাচমিব বক্তরি ভুবনেষ্ঠা ধাস্যুরেষ নন্বেষো অগ্নিঃ ॥ ৪ ॥
পরি বিশ্বা ভুবনান্যায়মৃতস্য তন্তুং বিততং দৃশে কম্ ।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাঃ সমানে যোনাবধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ বেন (আদিত্য) সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে সত্যজ্ঞানাদি-লক্ষণ পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেছিল। সে অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মে সমগ্র জগৎ একাকার হয়ে রয়েছে। আদিত্য ভূতভৌতিক এ প্রপঞ্চসমূহকে উদ্ভূত নামরূপে প্রকাশ করেছে। জায়মান আবৃতাত্মা প্রজাগণ আদিত্যকে নিজেদের উৎপাদক জেনে তাকে স্তুতি করে। (অথবা—পর্জন্যরূপ দেব (বেন) সে আদিত্যমণ্ডলে জল দেখেছিল। গুহারূপ আদিত্য-মণ্ডলে উৎকৃষ্ট জল আছে। যে জলে সমগ্র বিশ্ব নৈমিত্তিক প্রলয়ে জলময় হয়ে যায়। আদিত্য সে জল বর্ষণ করে। আদিত্য থেকে উৎপদ্যমান সুখকর জল লাভে সকল লোকেরা স্তুতি করে। এরূপ সর্বজ্ঞ আদিত্য শুভাশুভবিজ্ঞান করুক)। ১॥ অমৃত (অবিনাশী) ব্রহ্মের স্বরূপ জেনে আদিত্য উপাসকদের কাছে সে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুক। সে ব্রহ্মের আবৃত্তিরহিত পরম স্থান, হৃদয়রূপ গুহায় স্থিত। এ পরমাত্মার তিনটি পদ গুহায় নিহিত আছে। (এখানে যদিও নিরুপাধিক নিরবয়ব ব্রহ্মের পাদকল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়, তথাপি ভূতভৌতিক প্রপঞ্চসমূহের উপাদানরূপ আত্মার নিরতিশয় মহত্ব প্রদর্শনের জন্য ত্রিপদত্ব বলা হয়েছে—অতএব অবিরোধ।) গুহানিহিত পদার্থের মত অজ্ঞাত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কেবল উপদেশের দ্বারা জ্ঞাত হয়। এ পরব্রহ্মের তিন পদ (অংশরূপ) বিরাড্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর মুমুক্ষুগণ লাভ করে থাকেন। (গুহা শব্দে যা পরব্রহ্মকে আবরণ করে, পরিচ্ছিন্ন করে—মায়া, যে মায়াতে সমষ্টিরূপে উপহিত ব্রহ্মের অংশ)। শমদমাদি-সম্পন্ন অধিকারী গুরুর উপদেশের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের উপাধি পরিত্যাগ করে সে নিষ্কল ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে থাকে। যে তাকে জানে, সে নিজ-জনকেরও কারণভূত (পিতা) হয় অর্থাৎ সর্বজগতের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের সাথে নিজেরও সর্বজগৎ-কারণত্ব উপলব্ধি করে। ২ ॥ সে সূর্যাত্মক পরমাত্মা আমাদের পিতা (পালক), উৎপাদক ও বন্ধুরূপ। কর্ম-ফলভূত স্বর্গাদি স্থান তিনটি—স্থান, নাম ও জন্ম। সেখানে উৎপন্ন সকল প্রাণিসমূহকে (সে সূর্য)

জানে। সে এক পরমাত্মা স্বসৃষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণের নাম-করণ করেছেন, অথবা ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্মক হয়ে নিজেই সেই সেই নাম ধারণ করেছেন। সে আত্মাকে লক্ষ্য করে সকল প্রাণিগণের প্রশ্ন জেগেছে—এ আত্মা কিরূপ? (অবাঙমানসগোচর বলে পরতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা—এ আত্মা জ্ঞানাদি-গুণ-সম্পন্ন অথবা নির্গুণ? পরিচ্ছিন্ন অথবা অপরিচ্ছিন্ন? জগতের নিমিত্ত কারণ অথবা উপাদান কারণ—এরূপ সংশয় উৎপন্ন হয়েছে। গুরু ও শাস্ত্রোপদেশের দ্বারা সে পরমাত্মাকে জানা যায়)। ৩॥ জ্ঞানলাভের পর তত্ত্ববিৎ বলে থাকেন—দ্যুলোক, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত জগৎ তত্ত্বজ্ঞানের সমকালে আমি লাভ করেছি। নিজের অভিন্নরূপে অংগত ব্রহ্ম সর্বাত্মক। সত্যরূপ ব্রহ্মের ভূত-ভৌতিক প্রপঞ্চ-সকলের উৎপত্তির পূর্বে সূত্রাত্মা যেমন সমষ্টিরূপে সকল জগৎ ব্যেপে থাকে, সেরূপ আমি। বক্তার কথিত বাক্য নিকটস্থিত লোক যেমন বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে, অথবা শব্দাত্মক বাক্য (শব্দব্রহ্ম) বক্তাতে পরিচ্ছিন্ন হয়ে যেমন প্রকাশ পায়, সেরূপ পরমাত্মা মায়া ও তার কার্যাত্মক প্রাণিসমূহে উপহিত হয়ে অবস্থান করে। ঐ পরমাত্মা জগতের ধারণ ও পোষণ করার ইচ্ছায় সে সে প্রাণীতে অবস্থান করে। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার কি করে পোষকত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্ভব? এ জন্য বলা হচ্ছে—এ পরমাত্মা অগ্নি, বৈশ্বানররূপ, পোষক ও ভোক্তা। ৪॥ পটের কারণ তন্তুর মত জগতের কারণরূপে ব্যাপ্ত সত্যরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ দেখবার জন্য জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে পৃথিব্যাদি কর্মফলভূত সকল ভুবন লাভ করেছি। অথবা পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্মের কারণভূত তন্তুর মত বন্ধনহেতু অনাদিরূপে বিস্তীর্ণ সুখরূপ ব্রহ্মকে দেখবার জন্য সকল ভুবন আমি জেনেছি। যে ব্রহ্মে দেবগণ অবিনশ্বর পরমানন্দ লাভ করে এক কারণরূপ ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়ে যায়। অথবা তত্ত্ববিৎ অনুভব করে—যে ব্রহ্মের মনোবৃত্তির দ্বারা সাক্ষাৎকার হলে, অবিনশ্বর নিরতিশয় আনন্দ লাভ করে দেবগণ সমান কারণরূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। ৫॥

টীকা ঃ ১-৫। দ্বিতীয় কাণ্ড থেকে মুখ্যতঃ সায়ণভাষ্য অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাষ্যানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বিবিধকর্মে এ সূক্তগুলির প্রয়োগ বলেছেন। অভিমত ফলসিদ্ধি ও অসিদ্ধির বিজ্ঞান-বিষয়ে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চপর্বযুক্ত বংশদণ্ড, কাম্পীল বৃক্ষের শাখা বা যুগকে অভিমন্ত্রিত করে অভিমত কার্য চিন্তা করে সমান স্থানে ঊর্ধ্বদিকে ধারণ করতে হবে। যদি দণ্ডাদি চিন্তিত দিকে পতিত হয়, তবে কার্যসিদ্ধি, বিপর্যয়ে অসিদ্ধি জানবে। সেরূপ—এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে বাণ নিক্ষেপ করলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পতিত হলে কার্য-সিদ্ধি। জলপূর্ণ কুম্ভে বা কমণ্ডলুতে দুগ্ধ নিক্ষেপ করে বিচার করতে হয়। নষ্টদ্রব্য-বিজ্ঞান-বিষয়ে—জলপূর্ণ কুম্ভ, হল বা অক্ষ নব বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অরজোদর্শন দুজন কুমারীকে তা বহন করতে বলবে। তারা যে দিকে যাবে, সে দিক থেকে দ্রব্যাদি নষ্ট হয়েছে বলে জানবে। এরূপ বিবাহের পূর্বে কুমারীর সৌভাগ্যাদি জানার বিষয়ে এ সূক্তের অভিমন্ত্রণ দেখা যায়। ক্ষেতের মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, চতুষ্পথের মৃত্তিকা, শ্মশানের মৃত্তিকা—এ চার স্থানের মৃত্তিকা এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে এদের যে কোন মৃত্তিকা কুমারীকে গ্রহণ করতে বলা হয়। ক্ষেত ও বল্মীক—মৃত্তিকা গ্রহণে কল্যাণ হয়। এরূপ বহুবিধ কর্মে এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ—ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় কাণ্ডে ছ-টি অনুবাক আছে, তার প্রথম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত আছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

দিব্যো গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যো বিক্ষ্বীড্যঃ।
তং ত্বা যৌমি ব্রহ্মণা দিব্য দেব নমস্তে অস্তু দিবি তে সধস্থম্ ॥ ১ ॥
দিবি স্পৃষ্টো যজতঃ সূর্যত্বগবয়াতা হরসো দৈব্যস্য।
মৃডাদ্ গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যঃ সুশেবাঃ ॥ ২ ॥
অনবদ্যাভিঃ সমু জগ্ম আভিরপ্সরাস্বপি গন্ধর্ব আসীৎ।
সমুদ্র আসাং সদনং ম আহুর্যতঃ সদ্য আ চ পরা চ যন্তি ॥ ৩
অভ্রিয়ে দিদ্যুন্নক্ষত্রিয়ে যা বিশ্বাবসুং গন্ধর্বং সচধ্বে।
তাভ্যো বো দেবীর্নম ইৎ কৃণোমি ॥ ৪ ॥
যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমুহঃ ॥
তাভ্যো গন্ধর্বপত্নীভ্যোঽপ্সরাভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যুলোকে রশ্মির (বা উদকের) ধারক গন্ধর্ব (সূর্য) পৃথিব্যাদি লোকের বৃষ্ট্যাদির দ্বারা পোষক (অথবা প্রাণিসমূহের প্রাণরূপে পালক), সকল প্রজাগণের নমস্য ও স্তুত্য। এরূপ গন্ধর্বকে সে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করছি অর্থাৎ তদ্রূপে ভাবনা করছি। (অথবা স্তুতিরূপ মন্ত্রের দ্বারা কিংবা হবিরূপ অন্নের দ্বারা যুক্ত করছি)। হে দ্যুলোকস্থ দ্যোতনাদি-গুণবিশিষ্ট দেব, তোমাকে আমার নমস্কার। দ্যুলোকে তোমার আবাস স্থান। ১॥ দ্যুস্থানে স্থিত সূর্যসমানবর্ণ (সূর্যের ত্বকের মত ত্বক্ যার), দৈব ক্রোধের নিবারক গন্ধর্ব আমাদের সুখ দিক। সে গন্ধর্ব সকল ভুবনের পোষক, সকলের নমস্য এবং অনায়াসে সেব্য। ২ ॥ অনিন্দিত মরীচিরূপ অপ্সরাগণের সাথে সূর্যরূপ গন্ধর্ব মিলিত হয়েছে। (গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের পরস্পর মিলন প্রতিপাদিত হওয়ায় উভয়ের একসঙ্গে পূজা হোমাদি কার্য বিহিত)। মরীচিরূপ অপ্সরাগণের স্থান সমুদ্রে (আদিত্যে) একথা অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন। যেহেতু আদিত্য থেকে সদ্য সূর্যোদয়কালে রশ্মিগুলি চলে আসে এবং আবার চলে যায়। (অথবা প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব জাতি অপ্সরাগণের সাথে পরস্পর অনুরাগবিশেষে মিলিত। তাদের স্থান অন্তরিক্ষে (সমুদ্রে), তারা অন্তরিক্ষলোক থেকে প্রজা পীড়ণের জন্য এ-লোকে আসে, আবার সে স্থানে চলে যায়)। ৩ ॥ হে অন্তরিক্ষোৎপন্নে, দ্যোতনস্বভাবে, নক্ষত্ররূপিণি অপ্সরাগণ, তোমাদের গৃহে স্থিত বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্বের সাথে তোমরা মিলিত হও। হে দেবীগণ, তোমাদের উদ্দেশে নমস্কার করছি (বা হবিরূপ অন্ন দিচ্ছি)। ৪ ॥ যারা মানুষের উপদ্রব করে রোদন করায়, যারা বলশালিনী, যারা পরের গ্লানিকারক ও ইন্দ্রিয়সকলের নাশক —এরূপ গন্ধর্বপত্নী অপ্সরাদের নমস্কার করছি (বা হবিরূপ অন্ন দিচ্ছি)। ৫ ॥

টীকা ঃ ১। 'দিব্য গন্ধর্ব' ইত্যাদি মাতৃনামগণে পঠিত সূক্তের গন্ধর্ব, রাক্ষস অপ্সরা, ভূতগ্রহাদি শান্তির জন্য ঘৃতাক্ত সর্বৌষধি-হোমে ও চতুষ্পথে গ্রহ-গৃহীত শিরঃস্থিত মৃন্ময় কপালাগ্নি হোমে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ গ্রহযজ্ঞে প্রধান হোমের পর শান্তির জন্য এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিতে হয়। সেরূপ মহা-শান্তিতে এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে কুম্ভে নিক্ষেপের বিধান আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে এ ঋকের দ্বারা অনুমন্ত্রণের বিধি দেখা যায়।

তৃতীয় সূক্ত

অদো যদবধাবত্যবৎকমধি পর্বতাৎ।
তৎ তে কৃণোমি ভেষজং সুভেষজং যথাসসি ॥ ১ ॥
আদঙ্গা কুবিদঙ্গা শতং যা ভেষজানি তে।
তেষামসি ত্বমুত্তমমনাস্রাবমরোগণম্ ॥ ২ ॥
নীচৈঃ খনন্ত্যসুরা অরুস্রাণমিদং মহৎ।
তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমনীনশৎ ॥ ৩ ॥
উপজীকা উদ্ভরন্তি সমুদ্রাদধি ভেষজম্।
তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমশীশমৎ ॥ ৪ ॥
অরুস্রাণমিদং মহৎ পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতম্।
তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমনীনশৎ ॥ ৫ ॥
শং নো ভবন্ত্বপ ওষধয়ঃ শিবাঃ।
ইন্দ্রস্য বজ্রো অপ হন্তু রক্ষস আরাদ্বিসৃষ্টা ইষবঃ পতন্তু রক্ষসাম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ মুঞ্জবান পর্বত থেকে ভূমি পর্যন্ত যে মুঞ্জশির বোপে আছে, হে মুঞ্জ, তোমার সে অগ্রভাগ ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য ঔষধ করছি, যাতে অতিশয় বীর্যযুক্ত হও। ১ ॥ হে ওষধে, প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রোগ নিবর্তন কর। বহুরূপে উৎপন্ন অতীসারাদি রোগ বিনাশ কর। হে ওষধে, অপরিমিত ওষধের মধ্যে তুমি উৎকৃষ্ট, তুমি অতীসার, অতিমূত্র, নাড়ীব্রণাদি রোগের নিবর্তক। ২ ॥ প্রাণনাশক ব্যাধি-সকল এ ব্রণমুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে, এ মহান ঔষধ তার উপশম করছে এবং অতীসারাদি রোগ সমূলে বিনাশ করছে। ৩ ॥ পৃথিবীর অধোস্থিত জলরাশি পর্যন্ত রোগনিবারক বল্মীক-মৃত্তিকারূপ ঔষধ অতীসারাদি রোগ সমূলে বিনাশ করছে। ৪ ॥ ব্রণের পক্ক-কারক ক্ষেত্র-মৃত্তিকারূপ এ মহান ঔষধ অতীসারাদি রোগ সমূলে বিনাশ করছে। ৫ ॥ ঔষধের জন্য প্রযুজ্যমান জল ও ওষধিগুলি সুখকর হয়ে আমাদের রোগের উপশম করুক। ইন্দ্রের বজ্র রোগোৎপাদক রাক্ষসদের বিনাশ করুক। মানুষের পীড়ণের জন্য রাক্ষসদের প্রযুক্ত রোগাদিরূপ বাণগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে পতিত হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জ্বরাতীসার, অতিমূত্র, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগের উপশমের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এ মন্ত্রের দ্বারা মঞ্জুশর নির্মিত রজ্জুর বন্ধন করতে হবে এবং ক্ষেত্রমৃত্তিকাদির প্রলেপ দিতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

দীর্ঘায়ুত্বায় বৃহতে রণায়ারিষ্যন্তো দক্ষমাণাঃ সদৈব।
মণিং বিষ্কন্ধদূষণং জঙ্গিড়ং বিভৃমো বয়ম্ ॥ ১ ॥
জঙ্গিড়ো জম্ভাদ্ বিশরাদ্ বিষ্কন্ধাদ্ অভিশোচনাৎ।
মণিঃ সহস্রবীর্যঃ পরিঃ ণঃ পাতু বিশ্বতঃ ॥ ২ ॥
অয়ং বিষ্কন্ধং সহতেঽয়ং বাধতে অত্রিণঃ।
অয়ং নো বিশ্বভেষজো জঙ্গিড়ঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
দেবৈর্দত্তেন মণিনা জঙ্গিড়েন ময়োভুবা।
বিষ্কন্ধং সর্বা রক্ষাংসি ব্যায়ামে সহামহে ॥ ৪ ॥
শণশ্চ মা জঙ্গিড়শ্চ বিষ্কন্ধাদভি রক্ষতাম্।
অরণ্যাদন্য আভৃতঃ কৃষ্যা অন্যো রসেভ্যঃ ॥ ৫ ॥

কৃত্যাদূষিরয়ং মণিরথো অরাতিদূষিঃ।
অথো সহস্বান্ জঙ্গিড়ঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ দীর্ঘায়ু লাভের জন্য, অভিলষিত কর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন শান্তির জন্য, অহিংসা ও আত্মরক্ষার জন্য রাক্ষস-পিশাচাদিকৃত শরীরশোষক বিঘ্নের নিবারক 'জঙ্গিড়'—বৃক্ষবিশেষের তৈরী মণি আমরা ধারণ করছি। ১ ॥ হিংসক কৃত্যাদি থেকে, শরীরের হিংসা থেকে, রাক্ষস-পিশাচাদিকৃত রোগাদি শোক থেকে অপরিমিত সামর্থযুক্ত 'জঙ্গিড়'—বৃক্ষের তৈরী মণি আমাদের সকল দিক থেকে রক্ষা করুক। ২ ॥ এ জঙ্গিড় মণি পরের পরাভব-কারী এবং ভক্ষক কৃত্যাদির নাশক। এ মণি আমাদের সকল রোগের নিবর্তক ঔষধরূপ। জঙ্গিড় মণি আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুক। ৩ ॥ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রদত্ত সুখোৎপাদক এ জঙ্গিড় মণির দ্বারা ভূতপ্রেত পিশাচাদির সঞ্চরণ হলে তা নিবারণ করব। ৪ ॥ মণি-বন্ধনসূত্র শণ ও জঙ্গিড় বিঘ্ন থেকে আমাকে রক্ষা করুক। তাদের একটি (শণ) অরণ্য থেকে এবং অপরটি (জঙ্গিড়) কৃষি ব্যাপার-বিশেষ ওর্ষধির সাররূপ কাষ্ঠ থেকে আনীত হয়েছে। ৫ ॥ পরকৃত আভিচারিক ক্রিয়াজন্য পীড়াকারক কৃত্যার নিবারক ও শত্রুনাশক পরাভবকারী বলযুক্ত জঙ্গিড় আমাদের আয়ুবৃদ্ধি করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। দীর্ঘ আয়ু লাভের জন্য, কৃত্যা-বিনাশের জন্য, আত্মরক্ষা ও বিঘ্ননাশের জন্য জঙ্গিড় নামক বৃক্ষেব তৈরী মণি শণসূত্রের দ্বারা বেঁধে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। 'জঙ্গিড়ঃ বৃক্ষবিশেষো বারাণস্যাং প্রসিদ্ধঃ'—ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেন—জঙ্গিড় হচ্ছে বারাণসীতে প্রসিদ্ধ একটি বৃক্ষবিশেষ।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিভ্যাম্।
পিবা সুতস্য মতেরিহ মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥ ১ ॥
ইন্দ্র জঠরং নব্যো ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন।
অস্য সুতস্য স্বর্ণোপ ত্বা মদাঃ সুবাচো অগুঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো বৃত্রং যো জঘান যতীর্ন।
বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসহে শত্রূন্ মদে সোমস্য ॥ ৩ ॥
আ ত্বা বিশন্তু সুতাস ইন্দ্র পৃণস্ব কুক্ষী বিড্‌ঢি শক্র ধিয়েহ্যা নঃ।
শ্রুধী হবং গিরো মে জুষস্বেন্দ্র স্বযুগ্‌ভির্মৎস্বেহ মহে রণায় ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রস্য নু প্রা বোচং বীর্যাণি যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্ ॥ ৫ ॥
অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ৬ ॥
বৃষায়মাণো অবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র, তুমি প্রীত হও ও অভিলষিত ফল প্রদান কর। হে শূর, তোমার হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস। এ যজ্ঞে

অভিষুত প্রশস্য মধুররসযুক্ত সোমভাগ পান করে তৃপ্ত হও এবং তা তোমার মদোৎপত্তির নিমিত্ত হোক। ১ ॥ হে ইন্দ্র, স্বর্গের অমৃতের মত নূতন মধুর রসের ভাগের দ্বারা তোমার উদর পূর্ণ কর, তারপর স্বর্গের মত এখানেও আনন্দদায়ক মন্ত্রাত্মক স্তুতিরূপ শোভন বাক্যগুলি তোমার কাছে যাক। ২ ॥ দ্রুত শত্রুর পরাভবকারী, সকল প্রাণীর মিত্ররূপ যে ইন্দ্র যতির মত (নিয়মশীল আসুরিক প্রজা অথবা বেদান্ত-বিচার শূন্য পরিব্রাজক) বৃত্রবধ করেছিল (অথবা মেঘ বিদীর্ণ করেছিল), যে ইন্দ্র অঙ্গিরাদের যজ্ঞে অবস্থিত ভৃগুর মত যজ্ঞের গাভী অপহরণ করে অবস্থিত বলনামক অসুরকে বিদীর্ণ করেছিল; সে ইন্দ্র সোমপানের প্রভাবে শত্রুদের অভিভূত করে। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, সোম অভিষুত হয়েছে, সেগুলি তোমাতে প্রবেশ করুক এবং তোমার দক্ষিণ ও উত্তর কুক্ষিদ্বয় পূর্ণ করুক ও বর্ধন করুক। হে শক্র, অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমাদের কাছে এস এবং আমার স্তুতিরূপ বাক্য শ্রবণ করে প্রীত হও। হে ইন্দ্র, এ যজ্ঞে তোমার বন্ধুরূপ মরুদাদি দেবগণের সাথে সোম পান করে রমণীয় কর্মফলসিদ্ধির জন্য তৃপ্ত হও। ৪ ॥ ক্ষিপ্র ইন্দ্রের বীরকর্ম সকল বলছি। বজ্রযুক্ত ইন্দ্র প্রসিদ্ধ বীরকর্ম করেছিল। সে বৃত্রাসুরকে (বা মেঘকে) বিনাশ করেছে, বৃত্রাসুরের নিরুদ্ধ জল নিঃসারিত করেছে, পর্বতের নদীগুলি বিদীর্ণ করেছে। ৫ ॥ পর্বতে আশ্রিত বৃত্রাসুরকে (অথবা মেঘকে) ইন্দ্র বিনাশ করেছিল। ত্বষ্টা (বৃত্রের পিতা) ইন্দ্রের উদ্দেশে উপতাপকারক বজ্র তীক্ষ্ম করেছিল। শব্দায়মান ধেনুর মত প্রবহমান জলগুলি সহসা অনিরুদ্ধ হয়ে সরিৎপতি সমুদ্রের দিকে নিম্নগামী হয়েছিল। ৬ ॥ বৃষের মত আচরণ করে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছ থেকে সোমরূপ প্রশস্ত অন্ন চেয়েছিল এবং সোমযাগে অভিষুত সোম পান করেছিল। সোমপানে বল লাভ করে শত্রুঘাতক বজ্র গ্রহণ করে অসুরদের প্রথম-জাত বৃত্রকে বধ করেছিল। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ইন্দ্র জুষস্ব' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বলকামনা করে ইন্দ্রের যাগ বা পূজা করতে হয়। সোমাভিষব কালে বা অভিষবহোমে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। বিজয়, বল, পুষ্টি ও পশুকামনা করে এ সূক্তগুলি পাঠ করতে হয়। সেরূপ মহাশান্তিতে এ সূক্তগুলির প্রয়োগ বিহিত হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে—যে সন্ন্যাসি-গণ বেদান্তাদি আলোচনা করে না, তাদের ইন্দ্র বধ করেছিল—এ-আখ্যান অবলম্বন করে ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চম মন্ত্রে 'অহি' শব্দে সায়ণাচার্য বৃত্রাসুর বা মেঘ অর্থ করেছেন। 'বক্ষণা' শব্দ কুলপ্লাবী নদী অর্থ। 'নু'—শব্দের ক্ষিপ্র অর্থ। সপ্তম মন্ত্রে 'ত্রিকদ্রুক'—শব্দ সংবৎসর-সাধ্য সোমযাগ অর্থ।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সমাস্ত্বাগ্ন ঋতবো বর্ধয়ন্তু সংবৎসরা ঋষয়ো যানি সত্যা।
সং দিব্যেন দীদিহি রোচনেন বিশ্বা আ ভাহি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ১ ॥
সং চেধ্যস্বাগ্নে প্র চ বর্ধয়েমমুচ্চ তিষ্ঠ মহতে সৌভগায়।
মা তে রিষন্নুপসত্তারো অগ্নে ব্রহ্মাণস্তে যশসঃ সন্তু মান্যে ॥ ২ ॥
ত্বামগ্নে বৃণতে ব্রাহ্মণা ইমে শিবো অগ্নে সংবরণে ভবা নঃ।
সপত্নহাগ্নে অভিমাতিজিদ্ ভব স্বে গয়ে জাগৃহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৩ ॥

ক্ষত্রেণাগ্নে স্বেন সং রভস্ব মিত্রেণাগ্নে মিত্রধা যতস্ব।
সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা রাজ্ঞামগ্নে বিহব্যো দীদিহীহ ॥ ৪ ॥
অতি নিহো অতি সৃধোঽত্যচিত্তীরতি দ্বিষঃ।
বিশ্বা হ্যগ্নে দুরিতা তর ত্বমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, সংবৎসর তোমাকে বর্ধন করুক, ঋতুগণ তোমার বর্ধন করুক, সেরূপ মাস, অর্ধমাস, দিবস ও তার অবয়বগুলি তোমাকে বর্ধন করুক। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ও পৃথিবী প্রভৃতি তোমার বর্ধন করুক। এদের দ্বারা বর্ধিত হয়ে দিব্য রোচমান শরীরে সম্যক্ দীপ্ত হও এবং পূর্বাদি সকল দিক প্রকাশ কর। ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সমিদ্ধ হও ও এ যজমানকে সমৃদ্ধ কর। যজমানের মহান ঐশ্বর্যের জন্য তুমি উৎসাহযুক্ত হও। হে অগ্নি, তোমার পরিচারক ঋত্বিকযজমানেরা যেন বিনষ্ট না হয়। তোমার পরিচর্যায় বর্তমান ব্রাহ্মণেরা যশস্বী হোক, তোমার পরিচর্যায় যারা পরাঙ্মুখ, তারা নয়। ২ ॥ হে অগ্নি, এ ব্রাহ্মণেরা (ঋত্বিক যজমানেরা) তোমার আরাধনা করছে, আমাদের প্রতি শান্ত হয়ে দোষত্রুটি থাকলেও তা আচ্ছন্ন কর, ক্রোধ করো না। হে অগ্নি, তুমি আমাদের শত্রুবিনাশক ও পাপ-জয়কারী হও, তোমার নিজ গৃহে প্রমাদরহিত হয়ে জাগ্রত থাক। ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি নিজ বলের সাথে মিলিত হও। হে অগ্নি, মিত্রগণের পোষক তুমি, মিত্রভাবে অবস্থান কর। তোমার সজাতিদের (ব্রাহ্মণদের) মধ্যস্থ হও অর্থাৎ তাদের উপজীব্য হয়ে সর্বদা বর্তমান থাক। ক্ষত্রিয়দের এ যজ্ঞকর্মে দীপ্ত হও। ৪ ॥ হে অগ্নি, নিকৃষ্ট শূকরাদি-গতিপ্রাপক পাপজাল থেকে উদ্ধার কর। দেহশোষক রোগ বিনাশ কর, পাপপ্রবণ অশোভন বুদ্ধি দূর কর। বিদ্বেষক ও শত্রুদের নাশ কর। হে অগ্নি, আমাদের সকল দুর্গতি দূর কর এবং পুত্রপৌত্রাদির সাথে আমাদে' ধন দাও। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। সম্পৎকামী ব্যক্তি দ্বিতীয় অনুবাকের সূক্তগুলির দ্বারা অগ্নির যাগ করবে। ভূত, রোগ, চোরাদি ভয় থেকে তার শান্তির জন্য এ' সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিবে। অগ্নিচয়নে সামিধেনীকালে ব্রহ্মা এ সূক্ত জপ করবে। অগ্নিভয়ে মহাশান্তিতে এ সূক্তগুলির যোজনা করতে হয়। রাজার রাতে আরাত্রিক বিধানে এ সূক্তের দ্বারা দীপ জ্বালাতে হবে। চতুর্থ সূক্তে 'সজাতানাং'—শব্দে প্রজাপতির মুখ থেকে অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তির জন্য উভয়ের সজাতত্ব। 'বিহব্যো'—পাঠের অর্থ—যেখানে দেবগণ বহুরূপে আহূত হয় অর্থাৎ যজ্ঞ। 'বিহব্যঃ'—পাঠে অগ্নির বিশেষণ, যার জন্য বিবিধ হব্য চরুপুরোডাশ হবি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

অঘদ্বিষ্টা দেবজাতা বীরুচ্ছপথয়োপনী।
আপো মলমিব প্রাণৈক্ষীৎ সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি ॥ ১ ॥
যশ্চ সাপত্নঃ শপথো জাম্যাঃ শপথশ্চ যঃ।
ব্রহ্মা যন্মন্যুতঃ শপাৎ সর্বং তন্নো অধস্পদম্ ॥ ২ ॥
দিবো মূলমবততং পৃথিব্যা অধ্যুত্তম্।
তেন সহস্রকাণ্ডেন পরি ণঃ পাহি বিশ্বতঃ ॥ ৩ ॥
পরি মাং পরি মে প্রজাং পরি ণঃ পাহি যৎ ধনম্
অরাতির্নো মা তারীন্মা নস্তারিষুরভিমাতয়ঃ ॥ ৪

শপ্তারমেতু শপথো যঃ সুহার্ত্তেন নঃ সহ।
চক্ষুর্মন্ত্রস্য দুর্হার্দঃ পৃষ্টীরপি শৃণীমসি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পিশাচ রক্ষঃ প্রভৃতি জনিত পাপের বিনাশক, লৌকিক ও বৈদিক ব্রাহ্মণাদি কৃত শাপের নিবারক বীরুৎ (বিরোধনশীল দূর্বা বা যব) জল যেমন শরীরাদিগত মল ক্ষালন করে, সেরূপ আমাদের কাছ থেকে উক্ত শাপাদি পাপ ক্ষালন করুক অর্থাৎ বিযুক্ত করুক। ১ ॥ বিদ্বেষীগণের আক্রোশরূপ যে শপথ, সহজাতদের যে শপথ, ব্রাহ্মণ ক্রোধে যে শাপ দেয়, এ ত্রিবিধ শাপ আমাদের স্পর্শ না করুক। ২ ॥ দ্যুলোক থেকে নিম্নমুখে মূলের মত অবস্থিত, পৃথিবীর উপরে ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃত সহস্রকাণ্ডের (অপরিমিত অনেক পর্বের) দ্বারা হে মণি, সকল শাপ থেকে আমাদের সর্বতোভাবে পালন কর। ৩ ॥ হে মণি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজাদের রক্ষা কর ও আমাদের ধন রক্ষা কর, ব্রাহ্মণাদির আক্রোশে এগুলি যেন নষ্ট না হয়। আমাদের শত্রু যেন আমাদের অতিক্রম না করে এবং হত্যা করতে ইচ্ছা করে পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতি শত্রুরা যেন আমাদের হিংসা না করে। ৪ ॥ আমাদের যারা শাপ দেয়, সে শাপ তাদের দিকে প্রতিনিবৃত্ত হোক, যে আমাদের শোভন হৃদয় অনুকূলকারী, সেরূপ মিত্রের সাথে আমাদের সুখ হোক। মন্ত্র-গুপ্তির প্রকাশক পিশুন ক্রূর ব্যক্তির চক্ষু, পার্শ্বের অস্থি প্রভৃতি অবয়বের আমরা হিংসা করব। মন্ত্রের সাথে মণিবন্ধনের প্রভাবে লৌকিক বৈদিক আক্রোশ, ব্রাহ্মণের শাপ, ক্রূর চক্ষুর দর্শনাদি কৃত দোষসকল আমরা বিনাশ করব। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। লৌকিক বৈদিক আক্রোশ, ব্রাহ্মণের শাপ, ক্রূরচক্ষু-পুরুষের দৃষ্টি-পাত, পিশাচ রাক্ষসাদির ভয় থেকে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা যবমণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। মহাশান্তিতে সহস্রকাণ্ড মণিবন্ধনে এ সূক্তগুলি পাঠের বিধান আছে।

তৃতীয় সূক্ত

উদগাতাং ভগবতী বিচৃতৌ নাম তারকে।
বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতামধমং পাশমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
অপেয়ং রাত্র্যুচ্ছত্বপোচ্ছন্ত্বভিকৃত্বরীঃ।
বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ২ ॥
বভ্রোরর্জুনকাণ্ডস্য যবস্য তে পলাল্যা তিলস্য তিলপিঞ্জ্যা।
বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৩ ॥
নমস্তে লাঙ্গলেভ্যো নম ঈষাযুগেভ্যঃ।
বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৪ ॥
নমঃ সনিস্রসাক্ষেভ্যো নমঃ সংদেশ্যেভ্যঃ।
নমঃ ক্ষেত্রস্য পতয়ে বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ তেজস্বী বন্ধনমোচনকারক মূল-নক্ষত্রদ্বয় (বিচৃত), তোমরা উদিত হও। বংশানুক্রমে আগত, ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাগে পাশের মত বন্ধনকারী ক্ষয়-কুষ্ঠাদি রোগের বীজ মুক্ত কর। ১ ॥ ঊষাকালীন রাত্রি যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেরূপ অন্ধকারের মত আবরক ক্ষেত্রিয়-ব্যাধি দূর হোক (অথবা কর্তনশীল অপস্মারাদি রোগকারিণী

পিশাচসকল চলে যাক)। ক্ষেত্রিয়-ব্যাধির বিনাশকারিণী বীরুৎ উক্ত রোগ দূর করুক। ২ ॥ কপিলবর্ণ অর্জুনবৃক্ষের খণ্ড, যবের তুষ ও তিল-মঞ্জরীর দ্বারা কৃত মণি, হে রুগ্ন, তোমার রোগ দূর করুক। ক্ষেত্রিয়ব্যাধির বিনাশকারিণী বীরুৎ উক্ত রোগ দূর করুক। ৩ ॥ হে রুগ্ন, তোমার রোগ উপশমের জন্য বৃষভযুক্ত লাঙ্গলের উদ্দেশে নমস্কার, হলাবয়ব ঈষা ও যুগের উদ্দেশে নমস্কার। (পীড়াকর রোগের নিবর্তকত্বরূপে পূজ্যত্ব আরোপ করে নমস্কার করা হয়েছে। অথবা হলাদি অচেতন হলেও তদভিমানী দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার করা হয়েছে)। ক্ষেত্রিয়-ব্যাধি-নাশিনী বীরুৎ ক্ষয়-কুষ্ঠাদি রোগ দূর করুক। ৪ ॥ শূন্যগৃহের উদ্দেশে নমস্কার, মৃত্তিকা গ্রহণ করে যারা চলে যায় সে জরদ্গর্ত্তদের উদ্দেশে নমস্কার এবং শূন্য-গৃহাদিরূপ ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার, তোমাদের প্রসাদে রোগ-শান্তি হোক। ক্ষেত্রিয়-নাশিনী বীরুৎ ক্ষয়-কুষ্ঠাদি রোগ দূর করুক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। কুলপরম্পরাগত কুষ্ঠ, ক্ষয়, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের শান্তির জন্য জলপূর্ণ ঘট এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ব্যাধিগ্রস্তকে গৃহের বাইরে সিঞ্চন করাতে হবে। উক্ত ব্যাধি শান্তির জন্য রাত্রির শেষে উষাকালে উক্তপ্রকারে অভিষেক করতে হবে। অর্জুনকাষ্ঠের খণ্ড, যবের তুষ ও তিলের মঞ্জরী একত্র করে এ সূক্তের মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে বেঁধে দিতে হবে। এ ঋকের দ্বারা ক্ষেত্র-মৃত্তিকা বা বল্মীক-মৃত্তিকা জীবপশুর চর্মে আবেষ্টন করে বেঁধে দিতে হবে। 'নমস্তে লাঙ্গলেভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে বৃষভযুক্ত হলের নীচে রোগীকে রেখে সে জলের দ্বারা অভিষিক্ত করতে হবে। 'ক্ষেত্রিয়'—শব্দে মাতা-পিতা থেকে পুত্র-পৌত্রাদিতে আগত ক্ষয়, কুষ্ঠ, অপস্মার প্রভৃতি রোগকে বুঝান হয়েছে। পঞ্চম সূক্তে—'সনিস্রসাক্ষেভ্যঃ'—শব্দে যাদের গবাক্ষাদি দ্বারসকল বিশীর্ণ হয়েছে—এরূপ শূন্যগৃহ অর্থ ভাষ্যকার করেছেন।

চতুর্থ সূক্ত

দশবৃক্ষ মুঞ্চেমং রক্ষসো গ্রাহ্যা অধি যৈনং জগ্রাহ পর্বসু।
অথো এনং বনস্পতে জীবানাং লোকমুন্নয় ॥ ১ ॥
আগাদুদগাদয়ং জীবানাং ব্রাতমপ্যগাৎ।
অভূদু পুত্রাণাং পিতা নৃণাং চ ভগবত্তমঃ ॥ ২ ॥
অধীতীরধ্যগাদয়মধি জীবপুরা অগন্।
শতং হ্যস্য ভিষজঃ সহস্রমুত বীরুধঃ ॥ ৩ ॥
দেবাস্তে চীতিমবিদন্ ব্রহ্মাণ উত বীরুধঃ।
চীতিং তে বিশ্বে দেবা অবিদন্ ভূম্যামধি ॥ ৪ ॥
যশ্চকার স নিষ্করৎ স এব সুভিষক্তমঃ।
স এব তুভ্যং ভেষজানি কৃণবদ্ ভিষজা শুচিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে দশবৃক্ষ (পলাশ ঔদুম্বরাদি বৃক্ষখণ্ডের দ্বারা নির্মিত মণি), ব্রহ্ম-রাক্ষসীর দ্বারা গৃহীত এ পুরুষকে মুক্ত কর। যে ব্রহ্মরাক্ষসী অমাবস্যাদি পর্বে এ পুরুষকে গ্রহণ করেছে, তার কাছ থেকে একে মুক্ত কর। হে বনস্পতি (বনস্পতির বিকার মণি), এ গ্রহ-গৃহীত পুরুষকে জীবিত লোকে নিয়ে যাও (অর্থাৎ গ্রহাবেশে মৃতপ্রায় এ ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত কর।) ১ ॥ হে মণি, তোমার প্রসাদে গ্রহ থেকে মুক্ত হয়ে এ-জন জীবলোকে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে এসেছে। মৃতপ্রায় ব্যক্তি

আবার পুত্রাদির পিতা হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে অতিশয় ভাগ্যযুক্ত হয়েছে। (মণিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অভিমত ফলসিদ্ধি বর্ণনা করে মণির প্রভাব দেখান হয়েছে)। ২ ॥ এ ব্রহ্মগ্রহ থেকে বিমুক্ত পুরুষ পূর্ব অধীত বেদসমূহ স্মরণ করুক, এ ব্যক্তি আবার ভোগায়তন শরীর ও পুরগ্রামাদি আবাসস্থানসমূহ লাভ করুক। বহু বৈদ্য ও ঔষধগুলির যে ফল, তা এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত মণি বন্ধনের সামর্থে লাভ করুক। ৩ ॥ হে মণি, তোমার গ্রহবিকার থেকে রোগীর গ্রহণ অথবা গ্রহাদির আচ্ছাদন ইন্দ্রাদি দেবগণ জানে ; সেরূপ ব্রাহ্মণগণ ও ওষধিগুলি তা জানে। বিশ্ব-দেবগণ (এতন্নামক বরুণ, মিত্র প্রভৃতি গণদেবগণ) ভূলোকে তোমার পরিচিতি জানে। (অথবা, হে রুগ্ন, মূর্চ্ছিত তোমার সংজ্ঞান ভূলোকে দেবগণ জানুক, এরূপ ব্রাহ্মণ, ওষধিগুলি ও বিশ্বদেবগণ জানুক)। ৪ ॥ যে বিধানজ্ঞ পুরুষ বা অথর্ব নামক মহর্ষি এ মণিবন্ধন করেছিল, তিনি গ্রহবিকারের উপশম করুন। মণিবন্ধনকর্তা চিকিৎসক মন্ত্রসিদ্ধ পুরাতন বৈদ্যদের চিন্তা করবেন। অথবা, যে পরমেশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি গ্রহবিকারের উপশম করুন। তিনি চিকিৎসকের উৎকৃষ্ট আদিবৈদ্য। হে রুগ্ন, সে শুচি ঈশ্বর ইদানীন্তন ভিষক্‌রূপে তোমার চিকিৎসা করুক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'দশবৃক্ষ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মগ্রহশান্তির জন্য পলাশ, ঔদুম্বর, জম্বু, কাম্পীল প্রভৃতি দশটি বৃক্ষের খণ্ড গ্রহণ করে তাদের সাথে লাক্ষা, হিরণ্য বেষ্টিত করে মণি তৈরী করত মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন করতে হবে। তারপর দশজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগ্রহ-গৃহীত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে এ সূক্তগুলি জপ করবেন।

পঞ্চম সূক্ত

ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ১ ॥
শং তে অগ্নিঃ সহাদ্ভিরস্তু শং সোমঃ সহৌষধীভিঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ২ ॥
শং তে বাতো অন্তরিক্ষে বয়ো ধাচ্ছং তে ভবন্তু প্রদিশশ্চতস্রঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ৩ ॥
ইমা যা দেবীঃ প্রদিশশ্চতস্রো বাতপত্নীরভি সূর্যো বিচষ্টে।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ৪ ॥
তাসু ত্বান্তর্জরস্যা দধামি প্র যক্ষ্ম এতু নির্ঋতিঃ পরাচৈঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ৫ ॥
অমুক্‌থা যক্ষ্মাদ্‌ দুরিতাদবদ্যাদ্‌ দ্রুহঃ পাশাদ্‌ গ্রাহ্যাশ্চোদমুক্‌থাঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ৬ ॥
অহা অরাতিমবিদঃ স্যোনমপ্যভূর্ভদ্রে সুকৃতস্য লোকে।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্‌ ॥ ৭ ॥

সূর্যমৃতং তমসো গ্রাহ্যা অধি দেবা মুঞ্চন্তো অসৃজন্নিরেণসঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে ক্ষেত্রিয়-ব্যাধি-পীড়িত পুরুষ, বংশপরম্পরাগত ক্ষয় কুষ্ঠাদি রোগ থেকে তোমাকে মুক্ত করছি। সেরূপ রোগের নিদানরূপ পাপদেবতা নির্ঋতির কাছ থেকে, সহোদরা ভগিনী (জামি) প্রভৃতি বান্ধবের আক্রোশ-জনিত পাপ থেকে, গুরু, দেবতাদির দ্রোহ থেকে, পাপীদের নিগ্রহকারক বরুণদেবের পাশ থেকে তোমাকে মুক্ত করছি। এ মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে অপরাধরহিত করছি। হে রোগগ্রস্ত, দ্যাবাপৃথিবী তোমার কল্যাণকারিণী হোক। (ভৌম ও দিব্য অপরাধ থেকে সকল রোগের উৎপত্তি জন্য, 'দ্যুলোক পিতা, পৃথিবী মাতা'—এ শ্রুতিনির্দ্দেশে তাদের প্রসাদে সকল রোগের শান্তি ও সকল দেবতার প্রীতি হবে বলে তাদের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে)। ১ ॥ হে রুগ্ন, অগ্নি চতুষ্পথে হূয়মান পৃথিবীস্থান, অভিমন্ত্রিত জলাভিমানী দেবতাদের সাথে সকল ব্যাধির উপশমের দ্বারা তোমার সুখকর হোক। ওষধিদের রাজা সোম কাম্পীলাদি ওষধিগণের সাথে তোমার সুখকর হোক। সেরূপ আমিও তোমার সুখবিধান করছি। ['ক্ষেত্রিয়াৎ নির্ঋত্যা' প্রভৃতির অর্থ পূর্ববৎ]। ২ ॥ হে রুগ্ন, অন্তরিক্ষলোকে পক্ষীদের ধারক বা অন্নের পোষক অন্তরিক্ষাধিপতি বায়ু তোমার সুখকর হোক। পূর্বাদি চার দিক তোমার সুখকর হোক। সেরূপ আমিও তোমার সুখবিধান করছি। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৩ ॥ এ পরিদৃশ্য দ্যোতমান বায়ুপত্নী চার প্রদিক্ ও সকলের প্রেরক দ্যু-স্থানের অধিপতি সবিতা সব কিছু দেখছে, তাদের সাথে সূর্য তোমার সুখকর হোক। সেরূপ আমিও তোমার সুখবিধান করছি। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৪ ॥ পূর্ব মন্ত্রোক্ত দিক্‌সকলের মধ্যে, হে রুগ্ন, তোমাকে জরা পর্যন্ত রোগাদি পরিহারের দ্বারা শতবর্ষ জীবিত করছি, তোমার বংশাগত রাজযক্ষ্মাদি রোগ তোমাকে পরিত্যাগ করুক, তোমার রোগের কারণরূপিণী পাপদেবতা নির্ঋতি পরাঙ্মুখী হয়ে দূরে যাক। আমিও তোমার সুখবিধান করছি। [ক্ষেত্রিয়াৎ প্রভৃতি পূর্ববৎ]। ৫ ॥ হে রুগ্ন, কুলাগত ব্যাধ যক্ষ্মারোগ থেকে তুমি মুক্ত হয়েছ, কোন সংশয় করো না। সেরূপ রোগের নিদানভূত পাপ থেকে, ভগিনী প্রভৃতির আক্রোশরূপ নিন্দা থেকে, দেবতাদির দ্রোহ থেকে, পাপীদের নিগ্রহকারী বরুণের পাশ থেকে এবং ব্রহ্মরাক্ষস্যাদি পিশাচীদের বন্ধন থেকে তুমি উন্মুক্ত হয়েছ। আমিও তোমার সুখবিধান করছি। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৬ ॥ হে রুগ্ন, শত্রুর মত বাধক রোগকে তুমি ত্যাগ করেছ, সুখলাভ করেছ, কল্যাণকর পুণ্যের ফলরূপ এ ভূলোকে তোমার চিরকাল নিবাস হয়েছে। আমিও তোমার সুখবিধান করছি। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৭ ॥ সত্যরূপ সূর্যকে স্বর্ভানুরূপ গ্রহ থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ মুক্ত করায় সে তার কারণরূপ পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল অর্থাৎ দেবগণ সূর্যকে রাহুগ্রহ থেকে যেমন মুক্ত করেছিল, সেরূপ আমিও মন্ত্রপ্রভাবে বংশাগত রোগ ও তার নিদানভূত পাপাদি থেকে তোমাকে মুক্ত করছি। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পূর্বোক্ত বংশানুক্রমিক রোগশান্তির জন্য চতুষ্পথে জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে রোগীর অঙ্গে কাম্পীলখণ্ড বন্ধন করে জলের দ্বারা অভিষিক্ত করতে হবে। অষ্টম সূক্তে 'তমসো গ্রাহ্যাৎ' সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে—"স্বর্ভানুরাসুরঃ সূর্যং তমসাবিধ্যৎ, তস্মৈ

দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিম্ ঐচ্ছন্”—অর্থাৎ স্বর্ভানু (রাহু) নামক অসুর সূর্যকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল, তা থেকে দেবগণ সূর্যকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

দূষ্যা দূষিরসি হেত্যা হেতিরসি মেন্যা মেনিরসি।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ১ ॥
স্রক্ত্যোঽসি প্রতিসরোঽসি প্রত্যভিচরণোঽসি। আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ২ ॥
প্রতি তমভি চর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ৩ ॥
সূরিরসি বর্চোধা অসি তনূপানোঽসি। আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥৪ ॥
শুক্রোঽসি ভ্রাজোঽসি স্বরসি জ্যোতিরসি। আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে তিলকমণি, তুমি পরকৃত কৃত্যার নিবারক, পরপ্রেরিত প্রক্ষেপক হেতি নামক আয়ুধের প্রতিহর্তা, পরের উচ্চারিত মর্মচ্ছেদী মন্ত্রাত্মক বাগবজ্রের নিবারক। যেহেতু তুমি শত্রুকৃত অভিচারাদিজনিত সকল অরিষ্টের নিবারক, অতএব অধিক বলশালী আমাদের শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমানবল শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। (ন্যূনবল শত্রুদের মন্ত্রপ্রভাব ভিন্ন নিজের দ্বারা জয় করা যাবে বলে তার উল্লেখ করা হয় নি)। ১ ॥ হে মণি, তুমি তিলকবৃক্ষ থেকে নির্মিত হয়েছ, হননের জন্য আগত শত্রুকৃত কৃত্যাদির তুমি নিবারক, অভিমন্ত্রিত রক্ষাসূত্রে তুমি। তুমি প্রত্যভিচরণ অর্থাৎ পরকৃত অভিচার-জনিত কৃত্যার নিবারক, অতএব আমাদের অধিকবলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালী শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ২ ॥ যে শত্রু আমাদের হিংসা করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ করি, সে উভয়বিধ দ্বেষ্টা ও দ্বেষ্য শত্রুকে, হে মণি, শত্রুকৃত কৃত্যার প্রতিনিবর্তন করে তাকেও বিনাশ কর। আমাদের অধিক বলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালী শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ৩ ॥ হে মণি, তুমি শত্রুকৃত অভিচার-নিবর্তনে অভিজ্ঞ, তেজের ধারক এবং পরকৃত অভিচার থেকে আমাদের শরীরের তুমি পালক। আমাদের অধিক বলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমানবলশালী শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ৪ ॥ হে মণি, তুমি শত্রুদের শোকপ্রদ, দীপ্যমান ও জ্বরাদি রোগের উৎপাদনের দ্বারা তাপক, অথবা আদিত্যের মত কৃত্যাদির অভিভবকারী এবং অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির মত অস্পৃষ্ট, শত্রুকৃত অভিচারাদির তুমি অনাধর্ষণীয়। আমাদের অধিকবলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালীদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ৫ ॥

টীকা—১-৫। তৃতীয় অনুবাকে সপ্ত সূক্ত, তার মধ্যে 'দূষ্যা দূষিরসি' ইত্যাদি প্রথম সূক্ত। ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—স্ত্রী, শূদ্র, রাজা, ব্রাহ্মণ, কাপালিক, অন্ত্যজ, শাকিনী প্রভৃতির কৃত আভিচারিক কর্মে আত্মরক্ষার জন্য ও কৃত্যা-পরিহারের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা তিলকমণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। নক্ষত্রকল্পে

উক্ত হয়েছে—বার্হস্পত্য নামক মহাশান্তি কার্যে তিলকবৃক্ষ (স্রাক্ত) মণি বন্ধনে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করার বিধান আছে। 'স্রক্ত্যঃ'—শব্দের অর্থ তিলক নামক বৃক্ষের দ্বারা নির্মিত। "প্রত্যভিচরণঃ—প্রত্যভিচর্য্যতে নিবার্য্যতে পরকৃতাভিচার-জনিতা কৃত্যা অনেন ইতি"—যার দ্বারা শত্রুকৃত অভিচার-জনিত কৃত্যার নিবারণ হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

দ্যাবাপৃথিবী উর্বন্তরিক্ষং ক্ষেত্রস্য পত্ন্যুরুগায়োঽদ্ভুতঃ ।
উতান্তরিক্ষমুরু বাতগোপং ত ইহ তপ্যন্তাং ময়ি তপ্যমানে ॥ ১ ॥
ইদং দেবাঃ শৃণুত যে যজ্ঞিয়া স্থ ভরদ্বাজো মহ্যমুক্থানি শংসতি।
পাশে স বদ্ধো দুরিতে নি যুজ্যতাং যো অস্মাকং মন ইদং হিনস্তি ॥ ২ ॥
ইদমিন্দ্র শৃণুহি সোমপ যৎ ত্বা হৃদা শোচতা জোহবীমি ।
বৃশ্চামি তং কুলিশেনেব বৃক্ষং যো অস্মাকং মন ইদং হিনস্তি ॥ ৩ ॥
অশীতিভিস্তিসৃভিঃ সামগেভিরাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ ।
ইষ্টাপূর্তমবতু নঃ পিতৃণামামুং দদে হরসা দৈব্যেন ॥ ৪ ॥
দ্যাবাপৃথিবী অনু মা দীধীথাং বিশ্বে দেবাসো অনু মা রভধ্বম্ ।
অঙ্গিরসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ পাপমার্চ্ছত্বপকামস্য কর্তা ॥ ৫ ॥
অতীব যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যো নিন্দিষৎ ক্রিয়মাণম্ ।
তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষং দ্যৌরভিসংতপাতি ॥ ৬ ॥
সপ্ত প্রাণানষ্টৌ মন্যস্তাংস্তে বৃশ্চামি ব্রহ্মণা ।
অয়া যমস্য সাদনমগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ৭ ॥
আ দধামি তে পদং সমিদ্ধে জাতবেদসি ।
অগ্নিঃ শরীরং বেবেষ্টবসুং বাগপি গচ্ছতু ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যুলোক, ভূলোক ও তার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকের অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে যিনি অধিপতি, ত্রিবিক্রমরূপে সবলোক ব্যাপ্ত করায় যিনি আশ্চর্যরূপ, মহানুভাবের দ্বারা বহুরূপে যিনি স্তুত, সকল লোকেব পালক বিষ্ণু এবং সূত্রাত্মা বায়ু যাঁর রক্ষক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকের যে অধিপতিগণ, তারা এ অভিচারকর্মে দীক্ষা, নিয়মন ও উপবাসাদির দ্বারা ক্লিশ্যমান আমার সাথে সন্তপ্ত হোক অর্থাৎ আমি যেমন দ্বেষ্যকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছি, তারাও সেরূপ হোক। ১ ॥ হে যাগ-যোগ্য দেবগণ, তোমরা আমার কথা শোন—বষট্‌কারে হবিরূপ অন্নের দ্বারা দেবগণের পোষক (ভরদ্বাজ নামক মহর্ষি), আমার অভিলাষ সিদ্ধির জন্য উক্থ-শস্ত্র অথবা অভিচার কর্মোচিত দেবতা-স্তুতি-পর মন্ত্র পাঠ করছেন। যে শত্রু অনভিমত কার্যের দ্বারা ইষ্টবিঘাত করে আমাদের সন্মার্গপ্রবৃত্ত মনকে বিক্ষিপ্ত করছে, সে শত্রু আমার কৃত অভিচারকর্মরূপ পাশে বদ্ধ হয়ে মরণরূপ দুর্গতি লাভ করুক অর্থাৎ এ কর্মের দ্বারা সে মৃত্যু প্রাপ্ত হোক—এ তোমরা শোন। ২ ॥ সোমপানে সন্তুষ্টচিত্ত হে ইন্দ্র, আমার কথা শোন—শত্রুকৃত অপকারের দ্বারা শোকার্ত চিত্তে তোমাকে বারবার আহ্বান করছি, আর্ত অনন্যগতি আমার বাক্য উপেক্ষা করো না। বজ্র-সদৃশ কুঠারের দ্বারা বৃক্ষের মত সে শত্রুকে ছেদন করছি, যে আমার সন্মার্গ-প্রবৃত্ত মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে। ৩ ॥ ত্রিসংখ্যক অশীতি ঋকের দ্বারা প্রতিপাদ্য

ইন্দ্রদেবতা, সামগানকারী উদ্গাতাদের প্রযুক্ত স্তোত্রের দ্বারা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু ও অঙ্গিরাগণের (দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠানকারী মহর্ষিগণ অথবা ব্যাপক রুদ্রগণের) সাথে আমাদের পূর্বপুরুষের কৃত ইষ্ট (শ্রুতিবিহিত কর্ম) ও পূর্ত (স্মৃত্যুক্ত কূপারামতটাদি কর্ম) সুকৃত কর্ম শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। আমাদের অপকর্তা অমুক নামক শত্রুকে মৎকৃত অভিচার-জনিত কৃত্যা-রূপ দেবতার কৃত ক্রোধের দ্বারা নিগৃহীত করছি। ৪ ॥ হে দ্যাব্যপৃথিবী, শত্রুনিরসনের জন্য দীপ্ত আমাকে তোমরাও দীপ্ত কর অর্থাৎ শত্রুজয়ের জন্য আমার আনুকূল্য কর। হে বিশ্বদেবগণ (এতন্নামক গণদেবতাগণ), শত্রু জয়ের জন্য উদ্যুক্ত আমার সাথে তোমরাও শত্রু-নিগ্রহের জন্য উদ্যত হও। হে সোমযোগ্য (সোম্যাস) অঙ্গিরস পিতৃগণ, তোমরাও শত্রু নিগ্রহের জন্য উদ্যত হও। অনভিমত দ্রোহ-কার্যের কর্তা শত্রু মৃত্যুরূপ পাপ প্রাপ্ত হোক। ৫ ॥ হে মরুদ্গণ, যে শত্রু আমাদের অতিক্রম করতে চায় এবং যে শত্রু আমাদের অনুষ্ঠীয়মান মন্ত্রসাধ্য কর্মের নিন্দা করে, সে উভয়বিধ শত্রুর প্রতি তাপক বাধাগুলি আসুক। দ্যুলোকস্থ আদিত্য আমার কর্মের দ্বেষকারী শত্রুকে সকল প্রকারে সন্তপ্ত করুক। ৬ ॥ হে শত্রু, তোমার সপ্তসংখ্যক প্রাণ (শীর্ষদেশে স্থিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে লক্ষ্য করে সপ্তসংখ্যা), অষ্ট ধমনী (কণ্ঠদেশ-গত নাড়ীবিশেষ) এবং তোমার অবশিষ্ট অবয়বগুলি মন্ত্রের দ্বারা (অথবা মন্ত্র-সাধ্য আভিচারিক কর্মের দ্বারা) ছিন্ন করছি। এ মন্ত্র ৮ভাবে সর্বাঙ্গ ছিন্ন হয়ে অগ্নিরূপ অনুচরের সাথে অলঙ্কৃত হয়ে অর্থাৎ দাহার্থে শবালংকারে বিভূষিত হয়ে যমসদনে গমন কর। ৭ ॥ হে শত্রু, তোমার পা (ছিন্নপত্রে পতিত পাদ-পাংশু) প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমি নিক্ষেপ করছি (তপ্ত কড়াই-এ ভাজছি)। অগ্নি তোমার শরীরকে বেষ্টন করুক (পাদপাংশু দ্বারা প্রবেশ করে সকল অঙ্গ ব্যক্ত করুক অর্থাৎ দহন করুক)। তোমার বাগিন্দ্রিয় প্রাণ লাভ করুক অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহারশূন্য হোক। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। "দ্যাবাপৃথিবী উরু" ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অভিচারকর্মে দীক্ষার জন্য বংশদণ্ড ছেদন করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা বিদ্বেষকারীর পরাভবকর্মে দক্ষিণ দিকে ধাবমান শত্রুর পায়ে বৃক্ষপত্র নিক্ষেপ করে, তা কুঠার দ্বারা ছেদন করে ধূলির সাথে ছিন্ন পত্রগুলিকে বধকপাত্রে নিক্ষেপ করে এনে উত্তপ্ত কড়ায়ে ভাজতে হবে। অষ্টম সূক্তে—'জাতবেদা' শব্দের ভাষ্যকার সুন্দর অর্থ করেছেন—জাত প্রাণীদের যে জানে, তাদের দ্বারা যিনি বিদিত অথবা সকল জাত প্রাণীর ভেতর বৈশ্বানর রূপে যিনি বিদ্যমান।

তৃতীয় সূক্ত

আয়ুর্দা অগ্নে জরসং বৃণানো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতপৃষ্ঠো অগ্নে।
ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রানভি রক্ষতাদিমম্ ॥ ১ ॥
পরি ধত্ত ধত্ত নো বর্চসেমং জরামৃত্যুং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ।
বৃহস্পতিঃ প্রাযচ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ ॥ ২ ॥
পরীদং বাসো অধিথাঃ স্বস্তয়েঽভূর্গৃষ্টীনামভিশস্তিপা উ।
শতং চ জীব শরদঃ পুরূচী রায়শ্চ পোষমুপসংব্যয়স্ব ॥ ৩ ॥
এহ্যশ্মানমা তিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনূঃ।
কৃণ্বন্তু বিশ্বে দেবা আয়ুষ্টে শরদঃ শতম্ ॥ ৪ ॥

যস্য তে বাসঃ প্রথমবাস্যং হরামস্তং ত্বা বিশ্বেঽবন্তু দেবাঃ।
তং ত্বা ভ্রাতরঃ সুবৃধা বর্ধমানমনু জায়ন্তাং বহবঃ সুজাতম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি (মাণবকের) জরাপর্যন্ত আয়ুর দাতা অর্থাৎ শত বছর পর্যন্ত দীর্ঘ আয়ু তাকে দাও। হে অগ্নি, তুমি ঘৃতপ্রতীক (ঘৃতাহুতির দ্বারা উদ্ভূত জ্বালা-রূপ), ঘৃতপৃষ্ঠ (ঘৃতোপাদানক তোমার শরীর); অতএব আমাদের আহুত মধুর নির্মল ঘৃত পান করে তুষ্ট হয়ে পিতা যেমন পুত্রের রক্ষা করে, সেরূপ তুমি এ মাণবকের রক্ষা কর। ১ ॥ হে দেবগণ, এ মানবককে কাপড় পরিয়ে দাও, তেজস্বী কর, এর অকালমৃত্যু যেন না হয় এবং একে দীর্ঘায়ু কর। বৃহস্পতি রাজা সোমকে পরিধানের জন্য এ বস্ত্র দিয়েছিলেন। ২ ॥ হে মাণবক, এ বস্ত্র মঙ্গলের জন্য পরিধান করেছ, এর দ্বারা গাভীর ভীতি দূর করে তাদের পালক হও। বহুকাল ধরে পুত্রপৌত্রাদি পর্যন্ত শত বছর বেঁচে থাক এবং ধনপুষ্টি লাভ কর। (বস্ত্র পরিধানের দ্বারা ধনাদি-সমৃদ্ধি হয়)। ৩ ॥ হে মাণবক, এস, ডান পা দিয়ে প্রস্তরখণ্ড আক্রমণ কর। তোমার শরীর রোগাদি বিনির্মুক্ত হয়ে পাথরের মত শক্ত হোক। বিশ্বদেবগণ তোমাকে শতবছর পরমায়ু দিক। ৪ ॥ হে মাণবক, তুমি বস্ত্র পরিধান করেছ, তোমার পূর্ব পরিহিত বস্ত্র গ্রহণ করছি। সেরূপ তোমাকে সকল দেবগণ রক্ষা করুক। পশু পুত্র ধনাদির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সংস্কার বিশেষের দ্বারা শোভন জন্মযুক্ত তোমার পশ্চাৎ বহু ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করুক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'আয়ুর্দাঃ' ইত্যাদি সূক্ত গোদানাখ্য সংস্কার কর্মে শান্তিজল দিতে বলতে হয়। এ কর্মে এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে ব্রহ্মচারীর মাথায় জলের ছিটে দিতে হয়। 'পরি ধত্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে নূতন বস্ত্র মাণবককে দেবার বিধান ভাষ্যনুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

৩য় মন্ত্রে 'অভিশস্তিপা'—'অভিতো বিশসনং হিংসা। তন্নিমিত্তাৎ ভয়াৎ পালকো ভূঃ'—হিংসার ভয় থেকে গাভীগণের পালক হও। ভাষ্যকার শতপথ ব্রাহ্মণের ৩য় কাণ্ডের দীক্ষা প্রকরণ থেকে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন—পূর্বকালে দেবগণ মানুষের শক্ত ত্বক্ ছিন্ন করে গাভীগণে স্থাপন করেছিল, কারণ গাভীগণ দুগ্ধদান, ভূমিকর্ষণ, ভারবহন প্রভৃতি বহুবিধ উপকার করত। গাভীগণ সে চামড়া দিয়ে নিজেদের গাত্র আচ্ছন্ন করে শীত, বর্ষা, তাপ প্রভৃতি সহ্য করতে সমর্থ হত। এজন্য নগ্ন পুরুষকে দেখলে 'আমাদের কাছ থেকে তাদের চামড়া নিতে এসেছে' মনে করে গাভীরা ভীত হয়। অতএব 'নগ্ন হয়ে গাভীর নিকট যাবে না'—এরূপ বিধান দেখা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

নিঃসালাং ধৃষ্ণুং ধিষণমেকবাদ্যাং জিঘৎস্বম্।
সর্বাশ্চণ্ডস্য নপ্ত্যো নাশয়ামঃ সদান্বাঃ ॥ ১ ॥
নির্বো গোষ্ঠাদজামসি নিরক্ষান্নিরুপানসাৎ।
নির্বো মগুন্দ্যা দুহিতরো গৃহেভ্যশ্চাতয়ামহে ॥ ২ ॥
অসৌ যো অধরাদ্ গৃহস্তত্র সন্ত্বরায্যঃ।
তত্র সেদির্ন্যুচ্যতু সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৩ ॥

ভূতপতির্নিরজত্বিন্দ্রশ্চেতঃ সদান্বাঃ।
গৃহস্য বুধ্ন আসীনাস্তা ইন্দ্রো বজ্রেণাধি তিষ্ঠতু ॥ ৪ ॥
যদি স্থ ক্ষেত্রিয়াণাং যদি বা পুরুষেষিতাঃ।
যদি স্থ দস্যুভ্যো জাতা নশ্যতেতঃ সদান্বাঃ ॥ ৫ ॥
পরি ধামান্যাসামাশুর্গাষ্ঠামিবাসরন্।
অজৈষং সর্বান্ আজীন্ বো নশ্যতেতঃ সদান্বাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ উন্নতগাত্রী, ধর্ষণশীলা, পরাভবকারিণী, কঠোরভাষিণী, সর্বদা ভক্ষণশীলা, চণ্ড নামক ক্রুদ্ধ পাপগ্রহের অপত্যরূপ সকল আক্রোশকারিণী পিশাচীদের বিনাশ করছি। ১॥ হে মগুন্দী নামক পিশাচীর পুত্রীগণ, তোমাদের গোষ্ঠ (গোশালা) ও দ্যূতক্রীড়া স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। সেরূপ ধান্য-গৃহ (অথবা ধান্যপূর্ণ শকট) ও বাসগৃহ থেকে তোমাদের দূর করে বিনাশ করব। ২ ॥ এ লোকের নিম্নে যে পাতাল লোক আছে, দানাদি নিখিল শ্রেয়ের বিঘ্নকারিণী পিশাচীগণ সেখানে যাক। নাশকারিণী নির্ঋতি সে পাতালে বাস করুক এবং প্রাণিগণের যাতনাদায়ক যাতুধানী নামক পিশাচীগণ সেখানে বাস করুক। ৩ ॥ ভূতপতি (প্রাণিগণের পালক) রুদ্র সর্বদা আক্রোশকারিণী পিশাচীদের আমাদের এ স্থান থেকে সরিয়ে দিক। আমাদের গৃহের অধোভাগে যে-সকল পিশাচী থাকে, ভূমির দারক ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাদের আক্রমণ করুক, যাতে তারা আর উপরে উঠতে না পারে। ৪ ॥ হে পিশাচীগণ, যদি তোমরা মাতা-পিতার শরীর থেকে আগত কুষ্ঠ, অপস্মার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের কারণস্বরূপ হয়ে থাক, কিংবা শত্রুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে থাক, অথবা উপক্ষয়কারী চোরাদির কাছ থেকে এসে থাক, তাহলে এ-স্থান থেকে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হও। ৫ ॥ শীঘ্রগামী অশ্ব যেমন গন্তব্য স্থানে যায়, সেরূপ আমি এ পিশাচীদের নিবাসস্থানসকল সর্বতোভাবে আক্রমণ করেছি। হে পিশাচীগণ, তোমাদের সকল সংগ্রাম আমি জয় করেছি। তোমাদের সকল বাসস্থান আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলে তোমরা নিরাশ্রয় হয়ে বিনষ্ট হও। ৬ ॥

টীকাঃ ১-৬। যে স্ত্রীর অপত্য মারা যায়, তার অপত্যনাশ পরিহারের জন্য তিনটি মণ্ডপে এক একটি জলপাত্রে সীসা রেখে এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে সে জলের দ্বারা সে স্ত্রীকে স্নান করাতে হবে, তারপর তাকে নিজগৃহে এনে শান্তিজলের দ্বারা অভিষিক্ত করে পুরোডাশ, কন্দুক, অলঙ্কার অভিমন্ত্রিত করে তাকে দিতে হবে। অথবা একটি মণ্ডপেই এ সূক্তের দ্বারা ঔদুম্বর সমিধ স্থাপন করে পূর্বের মত শান্তিজল প্রভৃতির দ্বারা অভিষেক করতে হবে। যার গৃহে গবাদি পশু বন্ধ্যা হয়, সে গৃহ দৈবহত, সে দোষ নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা যাগাদি করতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ১॥
যথাহশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ২ ॥
যথা সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৩ ॥
যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৪ ॥

যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৫ ॥
যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : দেবাদির আশ্রয়রূপে দ্যুলোক ও মনুষ্যাদির আশ্রিত ভূলোক, দেব ও মনুষ্যের উপজীব্য বলে যেমন ভীত হয় না বা বিনষ্ট হয় না, সেরূপ হে আমার প্রাণ, শত্রু, গ্রহ ও রোগাদি হতে ভয় বা মরণশঙ্কা করো না। (এ মন্ত্রসামর্থে দ্যাবাপৃথিবীর মত চিরকাল অবস্থানযুক্ত হও)। ১ ॥ যেরূপ দিন ও রাত কল্পান্তস্থায়ী বলে ভীত বা বিনষ্ট হয় না, সেরূপ হে প্রাণ, এ মন্ত্রসামর্থে তুমি ভয় বা মরণের আশঙ্কা করো না। ২ ॥ যেমন সূর্য ও চন্দ্র ভয় পায় না বা বিনষ্ট হয় না, সেরূপ হে আমার প্রাণ, এ মন্ত্রের সামর্থে শত্রু, গৃহ ও রোগাদি হতে তুমি ভীত হয়ো না বা মরণের আশঙ্কা করো না। ৩ ॥ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (জাতিত্ব নিত্য বলে) ভয় পায় না বা বিনষ্ট হয়, সেরূপ হে প্রাণ, ঐ মন্ত্রের প্রভাবে তুমি শত্রু প্রভৃতি থেকে ভীত বা মরণশঙ্কা করো না। ৪ ॥ যেমন সত্য ও মিথ্যা ভাষণের (লোকব্যবহারের প্রবাহের মত নিত্য বলে অথবা তাদের অভিমানী দেবতার) ভয় বা বিনাশ নেই, সেরূপ হে প্রাণ, এ মন্ত্রের প্রভাবে তুমি ভয় বা মরণের আশঙ্কা করো না। ৫ ॥ ভূত (সত্তা-প্রাপ্ত বস্তুসকল) ও ভবিষ্যৎ (উৎপত্তি লাভ করবে যে বস্তুগুলি) ভয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না (প্রবাহরূপে নিত্য বলে), সেরূপ হে প্রাণ, এ মন্ত্রের সামর্থে শত্রু, গ্রহ ও রোগাদি থেকে তুমি ভীত হয়ো না বা মরণের কোন আশঙ্কা করো না। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি থালায় পাক করা অন্ন শান্তিজলের দ্বারা প্রোক্ষণ করে এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ভোজন করবে।

ষষ্ঠ সূক্ত

প্রাণাপানৌ মৃত্যোর্মা পাতং স্বাহা ॥ ১ ॥
দ্যাবাপৃথিবী উপশ্রুত্যা মা পাতং স্বাহা ॥ ২ ॥
সূর্য চক্ষুষা মা পাহি স্বাহা ॥ ৩ ॥
অগ্নে বৈশ্বানর বিশ্বৈর্মা দেবৈঃ পাহি স্বাহা ॥ ৪ ॥
বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে প্রাণ ও অপানের অভিমানী দেবতাদ্বয়, তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। তোমাদের উদ্দেশে 'স্বাহা' মন্ত্রে এ হবি আহুতি দিচ্ছি। (আমার প্রদত্ত হবি গ্রহণ করে তুষ্ট হয়ে তোমরা চিরকাল অবস্থান করলে আমি দীর্ঘায়ু লাভ করব—এ হচ্ছে প্রার্থনার অভিপ্রায়)। ১ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, শব্দশ্রবণ শক্তি প্রদান করে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। তোমাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি অর্পণ করছি। ২ ॥ হে চক্ষুর অভিমানী দেবতা সূর্য, তুমি রূপদর্শন শক্তির দ্বারা মৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, সকল দেবতার সাথে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৪ ॥ হে বিশ্বম্ভর (সকল প্রাণীর ভেতর প্রবেশ করে ভোজন, পান ও পচনের দ্বারা যিনি পোষণ করেন, জঠরাগ্নি),

সকল পোষণ শক্তির দ্বারা আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'প্রাণাপানৌ' প্রভৃতি সূক্তের দ্বারা আয়ুষ্কাম ব্যক্তি আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ, দুগ্ধ, অন্ন, পশু, ব্রীহি, যব, তিল, ধান, করম্ভ, ও শংকল প্রভৃতি তেরটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করবে। 'স্বাহা'—শব্দের ভাষ্যে বহু অর্থ দৃষ্ট হয়। কৌশিতকী শ্রুতিতে বলা হয়েছে—স্বাহা ও বষট্‌কারের দ্বারা দেবতাদের এবং স্বধা ও নমস্কারের দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে হয়। যাস্কাচার্য নিরুক্তে বলেন—'স্বাহেত্যতৎ সু আহেতি বা স্বা বাগাহেতি বা সং প্রাহেতি বা স্বাহুতং হবি র্জুহোতীতি বা' (নিরুক্ত—৮।২০)। 'বৈশ্বানর'—শব্দের বিবিধ অর্থ সায়নভাষ্যে দৃষ্ট হয়। সকল নরের ঐহিক ও আমুষ্মিক সকল কর্মফল যিনি আনয়ন করেন, অথবা সকল লোকের দ্বারা যাগাদি কর্মফল সিদ্ধির জন্য যিনি নীত হন, অথবা সকল প্রাণীর ভেতর যিনি প্রবিষ্ট বিশ্বানর, প্রাণাখ্য বায়ু, তার দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি বৈশ্বানর। কিংবা সকল নর যার পোষ্য, সে বিশ্বানর—বিদ্যুৎ, অগ্নি ও আদিত্য, তাদের মধ্যে জ্যায়মান এ পার্থিব অগ্নি।

সপ্তম সূক্ত

ওজোঽস্যোজো মে দাঃ স্বাহা ॥ ১ ॥
সহোঽসি সহো মে দাঃ স্বাহা ॥ ২ ॥
বলমসি বলং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥
আয়ুরস্যায়ুর্মে দাঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥
শ্রোত্রমসি শ্রোত্রং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥
চক্ষুরসি চক্ষুর্মে দাঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি ওজ-রূপ (শরীরস্থিতির কারণ অষ্টম ধাতু), অতএব আমাকে ওজ দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সহ-রূপ (শত্রুদের অভিভূত করতে সমর্থ তেজোরূপ), আমাকে সহ (তেজ) দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি আয়ুরূপ (চিরকাল জীবন-রূপ), আমাকে আয়ু (শতায়ু) দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি শ্রোত্ররূপ, আমাকে শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তি) দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি চক্ষুরূপ, আমাকে চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয় শক্তি) দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি পরিপালক, আমাকে সকল দিক থেকে পালনশক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ওজোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আয়ুষ্কাম ব্যক্তি পূর্বোক্ত তেরটি দ্রব্যের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেবে। সূক্তে কোন দেবতাবিশেষের উল্লেখ না থাকায় আচার্য সায়ণ হোমাধাররূপ অগ্নি বা হূয়মান দ্রব্য সম্বোধ্য—এরূপ বলেছেন।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ভ্রাতৃব্যক্ষয়ণমসি ভ্রাতৃব্যচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ১ ॥
সপত্নক্ষয়ণমসি সপত্নচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ২ ॥
অরায়ক্ষয়ণমস্যরায়চাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥
পিশাচক্ষয়ণমসি পিশাচচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥
সদান্বাক্ষয়ণমসি সদান্বাচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি শত্রু-বিনাশক, অতএব আমাকে শত্রুনাশন শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সপত্নদের (অনাত্মীয় শত্রুদের) বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি দানাদি শ্রেয়োবিঘ্নকারীদের বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি মাংস-ভক্ষণকারী পিশাচদের বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৪ ॥ হে অগ্নি, সর্বদা আক্রোশকারিণী পিশাচীদের তুমি বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। চতুর্থ অনুবাকে ন-টি সূক্ত আছে, তার মধ্যে 'ভ্রাতৃব্যক্ষয়ণং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অভিচারকর্মে শর সমিধ আধান এবং কৃষ্ণব্রীহি, যব, তিলাদির আবপন করিতে হয়। 'ভ্রাতৃব্য' ও 'সপত্ন'—শব্দ এক শত্রুপর্যায় হলেও আত্মীয় ও অনাত্মীয়রূপে উভয়ের ভেদ বুঝতে হবে—সায়ণ। এ অনুবাকেও পূর্বের মত হোমাধার অগ্নি বা হোমদ্রব্য সম্বোধ্য।

দ্বিতীয় সূক্ত

অগ্নে যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
অগ্নে যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
অগ্নে যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥
অগ্নে যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥
অগ্নে যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তোমার যে সন্তাপন শক্তি আছে, তা দিয়ে সে শত্রুর প্রতি প্রজ্বলিত হও, যে শত্রু আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে সংহরণ সামর্থ (বা ক্রোধ) আছে, তা দিয়ে সে শত্রুকে সংহার কর, যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ করি। ২ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে তাকে দগ্ধ করার জন্য দীপ্ত হও যে আমাদের

বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে শোকজনন সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে অগ্নি, পরকে অভিভব করার তোমার যে তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'অগ্নে যৎ তে' ইত্যাদি পাঁচটি সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে আজ্যের দ্বারা হোম করতে হয়। অভিচার ও প্রত্যাভিচার উভয়বিধ কর্মে এ মন্ত্রগুলির সামর্থ্য আছে। যদিও এ সূক্তগুলিতে যথাক্রমে তপ, হর, অর্চি, শোচি, তেজ—যাস্কাচার্য জ্বলন অর্থে পাঠ করেছেন, তথাপি এখানে ধাত্বর্থ ভেদে পৃথক অর্থ বুঝতে হবে—সায়ণাচার্য।

তৃতীয় সূক্ত

বায়ো যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
বায়ো যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
বায়ো যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥
বায়ো যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪
বায়ো যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ হে বায়ু, তোমার যে সন্তাপক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি। ১ ॥ হে বায়ু, তোমার যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি। ২ ॥ হে বায়ু, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে তাকে দগ্ধ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে বায়ু, তোমার যে শোক দেবার সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে বায়ু, তোমার যে পরকে পরাভব করার তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

টীকা ঃ ৩য় সূক্ত থেকে ৬ষ্ঠ সূক্ত পর্যন্ত বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, আপ—এগুলির সম্বোধন করে 'অগ্নে যৎ'—এ সূক্তের মত ব্যাখ্যা। আপ-শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত বলে বহুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

সূর্য যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
সূর্য যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
সূর্য যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥

সূর্য যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥
সূর্য যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে সূর্য, তোমার যে সন্তাপক শক্তি আছে, তা দিয়ে সে শত্রুকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে সূর্য, তোমার যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি। ২ ॥ হে সূর্য, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে দগ্ধ করার জন্য তাকে দীপ্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে সূর্য. তোমার যে শোক দেবার সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে সূর্য, তোমার যে অন্যকে পরাভূত করার তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ করে দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

পঞ্চম সূক্ত

চন্দ্র যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
চন্দ্র যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
চন্দ্র যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥
চন্দ্র যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥
চন্দ্র যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে চন্দ্র, তোমার যে সন্তাপক শক্তি আছে, তা দিয়ে সে শত্রুকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে চন্দ্র, তোমার যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ২ ॥ হে চন্দ্র, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে দগ্ধ করার জন্য তাকে দীপ্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে চন্দ্র, তোমার যে শোকজনন সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে চন্দ্র, অন্যকে পরাভব করার তোমার যে তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

আপো যদ্ বস্তপস্তেন তং প্রতি তপত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
আপো যদ্ বো হরস্তেন তং প্রতি হরত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
আপো যদ্ বোঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥
আপো যদ্ বঃ শোচিস্তেন তং প্রতি শোচত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥
আপো যদ্ বস্তেজস্তেন তমতেজসং কৃণুত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলসমূহ (জলাভিমানী দেবীগণ), তোমাদের যে সন্তাপকর শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ২ ॥ হে জল-

সমূহ, তোমাদের যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে তাকে দগ্ধ করার জন্য দীপ্ত হও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে শোক দেবার সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে পরকে পরাভূত করার শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

সপ্তম সূক্ত

শেরভক শেরভ পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ১ ॥
শেবৃধক শেবৃধ পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসানাত্ত ॥ ২ ॥
ম্রোকানুম্রোক পুনর্বো যন্তু যা·বঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৩ ॥
সর্পানুসর্প পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৪ ॥
জূর্ণি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৫ ॥
উপব্দে পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৬ ॥
অর্জুনি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসানাত্ত ॥ ৭ ॥
ভরূজি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে শেরভ (যাতুধানাধিপতি), হে শেরভক (যাতুধানাধিপতির অমাত্য), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসরা আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাক, সেরূপ তোমাদের হেতি-নামক অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত হোক, তোমাদের অনুচরেরা আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। হে শেরভাদি, তোমরা আমাদের বিরোধীদের কাছে থাক, তাদের ভক্ষণ কর। যে আমাদের কাছে তোমাদের পাঠিয়েছে, তাকে ভক্ষণ কর, সে শত্রুর মাংস খাও। ১ ॥ হে আশ্রিতজনের সুখদায়ক শেবৃধ ও শেবৃধক, তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোক। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ২ ॥ হে ধনাদি অপহরণ করে ছন্নরূপে গমনকারী ম্রোক ও অনুম্রোক, তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসরা আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাক। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৩ ॥ হে সর্প ও অনুসর্প (কুটিলগমনকারী সর্পনামক যাতুধানাধিপতি ও তার অনুচর), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোক। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৪ ॥ হে জূর্ণি (প্রাণিশরীরের জীর্ণ-কারিণী রাক্ষসী). তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসীগণ আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাক। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৫ ॥ হে ক্রূরকর্মকারী (উপব্দে), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৬ ॥ হে অর্জুনি, তোমাদের প্রেরিত রাক্ষস-গণ আমাদের নিকট থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোক। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৭ ॥

হে ভরুচি (শরীর অপহরণ করে গমনকারী), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসরা আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। [অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ]। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। সপ্তম সূক্তের মন্ত্রগুলি অলক্ষ্মী-বিনাশকর্মে প্রযুক্ত হয়। সমুদ্রমধ্যে শাপেটস্থ অগ্নির আহুতি দিয়ে চরু পাক করে এ মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করতে হয়। এরূপ অন্যান্য বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

অষ্টম সূক্ত

শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণ্যশং নির্ঋত্যা অকঃ।
উগ্রা হি কণ্বজম্ভনী তামভক্ষি সহস্বতীম্ ॥ ১ ॥
সহমানেয়ং প্রথমা পৃশ্নিপর্ণ্যজায়ত।
তয়াহং দুর্ণাম্নাং শিরো বৃশ্চামি শকুনেরিব ॥ ২ ॥
অরায়মসৃক্‌পাবানং যশ্চ স্ফাতিং জিহীর্ষতি।
গর্ভাদং কণ্বং নাশয় পৃশ্নিপর্ণি সহস্ব চ ॥ ৩ ॥
গিরিমেনাঁ আ বেশয় কণ্বান্ জীবিতয়োপনান্।
তাংস্ত্বং দেবি পৃশ্নিপর্ণ্যগ্নিরিবানুদহন্নিহি ॥ ৪ ॥
পরাচ এনান্ প্র ণুদ কণ্বান্ জীবিতয়োপনান্।
তমাংসি যত্র গচ্ছন্তি তৎ ক্রব্যাদো অজীগমম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যোতমান পৃশ্নিপর্ণী ওষধি কুষ্ঠাদি রোগ দূর করে আমাদের সুখবিধান করুক। রোগের নিদানরূপ নির্ঋতি দুঃখ লাভ করুক। যেহেতু উগ্র, পাপনাশক, রোগ, দূর করতে সামর্থযুক্ত পৃশ্নিপর্ণীর অনুলেপনাদির দ্বারা আমি সেবা করেছি। ১ ॥ রোগের অভিভবকারী এ পৃশ্নিপর্ণী ওষধির মধ্যে মুখ্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। এ পৃশ্নিপর্ণীর দ্বারা আমি পক্ষীর মস্তকের মত শিবত্রাদি কুষ্ঠরোগের মস্তক ছিন্ন করছি অর্থাৎ অনায়াসে যেমন পক্ষীর মস্তক ছিন্ন করা যায় সেরূপ পৃশ্নিপর্ণি লেপন মাত্র সমূলে কুষ্ঠরোগের উৎপাটন করছি। ২ ॥ হে পৃশ্নিপর্ণি, যে কুষ্ঠাদি-রোগ শরীরের শুদ্ধ রক্ত দূর করে, যে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ শরীরের বৃদ্ধিনাশক, যে রোগের নিদানরূপ পাপ গর্ভের ভক্ষক, তাদের তুমি নাশ কর এবং গর্ভধ্বংসক শত্রুদের পরাভূত কর। ৩ ॥ হে পৃশ্নিপর্ণি, প্রাণের বিমোহক কুষ্ঠাদি রোগের নিদানরূপ পাপদের সঞ্চাররহিত করে পর্বতে পাঠিয়ে দাও এবং দাবাগ্নি যেমন অরণ্যস্থ সর্পমৃগাদি দগ্ধ করে, সেরূপ পর্বতস্থিত সে পাপদের দগ্ধ করতে করতে এখানে এস। ৪ ॥ হে পৃশ্নিপর্ণি, প্রাণবিমোহক এ পাপদের পরাঙ্মুখ করে পাঠিয়ে দাও। সূর্যোদয়ের পর সূর্যরশ্মির সঞ্চাররহিত যে প্রদেশে অন্ধকারগুলি প্রবেশ করে, সেরূপ নিঃসূর্য স্থানে কুষ্ঠাদি রোগদের তোমার লেপনের দ্বারা আমি পাঠিয়ে দেব। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। শান্ত্যুদককর্মে 'শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণী' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠাদি রোগের ঔষধরূপে এ সূক্তের দ্বারা পৃশ্নিপর্ণীর পেষণ করে লেপন করতে হয়। 'পৃশ্নিপর্ণী' হচ্ছে চিত্রপর্ণী ওষধি-বিশেষ।

নবম সূক্ত

এহ যন্তু পশবো যে পরেয়ুর্বায়ুর্যেষাং সহচারং জুজোষ।
ত্বষ্টা যেষাং রূপধেয়ানি বেদাস্মিন্ তান্ গোষ্ঠে সবিতা নি যচ্ছতু ॥ ১ ॥

ইমং গোষ্ঠং পশবঃ সং স্রবন্তু বৃহস্পতিরা নয়তু প্রজানন্ ।
সিনীবালী নয়ত্বাগ্রমেষামাজগ্মুষো অনুমতে নি যচ্ছ ॥ ২ ॥
সং সং স্রবন্তু পশবঃ সমশ্বাঃ সমু পুরুষাঃ ।
সং ধান্যস্য যা স্ফাতিঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥
সং সিঞ্চামি গবাং ক্ষীরং সমাজ্যেন বলং রসম্ ।
সংসিক্তা অস্মাকং বীরা ধ্রুবা গাবো ময়ি গোপতৌ ॥ ৪ ॥
আ হরামি গবাং ক্ষীরমাহার্ষং ধান্যং রসম্ ।
আহৃতা অস্মাকং বীরা আ পত্নীরিদমস্তকম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ যে পশুরা পরাঙ্মুখ হয়ে চলে গিয়েছিল, তারা আবার এ গোষ্ঠে ফিরে আসুক। বায়ু সহচররূপে যাদের রক্ষক, ত্বষ্টা দেব যে পশুদের গর্ভগত বৎসের আকৃতি বিধান করে, সকলের প্রেরক সবিতা দেব তাদের এ গোষ্ঠে স্থাপন করুক, যাতে তারা আর না যায়। ১ ॥ গবাদি পশুরা আমাদের এ গোষ্ঠে প্রাপ্ত হোক, দেব বৃহস্পতি তাদের আনয়নপ্রকার জেনে গোষ্ঠে নিয়ে আসুক। সিনীবালী নামক দেবপত্নী এ পশুদের পূর্বভাগে আনুক। আগমনকারী পশুদের অনুগমনকারী হে দেবপত্নী অনুমতি, তুমি তাদের গোষ্ঠে স্থাপন কর। ২ ॥ গবাদি পশুগণ সম্যক্‌রূপে আসুক, অশ্ব ও পুরুষরা আসুক ; ব্রীহি যবাদি ধান্যের অভিবৃদ্ধি হোক, আমি বর্ধিত হবির দ্বারা যাগ করি। ৩ ॥ গাভীর অভিনব দুগ্ধ আজ্যের দ্বারা সিক্ত করছি, আজ্যের সাথে বলকারক অন্ন ও জল যুক্ত করছি, আমাদের পুত্রগণ ঘৃতাদির দ্বারা দৃঢ়-শরীর লাভ করুক এবং গাভীদের অধিপতি আমাতে গাভীগণ স্থির হোক। ৪ ॥ গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ করছি অর্থাৎ আমি গোসম্পত্তির দ্বারা বহুতর দুগ্ধ-সম্পন্ন হবো। সেরূপ ধান্য ও জল সংগ্রহ করছি, পুত্রাদি ও পত্নীযুক্ত হয়েছি, গো, ধান্য ও পুত্রাদির দ্বারা আমাদের গৃহ পূর্ণ হোক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। গাভীর পুষ্টিকামনায় বৎসের লালামিশ্রিত দুগ্ধ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে দিতে হবে। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জলপাত্র অভিমন্ত্রিত করে গোষ্ঠমধ্যে আনতে হবে ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়া ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৫ম মন্ত্রে—'অস্তকং' শব্দের গৃহ অর্থ। 'অস্তং ইতি গৃহনাম, স্বার্থে কঃ' —ইতি সায়ণাচার্য।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

নেচ্ছত্রুঃ প্রাশং জয়াতি সহমানাভিভূরসি ।
প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ১ ॥
সুপর্ণস্ত্বান্ববিন্দৎ সূকরস্ত্বাখনন্নসা ।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রো হ চক্রে ত্বা বাহাবসুরেভ্য স্তরীতবে ।
প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৩ ॥
পাটামিন্দ্রো ব্যাশ্নাদসুরেভ্য স্তরীতবে ।
প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৪ ॥

তয়াহং শত্রূন্ত্সাক্ষ ইন্দ্রঃ সালাবৃকাঁ ইব।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৫
রুদ্র জলাষভেষজ নীলশিখণ্ড কর্মকৃৎ।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৬ ॥
তস্য প্রাশং ত্বং জহি যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি।
অধি নো ব্রূহি শক্তিভিঃ প্রাশি মামুত্তরং কৃধি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ওষধি, প্রতিবাদী শত্রু বাদী আমাকে যেন জয় না করে। তুমি শত্রুর পরাভবকারী। অতএব প্রতিবাদী শত্রুদের পরাভব কর অর্থাৎ অতিশয় বীর্যযুক্ত তোমার সেবার দ্বারা আমাকে শত্রু যেন জয় না করে। প্রশ্নকর্তা বাদী আমার উদ্দেশে প্রতিকূল প্রশ্নকর্তা প্রতিবাদীদের পরাজিত কর। হে ওষধি, প্রতিবাদীদের কণ্ঠ শুষ্ক করে দাও যাতে কথা বলতে না পারে (অথবা তাদের অসঙ্গত-প্রলাপী কর)। ১ ॥ বৈনতেয় সুপর্ণ (শোভন পক্ষ-বিশিষ্ট গরুড়) বিষাদি অপহরণের জন্য অন্বেষণ করে তোমাকে পেয়েছিল। আদিবরাহ দাঁতের দ্বারা তোমাকে বিদীর্ণ করেছিল অর্থাৎ ভূমির অন্তরস্থিত তোমাকে লোকের উপকারের জন্য উপরে তুলেছিল। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের কণ্ঠ শুষ্ক করে দাও। ২ ॥ হে ওষধি, ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্র অসুরদের বিনাশের জন্য দক্ষিণ বাহুতে তোমাকে ধারণ করেছিল, সেরূপ আমিও প্রতিবাদীদের জয়ের জন্য তোমাকে ধারণ করছি। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের কণ্ঠ নীরস কর। ৩ ॥ অসুরদের হিংসার জন্য ইন্দ্র পাঠা-নামক ওষধি ভক্ষণ করেছিল। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের অসঙ্গত প্রলাপী কর। ৪ ॥ অসাধারণ প্রভাব-সম্পন্ন পাঠা-নামক ওষধির ধারণ ও ভক্ষণের দ্বারা আমি প্রতিবাদীদের নিরুত্তর করে দেব, ইন্দ্র যেমন অরণ্যাশ্ব-তুল্য অসুরদের পরাভূত করেছিল। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের শুষ্ককণ্ঠ করে দাও। ৫ ॥ হে রুদ্র, তোমার স্মরণে জলও ঔষধরূপে পরিণত হয়, তুমি নীলবর্ণ কপর্দযুক্ত নিত্যতরুণ, উপাসকদের দুষ্কর্ম-ছেদনকারী, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের শুষ্ককণ্ঠ করে দাও। ৬ ॥ হে ইন্দ্র, যে প্রতিবাদী আমাদের যুক্তি দ্বারা তিরস্কার করে, তার প্রতিকূল প্রশ্নরূপ বাক্য তুমি বিনাশ কর। তোমার শক্তির দ্বারা আমাদের গ্রহণীয় বাক্যযুক্ত কর এবং বাদী আমাকে প্রতিবাদী থেকে উৎকৃষ্টতর কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। পঞ্চম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত আছে, তার মধ্যে প্রথম সূক্তের দ্বারা বিবাদজয়কর্মে পাঠা-নামক ওষধির মূল অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করে সভাস্থানে প্রবেশ করতে হয়। এরূপ পাঠা-নামক ওষধির মূল এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত সাতটি পত্রের দ্বারা বিরচিত পাঠা-মালা মস্তকে ধারণ করতে হয়। এরূপ অপরাজিতা নামক মহাশান্তি-কর্মে পাঠামূল মণিবন্ধনে এ-সূক্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'রুদ্র'—শব্দের সায়ণাচার্য বহু অর্থ করেছেন। 'জলাষভেষজ' —শব্দের অর্থ সুখকর ঔষধ যার অথবা সামান্য জলও যার স্মরণে ঔষধ হয়, সে রুদ্র। এখানে রুদ্রের বহু নাম দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

তুভ্যমেব জরিমন্ বর্ধতাময়ং মেমমন্যে মৃত্যবো হিংসিষুঃ শতং যে।
মাতেব পুত্রং প্রমনা উপস্থে মিত্র এনং মিত্রিয়াৎ পাত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
মিত্র এনং বরুণো বা রিশাদা জরামৃত্যুং কৃণুতাং সংবিদানৌ।
তদগ্নির্হোতা বয়ুনানি বিদ্বান্ বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি ॥ ২ ॥
ত্বমীশিষে পশূনাং পার্থিবানাং যে জাতা উত বা যে জনিত্রাঃ।
মেমং প্রাণো হাসীন্মো অপানো মেমং মিত্রা বধিষুর্মো অমিত্রাঃ ॥ ৩ ॥
দ্যৌষ্টবা পিতা পৃথিবী মাতা জরামৃত্যুং কৃণুতাং সংবিদানে।
যথা জীবা অদিতেরুপস্থে প্রাণাপানাভ্যাং গুপিতঃ শতং হিমাঃ ॥ ৪ ॥
ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চসে নয় প্রিয়ং রেতো বরুণ মিত্ররাজন্।
মাতেবাস্মা অদিতে শর্ম যচ্ছ বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাসৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে স্তূয়মান অগ্নি, তোমার পরিচর্যার জন্য এ কুমার রোগাদিরহিত হয়ে বৃদ্ধি লাভ করুক। অপরিমিত রাক্ষস, পিশাচ, রোগাদি মৃত্যুতুল্য হিংসকেরা এ বালককে যেন হিংসা না করে। আনন্দিত চিত্ত মিত্রদেব মাতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে করে, সেরূপ নিকট প্রদেশ থেকে বন্ধুজনের দ্রোহজনিত পাপ থেকে এ বালককে রক্ষা করুক। ১ ॥ দিনের অভিমানী দেবতা মিত্র ও রাতের অভিমানী দেবতা বরুণ, হিংসকদের ভক্ষণকারী তারা দুজন একমত হয়ে এ বালকের জরামৃত্যু (অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুকাল) প্রদান করুক। দেবগণের আহ্বানকারী, প্রজ্ঞানযুক্ত অগ্নিদেব দেবগণের সকল প্রাদুর্ভাবস্থান লাভ করে এ বালকের দীর্ঘ আয়ু বলুক অর্থাৎ অগ্নিপ্রমুখ সকল দেবতারা এ বালককে দীর্ঘায়ু করুক। ২ ॥ হে অগ্নি, পৃথিবীতে উৎপন্ন জাত ও জনিষ্যমাণ সকল প্রাণিগণের তুমি অধিপতি ; তোমার প্রসাদে প্রাণ ও অপান বায়ু যেন এ বালককে পরিত্যাগ না করে, সেরূপ মিত্র ও অমিত্র কেউ যেন এ কুমারকে হিংসা না করে। ৩ ॥ হে মাণবক, পিতৃরূপ দ্যুলোক ও মাতৃরূপ ভূলোক একমত হয়ে তোমাকে দীর্ঘায়ু করুক। অখণ্ডিত পৃথিবীর (অদিতির) ক্রোড়ে প্রাণ ও অপানের দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত বছর তুমি জীবিত থাক। ৪ ॥ হে অগ্নি, এ বালককে শতায়ু ও তেজ দাও। হে রাজা মিত্র ও বরুণ, এ বালককে প্রিয় (পুত্রাদি-জনন-সমর্থ) রেত দাও। হে দেবমাতা অদিতি, মায়ের মত এ বালককে সুখ দাও। হে বিশ্বদেবগণ, এ বালক যাতে জরাপর্যন্ত সকল ব্যাপারে সমর্থ হয়, সেরূপ দীর্ঘায়ু সম্পন্ন কর। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'তুভ্যমেব জরিমন্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গোদান ও চৌলকর্মে মাতা-পিতা পরস্পর তিনবার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করবে। সে কর্মে এ সূক্তের দ্বারা তিনটি ঘৃতপিণ্ড অভিমন্ত্রিত করে পুত্রকে ভক্ষণ করাতে হবে। ৫ম মন্ত্রে 'জরদষ্টিঃ' শব্দের অর্থ—জরা পর্যন্ত জীবনের ব্যাপ্তি যার, অথবা জীর্ণ হলেও সর্বব্যাপারে যার ব্যাপ্তি অর্থাৎ প্রসার আছে, সেরূপ দীর্ঘায়ু হও।

তৃতীয় সূক্ত

পার্থিবস্য রসে দেবা ভগস্য তন্বো বলে।
আয়ুষ্যমস্মা অগ্নিঃ সূর্যো বর্চ আ ধাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ১ ॥
আয়ুরস্মৈ ধেহি জাতবেদঃ প্রজাং ত্বষ্টরধিনিধেহ্যস্মৈ।
রায়স্পোষং সবিতরা সুবাস্মৈ শতং জীবাতি শরদস্তবায়ম্ ॥ ২ ॥

আশীর্ণ ঊর্জমুত সৌপ্রজাস্ত্বং দক্ষং ধত্তং দ্রবিণং সচেতসৌ।
জয়ং ক্ষেত্রাণি সহসায়মিন্দ্র কৃণ্বানো অন্যানধরান্ত্ সপত্নান্ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রেণ দত্তো বরুণেন শিষ্টো মরুদ্ভিরুগ্রঃ প্রহিতো ন আগন্।
এষ বাং দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে মা ক্ষুধন্মা তৃষৎ ॥ ৪ ॥
ঊর্জমস্মা ঊর্জস্বতী ধত্তং পয়ো অস্মৈ পয়স্বতী ধত্তম্।
ঊর্জমস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী অধাতাং বিশ্বে দেবা মরুত ঊর্জমাপঃ ॥ ৫ ॥
শিবাভিষ্টে হৃদয়ং তর্পয়াম্যনমীবো মোদিষীষ্ঠাঃ সুবর্চাঃ।
সবাসিনৌ পিবতাং মন্থমেতমশ্বিনো রূপং পরিধায় মায়াম্ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্র এতাং সসৃজে বিদ্ধো অগ্র ঊর্জাং স্বধামজরাং সা ত এষা।
তয়া ত্বং জীব শরদঃ সুবর্চা মা ত আ সুস্রোদ্ ভিষজস্তে অক্রন্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রাদি দেবগণ এ পুরুষকে ভগদেবতার মত শারীরিক বলযুক্ত করুক (অথবা পার্থিব ব্রীহি যজ্ঞাদির সারাংশে ও বলে এ পুরুষকে যুক্ত করুক)। অগ্নি এ পুরুষের শত বছর পরমায়ু দিক, সকলের প্রেরক আদিত্য ও মন্ত্রের পালক বৃহস্পতিদেব এ পুরুষের শারীরিক কান্তি ও বেদাধ্যয়ন-জনিত তেজ প্রদান করুক। ১ ॥ হে জাতপ্রাণিগণের বেত্তা অগ্নি, এ পুরুষকে শত বছর আয়ু দাও। হে ত্বষ্টা, এ পুরুষে পুত্রপৌত্রাদি অধিক স্থাপন কর। হে সকলের প্রেরক সবিতা দেব, এ পুরুষের কাছে গবাদি ধনসমৃদ্ধি প্রেরণ কর। হে দেবগণ, তোমাদের অনুগ্রহে এ ব্যক্তি শত বছর জীবিত থাকুক। ২ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের ধনধান্যাদি সম্পত্তি দাও (অথবা আমাদের ফলপ্রার্থনারূপ আশীর্বাদ সত্য হোক)। আমাদের অন্ন ও শোভন পুত্র-যুক্ত কর। তোমরা এক মত হয়ে বল ও ধন আমাদের দাও। হে ইন্দ্র, তোমার প্রসাদে এ পুরুষ বলের দ্বারা শত্রুজয় ও তাদের ক্ষেত্রাদি আত্মসাৎ করে অপর শত্রুদের পরাজিত করুক। ৩ ॥ তৃষ্ণাগৃহীত পুরুষ ইন্দ্রের দ্বারা জীবন লাভ করে, অনিষ্টনিবারক বরুণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, মরুদ্গণের দ্বারা বলযুক্ত হয়ে প্রেরিত হয়েছে। হে দ্যাবপৃথিবী, তোমাদের ক্রোড়ে বর্তমান এ পুরুষ ক্ষুধায় পীড়িত ও তৃষ্ণায় আর্ত যেন না হয়। ৪ ॥ হে বলবতী দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা এ তৃষ্ণারোগযুক্ত পুরুষকে বলকর অন্ন দাও। হে পয়স্বতী, তোমরা একে জল দাও। দ্যাবাপৃথিবী একে প্রার্থিত অন্ন (বা বল) দিয়েছে। বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ ও জলদেবতারা একে বল দিয়েছে। ৫ ॥ হে তৃষ্ণারোগগ্রস্ত পুরুষ, তোমার নীরস হৃদয় সুখকর জলে তর্পণ করছি। তুমি তৃষ্ণারোগরহিত ও শোভন তেজ-যুক্ত হয়ে আনন্দিত হও। এক বস্ত্র পরিধানকারী (অথবা এক স্থানে অবস্থানকারী ব্যাধিত ও অব্যাধিত) তোমরা দুজন দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীদ্বয়ের মায়াময় রূপ ধারণ করে এ মন্থ পান কর। ৬ ॥ পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্রাদি অসুরের দ্বারা তাড়িত হয়ে তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য এ বলকারক, অন্নের মত পুষ্টিকর, জরানিবর্তক মন্থ সৃষ্টি করেছিল। হে তৃষ্ণারোগগ্রস্ত পুরুষ, তোমাকে তা দেয়া হচ্ছে, এ মন্থ তোমার শরীর থেকে যেন প্রচ্যুত না হয় অর্থাৎ শরীরে থেকে তোমাকে বলযুক্ত করুক। আদি বৈদ্যগণ তোমার এ ঔষধ বিধান করেছেন। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'পার্থিবস্য' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা তৃষ্ণারোগে আর্ত পুরুষের চিকিৎসা কর্মে সূর্যোদয় কালে সূক্তোক্ত-প্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষকে বসিয়ে মথিত সক্তুদক অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা নদী প্রভৃতিতে জল অভিমন্ত্রিত করে তা নিয়ে 'সবাসিনৌ' (৬) এই অর্ধ ঋকের দ্বারা ব্যাধিত ও

অব্যাধিত পুরুষকে একাসনে বসিয়ে একবস্ত্র পরিধান করিয়ে উভয়কে মন্থ পান করাতে হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যথেদং ভূম্যা অধি তৃণং বাতো মথায়তি।
এবা মথ্নামি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ১ ॥
সং চেন্নয়াথো অশ্বিনা কামিনা সং চ বক্ষথঃ।
সং বাং ভগাসো অগ্মত সং চিত্তানি সমু ব্রতা ॥ ২ ॥
যৎ সুপর্ণা বিবক্ষবো অনমীবা বিবক্ষবঃ।
তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্মলং যথা ॥ ৩ ॥
যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ্ বাহ্যং তদন্তরম্।
কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং মনো গৃভায়ৌষধে ॥ ৪ ॥
এয়মগন্ পতিকামা জনিকামোঽহমাগমম্।
অশ্বং কনিক্রদদ্ যথা ভগেনাহং সহাগমম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ ভূমির উপর পরিদৃশ্যমান এ তৃণকে বায়ু (ঝড়রূপ) যেমন আলোড়িত করছে, হে স্ত্রী, সেরূপ আমি তোমার মনকে মথিত করছি, যাতে তুমি আমার প্রতি অভিলাষিণী হও, যাতে আমার কাছ থেকে অন্যত্র না যেতে পার। ১ ॥ হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা আমার অভিলষিত স্ত্রীকে আমার কাছে এনে দাও ও আমার সাথে যুক্ত কর। তোমাদের ভাগ্য, জ্ঞান ও কর্মসকল আমার সাথে যুক্ত হোক। ২ ॥ শোভন পক্ষবিশিষ্ট পারাবতগুলি যে স্ত্রীবিষয়ক বাক্য বলতে ইচ্ছা করে, নীরোগ দৃপ্ত কামী জন যা বলতে চায়, স্ত্রী-বিষয়ক আমার সে বাক্য শুনে স্ত্রী আমার বশীভূত হোক। ৩ ॥ অন্তরে মন যে অর্থ গ্রহণ করে, তা বাইরে বাক্যের বিষয়ীভূত হয় এবং বাইরে যা প্রকাশ পায়, তা অন্তরের বিষয় হয়। হে তৃণাদিরূপ ওষধি, তুমি অনবদ্য সম্পূর্ণাবয়ব কন্যাদের সেরূপ মন গ্রহণ কর অর্থাৎ তোমার অনুলেপনের দ্বারা তাকে আমার অনুরক্তচিত্ত কর। ৪ ॥ পতির অভিলাষ করে স্ত্রী আমার কাছে এসেছে, আমিও স্ত্রীর অভিলাষ করে তাকে লাভ করেছি। হ্রেষাশব্দকারী অশ্ব যেমন বড়বার সাথে মিলিত হয়, সেরূপ আমি স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্ত্রীবশীকরণ কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। বৃক্ষের ত্বক্, শরখণ্ড, রাঞ্জনকুষ্ঠ-দ্রব্যাদি পেষণ করে ঘৃতের দ্বারা মিশ্র করে স্ত্রীর অঙ্গে লেপন করতে হবে—ইত্যাদি বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্রস্য যা মহী দৃষৎ ক্রিমের্বিশ্বস্য তর্হণী।
তয়া পিনষ্মি সং ক্রিমীন্ দৃষদা খল্বাঁ ইব ॥ ১ ॥
দৃষ্টমদৃষ্টমতৃহমথো কুরুরুমতৃহম্।
অল্গণ্ডূন্ত্সর্বান্ছলুনান্ ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি ॥ ২ ॥
অল্গণ্ডূন্ হন্মি মহতা বধেন দূনা অদূনা অরসা অভূবন্।
শিষ্টানশিষ্টান্ নি তিরামি বাচা যথা ক্রিমীণাং নকিরুচ্ছিষাতৈ ॥ ৩ ॥

অন্বান্ত্র্যং শীর্ষণ্যমথো পার্ষ্টেয়ং ক্রিমীন্ ।
অবস্কবং ব্যধ্বরং ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি ॥ ৪ ॥
যে ক্রিময়ঃ পর্বতেষু বনেষ্বোষধীষু পশুষ্বপ্স্বন্তঃ ।
যে অস্মাকং তন্বমাবিবিশুঃ সর্বং তদ্ধন্মি জনিম ক্রিমীণাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রদেবের সকল ক্রিমির নাশক যে মহৎ শিলা আছে, তা দিয়ে শরীরান্তর্গত সকল ক্রিমি আমি চূর্ণ করছি, যেমন পেষণী দিয়ে চণক পেষণ করা হয়। ১ ॥ দৃষ্ট, অদৃষ্ট সকল ক্রিমি বিনাশ করছি। শরীরের মধ্যস্থিত **সকল** ক্রিমিকুলকে নাশ করছি। সেরূপ অলগণ্ডু, শলুন নামক অন্যান্য ক্রিমিদের এ মন্ত্রের দ্বারা নাশ করছি। ২ ॥ রক্ত ও মাংসের দূষক অলগণ্ডু নামক ক্রিমিদের হননসাধক মহৎ মন্ত্র ও ওষধির দ্বারা বিনাশ করছি। আমার ওষধি প্রভৃতির দ্বারা যারা তপ্ত এবং যারা তপ্ত হয় নি, তারা সকলে শুষ্ক হোক। শিষ্ট ও অশিষ্ট (পূর্বে যারা হত হয় নি) সকল ক্রিমি এ মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করছি। ক্রিমিদের মধ্যে যারা শুষ্ক হতে চায় না, তাদের এ মন্ত্রের প্রভাবে বিনাশ করছি। ৩ ॥ অন্ত্রের মধ্যে জাত, মস্তকে জাত, শরীরের অবয়বে (পার্শ্বে) জাত, ভেতরে প্রবেশ করে স্থিত, নানা ছিদ্র তৈরী করে গমনকারী সকল ক্রিমিদের এ মন্ত্রে বিনাশ করছি। ৪ ॥ যে ক্রিমি পর্বতে, বনে, ওষধিতে, পশু ও জলে জাত, যারা আমাদের শরীরের মধ্যে ব্রণ বা অন্নপানাদি দ্বারা প্রবিষ্ট, সে সকল ক্রিমিদের উৎপত্তি আমি নাশ করছি। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'ইন্দ্রস্য যা মহী' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শরীরগত বিবিধ ক্রিমিরোগের শান্তির জন্য ঘৃতমিশ্রিত কৃষ্ণচণক (ছোলা) দ্বারা হোম করতে হয়। সেরূপ গাভীর লোম বেষ্টিত শরকাণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করে ধারণ করতে হয়। এরূপ রাস্তার (চৌ-মাথার) ধূলি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ঘষে দক্ষিণ মুখ হয়ে এ সূক্তগুলি জপ করে ব্যাধিগ্রস্তের উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করে রোগী দু-হাতে সে ধূলি মর্দন করবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উদ্যন্নাদিত্যঃ ক্রিমীন্ হন্তু নিম্রোচন্ হন্তু রশ্মিভিঃ ।
যে অন্তঃ ক্রিময়ো গবি ॥ ১ ॥
বিশ্বরূপং চতুরক্ষং ক্রিমিং সারঙ্গমর্জুনম্ ।
শৃণাম্যস্য পৃষ্টীরপি বৃশ্চামি যচ্ছিরঃ ॥ ২ ॥
অত্রিবদ্বঃ ক্রিময়ো হন্মি কণ্ববজ্জমদগ্নিবৎ ।
অগস্ত্যস্য ব্রহ্মণা সং পিনষ্ম্যহং ক্রিমীন্ ॥ ৩ ॥
হতো রাজা ক্রিমীণামুতৈষাং স্থপতির্হতঃ ।
হতো হতমাতা ক্রিমির্হতভ্রাতা হতস্বসা ॥ ৪ ॥
হতাসো অস্য বেশসো হতাসঃ পরিবেশসঃ ।
অথো যে ক্ষুল্লকা ইব সর্বে তে ক্রিময়ো হতাঃ ॥ ৫ ॥

প্র তে শৃণামি শৃঙ্গে যাভ্যাং বিতুদায়সি।
ভিনদ্মি তে কুষুম্ভং যস্তে বিষধানঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ আদিত্য উদয় লাভ করে তার কিরণের দ্বারা ক্রিমিদের বিনাশ করুক এবং অস্তগমনকালে ব্যাপনশীল রশ্মির দ্বারা ক্রিমিদের বিনাশ করুক, যে ক্রিমিগুলি গাভীর শরীরের মধ্যে আছে। ১॥ নানা আকার বিশিষ্ট, চতুর্নেত্র, শবলবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, এরূপ বহু আকারের ক্রিমি নাশ করছি। যে সকল ক্রিমি পার্শ্বের অবয়ব ও শরীরান্তর্গত মাংসাদির ভক্ষক, তাদের প্রধান অঙ্গ (মস্তক) এ মন্ত্রে ছিন্ন করছি। ২॥ হে ক্রিমিসকল, তোমাদের আমি অত্রি, কণ্ব ও জমদগ্নির মত মন্ত্রপ্রভাবে বিনাশ করছি। সেরূপ মহর্ষি অগস্ত্যের মন্ত্রের দ্বারা সকল ক্রিমির নাশ করছি। ৩॥ আমাদের প্রযুক্ত মন্ত্রৌষধির দ্বারা ক্রিমিদের রাজা, মন্ত্রী, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর সাথে সকল ক্রিমি নষ্ট হয়েছে। ৪॥ এ ক্রিমিকুলের মুখ্য নিবাস স্থান নষ্ট হয়েছে সমীপবর্তী গৃহও নষ্ট হয়েছে। আর যারা ক্ষুদ্র বীজাবস্থা-প্রাপ্ত ও যারা সূক্ষ্ম দুর্লক্ষণীয় ক্রিমি আছে, সে সকল ক্রিমি (এ মন্ত্র-প্রভাবে) নষ্ট হয়েছে। ৫॥ হে ক্রিমি, তোমার শৃঙ্গ-দুটি ভগ্ন করছি, যা দিয়ে তুমি ব্যথা দাও। তোমার কুষুম্ভ (অবয়ব-বিশেষ) বিদীর্ণ করছি, যা তোমার বিষস্থান। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। ষষ্ঠ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। তার মধ্যে 'উদ্যন্নাদিত্য'— ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা গাভীর ক্রিমি-চিকিৎসা কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এ মন্ত্র পাঠ করে ত্রি-সন্ধ্যা ক্রিমিযুক্ত ব্রণের মুখে দর্ভের দ্বারা তাড়না করতে হয়। এ সূক্তের মন্ত্রে সাজ্য কৃষ্ণ চণকের দ্বারা হোমাদি করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১ ॥
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্য কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ২ ॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্ণাৎ পার্শ্বাভ্যাম্।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহ্নো যক্নস্তে বি বৃহামসি ॥ ৩ ॥
আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোরুদরাদধি।
যক্ষ্মং কুক্ষিভ্যাং প্লাশের্নাভ্যা বি বৃহামি তে ॥ ৪ ॥
উরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং ভসদ্যং শ্রোণিভ্যাং ভাসদং ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ৫ ॥
অস্থিভ্যস্তে মজ্জভ্যঃ স্নাবভ্যো ধমনিভ্যঃ।
যক্ষ্মং পাণিভ্যামঙ্গুলিভ্যো নখেভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ৬ ॥
অঙ্গেঅঙ্গে লোম্নিলোম্নি যস্তে পর্বণিপর্বণি।
যক্ষ্মং ত্বচস্যং তে বয়ং কশ্যপস্য বীবর্হেণ বিষ্বঞ্চং বি বৃহামসি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে যক্ষ্মা-গৃহীত পুরুষ, তোমার চক্ষু-দুটি থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার নাসিকা, কর্ণ, ওষ্ঠের অধোভাগ, মস্তক, মস্তিষ্ক ও জিহ্বাদেশ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ১॥ হে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, তোমার

গ্রীবাদেশ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ. তোমার ঊর্ধ্ব নাড়ী থেকে, বক্ষের ধমনী থেকে, সংযুক্ত অস্থি থেকে, উভয় হস্ত, বাহু ও স্কন্ধভাগ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ২ ॥ হে রুগ্ন, তোমার হৃদয় পুণ্ডরীক থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার ক্লোম ও হলীক্ষ্ম (হৃদয় সমীপস্থ মাংসপিণ্ড) থেকে, উভয় পার্শ্ব ও তার নিকটবর্তী পিত্তাধার পাত্র থেকে, প্লীহা ও যকৃৎ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৩ ॥ হে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি, তোমার অন্ত্র ও গুহ্যদেশ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার স্থবির অন্ত্র, জঠর, কুক্ষিদ্বয়, প্লাশ (মলপাত্র) ও নাভিমণ্ডল থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৪ ॥ হে রোগার্ত, তোমার ঊরু, জানু, পায়ের তল ও অগ্রভাগ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার কটি, শ্রোণি ও কটির নিম্নভাগ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৫ ॥ হে রোগার্ত, তোমার অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনি, পাণিদ্বয়, অঙ্গুলি ও নখগুলি থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৬ ॥ হে রুগ্ন, তোমার সকল ত্বক, সকল লোম, সকল সন্ধিস্থান থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। সেরূপ তোমার সকল ত্বক ও চক্ষুরাদি সকল অবয়ব থেকে মহর্ষি কশ্যপের বিবর্হ (পৃথক্-করণ) সূক্তের দ্বারা যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নামোল্লেখ দ্বারা এখন পর্যন্ত প্রযুজ্যমান মন্ত্রের অমোঘ শক্তি সূচিত হয়েছে)। ৭।

টীকা ঃ ১-৭। 'অক্ষিভ্যাং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অক্ষি, নাসিকা, কর্ণ, শির, জিহ্বা, গ্রীবাদি সকল অবয়বে যক্ষ্মাদি রোগের চিকিৎসাকর্মে রোগার্ত পুরুষের সকল অঙ্গে অভিমন্ত্রিত জল নিক্ষেপ করার বিধি দেখা যায়। সকল রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে এ মন্ত্রগুলি বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ অশ্বমেধাদি যজ্ঞে দীক্ষিত যজমানের চিকিৎসা-কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ বৈতানসূত্রে দেখা যায়।

তৃতীয় সূক্ত

য ঈশে পশুপতিঃ পশূনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্।
নিষ্ক্রীতঃ স যজ্ঞিয়ং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানং সচন্তাম্ ॥ ১ ॥
প্রমুঞ্চন্তো ভুবনস্য রেতো গাতুং ধত্ত যজমানায় দেবাঃ।
উপাকৃতং শশমানং যদস্থাৎ প্রিয়ং দেবানামপ্যেতু পাথঃ ॥ ২ ॥
যে বধ্যমানমনু দীধ্যানা অন্বৈক্ষন্ত মনসা চক্ষুষা চ।
অগ্নিষ্টানগ্রে প্র মুমোক্তু দেবো বিশ্বকর্মা প্রজয়া সংররাণঃ ॥ ৩ ॥
যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপা বিরূপাঃ সন্তো বহুধৈকরূপাঃ।
বায়ুষ্টানগ্রে প্র মুমোক্তু দেবঃ প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণঃ ॥ ৪ ॥
প্রজানন্তঃ প্রতি গৃহ্নন্তু পূর্বে প্রাণমঙ্গেভ্যঃ পর্যাচরন্তম্।
দিবং গচ্ছ প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ স্বর্গং যাহি পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ যে পশুপতি রুদ্র গবাদি চতুষ্পদ পশুদের ও দ্বিপদ মনুষ্যাদির নিয়ামক, তার কাছ থেকে নিষ্ক্রীত এ বশারূপ পশু যজ্ঞিয়ভাগ হোক, আর যজমানের পশুহিরণ্যাদি সমৃদ্ধি হোক। ১ ॥ যাগের দ্বারা সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণরূপ এ হন্যমান পশুকে পরিত্যাগ করে গমনকারী হে চক্ষুরাদি দেবগণ, তোমরা এ যজমানের পুণ্যলোক গমনের পথ করে দাও। উপাকরণের দ্বারা সংস্কৃত, সে লোক থেকে গমনকারী এ পশুর যে মাংসরূপ অন্ন আছে, তা দেবতাদের প্রিয়। (অথবা,

হে অগ্ন্যাদি দেবগণ, সকল প্রাণীর পুষ্টিরূপ জল বর্ষণ করে গমনকারী তোমরা এ যজমানের পুণ্যলোকগমনের পথ করে দাও)। ২ ॥ সযূথের যে পশুগণ এ বধ্যমান পশুর জন্য অনুতপ্ত হয়ে স্নেহবশত মন ও চক্ষু দ্বারা দেখছে, সে সকল পশুদের অগ্নিদেব প্রথমে স্নেহপাশ মুক্ত করুক এবং বিশ্বকর্মা স্বসৃষ্ট প্রজার সাথে শব্দ করে দানের জন্য একমত হোক। ৩ ॥ যে গ্রাম্য গবাদি পশুগণ বিবিধরূপ ও বহু হয়েও যজ্ঞে বধ্যমান পশুর প্রতি একস্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে, বায়ু সে-সকল পশুদের প্রথমে স্নেহপাশ মুক্ত করুক এবং প্রজাপতি নিজ প্রজার সাথে দানের জন্য একমত হোক। ৪ ॥ এ যাগের উপযুক্ত তোমার মহিমা জেনে পূর্বে অন্তরিক্ষলোকে স্থিত দেবগণ, তোমার শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত আত্মাকে গ্রহণ করুক। তারপর তুমি দেবগণের দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে অন্তরিক্ষে যাও এবং সেখানে দিব্য ভোগযোগ্য শরীরে প্রতিষ্ঠিত হও। পরে দেবযান পথে স্বর্গলোকে গমন কর। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'য ঈশে পশুপতিঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সর্বলোকের আধিপত্য কামনায় ইন্দ্র ও অগ্নির যাগের বিনিয়োগ দেখা যায়। এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। পশুযাগে এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা যূপ থেকে বিমুক্ত পশুর অনুমন্ত্রণের বিধি বৈতান সূত্রে দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যে ভক্ষয়ন্তো ন বসূন্যানৃধুর্যানগ্নয়ো অন্বতপ্যন্ত ধিষ্ণ্যাঃ।
যা তেষামবয়া দুরিষ্টিঃ স্বিষ্টিং নস্তাং কৃণবদ্ বিশ্বকর্মা ॥ ১ ॥
যজ্ঞপতিমৃষয় এনসাহুর্নির্ভক্তং প্রজা অনুতপ্যমানম্।
মথব্যান্ স্তোকানপ যান্ ররাধ সং নষ্টেভিঃ সৃজতু বিশ্বকর্মা ॥ ২ ॥
অদান্যান্ৎসোমপান্ মন্যমানো যজ্ঞস্য বিদ্বান্ত্সময়ে ন ধীরঃ।
যদেনশ্চকৃবান্ বদ্ধ এষ তং বিশ্বকর্মন্ প্র মুঞ্চা স্বস্তয়ে ॥ ৩ ॥
ঘোরা ঋষয়ো নমো অস্ত্বেভ্যশ্চক্ষুর্যদেষাং মনসশ্চ সত্যম্।
বৃহস্পতয়ে মহিষ দ্যুমন্নমো বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্যস্মান্ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞস্য চক্ষুঃ প্রভৃতির্মুখং চ বাচা শ্রোত্রেণ মনসা জুহোমি।
ইমং যজ্ঞং বিততং বিশ্বকর্মণা দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ অযাগের জন্য বায় করে আমরা সমৃদ্ধ হই নি, আহবনীয়াদি স্থানে স্থিত অগ্নি আমাদের উদ্দেশ্য করে অনুতপ্ত হয়েছে। যাগাদিতে দক্ষিণাদি না দিলে যাগবৈকল্যের ফলে ধনীদের জন্ম বৃথা, অতএব এরা শোচনীয়। এরূপ অযাগ ও দুষ্টযাগকারী আমাদের অনিষ্ট ও দুরিষ্টি দোষ পরিহারের জন্য বিশ্বকর্মা স্বিষ্টি (শোভন যাগ) করাক। ১ ॥ অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষিগণ সে যজমানকে পাপযুক্ত বলে অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ যার যাগবৈকল্যের ফলে প্রজাগণ অনুতপ্ত এবং তাদের সাথে যে অনুতপ্ত, সেরূপ যজমানকে পাপযুক্ত বলে। বিশ্বকর্মা প্রজাপতি মধুর রসের বিন্দুর দ্বারা আমাদের যজ্ঞপতিকে যুক্ত করুক। ২ ॥ সংগ্রামে স্বভুজবলাভিমানী যোদ্ধা অপর প্রতিযোদ্ধাকে যেমন তিরস্কার করে, সেরূপ আমি যজ্ঞের স্বরূপ জানি—এরূপ বিদ্যামদে বিমোহিত হয়ে অন্য সোমযাগকারী পণ্ডিতকে দানের অযোগ্য মনে করে যে পাপ করেছি, হে বিশ্বকর্মা, সে পাপ থেকে আমাকে মুক্ত কর। ৩ ॥ ক্রূর প্রাণগুলির উদ্দেশে নমস্কার ; প্রাণ, মন অন্তঃকরণের মধ্যে

যথার্থদর্শী যে চক্ষু, তার উদ্দেশে নমস্কার। দেবপতি বৃহস্পতির উদ্দেশে মহৎ শোভন ও দীপ্তিযুক্ত নমস্কার। হে বিশ্বকর্মা, তোমার উদ্দেশে নমস্কার, ক্রুর চক্ষুরাদির দোষ পরিহার করে আমাদের রক্ষা কর। ৪॥ যজ্ঞের চক্ষুরূপ আদিভূত মুখের মত মুখ্য অগ্নিকে শ্রোত্রাদি যুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা যাগ করছি। বিশ্বকর্মার দ্বারা বিস্তৃত এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ শোভন মন নিয়ে (অনুগ্রহ বুদ্ধিতে) আসুক। ৫॥

টীকা ঃ ১-৫। 'যে ভক্ষয়ন্তঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বহুজনের মধ্যে ভোজনকারী ব্যক্তি দৃষ্টিদোষ নিবারণের জন্য অন্ন অভিমন্ত্রিত করে ভোজন করবে। সেরূপ সর্বলোকের আধিপত্য কামনা করে এ সূক্তের দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নির যাগ বা অন্নদান করতে হয়। চতুর্থ সূক্তে 'ঋষয়ঃ'—শব্দে এখানে আচার্য সায়ণ 'চক্ষুরাদি প্রাণ' অর্থ করেছেন, ''ঋষয়ঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদ্যাঃ''। ঋষি শব্দের দ্বারা সামান্য ভাবে চক্ষুরাদি গৃহীত হলেও প্রাধান্য দ্যোতনা করার জন্য চক্ষু-শব্দের পৃথক গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

আ নো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো গমেদিমাং কুমারীং সহ নো ভগেন।
জুষ্টা বরেষু সমনেষু বল্গুরোষং পত্যা সৌভগমস্ত্বস্যৈ ॥ ১ ॥
সোমজুষ্টং ব্রহ্মজুষ্টমর্যম্ণা সংভৃতং ভগম্।
ধাতুর্দেবস্য সত্যেন কৃণোমি পতিবেদনম্ ॥ ২ ॥
ইয়মগ্নে নারী পতিং বিদেষ্ট সোমো হি রাজা সুভগাং কৃণোতি।
সুবানা পুত্রান্ মহিষী ভবাতি গত্বা পতিং সুভগা বি রাজতু ॥ ৩ ॥
যথাখরো মঘবংশ্চারুরেষ প্রিয়ো মৃগাণাং সুষদা বভূব।
এবা ভগস্য জুষ্টেয়মস্তু নারী সংপ্রিয়া পত্যাবিরাধয়ন্তী ॥ ৪ ॥
ভগস্য নাবমা রোহ পূর্ণামনুপদস্বতীম্।
তয়োপপ্রতারয় যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥ ৫ ॥
আ ক্রন্দয় ধনপতে বরমামনসং কৃণু।
সর্বং প্রদক্ষিণং কৃণু যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥ ৬ ॥
ইদং হিরণ্যং গুল্গুল্বয়মৌক্ষো অথো ভগঃ।
এতে পতিভ্যস্ত্বামদুঃ প্রতিকামায় বেত্তবে ॥ ৭ ॥
আ তে নয়তু সবিতা নয়তু পতির্যঃ প্রতিকাম্যঃ।
ত্বমস্যৈ ধেহ্যোষধে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, সম্ভাযক কন্যার্থী পুরুষ শোভন বুদ্ধি নিয়ে কন্যাপক্ষের (আমাদের) কাছে আসুক (অথবা পূর্বে কন্যাকে অপছন্দ করেছে যে পুরুষ, সে এখন কন্যার কামনাযুক্ত কল্যাণী বুদ্ধি নিয়ে কন্যা বরণ করতে আমাদের কাছে আসুক)। কন্যা বরণ করতে আগত বরপক্ষীয়ের এ কন্যা রুচিরা ও প্রীতিজননী হোক। পতির সাথে নিবাসের সৌভাগ্য এ কন্যা লাভ করুক। ১॥ সোমদেব, গন্ধর্ব ও অগ্নিদেবের দ্বারা স্বীকৃত এ কন্যা ধাতৃ-দেবের অনুজ্ঞানুসারে মনুষ্যপতি লাভ করুক। (সোমদেব, গন্ধর্ব ও অগ্নির ভোগের পর কন্যার মনুষ্যপতি লাভ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)। ২॥ হে অগ্নি, আমাদের এ কুমারী (কন্যা) পতি লাভ করুক,

যেহেতু রাজা সোম একে সৌভাগ্যযুক্ত করেছে। পতি লাভের পর এ কন্যা পুত্র উৎপন্ন করে শ্রেষ্ঠ (মহিষী) ভার্যা হোক। এভাবে পতি লাভ করে সৌভাগ্যযুক্ত হয়ে এ কন্যা বিরাজ করুক। ৩ ॥ ভোগ্যপদার্থযুক্ত শোভন নিজাবাস-প্রদেশ যেমন সুখে অবস্থান-যোগ্য হয়, সেরূপ এ নারী পতির সাথে সম্যক্ প্রীতিকর পুত্র ও অশ্বাদির দ্বারা সমৃদ্ধা হয়ে সৌভাগ্যবতী হোক। ৪ ॥ ভাগের প্রাপ্তিসাধক, অভিমতফলের পরিপূরক ক্ষয়রহিত এ নৌকায় হে কন্যা, তুমি ওঠ। এর দ্বারা যে পতি তুমি প্রতিনিয়ত কামনা কর, তার নিকট নিজেকে নিয়ে যাও। ৫ ॥ হে ধনপতি (বৈশ্রবণ), বরকে এ কন্যার অভিমুখে ডাক, তাকে এর অভিমুখ-মনস্ক কর। বিবাহের অনুকূল ব্যাপার-রূপ সকল প্রাণীর প্রদক্ষিণ আচার কর। যে বর অভিলষিত, তার উদ্দেশে সকলকে প্রদক্ষিণ কর। ৬ ॥ এ সোনার অলংকার, গুগ্‌গুল, ঔক্ষ (প্রলেপন দ্রব্য) ও এদের অধিষ্ঠাতা ভগ-নামক দেবতা এ-সকলের ধারণ, ধূপন ও অনুলেপনের দ্বারা, হে কুমারি, তোমাকে সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নির কাছ থেকে প্রতিনিয়ত তোমার কামনাকারী মানুষ পতিকে লাভ করার জন্য প্রদান করুক। ৭ ॥ হে কন্যা, তোমার উদ্দেশে সকলের প্রেরক সবিতা দেব বর এনে দিক। সে পতিও তোমাকে বিবাহ করে নিজ গৃহে নিয়ে যাক। হে ওষধি, তুমিও এ কুমারীর জন্য পতি দাও। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'আ নো অগ্নে'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পতি লাভ কর্মে কুমারীর অলংকার, গুগ্‌গুল, ঔক্ষ (প্রলেপন দ্রব্যবিশেষ) সম্পাতিত করে ক্রমে বন্ধন, ধূপন ও প্রলেপন করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা রাতে ব্রীহির যাগ করে কুমারীকে দক্ষিণ দিক থেকে পরিক্রমা করাতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা সম্পাতিত নৌকায় কুমারীকে উঠায়ে 'ভগস্য নাবং' (৫) মন্ত্রের দ্বারা পার করাতে হবে। সেরূপ পতিলাভ-বিজ্ঞান কর্মে সপ্ত রজ্জুর দ্বারা সপ্ত বৎস বেঁধে কুমারীর দ্বারা খোলাতে হবে, সে কুমারী যদি প্রদক্ষিণ ক্রমে খোলে, তবে পতিলাভ হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যে দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অগ্নির্নঃ শত্রূন্ প্রত্যেতু বিদ্বান্ প্রতিদহন্নভিশস্তিমরাতিম্ ।
স সেনাং মোহয়তু পরেষাং নির্হস্তাংশ্চ কৃণবজ্জাতবেদাঃ ॥ ১ ॥
যূয়মুগ্রা মরুত ঈদৃশে স্থাভি প্রেত মৃণত সহধ্বম্ ।
অমীমৃণন্ বসবো নাথিতা ইমে অগ্নির্হ্যেষাং দূতঃ প্রত্যেতু বিদ্বান্ ॥ ২ ॥
অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মান্ ছত্রূয়তীমভি ।
যুবং তানিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি ॥ ৩ ॥
প্রসূত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্ ।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো বিষ্বক্ সত্যং কৃণুহি চিত্তমেষাম্ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র সেনাং মোহয়ামিত্রাণাম্ ।
অগ্নের্বাতস্য ধ্রাজ্যা তান্ বিষূচো বি নাশয় ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রঃ সেনাং মোহয়তু মরুতো ঘ্নন্ত্বোজসা ।
চক্ষূংষ্যগ্নিরা দত্তাং পুনরেতু পরাজিতা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নি জয়ের উপায় জেনে আমাদের শত্রুর প্রতি গমন করুক। আমাদের শ্রেয়োবিঘাতক শত্রুর প্রত্যঙ্গ ভস্মসাৎ করে তাদের প্রতি যাক। সে অগ্নি অধিপতির সাথে বর্তমান চতুরঙ্গবলযুক্ত শত্রুসেনাকে বিমোহিত করুক। জাতপ্রাণীদের বেত্তা সর্বজ্ঞ এ অগ্নি শত্রুদের হস্ত অস্ত্রগ্রহণে অসমর্থ করে দিক। ১ ॥ হে উগ্র মরুদ্গণ, এ সংগ্রামে তোমরা আমাদের সহায়ক হয়ে আমাদের সন্নিহিত হও, তারপর শত্রুর প্রহারের জন্য যাও ও হিংসক যুধ্যমান শত্রুদের অভিভূত কর। এ বসুগণ (তন্নামক গণদেবতাগণ) আমাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে শত্রুদের আঘাত করুক। এ জেনে এ বসুদের দূতের মত প্রধান অগ্নি শত্রুদের প্রতি এগিয়ে যাক। ২ ॥ হে মঘবান (ধনযুক্ত) ইন্দ্র, তোমার পরিচর্যাকারী নিরপরাধ আমাদের প্রতি শত্রুর মত আচরণকারী শত্রুসেনার দিকে গমন কর। হে বৃত্রাসুর-বিনাশক ইন্দ্র, তুমি ও অগ্নি, তোমরা দুজনে সে শত্রুসেনা দগ্ধ কর। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার রথ অপ্রতিবন্ধক হয়ে হরি নামক অশ্বদ্বয়ে যুক্ত হয়ে সুন্দরভাবে শত্রুসেনার প্রতি যাক। তোমার বজ্র আমাদের হিংসাকারী শত্রুর প্রতি যাক। সামনে ও পেছন থেকে আগমনকারী এবং পরাঙমুখ গমনকারী শত্রুদের তুমি বিনাশ কর। আর এ শত্রুদের ব্যবস্থিত চিত্তকে সকল দিকে অব্যবস্থিত (কার্যাকার্যরূপ জ্ঞানশূন্য) করে দাও। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার নিজ-মায়ায় শত্রুসেনা বিমোহিত কর। তারপর অগ্নি ও বায়ুর গতিতে শত্রুসেনাদের চারদিকে সরায়ে দিয়ে তাদের বিনাশ কর। ৫ ॥ দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র শত্রুসেনাদের মোহিত করুক, তার মিত্র-স্থানীয় মরুদ্গণ বলপূর্বক তাদের আঘাত করুক এবং অগ্নিদেব শত্রুদের চক্ষু অপহরণ করুক। এরূপে পরাজিত হয়ে তারা ফিরে যাক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। তৃতীয় কাণ্ডে ছ-টি অনুবাক, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। 'অগ্নির্নঃ শত্রূন্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনা বিমোহিত করতে ফলীকরণ বা কণিকিকা মিশ্রিত অথবা ওদনপিণ্ডের দ্বারা সাংগ্রামিক অগ্নিতে হোম করতে হবে। এ কর্মে একবিংশতি শর্করা কুলায় করে শত্রুসেনার প্রতি উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর অশ্ব-নামক দেবতার উদ্দেশে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা চরু হোম করতে হবে। প্রথম সূক্তে আচার্য সায়ণ 'অগ্নি' শব্দের নিরুক্ত প্রভৃতি থেকে বহু অর্থ করেছেন। যে গমন করে, যে সব কিছু ব্যেপে থাকে, সে অগ্নি। অগ্নি অগ্রণী, সকল দেবতার প্রধান-ভূত। দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনার অগ্রে নেয়ার জন্য অগ্নিকে অগ্রণী বলা হয়। অগ্নি দেবগণের সেনানী। যজ্ঞকর্মে প্রথম নেয়া হয় জন্য অগ্নি নাম। শত্রু-সেনার অঙ্গ দাহের দ্বারা ভস্মসাৎ করে জন্য অগ্নি নাম। স্বসম্বন্ধ পদার্থকে যে অনার্দ্র করে, সে অগ্নি। আহবনীয়াদি স্থানে প্রজ্বলিত হয়ে দেবতাদের প্রতি হবি নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্নি নাম। হবি প্রাপ্তিমাত্র তা দগ্ধ করে দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য অগ্নি নাম। 'এতেঃ অঞ্জে র্দহতে র্বা নয়তেশ্চ যথাক্রমং অকারাদীংস্ত্রীন্ বর্ণান্ উদ্ধৃত্য অগ্নিঃ শব্দো ব্যুৎপাদ্যঃ'।

দ্বিতীয় সূক্ত

অগ্নির্নো দূতঃ প্রত্যেতু বিদ্বান্ প্রতিদহন্নভিশস্তিমরাতিম্।
স চিত্তানি মোহয়তু পরেষাং নির্হস্তাংশ্চ কৃণবজ্জাতবেদাঃ ॥ ১ ॥
অয়মগ্নিরমূমুহদ্ যানি চিত্তানি বো হৃদি।
বি বো ধমত্বোকসঃ প্র বো ধমতু সর্বতঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্র চিত্তানি মোহয়ন্নর্বাঙাকূত্যা চর।
অগ্নের্বাতস্য ধ্রাজ্যা তান্ বিষূচো বি নাশয় ॥ ৩ ॥
ব্যাকূতয় এষামিতাথো চিত্তানি মুহ্যত।
অথো যদদ্যৈষাং হৃদি তদেষাং পরি নির্জহি ॥ ৪ ॥
অমীষাং চিত্তানি প্রতিমোহয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈর্গ্রাহ্যামিত্রাংস্তমসা বিধ্য শত্রূন্ ॥ ৫ ॥
অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামস্মানৈত্যভ্যোজসা স্পর্ধমানা।
তাং বিধ্যত তমসাপব্রতেন যথৈষামন্যো অন্যং ন জানাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ অঙ্গনাদিগুণযুক্ত, দেবগণের দূতরূপ, অগ্রগামী, বিদ্বান অগ্নি আমাদের হিংসক শত্রুদের প্রতি যাক এবং আমাদের মঙ্গলবিঘাতক শত্রুদের দগ্ধ করুক। সে অগ্নি শত্রুর চিত্ত বিমোহিত করুক। জাতবেদা অগ্নি শত্রুদের হস্ত ব্যাপারশূন্য (অস্ত্রধারণে অসমর্থ) করে দিক। ১ ॥ হে শত্রুগণ, তোমাদের হৃদয়ে আমাদের আক্রমণ বিষয়ে যে জ্ঞান আছে, তা হূয়মান অগ্নি মোহিত করুক, তারপর তোমাদের নিজ নিজ নিবাস স্থান থেকে নিঃসারিত করুক এবং সব দিক দিয়ে তোমাদের স্থানচ্যুত করুক। ২ ॥ হে ইন্দ্র, শত্রুদের মন মোহিত করে তাদের সংহারবুদ্ধি নিয়ে শত্রুসেনার অভিমুখী হও। অগ্নি ও বায়ুর গতিতে তাদের চারদিক বিচ্ছিন্ন করে বিনাশ কর। ৩ ॥ হে দেবগণ, তোমরা এ শত্রুদের বিবিধ আকৃতির উৎপাদক হয়ে তাদের কাছে যাও এবং তাদের চিত্ত মোহিত কর। হে ইন্দ্র, যুদ্ধে প্রবৃত্ত শত্রুদের হৃদয়ে এখন যা চিকীর্ষিত আছে, সেগুলি সর্বতোভাবে বিনাশ কর। ৪ ॥ হে

অপে (সুখ ও প্রাণ অপহরণকারী পাপ দেবতা), আমাদের শত্রুদের মন মোহিত করে তাদের অঙ্গ গ্রহণ কর। এ উপযুক্ত কালে আমাদের কাছ থেকে পরাঙমুখী হয়ে শত্রুর দিকে গিয়ে তাদের শরীরে প্রবেশ কর এবং হৃদয়ে থেকে রোগ ভয়াদির দ্বারা তাদের দগ্ধ কর। তারপর তমোরূপ পিশাচীর দ্বারা শত্রুদের তাড়না কর। ৫ ॥ হে মরুদ্‌গণ, ঐ পরিদৃশ্যমান শত্রুদের যে সেনা, যারা নিজেদের বলাতিশয্যে স্পর্ধাযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের তুমি সকল কর্ম-নাশক মায়াময় অন্ধকারের দ্বারা তাড়না কর (আচ্ছন্ন কর), যাতে একে অপরকে না জানতে পারে। (তারা পরস্পরের বার্তা অনভিজ্ঞ, তাদের তুমি বিনাশ কর)। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। শত্রুসেনার মোহন-কর্মে পূর্ব সূক্তের মত এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ সূক্তে 'অপব্রতেন তমসা'—পদে সায়ণ বলেন, "ব্রতং ইতি কর্মনাম্। অপগতকর্মণা সর্বব্যাপারবিঘাতকেন তমসা ভবদ্ভিঃ প্রেরিতেন মায়াময়েন অন্ধকারেণ" —**অর্থাৎ** ব্রত শব্দের অর্থ কর্ম, সকল ব্যাপার-বিঘাতক তোমাদের প্রেরিত মায়াময় অন্ধকারের দ্বারা।

তৃতীয় সূক্ত

অচিক্রদৎ স্বপা ইহ ভুবদগ্নে ব্যচস্ব রোদসী উরূচী।
যুঞ্জন্তু ত্বা মরুতো বিশ্ববেদসঃ আমুং নয় নমসা রাতহব্যম্ ॥ ১ ॥
দূরে চিৎ সন্তমরুষাস ইন্দ্রমা চ্যাবয়ন্তু সখ্যায় বিপ্রম্।
যদ্ গায়ত্রীং বৃহতীমর্কমস্মৈ সৌত্রামণ্যা দধৃষন্ত দেবাঃ ॥ ২ ॥
অদ্ভ্যস্ত্বা রাজা বরুণো হ্বয়তু সোমস্ত্বা হ্বয়তু পর্বতেভ্যঃ।
ইন্দ্রস্ত্বা হ্বয়তু বিড্‌ভ্য আভ্যঃ শ্যেনো ভূত্বা বিশ আ পতেমাঃ ॥ ৩ ॥
শ্যেনো হব্যং নয়ত্বা পরস্মাদন্যক্ষেত্রে অপরুদ্ধং চরন্তম্।
অশ্বিনা পন্থাং কৃণুতাং সুগং ত ইমং সজাতা অভিসংবিশধ্বম্ ॥ ৪ ॥
হ্বয়ন্তু ত্বা প্রতিজনাঃ প্রতি মিত্রা অবৃষত।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তে বিশি ক্ষেমমদীধরন্ ॥ ৫ ॥
যস্তে হবং বিবদৎ সজাতো যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অপাঞ্চমিন্দ্র তং কৃত্বাথেমমিহাব গময় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, স্বরাষ্ট্র থেকে প্রচ্যুত রাজা আবার নিজ-রাজ্যে প্রবেশের জন্য তোমার আহ্বান করছে। সে রাজা তোমার অনুগ্রহে স্বরাষ্ট্রে নিজ প্রজাদের পালক হোক। তাদের রক্ষার জন্য তুমি ব্যাপনশীল দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত হও। হে অগ্নি, সকল বিষয়ে জ্ঞানযুক্ত মরুদ্‌গণ তোমাকে লাভ করুক অর্থাৎ তোমার সহায়ক হোক। নমস্কারের সাথে হবি-প্রদানকারী সে রাজাকে আবার নিজ-রাষ্ট্রে পাইয়ে দাও। ১ ॥ দীপ্যমান ঋত্বিক্‌গণ দূরে (স্বর্গে) অবস্থানকারী মেধাবী ইন্দ্রকে এ রাজার সাহায্যের জন্য আনুক। যেহেতু দেবগণ এ ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্রীর বৃহতী ছন্দে অর্চনসাধনভূত মন্ত্রাত্মক শস্ত্র সৌত্রামণির সাথে ধারণ করেছিল অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতির দ্বারা ইন্দ্রকে অতিশয় বীর্যবান (সামর্থযুক্ত) করেছিল। ২ ॥ হে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা, রাজা বরুণ তোমাকে জলের কাছ থেকে ডাকুক, সোম পর্বত থেকে তোমাকে ডাকুক এবং ইন্দ্র, যে প্রজাদের সাথে এখন তুমি বাস করছ, সে প্রজাদের কাছ

থেকে তোমাকে আবার স্বরাজ্যে প্রবেশের জন্য ডাকুক (রাজ্যভ্রষ্ট রাজার সম্ভাব্য তিনটি নিবাসস্থান—সমুদ্রমধ্য, পর্বত বা অন্য কোন দেশ, বরুণ প্রভৃতি সে সকল নিজ নিজ স্থান থেকে তোমাকে আবার রাজ্য লাভের জন্য ডাকুক)। সে দেবতাদের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি তোমার পূর্বপালিত প্রজাদের কাছে শ্যেন পক্ষীর মত দ্রুত ও অন্যের অনাধৃষ্ট হয়ে আস। ৩ ॥ দ্যুলোকস্থ দেবতা (শ্যেন) শত্রুর দ্বারা নিরুদ্ধ হয়ে পররাষ্ট্রে বিচরণকারী এ রাজাকে নিজরাজ্যে নিয়ে আসুক। হে রাজা, অশ্বিনীদ্বয় তোমার আগমন পথ শত্রুশূন্য করে সুগম করুক। হে সজাতি বান্ধবগণ, তোমরা স্বরাষ্ট্রে প্রবিষ্ট এ রাজার চারদিকে উপবেশন করে সেবা কর। ৪ ॥ হে রাজা, প্রতিজন তোমাকে সব সময় সেবা করুক এবং প্রতিকূল মিত্রেরা বিরোধ পরিত্যাগ করে তোমাকে বরণ করুক। ইন্দ্র, অগ্নি ও বিশ্বদেবগণ তোমাকে প্রজাগণের রক্ষক করুক। ৫ ॥ হে রাজা, তোমার স্বরাষ্ট্রে প্রবেশ-বিষয়ক আহ্বান যে সমবল ও হীনবল সজাতি মেনে নেয় না, হে ইন্দ্র, তুমি সেরূপ উভয়বিধ শত্রুকে বহিষ্কৃত করে এ রাজ্যের এ প্রকৃত রাজা বলে ঘোষণা কর। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'অচিক্রদৎ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শত্রুর দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আবার স্বরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য শত্রুসেনার আকার পুরোডাশ জলে দর্ভ বিস্তার করে তার উপর নিক্ষেপ করবে। তারপর তা ডোবানর জন্য লোষ্ট্র স্থাপন করবে। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা নিজ রাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ক্ষীরৌদন অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে খাওয়াতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

আ ত্বা গন্ রাষ্ট্রং সহ বর্চসোদিহি প্রাঙ্
বিশাং পতিরেকরাট্ ত্বং বি রাজ।
সর্বাস্ত্বা রাজন্ প্রদিশো হ্বয়ন্তূপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥ ১ ॥
ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবীঃ।
বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি ॥ ২ ॥
অচ্ছ ত্বা যন্তু হবিনঃ সজাতা অগ্নির্দূতো অজিরঃ সং চরাতৈ।
জায়াঃ পুত্রাঃ সুমনসো ভবন্তু বহুং বলিং প্রতি পশ্যাসা উগ্রঃ ॥ ৩ ॥
অশ্বিনা ত্বাগ্রে মিত্রাবরুণোভা বিশ্বে দেবা মরুতস্ত্বা হ্বয়ন্তু।
অধা মনো বসুদেয়ায় কৃণুষ্ব ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি ॥ ৪ ॥
আ প্র দ্রব পরমস্যাঃ পরাবতঃ শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্।
তদয়ং রাজা বরুণস্তথাহ স ত্বায়মহ্বৎ স উপেদমেহি ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হ্যজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ সংবিদানঃ।
স ত্বায়মহ্বৎ স্বে সধস্থে স দেবান্ যক্ষৎ স উ কল্পয়াদ্ বিশঃ ॥ ৬ ॥
পথ্যা রেবতীর্বহুধা বিরূপাঃ সর্বাঃ সংগত্য বরীয়স্তে অক্রন্।
তাস্ত্বা সর্বাঃ সংবিদানা হ্বয়ন্তু দশমীমুগ্রঃ সুমনা বশেহ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে রাজা, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত নিজ রাজ্যে আবার এসে সবলে উদিত হও। তারপর পূর্ব প্রজাদের পালক হয়ে একচ্ছত্র রাজা রূপে বিরাজ কর। হে রাজা, পূর্বাদি সকল দিক (সেখানকার অভিমানী দেবতারা অথবা লোকেরা) তোমাকে প্রভু বলে মেনে নিক। তুমি তোমার এ স্বরাজ্যে সকলের সেব্য ও নমস্য

হও। ১ ॥ হে রাজা, প্রজাগণ রাজকর্মে তোমার সেবা করুক। এ পরিদৃশ্যমান পূর্বাদি (ঊর্ধ্বসহ) পঞ্চ দিকের অভিমানী দেবতা তোমাকে বরণ করুক। তারপর রাষ্ট্রে শরীরে ককুদের মত উন্নত স্থানে (অথবা সিংহাসনে) উপবেশন করে শত্রুর দ্বারা অনভিভূত হয়ে সেবক আমাদের যথাযোগ্য ধন দাও। ২ ॥ হে রাজা, সকল রাজারা তোমার আজ্ঞার বশবর্তী হোক। তোমার প্রেরিত দূত অগ্নির মত অপ্রধৃষ্য হয়ে বিচরণ করুক। তোমার পত্নী-পুত্রাদি সকল বান্ধব রাজ্যপ্রাপ্তিতে শোভনচিত্ত হোক। তুমি বলশালী হয়ে তোমার সামনে আগত অধিক উপায়ন (অথবা কর) দেখ। ৩ ॥ হে রাজা, প্রথমে অশ্বিনীদ্বয় ও উভয় মিত্রাবরুণ তোমাকে আহ্বান করুক, তারপর বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্গণ তোমাকে রাজ্যে প্রবেশ করাক। তোমার মন প্রার্থীদের ধন প্রদান করুক, তারপর শত্রুর অনভিভূত বলযুক্ত হয়ে সেবক আমাদের যথাযোগ্য ধন দাও। ৪ ॥ হে দূরদেশস্থিত রাজা, অত্যন্ত দূরদেশ থেকে স্বরাষ্ট্রাভিমুখে শীঘ্র এস। স্বরাষ্ট্রে প্রবেশকারী তোমার দ্যাবাপৃথিবী মঙ্গলকারী হোক। তোমার আগমন বিষয়ে রাজা বরুণ পূর্বের মত আহ্বান করছে। তুমি বরুণের দ্বারা আহূত হয়ে স্বরাষ্ট্রে এসে উপস্থিত হও। ৫ ॥ হে পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র, তুমি বরুণের সাথে একমত হয়ে মানুষ আমাদের কাছে এস। হে রাজা, বরুণের সাথে একমত হয়ে সে ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করছে, তুমি স্বরাষ্ট্রে প্রবেশ কর। স্বরাজ্যে এসে সে রাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের যাগ করুক এবং প্রজাদের নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত করুক। ৬ ॥ পথের হিতকারিণী রেবতী নামক জলদেবীগণ বহুপ্রকারে বিবিধ আকারে মিলিত হয়ে হে রাজা, তোমার মঙ্গল করুক। তারা একমত হয়ে তোমাকে স্বরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আহ্বান করুক। তাদের দ্বারা আহূত হয়ে সবল ও সন্তুষ্টচিত্তে জরা পর্যন্ত নিজ নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'আ ত্বা গন্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্বরাষ্ট্র প্রবেশ কর্মে পূর্ব সূক্তের মত কর্মগুলি করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

আয়মগন্ পর্ণমণির্বলী বলেন প্রমৃণন্ত্সপত্নান্।
ওজো দেবানাং পয় ওষধীনাং বর্চসা মা জিন্বত্বপ্রযাবন্ ॥ ১ ॥
ময়ি ক্ষত্রং পর্ণমণে ময়ি ধারয়তাদ্ রয়িম্।
অহং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে নিজো ভূয়াসমুত্তমঃ ॥ ২ ॥
যং নিদধুর্বনস্পতৌ গুহ্যং দেবাঃ প্রিয়ং মণিম্।
তমস্মভ্যং সহায়ুষা দেবা দদতু ভর্তবে ॥ ৩ ॥
সোমস্য পর্ণঃ সহ উগ্রমাগন্নিন্দ্রেণ দত্তো বরুণেন শিষ্টঃ।
তং প্রিয়াসং বহু রোচমানো দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৪ ॥
আ মারুক্ষৎ পর্ণমণির্মহ্যা অরিষ্টতাতয়ে।
যথাহমুত্তরোঽসান্যর্যম্ণ উত সংবিদঃ ॥ ৫ ॥
যে ধীবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্ ॥ ৬ ॥
যে রাজানো রাজকৃতঃ সূতা গ্রামণ্যশ্চ যে।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্ ॥ ৭ ॥
পর্ণোঽসি তনূপানঃ সয়োনির্বীরো বীরেণ ময়া।
সংবৎসরস্য তেজসা তেন বধ্নামি ত্বা মণে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : সম্পদের জন্য আমাদের দ্বারা ধৃত অতি বলবান্ অভিমত ফলদানে সমর্থ এ পর্ণমণি (পলাশবৃক্ষ) নিজ সামর্থে শত্রুদের হিংসা করতে করতে আসুক। ইন্দ্রাদি দেবগণের বলরূপ, ওষধি-সকলের সারভূত, সর্বদা ধার্যমাণ হে মণি, আমাকে তেজের দ্বারা প্রীত কর (অর্থাৎ আমাকে তেজস্বী কর)। ১ ॥ হে পলাশ-নির্মিত মণি, তোমার ধারক আমাতে বল ও ধন স্থাপন কর। তোমার ধারণে আমি স্ব-বাহুবলে সকল রাষ্ট্র বশীভূত করে সর্বশ্রেষ্ঠ হবো। ২ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ অভীষ্ট ফলপ্রদ, প্রিয়, অতি গোপনীয় যে মণি পলাশ বৃক্ষে (বনস্পতিতে) নিহিত করেছিল, ভরণের জন্য আয়ুর সাথে সেরূপ মণি আমাদের প্রদান করুক। ৩ ॥ দ্যুলোকস্থ সোমলতার আহরণ সময়ে ভূমিতে পতিত পর্ণ থেকে উদ্ভূত, পরাভিভবনে সক্ষম, বলযুক্ত মণি আমার কাছে আসুক। ইন্দ্রদেবের দ্বারা প্রদত্ত ও বরুণের অনুজ্ঞাত বহুরূপে রোচমান সে পর্ণমণি শত বছর দীর্ঘায়ু লাভের জন্য আমি ধারণ করব। ৪ ॥ এ পর্ণমণি মহৎ অরিষ্টনাশের জন্য চিরকাল আমাতে থাক, যাতে (মণির ধারক) আমি শত্রুদের পরাভবকর অধিক বল ও ধনযুক্ত হয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারি। ৫ ॥ যারা ধীবর, রথকার (রথ নির্মাতা), কর্মকার ও মনীষী—তাদের সকলকে হে পর্ণমণি, সেবার জন্য আমার কাছে রাখ। ৬ ॥ অন্য দেশের যারা রাজা, মন্ত্রী, সূত ও গ্রামণী—তাদের সকলকে হে পর্ণমণি, সেবার জন্য আমার কাছে, রাখ। ৭ ॥ হে মণি, তুমি অমৃতময় সোমপর্ণের বিকাররূপ বলে শরীরের রক্ষক। বীর তুমি, বীর্যবত্তার কারণে আমার সমানজন্মা, অতএব সংবৎসরাদি কালের নির্বাহক আদিত্যের তেজোযুক্ত তোমাকে (তোমার তেজ-লাভের জন্য) ধারণ করছি। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'আয়মগন্ পর্ণমণিঃ'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা তেজ, বল, আয়ু ও ধনাদি পুষ্টির জন্য পলাশ বৃক্ষ নির্মিত মণি বাসিত করে অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। সেরূপ মহাশান্তি কর্মে পলাশমণি বন্ধনেও এ সূক্তের প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

পুমান্ পুংসঃ পরিজাতোঽশ্বত্থঃ খদিরাদধি।
স হন্তু শত্রূন্ মামকান্ যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥ ১ ॥
তানশ্বত্থ নিঃ শৃণীহি শত্রূন্ বৈবাধদোধতঃ।
ইন্দ্রেণ বৃত্রঘ্না মেদী মিত্রেণ বরুণেন চ ॥ ২ ॥
যথাশ্বত্থ নিরভনোঽন্তর্মহত্যর্ণবে।
এবা তান্ত্সর্বান্নির্ভঙ্গ্‌ধি যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥ ৩ ॥
যঃ সহমানশ্চরসি সাসহান ইব ঋষভঃ।
তেনাশ্বত্থ ত্বয়া বয়ং সপত্নান্ত্সহিষীমহি ॥ ৪ ॥
সিনাত্বেনান্ নির্ঋতির্মৃত্যোঃ পাশৈরমোক্যৈঃ।
অশ্বত্থ শত্রূন্ মামকান্ যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥ ৫ ॥

যথাশ্বত্থ বনস্পত্যানারোহন্ কৃণুষেঽধরান্ ।
এবা মে শত্রোমূর্ধানং বিষ্বগ্ ভিন্দি সহস্ব চ ॥ ৬ ॥
তেঽধরাঞ্চঃ প্র প্লবন্তাং ছিন্না নৌরিব বন্ধনাৎ ।
ন বৈবাধপ্রণুত্তানাং পুনরস্তি নিবর্ত্তনম্ ॥ ৭ ॥
প্রৈণান্ নুদে মনসা প্র চিত্তেনোত ব্রহ্মণা ।
প্রৈণান্ বৃক্ষস্য শাখয়াশ্বত্থস্য নুদামহে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থ মণিরূপে বীর্যমাণ হয়ে আমাদের সে শত্রুদের বিনাশ করুক, আমি যাদের দ্বেষ করি এবং আমাকে যে শত্রুরা বিদ্বেষ করে। ১ ॥ হে খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থের বিকার মণি, কম্পমান বিবিধ শত্রুদের নিঃশেষে বিনাশ কর। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ এ মণিতে শত্রুহননসামর্থ দিয়েছে। ২ ॥ হে অশ্বত্থ, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে খদির-কোটর ভেদ করে যেমন উৎপন্ন হয়েছে, সেরূপ উভয়বিধ শত্রু নিঃশেষে বিদীর্ণ কর; আমি যাদের দ্বেষ করি এবং যারা আমাকে বিদ্বেষ করে। ৩ ॥ নিজ দর্পে সজাতীয় অন্যদের অভিভবকারী ঋষভের মত শত্রুদের পরাভব করে অশ্বত্থ বর্তমান। হে অশ্বত্থ, তোমার বিকারভূত মণি ধারণ করে আমরা শত্রুদের নাশ করব। ৪ ॥ পাপদেবতা নির্ঋতি অমোচনকারী মৃত্যুপাশে (প্রাণহননকারী রজ্জুর দ্বারা) এ শত্রুদের বন্ধন করুক: হে অশ্বত্থ, আমাদের সে শত্রুদের নাশ কর, যাদের আমি দ্বেষ করি এবং যারা আমাকে দ্বেষ করে। ৫ ॥ হে অশ্বত্থ, যেমন বৃক্ষে উঠে তাদের নীচ করেছ, সেরূপ আমাদের শত্রুদের মস্তক ছিন্ন কর ও তাদের বিনাশ কর। ৬ ॥ তীরবৃক্ষাদি থেকে রজ্জুবন্ধন-ছিন্ন নৌকা যেমন তীর না পেয়ে নদীপ্রবাহে নিম্নগামী হয়, সেরূপ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ শত্রু অধোমুখে গমন করে নদীপ্রবাহের উপর ভেসে যাক, কখন যেন পার না পায়। খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থের দ্বারা নিম্নমুখে প্রেরিত শত্রুদের পুনরাগমন হয় না। ৭ ॥ এ শত্রুদের মনের দ্বারা (শত্রুনিরসনবিষয়ক জ্ঞানযুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা) স্থান থেকে উচ্চাটন করছি। মন্ত্রার্থচিন্তনরূপ মনোবৃত্তির দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা এবং শত্রুচ্ছেদনসমর্থ অশ্বত্থবৃক্ষের অভিমন্ত্রিত শাখার দ্বারা শত্রুদের আমরা উচ্ছেদ করছি। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। দ্বিতীয় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'তত্র পুমান্ পুংস' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে খদিরাশ্বত্থ মণি অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা পাশা অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর মর্মস্থলে নিক্ষেপ করতে হয়। সেরূপ অভিমন্ত্রিত পাশা নদীপ্রবাহে নিক্ষেপ করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রক্রিয়া ভাষ্যানুক্রমে দৃষ্ট হয়। 'অশ্বত্থ'—বৃক্ষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে অগ্নি অশ্বরূপ ধরে সংবৎসরকাল এ বৃক্ষে ছিল জন্য এর অশ্বত্থ নাম। অতএব অগ্নির সম্বন্ধে অশ্বত্থের শত্রুহনন-সামর্থ আছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

হরিণস্য রঘুষ্যদোঽধি শীর্ষণি ভেষজম্ ।
স ক্ষেত্রিয়ং বিষাণয়া বিষূচীনমনীনশৎ ॥ ১ ॥
অনু ত্বা হরিণো বৃষা পদ্ভিশ্চতুর্ভিরক্রমীৎ ।
বিষাণে বি ষ্য গুষ্পিতং যদস্য ক্ষেত্রিয়ং হৃদি ॥ ২ ॥

অদো যদবরোচতে চতুষ্পক্ষমিব চ্ছদিঃ ।
তেনা তে সর্বং ক্ষেত্রিয়মঙ্গেভ্যো নাশয়ামসি ॥ ৩ ॥
অমূ যে দিবি সুভগে বিচৃতৌ নাম তারকে ।
বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতামধমং পাশমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
আপ ইদ্ বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ ।
আপো বিশ্বস্য ভেষজীস্তাস্ত্বা মুঞ্চন্তু ক্ষেত্রিয়াৎ ॥ ৫ ॥
যদাসুতেঃ ক্রিয়মাণায়াঃ ক্ষেত্রিয়ং ত্বা ব্যানশে ।
বেদাহং তস্য ভেষজং ক্ষেত্রিয়ং নাশয়ামি ত্বৎ ॥ ৬ ॥
অপবাসে নক্ষত্রাণামপবাস উষসামুত ।
অপাস্মৎ সর্বং দুর্ভূতমপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ শীঘ্রগমনকারী হরিণের (কৃষ্ণমৃগের) মস্তকে রোগনিবর্তক শৃঙ্গরূপ ঔষধ আছে। সে হরিণ নিজ শৃঙ্গের দ্বারা ক্ষেত্রিয় ক্ষয়, কুষ্ঠ ও অপস্মারাদি রোগ সব দিক দিয়ে নাশ করুক। ১ ॥ হে শৃঙ্গ, ক্ষেত্রিয় রোগ বিনাশের জন্য মণিরূপে ধৃত তোমাকে সেচনসমর্থ যুবা হরিণ তার চার পা দিয়ে আক্রমণ করেছিল অর্থাৎ পাদ-প্রহারে পীড়িত করেছিল। তুমিও এ রুগ্নের হৃদয়ে গুল্‌ফের মত গ্রথিত ক্ষেত্রিয় (বংশানুক্রমে আগত) রোগ বিনাশ কর। ২ ॥ ঐ দূরে চন্দ্রমণ্ডলে হরিণের মত যে বস্তু শোভা পাচ্ছে, অথবা ভূমিতে পরিদৃশ্যমান যে হরিণের চর্ম চতুষ্কোণ ছাদের মত শোভিত হচ্ছে, তার দ্বারা হে রুগ্ন, ক্ষয়কুষ্ঠাদি ক্ষেত্রিয় রোগসকল তোমার সকল অঙ্গ থেকে আমরা বিনাশ করব। ৩ ॥ দ্যুলোকে পরিদৃশ্যমান শোভন ভাগ্যযুক্ত বিচৃত নামক তারকাদ্বয় শরীরের ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাগে পাশের মত বন্ধক ক্ষেত্রিয়রোগের বীজ মুক্ত করুক। ৪ ॥ জল হচ্ছে স্নানপানাদি দ্বারা রোগা-পনোদক সুখকর ঔষধরূপ। জলই ওষধিরূপে রোগনাশক ও সমস্ত রোগের ঔষধ। উক্ত সামর্থ্যযুক্ত জল হে ব্যাধিগ্রস্ত, তোমাকে কুলাগত রোগ থেকে মুক্ত করুক। ৫ ॥ হে রুগ্ন, অযথোপযুক্ত অন্ন (আসুতি) থেকে যে ক্ষেত্রিয় কুষ্ঠাদি রোগ তোমাকে ব্যেপে আছে, যবাদি হচ্ছে তার ঔষধ ; আমি চিকিৎসকরূপ তা জানি। অতএব তোমার সে ক্ষেত্রিয় (বংশাগত) রোগ আমি নাশ করব। ৬ ॥ উষার প্রারম্ভে বা প্রভাতকালে অভিষেকাদি দ্বারা সকল রোগের নিদানরূপ দুষ্কৃত আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। তারপর কুলাগত কুষ্ঠাদি রোগ সকারণ নিবৃত্ত হোক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'হরিণস্য' ইত্যাদি সূক্তের ক্ষেত্রিয় ব্যাধির ঔষধরূপে হরিণের শৃঙ্গের মণিবন্ধন, তার শৃঙ্গের সাথে জল পান, হরিণশৃঙ্গের শঙ্কুছিদ্রভাগ প্রজ্বালিত করে জলে নিক্ষেপ করে সে জলের দ্বারা উষাকালে ব্যাধিত ব্যক্তির স্নান এবং যবহোম করে অভিমন্ত্রিত অন্ন তাকে ভক্ষণ করাতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

আ যাতু মিত্র ঋতুভিঃ কল্পমানঃ সংবেশয়ন্ পৃথিবীমুস্রিয়াভিঃ ।
অথাস্মভ্যং বরুণো বায়ুরগ্নির্বৃহদ্ রাষ্ট্রং সংবেশ্যং দধাতু ॥ ১ ॥
ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তামিন্দ্রস্ত্বষ্টা প্রতি হর্যন্তু মে বচঃ ।
হুবে দেবীমদিতিং শূরপুত্রাং সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা যথাসানি ॥ ২ ॥
হুবে সোমং সবিতারং নমোভির্বিশ্বানাদিত্যাঁ অহমুত্তরত্বে ।
অয়মগ্নির্দীদায়দ্ দীর্ঘমেব সজাতৈরিদ্ধোঽপ্রতিব্রুবদ্ভিঃ ॥ ৩ ॥

ইহেদসাথ ন পরো গমাথেৰ্যো গোপাঃ পুষ্টপতির্ব আজৎ।
অস্মৈ কামায়োপ কামিনীর্বিশ্বে বো দেবা উপসংযন্তু ॥ ৪ ॥
সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥ ৫ ॥
অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত।
মম বশেষু হৃদয়ানি বঃ কৃণোমি মম যাতমনুবর্ত্মান এত ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণকর্তা (অথবা মিত্রের মত উপকারক) মিত্র নামক দেবতা তার কিরণের দ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী ব্যাপ্ত করে বসন্তাদি ঋতুর সাথে আমাদের রক্ষার জন্য আসুক অর্থাৎ আমাদের দীর্ঘ আয়ু দিক। তারপর বরুণ, বায়ু ও অগ্নিদেব আমাদের অবস্থানযোগ্য মহৎ রাষ্ট্র দিক। ১ ॥ সকলের বিধাতা দানশীল অর্যমা ও সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাদের এ হবি গ্রহণ করুক। ইন্দ্র আমাদের বাক্য (স্তুতি) সাদরে শ্রবণ করুক। বীরজননী দানাদিগুণযুক্ত দেবমাতা অদিতি-দেবীকে আহ্বান করছি ; যাতে আমি সমানজাত বন্ধুদের মধ্যে অবস্থান করি। ২ ॥ সোম, সবিতা ও সকল আদিত্যদের (অন্য অদিতি-পুত্রদের) নমস্কারযুক্ত স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা যজমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আহ্বান করছি। আহুতির আধাররূপ এ অগ্নি সেভাবে দীপ্ত হোক, যাতে অপ্রতিকূলবাদী সমানজাত পুরুষদের সাথে চিরকাল বর্ধিত হয়ে থাকতে পারি ॥ ৩ ॥ হে কামিনীগণ, এখানেই (কন্যার সমীপদেশেই) থাক, নেতৃহীন হয়ে যেয়ো না। পথের প্রেরক, পালক ও পোষক পুষাদেব তোমাদের প্রেরণ করুক। সকল দেবগণ এ বরের কামনার জন্য তার কাছে তোমাদের পাঠিয়ে দিক। ৪ ॥ হে বিমনস্ক জন, তোমাদের পরস্পর বিরুদ্ধ মন, কর্ম ও সংকল্পগুলি আমরা এক অবিসংবাদী করে দেব। বিমনস্ক যে তোমরা পূর্বে বিরুদ্ধ-কর্মযুক্ত (বিব্রত) ছিলে, এখন তোমাদের একমত করে দিচ্ছি। ৫ ॥ হে বিমনস্ক জন, তোমাদের বিপ্রতিপন্ন মন্ত্র আমার মনের সাথে আমি গ্রহণ করছি (অর্থাৎ আমার অধীন করে নিচ্ছি), তোমরাও আমার চিত্ত তোমাদের চিত্তের সাথে যুক্ত কর। আমার বশে (ইচ্ছায়) তোমাদের হৃদয় যুক্ত কর, আমার গমনপথ অনুসরণ করে তোমরা এস। ৬ "

টীকা ঃ ১-৬। 'আ যাতু মিত্র' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়ন কালে মাণবকের নাভিদেশ স্পর্শ করে অনুমন্ত্রণ করতে হয়। সেরূপ মেধা ও আয়ুবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যেও এ-সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চম সূক্তে 'ব্রত'—শব্দের কর্ম অর্থ, 'বিব্রত' বলতে যারা বিরুদ্ধকর্মযুক্ত—সায়ণ।

চতুর্থ সূক্ত

কশৰ্ফস্য বিশফস্য দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা।
যথাভিচক্র দেবাস্তথাপ কৃণুতা পুনঃ ॥ ১ ॥
অশ্রেষ্মাণো অধারয়ন্ তথা তন্মনুনা কৃতম্।
কৃণোমি বধ্রি বিষ্কন্ধং মুষ্কাবর্হো গবামিব ॥ ২ ॥
পিশঙ্গে সূত্রে খৃগলং তদা বধ্নন্তি বেধসঃ।
শ্রবস্যুং শুষ্মং কাববং বধ্রিং কৃণ্বন্তু বন্ধুরঃ ॥ ৩ ॥

যেনা শ্রবস্যবশ্চরথ দেবা ইবাসুরমায়য়া।
শুনাং কপিরিব দূষণো বন্ধুরা কাববস্য চ ॥ ৪ ॥
দুষ্ট্যৈ হি ত্বা ভৎস্যামি দূষয়িষ্যামি কাববম্।
উদাশবো রথা ইব শপথেভিঃ সরিষ্যথ ॥ ৫ ॥
একশতং বিষ্কন্ধানি বিষ্ঠিতা পৃথিবীমনু।
তেষাং ত্বামগ্র উজ্জহরুর্মণিং বিষ্কন্ধদূষণম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ শ্বাপদ ব্যাঘ্রাদি, বিগতশফ পুরুষ কালসর্পাদি অথবা ক্রূর গো-মহিষাদি—এ উভয়বিধ বিঘ্নকারীর দ্যুলোক পিতা (বৃষ্ট্যাদির দ্বারা উৎপাদক) এবং আধাররূপে পৃথিবী মাতা। (এর দ্বারা এ সকল বিঘ্নকারণের দৃঢ়মূলত্ব জন্য তার নিবারণ অল্পপ্রয়াসসাধ্য নয় তা সূচিত হয়েছে। এ সকল বিঘ্নকারণের অপনোদনের জন্য তাদের প্রেরক দেবতাদের প্রার্থনা করা হচ্ছে)—হে দেব, যেভাবে উক্ত বিঘ্নসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছ, সেভাবে আবার আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও। ১ ॥ বিঘ্নের জন্য অভিমত ফললাভে বঞ্চিত জনেরা (অথবা শ্লেষ্মাদি দোষ-রহিত দেবতারা) বিঘ্ন বিনাশের জন্য অরলুবৃক্ষের বিকাররূপ মণি ও দণ্ডাদি ধারণ করেছিল। সেরূপ স্বায়ম্ভুব মনু এ মণিধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি মণি প্রভৃতি ধারণের দ্বারা কার্যপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক বিঘ্নসকলকে পাশবদ্ধ করব, যেমন ষাঁড়দের নির্বীর্য করা হয়। ২ ॥ পিঙ্গলবর্ণ সূত্রে গ্রথিত তনুত্রাণ কবচের মত পরকৃত বিঘ্ন অপনোদনের দ্বারা রক্ষক অরলুমণি সাধকরা শরীরে ধারণ করে আমাদের ধৃত এ মণি অন্নগ্রাহক, শোষক, কবুরবর্ণের ক্রূর প্রাণীদের বিঘ্নসকল নির্বীর্য করুক। ৩ ॥ হে নরগণ, শত্রুজয়ের আকাঙ্ক্ষা করে তোমরা, দেবতারা যেমন আসুরিক মায়ায় মোহিত হয়েছিল, সেরূপ শত্রুকৃত মায়ারূপ বিঘ্নের দ্বারা মোহিত হয়েছ। বানররা যেমন কুকুরদের বিতাড়িত করে, সেরূপ তোমরা এ মণিধারণ করে সে আসুরিক ও ক্রূর প্রাণীদের বিঘ্নসকল দূর কর। ৪ ॥ হে মণি, শত্রুকৃত বিঘ্ননাশের জন্য তোমাকে ধারণ করছি। (অথবা—হে বিঘ্নগৃহীত জন, সকল বিঘ্ন নিবারণের জন্য ফলী-করণের দ্বারা তোমাকে দীপ্ত করছি।) তার ফলে ক্রূর প্রাণীদের বিঘ্ন নাশ করব। গমনোন্মুখ অশ্বযুক্ত রথের মত তোমরা শত্রুকৃত বিঘ্ননিমিত্ত আক্রোশ হতে বিযুক্ত হয়ে যথেষ্ট বিচরণ কর। ৫ ॥ একশ একটি বিঘ্ন পৃথিবীতে ব্যেপে আছে। সে বিঘ্নগুলির নিবৃত্তির জন্য হে মণি, তোমাকে পূর্বে দেবগণ ধারণ করেছিল। অতএব অরলুবৃক্ষের বিকার এ মণি আমি ধারণ করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'কর্শফস্য' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বিঘ্নবিনাশের জন্য অরলুমণি বন্ধন করতে হবে। সেরূপ সর্পাদির বিঘ্ন দূর করতে সম্পাতযুক্ত বেণুদণ্ডধারণ ও সংগ্রামে শত্রুকৃত মায়াদিরূপ বিঘ্ন নিবারণের জন্য সম্পাতযুক্ত আয়ুধ ধারণ করতে হবে। প্রথম সূক্তে—'কর্শফস্য' শব্দে কৃশ-শফ অথবা শ্বাপদ ব্যাঘ্রাদির অর্থ।

পঞ্চম সূক্ত

প্রথমা হ ব্যুবাস সা ধেনুরভবদ্ যমে।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ১ ॥
যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীম্।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী ॥ ২ ॥

সংবৎসরস্য প্রতিমাং যাং ত্বা রাত্র্যুপাস্মহে।
সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সং সৃজ ॥ ৩ ॥
ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদাস্বিতরাসু চরতি প্রবিষ্টা।
মহান্তো অস্যাং মহিমানো অন্তর্বধূর্জিগায় নবগজ্জনিত্রী ॥ ৪ ॥
বানস্পত্যা গ্রাবাণো ঘোষমক্রত হবিষ্কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
একাষ্টকে সুপ্রজসঃ সুবীরা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৫ ॥
ইড়ায়াস্পদং ঘৃতবৎ সরীসৃপং জাতবেদঃ প্রতি হব্যা গৃভায়।
যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাস্তেষাং সপ্তানাং ময়ি রন্তিরস্তু ॥ ৬ ॥
আ মা পুষ্টে চ পোষে চ রাত্রি দেবানাং সুমতৌ স্যাম।
পূর্ণা দর্বে পরা পত সুপূর্ণা পুনরা পত।
সর্বান্ যজ্ঞান্তসংভুঞ্জতীষমূর্জং ন আ ভর ॥ ৭ ॥
আয়মগন্তসংবৎসরঃ পতিরেকাষ্টকে তব।
সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সং সৃজ ॥ ৮ ॥
ঋতূন্ যজ ঋতুপতীনার্তবানুত হায়নান্।
সমাঃ সংবৎসরান্ মাসান্ ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ৯ ॥
ঋতুভ্যষ্টবার্তবেভ্যো মাদ্ভ্যঃ সংবৎসরেভ্যঃ।
ধাত্রে বিধাত্রে সমৃধে ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ১০ ॥
ইড়য়া জুহ্বতো বয়ং দেবান্ ঘৃতবতা যজে।
গৃহানলুভ্যতো বয়ং সং বিশেমোপ গোমতঃ ॥ ১১ ॥
একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভং মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা ব্যসহন্ত শত্রূন্ হন্তা দস্যূনামভবচ্ছচীপতিঃ ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রপুত্রে সোমপুত্রে দুহিতাসি প্রজাপতেঃ।
কামানস্মাকং পূরয় প্রতি গৃহ্ণাহি নো হবিঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ সৃষ্টির প্রথম উৎপন্ন একাষ্টকার (মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির) উষা অন্ধকার দূর করেছিল। সে একাষ্টকা পিতৃ-পুরুষদের ধেনুর মত প্রীতিপ্রদা। (একাষ্টকা তিথি পিত্র্যকর্মে অক্ষয় ফলসাধক বলে এখানে ধেনুত্ব ব্যপদেশ।) সে একাষ্টকা ধেনু দুগ্ধের মত ভোগ্যবস্তুযুক্ত হয়ে পরপর বছরগুলিতে অভিমত ফল প্রদান করুক। ১ ॥ ধেনুরূপা একাষ্টকার রাত্রি আসতে দেখে দেবগণ আনন্দিত হন। যে একাষ্টকা সংবৎসরের পত্নীরূপা, সে আমাদের শোভন মঙ্গলরূপ হোক। ২ ॥ হে রাত্রি, সংবৎসরের প্রতিকৃতিরূপ যে তোমাকে আমরা সেবা করি, সে তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে আয়ুষ্মান করে গবাদি ধনে পুষ্টি বিধান কর। ৩ ॥ আজকের এ একাষ্টকা সে উষা, যে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হয়ে অন্ধকার দূর করেছিল। সে একাষ্টকা উষা আমাদের পরিদৃশ্যমান অন্য উষার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বিচরণ করছে। এ উষার মধ্যে অপরিমিত মাহাত্ম্য বিদ্যমান (অথবা মহান মুখ্য সূর্য, সোম ও অগ্নি এর মধ্যে বর্তমান)। এ উষা সূর্যের বধূরূপা, প্রতিদিন উদীয়মান সূর্যের সাথে গমন করে (অথবা অভিনব উৎপদ্যমান প্রাণিদের ব্যেপে থাকে, কিংবা প্রতিদিন উদিত হলেও উৎকৃষ্ট একরূপ লাভ করে)। এরূপ উষা প্রকাশদানে সকল জনের জনয়িত্রী হয়ে সর্বোৎকর্ষে অবস্থান করছে। ৪ ॥ হে একাষ্টকে, তোমার জন্য উদূখল, মুষলাদি ও দৃষদ্ উপলাদি বছরের ধান, করম্ভ, চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি অবহনন ও পেষণাদির দ্বারা উৎপন্ন করে প্রীতিকর শব্দ করছে। হে একাষ্টকে, তোমার

অনুগ্রহে আমরা শোভন পুত্র-পৌত্রাদি ও সুভৃত্য যুক্ত হয়ে ধনের অধিপতি হবো। ৫ ॥ ইড়ার (গাভীর) পা ঘৃতযুক্ত হয়ে গমন করছে। হে জাতবেদা অগ্নি, (তা থেকে উৎপন্ন) হব্য ধান, করম্ভাদি এবং হবি তুমি গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে যে নানা আকারের গ্রাম্য (গো, অশ্ব, অজা, অবি, পুরুষ, গর্দভ ও উষ্ট্র) পশু আছে, তাদের সাতটির আমাতে প্রীতি থাক অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমার সমৃদ্ধি হোক। ৬ ॥ হে রাত্রি, আমাকে ধন ও পুত্র-পৌত্রাদির সমৃদ্ধিতে স্থাপন কর, তোমার প্রসাদে আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণের কল্যাণ বুদ্ধিতে থাকব। হে সোমসাধনভূত দর্বি, তুমি হবির দ্বারা পূর্ণ হয়ে দেবতাদের প্রতি যাও, তারপর অভিমত ফলে পরিপূর্ণ হয়ে আবার আমাদের কাছে এস। সকল যজ্ঞ হবির দ্বারা পালন করে আমাদের জন্য অন্ন ও বল আন। ৭ ॥ হে একাষ্টকা, তোমার পতি এ সংবৎসর এসেছে। তুমি পতির সাথে আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি আয়ুষ্মান করে ধনপুষ্টির সাথে যুক্ত কর। ৮ ॥ বসন্তাদি ঋতু, তাদের অধিপতি অগ্ন্যাদি দেবতা, ঋতুর অবয়ব কলা, কাষ্ঠাদি ও সংবৎসরের যাগ করছি। অর্ধমাস, সংবৎসর, চৈত্রাদি দ্বাদশ মাস এবং চরাচরাত্মক জগতের যিনি পতি, অনবচ্ছিন্ন কালাত্মক অন্তর্যামী, সে ভূতপতিকে হবির দ্বারা তুষ্ট করছি (অথবা ভূতপতির প্রীতির জন্য ঋতুপ্রভৃতির যাগ করছি)। ৯ ॥ হে একাষ্টকে, তোমাকে বসন্তাদি ঋতুর প্রীতির জন্য যাগ করছি। সেরূপ অহোরাত্র, মাস, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, সমৃদ্ধদেব ও ভূতপতির উদ্দেশে হবির দ্বারা তুষ্ট করছি। ১০ ॥ হবির দ্বারা দেবতাদের প্রীতি করছি, তাদের অনুগ্রহে আমরা সম্পূর্ণ হয়ে বহু গো-যুক্ত গৃহে সুখে বাস করব। ১১ ॥ সকলের নিয়ামক একাষ্টকা দেবী সন্তাপকর কর্মের দ্বারা মহান ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছিল (অথবা বন্দনীয় ঐশ্বর্যযুক্ত আদিত্যকে প্রকাশ করেছিল)। সে ইন্দ্রের দ্বারা দেবগণ অসুরদের পরাভূত করেছিল। শচীপতি সে ইন্দ্র দস্যুদের বিনাশক হোক। ১২ ॥ ইন্দ্র ও সোম যার পুত্র, এরূপ একাষ্টকা, তুমি দেব-মনুষ্যাদির স্রষ্টা প্রজাপতির দুহিতা। তুমি আমাদের কামনা পূর্ণ কর এবং আমাদের হবি গ্রহণ কর। ১৩ ॥

টীকা ঃ ১-১৩। 'প্রথমা হ ব্যুবাস' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পুষ্টির জন্য অষ্টকা-কর্মে আজ্যমাংসস্থালী পাকের প্রত্যেকটি তিনবার করে হোম করতে হবে। ন'বার সূত্রের আবৃত্তি হবে। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিকে অষ্টকা বলা হয়। দ্বাদশ মন্ত্রে 'শচীপতিঃ'—পদের সায়ণাচার্য দু-রকম অর্থ করেছেন—এক শচীদেবীর পতি, দ্বিতীয় 'শচীতি কর্মনাম। শচীনাং কর্মণাং পতিঃ স্বামী' অর্থাৎ কর্মের অধিপতি।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদ্যেতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১ ॥
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্শমেনং শতশারদায় ॥ ২ ॥
সহস্রাক্ষেণ শতবীর্যেণ শতায়ুষা হবিষাহার্যমেনম্।
ইন্দ্রো যথৈনং শরদো নয়াত্যতি বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৩ ॥

শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তান্ছতমু বসন্তান্ ।
শতং ত ইন্দ্রো অগ্নিঃ সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্ ॥ ৪ ॥
প্র বিশতং প্রাণাপানাবনড্বাহাবিব ব্রজম্ ।
ব্যন্যে যন্তু মৃত্যবো যানাহুরিতরান্ছতম্ ॥ ৫ ॥
ইহৈব স্তং প্রাণাপানৌ মাপ গাতমিতো যুবম্ ।
শরীরমস্যাঙ্গানি জরসে বহতং পুনঃ ॥ ৬ ॥
জরায়ৈ ত্বা পরি দদামি জরায়ৈ নি ধুবামি ত্বা ।
জরা ত্বা ভদ্রা নেষ্ট ব্যন্যে যন্তু মৃত্যবো যানাহুরিতরান্ছতম্ ॥ ৭ ॥
অভি ত্বা জরিমাহিত গামুক্ষণমিব রজ্জ্বা ।
যস্ত্বা মৃত্যুরভ্যধত্ত জায়মানং সুপাশয়া ।
তং তে সত্যস্য হস্তাভ্যামুদমুঞ্চদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, তোমাকে অজ্ঞাত (রাজযক্ষ্মা ছাড়া অন্য) যক্ষ্মারোগ থেকে পৃথক করছি । এরূপ রাজযক্ষ্মা (যক্ষ্মারোগের রাজা ক্ষয়রোগ অথবা রাজা সোম প্রথম যাকে গ্রহণ করেছিল) থেকে তোমাকে ইহলোকে চিরকাল অবস্থানের জন্য মুক্ত করছি । গ্রহণশীলা পিশাচী যদি এ বালককে গ্রহণ করে থাকে, তা হলে তার কাছ থেকে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজন একে মুক্ত কর । ১ ॥ এ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির যদি রোগের দ্বারা আয়ু শেষ হয়ে থাকে, কিংবা যদি সে এ-লোক থেকে চলে গিয়ে থাকে, অথবা মৃত্যুর নিকট নীত হয়ে থাকে, এরূপ পুরুষকে মৃত্যুর ক্রোড় থেকে আমি এ লোকে নিয়ে আসব । এনে শত বছর পর্যন্ত প্রবল করব । ২ ॥ সহস্র চক্ষুর দর্শনশক্তি যুক্ত, শত শ্রবণাদি শক্তি-বিশিষ্ট, শত বৎসর জীবন-প্রদায়ক অন্নাদির দ্বারা এ ব্যাধিগৃহীত পুরুষকে মৃত্যুর কাছ থেকে নিয়ে আসব । শত বছর পর্যন্ত আয়ুনাশক সকল পাপের যাতে অবসান হয়, সেভাবে হবির দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতিবিধান করছি । ৩ ॥ হে রোগমুক্ত- পুরুষ, তুমি প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে শত শরৎ ঋতু বেঁচে থাক । সেরূপ শত হেমন্ত ও শত বসন্ত বেঁচে থাক । (আজীবন সে সে ঋতুর শীত, উষ্ণাদি কৃত দুঃখ যেন না হয়) । ইন্দ্র, অগ্নি, সকলের প্রেরক সবিতা ও বৃহস্পতি দেব তোমাকে শতায়ু করুক । শত বছর জীবন-প্রদায়ক অন্নাদির দ্বারা এ ব্যাধিগ্রস্ত জনকে মৃত্যুর কাছ থেকে নিয়ে আসব । ৪ ॥ হে প্রাণ ও অপান, শকটের বহনকারী বলীবর্দদ্বয় যেমন স্বনিবাসস্থান গোষ্ঠে প্রবেশ করে, এরূপ শরীরের ধারক তোমরা দুজন এ যক্ষ্মাগৃহীত ব্যক্তির শরীরে (আবার) প্রবেশ কর । অন্য মৃত্যুর হেতুরূপ রোগসকল বিমুখ হয়ে চলে যাক, যারা শতসংখ্যক (অপরিমিত) বলে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন । ৫ ॥ হে প্রাণ ও অপান, তোমরা এ শরীরেই থাক, এ শরীর থেকে শীঘ্র অকালে চলে যেয়ো না । কিন্তু এ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর জরাপর্যন্ত ধারণ কর । ৬ ॥ হে ব্যাধি-নির্মুক্ত পুরুষ, অবসান কাল পর্যন্ত যাতে রক্ষা করে, সেজন্য তোমাকে জরার কাছে দিচ্ছি, জরাপর্যন্ত রোগাদি থেকে তোমাকে রক্ষা করব । সে জরা তোমারে কল্যাণ এনে দিক । যারা অপরিমিত বলে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন, সে মৃত্যুর কারণরূপ রোগগুলি তোমার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে চলে যাক । ৭ ॥ হে ব্যাধি-নির্মুক্ত পুরুষ, জরা তোমাকে বন্ধ করুক, যেমন সেচন-সমর্থ গরুকে রজ্জুর দ্বারা বাঁধা হয় । যে মৃত্যু তোমাকে অকালে শোভন পাশযুক্ত রজ্জুর দ্বারা বেঁধেছে, তোমার সে মৃত্যুপাশ, অবিনাশী ব্রহ্মের দুটি হাত দিয়ে বৃহস্পতি উন্মুক্ত করুক । ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। তৃতীয় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'মুঞ্চামি ত্বা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বালগ্রহ রোগ ও নিরন্তর স্ত্রীসঙ্গ-জনিত যক্ষ্মারোগে পূতিগন্ধ মৎস্যের সাথে অন্ন অভিমন্ত্রিত করে ভোজন কালে রোগীকে খাওয়াতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অরণ্যতিলের সাথে ঈষৎ গরম জলের দ্বারা উষাকালে অরণ্যে বা গৃহে রোগীকে সিঞ্চন করতে হবে, গাত্রাদি মার্জনা করাতে হবে এবং আচমন করাতে হবে। সেরূপ অরণ্য শণ, অরণ্যগোময় ও চিত্ত্যাদি শান্তৌষধির দ্বারা প্রত্যেকটি গরম জলে উষাকালে রোগীকে সেক, মার্জন ও আচমন করাতে হবে। সকল ব্যাধির নিরাময়ের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে অভিমন্ত্রন করতে হবে। সেরূপ ক্রতুমধ্যে অসুস্থ যজমানের চিকিৎসা ব্যাপারেও এ সূক্তের মন্ত্রাদি পাঠ করতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইহৈব ধ্রুবাং নি মিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠাতি ঘৃতমুক্ষমাণা।
তাং ত্বা শালে সর্ববীরাঃ সুবীরা অরিষ্টবীরা উপ সং চরেম ॥ ১ ॥
ইহৈব ধ্রুবা প্রতি তিষ্ঠ শালেঽশ্বাবতী গোমতী সূনৃতাবতী।
ঊর্জস্বতী ঘৃতবতী পয়স্বত্যুচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায় ॥ ২ ॥
ধরুণ্যসি শালে বৃহচ্ছন্দাঃ পূতিধান্যা।
আ ত্বা বৎসো গমেদা কুমার আ ধেনবঃ সায়মাস্পন্দমানাঃ ॥ ৩ ॥
ইমাং শালাং সবিতা বায়ুরিন্দ্রো বৃহস্পতির্নি মিনোতু প্রজানন্।
উক্ষন্তূদ্না মরুতো ঘৃতেন ভগো নো রাজা নি কৃষিং তনোতু ॥ ৪ ॥
মানস্য পত্নি শরণা স্যোনা দেবী দেবেভির্নিমিতাস্যগ্রে।
তৃণং বসানা সুমনা অসস্ত্বমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥ ৫ ॥
ঋতেন স্থূণামধি রোহ বংশোগ্রো বিরাজন্নপ বৃঙ্ক্ষ্ব শত্রূন্।
মা তে রিষন্নুপসত্তারো গৃহাণাং শালে শতং জীবেম শরদঃ সর্ববীরাঃ ॥ ৬ ॥
এমাং কুমারস্তরুণ আ বৎসো জগতা সহ।
এমাং পরিস্রুতঃ কুম্ভ আ দধ্নঃ কলশৈরগুঃ ॥ ৭ ॥
পূর্ণং নারি প্র ভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারামমৃতেন সংভৃতাম্।
ইমাং পাতৄনমৃতেনা সমঙ্‌গ্ধীষ্টাপূর্তমভি রক্ষাত্যেনাম্ ॥ ৮ ॥
ইমা আপঃ প্র ভরাম্যযক্ষ্মা যক্ষ্মনাশনীঃ।
গৃহানুপ প্র সীদাম্যমৃতেন সহাগ্নিনা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ এ প্রদেশে গৃহের স্থির ভিত খনন করছি, এ নির্মিত গৃহ অভিমত ফল প্রদান করে অগ্ন্যাদির বাধারহিত হয়ে মঙ্গলরূপে অবস্থিত হোক। হে গৃহ, শোভনগুণ রোগাদিরহিত অনেক পুত্রাদি যুক্ত হয়ে তোমাকে আমরা ব্যবহার করব। ১ ॥ হে গৃহ, এ প্রদেশে তুমি স্থির হয়ে থাক। তুমি অশ্ব, গাভী, বালকদের প্রিয়সত্য বাক্য, প্রভূত অন্ন, ঘৃত ও ক্ষীরযুক্ত হয়ে আমাদের মহান সৌভাগ্যের জন্য উন্নত হও। ২ ॥ হে গৃহ, তুমি প্রশস্ত স্তম্ভযুক্ত হয়ে ভোগসকলের ধারক-রূপে বিদ্যমান হও। সেরূপ তুমি প্রভূত আচ্ছাদন যুক্ত (অথবা ছন্দের সাথে বেদযুক্ত) ও বহুবিধ ভোগ দানাদির দ্বারা অক্ষয় ধান্যযুক্ত হও। এরূপ গৃহে গাভী ও স্ত্রীগণ বৎস ও পুত্রাদি যুক্ত হোক। দুগ্ধবতী গাভী সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ ক্ষরণ করতে করতে তোমাতে (গৃহে) আসুক। ৩ ॥ সকলের প্রেরক সবিতা দেব,

বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি শালানির্মাণ প্রকার জেনে স্তম্ভাদি স্থাপনের দ্বারা নির্মাণ করুক। মরুদ্গণ ক্ষরণশীল জলের দ্বারা শালাভূমি সিক্ত করুক। তারপর আমাদের রাজমান ভগ-দেব শালাভূমির কর্ষণ করুক। ৪ ॥ মাননীয় বাস্তুপতির জায়ারূপ হে শালা (গৃহ), তুমি রক্ষিত্রী, সুখকরী ও দ্যোতমান হয়ে সৃষ্টির আদিতে দেবতাদের দ্বারা প্রাণীর উপভোগের জন্য নির্মিত হয়েছ। তুমি তৃণাচ্ছন্ন হয়ে শোভনমনস্ক হও। তারপর তোমাতে বাসকারী আমাদের জন্য পুত্রাদির সাথে ধন দাও। ৫ ॥ হে বংশ (বাঁশ দন্ড), তুমি অবাধ্যরূপে (সোজা হয়ে) শালার মধ্য স্তম্ভ পর্যন্ত দাড়িয়ে থাক। তারপর সবলে দীপ্যমান হয়ে আমাদের শত্রুদের বাধা দাও। হে শালা, তোমার গৃহে বাসকারীদের হিংসা করো না। তোমাতে বাস করে আমরা অভিলষিত পুত্র-পৌত্রাদির সাথে শত বছর বেঁচে থাকব। ৬ ॥ এ শালাতে যুবা পুত্র আসুক, গমনশীল গাভীর সাথে বৎস আসুক। সেরূপ প্রসবণশীল মধুকুম্ভ ও দধিপূর্ণ ঘটগুলি আসুক। ৭ ॥ হে নারী, জলপূর্ণ এ কুম্ভ সুধাময় জল মধু ঘৃতাদির ধারা দিতে দিতে শালায় নিয়ে যাও। এ কলশ সুধারূপ উদকের দ্বারা সন্দীপ্ত কর। এ শালাতে ক্রিয়মাণ শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম (ইষ্টাপূর্ত) চোর, অগ্ন্যাদি ভয় থেকে রক্ষা করুক। ৮ ॥ যক্ষ্মা-রহিত, তার সেবকদের যক্ষ্মানাশক এ কলশস্থ জলগুলি শালাতে নিয়ে যাচ্ছি। আমিও অবিনাশী অগ্নির সাথে গৃহে অবস্থান করছি। ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯। 'ইহৈব ধ্রুবাং' ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা নূতন গৃহনির্মাণ, বাস্তুসংস্কার প্রভৃতি কর্মে গৃহভূমি হলের দ্বারা কর্ষণ করতে হবে। সেরূপ যেখানে যেখানে চতুর্গণী মহাশান্তি কর্মে শান্ত্যুদকাদি প্রযুক্ত হয়, সেখানে এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। নবগৃহের গর্তে উচ্ছ্রীয় মণিস্থূণা এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হয়।

তৃতীয় সূক্ত

যদদঃ সংপ্রয়তীরহাবনদতা হতে।
তস্মাদা নদ্যো নাম স্থ তা বো নামানি সিন্ধবঃ ॥ ১ ॥
যৎ প্রেষিতা বরুণেনাচ্ছীভং সমবল্গত।
তদাপ্নোদিন্দ্রো বো যতীস্তস্মাদাপো অনু ষ্ঠন ॥ ২ ॥
অপকামং স্যন্দমানা অবীবরত বো হি কম্।
ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবীস্তস্মাদ্ বার্নাম বো হিতম্ ॥ ৩ ॥
একো বো দেবোঽপ্যতিষ্ঠৎ স্যন্দমানা যথাবশম্।
উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে ॥ ৪ ॥
আপো ভদ্রা ঘৃতমিদাপ আসন্নগ্নীষোমৌ বিভ্রত্যাপ ইৎ তাঃ।
তীব্রো রসো মধুপৃচামরংগম আ মা প্রাণেন সহ বর্চসা গমেৎ ॥ ৫ ॥
আদিৎ পশ্যাম্যুত বা শৃণোম্যা মা ঘোষো গচ্ছতি বাঙ্ মাসাম্।
মন্যে ভেজানো অমৃতস্য তর্হি হিরণ্যবর্ণা অতৃপং যদা বঃ ॥ ৬ ॥
ইদং ব আপো হৃদয়ময়ং বৎস ঋতাবরীঃ।
ইহেত্থমেত শক্করীর্যত্রেদং বেশয়ামি বঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলসকল, ঐ মেঘে তাড়িত হয়ে তোমরা মিলিত হয়ে ইতস্তত গমন করতে করতে শব্দ করে থাক বলে তোমাদের নদী নাম। হে সিন্ধু, স্যন্দনশীল

জলসকল, তোমাদের উদক প্রভৃতি নামগুলিও যথার্থনামা। ১ ॥ রাজা বরুণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তোমরা একত্র নৃত্য করতে করতে যখন যাচ্ছিলে, তখন ইন্দ্র তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছিল, এজন্য তোমাদের নাম 'আপ'। ২ ॥ কামনাহীন সর্বদা স্যন্দমান তোমাদের ইন্দ্র বরণ করতে চেয়েছিল। হে দেবগণ, এজন্য তোমাদের 'বারি' নাম। ৩ ॥ এক অসহায় ইন্দ্রদেব যথেচ্ছ ইতস্ততঃ স্যন্দনশীল তোমাদের সম্মান করেছিল। তাতে 'আমরা মহতী হয়েছি' বলে তোমরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলে, এজন্য তোমাদের 'উদক' নাম। ৪ ॥ ভন্দনীয় জল তৃণাদি নিষ্পাদনের দ্বাবা ঘৃতরূপ হয়েছিল (অথবা অগ্নিতে আহুত ঘৃত জলরূপ হয়েছিল)। এ জল অন্নাদি হবির নিষ্পত্তির দ্বারা অগ্নিকে এবং রশ্মি বৃদ্ধির দ্বারা সোমকে ধারণ করে। মধুযুক্ত জলের তীব্র উদ্ভূত রস পর্যাপ্তরূপে চক্ষুরাদি প্রাণ ও বলের সাথে আমাদের কাছে আসুক। ৫ ॥ জলের রস প্রাণের সাথে আমার কাছে এলে আমি দেখতে পাই ও শুনতে পাই ; তখন উচার্যমাণ শব্দ ও বাগিন্দ্রিয় আমার কাছে আসে। তখন আমি অমৃতের সেবা করছি বলে মনে করি, যখন হে হিত রমণীয়বর্ণ জলসকল, তোমাদের সেবার দ্বারা আমি তৃপ্ত হই। ৬ ॥ হে জলসকল, এ হিরণ্য তোমাদের হৃদয়স্থানীয় (অথবা লোকে যেমন হৃদয় ছাড়া শরীর ক্ষণকালও থাকে না, সেরূপ তোমরাও হৃদয়রূপ হিরণ্যের প্রতি এস)। হে সত্যবতী জলসকল, এ খাতে প্রক্ষিপ্যমাণ মণ্ডূক তোমাদের বৎসস্থানীয়। (অথবা লোকে গাভীগণ যেমন বৎসের অনুগমন করে, সেরূপ তোমরাও বৎসতুল্য মণ্ডূকের অনুগমন কর)। হে শক্বরী (অভিমত ফলপ্রদান সমর্থা) জলসকল, এ খাতে এসে তোমরা স্থির প্রবাহযুক্ত হও, যে খাতে এখন তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'যদদঃ সম্প্রয়তীঃ'—ইত্যাদি সূক্তের স্বাভিমতপ্রদেশে নদীপ্রবাহ-কার্যে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। যে পথে জল নিতে হবে, সে দেশ প্রথমে খনন করে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জল সেচন করে যেতে হবে ইত্যাদি বিধি ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের নদী, সমুদ্র, উদক, আপ প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সায়ণ-ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। ৫ম সূক্তে 'বনস্পতি' থেকে ঘৃতাদির উৎপত্তির কথা দেখা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

সং বো গোষ্ঠেন সুষদা সং রয্যা সং সুভূত্যা।
অহর্জাতস্য যন্নাম তেন বঃ সং সৃজামসি ॥ ১ ॥
সং বঃ সৃজত্বর্যমা সং পূষা সং বৃহস্পতিঃ।
সমিন্দ্রো যো ধনঞ্জয়ো ময়ি পুষ্যত যদ্ বসু ॥ ২ ॥
সংজগ্মানা অবিভ্যুষীরস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ।
বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনমীবা উপেতন ॥ ৩ ॥
ইহৈব গাব এতনেহো শকেব পুষ্যত।
ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়ি সংজ্ঞানমস্তু বঃ ॥ ৪ ॥
শিবো বো গোষ্ঠো ভবতু শারিশাকেব পুষ্যত।
ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়া বঃ সং সৃজামসি ॥ ৫ ॥
ময়া গাবো গোপতিনা সচধ্বময়ং বো গোষ্ঠ ইহ পোষয়িষ্ণুঃ।
রায়স্পোষেণ বহুলা ভবন্তীর্জীবা জীবন্তীরুপ বঃ সদেম ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে গাভীগণ, তোমাদের সুখনিবাসযোগ্য গোশালায় যুক্ত করছি। সেরূপ আহারাদি-রূপ ধন ও সমৃদ্ধির সাথে তোমাদের যুক্ত করছি। 'অহর্জাত' এ নামের সাথে তোমাদের যুক্ত করছি। (প্রতিদিন যে জন্মে সে 'অহর্জাত'-প্রাণিবিশেষ, তার নামের সাথে যুক্ত করলে গাভীদের পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন হয়—এ প্রসিদ্ধি আছে)। ১॥ হে গাভীগণ, অর্যমাদেব তোমাদের উৎপন্ন করুক। এরূপ সমৃদ্ধিকর পোষক পূষাদেব, বৃহস্পতি ও ধনঞ্জয় ইন্দ্র তোমাদের উৎপন্ন করুক। হে গাভীগণ, তোমরা অর্যমা প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হয়ে তোমাদের ক্ষীর-ঘৃতাদি যে ধন আছে, তা দিয়ে আমার পুষ্টি সাধন কর। ২॥ হে গাভীগণ, চোর ব্যাঘ্রাদি থেকে ভীত না হয়ে আমাদের এ গোষ্ঠে পুত্র-পৌত্রাদির সাথে মিলিত হও। তারপর দীর্ঘকাল প্রভূত করীষ যুক্ত ও রোগরহিত হয়ে মধুর রসযুক্ত ক্ষীর ধারণ করে (অর্থাৎ পীনোধ্নী হয়ে) আমাদের কাছে এস। ৩॥ হে গাভীগণ, তোমরা আমাদের এ গোষ্ঠে এস। মক্ষিকা যেমন অল্পকালে সমৃদ্ধ হয়ে অসংখ্য হয়, সেরূপ তোমরা বহু হও। এ গোষ্ঠেই পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমার প্রতি তোমাদের যেন প্রীতি থাকে, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। ৪॥ হে গাভীগণ, তোমাদর বাসস্থান (গোষ্ঠ) সুখকর হোক। তোমরা শারিশাকের (অল্পকালে হাজার হাজার উৎপন্ন প্রাণিবিশেষের) মত সমৃদ্ধ হও। এখানেই তোমরা পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ কর এবং আমার সাথে তোমাদের সংযোগ থাক। ৫॥ হে গাভীগণ, তোমাদের পালক আমার সাথে মিলিত হও। আমাদের গৃহে এ গোষ্ঠ তোমাদের পোষক। ধনসমৃদ্ধির দ্বারা অসংখ্য দীর্ঘজীবী তোমাদের চিরজীবী হয়ে আমরা যেন লাভ করি। ৬॥

টীকা ঃ ১—৬। 'সং বো গোষ্ঠেন' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গাভীর পুষ্টিকামনায় বাছুরের ফেন মিশ্রিত দুগ্ধ অভিমন্ত্রিত করে পান করতে হয়। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা গাভী অভিমন্ত্রিত করে দান করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা জলপূর্ণ পাত্র অভিমন্ত্রিত করে গোশালায় নিতে হয় ইত্যাদি বিধান ভাষ্যানুক্রমে দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি স ন এতু পুরএতা নো অস্তু।
নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্ ॥ ১ ॥
যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি।
তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন যথা ক্রীত্বা ধনমাহরাণি ॥ ২ ॥
ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায়।
যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্ ॥ ৩ ॥
ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো নো যমধ্বানমগাম দূরম্।
শুনং নো অস্তু প্রপণো বিক্রয়শ্চ প্রতিপণঃ ফলিনং মা কৃণোতু।
ইদং হব্যং সংবিদানৌ জুষেথাং শুনং নো অস্তু চরিতমুত্থিতং চ ॥ ৪ ॥
যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তন্মে ভূয়ো ভবতু মা কনীয়োঽগ্নে সাতঘ্নো দেবান্ হবিষা নি ষেধ ॥ ৫ ॥
যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তস্মিন্ ম ইন্দ্রো রুচিমা দধাতু প্রজাপতিঃ সবিতা সোমো অগ্নিঃ ॥ ৬ ॥
উপ ত্বা নমসা বয়ং হোতর্বৈশ্বানর স্তুমঃ।
স নঃ প্রজাস্বাত্মসু গোষু প্রাণেষু জাগৃহি ॥ ৭ ॥

বিশ্বাহা তে সদমিদ্ভরেমাশ্বায়েব তিষ্ঠতে জাতবেদঃ।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : আমি (ব্যবসায়ী) পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেবকে বাণিজ্যকর্তা হিসাবে প্রেরণ করছি। বণিকরূপে প্রেরিত ইন্দ্র আমাদের কাছে আসুক ; এসে আমাদের পুরগামী হোক। বাণিজ্যবিঘাতক শত্রু, পরিপন্থী মার্গনিরোধক চোর ও ব্যাঘ্রাদিকে বিনাশ করে নিয়ামক সে ইন্দ্র আমার (বাণিজ্যলাভরূপ) ধনের দাতা হোক। ১ ॥ দেবতার আনুকূল্যযুক্ত (অথবা বণিকেরা যে পথ দিয়ে যায় সেরূপ) বহু পথ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে আছে। সে পথগুলি দুধ ঘি দিয়ে আমার সেবা করুক অর্থাৎ পথশ্রমনিবর্তক ক্ষীর ঘৃতাদি অন্নপানযুক্ত হোক, যাতে আমি পণ্য বিক্রয় করে লাভের সাথে মূলধন ঘরে আনতে পারি। ২ ॥ হে অগ্নি, বাণিজ্যলাভ কামনা করে শীঘ্রগমন ও শরীরসামর্থের জন্য সমিৎ ও ঘৃতের সাথে হব্য অর্পণ করছি। যাতে আমি স্তোত্ররূপ মন্ত্রের দ্বারা তোমার স্তুতি করে অপরিমিত ধনলাভের জন্য ব্যবহারকুশল বুদ্ধি লাভ করতে পারি। (অথবা, যাতে আমি ধনাঢ্য হতে পারি, সেজন্য স্তোত্রের দ্বারা তোমার স্তুতি করে বাণিজ্যলাভনিমিত্ত হোম করছি)। ৩ ॥ হে অগ্নি, আমাদের দূরপথ গমনজনিত ব্রতলোপরূপ হিংসা তুমি ক্ষমা কর। পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ ও তার সলাভে বিক্রয় যেন আমাদের সুখকর হয়, প্রতিপণ অর্থাৎ পরদ্রব্যের পরিমাণ-কল্পনা, তা প্রভূত লাভযুক্ত হোক। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজনে একমত হয়ে আমার প্রদত্ত এ হব্য গ্রহণ কর, তোমাদের প্রসাদে আমাদের বিক্রয়াদি ও লাভযুক্ত ধন সুখকর হোক। ৪ ॥ হে দেবগণ, যে মূলধনের দ্বারা আমরা বৃদ্ধিযুক্ত ধন কামনা করছি এবং যে ধনের দ্বারা পরিমাণ কল্পনা করছি, তা আমাদের সুখকর হোক। হে অগ্নি, লাভপ্রতিবন্ধক দেবতাদের হবির দ্বারা (আহুতি দিয়ে) তুষ্ট করে নিবারণ কর। হে দেবগণ, তোমাদের প্রসাদে আমাদের বহুতর ধন হোক, তা যেন অল্পতর (কম) না হয়। ৫ ॥ যে মূলধনের দ্বারা আমরা বৃদ্ধিযুক্ত ধন কামনা করি ও যে ধনের দ্বারা পরিমাণ কল্পনা করি, আমার সে ধনে সর্বজনপ্রীতি (অর্থাৎ ধন প্রদানের দ্বারা তা গ্রহণের ইচ্ছা) ইন্দ্র স্থাপন করুক। সেরূপ প্রজাপতি, সবিতা, সোম ও অগ্নি সে ধনে সকলজনের প্রীতি-বিধান করুক। ৬ ॥ হে দেবগণের আহ্বাতা, বিশ্বজনের হিতকারী অগ্নি, হবিরূপ অন্নের সাথে তোমার কাছে গিয়ে স্তুতি করছি। তুমি স্তুত হয়ে আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, গবাদি পশু ও প্রাণবিষয়ে জাগরুক হও অর্থাৎ পুত্রাদি যাতে দুঃখলেশও না পায়, সেরূপ রক্ষা করে অবহিত হও। ৭ ॥ হে জাত প্রাণীদের জ্ঞাতা (জাতবেদা) অগ্নি, স্বগৃহে বর্তমান তোমার উদ্দেশে প্রতিদিন সব সময় হবি আহরণ করছি, যেমন অশ্বশালায় বর্তমান অশ্বকে কালে কালে ঘাস (খাদ্য) দিতে হয়। হে অগ্নি, পরিচর্যার দ্বারা তোমার কাছে আগত আমরা ধনপুষ্টি ও অভিলষিত অন্নের দ্বারা হৃষ্ট হয়ে যেন বিনষ্ট না হই। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'ইন্দ্রং অহং বণিজং' ইত্যাদি সূক্ত বাণিজ্য লাভের জন্য বিনিযুক্ত হয়। বিক্রয়ের জন্য বণিক পণ্যদ্রব্য বাজারে নেবার সময় লাভের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা বস্ত্র, পূগীফল, অশ্ব, হস্তী অথবা রত্নাদি অভিমন্ত্রিত করে সেখান থেকে রওনা হবে। এ সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের যাগ বা পূজা করতে হবে।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হবামহে ॥ ১ ॥
প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হবামহে বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা।
আধ্রশ্চিদ্ যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্ রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ২ ॥
ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম ॥ ৩ ॥
উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্।
উতোদিতৌ মঘবন্ত্সূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ৪ ॥
ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবস্তেনা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীমি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ ॥ ৫ ॥
সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়।
অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং মে রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু ॥ ৬ ॥
অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ প্রাতঃকালে মেধাজনন ফললাভের জন্য অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, ভগদেব, পূষাদেব, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ও রুদ্রদেবকে আহ্বান করছি। ১ ॥ প্রাতঃকালে স্বাভিমত ফলসাধক, অনভিভূত, দেবমাতা অদিতির পুত্র ভগদেবকে বর্চ প্রভৃতি ফলের কামনা করে আমরা আহ্বান করছি। যে আদিত্য ভগদেব বৃষ্ট্যাদি প্রদানের দ্বারা সকলের পোষক, দরিদ্র, সমৃদ্ধ এমন কি রাজাও স্বাভিমত ফলসাধক জেনে যে ভগদেবের ভজন করছি—এ কথা বলে, আমরা তাকে আহ্বান করছি। (অথবা সকল জন যে ভগদেবকে স্তুতি করে, 'ভজনীয় ধন আমাদের দাও' এ প্রার্থনা জানায়, আমরা সে ভগদেবকে আহ্বান করছি)। ২ ॥ সকল জগতের নায়ক, সত্যরাধ (অনশ্বর ধনযুক্ত); হে ভগদেব, মেধাজননাদি ফল দিয়ে আমাদের এ স্তুতি সফল কর। হে ভগ, গাভী ও অশ্বের দ্বারা আমাদের প্রভূত কর। হে ভগ, পুত্র-পৌত্রাদি ও ভৃত্যাদির দ্বারা আমরা জনযুক্ত হব। ৩ ॥ এখন এ কর্মানুষ্ঠানকালে আমরা দেবতার সাথে (অথবা ধন ও সৌভাগ্যের সাথে) যুক্ত হবো। সায়াহ্নে, মধ্যাহ্নে (ও উদয়কালে) হে মঘবন, আমরা সূর্য ও অগ্ন্যাদি দেবতাদের শোভন (অনুগ্রহাত্মিকা) বুদ্ধি লাভ করব অর্থাৎ দেবগণও আমাদের অনুগ্রহ করুন। ৪ ॥ ভগদেব ধনযুক্ত হোক, তার ধনে আমরাও ধনবান হবো। হে ভগ, তাদৃশ তোমাকে সকল লোক বারবার আহ্বান করছে। হে ভগ, তুমি এ ব্যাপারে আমাদের পুরোগামী হও। ৫ ॥ উষাদেবীগণ যজ্ঞের জন্য মিলিত হোক। অশ্ব যেমন শুদ্ধ গমনের জন্য সন্নদ্ধ হয়, এরূপ সন্নত উষাদেবীগণ ধন-প্রাপক ভগদেবকে আমার অভিমুখে আনুক, বেগবান অশ্বগুলি যেমন রথ বহন করে, সেরূপ। ৬ ॥ উষাদেবীগণ বহু অশ্ব, গাভী ও পুত্রাদি যুক্ত হয়ে মঙ্গলকারী রূপে আমাদের জন্য সব সময় প্রকাশিত হোক। হে উষাদেবীগণ, জল বহন করে সকল গুণের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে তোমরা অনশ্বর মঙ্গলের সাথে সব সময় আমাদের রক্ষা কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ৪র্থ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'প্রাতরগ্নিং' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা মেধা কামনায় সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে মুখ ধুতে হবে। সেরূপ তেজ কামনা করে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দধি ও মধু অভিমন্ত্রিত করে ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হবে, সেরূপ ক্ষত্রিয়কে দধি মধু মিশ্রিত অন্ন এবং বৈশ্যকে কেবল অন্ন খাওয়াতে হবে। অন্যান্য বহু প্রয়োগ বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ সূক্তে—'দধিক্রাবা' শব্দের অর্থ অশ্ব, ধারক হয়ে যে পাদবিক্ষেপ করে, 'দধিঃ ধারয়িতা সং ক্রামতীতি দধিক্রাবা অশ্বঃ'—সায়ণাচার্য।

দ্বিতীয় সূক্ত

সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্‌।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়ৌ ॥ ১ ॥
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনোত কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্‌।
বিরাজঃ শ্নুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমা যবন্‌ ॥ ২ ॥
লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীমং সোমসৎসরু।
উদিদ্‌ বপতু গামবিং প্রস্থাবদ্‌ রথবাহনং পিবরীং চ প্রফর্ব্যম্‌ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষাভি রক্ষতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্‌ ॥ ৪ ॥
শুনং সুফালা বি তুদন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অনু যন্তু বাহান্‌।
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তমস্মৈ ॥ ৫ ॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্‌।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয় ॥ ৬ ॥
শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেথাম্‌।
যদ্‌ দিবি চক্রথুঃ পয়স্তেনেমামুপ সিঞ্চতম্‌ ॥ ৭ ॥
সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগে ভব।
যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলা ভুবঃ ॥ ৮ ॥
ঘৃতেন সীতা মধুনা সমক্তা বিশ্বৈর্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ।
সা নঃ সীতে পয়সাভ্যাববৃৎস্বোর্জস্বতী ঘৃতবৎ পিন্বমানা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ মেধাবী জনেরা কর্ষণের জন্য লাঙ্গলগুলি যুক্ত করছে। যারা ধীমান, তারা দেববিষয়ে সুখকর যজ্ঞের ইচ্ছায় বলীবর্দদের স্কন্ধে যুগগুলি প্রসারিত করছে (অথবা সুখকর হবিরূপ অন্নের বাহক বলীবর্দদ্বয় যুক্ত করছে)। ১ ॥ হে কৃষকগণ, লাঙ্গলগুলি যুগের সাথে যুক্ত কর। যুগগুলি বলীবর্দদের স্কন্ধে প্রসারিত কর। অঙ্কুরোৎপত্তি-যোগ্য এ কর্ষণ-ভূমিতে ব্রীহি-যবাদি বীজ বপন কর। আশুপ্রাপক স্তম্বাদি ফলভার যুক্ত হোক। সফল ব্রীহি প্রভৃতি অল্প সময়ে পক্ক হোক ও ছেদক দাত্রাদির সাথে যুক্ত হোক। ২ ॥ বজ্রের মত নিশিতধার লাঙ্গলের অগ্রভাগগুলি কৃষকের সুখকর ব্রীহি প্রভৃতি সম্পাদনের দ্বারা সোমযাগ-নিষ্পাদক হয়ে ভূমিতে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করছে। কর্ষণের দ্বারা ধান্যাদি সমৃদ্ধির ফলে গমনসমর্থ গাভী ও অবি, রথবাহনসমর্থ অশ্ব বলীবর্দাদি ও স্থূল সর্বকামসমর্থ প্রথম-বয়স্ক কন্যাদের (প্রফর্বী) সমৃদ্ধি হোক ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদেব লাঙ্গলপদ্ধতি নীচের দিকে করুক এবং পোষক পূষাদেব সব দিক দিয়ে তা রক্ষা করুক। সে লাঙ্গলপদ্ধতি পরপর বছরগুলিতে আমাদের অভিমত ফল দিক ॥ ৪ ॥ লাঙ্গলের

মুখগুলি (ফালা) আমাদের যাতে সুখ হয়, সেভাবে ভূমি কর্ষণ করুক। কৃষকরা সুখে বলীবর্দের অনুগমন করুক। হে বায়ু ও আদিত্যদেব, তোমরা দুজন আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তুষ্ট হয়ে এ যজমানকে ব্রীহিযবাদি শোভন ফলযুক্ত কর। ৫ ॥ বলীবর্দগুলি সুখকর হোক, কৃষকরা সুখী হোক, লাঙ্গলগুলি সুখে কর্ষণ করুক, রজ্জুগুলি সুখে বন্ধনযুক্ত হোক, হে শুন (বায়ুদেব অথবা সুখাভিমানী দেবতা), প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর। ৬ ॥ হে শুনাসীর (বায়ু ও আদিত্য) দেবদ্বয়, তোমরা এ ক্ষেত্রে আমার হবির সেবা কর। তোমরা আকাশে যে জল করেছ, সে বৃষ্টিজলের দ্বারা এ কৃষ্যমাণ ভূমি সিক্ত কর। ৭ ॥ হে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি), তোমাকে নমস্কার করছি, হে সুভগে (সীতাভিমানী দেবতা), তুমি যেভাবে আমাদের প্রতি শোভনমনস্ক হও ও যেভাবে শোভন ফলযুক্ত হও, সেভাবে আমাদের অভিমুখী হও। ৮ ॥ জল ও মধুর রসে লিপ্ত, বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্গণের দ্বারা অনুমত হে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি), সবলে ঘৃতযুক্ত অন্ন সেচনকারী রূপে তুমি জলের সাথে আমাদের অভিমুখী হও। ৯ ॥

টীকা—১-৯ ঃ 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা কৃষিকার্যে মাঠে গিয়ে যুগ-লাঙ্গল বাঁধতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা দক্ষিণ দিকে বলদ যুগে যুক্ত করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা কর্ষণাদি কার্য-বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৫ম সূক্তে—'শুনং' শব্দের অর্থ সুখ, 'কীনাশাঃ'—অর্থ কৃষক। 'শুনাসীর' বলতে বায়ু ও আদিত্য অথবা সুখকর দেবতা ও লাঙ্গলাভিমানী দেবতা—সায়ণ।

তৃতীয় সূক্ত

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধাং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥ ১ ॥
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ণুদ পতিং মে কেবলং কৃধি ॥ ২ ॥
নহি তে নাম জগ্রাহ নো অস্মিন্ রমসে পতৌ।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৩ ॥
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অধঃ সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৪ ॥
অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বা সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫ ॥
অভি তেঽধাং সহমানামুপ তেঽধাং সহীয়সীম্।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ লতারূপ ওষধির মধ্যে অত্যন্ত বলশালী ও পাঠা-নামক ওষধি খনন করছি, যার দ্বারা সপত্নীকে (সতীনকে) হিংসা করা যায় ও পতিকে সম্যক্‌রূপে লাভ করা যায়। ১ ॥ উত্তানপর্ণ (ঊর্ধ্বমুখে পত্র যার), সৌভাগ্যের কারণরূপ, দেবতার (স্রষ্টার) দ্বারা প্রেরিত, পরাভবকারী হে পাঠা-নামক ওষধি, আমার সপত্নীকে পরাঙ্মুখী কর অর্থাৎ পতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং তারপর আমার পতিকে কেবল (অসাধারণ) কর। ২ ॥ হে সপত্নী, তোমার নামও আমি গ্রহণ করি না, তুমি সন্নিহিত আমার পতিতে রমণ করো না। তোমাকে অতি দূর-দেশে পাঠিয়ে দেব। ৩ ॥ হে উৎকৃষ্টতর পাঠা-নামক ওষধি, তোমার প্রসাদে আমি

উৎকৃষ্টতর হবো, লোকে যেগুলি উৎকৃষ্ট আছে, তাদের থেকেও আমি উৎকৃষ্ট হবো। আর আমার যে সপত্নী, সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হোক। ৪ ॥ হে পাঠা-নামক ওষধি, তোমার প্রসাদে আমি সপত্নীর পরাভবকারী, তুমিও শত্রুদের পরাভবকারী হও। আমরা দুজনে একত্র হয়ে সপত্নীর পরাভব করব। ৫ ॥ হে সপত্নী, তোমার শয়নস্থানের নীচে ও উপরে পরাভবকারী এ পাঠা-নামক ওষধি স্থাপন করছি। দুগ্ধবতী গাভী যেমন ইতস্ততঃ ধাবমান স্বকীয় বৎসের অনুধাবন করে, জল যেমন নিম্নপথে স্বভাবতঃ গমন করে, সেরূপ হে সপত্নী, তোমার মন ওষধি-প্রভাবে বশীভূত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'ইমাং খনামি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সপত্নী-জয়কর্মে বাণপর্ণী-পত্রচূর্ণ লোহিতবর্ণজায়া দধি ও জলের সাথে মিশিয়ে অভিমন্ত্রিত করে সপত্নীর শয়নস্থানের নীচে ও উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়। এরূপ বিবাদ-জয়কর্মে 'অহমস্মি সহমানা' ইত্যাদি সূক্ত জপ করে ঈশান দিক থেকে সভাস্থলে যেতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

সংশিতং ম ইদং ব্রহ্ম সংশিতং বীর্যং বলম্।
সংশিতং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণুর্যেষামস্মি পুরোহিতঃ ॥ ১ ॥
সমহমেষাং রাষ্ট্রং স্যামি সমোজো বীর্যং বলম্।
বৃশ্চামি শত্রূণাং বাহূননেন হবিষাহম্ ॥ ২ ॥
নীচৈঃ পদ্যন্তামধরে ভবন্তু যে নঃ সূরিং মঘবানং পৃতন্যান্।
ক্ষিণামি ব্রহ্মণামিত্রানুন্নয়ামি স্বানহম্ ॥ ৩ ॥
তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নেস্তীক্ষ্ণতরা উত।
ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ তীক্ষ্ণীয়াংসো যেষামস্মি পুরোহিতঃ ॥ ৪ ॥
এষামহমায়ুধা সং স্যাম্যেষাং রাষ্ট্রং সুবীরং বর্ধয়ামি।
এষাং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণ্বেষাং চিত্তং বিশ্বেঽবন্তু দেবাঃ ॥ ৫ ॥
উদ্ধর্ষন্তাং মঘবন্ বাজিনান্যুদ্ বীরাণাং জয়তামেতু ঘোষঃ।
পৃথগ্ ঘোষা উলুলয়ঃ কেতুমন্ত উদীরতাম্।
দেবা ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুতো যন্তু সেনয়া ॥ ৬ ॥
প্রেতা জয়তা নর উগ্রা বঃ সন্তু বাহবঃ।
তীক্ষ্ণেষবোঽবলধন্বনো হতোগ্রায়ুধা অবলানুগ্রবাহবঃ ॥ ৭ ॥
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
জয়ামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব জহ্যেষাং বরংবরং মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ আমার এ ব্রাহ্মণত্ব (জাতিভ্রংশকর দোষ পরিহার করে) তীক্ষ্ণীকৃত হোক (অথবা আমার প্রযুজ্যমান মন্ত্রাত্মক এ বেদ অমোঘ ফল দিক)। আমার বীর্য (মন্ত্র প্রভাব জনিত শারীরিক বল) তীক্ষ্ণীকৃত হোক। আমার ক্ষত্রিয়-জাতি মন্ত্রপ্রভাবে তীক্ষ্ণীকৃত ও জরারহিত হয়ে জয়শীল হোক। (এখানে জরা শব্দে শরীরাবয়ব ও সেনাঙ্গ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির ক্ষয় বোঝাচ্ছে, তদ্রহিত)। যে ক্ষত্রিয়ের আমি পুরোহিত (অর্থাৎ ঐহিক আমুষ্মিক সকল মঙ্গলবিষয়ে যার দ্বারা পৌরোহিত্যে আমি বৃত হয়েছি), সে রাজার জয়ের জন্য এরূপ প্রার্থনা করা হচ্ছে। ১ ॥ যে রাজাদের দেশে আমি বাস করি, এদের রাষ্ট্র তীক্ষ্ণ করব অর্থাৎ ধন-কনক-সমৃদ্ধ করব। এদের ওজ, বীর্য ও বল মন্ত্রসামর্থ্যে দৃঢ় করব। আমার

রাজার শত্রুদের বাহু হুয়মান এ হবির দ্বারা ছিন্ন করব অর্থাৎ তাদের অস্ত্র ধারণ সামর্থ নষ্ট করে দেব। ২ ॥ আমাদের শত্রুরা অবাঙ্মুখ হয়ে পতিত হোক ও নিকৃষ্ট হয়ে পদাক্রান্ত হোক। কার্যাকার্য-বিভাবজ্ঞ প্রভূতধনযুক্ত আমাদের রাজাকে জয় করার জন্য যে শত্রুগণ সেনা ইচ্ছা করছে, তারা পদাক্রান্ত হোক। আমি অমোঘ বীর্য-যুক্ত এ মন্ত্রের দ্বারা শত্রুদের হিংসা করছি ও স্বকীয় রাজাদের উৎকৃষ্ট জয় এনে দিচ্ছি। ৩ ॥ আমি যে রাজাদের পুরোহিত, তারা কুঠারের নিশিতধারা থেকেও তীক্ষ্ম হোক অর্থাৎ শত্রুসৈন্যের ছেদনসমর্থ হোক। বিশ্বদহনসমর্থ অগ্নি থেকেও অতিশয় তীক্ষ্ম হোক (ক্ষণমাত্রে শত্রুবল দগ্ধ করতে সমর্থ হোক)। সেরূপ বজ্র থেকেও তীক্ষ্ম হোক অর্থাৎ তারা অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন হোক। ৪ ॥ আমার রাজাদের আয়ুধগুলি তীক্ষ্ম করব, এদের রাষ্ট্র শোভন বীরযুক্ত করে সমৃদ্ধ করব। এ রাজাদের ক্ষাত্র বল অজর ও জয়শীল হোক এবং এদের যুদ্ধোন্মুখ মন সকল দেবতারা রক্ষা করুক। ৫ ॥ হে ধনযুক্ত ইন্দ্র (মঘবন্), তোমার প্রসাদে হস্তী, অশ্ব, রথাদি যুদ্ধবিষয়ে উৎকৃষ্ট হর্ষযুক্ত হোক। তারপর জয়লাভকারী আমাদের বীরদের জয়ধ্বনি উত্থিত হোক—উল্লুলুরূপ জয়প্রযুক্ত শব্দ ইতস্তত উঠুক। ইন্দ্রমুখ্য মরুদ্গণ যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য নিজ নিজ সেনার সাথে আসুক। ৬ ॥ হে আমাদের নেতৃগণ, তোমরা পরাক্রমের সাথে যুদ্ধভূমিতে যাও, তারপর দেবতাদের অনুগ্রহে শত্রুদের জয় কর। তোমাদের তীক্ষ্ম বাণাদি অস্ত্রযুক্ত বাহুগুলি উগ্র হোক অর্থাৎ শত্রুপ্রহরণে সমর্থ হোক। তোমরা নিশিত অস্ত্রাদিযুক্ত, অতএব উগ্রবাহু হয়ে বলরহিত ধনু প্রভৃতি আয়ুধযুক্ত বলশূন্য শত্রুদের বিনাশ কর। ৭ ॥ হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্মীকৃত হিংসাকুশল বাণ, তুমি আমাদের দ্বারা ধনু থেকে বিমুক্ত হয়ে শত্রুসেনার দিকে যাও ও তাদের জয় কর। প্রথমে শত্রুর ভেতর প্রবেশ কর, এবং তারপর শ্রেষ্ঠ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য বিনাশ কর, দূরে দৃশ্যমান শত্রুদের মধ্যে কোন বীর যেন মুক্ত না হয়, অর্থাৎ সকলকেই তুমি বধ কর। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'সংশিতং মে' ইত্যাদি ৪র্থ সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনার উদ্বেজন কর্মে আজ্যাহুতি দিয়ে শ্বেতপদ-বিশিষ্ট অজা বা অবি অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর সেনার দিকে পাঠিয়ে দিতে হবে। সংগ্রাম জয়ের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা আজ্যহোম, সক্তুহোম, ধনুরিধ্মাধান, ইষু-সমিদাধান করে রাজাকে অভিমন্ত্রিত ধনু প্রদান করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আ রোহাধা নো বর্ধয়া রয়িম্ ॥ ১ ॥
অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্ নঃ সুমনা ভব।
প্র ণো যচ্ছ বিশাং পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্ ॥ ২ ॥
প্র ণো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ।
প্র দেবীঃ প্রোত সূনৃতা রয়িং দেবী দধাতু মে ॥ ৩ ॥
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৪ ॥
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয় ॥
ত্বং নো দেব দাতবে রয়িং দানায় চোদয় ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রবায়ূ উভাবিহ সুহবেহ হবামহে।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সঙ্গত্যাং সুমনা
অসদ্ দানকামশ্চ নো ভুবৎ ॥ ৬ ॥
অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়।
বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্ ॥ ৭ ॥
বাজস্য নু প্রসবে সং বভূবিমেমা চ বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ।
উতাদিৎসন্তং দাপয়তু প্রজানন্ রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছ ॥ ৮ ॥
দুহ্রাং মে পঞ্চ প্রদিশো দুহ্রামুর্বীর্যথাবলম্।
প্রাপেয়ং সর্বা আকূতীর্মনসা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥
গোসনিং বাচমুদেয়ং বর্চসা মাভ্যুদিহি।
আ রুন্ধাং সর্বতো বায়ুস্ত্বষ্টা পোষং দধাতু মে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, এ অরণি (অথবা যজমান) তোমার গর্ভ গ্রহণকালে উৎপত্তি-কারণ, যেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে তুমি দীপ্ত পাচ্ছ, সে উৎপত্তি কারণ জেনে তাতে প্রবেশ কর, পরিত্যাগ করো না। তারপর আমাদের ধন বর্ধন কর। ১ ॥ হে অগ্নি, এ প্রাপ্তব্য ফলে আমাদের সামনে প্রিয় বল এবং আমাদের অভিমুখী হয়ে শোভন-মনস্ক হও। হে বৈশ্বানররূপে সকল প্রজার পালক অগ্নি, আমাদের অপেক্ষিত ধন দাও, যেহেতু তুমি আমাদের ধনদাতা, ধন দিতে তুমিই সমর্থ। ২ ॥ অর্যমা-দেব আমাদের যা দেবার, তা দিক অর্থাৎ দাতব্য সকল ধন দিক। ভগ ও বৃহস্পতি-দেব আমাদের ধন দিক। ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণ আমাদের ধন দিক। প্রিয়-বাক্যরূপা দেবী সরস্বতী আমাকে ধন দিক। ৩ ॥ রাজা সোম ও অগ্নিকে অভিমত ফল প্রদানের দ্বারা রক্ষণের জন্য স্তুতিবাক্যে আহ্বান করছি। সেরূপ আদিত্য (অদিতির পুত্র মিত্র ও বরুণ), সর্বব্যাপী বিষ্ণু, সকলের প্রেরক মণ্ডলান্তরবর্তী হিরণ্ময় পুরুষরূপে সূর্যদেব, এদের স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিদেবকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আহ্বান করছি। ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি তোমার বিভূতিরূপ অন্য অগ্নির সাথে আমাদের মন্ত্রময় স্তোত্র ও যজ্ঞ ফলসমৃদ্ধ কর। হে দেব, চরু পুরোডাশাদি হবির দাতা যজমানের উদ্দেশে দানের জন্য ধন প্রেরণ কর। ৫ ॥ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে এ কর্মে আহ্বান করছি, যেহেতু ফলবিষয়ে দেবতাদের মধ্যে এরা দুজন সুখে আহ্বানযোগ্য। যাতে সকল লোক মিলন-বিষয়ে শোভন-মনস্ক হয় এবং সকলে আমাদের দান করতে অভিলাষী হয়, সেজন্য আহ্বান করছি। ৬ ॥ হে স্তোতা, অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, নাদরূপা সরস্বতী, বিষ্ণু, ও অন্নযুক্ত সবিতাদেবকে আমাদের অভিমত ফল দানের জন্য স্তুতির দ্বারা প্রেরণ কর (অর্থাৎ যাতে তারা তুষ্ট হয়ে আমাদের ধন দেয় সেরূপ স্তুতি-বাক্যের দ্বারা তাদের তুষ্ট কর)। ৭ ॥ অন্নের উৎপত্তি বিষয়ে (অথবা তার হেতুভূত কর্মে কিংবা বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্নের উৎপাদক দেবের সাথে) আমরা শীঘ্র মিলিত হব। এ পরিদৃশ্যমান সকল প্রাণী অন্নোৎপাদক দেবের মধ্যে বর্তমান। সে অন্নের উৎপাদক দেব সকল প্রাণীর হৃদয়গত অভিপ্রায় জেনে দানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও বুদ্ধি প্রেরণের দ্বারা আমাদের উদ্দেশে দানে প্রবৃত্ত করাক এবং পুত্রাদিযুক্ত ধন আমাদের দিক। ৮ ॥ পূর্বাদি (মধ্য সহ) পাঁচ মহা দিক্ আমার অভিমত ফল দিক। সেরূপ দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি ছয় উর্বী যথাশক্তি আমাদের অভিলষিত ধন দিক। তা হলে আমি সকল সংকল্প লাভ করব। মন

(সংকল্প ও বিকল্পের হেতুভূত অন্তঃকরণ বৃত্তি) ও হৃদয়ের দ্বারা যে যে সংকল্প করব, সে সকল ফল মনোব্যাপারে পাব। ৯ ॥ গবাদি ধনপ্রদ বাক্য যেন আমি বলি। হে বাগ্‌দেবতা, তুমি বেদের সাথে অভিমত ফল দেবার জন্য আমার কাছে এস। সূত্রাত্মা বায়ু সকল দিক থেকে প্রাণাত্মারূপে আবৃত করুক এবং ত্বষ্টাদেব আমার শরীরাদির পুষ্টিবিধান করুক। ১০ ॥

টীকা—'অয়ং তে যোনিঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা নির্ঋতি-কর্মে শর্করা-মিশ্র ব্রীহি যাগ করতে হয়। সেরূপ বিঘ্ননাশ কর্মে এ সূক্তের দ্বারা আজ্য, সমিৎ প্রভৃতি ত্রয়োদশ দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে হয়। এ কর্মে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যে অগ্নয়ো অপ্স্বন্তর্যে বৃত্রে যে পুরুষে যে অশ্মসু।
য আবিবেশোষধীর্যো বনস্পতীংস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ১ ॥
যঃ সোমে অন্তর্যো গোষ্বন্তর্য আবিষ্টো বয়ঃসু যো মৃগেষু।
য আবিবেশ দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ২ ॥
য ইন্দ্রেণ সরথং যাতি দেবো বৈশ্বানর উত বিশ্বদাব্যঃ।
যং জোহবীমি পৃতনাসু সাসহিং তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৩ ॥
যো দেবো বিশ্বাদ্ যমু কামমাহুর্যং দাতারং প্রতিগৃহ্নন্তমাহুঃ।
যো ধীরঃ শক্রঃ পরিভূরদাভ্যস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৪ ॥
যং ত্বা হোতারং মনসাভি সংবিদুস্ত্রয়োদশ ভৌবনাঃ পঞ্চ মানবাঃ।
বর্চোধসে যশসে সূনৃতাবতে তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৫ ॥
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে।
বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৬ ॥
দিবং পৃথিবীমন্বন্তরিক্ষং যে বিদ্যুতমনুসংচরন্তি।
যে দিক্ষ্বন্তর্যে বাতে অন্তস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৭ ॥
হিরণ্যপাণিং সবিতারমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বরুণং মিত্রমগ্নিম্।
বিশ্বান্ দেবানঙ্গিরসো হবামহ ইমং ক্রব্যাদং শময়ন্ত্বগ্নিম্ ॥ ৮ ॥
শান্তো অগ্নিঃ ক্রব্যাচ্ছান্তঃ পুরুষরেষণঃ।
অথো যো বিশ্বদাব্যস্তং ক্রব্যাদমশীশমম্ ॥ ৯ ॥
যে পর্বতাঃ সোমপৃষ্ঠা আপ উত্তানশীবরীঃ।
বাতঃ পর্জন্য আদগ্নিস্তে ক্রব্যাদমশীশমন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ জলের মধ্যে বাড়বাদিরূপে যে সকল অগ্নি আছে, আরবণ-স্বভাব মেঘে (বৃত্রে) বিদ্যুৎ-রূপে যে অগ্নি আছে, সেরূপ মানুষের শরীরে বৈশ্বানর-রূপে, সূর্যকান্তাদি শিলাতে, ব্রীহিযবাদি ওষধিতে ও বনস্পতিতে যে সকল অগ্নি আছে, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। (একই অগ্নি নিজ বিভূতিরূপ অন্য অগ্নির দ্বারা সমগ্র জগতে প্রবেশ করে পালন করছে

বলে তার বহুত্বরূপে স্তুতি)। ১॥ অমৃতময় রস পরিপাকের জন্য লতারূপ সোমের ভেতর যে অগ্নি প্রবিষ্ট, যে অগ্নি গবাদি গ্রাম্য পশুর ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে পক্ক দুগ্ধ করছে, সেরূপ যে অগ্নি পক্ষী ও হরিণাদিতে অনুপ্রবিষ্ট, দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ অন্য প্রাণীর ভেতর জঠরাগ্নি-রূপে প্রবেশ করেছে, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ২॥ যে দেব (দানাদি-গুণ-যুক্ত) অগ্নি ইন্দ্রের সাথে এক রথে আরোহণ করে যায়, যে অগ্নি বিশ্বের হিতকারী ও বিশ্বের দাহক এবং সংগ্রামে পরাভবকারী যার সাহায্যের জন্য বার বার আহ্বান করে থাকি, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৩॥ যে দানাদিগুণযুক্ত অগ্নি সব কিছুর ভক্ষক, যে অগ্নিকে কামনাফলরূপ বলা হয়, যে অগ্নি ইষ্টফলের দাতা ও প্রতিগ্রহীতারূপে কথিত, যে অগ্নি ধীর, সকল কাজে শক্ত, শত্রুদের পরাভবকারী ও অপরের অহিংসিত, সকল জগতের উপকারক, সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৪॥ হে অগ্নি, ত্রয়োদশ মাস ও পাঁচটি ঋতু (অথবা নিষাদাদি পঞ্চ বর্ণ কিংবা গন্ধর্বাদি পাঁচটি মনুসৃষ্ট প্রাণী) যে তোমাকে দেবতাদের আহ্বাতা বলে মনে মনে জানে, যে তুমি তেজের ধারক ও প্রদাতা, যশস্বী ও সুনৃতাযুক্ত (প্রিয় ও সত্যাত্মক বাক্যযুক্ত), সকল জগতের উপকারক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৫॥ সেচন-সমর্থ বৃষ ও বন্ধ্যা গাভী যার হবিরূপ অন্ন, হূয়মান সোম যার পৃষ্ঠে, আহুতির দ্বারা সকল জগতের যিনি বিধাতা, সকল প্রাণীর হিতকারক জঠরাগ্নিরূপে যিনি জ্যেষ্ঠ, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৬॥ দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকে অনুপ্রবেশ করে যে-সকল অগ্নি বিচরণ করে, মেঘস্থিত বিদ্যুতের মধ্যে অথবা বিদ্যোতমান জ্যোতিশ্চক্রে অনুপ্রবেশ করে যে-সকল অগ্নি বিচরণ করে, যে-সকল অগ্নি ত্রিলোক-ব্যাপক দিক্-সকলের মধ্যে বর্তমান এবং যে-সকল অগ্নি সকল জগতের আধাররূপ সূত্রাত্মক বায়ুর মধ্যে বিচরণ করে, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে-সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৭॥ হিতরমণীয় হস্ত, সকলের প্রেরক সবিতা দেব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও সকল দেবতাদের অঙ্গিরস-গোত্রোৎপন্ন আমরা আহ্বান করছি। তারা আহূত হয়ে এ ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক দুষ্ট) অগ্নিকে শান্ত করুক। ৮॥ যে ক্রব্যাদ অগ্নি, সে সবিতা প্রভৃতির অনুগ্রহে শান্ত (সুখকর) হোক, পুরুষের হিংসক যে অগ্নি, সে সুখকর হোক। যে সকলের দাহক, সে দাবাগ্নি এবং মাংসভক্ষক (ক্রব্যাদ) অগ্নিকে শান্ত করছি। ৯॥ সোমপৃষ্ঠ (সোম যাদের উপরিভাগে বর্তমান) মুঞ্জবৎ প্রভৃতি পর্বত-সকল, উত্তানস্বভাব জল-সকল, বাত, পর্জন্য সকলে মিলে মাংসভক্ষক উপদ্রবকারী ক্রব্যাদ অগ্নিকে শান্ত করেছে। (এরপর আমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা নেই)। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। ৫ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'যে অগ্নয়ঃ' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের ১ম ৭টি মন্ত্র ক্রব্যাদোপহত গৃহ, গোষ্ঠ, ক্ষেত্রাদির শান্তিবিধানে তথা মণিধারণ ও হোমাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। ৫ম মন্ত্রে **'ভৌবনাঃ'** শব্দে প্রাণিগণ যেখানে সত্তা লাভ করে, সে সংবৎসর-সম্বন্ধি চৈত্রাদি তেরটি মাসকে বোঝাচ্ছে ; অধিমাসের সাথে তের মাস বলা হয়েছে। **'পঞ্চ মানবাঃ'**—বলতে সৃষ্টির আদিতে মনু কর্তৃক কল্পিত পাঁচটি ঋতু (হেমন্ত-শিশিরের একতা করে), অথবা নিষাদ সহ ব্রাহ্মণাদি পাঁচটি বর্ণ, কিংবা গন্ধর্ব, অপ্সরা, দেব, অসুর ও রাক্ষস—এ পাঁচজনকে বলা হয়েছে —সায়ণ।

দ্বিতীয় সূক্ত

হস্তিবর্চসং প্রথতাং বৃহদ্ যশো অদিত্যা যৎ তন্বঃ সম্বভূব ।
তৎ সর্বে সমদুর্মহ্যমেতদ্ বিশ্বে দেবা অদিতিঃ সজোষাঃ ॥ ১ ॥
মিত্রশ্চ বরুণশ্চেন্দ্রো রুদ্রশ্চ চেততু ।
দেবাসো বিশ্বধায়সস্তে মাঞ্জন্তু বর্চসা ॥ ২ ॥
যেন হস্তী বর্চসা সম্বভূব যেন রাজা মনুষ্যেষ্বপ্স্বন্তঃ ।
যেন দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তেন মামদ্য বর্চসাগ্নে বর্চস্বিনং কৃণু ॥ ৩ ॥
যৎ তে বর্চো জাতবেদো বৃহদ্ ভবত্যাহুতেঃ ।
যাবৎ সূর্যস্য বর্চ আসুরস্য চ হস্তিনঃ ।
তাবন্মে অশ্বিনা বর্চ আ ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ৪ ॥
যাবচ্চতস্রঃ প্রদিশশ্চক্ষুর্যাবৎ সমশ্নুতে ঃ
তাবৎ সমৈত্বিন্দ্রিয়ং ময়ি তদ্ধস্তিবর্চসম্ ॥ ৫ ॥
হস্তী মৃগাণাং সুষদামতিষ্ঠাবান্ বভূব হি ।
তস্য ভগেন বর্চসাভি ষিঞ্চামি মামহম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হস্তীর তেজের মত তেজ আমার হোক, তা অদিতির শরীর থেকে উৎপন্ন মহৎ যশ-রূপ। সকল দেবতার সাথে সমান প্রীতি-সম্পন্ন অদিতি সে যশ আমাকে দিক। ১ ॥ মিত্র (দিনের অভিমানী দেবতা), বরুণ (রাতের অভিমানী দেবতা), পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র এবং সংহারকর্তা রুদ্র আমাকে তাদের অনুগ্রাহ্য বলে জানুক। বিশ্বের পোষক সে দেবগণ তেজস্কামী আমাকে তেজের দ্বারা লিপ্ত করুক। ২ ॥ যে বলকর তেজ হস্তী লাভ করেছে, যে তেজের দ্বারা মানুষের মধ্যে রাজা তেজস্বী হয়েছে, যে তেজের দ্বারা অন্তরিক্ষলোকে সঞ্চারী যক্ষ-গন্ধর্বগণ তেজস্বী হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে যে তেজের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবত্ব লাভ করেছে, হে অগ্নি, সে সকল তেজের দ্বারা আজ আমাকে তেজস্বী কর। ৩ ॥ জাত প্রাণিগণের জ্ঞাতা, আহুতির দ্বারা হূয়মান হে অগ্নি, তোমার যে বৃহৎ তেজ, সর্বপ্রেরক সূর্যের যে তেজ, সেরূপ অসুরের ও হস্তীর যে তেজ, পদ্মমালাধারী অশ্বিনীদ্বয় সে তেজ আমাকে প্রদান করুক। ৪ ॥ পূর্বাদি চারদিক যতদূর ব্যেপে আছে, রূপগ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় যতদূর পর্যন্ত ব্যেপে থাকে, সে পরিমাণ পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রের অসাধারণ চিহ্ন আমাদের প্রাপ্ত হোক। সেরূপ পূর্বোক্ত হস্তীতুল্য তেজ আমার হোক। ৫ ॥ অরণ্যে স্বেচ্ছায় বর্তমান হরিণাদির মধ্যে হস্তী বলাতিশয্যে সকলকে অতিক্রম করে অবস্থান করে, সেরূপ হস্তীর ভজনীয় তেজের দ্বারা আমি আমাকে অভিষিক্ত করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'হস্তিবর্চসং' এ সূক্তের দ্বারা তেজস্কাম ব্যক্তি হস্তী-দন্ত স্পর্শ করে অবস্থান করবে। সেরূপ হস্তীদন্তমণি এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করবে। এ সূক্তের মন্ত্রে পুরোহিত প্রাতঃকালে হস্তীকে অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে দেবে। ব্রাহ্যাখ্য মহাশান্তিতে হস্তীদন্ত মণিবন্ধনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দেখা যায়। ষষ্ঠ সূক্তে '**মাং অহম্ অভিষিঞ্চামি**'—আমি আমাকে অভিষিক্ত করছি, এখানে একই অস্মৎ-শব্দের শরীরাদি উপাধিভেদে ভেদবশতঃ কর্ম-কর্তৃ-ভাব—সায়ণ।

তৃতীয় সূক্ত

যেন বেহদ্ বভূবিথ নাশয়ামসি তৎ ত্বৎ ।
ইদং তদন্যত্র ত্বদপ দূরে নি দধ্মসি ॥ ১ ॥

আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্
আ বীরোঽত্র জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ ॥ ২ ॥
পুমাংসং পুত্রং জনয় তং পুমাননু জায়তাম্ ।
ভবাসি পুত্রাণাং মাতা জাতানাং জনয়াশ্চ যান্ ॥ ৩ ॥
যানি ভদ্রাণি বীজান্যৃষভা জনয়ন্তি চ ।
তৈস্ত্বং পুত্রং বিন্দস্ব সা প্রসূর্ধেনুকা ভব ॥ ৪ ॥
কৃণোমি তে প্রাজাপত্যমা যোনিং গর্ভ এতু তে ।
বিন্দস্ব ত্বং পুত্রং নারি যস্তুভ্যং শমসচ্ছমু তস্মৈ ত্বং ভব ॥ ৫ ॥
যাসাং দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব ।
তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ যে পাপ বা রোগাদির দ্বারা হে নারী, তুমি বন্ধ্যা হয়েছ, তোমার কাছ থেকে সে পাপাদি আমি নাশ করছি। এ পাপ রোগাদি আর যাতে তোমার না হয়, সেজন্য অতিদূরদেশে তা নিক্ষেপ করছি। ১ ॥ হে স্ত্রী, তোমার প্রজননস্থানে পুংস্তবযুক্ত গর্ভ আসুক যেমন বাণ স্বভাবত নিজ আবাসস্থান ইষুধিতে (নিষঙ্গে) আসে। তোমার সে গর্ভ (পুত্ররূপে পরিণত) দশমাস কাল সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণ ও সবল হয়ে প্রসূতিকালে জন্মলাভ করুক। ২ ॥ হে নারী, তুমি পুত্র সন্তান উৎপন্ন কর, সে উৎপন্ন পুত্রের পরও পুত্র উৎপন্ন কর। এরূপ অবিচ্ছেদে জাতপুত্রদের তুমি মাতা হও। এর পরও যে পুত্রের জন্ম দেবে, তাদেরও তুমি মাতা হও। ৩ ॥ যে অমোঘবীর্য ঋষভগণ গাভীতে বৎস উৎপন্ন করে, হে নারী, সেরূপ অমোঘ বীর্যের দ্বারা তুমি পুত্র লাভ কর। সে তুমি প্রসূতা ধেনুর মত পুত্রের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। ৪ ॥ হে নারী, তোমার প্রাজাপত্য (প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্মিত প্রজোৎপত্তিকর) কর্ম করছি, তোমার গর্ভাশয় স্থানে গর্ভ আসুক। তারপর তুমি পুত্রলাভ কর, যে পুত্র তোমার সুখহেতু হবে এবং সে পুত্রের তুমিও সুখকারণ হবে। ৫ ॥ যে ওষধিগুলির দ্যুলোক পিতা (বৃষ্টিজল রূপ রেতঃ-সেকে জনয়িতা), এবং পৃথিবী মাতা। সমুদ্র (সমুন্দনশীল জলরাশি যাদের উৎপত্তি বিষয়ে এবং উৎপন্নদের বৃদ্ধি বিষয়ে) যাদের মূল কারণ, সে দেবতারূপ ওষধিগুলি পুত্রলাভের জন্য তোমাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যেন বেহৎ বভূবিথ' ইত্যাদি ৩য় সূক্তের দ্বারা পুংসবনকর্মে বাণ অভিমন্ত্রিত করে স্ত্রীর মস্তকে ধারণ করতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে শর-মণি অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যা-নুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ১ম সূক্তে 'বেহৎ' শব্দের গর্ভঘাতিনী বন্ধ্যা অর্থ।

চতুর্থ সূক্ত

পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ ।
অথো পয়স্বতীনামা ভরেঽহং সহস্রশঃ ॥ ১ ॥
বেদাহং পয়স্বন্তং চকার ধান্যং বহু ।
সংভৃত্বা নাম যো দেবস্তং বয়ং হবামহে যো যো অযজ্বনো গৃহে ॥ ২ ॥
ইমা যাঃ পঞ্চ প্রদিশো মানবীঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ ।
বৃষ্টে শাপং নদীরিবেহ স্ফাতিং সমাবহান্ ॥ ৩ ॥

উদুৎসং শতধারং সহস্রধারমক্ষিতম্ ।
এবাস্মাকেদং ধান্যং সহস্রধারমক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥
শতহস্ত সমাহর সহস্রহস্ত সং কির ।
কৃতস্য কার্যস্য চেহ স্ফাতিং সমাবহ ॥ ৫ ॥
তিস্রো মাত্রা গন্ধর্বাণাং চতস্রো গৃহপত্ন্যাঃ ।
তাসাং যা স্ফাতিমত্তমা তয়া ত্বাভি মৃশামসি ॥ ৬ ॥
উপোহশ্চ সমূহশ্চ ক্ষত্তারৌ তে প্রজাপতে ।
তাবিহা বহতাং স্ফাতিং বহুং ভূমানমক্ষিতম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ ব্রীহি যবাদি ওষধিগুলি সারবতী (পয়স্বতী) হোক, সেরূপ আমার বাক্য সারযুক্ত (সকলের উপাদেয়) হোক এবং আমি সারযুক্ত ওষধিদের ধান্য অনেক প্রকারে সম্পন্ন করব। ১ ॥ সারবান দেবকে আমি জানি, সে দেব ব্রীহি যবাদি ধান্য অধিক স্ফীত করেছিল। সর্বত্র স্থিত সারাংশের মধুকরের মত সংগ্রহকর্তা সম্ভর্তা নামক দেবের আমরা স্তুতির সাথে আহ্বান করছি। সে দেব, যারা যাগ করে না এমন ধনীর গৃহ থেকে ব্রীহি যব গো হিরণ্যাদি এনে আমাদের প্রদান করুক। ২ ॥ এ পরিদৃশ্যমান পূর্বাদি পাঁচ দিক ও পাঁচ প্রকার (নিষাদ সহ চার বর্ণের) মানুষেরা এ যজমানের ধনধান্য সমৃদ্ধ করুক, যেমন বৃষ্টি হলে নদীপ্রবাহ-মধ্যস্থ প্রাণীকে বেগে অন্য দেশে নিয়ে যায়। ৩ ॥ উৎসস্থল (জলের উৎপত্তিস্থান) শত সহস্র অপরিমিত ধারাযুক্ত ক্ষয়রহিত হয়ে উদ্ভূত হয়, সেরূপ আমাদের পরিদৃশ্যমান ধান্য সহস্রধারায় বহুপ্রকার উপায়ে বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষয়-রহিত হোক। ৪ ॥ হে শতহস্তযুক্ত দেব, তোমার বহু হস্তে ধনধান্য সংগ্রহ করে প্রদান কর। হে সহস্রহস্ত, তোমার হস্তের দ্বারা আমাদের প্রতি ধন ছড়িয়ে দাও। তাহলে কৃত ও করণীয় ধন ধান্যাদির সমৃদ্ধি আমি লাভ করব। ৫ ॥ বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বদের সমৃদ্ধিহেতু তিনটি কলা আছে, সেরূপ তাদের গৃহপত্নী অপ্সরাদের সমৃদ্ধিহেতু চারটি অংশ আছে, তাদের মধ্যে যা অতিশয় সমৃদ্ধিযুক্ত, তা দিয়ে হে ধান্য, তোমাকে আমি স্পর্শ করছি, তুমি বর্ধিত হও। ৬ ॥ উপোহ (সমীপে ধান্যাদির প্রাপক) এবং সমূহ (প্রাপ্ত ধনের অভিবর্ধক) দেব, হে প্রজাপতি, তোমার অভিমত কার্যসম্পাদক সারথিদ্বয়। তারা এ স্থানে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করাক, যা বহু, ধনধান্যবিষয়ক ও ক্ষয়রহিত। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'পয়স্বতী' ইত্যাদি সূক্ত ধান্য-সমৃদ্ধি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। সেরূপ পিতৃমেধ কর্মে শবদাহের পর এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা স্নান করার বিধান দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

উত্তুদস্ত্বোৎ তুদতু মা ধৃথাঃ শয়নে স্বে ।
ইষুঃ কামস্য যা ভীমা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥ ১ ॥
আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সংকল্পকুল্মলাম্ ।
তা সুসংনতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি ॥ ২ ॥
যা প্লীহানং শোষয়তি কামস্যেষুঃ সুসংনতা ।
প্রাচীনপক্ষা ব্যোষা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥ ৩ ॥
শুচা বিদ্ধা ব্যোষয়া শুষ্কাস্যাভি সর্প মা ।
মৃদুর্নিমন্যুঃ কেবলী প্রিয়বাদিন্যনুব্রতা ॥ ৪ ॥
আজামি ত্বাজন্যা পরি মাতুরথো পিতুঃ ।
যথা মম ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৫ ॥

ব্যস্যৈ মিত্রাবরুণৌ হৃদশ্চিত্তান্যস্যতম্ ।
অথৈনামক্রতুং কৃত্বা মমৈব কৃণুতং বশে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ঊর্ধ্ব মুখে ব্যথাদানকারী উত্তুদ-নামক দেবতা তোমাকে কামাতা করুক। মদনবিকারে উদ্ব্যথিত হয়ে তুমি শয়নবিষয়ে আগ্রহ কর নি। কামের যে ভয়ঙ্কর বাণ আছে, তা দিয়ে তোমার হৃদয়ে তাড়না করছি। ১ ॥ মনঃপীড়ার পত্রগুলি কামরূপ বাণের অগ্রে যুক্ত মর্মভেদক লৌহখণ্ডতুল্য, তা ভোগবিষয়ক সংকল্পে যুক্ত হয়েছে, সেরূপ বাণ দিয়ে কাম তোমার হৃদয়ে তাড়না করুক। ২ ॥ কামের ঋজুগামী যে ইষু হৃদয়ে প্রবেশ করে প্লীহা (প্রাণাশ্রয় মাংসখণ্ড) শোষণ করে, যার ঋজু পক্ষগুলি দগ্ধ করছে, তা দিয়ে হে কামিনি, তোমার হৃদয়ে তাড়না করছি। ৩ ॥ দাহযুক্ত শোককর ইষুর দ্বারা বিদ্ধ হয়ে শুষ্ক কণ্ঠে আমার কাছে এস। তারপর প্রণয় কলহ দূর করে মৃদু প্রিয়বাদিনী হয়ে আমার অনুকূল আচরণ কর। ৪ ॥ হে কামিনি, তোমাকে কশার দ্বারা তাড়না করে আমার অভিমুখী করব। মাতা, পিতার কাছে অথবা যে কোন স্থানে স্থিত তোমাকে আকর্ষণ করে আনব, যাতে আমার কর্মে ও বুদ্ধিতে তুমি যুক্ত হও। ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, এ স্ত্রীর হৃদয় থেকে চিত্ত বিক্ষিপ্ত কর, তারপর একে কার্যাকার্য-জ্ঞানশূন্য করে আমার অধীন কর। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'উত্তুদস্ত্বা' ইত্যাদি সূক্ত জপ করে স্ত্রীর বশীকরণ কামনায় তাকে অঙ্গুলির দ্বারা তাড়না করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা একবিংশতি বদরী কণ্টক ঘৃত সিক্ত করে তার প্রান্তভাগ সূতা দিয়ে বেঁধে একবার হোম করতে হবে। স্ত্রীর বশীকরণ কার্যে বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যেঽস্যাং স্থ প্রাচ্যাং দিশি হেতয়ো নাম দেবাস্তেষাং বো অগ্নিরিষবঃ ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ১ ॥
যেঽস্যাং স্থ দক্ষিণায়াং দিশ্যবিষ্যবো নাম দেবাস্তেষাং বঃ কাম ইষবঃ ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ২ ॥
যেঽস্যাং স্থ প্রতীচ্যাং বৈরজা নাম দেবাস্তেষাং ব আপ ইষবঃ ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥
যেঽস্যাং স্থোদীচ্যাং দিশি প্রবিধ্যন্তো নাম দেবাস্তেষাং বো বাত ইষবঃ ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥
যেঽস্যাং স্থ ধ্রুবায়াং দিশি নিলিম্পা নাম দেবাস্তেষাং ব ওষধীরিষবঃ ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥
যেঽস্যাং স্থোর্ধ্বায়াং দিশ্যবস্বন্তো নাম দেবাস্তেষাং বো বৃহস্পতিরিষবঃ ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে দানাদিগুণযুক্ত গন্ধর্বগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের পূর্বদিকে উপদ্রবকারীদের নাশকরূপে অবস্থান করছ, সে তোমাদের শর অগ্নিতুল্য (অথবা

অগ্নিই শররূপে বর্তমান)। সে তোমরা আমাদের সুখী কর, তাদৃশ বাণের দ্বারা শত্রু, সর্প, বৃশ্চিকাদি বিনাশ করে আমাদের সুখকর হও এবং আমাদের অধিক বল অর্থাৎ 'এরা আমাদের' এ-কথা অধিক বল। তোমাদের নমস্কার, তোমাদের উদ্দেশে এ হবি আহুত হোক। ১ ॥ হে গন্ধর্বদেবগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের দক্ষিণদিকে 'অবস্যব' নামে (পালনেচ্ছুক হয়ে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের শরগুলি কামপ্রাপক। [সে তোমরা আমাদের সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২ ॥ হে দেবগণ, যে তোমরা পশ্চিমদিকে 'বৈরাজ' নামে (অন্নপ্রদাতারূপে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের বৃষ্টির জলগুলি ইষুস্থানীয়। [সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩ ॥ হে দেবগন্ধর্বগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের উত্তর দিকে 'প্রবিধ্যন্ত' নাম (আমাদের শত্রুদের তাড়নাকারীরূপে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের বাণগুলি বায়ুর মত বেগশালী (অথবা বায়ু তোমাদের ইষুরূপে বর্তমান)। [সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৪ ॥ হে দেবগণ, যে তোমরা এ ভূমির নীচে 'নিলিম্পা' নামে (নিতরাং লিপ্ত হয়ে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের ওষধিগুলি বাণরূপ। [সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৫ ॥ হে দেবগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের ঊর্ধ্বদিকে 'অবস্বন্ত' নামে (রক্ষকরূপে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের দেবতা অথবা মন্ত্রের অধিপতি বৃহস্পতি বাণরূপে বর্তমান অর্থাৎ তার মত অমোঘবীর্য হচ্ছে তোমাদের বাণগুলি। [সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যেঽস্যাং স্থঃ' ইত্যাদি সূক্ত নিজ সেনাদের উৎসাহ কর্মে বিনিযুক্ত হয়। সেরূপ স্বস্ত্যয়ন কর্মে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা আজ্যপলাশাদি ত্রয়োদশ দ্রব্য হোম করতে হয়। সেরূপ সর্প, বৃশ্চিকাদির ভয় নিবৃত্তির জন্য গৃহভূমিতে এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা সিকতা অভিমন্ত্রিত করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তৃণমালা অভিমন্ত্রিত করে গৃহ নগরাদির দ্বারে বেঁধে দিতে হয়। গোময় অভিমন্ত্রিত করে গৃহে ছড়ান, দ্বারদেশে পোঁতা ও অগ্নিতে হোম করতে হবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১ ॥
দক্ষিণা দিগিন্দ্রোঽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতরঃ ইষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ২ ॥
প্রতীচী দিগ্ বরুণোঽধিপতিঃ পৃদাকূ রক্ষিতান্নমিষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৩ ॥
উদীচী দিক্ সোমোঽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাশনিরিষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৪ ॥

ধ্রুবা দিগ্ বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৫ ॥
ঊর্ধ্বা দিগ্ বৃহস্পতিরধিপতিঃ শিবত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ পূর্ব দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। সে দিকের অধিপতি অগ্নি, কৃষ্ণবর্ণ সর্প সে দিকে জগতের রক্ষার জন্য অবস্থিত; ধাত্রী অর্যমা প্রভৃতি অদিতির পুত্রগণ সে দিকের আয়ুধসকল। সে পূর্বদিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার, সেখানকার রক্ষকদের নমস্কার, সেখানকার ইষুরূপ আদিত্যদের নমস্কার, এদের সকলের উদ্দেশে আমাদের নমস্কার (অথবা এদের উদ্দেশে যে নমস্কার করা হল, তা এদের প্রীতিকর হোক)। যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ করি, হে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, তাকে তোমাদের দন্তে নিক্ষেপ করছি, তাকে ভক্ষণ কর। ১ ॥ দক্ষিণ দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। ইন্দ্র সে দিকের অধিপতি, তির্যকরূপে অবস্থিত সর্প সে দিকের রক্ষক, পিতৃদেবগণ সেখানকার দুষ্ট নিগ্রহ-কারক আয়ুধতুল্য। [সে দক্ষিণদিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২ ॥ পশ্চিম দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। বরুণ সে দিকের অধিপতি, পৃদাকু (কুৎসিত শব্দকারী) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, ব্রীহি যবাদি রূপ অন্ন সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। [সে পশ্চিম দিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩ ॥ উত্তর দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। সোম সে দিকের অধিপতি, স্বজ (নিজে যে উৎপন্ন হয়) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, অশনি সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। [সে উত্তর দিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৪ ॥ অধোদিক আমাদের অনুগ্রহ করুক। বিষ্ণু সে দিকের অধিপতি, কল্মাষগ্রীব (কৃষ্ণবর্ণগ্রীবা-বিশিষ্ট) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, ওষধিগুলি সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। [সে অধোদিকের অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৫ ॥ ঊর্ধ্ব দিক আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুক, বৃহস্পতিদেব সে দিকের অধিপতি, শিবত্র (শ্বেতবর্ণ) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, মেঘনির্মুক্ত বর্ষার জল সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। [সে ঊর্ধ্ব-দিকের অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। নিজের সেনার উৎসাহদানকর্মে ও স্বস্ত্যয়ন কর্মাদিতে 'প্রাচী দিক্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

তৃতীয় সূক্ত

একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা সং বভূব যত্র গা অসৃজন্ত ভূতকৃতো বিশ্বরূপাঃ।
যত্র বিজায়তে যমিন্যপর্তুঃ সা পশূন্ ক্ষিণাতি রিফতী রুশতী ॥ ১ ॥
এষা পশূন্ত্সং ক্ষিণাতি ক্রব্যাদ্ ভূত্বা ব্যদ্বরী।
উতৈনাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ তথা স্যোনা শিবা স্যাৎ ॥ ২ ॥
শিবা ভব পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যঃ শিবা।
শিবাস্মৈ সর্বস্মৈ ক্ষেত্রায় শিবা ন ইহৈধি ॥ ৩ ॥

ইহ পুষ্টিরিহ রস ইহ সহস্রসাতমা ভব ।
পশূন্ যমিনি পোষয় ॥ ৪ ॥
যত্রা সুহার্দঃ সুকৃতো মদন্তি বিহায় রোগং তন্বঃ স্বায়াঃ ।
তং লোকং যমিন্যভিসংবভূব সা নো মা হিংসীৎ পুরুষান্ পশূংশ্চ ॥ ৫ ॥
যত্রা সুহার্দাং সুকৃতামগ্নিহোত্রহুতাং যত্র লোকঃ ।
তং লোকং যমিন্যভিসংবভূব সা নো মা হিংসীৎ পুরুষান্ পশূংশ্চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ বিধাতার সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—একেক বারে একটি করে সন্তান হবে। কিন্তু যমজ উৎপত্তি সেরূপ নয়। যেখানে এক একটি শুভসৃষ্টিবিষয়ে ভূতকৃৎ (পৃথিব্যাদির প্রাণিগণের কর্তা) নামক ঋষিগণ নানাবর্ণের গবাদি সৃষ্টি করেছেন, সেখানে এটা সাধারণী সৃষ্টি। ঔৎপত্তিক-সৃষ্টিতে অপকৃষ্ট বীজযুক্ত হয়ে যে গাভী যমজ বৎস প্রসব করে, সে যমজসৃষ্টি যজমানের গবাদি পশুর ক্ষয়কারক, হিংসা ও চোর ব্যাঘ্রাদির দ্বারা নাশকারক হয়। ১॥ এ যমজ-প্রসবকারী গাভী যজমানের গবাদির বিনাশসাধন করে, তা মাংসভক্ষণশীলা ও দুঃখহেতু দুষ্টমার্গাবলম্বী হয়। এরূপ দোষপরিহারের জন্য এ যমজবৎস-জননী গাভী ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়; তা হলে সে গাভী সুখকরী ও মঙ্গলাত্মিকা হয়। ২॥ হে যমজবৎস-প্রসবিনী, তুমি মানুষের পক্ষে সুখকরী হও, সেরূপ গাভী ও অশ্বের পক্ষে সুখহেতু হও। সকল শালিগোধূমাদি ক্ষেত্রের জন্য সুখকরী হও। এ দেশে আমাদের সকল বিষয়ে সুখপ্রদা হও। ৩॥ এ যজমানগৃহে গবাদি সকল ধনের পুষ্টি হোক, তারপর দুগ্ধঘৃতাদি সমৃদ্ধ হোক। হে যমজবৎস-জননী, এ যজমানগৃহে সহস্র সংখ্যক ধনের প্রদাতা হও এবং যজমানের পশুদের বর্ধন কর। ৪॥ যে লোকে সুহৃদয় ও শোভনকর্মা পুরুষেরা নিজশরীর থেকে রোগ দূর করে হৃষ্ট হয়, সে লোকে যমজ-বৎস-প্রসবিনী গাভী মিলিত হোক। সে গাভী আমাদের পুরুষ ও পশুদের হিংসা না করুক। ৫॥ যে লোকে শোভনহৃদয় ও শোভনকর্মকারীদের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লোকে যমজ-বৎস-প্রসবিনী গাভী মিলিত হোক। সে গাভী আমাদের পুরুষ ও পশুদের যেন হিংসা না করে। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গাভী, অশ্বা, গর্দভী ও মানুষীদের যমজ সন্তান হলে তার শান্তির জন্য আজ্যাহুতি দিয়ে মাতা ও পুত্রের মস্তকে সম্পাত এনে উদকপাত্রে উত্তর সম্পাত দিয়ে সে জলের দ্বারা আচমন ও প্রোক্ষণ করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যদ্ রাজানো বিভজন্ত ইষ্টাপূর্তস্য ষোড়শং যমস্যামী সভাসদঃ ।
অবিস্তস্মাৎ প্র মুঞ্চতি দত্তঃ শিতিপাৎ স্বধা ॥ ১ ॥
সর্বান্ কামান্ পূরয়ত্যাভবন্ প্রভবন্ ভবন্ ।
আকূতিপ্রোঽবির্দত্তঃ শিতিপান্নোপ দস্যতি ॥ ২ ॥
যো দদাতি শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্ ।
স নাকমভ্যারোহতি যত্র শুল্কো ন ক্রিয়তে অবলেন বলীয়সে ॥ ৩ ॥
পঞ্চাপূপং শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্ ।
প্রদাতোপ জীবতি পিতৃণাং লোকেঽক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাপূপং শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্ ।
প্রদাতোপ জীবতি সূর্যামাসয়োরক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
ইরেব নোপ দস্যতি সমুদ্র ইব পয়ো মহৎ ।
দেবৌ সবাসিনাবিধ শিতিপান্নোপ দস্যতি ॥ ৬ ॥
ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমা বিবেশ ।
কামেন ত্বা প্রতি গৃহ্নামি কামৈতৎ তে ॥ ৭ ॥
ভূমিষ্টবা প্রতি গৃহ্নাত্বন্তরিক্ষমিদং মহৎ ।
মাহং প্রাণেন মাত্মনা মা প্রজয়া প্রতিগৃহ্য বি রাধিষি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : ঐ দক্ষিণ দিকে দ্যুলোকে পরিদৃশ্যমান ধর্মরাজ যমের দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালন কর্মে নিযুক্ত সভাসদ্‌গণ ইষ্টাপূর্ত কর্মের ষোড়শকলা পাপ পরিশোধন করেন। (শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম ইষ্ট এবং স্মৃত্যুক্ত বাপী কূপ তড়াগাদি নির্মাণ কর্ম পূর্ত, এসকল কর্ম অনুষ্ঠীয়মান হলে প্রমাদ আলস্য প্রভৃতি দ্বারা পাপের ষোল ভাগের একাংশ উৎপন্ন হয়, তা যমের সভাসদ্‌গণ পরিশোধন করেন)। সে সভাসদ্‌গণের ভাগ করে গৃহীত পাপ থেকে এ সবযজ্ঞে দত্ত অবি আমাদের মুক্ত করুক। শ্বেতপদ-বিশিষ্ট যজ্ঞে প্রদত্ত সে অবি যমের সভাসদ্‌দের অন্নরূপ হোক। ১ ॥ সর্ব-ব্যাপক ফলদানে সমর্থ, বর্ধিষ্ণু, ব্রিয়মাণ এ যজ্ঞ আমাদের পুত্রাদি-বিষয়ে সকল কামনা পূর্ণ করছে। সংকল্প-পূরক, শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, যজ্ঞে প্রদত্ত সে অবি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ২ ॥ যে যজমান শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, ভূলোকের মত সর্বফলপ্রদ অবি প্রদান করে, সে দুঃখরহিত স্বর্গে যায়, যে স্বর্গে দুর্বলদের বলবানকে শুল্ক (কর) দিতে হয় না। ৩ ॥ পঞ্চ অপূপ-যুক্ত (পশুর চারপায়ে ও নাভিতে নিহিত), শ্বেতপদ-বিশিষ্ট পৃথিব্যাদি লোকের মত অবস্থিত অবির প্রদাতা (বস্বাদিরূপ প্রাপ্ত) পিতৃগণের লোকে (সোমলোক নামক স্থানে) অক্ষয় ফল ভোগ করে ॥ ৪ ॥ পঞ্চ অপূপ-যুক্ত, শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, পৃথিব্যাদি লোকের মত অবস্থিত অবির প্রদাতা সূর্য ও চন্দ্র-লোকে অক্ষয় ফল ভোগ করে ॥ ৫ ॥ শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, সবযজ্ঞে প্রদত্ত অবি ভূমির মত ক্ষয় পায় না, সমুদ্রের মত অক্ষয় মহৎ ক্ষীরাম্বুরূপে পরিণত হয়। এ অবি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত সর্বফলপ্রদরূপে অক্ষয় হয়। ৬ ॥ প্রজাপতি প্রজাপতিকে দক্ষিণারূপে এ দ্রব্য দিয়েছিল (দাতা ও প্রতিগ্রহীতা এখানে প্রজাপতি)। কাম কামকে দিয়েছিল (ফলবিষয়ে অভিলাষ কাম, আমুষ্মিক ফলাভিলাষী দাতা, ঐহিক ফলাভিলাষী প্রদাতা)। কাম দাতা এবং কাম প্রতিগ্রহীতা। দেবতারূপ কাম সমুদ্রের মত নিরবধিক রূপ পেয়েছিল অর্থাৎ সমুদ্রের মত তার শেষ নেই। তাদৃশ কামের দ্বারা হে দক্ষিণাদ্রব্য, তোমাকে গ্রহণ করছি। হে কাম, এ প্রতিগৃহীত দ্রব্য তোমার জন্য। ৭ ॥ হে দেয় দ্রব্য, তোমাকে ভূমিদেবতা গ্রহণ করুক, সেরূপ বিস্তীর্ণ এ অন্তরিক্ষ তোমাকে গ্রহণ গ্রহণ করুক। তাহলে আমি প্রতিগ্রহ করে তজ্জনিত দোষে প্রাণ, শরীর ও পুত্রাদি থেকে বর্জিত হবো না। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'যদ্ রাজানঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ওদনসব-কর্মে পশুর অবয়বে পাঁচটি অপূপ স্থাপন ও নিরূপ্ত হবির অভিমর্শনাদি করতে হয়। 'ক ইদং কস্মৈ'— ইত্যাদি দুটি মন্ত্রের দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট প্রতিগ্রহ ও তার দোষশান্তির জন্য প্রতিগ্রাহ্য পদার্থ অভিমন্ত্রিত করে গ্রহণ করতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥ ১ ॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্ ॥ ২ ॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥ ৩ ॥
যেন দেবা ন বিযন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ।
তৎ কৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ ॥ ৪ ॥
জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ।
অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোমি ॥ ৫ ॥
সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ ॥ ৬ ॥
সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্ত্সংবননেন সর্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিবদমান জনগণ, অবিদ্বেষাপন্ন, সহৃদয় ও সমানপ্রীতিযুক্ত মানুষের কর্মে তোমাদের যুক্ত করছি। অবধ্য গাভীর মত জাত বৎসকে তোমরা পরস্পর কামনা কর। ১ ॥ পুত্র পিতার অনুকূল কর্ম করুক, মাতা পুত্রের সমানমনস্কা হোক, ভার্যা পতির উদ্দেশে মিষ্ট সুখকর বাক্য বলুক। ২ ॥ ভাই যেন ভাইয়ের অপ্রিয় না করে, বোন যেন বোনের বিদ্বেষ না করে। তারা সকলে সমানগতি ও সমানকর্মা হয়ে কল্যাণকর বাক্য বলুক। ৩ ॥ যে মন্ত্রের দ্বারা দেবগণ দ্বিমত হয় না ও পরস্পর বিদ্বেষ করে না, সে ঐকমত্যাপাদক মন্ত্রাত্মক সম্প্রীতিযুক্ত মানুষের কর্ম তোমাদের গৃহে পুরুষদের জন্য করছি। ৪ ॥ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাবে পরস্পর অনুসরণকারী, সমানচিত্তযুক্ত, সমানকার্যকারী ও সমান কার্যের বাহক তোমরা বিযুক্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর শোভন প্রিয়বাক্য বলে এগিয়ে এস। হে জনগণ, আমিও সমান কার্যে প্রবৃত্ত তোমাদের সমানমনস্ক করছি। ৫ ॥ সমানপ্রীতিযুক্ত কর্মে অভিলাষী হে জনগণ, তোমাদের সমান পানীয়শালা (প্রথা) হোক এবং অন্নভাগও সমান হোক অর্থাৎ পরস্পর অনুরাগ-বশে একত্র অবস্থিত অন্নপানাদি তোমরা ভোগ কর। সেজন্য আমি তোমাদের এক স্নেহপাশে বন্ধ করছি। যেমন রথচক্রের নাভির সাথে অরগুলি (চক্রের অবয়ব কীলকগুলি) বেষ্টন করে থাকে, সেরূপ এক অগ্নির চারদিকে থেকে তোমরা তার পরিচর্যা কর। ৬ ॥ একসঙ্গে এক কার্য করতে উদ্যত তোমাদের সমানমনস্ক করছি, সেরূপ তোমাদের একবিধ অন্নের ভোক্তা করছি। এ কর্মে তোমাদের আমি বশীভূত করছি। দেবগণ যেমন একমত হয়ে অমৃত রক্ষা করে, সেরূপ তোমরা সকাল সন্ধ্যা সব সময় শোভনমনস্ক হও। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'সহৃদয়ং সাংমনস্যং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সাংমনস্যকর্মে গ্রামমধ্যে সম্পাতিত জলকুম্ভ আনতে হয়। সেরূপ উপাকর্মে আজ্যহোমে এ সূক্তের বিনিয়োগ দেখা যায়। এর প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যে বহু বলা হয়েছে। 'সাংমনুষ্যম্'—পাঠান্তরের অর্থ পরস্পর প্রীতিযুক্ত মানুষের নির্বর্তিত কর্ম। "মিথঃ সম্প্রীতিযুক্তাঃ মনুষ্যাঃ সংমনুষ্যাঃ, তৈর্নিবর্তিতং সাংমনুষ্যম্"—সায়ণ।

ষষ্ঠ সূক্ত

বি দেবা জরসাবৃতন্ বি ত্বমগ্নে অরাত্যা।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ১ ॥
ব্যাত্যা পবমানো বি শক্রঃ পাপকৃত্যয়া।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ২ ॥
বি গ্রাম্যাঃ পশব আরণ্যৈর্ব্যাপস্তৃষ্ণয়াসরন্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৩ ॥
বীংমে দ্যাবাপৃথিবী ইতো বি পন্থানো দিশংদিশম্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৪ ॥
ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং যুনক্তীতীদং বিশ্বং ভুবনং বি যাতি।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৫ ॥
অগ্নিঃ প্রাণান্ত্সং দধাতি চন্দ্রঃ প্রাণেন সংহিতঃ।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৬ ॥
প্রাণেন বিশ্বতোবীর্যং দেবাঃ সূর্যং সমৈরয়ন্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৭ ॥
আয়ুষ্মতামায়ুষ্কৃতাং প্রাণেন জীব মা মৃথাঃ।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৮ ॥
প্রাণেন প্রাণতাং প্রাণেহৈব ভব মা মৃথাঃ।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৯ ॥
উদায়ুষা সমায়ুষোদোষধীনাং রসেন।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ১০ ॥
আ পর্জন্যস্য বৃষ্ট্যোদস্থামামৃতা বয়ম্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্বিনীদ্বয়, এ উপনীত বালককে জরা থেকে বিযুক্ত কর। হে অগ্নি, তুমি একে শত্রু হতে বিযুক্ত কর। আমিও রোগাদি দুঃখজনক সকল পাপ ও যক্ষ্মারোগ থেকে এ বালককে বিযুক্ত করছি, আর আয়ুর সাথে চিরকাল যুক্ত করছি। ১ ॥ সর্বত্র সঞ্চরমাণ বায়ু রোগাদিজনিত পীড়া থেকে একে বিযুক্ত করুক। সর্বকার্যে সমর্থ ইন্দ্র পাপকাজ থেকে এ ব্রহ্মচারীকে বিযুক্ত করুক। [আমিও রোগাদি দুঃখজনক ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২ ॥ গো-মহিষাদি গ্রাম্য পশুগণ যেমন আরণ্য শ্বাপদাদি দুষ্ট মৃগের দ্বারা বিগত হয়, জল যেমন তৃষ্ণার দ্বারা বিগত হয় (জলব্যতিরিক্ত প্রাণীরই পিপাসা হয়); সেরূপ আমি সকল পাপ ও যক্ষ্মারোগ থেকে এ ব্রহ্মচারীকে বিযুক্ত করছি এবং আয়ুর সাথে একে যুক্ত করছি। ৩ ॥ এ পরিদৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী যেমন স্বভাবত বিযুক্ত, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের পথ যেমন স্বভাবত পৃথক, সেরূপ এ মানবককে সকল পাপ ও যক্ষ্মা থেকে আমি স্বভাবত বিযুক্ত করছি এবং আয়ুর সাথে একে যুক্ত করছি। ৪ ॥ ত্বষ্টাদেব বিবাহকালে কন্যার প্রীতির জন্য বস্ত্র অলঙ্কারাদি পাঠিয়ে থাকেন—এ বুদ্ধিতে অবকাশ দেবার জন্য এ পৃথিবী অন্তরিক্ষাদি পরস্পর বিযুক্ত হয়েছে। [সেরূপ এ মাণবককে ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৫ ॥ জঠরাগ্নি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-কার্যক্ষম করে এবং চন্দ্র প্রাণবায়ু ও মনের সাথে মিলিত হয়ে অমৃতময় রসের দ্বারা সমগ্র আত্মা পোষণ করে। [সেরূপ এ মাণবককে ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৬ ॥

সব দিক দিয়ে বীর্যভূত সকল প্রাণীর প্রেরক আদিত্যকে জগতের প্রাণরূপে দেবগণ সর্বত্র প্রেরণ করে। সকল পাপ ও যক্ষ্মা থেকে মুক্ত করে এ মাণবকের আয়ুবৃদ্ধির জন্য সেরূপ প্রাণাত্মক সূর্যকে স্থাপন করছি। ৭ ॥ আয়ুষ্মান, তাদৃশ আয়ুর কর্তা দেবগণের চিরকালস্থায়ী প্রাণবায়ুর দ্বারা, হে মাণবক, চিরকাল বেঁচে থাক; প্রাণত্যাগ করো না। আমি সকল পাপ ও যক্ষ্মা থেকে তোমাকে বিযুক্ত করছি ও আয়ুর সাথে তোমাকে যুক্ত করছি। ৮ ॥ শ্বাস-গ্রহণকারী সকল প্রাণীদের প্রাণবায়ুর সাথে হে মাণবক, প্রাণধারণ কর, এ লোকেই অবস্থান কর, প্রাণত্যাগ করো না। [আমি সকল পাপ ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৯ ॥ চিরকাল অবস্থিত আয়ুর দ্বারা আমরা মৃত্যু উত্তীর্ণ হবো, সেরূপ আয়ুর দ্বারা এ লোকে অবস্থিত হবো এবং ব্রীহি-যবাদির আয়ুষ্কর রসের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হবো। [আমি সকল পাপ ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১০ ॥ সর্বত্র স্থিত পর্জন্যদেবের জগৎপ্রাণভূত বৃষ্টির দ্বারা আমরা অমৃতত্ব লাভ করে উত্থিত হবো। আমি সকল পাপ ও যক্ষ্মা হতে তোমাকে বিযুক্ত করছি ও আয়ুর সাথে তোমাকে যুক্ত করছি। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। 'বিশ্বে দেবা জরসা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়নের পর আয়ুষ্কামনায় মাণবকের শরীর আচার্য অভিমন্ত্রিত করবে। পঞ্চম সূক্তে 'বহতু' শব্দের অর্থ পুরুষের দ্বারা জামাতার গৃহে প্রস্থাপনীয় বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্রব্য—সায়ণ।

চতুর্থ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥ ১ ॥
ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্র্যেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ।
তস্মা এতং সুরুচং হ্বারমহ্যং ঘর্মং শ্রীণন্তু প্রথমায় ধাস্যবে ॥ ২ ॥
প্র যো জজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নীচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ ॥ ৩ ॥
স হি দিবঃ স পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমং রোদসী অস্কভায়ৎ।
মহান্ মহী অস্কভায়দ্ বি জাতো দ্যাং সদ্ম পার্থিবং চ রজঃ ॥ ৪ ॥
স বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোঽভ্যগ্রং বৃহস্পতির্দেবতা তস্য সম্রাট্।
অহর্যচ্ছুক্রং জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্তু বিপ্রাঃ ॥ ৫ ॥
নূনং তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্বস্য ধাম।
এষ জজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিত্থা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন্ নু ॥ ৬ ॥
যোঽথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ।
ত্বং বিশ্বেষাং জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সৎ চিৎ সুখাত্মক, অপরিচ্ছিন্ন, সকল জগতের কারণ যে পরব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বে প্রথম হিরণ্যগর্ভ সূর্যরূপে উৎপন্ন হয়েছেন, সে (পূর্বদিকে প্রাদুর্ভূত সূর্যরূপ পরম তেজে) দীপ্যমান বেন—(প্রকাশ প্রবর্ষণাদির কারণরূপ) দেবতা দিক্-প্রান্তভাগ থেকে প্রভামণ্ডলের দ্বারা অন্ধকার দূর করে সকল জগৎ আচ্ছন্ন করেছেন। সে সূর্যাত্মক বেনদেব ব্রহ্মতেজে পরিচ্ছিন্ন বিবিধরূপে অবস্থিত অন্তরিক্ষলোকও ব্যাপ্ত করেছেন। তিনি সৎ (বিদ্যমান অভিব্যক্ত নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের) ও অসতের (অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের) যোনি অর্থাৎ কারণরূপ সত্ত্ব-রজ-তম-গুণাত্মক মূল প্রকৃতিকে ব্যাপ্ত করেছেন। (পরব্রহ্ম স্বমায়াশক্তিবশে আদিত্যনামক বেনরূপ হয়ে নিজের তেজের দ্বারা ভূত-ভৌতিকাত্মক সকারণ জগৎ ব্যাপ্ত করেছেন)। ১ ॥ সমগ্র জগতের উৎপাদক প্রজাপতি থেকে আগতা, প্রাণীমাত্রে নাদরূপে অবস্থিতা, পরিদৃশ্যমান শব্দ-ব্রহ্মাত্মিকা, সকল জগতের নিয়ন্ত্রী বাগ্দেবী প্রথম উৎপন্ন আদিত্যরূপ ব্রহ্মাকে স্তুতিরূপে ব্যাপ্ত করুন। সে প্রথমজাত হবিরূপ অন্নের কামনাকারী দেবতার উদ্দেশে ঋত্বিক্গণ রোচমান, সুকৃতবিশেষের প্রাপ্য হবির সংস্কার করুক। ২ ॥ এ প্রপঞ্চ জগতের কারণরূপ, বন্ধুর মত হিতকারী, নিরাবরণ জ্ঞানের দ্বারা সকল জগতের জ্ঞাতা যে দেব প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন, সে প্রথমজাত দেব অন্য ইন্দ্রাদি দেবগণের জন্ম অপরের কাছে বলে থাকেন। তিনি কারণরূপ পরব্রহ্মের মধ্য, নীচ ও উপরিভাগ থেকে ত্রয়ীরূপ ব্রহ্ম উদ্ধার করেছেন। তারপর চরু, পুরোডাশ, হবিরূপ অন্ন লক্ষ্য করে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এসেছিলেন (অথবা ঋত্বিক্দের প্রদত্ত বেদবাক্যবিহিত হবি

দেবতাদের উদ্দেশে গিয়েছিল)। ৩ ॥ সে সূর্যাত্মক প্রথমজাত দেবতা দ্যুলোকের কারণভূত ঋত-শব্দ বাচ্য পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করছেন। তিনি পৃথিবী-সম্বন্ধীয় সত্যরূপে স্থিত হয়ে মহান দ্যাবাপৃথিবীকে অবিনশ্বররূপে স্বস্থানে স্থাপন করেছেন। সে মহান ব্রহ্ম দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যেপে অবস্থিত হয়ে তাদের স্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে সূর্যরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে দ্যুলোক-স্থান ও পৃথিবীলোক নিজের তেজে ব্যাপ্ত করেছেন। ৪ ॥ সে পরব্রহ্মাত্মক প্রথমজাত দেবতা উৎপন্ন লোকের (রসাতলাদি) মূলদেশ থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত করেছেন। দেব বৃহস্পতি এ লোকের অধিপতি (অথবা সে প্রথমজাত দেবতার প্রসাদে অতিশয় দীপ্তিযুক্তরূপে বর্তমান)। দীপ্যমান দিন দ্যোতমান সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এরপর দীপ্তিযুক্ত মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ নিজ নিজ ব্যাপারে বর্তমান হোক অর্থাৎ দেবতাদের হবির দ্বারা পরিচর্যা করুক। ৫ ॥ ঋত্বিক্‌দের যজ্ঞ দৃশ্যমান মহান প্রথমজাত দেবতার তেজোরূপ ধাম লাভ করছে। এ সূর্য সহস্রসংখ্যক রশ্মির সাথে এ প্রকারে পূর্বদিকে হবিরূপ অন্নের উদ্দেশে দ্রুত উদিত হচ্ছে। ৬ ॥ যে দেব বৃহস্পতি, লোকের উৎপাদক দেবতাদের কারণরূপ প্রজাপতিকে (অথবা আমাদের পিতৃতুল্য দেববন্ধু অথর্বা মহর্ষিকে) সেভাবে জানুক, যাতে তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল ভাবের জনয়িতা হও। ক্রান্তদর্শী দেব বৃহস্পতি অনুযুক্ত হয়ে সকলকে অনুগ্রহ করেন। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। চতুর্থ কাণ্ডে আটটি অনুবাক, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে 'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইত্যাদি সূক্ত বেদ, কল্পাদি অধ্যয়নের পূর্বে বিঘ্ননাশের জন্য ও শাস্ত্রবিচারে প্রতিবাদীদের জয়ের জন্য জপ করতে হয়। সেরূপ গাভীর পুষ্টিকর্ম ও তাদের রোগ উপশমের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলি দ্বারা লবণ অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে খাওয়ানো হয়। এ সূক্তের দ্বারা জলাশয়ের জল অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে খাওয়ানো হয়। বিবাহাদি কর্মেও এ সূক্তের প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। সূক্তটি জটিল, ব্রহ্ম-বিষয়ক—উপরে সায়ণানুসারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যোঽস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈকো রাজা জগতো বভূব।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥
যং ক্রন্দসী অবতশ্চস্কভানে ভিয়সানে রোদসী অহ্বয়েথাম্।
যস্যাসৌ পন্থা রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্য দ্যৌরুর্বী পৃথিবী চ মহী যস্যাদ উর্বন্তরিক্ষম্।
যস্যাসৌ সূরো বিততো মহিত্বা কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যস্য বিশ্বে হিমবন্তো মহিত্বা সমুদ্রে যস্য রসামিদাহুঃ।
ইমাশ্চ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
আপো অগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্ভং দধানা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
যাসু দেবীষ্বধি দেব আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীমুত দ্যাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥
আপো বৎসং জনয়ন্তীর্গর্ভমগ্রে সমৈরয়ন্।
তস্যোত জায়মানস্যোল্ব আসীদ্ধিরণ্যয়ঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ যে প্রজাপতি প্রাণিগণের প্রাণ ও বলদাতা, সকল প্রাণী যার শাসন মেনে চলে, দেবতারা যার উপাসনা করে, যিনি দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ গবাদি প্রাণীর নিয়ামক, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ১॥ যে প্রজাপতি স্বমহিমায় শ্বাস ও নিমেষগ্রহণকারী প্রাণীসমূহের এক অসাধারণ অধিপতি, যার অমৃতত্ব (মরণাভাব) ছায়ার মত স্বাধীন, সকল জনের মৃত্যু ছায়ার মত যার বশে অবস্থিত, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ২॥ যার রক্ষণের জন্য দ্যাবাপৃথিবী নিরাধারপ্রদেশে ধৃত হয়েছে, দ্যুলোক ও ভূলোক অধঃ পতন থেকে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যার আহ্বান করে, যার দ্যুলোকস্থ পথ বৃষ্টিরূপ জলের নির্মাতা, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৩॥ যে দেবতার মহিমায় দ্যুলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে, যার মাহাত্ম্যে পৃথিবী মহতী হয়েছে, যার মহিমায় অন্তরিক্ষলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে, দ্যুলোকে দৃশ্যমান সূর্য যার মহিমায় বিস্তীর্ণরূপে জাত, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৪॥ যে প্রজাপতি দেবের মহিমায় হিমালয় প্রভৃতি পর্বতগুলি উৎপন্ন হয়েছে, যার মহিমায় সমুদ্রে সকল নদী অন্তর্ভূত বলে কথিত (অর্থাৎ সমুদ্র ও নদী যার বিভূতিরূপ), এ দিক্‌সকল যার বাহুরূপ, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৫॥ সৃষ্টির আদিতে জলসকল কারণরূপে অবস্থিত সমগ্র জগৎ রক্ষা করেছিল। তারা জগদ্বিধানের জন্য গর্ভরূপে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভের ধারক, অবিনাশী ও সত্য জগৎ-কারণ ব্রহ্মের জ্ঞাতা (ঋতজ্ঞ)। দেবতারূপ সে জলে গর্ভভূত দেব বৃদ্ধি লাভ করেন। সে জলের গর্ভভূত প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৬॥ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি সকল জগৎ সৃষ্টির আগে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি জাতমাত্র সমস্ত প্রপঞ্চের একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। তিনি এ পৃথিবী ও দ্যুলোকাদি সকল জগৎ সৃষ্টি করেন। সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৭॥ ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট জলগুলি পুত্ররূপ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির জন্য ঈশ্বর-বিসৃষ্ট বীর্য (গর্ভাশয়) লাভ করেছিল। গর্ভে অবস্থিত জায়মান হিরণ্যগর্ভে প্রজাপতির গর্ভবেষ্টন (উল্ব) হিরণ্ময় ছিল। সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা পরিচর্যা করছি। ৮॥

টীকা ঃ ১-৮। 'য আত্মদা' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্রগুলির বশাশমন-কর্মে, শান্তিজল-কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। চাতুর্মাস্যে বরুণঘাস পর্বে এ সূক্তের দ্বারা হোম করার বিধান রয়েছে। হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনে এ সূক্তের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সূক্তটি হিরণ্যগর্ভের স্তুতিরূপ—এর বিশেষ ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত যজুর্বেদের ২৫ অধ্যায় দেখুন।

তৃতীয় সূক্ত

উদিতস্ত্রয়ো অক্রমন্ ব্যাঘ্রঃ পুরুষো বৃকঃ।
হিরুগ্ধি যন্তি সিন্ধবো হিরুগ্ দেবো বনস্পতির্হিরুঙ্‌নমন্তু শত্রবঃ। ১॥
পরেণৈতু পথা বৃকঃ পরমেণোত তস্করঃ।
পরেণ দত্বতী রজ্জুঃ পরেণাঘায়ুরর্ষতু॥ ২॥
অক্ষ্যৌ চ তে মুখং চ তে ব্যাঘ্র জম্ভয়ামসি।
আৎ সর্বান্ বিংশতিং নখান্॥ ৩॥
ব্যাঘ্রং দত্বতাং বয়ং প্রথমং জম্ভয়ামসি।
আদু ষ্টেনমথো অহিং যাতুধানমথো বৃকম্॥ ৪॥

যো অদ্য স্তেন আয়তি স সংপিষ্টো অপায়তি ।
পথামপধ্বংসেনৈত্বিন্দ্রো বজ্রেণ হন্তু তম্ ॥ ৫ ॥
মূর্ণা মৃগস্য দন্তা অপিশীর্ণা উ পৃষ্টয়ঃ ।
নিম্রুক্ তে গোধা ভবতু নীচায়চ্ছশয়ুর্মৃগঃ ॥ ৬ ॥
যৎ সংযমো ন বি যমো বি যমো যন্ন সংযমঃ ।
ইন্দ্রজাঃ সোমজা আথর্বণমসি ব্যাঘ্রজম্ভনম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ ব্যাঘ্র, চোর ও বৃক (প্রাণিঘাতক বন্য অশ্ব)—এ তিনজন এস্থান থেকে পলায়ন করুক। স্যন্দনশীল নদীগুলি যেমন অন্তর্হিত হয়ে প্রবাহিত হয়, বনস্পতি (বনের অধিষ্ঠাতা দেব) যেমন সেখানে অন্তর্হিত হয়ে থাকে, সেরূপ এরা অন্তর্হিত হোক। বিরোধী শত্রুরা এদের অন্তর্হিত করুক (অথবা হিংস্র ব্যাঘ্রাদি অন্তর্হিত হয়ে নম্র হোক)। ১ ॥ আমাদের সঞ্চরণপথ থেকে বৃকগুলি অন্যপথে যাক, চোর দূরতর পথে যাক ও রজ্জুর আকৃতি সর্পগুলি অন্য পথে যাক। এরূপ অন্য হিংস্র প্রাণী, যারা আমাদের যাতায়াতের পথে অবস্থান করছে, তারা অন্য পথে যাক। ২ ॥ হে ব্যাঘ্র, তোমার চোখমুখ নষ্ট করে দেব, তারপর তোমার বিশটি (পাঁচটি করে চার পায়ে) নখ বিনাশ করব। ৩ ॥ ভক্ষক হিংস্র জন্তুর মধ্যে প্রথমে ব্যাঘ্রকে বিনাশ করব, তারপর চোরদের, তারপর সর্প, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি গ্রহ (যাতুধান) ও বৃকদের বিনাশ করব। ৪ ॥ এখন যে চোর আসছে, সে পিষ্ট হয়ে পালিয়ে যাক, সে চোর কণ্টকর পথে যাক এবং সে পথে গমনকারী তাকে ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা বিনাশ করুক। ৫ ॥ হিংস্র ব্যাঘ্রাদির দন্তগুলি মূঢ় (ভক্ষণে অসমর্থ) হোক, মস্তকস্থ হিংসক শৃঙ্গগুলি ও পার্শ্ববর্তী অস্থিগুলি মূঢ় হোক। হে পথিক, গোধা (নামক প্রাণী) তোমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হোক। শয়নশীল দুষ্ট মৃগ (শশয়ু) নীচ পথে চলে যাক। ৬ ॥ ইন্দ্র ও সোম থেকে জাত যে সংযম (মন্ত্র-সামর্থ্যে ব্যাঘ্রাদির নিয়ন্ত্রণ কার্য) আছে, তা করা হলে অন্যথা হয় না, আবার মন্ত্রের দ্বারা যা বিরুদ্ধ-প্রাপক কার্য করা হয়, তা নিয়ন্ত্রণ হয় না। কিন্তু আথর্বণের ক্রিয়াকলাপের কোথাও অন্যথাভাব নেই। হে ক্রিয়াকলাপ, তুমি অথর্বা মহর্ষি কৃত (অথবা দৃষ্ট) ব্যাঘ্রাদি দুষ্ট প্রাণীদের হিংসক হও। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'উদিতস্ত্রয়ো অক্রমন্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গবাদির ব্যাঘ্র, চোর প্রভৃতির ভয় নিবৃত্তির জন্য খাদির শঙ্কু অভিমন্ত্রিত করে গোসঞ্চরণ-ভূমিতে রেখা-পাত করে গাভীদের পাঠাতে হবে। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে গোচারণ ভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে হোমাদির বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যাং ত্বা গন্ধর্বো অখনদ্ বরুণায় মৃতভ্রজে ।
তাং ত্বা বয়ং খনামস্যোষধিং শেপহর্ষণীম্ ॥ ১ ॥
উদুষা উদু সূর্য উদিদং মামকং বচঃ
উদেজতু প্রজাপতির্বৃষা শুষ্মেণ বাজিনা ॥ ২ ॥
যথা স্ম তে বিরোহতোঽভিতপ্তমিবানতি ।
ততস্তে শুষ্মবত্তরমিয়ং কৃণোত্বোষধিঃ ॥ ২ ॥
উচ্ছুষ্মৌষধীনাং সার ঋষভাণাম্ ।
সং পুংসামিন্দ্র বৃষ্ণ্যমস্মিন্ ধেহি তনূবশিন্ ॥ ৪ ॥

অপাং রসঃ প্রথমজোঽথো বনস্পতীনাম্ ।
উত সোমস্য ভ্রাতাস্যুতার্শমসি বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৫ ॥
অদ্যাগ্নে অদ্য সবিতরদ্য দেবি সরস্বতি ।
অদ্যাস্য ব্রহ্মণস্পতে ধনুরিবা তানয়া পসঃ ॥ ৬ ॥
আহং তনোমি তে পসো অধি জ্যামিব ধন্বনি ।
ক্রমস্বর্শ ইব রোহিতমনবগ্লায়তা সদা ॥ ৭ ॥
অশ্বস্যাশ্বতরস্যাজস্য পেত্বস্য চ ।
অথ ঋষভস্য যে বাজাস্তানস্মিন্ ধেহি তনূবশিন্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ নষ্টবীর্য বরুণের আবার বীর্য উৎপন্নের জন্য হে ওষধি, তোমাকে গন্ধর্ব খনন করে উদ্ধার করেছিল, সেরূপ পুংস্ত্ব-জননের উন্নময়িত্রী ওষধি (কপিত্থকা নামক), তোমাকে আমরা খনন করছি। ১ ॥ সূর্যপত্নী উষাদেবী তোমাকে বলবান বীর্যের দ্বারা যুক্ত করুক, সূর্য তোমাকে উৎকৃষ্ট বীর্যযুক্ত করুক এবং আমার এ মন্ত্রাত্মক বাক্য তোমাকে বীর্যযুক্ত করুক। সকল জগতের স্রষ্টা প্রজাপতি দেব বীর্যের দ্বারা পুংস্ত্বজনন ক্ষেত্র কম্পিত করুক। ২ ॥ হে বীর্যকাম পুরুষ, তোমার পুত্র-পৌত্রাদি রূপে বিরোহণের কারণরূপ পুংব্যঞ্জক অতিতপ্ত হয়ে যাতে কাজ করতে পারে, সেরূপ এ ওষধি তোমার পুংব্যঞ্জনকে অতিশয় বীর্যযুক্ত করুক। ৩ ॥ অন্যান্য ওষধির মধ্যে এ ওষধি অত্যন্ত বীর্যরূপা ও সেচনসমর্থ বীর্যবানদের সারভূতা। এরূপ ওষধি এ পুরুষকে বীর্যযুক্ত করুক। হে ইন্দ্র, পুষ্টিকর ওষধির যে বীর্য আছে, তা তুমি পুরুষের শরীরের অধীন করে স্থাপন কর। ৪ ॥ হে কপিত্থক-মূল, তুমি মথ্যমান জলের প্রথমোৎপন্ন অমৃতাত্মক রস, বনস্পতিদের সারভূত, ওষধির অধিপতি অমৃতময় সোমদেবের সহোদর ভ্রাতা (অমৃতমন্থন-কালে একসঙ্গে উৎপন্ন হয়েছিলে) এবং অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রপ্রভাব-জনিত বীর্যরূপ। ৫ ॥ হে অগ্নি, সবিতা, দেবী সরস্বতী ও মন্ত্রের অধিপতিদেব (ব্রহ্মণস্পতি), তোমরা আজ এই বীর্যকাম পুরুষের পুংব্যঞ্জন বীর্যপ্রদানের দ্বারা ধনুর মত বিস্তৃত কর। ৬ ॥ হে বীর্যকাম পুরুষ, ধনুতে আরোপিত জ্যার মত তোমার পুংব্যঞ্জন আমি মন্ত্রপ্রভাবে বীর্যযুক্ত করছি। তুমি সেচনসমর্থ ঋষভের মত মনে মনে নৃত্য করতে করতে ভার্যার প্রতি গমন কর। ৭ ॥ অশ্ব, অশ্বতর, ছাগ, মেষ ও বলদের যে বীর্য আছে, হে ওষধি, শরীরের যাতে অধীন হয় সেভাবে এ বীর্যকাম পুরুষের পুংব্যঞ্জনে স্থাপন কর। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যাং ত্বা গন্ধর্বঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পুরুষের বীর্যকরণকর্মে কপিত্থক-মূল ওষধির মত খনন করে দুগ্ধে জাল দিয়ে এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে এবং ধনুতে জ্যা আরোপণ করে তা পুরুষের ক্রোড়ে রেখে এ ওষধ পান করাতে হবে। এরূপ কীলক বা মুসলের উপর বসে পূর্বের মত অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হবে ইত্যাদি প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ৎস্বাপয়ামসি ॥ ১ ॥
ন ভূমিং বাতো অতি বাতি নাতি পশ্যতি কশ্চন ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বাঃ স্বাপয় শুনশ্চেন্দ্রসখা চরন্ ॥ ২ ॥

প্রোষ্ঠেশয়াস্তল্পেশয়া নারীর্যা বহ্যশীবরীঃ।
স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধয়স্তাঃ সর্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥ ৩ ॥
এজদেজদজগ্রভং চক্ষুঃ প্রাণমজগ্রভম্।
অঙ্গান্যজগ্রভং সর্বা রাত্রীণামতিশর্বরে ॥ ৪ ॥
য আস্তে যশ্চরতি যশ্চ তিষ্ঠন্ বিপশ্যতি।
তেষাং সং দধ্মো অক্ষীণি যথেদং হর্ম্যং তথা ॥ ৫ ॥
স্বপ্তু মাতা স্বপ্তু পিতা স্বপ্তু শ্বা স্বপ্তু বিশ্পতিঃ।
স্বপন্ত্বস্যৈ জ্ঞাতয়ঃ স্বপত্বয়মভিতো জনঃ ॥ ৬ ॥
স্বপ্ন স্বপ্নাধিকরণেন সর্বং নি ষ্বাপয়া জনম্।
ওৎসূর্যমন্যাস্ত্স্বাপয়াব্যুষং জাগৃতাদহমিন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সহস্ররশ্মি কামবর্ষী যে আদিত্য অন্তরিক্ষ প্রদেশ থেকে উদয় লাভ করে, সে আদিত্যের শত্রুপরাভবকারী শক্তির দ্বারা আমরা অবস্থিত জনদের নিদ্রাভিভূত করব। ১ ॥ বায়ু যেন ভূমিকে অতিক্রম না করে অর্থাৎ অত্যন্ত বায়ুপ্রবাহে যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেখানকার কোন লোক যেন না দেখে অর্থাৎ তারা নিদ্রাভিভূত হোক। হে বায়ু, তুমি যেমন প্রাণবায়ুর সাথে একাত্মক হয়ে বিচরণ করে দেহে অবস্থান কর, সেরূপ চারদিকের সকল স্ত্রী ও কুকুরদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। ২ ॥ প্রাঙ্গনে, খট্টায় বা দোলনায় যে রমণীগণ শয়ন করে আছে এবং শোভনগন্ধযুক্ত যে-সকল স্ত্রী, তাদের সবাইকে ঘুমিয়ে রাখব। ৩ ॥ যে-সকল প্রাণী নড়ছিল, তাদের ঘুমিয়ে রেখেছি, তাদের চক্ষুপ্রাণ নিদ্রাকৃষ্ট হয়েছে, তাদের হস্তপদাদি সকল অঙ্গ অন্ধকার মধ্যরাত্রে নিদ্রাক্রান্ত করেছি। ৪ ॥ আমাদের অভিসারকালে যে থাকবে, যে বিচরণ করবে, যে বসে থাকবে, অথবা যে চারদিক দেখবে, তাদের সকলের চক্ষু আমরা দর্শনশক্তিশূন্য অট্টালিকার মত নিমীলিত করে দেব। (চক্ষুষ্মান্ প্রাণীরাও আমাদের দেখতে অসমর্থ হোক)। ৫ ॥ যে স্ত্রীকে নিদ্রার দ্বারা বশীভূত করতে চাই, তার মা নিদ্রাভিভূত হোক, সেরূপ তার পিতা, গৃহের পরিরক্ষণের জন্য দ্বারে নিযুক্ত কুকুর, গৃহপতি ও তার জ্ঞাতিগণ এবং বাইরে নিযুক্ত রক্ষক সকলে নিদ্রাভিভূত হোক। ৬ ॥ হে স্বপ্নাভিমানী দেবতা, স্বপ্নাধিকরণ শয্যাদিতে সূর্যোদয় পর্যন্ত মাতাদি সকলকে ঘুমিয়ে রাখ। আমি অহিংসিত ও ক্ষয়রহিত হয়ে ইন্দ্রের মত ভোগাসক্ত হয়ে উষাকাল পর্যন্ত জেগে থাকব। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'সহস্রশৃঙ্গঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্ত্রীর প্রতি অভিগমনকালে তার পাশের লোকদের ঘুম পাড়ানোর জন্য জলপাত্র অভিমন্ত্রিত করে শয়নগৃহে জল ছিটিয়ে অবশিষ্ট অভ্যন্তরের দ্বারে আনতে হবে। সেরূপ নগ্ন হয়ে এ সূক্তের দ্বারা উদূখল অভিমন্ত্রিত করতে হয়। সেরূপ গৃহের উত্তর দিকে স্ত্রীর খাটের দক্ষিণ পায়ে এ মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। ৭ম মন্ত্রে—'স্বপ্নাভিকরণেন' এ পাঠান্তর আছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রাহ্মণো জজ্ঞে প্রথমো দশশীর্ষো দশাস্যঃ।
স সোমং প্রথমং পপৌ স চকারারসং বিষম্ ॥ ১ ॥

যাবতী দ্যাবাপৃথিবী বরিম্‌ণা যাবৎ সপ্ত সিন্ধবো বিতষ্ঠিরে।
বাচং বিষস্য দূষণীং তামিতো নিরবাদিষম্‌ ॥ ২ ॥
সুপর্ণস্ত্বা গরুত্মান্‌ বিষ প্রথমমাবয়ৎ।
নামীমদো নারূরূপ উতাস্মা অভবঃ পিতুঃ ॥ ৩ ॥
যস্ত আস্যৎ পঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধি ধন্বনঃ।
অপস্কম্ভস্য শল্যান্নিরবোচমহং বিষম্‌ ॥ ৪ ॥
শল্যাদ্‌ বিষং নিরবোচং প্রাঞ্জনাদুত পর্ণধেঃ।
অপাষ্ঠাচ্ছৃঙ্গাৎ কুল্মলান্নিরবোচমহং বিষম্‌ ॥ ৫ ॥
অরসস্ত ইষো শল্যোঽথো তে অরসং বিষম্‌।
উতারসস্য বৃক্ষস্য ধনুষ্টে অরসারসম্‌ ॥ ৬ ॥
যে অপীষন্‌ যে অদিহন্‌ য আস্যন্‌ যে অবাসৃজন্‌।
সর্বে তে বধ্রয়ঃ কৃতা বধ্রির্বিষগিরিঃ কৃতঃ ॥ ৭ ॥
বধ্রয়স্তে খনিতারো বধ্রিস্ত্বমস্যোষধে।
বধ্রিঃ স পর্বতো গিরির্যতো জাতমিদং বিষম্‌ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : সর্পজাতিদের মধ্যে প্রথম তক্ষক নামক ব্রাহ্মণজাতি (সর্প) উৎপন্ন হয়। তার দশ মাথা ও দশ মুখ। এ ব্রাহ্মণজাতীয় সর্প ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় সর্পদের মধ্যে প্রথম বলে দ্যুলোকস্থ অমৃতময় সোম পান করেছিল। সে সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সর্প কন্দমূলাদি জনিত এ বিষ নির্বীর্য করুক। ১ ॥ যতদূর দ্যাবাপৃথিবী বিস্তৃত থাকবে, যতদূর সপ্ত সমুদ্র বিস্তৃত থাকবে, ততদূর পর্যন্ত কন্দমূলাদি-জনিত বিষ-নাশক এ মন্ত্রাত্মক বাক্য উচ্চারণ করব। ২ ॥ সুপর্ণ (শোভনপত্রযুক্ত) বৈনতেয় গরুড়, হে বিষ, প্রথমে তোমাকে ভক্ষণ করেছে, অতএব বিষোপহত পুরুষকে মত্ত (জ্ঞানবিকল) করো না, তাকে বিমূঢ় করো না ; সে পুরুষের কাছে তুমি অন্নের মত জীর্ণ হও। ৩ ॥ পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত যে হস্ত বক্র জ্যাযুক্ত ধনু থেকে পুরুষের শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, বিষপ্রদ সে হস্ত ক্রমুক-বৃক্ষের খণ্ডের দ্বারা মন্ত্রের সাহায্যে নির্বীর্য করছি (অথবা বাণের লোহময় অগ্রভাগ থেকে যে বিষ প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা আমি নির্বীর্য করছি)। ৪ ॥ বাণাদি শল্য থেকে সম্ভূত বিষ নির্গত হয়েছে-এ আমি বলছি। সেরূপ প্রলেপ থেকে, ইষুকাণ্ড (বিষময় পত্রযুক্ত বৃক্ষ) থেকে, অপাষ্ঠ নামক বিষোপদান থেকে, বিষাণ ও কুৎসিত প্রাণীর মল থেকে যে বিষ উদ্ভূত হয়েছে, তা আমি মন্ত্রের সামর্থ্যে নির্গত করছি। ৫ ॥ হে বাণ, তোমার বিষদিগ্ধ শল্য নির্বিষ হোক। তারপর তোমার বিষ নির্বীর্য হোক এবং নিঃসার বৃক্ষের তোমার ধনু নির্বীর্য হোক। ৬ ॥ যারা বিষযুক্ত ঔষধ চূর্ণ করে দেয়, যারা লেপন বিষ প্রয়োগ করে, যারা দূর থেকে বিষ প্রক্ষেপ করে এবং যারা নিকটে থেকে অন্নপানাদিতে বিষ সংযুক্ত করে, সে সকল লোক এ মন্ত্রের প্রভাবে নির্বীর্য হোক। কন্দমূলাদি বিষের উৎপত্তির কারণরূপ বিষ-পর্বত নির্বীর্য হোক। ৭ ॥ হে বিষযুক্ত ওষধি, তোমার কন্দমূলাদির খননকারীরা নির্বীর্য হোক, তুমিও মন্ত্রপ্রভাবে নির্বীর্য হও। যে পর্বতে কন্দমূলাদিরূপ বিষ উৎপন্ন হয়, সে বিষ পর্বত নির্বীর্য হোক। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'ব্রাহ্মণো জজ্ঞে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা কন্দ-বিষের চিকিৎসার জন্য জল অভিমন্ত্রিত করে বিষাবৃত পুরুষকে পান করাতে হবে এবং অভিমন্ত্রিত জলের ছিটে দিতে হবে। সেরূপ ক্রমুক-বৃক্ষখণ্ড জলের সাথে অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে

হবে ও প্রক্ষেপ দিতে হবে ইত্যাদি বহুবিধ বিষ অপনোদনের উপায়বিধি ভাষ্যানু-ক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

বারিদং বারয়াতৈ বরণাবত্যামধি।
তত্রামৃতস্যাসিক্তং তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ১ ॥
অরসং প্রাচ্যং বিষমরসং যদুদীচ্যম্।
অথেদমধরাচ্যং করম্ভেণ বি কল্পতে ॥ ২ ॥
করম্ভং কৃত্বা তির্যং পীবস্পাকমুদারথিম্।
ক্ষুধা কিল ত্বা দুষ্টনো জক্ষিবান্ত্স ন রুরুপঃ ॥ ৩ ॥
বি তে মদং মদাবতি শরমিব পাতয়ামসি।
প্র ত্বা চরুমিব যেষন্তং বচসা স্থাপয়ামসি ॥ ৪ ॥
পরি গ্রামমিবাচিতং বচসা স্থাপয়ামসি।
তিষ্ঠা বৃক্ষ ইব স্থাম্ন্যভ্রিখাতে ন রুরুপঃ ॥ ৫ ॥
পরস্তেস্ত্বা পর্যক্রীণন্ দূর্শেভিরজিনৈরুত।
প্রক্রীরসি ত্বমোষধেঽভ্রিখাতে ন রুরুপঃ ॥ ৬ ॥
অনাপ্তা যে বঃ প্রথমা যানি কর্মাণি চক্রিরে।
বীরান্ নো অত্র মা দভন্ তদ্ ব এতৎ পুরো দধে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ 'বরণা' নামক বৃক্ষস্থিত এ বিষহর জল আমাদের বিষ নিবারণ করুক। বরণা-বৃক্ষে দ্যুলোকের অমৃতের বিষ হরণ করার শক্তি প্রক্ষিপ্ত রয়েছে। সে অমৃতময় জলের দ্বারা তোমার কন্দমূলাদি-জনিত বিষ নিবারণ করছি। ১ ॥ পূর্বদিকে উৎপন্ন বিষ নির্বীর্য হোক। উত্তরদিগস্থ বিষ শক্তিহীন হোক। তারপর পৃথিবীর নিম্নদেশে উৎপন্ন বিষ এবং সকল দিকের বিষ করম্ভের দ্বারা সামর্থহীন হোক। (বিষহর-প্রয়োগে প্রযুজ্যমান মন্থকে করম্ভ বলে)। ২ ॥ হে দুষ্টশরীর বিষ, প্রচ্ছন্নরূপে, প্রযুক্ত ভেদপাক, আর্তিজনক তোমাকে করম্ভরূপ মন্থ মনে করে ক্ষুধায় এ পুরুষ ভক্ষণ করেছে, এ পুরুষকে মূর্ছিত করো না। ৩ ॥ হে মূর্চ্ছাকর মত্ততাযুক্ত ও বিষরূপ ওষধি, তোমার মূর্চ্ছাকারক বিষ ধনু থেকে শরের মত এ পুরুষের শরীর থেকে বিযুক্ত করছি। হে বিষ, গূঢ়-বিচরণশীল দূতের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত তোমাকে এ মন্ত্রের প্রভাবে দূর করছি। ৪ ॥ জনসমূহের মত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত এ-বিষ মন্ত্রের দ্বারা পরিহার করে অন্যত্র স্থাপন করছি। অভ্রির দ্বারা খননের ফলে লব্ধ হে বিষ, তুমি নিজ বৃক্ষে যেমন স্থির থাক, সেরূপ এখানে স্থির হয়ে থাক, ব্যাপ্ত হয়ো না এবং এ পুরুষকে মোহিত করো না। ৫ ॥ হে বিষমূলিকা ওষধি, তোমাকে সম্মার্জনী তৃণের দ্বারা ও দুষ্ট বন্যমৃগের অজিনের দ্বারা মহর্ষিগণ তোমাকে ক্রয় করেছিল। এজন্য তুমি ক্রীত হয়েছ, এ সকল দ্রব্যের দ্বারা ক্রীত হয়ে তুমি এ স্থান থেকে চলে যাও। হে অভ্রি-খননের দ্বারা লব্ধ ওষধি, তুমি এ পুরুষকে বিমোহিত (মূর্চ্ছাপন্ন) করো না। ৬ ॥ হে জনগণ, তোমাদের প্রতিকূল যে শত্রুরা মুখ্য যোগাদি কর্ম করেছিল, সে কর্মের দ্বারা সে শত্রুগণ আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির যেন এ কর্মে হিংসা না করে। এ ক্রিয়মাণ ভৈষজ্যরূপ কর্ম তোমাদের সামনে রক্ষার জন্য ধারণ করছি। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'বারিদং বারয়াতৈ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিযোগ পূর্ব সূক্তের মত।

তৃতীয় সূক্ত

ভূতো ভূতেষু পয় আ দধাতি স ভূতানামধিপতির্বভূব।
তস্য মৃত্যুশ্চরতি রাজসূয়ং স রাজা রাজ্যমনু মন্যতামিদম্ ॥ ১॥
অভি প্রেহি মাপ বেন উগ্রশ্চেত্তা সপত্নহা।
আ তিষ্ঠ মিত্রবর্ধন তুভ্যং দেবা অধি ব্রুবন্ ॥ ২ ॥
আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষংছ্রিয়ং বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥ ৩ ॥
ব্যাঘ্রো অধি বৈয়াঘ্রে বি ক্রমস্ব দিশো মহীঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ ॥ ৪ ॥
যা আপো দিব্যাঃ পয়সা মদন্ত্যন্তরিক্ষ উত বা পৃথিব্যাম্।
তাসাং ত্বা সর্বাসামপামভি ষিঞ্চামি বর্চসা ॥ ৫ ॥
অভি ত্বা বর্চসাসিচন্নাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ।
যথাসো মিত্রবর্ধনস্তথা ত্বা সবিতা করৎ ॥ ৬ ॥
এনা ব্যাঘ্রং পরিষস্বজানাঃ সিংহং হিন্বন্তি মহতে সৌভগায়।
সমুদ্রং ন সুভুবস্তস্থিবাংসং মর্মৃজ্যন্তে দ্বীপিনমপ্স্বন্তঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ অভিষেকের দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ করে রাজা সমৃদ্ধ জনপদে সকল অনুজীবীদের অন্নপ্রদ হয়। অতএব সে অভিষিক্ত রাজা প্রাণিগণের অধিপতি। ধর্মরাজ (মৃত্যু) ধর্ম ও অধর্ম প্রবিভাগের দ্বারা দুষ্ট নিগ্রহ ও শিষ্টপালন কর্ম করানোর জন্য রাজার রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন। (জগতের রক্ষণ-বিধিতে যে কর্মের দ্বারা রাজা অনুজ্ঞা লাভ করে, অভিষেক নামক এ কর্মকে রাজসূয় বলে)। সে অভিষিক্ত রাজা দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালনরূপ তার কর্ম অঙ্গীকার করুক। ১ ॥ হে রাজা, সিংহাসন ও হস্তী অশ্ব রথাদি যান লক্ষ্য করে যাও, অনিচ্ছা প্রকাশ করো না। দুরাসদ, কার্যাকার্য-বিভাগজ্ঞ হয়ে শত্রুদের হন্তা হও। মিত্রদের বর্ধক হয়ে রাজসিংহাসনে আরোহণ কর। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে অধিক বলুক অর্থাৎ 'আমাদের এ জন' এ বলে তোমাকে অনুগ্রহ করুক। ২ ॥ সিংহাসনে আরূঢ় রাজাকে সকল জন অলংকৃত করুক অর্থাৎ চারদিকে বর্তমান থেকে তার সেবা করুক। রাজা রাজলক্ষ্মী লাভ করে স্বীয় দীপ্তিতে রাজ্যপরিপালনে বর্তমান থাকেন। অভিষেক-জনিত রাজতেজে দশ দিকের ব্যাপক, শত্রুদের নিরাসক অভিষিক্ত রাজার অভিষেককালে কৃত নাম শ্রবণ করে শত্রুরা পলায়ন করে। এরূপ নামাঙ্কিত রাজা শত্রু মিত্র কলত্রাদিতে নানাবিধ রূপ হয়ে অমৃতত্ব-প্রাপক দণ্ড, যুদ্ধ ও অধ্যায়নাদির অনুষ্ঠান করুন। ৩ ॥ ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করে ব্যাঘ্রের মত অপ্রধর্ষ হয়ে পূর্বাদি দিক্‌সকল বিক্রমের (শৌর্যের) দ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে রাজা, তুমি তেজস্বী, তোমাকে সকল প্রজারা নিজেদের প্রভুরূপে বাঞ্ছা করুক এবং দিব্য সারবান জলসকল তোমার বাঞ্ছা করুক, তোমার রাজ্যে যেন অনাবৃষ্টি না হয়। ৪ ॥ দ্যুলোকস্থ যে জলগুলি স্বকীয় রসে প্রাণিদের তৃপ্ত করে, আন্তরিক্ষে ও পৃথিবীতে যে জল আছে, তিন লোকে ব্যাপ্ত জলের বলকর সারের দ্বারা হে রাজা, তোমাকে অভিষিক্ত করছি। ৫ ॥ হে রাজা, পূর্বোক্ত দিব্য জলগুলি নিজ তেজে তোমার অভিমুখে উৎপন্ন হোক। যাতে তুমি মিত্রদের বর্ধক হও, সর্বপ্রেরক সবিতা দেব তোমাকে সেরূপ করুক। ৬ ॥ এ দিব্য জলগুলি ব্যাঘ্রের মত পরাক্রমযুক্ত রাজাকে আলিঙ্গন করে তৃপ্ত হচ্ছে, সিংহতুল্য পরাক্রান্ত রাজাকে মহান সৌভাগ্যের জন্য

বীর্যপ্রদানের দ্বারা তুষ্ট করছে। নদীর জল যেমন সমুদ্রকে প্রীত করে, সেরূপ অভিষেকের জলগুলি রাজাকে প্রীত করছে। জলের মধ্যে অবস্থিত ব্যাঘ্রের মত অপ্রধৃষ্য রাজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেবকরা বারবার মার্জন করছে (অথবা পট্টবস্ত্র কটক মুকুট প্রভৃতি রাজাকে অলংকৃত করছে)। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'ভূতো ভূতেষু' এ তৃতীয় সূক্তের দ্বারা রাজার অভিষেক কর্মে শান্ত্যুদক কলশের দ্বারা রাজার অভিষেক করতে হয় এবং পুরোহিত এ মন্ত্রগুলি জপ করবে। সম্পাতিত স্থালীপাক ভক্ষণ ও অভিমন্ত্রিত অশ্বে রাজাকে আরোহণ করিয়ে অপরাজিত দেশে পাঠাতে হয়। সেরূপ রাজসূয় কার্যে রথারোহণে ও অভিষেকে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

এহি জীবং ত্রায়মাণং পর্বতস্যাস্যক্ষ্যম্।
বিশ্বেভির্দেবৈর্দত্তং পরিধির্জীবনায় কম্ ॥ ১ ॥
পরিপাণং পুরুষাণাং পরিপাণং গবামসি।
অশ্বানামর্বতাং পরিপাণায় তস্থিষে ॥ ২ ॥
উতাসি পরিপাণং যাতুজম্ভনমাঞ্জন।
উতামৃতস্য ত্বং বেত্থাথো অসি জীবভোজনমথো হরিতভেষজম্ ॥ ৩ ॥
যস্যাঞ্জন প্রসর্পস্যঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধস উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥ ৪ ॥
নৈনং প্রাপ্নোতি শপথো ন কৃত্যা নাভিশোচনম্।
নৈনং বিষ্কন্ধমশ্নুতে যস্ত্বা বিভর্ত্যাঞ্জন ॥ ৫ ॥
অসন্মন্ত্রাদ্ দুষ্বপ্ন্যাদ্ দুষ্কৃতাচ্ছমলাদুত।
দুর্হার্দশ্চক্ষুষো ঘোরাৎ তস্মান্নঃ পাহ্যাঞ্জন ॥ ৬ ॥
ইদং বিদ্বানাঞ্জন সত্যং বক্ষ্যামি নানৃতম্।
সনেয়মশ্বং গামহমাত্মানং তব পুরুষ ॥ ৭ ॥
ত্রয়ো দাসা আঞ্জনস্য তক্মা বলাস আদহিঃ।
বর্ষিষ্ঠঃ পর্বতানাং ত্রিককুন্নাম তে পিতা ॥ ৮ ॥
যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং জাতং হিমবতস্পরি।
যাতূংশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ৎসর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৯ ॥
যদি বাসি ত্রৈককুদং যদি যামুনমুচ্যসে।
উভে তে ভদ্রে নাম্নী তাভ্যাং নঃ পাহ্যাঞ্জন ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে আঞ্জন, তুমি জীবাত্মার পালনের জন্য এস। তুমি ত্রি-ককুৎ (তিনটি ককুৎ শৃঙ্গ যার) নামক পর্বতের চক্ষুসদৃশ। ইন্দ্রাদি দেবতাদের দ্বারা আমাদের অরোগ চিরজীবন লাভের জন্য প্রদত্ত প্রাকার-সদৃশ তুমি (যাতে মৃত্যু না আসতে পারে এমন প্রাচীর তুমি)। ১ ॥ হে ত্রিককুদাঞ্জন, তুমি মানুষের পরিরক্ষণ-সাধন হও, সেরূপ গাভীদের পরিরক্ষক তুমি। অশ্ব ও বড়বাদের পরিরক্ষণের জন্য তুমি অবস্থিত। ২ ॥ হে আঞ্জন, তুমি রক্ষঃ-পিশাচাদি-জনিত পীড়ার নাশক ও পরিরক্ষক। তুমি দ্যুলোকস্থ অমৃতের সার জান। তুমি জীবদের অনিষ্ট নিবর্তনের দ্বারা পালক (অথবা ভোগ সাধন) এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগজনিত শ্যামলত্বের নিবর্তক। ৩ ॥ হে আঞ্জন, যে পুরুষের প্রতি অঙ্গে, প্রতি শিরায়

তুমি ব্যাপ্ত হও, সে পুরুষের শরীর থেকে যক্ষ্মারোগ চলে যায়। অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী (মধ্যমশীঃ) বায়ু যেমন ক্ষণকালের মধ্যে মেঘজাল অপসারিত করে, সেরূপ অতি বলশালী তুমি পুরুষ শরীরের রোগাদি অপসারণ করে, থাক। ৪ ॥ হে আঞ্জন, যে লোক তোমাকে ধারণ করে, তাকে পরকৃত শাপ অথবা পরের অভিচার-জনিত কৃত্যা স্পর্শ করে না। কৃত্যা-জনিত কোন শোক সে লাভ করে না। ৫ ॥ অশোভন অভিচারাদি অসৎ মন্ত্র থেকে, দুঃস্বপ্ন-জনিত দুঃখ থেকে, জন্মান্তর-কৃত পাপ থেকে, অন্যবিধ পাপ থেকে, দৌর্মনস্য থেকে অথবা পরকীয় ক্রূর দৃষ্টি থেকে, হে আঞ্জন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। ৬ ॥ হে আঞ্জন, তোমার মাহাত্ম্য জেনে এ সত্য আমি বলছি, এ কখন মিথ্যা নয়। তোমার ভৃত্যরূপ আমি অশ্ব, গাভী ও জীবন ভোগ করব। ৭ ॥ আঞ্জন-সাধন দ্রব্যের তিনটি রোগ দাসের মত বশীভূত হয়—তীব্র জ্বর, শরীরের বলক্ষয়কর সন্নিপাতাদি ও সর্পবিষের বিকার। এ তিনটি প্রাণাপহারী রোগ আঞ্জনপ্রভাবে নিবর্তিত হয়। হে আঞ্জন, পর্বতশ্রেষ্ঠ ত্রি-ককুদ্ পর্বত তোমার জনক। ৮ ॥ হিমালয় পর্বতের উপরিভাগে ত্রিককুৎ পর্বতে যে আঞ্জন উৎপন্ন হয়, তা যাতুধান ও যাতুধানীদের (যাতুধানের স্ত্রীদের) নাশ করে, অতএব আমাদের রোগাদি নাশ করুক। ৯ ॥ হে আঞ্জন, যদি তুমি ত্রিককুৎ পর্বতোৎপন্ন অথবা যমুনা থেকে উৎপন্ন বলে কথিত হও, সে নাম দুটি (ত্রৈককুৎ ও যামুন) মঙ্গলকর। সে নামের দ্বারা, হে আঞ্জন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'এহি জীবং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়নের পর আয়ুষ্কাম মাণবকের আঞ্জনমণি অভিমন্ত্রিত করে বেঁধে দিতে হয়। ঐরাবতী নামক মহা-শান্তিকর্মে আঞ্জনমণি-বন্ধনে এ সূক্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

বাতাজ্জাতো অন্তরিক্ষাদ্ বিদ্যুতো জ্যোতিষস্পরি।
স নো হিরণ্যজাঃ শঙ্খঃ কৃশনঃ পাত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
যো অগ্রতো রোচনানাং সমুদ্রাদধি জজ্ঞিষে।
শঙ্খেন হত্বা রক্ষাংস্যত্রিণো বি সহামহে। ॥ ২ ॥
শঙ্খেনামীবামমতিং শঙ্খেনোত সদান্বাঃ।
শঙ্খো নো বিশ্বভেষজঃ কৃশনঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
দিবি জাতঃ সমুদ্রজঃ সিন্ধুতস্পর্যাভৃতঃ।
স নো হিরণ্যজাঃ শঙ্খ আয়ুষ্প্রতরণো মণিঃ ॥ ৪ ॥
সমুদ্রাজ্জাতো মণির্বৃত্রাজ্জাতো দিবাকরঃ।
স অস্মান্ত্সর্বতঃ পাতু হেত্যা দেবাসুরেভ্যঃ ॥ ৫ ॥
হিরণ্যানামেকোঽসি সোমাৎ ত্বমধি জজ্ঞিষে।
রথে ত্বমসি দর্শত ইষুধৌ রোচনস্ত্বং প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৬ ॥
দেবানামস্থি কৃশনং বভূব তদাত্মন্বচ্চরত্যপ্স্বন্তঃ।
তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চসে বলায় দীর্ঘায়ুত্বায়
শতশারদায় কার্শনস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ বায়ু থেকে উৎপন্ন, তথা অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ থেকে অথবা বিদ্যোতমান জ্যোতির্মণ্ডলের উপরিভাগ থেকে জাত হিরণ্যোৎপন্ন শত্রুদের কৃশকারী শঙ্খ পাপ

থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ১ ॥ হে শংখ, যে তুমি ভাস্বর নক্ষত্রাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমুদ্রের উপরে উৎপন্ন হয়েছ, সে জ্যোতির্ময় শংখ তোমার দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করে ভক্ষণশীল পিশাচদের পরাভূত করব। ২ ॥ রোগ ও সকল অনর্থের মূল অজ্ঞান শংখের দ্বারা (মণিরূপে অস্ত্রের দ্বারা) দূর করব এবং এর দ্বারা সব সময় অলক্ষ্মীকে বিতাড়িত করব। সকল উপদ্রবের নিরাকর্তা হিরণ্যজাত এ শংখ আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুক। ৩ ॥ অন্তরিক্ষলোকে প্রথম উৎপন্ন, তারপর সমুদ্রে জাত, সমুদ্র থেকে আহৃত সে হিরণ্যোৎপন্ন শংখ (শংখের বিকারমণি) আমাদের আয়ুর বর্ধক হোক। ৪ ॥ অন্তরিক্ষ থেকে জাত মণি (মণির উপাদানরূপ শংখ) বৃত্র থেকে (বৃত্রাসুরের শরীর থেকে অথবা আবরক-স্বভাব মেঘ থেকে) বিনির্মুক্ত সূর্যের মত অতিশয় প্রভাযুক্ত। সে শংখের বিকার-রূপ মণি হননের জন্য দেবতা অসুর প্রভৃতির ভয় থেকে ও অন্য সকল উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ৫ ॥ হে শংখ, সুবর্ণ রজত প্রভৃতি উজ্জ্বল দ্রব্যের মধ্যে তুমি মুখ্য, যেহেতু তুমি অমৃতময় সোমমণ্ডল থেকে জাত হয়েছ। সংগ্রামে তুমি রথে দর্শনীয় এবং ইষুধিতে (শরাধাররূপ নিবন্ধে) দীপ্যমানরূপে দৃষ্ট হও। এরূপ শংখ (তার বিকার মণি) আমাদের আয়ু বর্ধন করুক। ৬ ॥ ইন্দ্রাদি দেবতাদের যা রক্ষাকর, তা হচ্ছে শংখের কারণভূত সুবর্ণ। সে সুবর্ণ শংখের শরীরযুক্ত হয়ে জলের মধ্যে বিচরণ করে। হে উপনীত বালক, সেরূপ শংখরূপে অবস্থিত সুবর্ণ আয়ু, শরীর-কান্তি, বল, শত বছর দীর্ঘায়ু লাভের জন্য তোমাকে বেঁধে দিচ্ছি। হে মাণবক, সে মণি তোমাকে সব দিয়ে রক্ষা করুক। ৭ ॥

টীকা—১-৭ঃ 'বাতাজ্জাত' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়নের পর আয়ুষ্কাম মাণবকের শংখমণি অভিমন্ত্রিত করে বেঁধে দিতে হয়। নক্ষত্রকল্পে বলা হয়েছে—বারুণাখ্য মহাশান্তিতে শংখমণিবন্ধনে এ সূক্তের প্রয়োগ করতে হয়।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অনড্বান্ দাধার পৃথিবীমুত দ্যামনড্বান্ দাধারোর্বন্তরিক্ষম্।
অনড্বান্ দাধার প্রদিশঃ ষডুর্বীরনড্বান্ বিশ্বং ভুবনমা বিবেশ ॥ ১ ॥
অনড্বানিন্দ্রঃ স পশুভ্যো বি চষ্টে ত্রয়াং ছক্রো বি মিমীতে অধ্বনঃ।
ভূতং ভবিষ্যদ্ ভুবনা দুহানঃ সর্বা দেবানাং চরতি ব্রতানি ॥ ২ ॥
ইন্দ্রো জাতো মনুষ্যেষ্বন্তর্ঘর্মস্তপ্তশ্চরতি শোশুচানঃ।
সুপ্রজাঃ সন্ৎস উদারে ন সর্ষদ্ যো নাশ্নীয়াদনডুহো বিজানন্ ॥ ৩ ॥
অনড্বান্ দুহে সুকৃতস্য লোক ঐনং প্যায়য়তি পবমানঃ পুরস্তাৎ।
পর্জন্যো ধারা মরুত ঊধো অস্য যজ্ঞঃ পয়ো দক্ষিণা দোহো অস্য ॥ ৪ ॥
যস্য নেশে যজ্ঞপতির্ন যজ্ঞো নাস্য দাতেশে ন প্রতিগ্রহীতা।
যো বিশ্বজিদ্ বিশ্বভৃদ্ বিশ্বকর্মা ঘর্মং নো ব্রূত যতমশ্চতুষ্পাৎ ॥ ৫ ॥
যেন দেবাঃ স্বরারুরুহুর্হিত্বা শরীরমমৃতস্য নাভিম্।
তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং ঘর্মস্য ব্রতেন তপসা যশস্যবঃ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রো রূপেণাগ্নির্বহেন প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী বিরাট্।
বিশ্বানরে অক্রমত বৈশ্বানরে অক্রমতানডুহ্যক্রমত।
সোঽদৃংহয়ত সোঽধারয়ত ॥ ৭ ॥

মধ্যমেতদনডুহো যত্রৈষ বহ আহিতঃ।
এতাবদস্য প্রাচীনং যাবান্ প্রত্যঙ্ সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥
যো বেদানডুহো দোহান্ সপ্তানুপদস্বতঃ।
প্রজাং চ লোকং চাপ্নোতি তথা সপ্তঋষয়ো বিদুঃ ॥ ৯ ॥
পদ্ভিঃ সেদিমবক্রামন্নিরাং জঙ্ঘাভিরুৎখিদন্।
শ্রমেণানড্বান্ কীলালং কীনাশশ্চাভি গচ্ছতঃ ॥ ১০ ॥
দ্বাদশ বা এতা রাত্রীর্ব্রত্যা আহুঃ প্রজাপতেঃ।
তত্রোপ ব্রহ্ম যো বেদ তদ্ বা অনডুহো ব্রতম্ ॥ ১১ ॥
দুহে সায়ং দুহে প্রাতর্দুহে মধ্যন্দিনং পরি।
দোহা যে অস্য সংযন্তি তান্ বিদ্মানুপদস্বতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ: শকট-বহনসমর্থ বৃষ কর্ষণ, ভারবহন প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর পোষণ করছে (অথবা ধর্ম বৃষের আকৃতি ধারণ করে পৃথিবী ধারণ করছে)। সে বৃষ কর্ষণাদি নিষ্পন্ন চরু পুরোডাশাদি হবির দ্বারা দ্যুলোকের এবং বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ-লোকের পোষণ করছে। সে বৃষ পূর্বাদি দিক ও ষড়ুর্বী পোষণ করছে। (দ্যৌ, পৃথিবী, দিন, রাত্রি, জল ও ওষধি—এ ছটি উর্বী-শব্দ-বাচ্য)। এরূপে ব্রহ্মার সৃষ্ট বৃষ রক্ষার জন্য সকল বিশ্বে প্রবেশ করে অবস্থান করছে। ১ ॥ সে বৃষ গোমহিষাদি পশুগণের কাছে ইন্দ্রের মত প্রতিভাত হয় অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি-জলসেকের দ্বারা চরাচরাত্মক সকল জগৎ উৎপন্ন করে, সেরূপ এ বৃষও রেতঃ-সেকের দ্বারা পশু উৎপন্ন করে তাদের থেকে দুগ্ধ দধি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সকল জগৎ উৎপন্ন করছে। সে অন্য পশুদের কাছে বীর্যশালীরূপে প্রকাশিত হয়। সে বৃষ সকল কাজে ইন্দ্ররূপ। সে বৃষ পথের মত অবিচ্ছিন্ন পশু-সংস্থান নির্মাণ করে। এরূপ ইন্দ্রাত্মক এ বৃষ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের সকল বস্তু উৎপন্ন করে দেবগণের কর্ম অনুষ্ঠান করছে। ২ ॥ মনুর সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে সে অনড্বান ইন্দ্ররূপে জাত। যেরূপ দীপ্ত সূর্য সকল জগৎ তাপযুক্ত করে অত্যন্ত দীপ্যমান হয়ে আকাশে সঞ্চরণ করে, সেরূপ এ বৃষ কর্ষণাদি-জনিত পরিশ্রমে তপ্ত ও শোকযুক্ত হয়ে বিচরণ করছে। (তপ্তত্বাদি ধর্মসামান্যে বৃষ ও সূর্যের একাত্মতা)। আমাদের দীয়মান বৃষের মাহাত্ম্য জেনে যে গ্রহণ করে, সে শোভন পুত্রাদিযুক্ত হয়ে দেহাবসানকালে এ শরীর থেকে উৎক্রান্ত হয়ে আর সংসারে ফেরে না, কিন্তু সূর্যলোকে গমন করে। ৩ ॥ যাগাদি-জনিত পুণ্যের ফলরূপ সুকৃত লোকে ইন্দ্রাদি দেবতাত্মক এ অনড্বান (বৃষ) অক্ষয় ফল দোহন করে। পূর্বে পবিত্রের দ্বারা শোধ্যমান অমৃতময় সোম একে রসযুক্ত করে। তারপর বৃষ্টির প্রেরক পর্জন্যদেব ধারারূপ হয় এবং মরুদ্গণ এ বৃষের উধরূপ হয়। এ সবযজ্ঞ দুগ্ধরূপ হয়। সে যজ্ঞে যে দক্ষিণা দেয়া হয়, তা এ বৃষের দোহক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরূপে ইন্দ্রাদি দেবতাত্মক এ বৃষের দোহনও দেবতাত্মক, এজন্য এর অক্ষয় ফলত্ব। ৪ ॥ এ দেবতাত্মক বলীবর্দের কোন যজমান নিয়ামক নেই, কোন যজ্ঞ, কোন দাতা বা প্রতিগ্রহীতা একে শাসন করতে পারে না। ইন্দ্রাদি-দেবতারূপ এ বৃষ সকলের জেতা, বায়ুরূপে (অথবা অন্নপ্রদানের দ্বারা) সকলের পোষক এবং বিশ্বকর্মারূপ (সকল জগৎ যার কর্ম)। চতুষ্পাদ-যুক্ত হয়ে আমাদের দীপ্যমান আদিত্যের স্বরূপ উপদেশ করে। ৫ ॥ যে দেবতাত্মক বৃষের দ্বারা দেবগণ এ পার্থিব শরীর ত্যাগ করে অমৃতের নাভিরূপ (মোক্ষের দ্বারভূত) স্বর্গলোকে আরোহণ করেছে, তার দ্বারা দীপ্যমান সূর্যের ব্রত ও তপস্যার দ্বারা মোক্ষসুখ ইচ্ছা করে আমরা

পুণ্যের ফলরূপ সুকৃত লোক জয় করব। ৬॥ ইন্দ্রদেব স্বকীয় রূপে বিশ্বানর-দেবে প্রবেশ করেছে, অগ্নি তার বহনসামর্থে বৈশ্বানরে প্রবেশ করেছে এবং সত্য-লোকে স্থিত প্রজাপতি অন্নের সাথে এ বলীবর্দে প্রবেশ করেছে। (অতএব প্রজাপতিরূপ এ বলীবর্দ)। প্রজাপতি এর শরীরে প্রবেশ করে এ বৃষের সে মধ্যভাগ দৃঢ় করেছে এবং ভারবহন-সমর্থ করেছে, যে পৃষ্ঠভাগে ভার স্থাপিত হয়। এর মধ্যদেহের পূর্বভাগ যতটা পরিমাণ, পেছনের ভাগও ততটা পরিমাণ (এজন্য তার মধ্যদেশ ভার বহন করে)। ৭-৮॥ যে পুরুষ এ বলীবর্দের ক্ষয়রহিত (ব্রীহি প্রভৃতি গ্রাম্য ওষধিরূপ) সপ্ত দোহ জানে (অর্থবা বলীবর্দকে প্রজাপতিরূপ বলার জন্য, প্রজাপতির সৃষ্টিতে লোক, সমুদ্র প্রভৃতি যে সপ্তসংখ্যক আছে, সপ্ত প্রকারে বিভক্ত সে সকল এ বৃষের দোহরূপ যে জানে), সে বিদ্বান পুত্র-পৌত্রাদি ও যাগাদির দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক লাভ করে। এ প্রকার উক্ত বলীবর্দের মাহাত্ম্য সপ্ত ঋষিগণ জানেন। (বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ —এ সাত জন সপ্তর্ষি বলে প্রসিদ্ধ)। ৯॥ এ প্রজাপতিরূপ বলীবর্দ চার পায়ে অবসাদকর অলক্ষ্মীকে নিম্নমুখী করে জঙ্ঘার দ্বারা ভূমি কর্ষণ করে স্বাভিমুখে আগত পরিশ্রান্ত কৃষকের অন্ন দান করছে। ১০॥ বলীবর্দ-সংক্রান্ত যজ্ঞাত্মক প্রজাপতির ব্রতযোগ্য দ্বাদশসংখ্যক রাত্রি উক্ত হয়েছে। সে সময়ে বলীবর্দ-রূপ প্রাপ্ত প্রজাপতিরূপ ব্রহ্মকে যে জানে, সে এ বলীবর্দ-যজ্ঞের অধিকারী। এ জ্ঞান হচ্ছে প্রজাপতিরূপ বলীবর্দের ব্রত (অনুষ্ঠেয় কর্ম)। ১১॥ সন্ধ্যাকালে উক্তরূপ বলীবর্দের দোহন করব অর্থাৎ দেবতারূপে উপাসনা করে তার ফল লাভ করব। এরূপ প্রাত ও মধ্যাহ্নকালে দোহন করব। এ বলীবর্দের দোহন যে ফলের সাথে লাভ করে, সে দোহনগুলি অক্ষয় বলে জানি। ১২॥

টীকা ঃ ১-১২। 'অনড্বান্ দাধার' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অনডুৎসবে (বলীবর্দ-যজ্ঞে) নিরূপ্ত হবির দ্বারা অভিমর্শন, সম্পাত ও দাতৃ-বাচন করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

রোহণ্যসি রোহণ্যস্থ্নশ্ছিন্নস্য রোহণী। রোহয়েদমরুন্ধতি ॥ ১ ॥
যৎ তে রিষ্টং যৎ তে দ্যুত্তমস্তি প্রেষ্ঠং ত আত্মনি।
ধাতা তৎ ভদ্রয়া পুনঃ সং দধৎ পরুষা পরুঃ ॥ ২ ॥
সং তে মজ্জা মজ্জ্ঞা ভবতু সমু তে পরুষা পরুঃ।
সং তে মাংসস্য বিস্রস্তং সমস্থ্যপি রোহতু ॥ ৩ ॥
মজ্জা মজ্জ্ঞা সং ধীয়তাং চর্মণা চর্ম রোহতু।
অসৃক্ তে অস্থি রোহতু মাংসং মাংসেন রোহতু ॥ ৪ ॥
লোম লোম্না সং কল্পয়া ত্বচা সং কল্পয়া ত্বচম্।
অসৃক্ তে অস্থি রোহতু ছিন্নং সং ধেহ্যোষধে ॥ ৫ ॥
স উৎ তিষ্ঠ প্রেহি প্র দ্রব রথঃ সুচক্রঃ সুপবিঃ সুনাভিঃ।
প্রতি তিষ্ঠোর্ধ্বঃ ॥ ৬ ॥
যদি কর্তং পতিত্বা সংশশ্রে যদি বাশ্মা প্রহৃতো জঘান।
ঋভু রথস্যেবাঙ্গানি সং দধৎ পরুষা পরুঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে লোহিতবর্ণ লাক্ষা, তুমি উদ্ভবকারিণী (রোহিণী)। অতএব খড়্গাদি দ্বারা ছিন্ন অঙ্গ থেকে বহির্গত রক্ত স্বস্থানে স্থাপন কর। হে অরুন্ধতি দেবি,

এ ক্ষারিতরক্ত যুক্ত অঙ্গকে সম্পূর্ণরক্তযুক্ত ও ব্রণরহিত কর। ১ ॥ হে শস্ত্রাদির দ্বারা আহত পুরুষ, তোমার যে অঙ্গ হিংসিত হয়েছে, যে অঙ্গ শস্ত্রপ্রহারাদি জনিত বেদনায় জ্বালা করছে, যে প্রিয়তম অঙ্গ মুদ্গর প্রহারাদির দ্বারা ভগ্ন হয়েছে, সকল জগতের বিধাতা দেব, এ কল্যাণকর লাক্ষারূপ ওষধির দ্বারা পর্বের (হস্তপদাদির সংযুক্ত স্থলের) সাথে অন্য ভগ্ন অঙ্গগুলি যুক্ত করুক। ২ ॥ হে প্রহৃত পুরুষ, তোমার মজ্জা, যা প্রহারের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে, তা সুখে মজ্জার সাথে যুক্ত হোক। তোমার শরীরের যে পর্ব ভগ্ন হয়েছে, তা অনায়াসে পর্বের সাথে সংযুক্ত হোক। তোমার শরীরের যে মাংস প্রহারের আঘাতে বিস্রস্ত হয়েছে, তা আবার অনায়াসে উৎপন্ন হোক। তোমার শরীরের যে অস্থি ভগ্ন হয়েছে, তা অনায়াসে যুক্ত হোক। ৩ ॥ মজ্জা নামক ধাতু মজ্জধাতুর সাথে সংযুক্ত হোক। শস্ত্রাদি প্রহারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন চর্মের সাথে চর্ম যুক্ত হোক। তোমার শরীরের যে রক্ত পড়ে গেছে, তা উৎপন্ন হোক, যে অস্থি ভগ্ন হয়েছে, তা যুক্ত হোক, মাংস মাংসের সাথে যুক্ত হোক। ৪ ॥ হে লাক্ষারূপ ওষধি, প্রহারের দ্বারা বিশ্লিষ্ট লোম আবার উৎপন্ন কর, বিশ্লিষ্ট ত্বক্ সংযুক্ত কর। রক্ত ও অস্থি যুক্ত হোক এবং অন্য যে যে অঙ্গ ছিন্ন হয়েছে, তা সংযুক্ত কর। ৫ ॥ হে শস্ত্রাদির আঘাতে ছিন্নগাত্র পুরুষ, মন্ত্রৌষধির সামর্থ্যে পূর্ণগাত্র লাভ করে শয়ন থেকে উঠে, সে স্থান থেকে যাও ও বেগে ধাবিত হও। সুদৃঢ় চক্রের যুক্ত, সুদৃঢ় নেমি (চক্রধারা) এবং নাভির (অক্ষছিদ্রের) দ্বারা যুক্ত রথ যেমন গমন করে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেরূপ তুমি সুদৃঢ়াঙ্গ লাভ করে উঠে প্রতিষ্ঠিত হও। ৭ ॥ যদি কোন ছেদক অস্ত্রাদি পুরুষের শরীরে পতিত হয়ে হিংসা করে, অথবা যদি অপরের দ্বারা প্রহৃত কোন প্রস্তর পুরুষের শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে পুরুষকে আঘাত করে, সে অস্ত্র বা প্রস্তরের দ্বারা আহত পর্ব মন্ত্রৌষধির প্রভাবে অপর পর্বের সাথে যুক্ত হোক। অঙ্গিরার পুত্র ঋভু যেমন রথের অঙ্গগুলি নির্মাণ করে যুক্ত করত, সেরূপ আথর্বণ মন্ত্র বিশ্লিষ্ট অঙ্গকে যুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'রোহণ্যসি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অস্ত্রাদির আঘাত জনিত রক্তপ্রবাহের এবং অস্থি প্রভৃতি ভঙ্গের নিবৃত্তির জন্য লাক্ষার জলের কাথ তৈরী করে অভিমন্ত্রিত করে উষাকালে ক্ষতস্থানে সিঞ্চন করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা ঘৃত ও দুগ্ধ অভিমন্ত্রিত করে তা আহত পুরুষকে খাওয়াতে হবে এবং তা দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১ ॥
দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আবাতু ব্যন্যো বাতু যদ্ রপঃ ॥ ২ ॥
আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্ রপঃ।
ত্বং হি বিশ্বভেষজ দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩ ॥
ত্রায়ন্তামিমং দেবাস্ত্রায়ন্তাং মরুতাং গণাঃ।
ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৪ ॥
আ ত্বাগমং শন্তাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ।
দক্ষং ত উগ্রমাভারিষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৫ ॥

অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ।
অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ ৬ ॥
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং হস্তাভ্যাং তাভ্যাং ত্বাভি মৃশামসি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবগণ, এ উপনীত বালককে ধর্মবিষয়ে অবহিত কর এবং অনবধান থেকে একে আবার উত্থিত কর (অথবা অধ্যয়ন ও তার অর্থজ্ঞানাদি রূপ উৎকৃষ্ট ফল এ উপনীত বালককে দাও)। হে দেবগণ, বিহিত অননুষ্ঠান জনিত অজ্ঞানতা-বশত কোন পাপ করলে, তা থেকে এ বালককে রক্ষা কর। এরূপ মৃত্যু-প্রাপক অপরাধ করে থাকলে হে দেবগণ, তোমরা এ বালককে শত বছর জীবনযুক্ত কর। ১ ॥ এ দৃশ্যমান বায়ুদ্বয় সমুদ্র পর্যন্ত, আর যা সমুদ্র থেকেও দূরদেশ, সে পর্যন্ত গমন করুক। অথবা প্রাণ ও অপান এ দুটি বায়ু শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে স্যন্দনশীল স্বেদ-স্থান পর্যন্ত ও শরীরের বাইরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্যন্ত সঞ্চারিত হোক)। তাদের অপর পুরবায়ু (অথবা প্রাণ) হে উপনীত বালক, তোমার বল আনয়ন করুক এবং অন্য পশ্চাদ্বায়ু (অথবা অপান বায়ু) তোমার যে পাপ আছে, তাকে তোমার কাছ থেকে বিযুক্ত করুক। ২ ॥ হে বায়ু, সকল ব্যাধিনিবর্তক ঔষধ নিয়ে এস, আর ব্যাধির কারণ যে পাপ আছে, তা আমাদের কাছ থেকে বিনাশ কর। হে সর্বব্যাধিনিবারক বায়ু, তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের দূত হয়ে সকল জগৎ রক্ষার জন্য বিচরণ করছ। (অথবা ইন্দ্রিয়-সকলের দূত হয়ে তাদের পোষণের জন্য সকল শরীর ব্যেপে আছ)। ৩ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ এ মাণবককে রক্ষা করুক, মরুদ্গণ, একে রক্ষা করুক। সেরূপ অপর সকল প্রাণিগণ, এ বালক যাতে নিষ্পাপ হয়, সেভাবে একে পালন করুক। ৪ ॥ হে উপনীত বালক, সুখকর মন্ত্রের দ্বারা ও অহিংসক শ্রেয়স্কর, কর্মের দ্বারা তোমার কাছে এসেছি। বায়ুর কাছ থেকে তোমার জন্য উগ্র ও সমৃদ্ধিকর বল এনে দিচ্ছি, আর যক্ষ্মারোগ তোমার কাছ থেকে পরাঙ্মুখ করছি। ৫ ॥ আমার এ অভিমর্শন-সাধন হস্ত ভাগ্যবান। আমার এ ঋষিহস্ত অতিশয় ভাগ্যযুক্ত। আমার এ হস্ত সকল ব্যাধি-নিবর্তক ঔষধযুক্ত। অতএব আমার এ হস্ত সুখকর স্পর্শনযুক্ত হোক। ৬ ॥ শাখারূপ দশ অঙ্গুলিযুক্ত (প্রজাপতির) হস্তদ্বয় দ্বারা স্পৃষ্ট জিহ্বা বাক্যের পুরোগামী হয় অর্থাৎ যেখানে যেখানে শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেখানে সর্বত্র বাক্য উচ্চারণের পূর্বে জিহ্বা যুক্ত হয়। আরোগ্যহেতু প্রজাপতির এ দুটি হাত দিয়ে হে উপনীত বালক, তোমাকে আমরা স্পর্শ করছি। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'উত দেবাঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়ন, এর পর আয়ুষ্কাম বালককে স্পর্শ করে অভিমন্ত্রণ করতে হবে। সেরূপ অন্যান্য ভেষজ্য কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ক্রতুমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত যজমানের চিকিৎসাকর্মেও এ সূক্তের বিনিয়োগ দেখা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

অজো হ্যগ্নেরজনিষ্ট শোকাৎ সো অপশ্যজ্জনিতারমগ্রে।
তেন দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তেন রোহান্ রুরুহুর্মেধ্যাসঃ ॥ ১ ॥
ক্রমধ্বমগ্নিনা নাকমুখ্যান্ হস্তেষু বিভ্রতঃ।
দিবস্পৃষ্ঠং স্বর্গত্বা মিশ্রা দেবেভিরাধ্বম্ ॥ ২ ॥

পৃষ্ঠাৎ পৃথিব্যা অহমন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্ দিবমারুহম্ ।
দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্ ॥ ৩ ॥
স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্ত আ দ্যাং রোহন্তি রোদসী ।
যজ্ঞং যে বিশ্বতোধারং সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে ॥ ৪ ॥
অগ্নে প্রেহি প্রথমো দেবতানাং চক্ষুর্দেবানামুত মানুষাণাম্ ।
ইয়ক্ষমাণা ভৃগুভিঃ সজোষাঃ স্বর্যন্তু যজমানাঃ স্বস্তি ॥ ৫ ॥
অজমনজ্মি পয়সা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তম্ ।
তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং স্বরারোহন্তো অভি নাকমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
পঞ্চৌদনং পঞ্চভিরঙ্গুলিভির্দর্ব্যোদ্ধর পঞ্চধৈতমোদনম্ ।
প্রাচ্যাং দিশি শিরো অজস্য ধেহি দক্ষিণায়াং দিশি দক্ষিণং ধেহি পার্শ্বম্ ॥ ৭ ॥
প্রতীচ্যাং দিশি ভসদমস্য ধেহ্যুত্তরস্যাং দিশ্যুত্তরং ধেহি পার্শ্বম্ ।
ঊর্ধ্বায়াং দিশ্যজস্যানূকং ধেহি দিশি ধ্রুবায়াং ধেহি
পাজস্যমন্তরিক্ষে মধ্যতো মধ্যমস্য ॥ ৮ ॥
শৃতমজং শৃতয়া প্রোর্ণুহি ত্বচা সর্বৈরঙ্গৈঃ সম্ভৃতং বিশ্বরূপম্ ।
স উৎ তিষ্ঠেতো অভি নাকমুত্তমং পদ্ভিশ্চতুর্ভিঃ প্রতি তিষ্ঠ দিক্ষু ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নির তাপ থেকে ছাগ উৎপন্ন হয়েছে। সে জাত ছাগ সৃষ্টির পূর্বে উৎপাদক প্রজাপতিকে (অথবা অগ্নিকে) দেখেছিল অর্থাৎ জনকের গৌরবে নিজের গৌরব বোধ করেছিল। সে প্রথম-সৃষ্ট ছাগের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ সৃষ্টির আদিতে দেবত্ব লাভ করেছিল। অন্য ঋষিগণ সে ছাগের দ্বারা যাগ করে স্বর্গলোকে আরোহণ করেছিল। ১ ॥ হে জনগণ, অগ্নির দ্বারা উৎপাদিত এ ছাগের দ্বারা সবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার ফলস্বরূপ দুঃখরহিত উত্তম লোকে আরোহণ কর। অক্ষের মত অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হস্তে ধারণ করে অর্থাৎ যাগাদি-জনিত সুকৃত বিশেষ অবলম্বন করে তার ফলস্বরূপ লোক লাভ কর। তারপর অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠের মত উন্নত প্রদেশ স্বর্গলোকে গিয়ে দেবতাদের সাথে সমান ঐশ্বর্যে এক হয়ে উপবেশন কর। ২ ॥ আমি ভূলোকের পৃষ্ঠ থেকে অন্তরিক্ষলোকে আরোহণ করছি, সে অন্তরিক্ষলোক থেকে দ্যুলোকে আরোহণ করব, তারপর দুঃখরহিত দ্যুলোকের পৃষ্ঠ থেকে আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষের জ্যোতি লাভ করব। ৩ ॥ যজ্ঞের ফলরূপ স্বর্গে গমনকারীরা পুত্র পশু প্রভৃতির ঐহিক সুখের অপেক্ষা করে না, কিন্তু অন্তরিক্ষ, দ্যাবাপৃথিবী—এ লোকত্রয়ে আরোহণ করে। যে যজমানরা অবিচ্ছিন্ন ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যজ্ঞ জেনে তার বিস্তার করে, তারা স্বর্গে গমনকারী। ৪ ॥ হে প্রণীয়মান অগ্নি, তুমি (আহবনীয় দেশে) এস। তুমি যষ্টব্য দেবতাদের প্রথম, হবি-বহনের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের চক্ষুর মত প্রিয় এবং মানুষের (আহবনীয়াদিরূপে) পুণ্যলোকের প্রদর্শক। যেহেতু অগ্নি দেবতা ও মানুষের চক্ষু-সদৃশ, অতএব তার প্রকাশে প্রথম যাগ করতে ইচ্ছা করে এবং পরে যাগ করে লোকেরা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিদের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে কর্মফলভূত স্বর্গলোক সুখে লাভ করুক। ৫ ॥ হবিরূপ ছাগকে জলের মত রসযুক্ত ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করছি। এ ছাগ দিব্য, শোভন পক্ষযুক্ত পক্ষিরূপ মহান যজমানকে স্বর্গে পাঠাতে সমর্থ। এরূপ প্রভাব-বিশিষ্ট ছাগের দ্বারা আমরা সুকৃত লোকে যাব, তারপর উৎকৃষ্ট দুঃখলেশশূন্য সূর্যাত্মক পরম জ্যোতির্লোকে গমনকারী হবো। ৬ ॥ হে পাবক, পাঁচ প্রকারে বিভক্ত ওদন পাঁচটি অঙ্গুলিরূপ দর্বীর (হাতার মত) দ্বারা স্থালী থেকে তুলে কুশে স্থাপন কর। এ ওদন পাঁচভাগে ভাগ

করে তার এক ভাগ ও পক্ক অজের মস্তকস্থ মাংস পূর্ব দিকে স্থাপন কর। আর এক ভাগ ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মাংস দক্ষিণ দিকে স্থাপন কর। ৭ ॥ পশ্চিম দিকে এর কটিপ্রদেশের মাংস ওদনের ভাগের সাথে স্থাপন কর, উত্তর দিকে ওদনভাগের সাথে উত্তর পার্শ্বের মাংস স্থাপন কর। সেরূপ উর্ধ্ব দিকে এ ছাগের পিঠের মাংস ওদনভাগের সাথে স্থাপন কর, ভূমির নীচে এর উদরের মাংস স্থাপন কর। মধ্য-ভাগে অন্তরিক্ষে এ ছাগের শরীরের আকাশ যুক্ত কর। ৮ ॥ হে ছেদক, পক্ক অজ অস্ত্রের দ্বারা বিভক্ত তার চর্মের দ্বারা আচ্ছাদন কর, যে অজ সকল হস্তপদাদি অঙ্গের সাথে সংযুক্ত ও সকলের কারণরূপ। হে অজ, সর্বাঙ্গের সাথে তুমি এ ভূলোক থেকে স্বর্গলোকের উদ্দেশে ওঠ, তারপর চার পায়ে চার দিকে প্রতিষ্ঠিত হও। ৯ ॥

টীকা : ১-৯। 'অজো হ্যগ্নে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অজৌদন যজ্ঞে হবির স্পর্শাদি করতে হয়। যজ্ঞের মন্ত্রাদির প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ১ ॥
সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবোঽপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ॥ ২ ॥
সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং বেগাসঃ পৃথগুদ্ বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ ॥ ৩ ॥
গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৪ ॥
উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎ পাতয়াথ।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ৫ ॥
অভি ক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষমাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্ ॥ ৬ ॥
সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৭ ॥
আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৮ ॥
আপো বিদ্যুদভ্রং বর্ষং সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ প্রাবন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৯ ॥
অপামগ্নিস্তনূভিঃ সংবিদানো য ওষধীনামধিপা বভূব।
স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ প্রাণং
প্রজাভ্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥ ১০ ॥
প্রজাপতিঃ সলিলাদা সমাদ্রাদাপ ঈরয়ন্নুদধিমর্দয়াতি।
প্র প্যায়তাং বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতোঽর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহি ॥ ১১ ॥
অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ শ্বসন্তু গর্গরা অপাং বরুণাব নীচীরপঃ সৃজ।
বদন্তু পৃশ্নিবাহবো মণ্ডূকা হরিণানু ॥ ১২ ॥
সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১৩ ॥

উপপ্রবদ মন্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥ ১৪ ॥
খণ্বখা ই খৈমখা ই মধ্যে তদুরি।
বর্ষং বনুধ্বং পিতরো মরুতাং মন ইচ্ছত ॥ ১৫ ॥
মহান্তং কোশমুদচাভি ষিঞ্চ সবিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ।
তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দিনীরোষধয়ো ভবন্তু ॥ ১৬ ॥

অনুবাদঃ পূর্বাদি দিক, বায়ুর সাথে যুক্ত হয়ে মেঘের সাথে মিলিত হোক। জলপূর্ণ মেঘগুলি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে একত্র হোক। মহান সেচনসমর্থ বলীবর্দ দৃপ্ত হয়ে যেমন গর্জন করে, সেরূপ আকৃতিবিশিষ্ট গর্জনকারী বায়ুপ্রেরিত মেঘের জলগুলি শব্দ করতে করতে পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক অর্থাৎ ওষধি উৎপন্নে যোগ্য করুক। ১ ॥ শোভন দানযুক্ত মরুদ্গণ বৃষ্টিদানে আমাদের অনুগ্রহ করুক। বৃষ্টিজলের রসগুলি ব্রীহিযবাদি ওষধির সাথে পৃথিবীতে বপন করা বীজের সাথে যুক্ত হোক। বৃষ্টিজলের ধারা পৃথিবীকে পূজা করুক। বর্ষাধারার দ্বারা অলঙ্কৃত ভূপ্রদেশ থেকে নানাবিধ ওষধি তার অবান্তর জাতিভেদের সাথে উৎপন্ন হোক। ২ ॥ হে মরুদ্গণ, তোমার স্তবকারী আমাদের মেঘ দেখাও, জলের বেগযুক্ত প্রবাহগুলি পৃথকভাবে উৎক্ষিপ্ত হোক। বৃষ্টির জলধারা পৃথিবীর পূজা করুক, আরণ্য ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি বিরুধগণ উৎপন্ন হোক। ৩ ॥ হে বৃষ্টির অভিমানী দেব পর্জন্য, গর্জন শব্দযুক্ত মরুদ্গণ তোমার গান করুক। বৃষ্টির বর্ষণকারী বিন্দুগুলি পৃথিবীকে সিক্ত করুক। ৪ ॥ হে মরুদ্গণ, সমুদ্রমধ্য থেকে বৃষ্টিজল প্রেরণ কর, দীপ্ত অর্চনসাধন জলযুক্ত মেঘের উদ্গম করাও। ('মহর্ষভস্য' ইত্যাদির ব্যাখ্যা ১ম মন্ত্রে দেখুন)। ৫ ॥ হে পর্জন্য, তুমি শব্দ কর, মেঘের ভেতর প্রবেশ করে শব্দ কর, জল গ্রহণ করে জলধির পীড়ন কর, বৃষ্টির জলে ভূমি সিক্ত কর। তোমার প্রেরিত বর্ষণসমর্থ মেঘ আসুক, ধারাসম্পাতের ইচ্ছাকারী সূর্য ক্ষীণরশ্মি হয়ে অদর্শন প্রাপ্ত হোক। ৬ ॥ হে জনগণ, শোভন দানযুক্ত মরুতেরা তোমাদের তৃপ্ত করুক। অজগররূপ স্থূল বারিপ্রবাহ উৎপন্ন হোক। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীতে বর্ষণ করুক। ৭ ॥ দিকে দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হোক, প্রতিদিকে মেঘের উদ্গমকারী বায়ুগুলি সঞ্চরণ করুক। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীতে বর্ষণ করুক। হে শোভন দানযুক্ত মরুদ্গণ, মেঘস্থিত জল, বিদ্যুৎ, জলপূর্ণ মেঘ, বৃষ্টি, জল ও অজগরের মত বারিপ্রবাহ তোমাদের তৃপ্ত করুক। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীকে প্লাবিত করুক। ৯ ॥ মেঘস্থিত জলের শরীরের সাথে একমত হয়ে যে বৈদ্যুতাগ্নি উৎপৎস্যমান (যা উৎপন্ন হবে) ওষধিদের অধিপতিরূপ, সে জাতবেদা অগ্নি জীবের জীবনপ্রদ, দিব্য অমৃতপ্রাপক বর্ষণ আমাদের প্রদান করুক। ১০ ॥ প্রজাপালক বৃষ্টিপ্রদ সংবৎসরাত্মক সূর্য ব্যাপনশীল সমুদ্র থেকে বৃষ্টির জন্য জল প্রেরণ করে সমুদ্রকে পীড়িত করুক। ব্যাপনশীল বেগবান অশ্বের মত বৃষ্টির উপাদানরূপ মেঘের বীর্য বর্ধিত হোক। এ প্রবৃদ্ধ-বীর্য মেঘের সাথে হে পর্জন্য, তুমি আমাদের কাছে এস। ১১ ॥ বৃষ্টিজলের দ্বারা প্রাণপ্রদ আমাদের পিতা সূর্য বৃষ্টির জল তির্যক্‌ভাবে সিঞ্চন করে অবস্থান করুক। তারপর জলের 'গর্গর' ধ্বনিযুক্ত প্রবাহগুলি উচ্ছ্বসিত হোক। হে বরুণ, ভূমিতে গমনকারী জল মেঘ থেকে পাঠিয়ে দাও। শ্বেতবাহু মণ্ডূকগণ

তৃণহীন ভূমি লাভ করে বৃষ্টির জলে প্রাণ পেয়ে শব্দ করুক। ১২ ॥ ব্রত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের মত বৎসরকাল বাতাতপে শুষ্ক হয়ে শয়ন করে বৎসরান্তে চেতনা লাভ করে মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য বলেছিল। ১৩ ॥ হে মণ্ডূকি, আনন্দে প্রকৃষ্ট শব্দ কর। হে মণ্ডূক-কন্যা, যেরূপ শব্দে বৃষ্টি হয়, সেরূপ শব্দ কর। বৃষ্টিজলে হ্রদ পূর্ণ হলে তার মধ্যে চার পা ছড়িয়ে যথেচ্ছ বিহার কর। ১৪ ॥ হে খণ্বখা, খৈমখা ও তদুরী নামক মণ্ডূকীগণ, হ্রদের মধ্যে থেকে তোমাদের শব্দে বৃষ্টি দাও। হে পালক মণ্ডূকগণ, বায়ুকে বৃষ্টির অভিমুখী করাও অর্থাৎ শব্দের দ্বারা তাকে বশীভূত করাও। ১৫ ॥ হে পর্জন্য, সমুদ্র থেকে জলপূর্ণ মেঘ উদ্ধার কর, সে মেঘে সকল ভূমি সিক্ত কর, তার জন্য মেঘকে বিদ্যুৎ-যুক্ত কর ও তাতে বৃষ্টি হোক, অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হোক। বহুপ্রকারে বৃষ্টির দ্বারা প্রেরিত জলগুলি যজ্ঞ বিস্তার করুক অর্থাৎ যাগাদিক্রিয়ার হেতু হোক। ব্রীহিযবাদি গ্রাম্য ও তরুগুল্মাদি আরণ্য ওষধিগুলি বৃষ্টিজলে হর্ষযুক্ত হোক। ১৬ ॥

টীকা ঃ ১-১৬। 'সমুৎপতন্তু' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বৃষ্টিকামনা করে মরুদ্-দেবগণের উদ্দেশে আজ্য হোম করতে হবে। হোম-প্রক্রিয়া মন্ত্রের সাথে ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতা অন্তিকাদিব পশ্যতি।
যস্তায়ন্মন্যতে চরন্ত্সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥ ১ ॥
যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্ বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥ ২ ॥
উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥
উত যো দ্যামতিসর্পাৎ পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
দিব স্পশঃ প্র চরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥
সর্বং তদ্ রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি ॥ ৫ ॥
যে তে পাশা বরুণ সপ্তসপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ।
ছিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু ॥ ৬ ॥
শতেন পাশৈরভি ধেহি বরুণৈনং মা তে মোচ্যনৃতবাঙ্ নৃচক্ষঃ।
আস্তাং জাল্ম উদরং শ্রংসয়িত্বা কোশ ইবাবন্ধঃ পরিকৃত্যমানঃ ॥ ৭ ॥
যঃ সমাম্যো বরুণো যো ব্যাম্যো যঃ সংদেশ্যো বরুণো যো বিদেশ্যঃ।
যো দৈবো বরুণো যশ্চ মানুষঃ ॥ ৮ ॥
তৈস্ত্বা সর্বৈরভি ষ্যামি পাশৈরসাবামুষ্যায়ণামুষ্যাঃ পুত্র।
তানু তে সর্বাননুসন্দিশামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ মহান বরুণ এ দুরাত্মা শত্রুদের নিয়ামক বলে তাদের কৃত সকল অন্যায়

নিকট থেকেই জানতে পারে। সে বরুণ স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তু জানে। দূরে নিকট স্থির নশ্বর স্থূল সূক্ষ্ম—এসকলই দেবতারা জানে। ১ ॥ যে শত্রু সম্মুখে থাকে, যে যায়, যে প্রতারণা করে, যে শত্রু গা ঢাকা দিয়ে চুপিসারে চলে, যে কৃচ্ছ্র-জীবন লাভ করে (অর্থাৎ জীবন বিপন্ন করে) চলে, বরুণ তাদের সবই জানে। যে দুজন গোপনে বসে যা মন্ত্রণা করে, তাদের মধ্যে তৃতীয় হয়ে রাজা বরুণ সে সকল জানে। (অতএব অকার্য চিন্তার সময়েই বরুণ তাদের নিগ্রহ করতে পারে)। ২ ॥ সব কিছুর অধিষ্ঠান এ ভূমি দুষ্টনিগ্রহে অধিকৃত রাজা বরুণের বশীভূত। ঐ দূর ও নিকট দেশ-ব্যাপী দ্যুলোকও রাজা বরুণের বশে বর্তমান। পূর্ব পশ্চিম সমুদ্রদ্বয়, দক্ষিণ উত্তর ও পার্শ্বভেদে অবস্থিত রাজা বরুণের দুটি উদর। এরূপ সকল জগৎ ব্যেপে থাকলেও রাজা বরুণ হ্রদাদি অল্প জলাশয়ে অন্তর্হিত থাকে। ৩ ॥ যে অনর্থকরী শত্রু আমাদের সামনে অন্তরিক্ষপ্রদেশ অতিক্রম করে যায় (অথবা সুকৃতলভ্য স্বর্গলোক অতিক্রম করে কুপথে প্রবর্তিত হয়), সে শত্রু রাজা বরুণের পাশ থেকে মুক্ত হয় না। দ্যুলোক থেকে নির্গত হয়ে বরুণের চরেরা এ পার্থিব স্থানে বিচরণ করে। তারা সহস্রাক্ষ অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক দর্শনোপায়ের সাথে যুক্ত হয়ে ভূলোক-বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ করে। ৪ ॥ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যে সকল প্রাণী আছে, পুরোভাগে যে সকল প্রাণী আছে, তাদের সকলকে রাজা বরুণ বিশেষরূপে দেখে থাকে। সেজন্য সে প্রাণিগণের নিমেষ-ব্যাপারের (অর্থাৎ অক্ষিপরিস্পন্দন-রূপ সাধু অসাধু কর্মেরও) পরিমাণকর্তা বরুণ সে সকল পাপীদের পাপ অনুসারে শিক্ষাকর্মে নিক্ষেপ করে, যেমন কিতব নিজের জয়ের জন্য পাশা নিক্ষেপ করে। ৫ ॥ হে বরুণ, তোমার যে সাত সাতটি (উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে প্রত্যেকটি) তিনপ্রকার পাপীদের নিগ্রহ করবার জালের মত বন্ধ পাশ আছে, সে পাশগুলি মিথ্যাবাদী আমাদের শত্রুদের ছিন্ন করুক এবং সত্যবাদী পুণ্য-বাণদের কাছ থেকে বিমুক্ত হোক। ৬ ॥ হে বরুণ, তোমার শত-সংখ্যক পাশের দ্বারা এ অনৃতবাদী শত্রুকে বন্ধ করে নিগৃহীত কর। হে মানুষের সাধু অসাধু চরিত্রের দ্রষ্টা বরুণ, মিথ্যাকথা বলে কোন পুরুষ যেন তোমার কাছ থেকে ছাড়া না পায়। সে অসমীক্ষ্যকারী পুরুষ নিজ উদর জলোদর রোগে বন্ধনরহিত অসির কোশের মত ছিন্ন হয়ে তোমার পাশবন্ধ হোক। ৭ ॥ সমান ব্যাধিযুক্ত, বিবিধ ব্যাধিযুক্ত, স্বদেশ ও বিদেশে উদ্ভূত, দৈব ও মনুষ্য-প্রযুক্ত—সে সকল বরুণের পাশের দ্বারা অমুক গোত্র অমুক মাতার পুত্র তোমাকে বন্ধন করছি। হে শত্রু, তোমার উদ্দেশে সে সকল পাশ আমি প্রদান করছি। ৮-৯ ॥

টীকা: ১-৯। 'বৃহন্নেষাম্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে শত্রুর পরাভব করতে বলতে হয়। সেরূপ ধূমকেতুর উৎপাতশান্তি বিষয়ে বারুণপাশ-প্রয়োগে এ সূক্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ঈশানাং ত্বা ভেষজানামুজ্জেষ আ রভামহে।
চক্রে সহস্রবীর্যং সর্বস্মা ওষধে ত্বা ॥ ১ ॥
সত্যজিতং শপথযাবনীং সহমানাং পুনঃসরাম্।
সর্বাঃ সমহ্ব্যোষধীরিতো নঃ পারয়াদিতি ॥ ২ ॥

যা শশাপ শপনেন যাঘং মূরমাদধে ।
যা রসস্য হরণায় জাতমারেভে তোকমত্তু সা ॥ ৩ ॥
যাং তে চক্রুরামে পাত্রে যাং চক্রুর্নীললোহিতে ।
আমে মাংসে কৃত্যাং যাং চক্রুস্তয়া কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৪ ॥
দৌষ্বপ্ন্যং দ্যৌর্জীবিত্যং রক্ষো অভ্বমরায্যঃ ।
দুর্ণাম্নীঃ সর্বা দুর্বাচস্তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ৫ ॥
ক্ষুধামারং তৃষ্ণামারমগোতামনপত্যতাম্ ।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৬ ॥
তৃষ্ণামারং ক্ষুধামারমথো অক্ষপরাজয়ম্ ।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৭ ॥
অপামার্গ ওষধীনাং সর্বাসামেক ইদ্ বশী ।
তেন তে মৃজ্ম আস্থিতমথ ত্বমগদশ্চর ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে সহদেবী নামক ওষধী, রোগশান্তির ঔষধ-রূপে প্রযুজ্যমান সকল ওষধীর ঈশ্বরী তোমাকে শত্রুকৃত অভিচার-দোষ দূর করার জন্য স্পর্শ করছি। হে ওষধি, অভিচারজনিত জ্বরাদি সকল দোষ নিবৃত্তির জন্য তোমাকে অপরিমিত শক্তিযুক্ত করছি। ১ ॥ যথার্থরূপে অভিচারাদি দোষের নিবর্তক, পরকৃত আক্রোশের নাশক, পরাভবকারী, বহুতর ব্যাধি নিবৃত্তির জন্য বারবার প্রবর্তমান এ ওষধির কাছে অন্য ওষধিগুলি অভিচারদোষ উপশমের জন্য আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত করবে এ অভিপ্রায়ে যাচ্ছে। ২ ॥ যে পিশাচী আক্রোশের দ্বারা শাপ দেয়, যে মূর্চ্ছাপ্রদ পাপ দেয় এবং যে শরীরের রক্ত শোষণের জন্য জাতপুত্রাদির আলিঙ্গন করে, সে সকল পিশাচী আমার প্রতি অভিচার-কারী শত্রুর পুত্রকে ভক্ষণ করুক। ৩ ॥ যে অভিচার-কারী ব্যক্তিরা অপক্ব মৃৎ-পাত্রে, নীললোহিত (ধূমের দ্বারা নীল এবং জ্বালাতে লোহিত) অগ্নিতে এবং কুক্কুটাদি অপক্ব মাংসে যে কৃত্যা করেছে, হে ওষধি, তুমি সে কৃত্যার অনুষ্ঠানকারীদের নাশ কর। ৪ ॥ দুঃস্বপ্ন-জনিত, দুষ্ট প্রাণী-নিমিত্ত, মহান ব্রহ্মরাক্ষসাদি-জাত, অন্য যে অভিচার-ক্রিয়াজনিত ভয়কারণ আছে, যা অসমৃদ্ধির কারণ, ভেদিকা ছেদিকা ইত্যাদি দুষ্ট নামযুক্ত যে সকল পিশাচী, নাশ করব, ছেদন করব, ভক্ষণ করব ইত্যাদি দুষ্ট শব্দ নিরন্তর যারা বলে —এরূপ যে সকল পিশাচী এবং এসকল যে কৃত্যা, তা অভিচর্যমান পুরুষ-বিষয়ে আমরা নাশ করব অর্থাৎ এসকল আভিচারিক কার্য যারা করে, তাদের প্রতি তা প্রয়োগ করব। ৫ ॥ ক্ষুধার দ্বারা পুরুষের মারণ, তৃষ্ণার দ্বারা পুরুষের মারণ, গো-রাহিত্য এবং অনপত্যতা—এ সকল হে অপামার্গ, তোমার দ্বারা আমরা বিনাশ করব। ৬ ॥ তৃষ্ণার দ্বারা মারণ, ক্ষুধার দ্বারা মারণ, দ্যূতক্রিয়া নিমিত্ত পরাজয়— এ সকল হে অপামার্গ, তোমার দ্বারা আমরা বিনাশ করব। ৭ ॥ অন্য সকল ওষধির মধ্যে অপামার্গ একমাত্র বশয়িতা হোক অর্থাৎ সকল ওষধি এর বশে থাকুক। হে অভিচার দোষে গৃহীত পুরুষ, তোমার কৃত্যাদি থেকে আগত রোগাদি এ অপামার্গের দ্বারা আমরা দূর করব। তারপর তুমি ব্যাধিরহিত হয়ে চিরকাল বর্তমান থাক। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। স্ত্রী, শূদ্র ও কাপালিক প্রভৃতির কৃত অভিচার দোষ নিবৃত্তির জন্য দর্ভ, অপামার্গ ও সহদেবী প্রভৃতি মন্ত্রোক্ত ওষধিগুলি শান্ত্যুদক কলশে নিক্ষেপ করে তার অনুমন্ত্রণের জন্য 'ঈশানাং ত্বা' ইত্যাদি সূক্ত তিনটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

সমং জ্যোতিঃ সূর্যেণাহ্না রাত্রী সমাবতী।
কৃণোমি সত্যমূতয়েঽরসাঃ সন্তু কৃত্বরীঃ ॥ ১ ॥
যো দেবাঃ কৃত্যাং কৃত্বা হরাদবিদুষো গৃহম্‌ ।
বৎসো ধারুরিব মাতরং তং প্রত্যগুপ পদ্যতাম্‌ ॥ ২ ॥
অমা কৃত্বা পাপ্মানং যস্তেনান্যং জিঘাংসতি ।
অশ্মানস্তস্যাং দগ্ধায়াং বহুলাঃ ফট্‌ করিক্রতি ॥ ৩ ॥
সহস্রধামন্‌ বিশিখান্‌ বিগ্রীবাং ছায়য়া ত্বম্‌ ।
প্রতি স্ম চক্রুষে কৃত্যাং প্রিয়াং প্রিয়াবতে হর ॥ ৪ ॥
অনয়াহমোষধ্যা সর্বাঃ কৃত্যা অদূদুষম্‌ ।
যাং ক্ষেত্রে চক্রুর্যাং গোষু যাং বা তে পুরুষেষু ॥ ৫ ॥
যশ্চকার ন শশাক কর্তুং শশ্রে পাদমঙ্গুরিম্‌ ।
চকার ভদ্রমস্মভ্যমাত্মনে তপনং তু সঃ ॥ ৬ ॥
অপামার্গোঽপ মার্ষ্টু ক্ষেত্রিয়ং শপথশ্চ যঃ ।
অপাহ যাতুধানীরপ সর্বা অরায্যঃ ॥ ৭ ॥
আপমৃজ্য যাতুধানানপ সর্বা অরায্যঃ ।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ সূর্য ও তার প্রভামণ্ডল যেমন সমান, দিন ও রাত যেমন সমান, সে অভিচর্যমাণ পুরুষের রক্ষার জন্য আমি যথার্থ কর্ম করছি। অতএব কর্তনশীল কৃত্যাগুলি শুষ্ক হয়ে কর্ম করতে অসমর্থ হোক। ১ ॥ হে দেবগণ, যে শত্রু মন্ত্রৌষধির দ্বারা শত্রুর পীড়াকরী কৃত্যা করে তজ্জাত পুরুষের গৃহে কৃত্যাখননের জন্য যায়, সে অভিচার-কারী পুরুষের প্রতি সে কৃত্যা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে গমন করুক। স্তন্যপান করতে বৎস যেমন নিজ মাতার অনুধাবন করে, সেরূপ কৃত্যাও নিজের উৎপাদক পুরুষের প্রতি গমন করুক। ২ ॥ যে শত্রু অনুকূলের মত এক সাথে থেকে কৃত্যাখননাদিরূপ পাপ করে তার দ্বারা অপরকে হত্যা করতে চায়, সে শত্রুর কৃত কৃত্যাগুলি স্ব-স্ব-কার্য করতে অসমর্থ হলে মন্ত্রের সামর্থে উৎপন্ন পাষণগুলি বহু হয়ে বার বার হিংসা করুক অর্থাৎ কৃত্যা যে করেছে, সে শত্রুকে হিংসা করুক। ৩ ॥ সহস্র নাম, স্থান ও জন্মবিশিষ্ট হে সহস্রধাম সহদেবী নামক ওষধি, তুমি আমাদের শত্রুদের বিছিন্নকেশ ও বিছিন্ন-গ্রীব করে ক্ষয় কর। শত্রুদের হিতকারীরূপে থেকে যে কৃত্যা উৎপন্ন করে, তুমি সে কৃত্যা-কারীর প্রতি ফিরে যাও। ৪ ॥ এ সহদেবী নামক ওষধির দ্বারা সকল কৃত্যা আমি দুষ্ট করব অর্থাৎ কার্য করতে অসমর্থ করে দেব। যে কৃত্যা বীজবপনযোগ্য ভূপ্রদেশে খনন করা হয়েছে, যা গাভীতে, যা বায়ুসঞ্চরণ-প্রদেশে অথবা মানুষের সঞ্চরণ-প্রদেশে খনন করা হয়েছে, সে সকলকে আমি নষ্ট করে দেব। ৫ ॥ যে শত্রু কৃত্যা প্রযুক্ত করেছে, সে কৃত্যার দ্বারা এক পা, এক অঙ্গুলিও যেন হিংসা করতে না পারে অর্থাৎ কৃত্যাপ্রয়োগের দ্বারা মারণ বা অবয়বহানি করতে অসমর্থ হোক। শত্রুর কৃত অভিচার কর্ম-প্রতীকারক মন্ত্রৌষধি-প্রভাবে আমাদের মঙ্গল করুক, আর কৃত্যাপ্রয়োগকারীর দহন করুক। ৬ ॥ অপামার্গ নামক ওষধি, বংশগত সংক্রামক (ক্ষয়, কুষ্ঠ, অপস্মার প্রভৃতি) রোগ আমাদের কাছ থেকে দূর করুক। যা শত্রুকৃত শাপ, তাকে দূর করুক। ৭ ॥ হে অপামার্গ, তুমি যক্ষ রক্ষ প্রভৃতিদের দূর কর, সেরূপ সকল

অলক্ষ্মীকরী পাপদেবতাদের দূর কর, তারপর তাদের কৃত দুঃখসমূহকে তোমার দ্বারা আমরা দূর করব। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

উতো অস্যবন্ধুকৃদুতো অসি ন জামিকৃৎ।
উতো কৃত্যাকৃতঃ প্রজাং নডমিবা চ্ছিন্ধি বার্ষিকম্ ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মণেন পর্যুক্তাসি কণ্বেন নার্ষদেন।
সেনেবৈষি ত্বিষীমতী ন তত্র ভয়মস্তি যত্র প্রাপ্নোষ্যোষধে ॥ ২ ॥
অগ্রমেষ্যোধীনাং জ্যোতিষেবাভিদীপয়ন্।
উত ত্রাতাসি পাকস্যাথো হন্তাসি রক্ষসঃ ॥ ৩ ॥
যদদো দেবা অসুরাংস্ত্বয়াগ্রে নিরকুর্বত।
ততস্ত্বমধ্যোষধেঽপামার্গো অজায়থাঃ ॥ ৪ ॥
বিভিন্দতী শতশাখা বিভিন্দন্ নাম তে পিতা।
প্রত্যগ্ বি ভিন্ধি ত্বং তং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ৫ ॥
অসৎ ভূম্যাঃ সমভবৎ তদ্যামেতি মহৎ ব্যচঃ।
তৎ বৈ ততো বিধূপায়ৎ প্রত্যক্ কর্তারমৃচ্ছতু ॥ ৬ ॥
প্রত্যঙ্ হি সম্বভূবিথ প্রতীচীনফলস্ত্বম্।
সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৭ ॥
শতেন মা পরি পাহি সহস্রেণাভি রক্ষ মা।
ইন্দ্রস্তে বীরুধাং পত উগ্র ওজ্মানমা দধৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে সহদেবি (অথবা অপামার্গ), তুমি আমাদের শত্রুদের ছেদক হও। সেরূপ দূত সহজাত শত্রুদেরও বিনাশকারী হও। আর কৃত্যা-প্রয়োগকারীর পুত্র-পৌত্রাদিকে বর্ষাকালীন নড়-তৃণের মত ছিন্ন কর। ১ ॥ নৃষদপুত্র মন্ত্রদ্রষ্টা কণ্ব-নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা হে ওষধি সহদেবি, তুমি বিনিযুক্ত হয়েছ। অতএব দীপ্তিমান যজমানের রক্ষার জন্য সেনার মত গমন কর। তুমি যেখানে যাও, সেখানে অভিচারাদি জনিত কোন ভীতি নেই। ২ ॥ হে সহদেবি, তুমি সকল ওষধিদের মধ্যে মুখ্য, সকল ওষধির প্রতিনিধিরূপ ; জ্যোতির দ্বারা সকল দিক প্রকাশকারী আদিত্য যেমন জ্যোতিষ্কদের মধ্যে অগ্রগণ্য, সেরূপ তুমি। নিজ তেজের দ্বারা কৃত্যাদোষ দগ্ধ করে হে অপামার্গ, তুমি দুর্বলের ত্রাতা ও রাক্ষসদের হন্তা হও। ৩ ॥ হে ওষধি, পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার দ্বারা অসুরদের নিরাকৃত করেছিল, সেজন্য সকল ওষধির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ অপামার্গনামে উৎপন্ন হয়েছ। ৪ ॥ হে অপামার্গ ওষধি, অপরিমিত শাখাবিশিষ্ট তুমি বিভেদনশীলা, বিভেদক তোমার পিতা। অতএব তুমি আমাদের শত্রুর পেছনে গিয়ে তাকে বিদীর্ণ কর, যে শত্রু আমাদের বিনাশ করতে চায়। ৫ ॥ হে ওষধি, তোমার কাছ থেকে অধিক তেজ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যে ভূমিতে ব্যাপ্ত হয়, সেখানে কৃত্যা-খনন নিষ্ফল হয়। সে অসৎ-তুল্য কৃত্যা সেখান থেকে নির্গত হয়ে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত হয়ে কৃত্যা-কারীকেই পীড়া দিক। ৬ ॥ হে আত্মাভিমুখ ফলশালী অপামার্গ, তুমি প্রতিনিবৃত্তমুখ হয়ে উৎপন্ন হয়ে থাক। অতএব শত্রুকৃত আক্রোশ আমাদের কাছ থেকে পৃথক করে শাপ-দাতাকে ফিরিয়ে দাও। সেরূপ শত্রুর বিস্তীর্ণ হননসাধন কৃত্যারূপ আয়ুধ আমাদের কাছ থেকে

পৃথক কর। ৭ ॥ হে ওষধি সহদেবি (অথবা অপামার্গ), শতসংখ্যক রক্ষণোপায়ের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। সেরূপ সহস্রসংখ্যক কৃত্যাকৃত দোষ থেকে সর্বতোভাবে পালন কর। হে লতারূপ ওষধিদের অধিপতি, উগ্র ইন্দ্রদেব তোমায় ওজস্বিত্ব দিক। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। **'অপামার্গ'**—এক জাতীয় ওষধি-বিশেষ। রোগাদি নিবারণের জন্য যার দ্বারা পুরুষ শোধিত হয়, সে হচ্ছে অপামার্গ। 'অপসৃজ্যতে রোগাদিনিরাকরণেন পুরুষঃ শোধ্যতে অনেনেতি অপামার্গঃ'—সায়ণ।

পঞ্চম সূক্ত

আ পশ্যতি প্রতি পশ্যতি পরা পশ্যতি পশ্যতি।
দিবমন্তরিক্ষমাৎ ভূমিং সর্বং তৎ দেবি পশ্যতি ॥ ১ ॥
তিস্রো দিবস্তিস্রঃ পৃথিবীঃ ষট্ চেমাঃ প্রদিশঃ পৃথক্।
ত্বয়াহং সর্বা ভূতানি পশ্যানি দেব্যোষধে ॥ ২ ॥
দিব্যস্য সুপর্ণস্য তস্য হাসি কনীনিকা।
সা ভূমিমা রুরোহিথ বহ্যং শ্রান্তা বধূরিব ॥ ২ ॥
তাং মে সহস্রাক্ষো দেবো দক্ষিণে হস্ত আ দধৎ।
তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্যঃ ॥ ৪ ॥
আবিষ্কৃণুষ্ব রূপাণি মাত্মানমপ গূহথাঃ।
অথো সহস্রচক্ষো ত্বং প্রতি পশ্যাঃ কিমীদিনঃ ॥ ৫ ॥
দর্শয় মা যাতুধানান্ দর্শয় যাতুধান্যঃ।
পিশাচান্ত্সর্বান্ দর্শয়েতি ত্বা রভ ওষধে ॥ ৬ ॥
কশ্যপস্য চক্ষুরসি শুন্যাশ্চ চতুরক্ষ্যাঃ।
বীধ্রে সূর্যমিব সর্পন্তং মা পিশাচং তিরস্করঃ ॥ ৭ ॥
উদগ্রভং পরিপাণাদ্ যাতুধানং কিমীদিনম্।
তেনাহং সর্বং পশ্যাম্যুত শূদ্রমুতার্যম্ ॥ ৮ ॥
যো অন্তরিক্ষেণ পততি দিবং যশ্চাতিসর্পতি।
ভূমিং যো মন্যতে নাথং তং পিশাচং প্র দর্শয় ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবি সন্দপুষ্পনামক ওষধি, তোমার বিকারপ্রাপ্ত মণির ধারক এ জন তোমার প্রসাদে ভাবী ভয়কারণ পরিহার করতে জানে। বর্তমান ভয়কারণ দূর করতে জানে, সেরূপ দূরস্থ ভয়কারণ দেখে থাকে; অধিক কি সকল ভয়কারণ সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে। যে ব্রহ্মগ্রহাদি ভয়কারণ স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীলোক ব্যাপ্ত করেছে, সে সকল প্রাণীকে ত্রিসন্ধ্যামণি ধারণের মাহাত্ম্যে সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে থাকে। (এরূপ সর্বজ্ঞরূপ জাগরূক তাকে ব্রহ্মগ্রহাদি স্পর্শ করে না।। ১ ॥ ত্রি-সংখ্যক দ্যুলোক, ত্রি-সংখ্যক ভূলোক ও পরিদৃশ্যমান ছয় দিক (উর্ধ্ব অধসহ পূর্বাদি চার)—সেখানকার সকল প্রাণীদের হে দেবি ওষধি, মণিরূপে তোমাকে ধারণ করে আমি সাক্ষাৎ করব। ২ ॥ হে সন্দপুষ্পনামক ওষধি, তুমি দিব্য শোভনপক্ষযুক্ত গরুড়ের চক্ষুর কনীনিকা-তুল্য। সে তুমি গরুড়ের চক্ষুমণ্ডল থেকে জগতের রক্ষার জন্য ওষধিরূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছ, পথশ্রান্তা বধূ যেমন বহনসাধন অশ্ব রথাদি যান থেকে আরোহণ করে। ৩ ॥ দানাদিগুণযুক্ত সহস্রাক্ষ ইন্দ্রদেব তাদৃশ্য-প্রভাবযুক্ত

সন্দপুষ্পাখ্য ওষধি আমার ডানহাতে বেঁধে দিয়েছে। হে ওষধি, তোমাকে ধারণ করে আমি সবকিছু দেখব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বশীভূত করে রক্ষঃ পিশাচাদি দূর করার জন্য দেখব। ৪ ॥ হে ওষধি, তোমার রক্ষঃপিশাচাদি-নিবর্তক রূপ প্রকাশ কর, তোমার স্বরূপ গোপন করো না। হে সহস্রচক্ষু-বিশিষ্ট ওষধি, এখন কি করি, এখন কি করি—এরূপ বলে গূঢ় বিচরণ করে যে রাক্ষসরা, তাদের তুমি আমাদের রক্ষার জন্য দেখ। ৫ ॥ হে ওষধি, রাক্ষসদের আমাকে দেখিয়ে দাও, গোপনে যাতে আক্রমণ করতে না পারে। সেরূপ রাক্ষসীদের ও মাংসভক্ষক অন্য রাক্ষসদের আমাকে দেখিয়ে দাও। হে ওষধি, সেজন্য তোমাকে আমি ধারণ করছি। ৬ ॥ হে ওষধি, তুমি মহর্ষি কশ্যপের চক্ষু-সদৃশ এবং দেবতাদের সরমা-নামক কুকুরের মত তোমার চার চোখ। অন্তরিক্ষলোকে গমনকারী সূর্যের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল পিশাচদের অন্তর্হিত করো না। ৭ ॥ পরিরক্ষণের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল রাক্ষসকে আমি বশীভূত করেছি, তার দ্বারা শূদ্র ও ব্রাহ্মণজাতিযুক্ত সকল গ্রহদের (পিশাচদের) দেখব। ৮ ॥ যে পিশাচ অন্তরিক্ষলোকে বিচরণ করে, যে দ্যুলোকের উপর গমন করে এবং যে নিজেকে পৃথিবীর অধিপতি বলে মনে করে, *সে ত্রিলোকবর্তী পিশাচকে আমার চক্ষুগোচর করাও।* (ত্রিসন্ধ্যামণি ধারণের দ্বারা ব্রহ্মগ্রহাদির সাক্ষাৎ করে, মন্ত্রের সামর্থ্যে তাদের নিরাকরণ করব। ৯ ॥

টীকা : ১-৯। 'আ পশ্যাতি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মগ্রহাদি জনিত ভয়নিবৃত্তির জন্য ত্রিসন্ধ্যামণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হয়।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

আ গাবো অগ্মন্নুত ভদ্রমক্রন্ৎসীদন্তু গোষ্ঠে রণয়ন্ত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ স্যুরিন্দ্রায় পূর্বীরুষসো দুহানাঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রো যজ্বনে গৃণতে চ শিক্ষত উপেৎ দদাতি ন স্বং মুষায়তি।
ভূয়োভূয়ো রয়িমিদস্য বর্ধয়ন্নভিন্নে খিল্যে নি দধাতি দেবয়ুম্ ॥ ২ ॥
ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।
দেবাংশ্চ যাভির্যজতে দদাতি চ জ্যোগিৎ তাভিঃ
সচতে গোপতিঃ সহ ॥ ৩ ॥
ন তা অর্বা রেণুককাটোঽশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।
উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনু গাবো মর্তস্য বি চরন্তি যজ্বনঃ ॥ ৪ ॥
গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো ম ইচ্ছাদ্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ।
ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছামি হৃদা মনসা চিদিন্দ্রম্ ॥ ৫ ॥
যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎ কৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহৎ বো বয় উচ্যতে সভাসু ॥ ৬ ॥
প্রজাবতীঃ সূযবসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : গাভীগণ আমাদের লক্ষ্য করে আসুক ও আমাদের কল্যাণ করুক। তারা আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন করুক ও ক্ষীরাদি দানে আমাদের তুষ্ট করুক।

তারা অপত্য ও শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণাদি অনেক বর্ণে এ যজমানের গৃহে সমৃদ্ধ হোক। সব সময় ইন্দ্রের জন্য তাদের দোহন করা হোক। ১ ॥ যাগকারী ও স্তবকারী জনকে ইন্দ্র গাভী লাভের উপায় শিক্ষা দেয় এবং তারপর নিজে এসে বহু গাভী দেয়। এ যাগকারী ও স্তোতার নিজ ধন অপহরণ করে না, বরং তা বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধ করে। দেবকামী যজমান ও স্তোতাদের দুঃখরহিত অপ্রতিহত স্বর্গপৃষ্ঠে স্থাপন করে। ২ ॥ ইন্দ্র-প্রদত্ত গাভীগুলি যেন নষ্ট না হয় এবং চোর তাদের যেন হিংসা না করে। শত্রুদের ব্যথাজনক আয়ুধ যেন এ গাভীদের পীড়া না দেয়। যে গাভীগুলির ক্ষীরাদির দ্বারা দেবতাদের যাগ করা হয়, যাদের যজ্ঞে দক্ষিণারূপে দেয়া হয়, তাদের সাথে অধিপতি যজমান চিরকাল যুক্ত হোক। ৩ ॥ হিংসক ব্যাঘ্রাদি ও পদাঘাতের দ্বারা পার্থিব রেণুর উদ্ভেদক দুষ্ট মৃগ এ গাভীদের যেন না পায়, সেরূপ মাংস-পাচকের কাছে এরা যেন না যায়। মনুষ্য যজমানের বিস্তীর্ণ ও ভয়হীন প্রদেশে এ গাভীগণ বিচরণ করুক। ৪ ॥ গাভীগণ পুরুষের সৌভাগ্য, আমাদের জন্য ইন্দ্র গাভী ইচ্ছা করুক। অভিষুত মুখ্য সোম গব্য দুগ্ধ ও দধির দ্বারা মিশ্রিত হয়। হে জনগণ, এ পরিদৃশ্যমান গাভীগুলি ইন্দ্র-রূপ। (এখানে উপজীব্য ও উপজীবকরূপে ইন্দ্ররূপে গাভীর স্তুতি করা হয়েছে)। অতএব গাভীর দুগ্ধাদির দ্বারা ইন্দ্রের যাগ করতে হৃদয় ও মনের সাথে কামনা করছি। ৫ ॥ হে গাভীগণ, তোমরা কৃশ ব্যক্তিকে দুগ্ধ দধি প্রভৃতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাও এবং বিশ্রী পুরুষকে সুশ্রী করে থাক। হে কল্যাণ শব্দকারী গাভীগণ, আমাদের গৃহ কল্যাণময় কর। তোমাদের দধিদুগ্ধ-রূপ অন্ন জনসমাজে প্রশংসার কারণ হয়। ৬ ॥ হে গাভীগণ, পুত্র পৌত্রাদির সাথে শোভন তৃণযুক্ত প্রদেশে তোমরা তৃণ ভক্ষণ কর এবং কালুষ্যরহিত সুখে পানযোগ্য ও শোভন অবতরণ মার্গযুক্ত জলাশয়ে জল পান কর ; এরূপ তোমাদের তস্কর যেন অপহরণ করতে না পারে। ব্যাঘ্রাদি ও দুষ্ট মৃগ তোমাদের যেন বধ করতে না পারে। রুদ্রের (জ্বরাভিমানী দেবতার) আয়ুধ যেন তোমাদের পরিত্যাগ করে। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ৫ম অনুবাকে ৫টি সূক্ত, তারমধ্যে 'আ গাবঃ' ইত্যাদি দশটি সূক্ত 'মৃগার'-সংজ্ঞক বলে সকল চিকিৎসা কর্মে এবং হোম, সম্পাত ও অবসেকাদি কর্মে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এর বিস্তৃত প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইমমিন্দ্র বর্ধয় ক্ষত্রিয়ং ম ইমং বিশামেকবৃষং কৃণু ত্বম্।
নিরমিত্রানক্ষ্ণুহ্যস্য সর্বাংস্তান্ রন্ধয়াস্মা অহমুত্তরেষু ॥ ১ ॥
এমং ভজ গ্রামে অশ্বেষু গোষু নিষ্টং ভজ যো অমিত্রো অস্য।
বর্ষ্ম ক্ষত্রাণাময়মস্তু রাজেন্দ্র শত্রুং রন্ধয় সর্বমস্মৈ ॥ ২ ॥
অয়মস্তু ধনপতির্ধনানাময়ং বিশাং বিশ্পতিরস্তু রাজা।
অস্মিন্নিদ্র মহি বর্চাংসি ধেহ্যবর্চসং কৃণুহি শত্রুমস্য ॥ ৩ ॥
অস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী ভূরি বামং দুহাথাং ঘর্মদুঘে ইব ধেনু।
অয়ং রাজা প্রিয় ইন্দ্রস্য ভূয়াৎ প্রিয়ো গবামোষধীনাং পশূনাম্ ॥ ৪ ॥
যুনজ্মি ত উত্তরাবন্তমিন্দ্রং যেন জয়ন্তি ন পরাজয়ন্তে।
যস্ত্বা করদেকবৃষং জনানামুত রাজ্ঞামুত্তমং মানবানাম্ ॥ ৫ ॥
উত্তরস্ত্বমধরে তে সপত্না যে কে চ রাজন্ প্রতিশত্রবস্তে।
একবৃষ ইন্দ্রসখ জিগীবাং ছত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি ॥ ৬ ॥

সিংহপ্রতীকো বিশো অদ্ধি সর্বা ব্যাঘ্রপ্রতীকোহব বাধস্ব শত্রূন্ ।
একবৃষ ইন্দ্রসখা জিগীবাং ছত্রূয়তামা খিদা ভোজনানি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের এ রাজার বর্ধন কর অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি, বস্তু ও বাহনাদির দ্বারা একে সমৃদ্ধ কর। বীর্যবান পুরুষদের মধ্যে এ রাজাকে শ্রেষ্ঠ বীর কর। এ রাজার শত্রুদের প্রভাব সংকুচিত কর ; সে শত্রুদের এ রাজার বশীভূত কর। আমিও মন্ত্রসামর্থ্যে উৎকৃষ্ট লোকপালদের মধ্যে এ রাজাকে শ্রেষ্ঠ করছি। ১ ॥ হে ইন্দ্র, এ রাজাকে জনসমূহ, অশ্ব ও গাভীতে সংশ্লিষ্ট কর ; আর এ রাজার যারা শত্রু, তাদের তা থেকে বিযুক্ত কর। অন্য ক্ষত্রিয়দের মাথার উপর একে অভিষিক্ত কর। সকল শত্রু ও রাষ্ট্র এ রাজার বশীভূত কর। ২ ॥ এ রাজা সুবর্ণ রজত মণি মুক্তা প্রবালাদি ধনের অধিপতি হোক। সেরূপ এ রাজা প্রজাগণের অধিপতি হোক। হে ইন্দ্র, এ রাজাতে মহান তেজ (শত্রুর পরাভবকারী বীর্য) স্থাপন কর এবং এ রাজার শত্রুদের তেজ-হীন কর। ৩ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের এ রাজাকে প্রভূত মনোজ্ঞ ধন দাও। প্রবর্গ্যের জন্য দুটি ধেনুর যেমন বহু দুগ্ধ দোহন করা হয়, সেরূপ বাৎসল্যে দ্যাবাপৃথিবী এ রাজাকে বহু ধন দিক। এরূপ ধন-সমৃদ্ধ এ রাজা যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় হোক। তার ফলে (বৃষ্টি হলে) গাভী, ব্রীহি যবাদি ওষধি, অন্য মনুষ্য ও পশুদের এ রাজা প্রিয় হোক। ৪ ॥ হে রাজা, তোমাকে অতিশয় উৎকর্ষযুক্ত ইন্দ্রের সাথে যুক্ত করছি, যে ইন্দ্রের প্রেরিত হয়ে তোমার সৈন্যগণ শত্রুসেনাকে জয় করবে, কখন পরাজিত হবে না। যে ইন্দ্র গোযূথে প্রধানভূত বৃষের ন্যায় শূরজনের মধ্যে তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট করেছে, সেরূপ অন্য রাজা ও মানুষদের মধ্যে তোমাকে উৎকৃষ্ট করেছে। ৫ ॥ হে রাজা, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট হও, তোমার শত্রুরা নিকৃষ্ট হোক, যে শত্রুরা তোমার প্রতিকূল আচরণ করতে চায়। তুমি প্রধান হয়ে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করে শত্রুদের জয় কর এবং যারা তোমার প্রতি শত্রুতা আচরণ করতে চায়, তাদের ভোগসাধন ধনাদি অপহরণ কর। ৬ ॥ সিংহতুল্য পরাক্রান্ত হয়ে আজ্ঞামাত্রে নিজ প্রজাদের ভোগ কর। ব্যাঘ্রের মত আক্রমণ করে শত্রুদের বাধা দাও। তুমি প্রধান হয়ে ইন্দ্রের সখ্য লাভ করে শত্রুদের জয় কর এবং যারা তোমার প্রতি শত্রুর মত আচরণ করতে চায়, তাদের ভোগসাধন ধনাদি কেড়ে নাও। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ইমং ইন্দ্র' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সংগ্রাম জয়ের জন্য আজ্যহোম, সক্তুহোম, ধনু, ইধ্মাধান, ইষু-সমিদাধান এবং রাজাকে অভিমন্ত্রিত ধনু প্রদান করতে হয়। এ মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রাতঃকালে অভিষিক্ত রাজার অভিমন্ত্রণ ও জলপাত্র আনয়ন প্রভৃতি কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

অগ্নের্মন্বে প্রথমস্য প্রচেতসঃ পাঞ্চজন্যস্য বহুধা যমিন্ধতে ।
বিশোবিশঃ প্রবিশিবাংসমীমহে স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
যথা হব্যং বহসি জাতবেদো যথা যজ্ঞং কল্পয়সি প্রজানন্ ।
এবা দেবেভ্যঃ সুমতিং ন আ বহ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২ ॥
যামন্যামন্নুপযুক্তং বহিষ্ঠং কর্মন্কর্মন্নাভগম্ ।
অগ্নিমীড রক্ষোহণং যজ্ঞবৃধং ঘৃতাহুতং স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
সুজাতং জাতবেদসমগ্নিং বৈশ্বানরং বিভুম্ ।
হব্যবাহং হবামহে স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥

যেন ঋষয়ো বলমদ্যোতয়ন্ যুজা যেনাসুরাণামযুবন্ত মায়াঃ।
যেনাগ্নিনা পণীনিন্দ্রো জিগায় স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥
যেন দেবা অমৃতমন্ববিন্দন্ যেনৌষধীর্মধুমতীরকৃণ্বন্ ।
যেন দেবাঃ স্বরাভরন্তস্ নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥
যস্যেদং প্রদিশি যৎ বিরোচতে যজ্জাতং জনিতব্যং চ কেবলম্ ।
স্তৌম্যগ্নিং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ মুখ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত পাঞ্চযজ্ঞ অগ্নির মাহাত্ম্য জানি ; যে অগ্নি বহুরূপে সন্দীপ্ত হয় এবং জঠরাগ্নিরূপে প্রতি-প্রজাতে প্রবিষ্ট ; সে অগ্নির প্রার্থনা করছি। সে অগ্নি সকল অনর্থের মূল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১ ॥ সকল প্রাণীর জ্ঞাতা হে জাতবেদা অগ্নি, যে প্রকারে হব্য চরু পুরোডাশাদি বহন কর, যেভাবে তাদের ভেদ জেনে যজ্ঞের রচনা করে থাক, সেভাবে দেবতাদের প্রতি আমাদের সুমতি (শোভন বুদ্ধি) দাও। সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ২ ॥ প্রহরে প্রহরে সে সে ফল দেবার জন্য হোমের আধাররূপে বিনিযুক্ত, বোঢ়ৃতম, সকল কর্মে সেব্য অগ্নির আমি স্তুতি করছি। সে অগ্নি রাক্ষসদের হন্তা, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বর্ধক ও ঘৃতাহুতির দ্বারা সন্দীপ্ত। সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৩ ॥ শোভন জন্মযুক্ত, জাত প্রাণীদের জ্ঞাতা, সকল নরের হিতকারী, ব্যাপক ও আমাদের দত্ত হবির বাহক অগ্নিকে আমরা আহ্বান করছি। সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৪ ॥ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষিগণ যে অগ্নির সাথে সখ্যতা-বশতঃ নিজেদের বল উদ্দীপ্ত করেছিল, দেবগণ যে অগ্নির সাহায্যে অসুরদের মায়া পৃথক্ করেছিল, যে অগ্নির দ্বারা দেবাধিপতি ইন্দ্র পণি-নামক অসুরদের জয় করেছিল, সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৫ ॥ যে অগ্নির সহায়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ অমৃত লাভ করেছিল এবং যার দ্বারা ওষধিগুলিকে মধুর রসযুক্ত করেছিল, যজ্ঞসাধনভূত যে অগ্নির দ্বারা দেবত্ব কামনা করে যজমানরা স্বর্গ লাভ করেছিল, সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৬ ॥ যে অগ্নির প্রশাসনে অন্তরিক্ষলোকে গ্রহনক্ষত্রাদি দীপ্তি পাচ্ছে, পৃথিবীতে জাত ও জনিষ্যমাণ সব কিছু যার অনন্যসাধারণ প্রশাসনে চলছে, সে অগ্নিকে আমি স্তুতি করছি। সে অগ্নির দ্বারা আমি প্রভুযুক্ত (নাথবান) হবো বলে বার বার আহ্বান করছি, সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'অগ্নের্মন্বে' ইত্যাদি সূক্তের শান্ত্যুদ-কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ১ম সূক্তে 'পাঞ্চযজ্ঞস্য'—শব্দের ভাষ্যকার বহুবিধ অর্থ করেছেন। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ—এ পাঁচটি 'পঞ্চযজ্ঞ' বলে প্রসিদ্ধ, তাতে আরাধনীয় যিনি, তিনি পাঞ্চযজ্ঞ, অগ্নি। অথবা অগ্নিষ্টোমাদি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যজ্ঞ—পঞ্চযজ্ঞ। অথবা যজ্ঞ-শব্দে তার নিষ্পাদক মনুষ্যগণ—নিষাদসহ ব্রাহ্মণাদি পঞ্চবর্ণ। কিংবা গন্ধর্ব, অপ্সরা, দেব, অসুর ও রাক্ষস—তাদের দ্বারা উৎপন্ন যজ্ঞ পাঞ্চযজ্ঞ। পাঞ্চযজ্ঞ ও পাঞ্চজন্য—শব্দ দুটি একার্থে ব্যবহৃত হয়ে অগ্নিকে বোঝাচ্ছে।

চতুর্থ সূক্ত

ইন্দ্রস্য মন্মহে শশ্বদিদস্য মন্মহে বৃত্রঘ্ন স্তোমা উপ মেম আগুঃ।
যো দাশুষঃ সুকৃতো হবমেতি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১ ॥

য উগ্রীণামুগ্রবাহুর্যয়ুর্যো দানবানাং বলমারুরোজ।
যেন জিতাঃ সিন্ধবো যেন গাবঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২ ॥
যশ্চর্ষণিপ্রো বৃষভঃ স্বর্বিৎ যস্মৈ গ্রাবাণঃ প্রবদন্তি নৃম্ণম্।
যস্যাধ্বরঃ সপ্তহোতা মদিষ্ঠঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
যস্য বশাস ঋষভাস উক্ষণো যস্মৈ মীয়ন্তে স্বরবঃ স্বর্বিদে।
যস্মৈ শুক্রঃ পবতে ব্রহ্মশুম্ভিতঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥
যস্য জুষ্টং সোমিনঃ কাময়ন্তে যং হবন্ত ইষুমন্তং গবিষ্টৌ।
যস্মিন্নর্কঃ শিশ্রিয়ে যস্মিন্নোজঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥
যঃ প্রথমঃ কর্মকৃত্যায় জজ্ঞে যস্য বীর্যং প্রথমস্যানুবুদ্ধম্।
যেনোদ্যতো বজ্রোঽভ্যায়তাহিং স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥
যঃ সংগ্রামান্ নয়তি সং যুধে বশী যঃ পুষ্টানি সংসৃজতি দ্বয়ানি।
স্তৌমীন্দ্রং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রের মহিমা আমরা জানি, বারবার এ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য অনুভব করছি, অন্যের এরূপ মাহাত্ম্য দেখা যায় না। বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের স্তোত্রগুলি আমার কাছে আসছে অর্থাৎ ইন্দ্রমাহাত্ম্যবিষয়ক স্তোত্রগুলি এসে আমাকে স্তোতা করছে। যে ইন্দ্র হবি-দানকারী শোভনকর্মা যজমানের আহ্বান লাভ করে, সে ইন্দ্র আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ১ ॥ উগ্রবাহু যে ইন্দ্র শত্রুসেনাদের পৃথক-কর্তা, যে ইন্দ্র দানবদের বল ভেঙ্গে দিয়েছিল, যে ইন্দ্র স্যন্দনশীল মেঘস্থ জল এবং পণি নামক অসুর বধের দ্বারা তার অপহৃত গাভীদের জয় করে নিয়েছিল, সে ইন্দ্র আমাদের পাপ-মুক্ত করুক। ২ ॥ যে ইন্দ্র মানুষের অভিলাষপূরক, কামবর্ষক ও স্বর্গপ্রাপক, সোম-অভিষব কালে প্রস্তরগুলি ধ্বনির দ্বারা যার কথা বলে, সপ্ত হোতার দ্বারা যার সোমযাগ আনন্দদায়ক হয়, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩ ॥ যে ইন্দ্রের যাগের জন্য বশাদি পশু প্রদান করা হয়, যূপগুলি স্থাপন করা হয় এবং যার জন্য নির্মল সোম মন্ত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে দশা-পবিত্র ধারায় নিঃসৃত হয়, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৪ ॥ যে ইন্দ্রের প্রীতি সোমযুক্ত যজমানরা কামনা করে, প্রশস্ত আয়ুধযুক্ত যে ইন্দ্রকে অসুরদের দ্বারা অপহৃত গাভীদের অন্বেষণে আহ্বান করে, যে ইন্দ্রে অর্চন-সাধন স্তুত-শস্ত্রাদিরূপ মন্ত্র আশ্রয় করে, যে ইন্দ্রে অনন্যসাধারণ বল দেখা যায়, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫ ॥ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য যে ইন্দ্র মুখ্যরূপে জাত হয়েছে, যে মুখ্য ইন্দ্রের বৃত্রহননাদি বীরকর্ম পরস্পর বিস্তৃত, যে ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র বৃত্রাসুরকে হিংসা করেছে, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৬ ॥ যে স্বতন্ত্র যুদ্ধকুশল ইন্দ্র সম্যক্‌রূপে যুদ্ধ পরিচালনা করে, যে ইন্দ্র সমৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ মিথুনদের পরস্পর মিলন ঘটিয়ে দেয়, প্রভুরূপে লাভ করার জন্য আমরা তাকে স্তুতি ও আহ্বান করছি, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ইন্দ্রস্য মন্মহে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ৩য় মন্ত্রে '**সপ্তহোতা**'—বলতে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র'—এই সাত জন হোতা বষট্‌কর্তা।

পঞ্চম সূক্ত

বায়োঃ সবিতুর্বিদথানি মন্মহে যাবাত্মন্বৎ বিশথো যৌ চ রক্ষথঃ।
যৌ বিশ্বস্য পরিভূ বভূবথুস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১ ॥

যয়োঃ সংখ্যাতা বরিমা পার্থিবানি যাভ্যাং রজো যুপিতমন্তরিক্ষে।
যয়োঃ প্রায়ং নান্বানশে কশ্চন তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২ ॥
তব ব্রতে নি বিশন্তে জনাসস্ত্বয্যুদিতে প্রেরতে চিত্রভানো।
যুবং বায়ো সবিতা চ ভুবনানি রক্ষথস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩ ॥
অপেতো বায়ো সবিতা চ দুষ্কৃতমপ রক্ষাংসি শিমিদাং চ সেধতম্।
সং হ্যূর্জয়া সৃজথঃ সং বলেন তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪ ॥
রয়িং মে পোষঃ সবিতোত বায়ুস্তনূ দক্ষমা সুবতাং সুশেবম্।
অযক্ষ্মতাতিং মহ ইহ ধত্তং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫ ॥
প্র সুমতিং সবিতর্বায় উতয়ে মহস্বন্তং মৎসরং মাদয়াথঃ।
অর্বাগ্ বামস্য প্রবতো নি যচ্ছতং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬ ॥
উপ শ্রেষ্ঠা ন আশিষো দেবয়োর্ধামন্নস্থিরন্।
স্তৌমি দেবং সবিতারং চ বায়ুং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ জগতের আধাররূপ বায়ু ও সর্বপ্রেরক সবিতা দেবের বেদিতব্য শ্রুতিবিহিত কর্মগুলি আমরা জানি। হে বায়ু ও সবিতা, তোমরা দুজন স্থাবর জঙ্গমরূপ জগতে প্রবেশ করে তা পালন করছ। (বায়ু প্রাণাত্মরূপে এবং সবিতা প্রেরক বলে অন্তর্যামীরূপে সকল জগতে অনুপ্রবিষ্ট)। তোমরা দুজন সমগ্র জগতের পরিগ্রহীতা, তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ১ ॥ যে দেবতাদ্বয়ের পার্থিব মহত্ত্ব জনগণ পরিগণনা করে থাকে, যাদের দ্বারা অন্তরিক্ষে জল ধৃত হয়েছে (সূর্যকিরণ ও বায়ুর দ্বারা বৃষ্টির জল আকাশে ধৃত হয়—এটা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রসিদ্ধ), অন্য কোন দেবতা যে বায়ু ও সবিতার প্রকৃষ্ট গমন লাভ করতে পারে না, তারা দুজন পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ২ ॥ হে সবিতা, প্রাণিগণ তোমার কর্মের অনুবর্তন করে থাকে। হে চিত্রভানু (বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট), তুমি উদিত হলে সকল লোক নিজ নিজ কার্যে প্রবর্তিত হয়। হে বায়ু ও সবিতা, তোমরা দুজন সকল প্রাণীদের পালন করে থাক, তোমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর। ৩ ॥ হে বায়ু ও সবিতা, তোমরা দুজন আমাদের দুষ্কৃত দূর কর, উপদ্রবকারী রাক্ষসদের ও সন্দীপ্ত কৃত্যা দূরে পাঠিয়ে দাও এবং অন্নরসজনিত পুষ্টিরূপ বলের সাথে আমাদের যুক্ত কর। তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪ ॥ সবিতা ও বায়ু আমাদের জন্য ধন ও সমৃদ্ধি পাঠিয়ে দিক, তারা আমাদের শরীরে সুখকর বল প্রেরণ করুক। হে বায়ু ও সবিতা, এ যজমানে অরোগ তেজ ধারণ কর। তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৫ ॥ হে সবিতা ও বায়ু, রক্ষার জন্য সুমতি দাও, দীপ্তিমান মদকর সোম পান করে হৃষ্ট হও এবং মনোজ্ঞ উৎকৃষ্ট ধন আমাদের দিকে পাঠিয়ে দাও। তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৬ ॥ বায়ু ও সবিতা দেবের স্থানে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা উপস্থিত হয়েছে। দানাদিগুণযুক্ত সবিতা ও বায়ুর আমি স্তুতি করছি, তারা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৭ ॥।

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'মৎসরং'—শব্দের অর্থ 'মদকর' অর্থাৎ মত্ততাকারক। 'মৎসরং মদকরং.....মদেরৌণাদিকঃ সর-প্রত্যয়'—সায়ণাচার্য বলেন মদ ধাতু থেকে সর-প্রত্যয় করে এখানে মৎসর পদ নিষ্পন্ন হয়েছে।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

মন্বে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ সচেতসৌ যে অপ্রথেথামমিতা যোজনানি।
প্রতিষ্ঠে হ্যভবতং বসূনাং তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১ ॥
প্রতিষ্ঠে হ্যভবতং বসূনাং প্রবৃদ্ধে দেবী সুভগে উরূচী।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২ ॥
অসন্তাপে সুতপসৌ হুবেঽহমুর্বী গম্ভীরে কবিভির্নমস্যে।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩ ॥
যে অমৃতং বিভৃথো যে হবীংষি যে স্রোত্যা বিভৃথো যে মনুষ্যান্।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪ ॥
যে উস্রিয়া বিভৃথো যে বনস্পতীন্ যয়োর্বাং বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫ ॥
যে কীলালেন তর্পয়থো যে ঘৃতেন যাভ্যামৃতে ন কিং চন শক্নুবন্তি।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬ ॥
যন্মেদমভিশোচতি যেনযেন বা কৃতং পৌরুষেয়ান্ন দৈবাৎ।
স্তৌমি দ্যাবাপৃথিবী নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে দ্যাবাপৃথিবী, শোভন ভোগযুক্ত ও সমানচিত্ত তোমাদের মাহাত্ম্য আমি জানি। তোমরা অপরিমিত যোজন বিস্তীর্ণ হয়ে আছ এবং দেবমনুষ্যাদির নিবাসের কারণরূপ (অথবা ধনের প্রতিষ্ঠা প্রকৃষ্ট অবস্থিতির অধিকরণরূপ)। তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ১ ॥ সকল প্রাণীর অধিষ্ঠানরূপ দ্যাবা-পৃথিবী সূত্রের মত সকল জগতে অনুপ্রবিষ্ট। দানাদিগুণযুক্ত, শোভনধনবিশিষ্ট, বহুব্যাপক হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা আমাদের সুখকর হও ; সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ২ ॥ সকল প্রাণীর সন্তাপহরণকারী, বিস্তীর্ণ, গাম্ভীর্যযুক্ত, পরিচ্ছেদরহিত, ক্রান্তদর্শী মহর্ষিগণের নমস্য হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমাদের দুজনকে রক্ষণের জন্য আহ্বান করছি। তোমরা আমাদের সুখকর হও এবং সকল পাপ থেকে মুক্ত কর। ৩ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা সকল প্রাণিদের অমৃতত্ব ধারণ করে থাক। সেরূপ চরুপুরোডাশাদি হবি, স্রোতস্বতী নদী এবং মানুষদের ধারণ করে থাক। তোমরা আমাদের সুখকর হও এবং সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা সকল গাভী ও বৃক্ষ ধারণ করেছ, তোমাদের মধ্যে সকল প্রাণী অবস্থান করছে। তোমরা আমাদের সুখকর হও এবং সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৫ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা অন্নের দ্বারা সকল জগৎ পোষণ করছ এবং ক্ষরণশীল উদকের দ্বারা তৃপ্ত করছ। যাদের ছাড়া কেউ কোন কাজ করতে সমর্থ হয় না ; সে তোমরা আমাদের সুখকর হও ও সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৬ ॥ যে পাপ (অথবা তার ফল দুঃখ) আমাকে সব দিক দিয়ে দগ্ধ করছে, যে যে পাপের দ্বারা অন্য পাপ করা হয়েছে, পুরুষপ্রেরিত পাপের মত দৈব যে পাপ আমাকে দগ্ধ করছে, সে সকল পাপ ও তার ফলরূপ দুঃখের অপনোদনের জন্য দ্যাবাপৃথিবীর মত আমি করছি। আমাদের প্রভুরূপে দ্যাবা-পৃথিবীকে পাবার জন্য আহ্বান করছি, তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ষষ্ঠ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'মন্বে বাম্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। সেরূপ সোমযাগে এ সূক্তের দ্বারা উদুম্বরী দ্বারা আজ্য-হোমের অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

মরুতাং মন্বে অধি মে ব্রুবন্তু প্রেমং বাজং বাজসাতে অবন্তু।
আশূনিব সুয়মানহ্ব ঊতয়ে তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
উৎসমক্ষিতং ব্যচন্তি যে সদা য আসিঞ্চন্তি রসমোষধীষু।
পুরো দধে মরুতঃ পৃশ্নিমাতৃংস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২ ॥
পয়ো ধেনূনাং রসমোষধীনাং জবমর্বতাং কবয়ো য ইন্বথ।
শগ্মা ভবন্তু মরুতো নঃ স্যোনাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
অপঃ সমুদ্রাদ্ দিবমুদ্ বহন্তি দিবস্পৃথিবীমভি যে সৃজন্তি।
যে অদ্ভিরীশানা মরুতশ্চরন্তি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥
যে কীলালেন তর্পয়ন্তি যে ঘৃতেন যে বা বয়ো মেদসা সংসৃজন্তি।
যে অদ্ভিরীশানা মরুতো বর্ষয়ন্তি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥
যদীদিদং মরুতো মারুতেন যদি দেবা দৈব্যেনেদৃগার।
যূয়মীশিধ্বে বসবস্তস্য নিষ্কৃতেস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥
তিগ্মমনীকং বিদিতং সহস্বন্মারুতং শর্ধঃ পৃতনাসূগ্রম্।
স্তৌমি মরুতো নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে মরুদ্গণ, আমাকে অধিক বল অর্থাৎ 'এ আমার অনুগ্রাহ্য' একথা বল। অন্ন লাভের জন্য এ অন্ন আমাদের জন্য রক্ষা কর (অথবা সংগ্রামে আমার বল রক্ষা কর)। সুশিক্ষিত অশ্বের মত সেব্য মরুদ্গণকে আহ্বান করছি (ভক্তের বশবর্তী বলে)। তারা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১ ॥ যে মরুদ্গণ সদা বর্ষধারাযুক্ত ক্ষয়রহিত মেঘ অন্তরিক্ষে বিস্তার করে, যারা ব্রীহিযবাদি ও তরু-গুল্মাদি ওষধিতে রস (বৃষ্টিজল) সিঞ্চন করে, সে পৃশ্নিমাত (পৃশ্নি মাধ্যমিকা বাক্ মাতা যাদের) মরুদ্গণকে সামনে ধারণ করছি, সে মরুদ্গণ সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ২ ॥ হে মরুদ্গণ, তোমরা ক্রান্তদর্শী হয়ে গাভীদের দুগ্ধ, ওষধিদের রস ও অশ্বদের বেগ ব্যাপ্ত কর। সর্ব কার্যে সমর্থ সে মরুদ্গণ আমাদের সুখকর হোক এবং সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩ ॥ যে মরুদ্গণ সমুদ্রের কাছ থেকে জল (মেঘের দ্বারা) অন্তরিক্ষে প্রেরণ করায়, তারপর অন্তরিক্ষ থেকে পৃথিবীর উপর সে জল নিক্ষেপ করে, জলের নিয়ামক হয়ে যে মরুদ্গণ এভাবে বিচরণ করে, সে মরুদ্গণ সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৪ ॥ যে মরুদ্গণ অন্নের দ্বারা (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা) এবং জলের দ্বারা জনগণকে তৃপ্ত করে, যারা বয়স (অথবা পক্ষিদের) মেদযুক্ত করে (ভূমি, বায়ু, জল ও তেজের পরিণাম-বিশেষে পুরুষের শরীরে মেদ জন্মে), জলের নিয়ামক যে মরুদ্গণ সর্বদিকে বর্ষণ করে, সে মরুদ্গণ সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫ ॥ হে মরুদ্গণ, মরুদ্বিষয়ক অপরাধে আমরা যদি এরূপ দুঃখ পেয়ে থাকি, হে দেবগণ, দৈব অপরাধে যদি আমাদের এরূপ দুঃখ (বা পাপ) হয়ে থাকে, সে দুঃখ (বা পাপের) পরিহারের জন্য হে নিবাসহেতু মরুদ্গণ, তোমরা তার নিয়ামক হও, সকল পাপ থেকে তোমরা

আমাদের মুক্ত কর। ৬ ॥ তীক্ষ্ম সপ্তগণরূপ প্রসিদ্ধ পরাভবকারী মরুদ্গণের বল সংগ্রামে দুঃসহ হয়, প্রভুরূপে পাবার জন্য সে মরুদ্গণের আমরা স্তুতি করছি, তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। বৈতানসূত্রে বলা হয়েছে সাকমেধপর্ব গৃহমেধযাগে এ মন্ত্রগুলির অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

তৃতীয় সূক্ত

ভবাশর্বৌ মন্বে বাং তস্য বিত্তং যয়োর্বামিদং প্রদিশি যদ্ বিরোচতে।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১ ॥
যয়োরভ্যধ্ব উত যদ্ দূরে চিদ্ যৌ বিদিতাবিষুভৃতামসিষ্ঠৌ।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২ ।
সহস্রাক্ষৌ বৃত্রহণা হুবেহহং দূরেগব্যূতী স্তুবন্নেমুগ্রৌ।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩ ॥
যাবারেভাথে বহু সাকমগ্রে প্র চেদস্রাষ্ট্রমভিভাং জনেষু।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪ ॥
যয়োর্বধান্নাপপদ্যতে কশ্চনান্তর্দেবেষূত মানুষেষু।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫ ॥
যঃ কৃত্যাকৃন্মূলকৃদ্ যাতুধানো নি তস্মিন্ ধত্তং বজ্রমুগ্রৌ।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬ ॥
অধি নো ব্রূতং পৃতনাসুগ্রৌ সং বজ্রেণ সৃজতং যঃ কিমীদী।
স্তৌমি ভবাশর্বৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভব ও শর্ব (উৎপাদক ও বিনাশক দেব-মূর্তিদ্বয়), তোমাদের দুজনের মহত্ব আমি জানি। তোমাদের প্রশাসনে এ সমগ্র জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ গবাদির যারা ঈশ্বর, সে ভব ও শর্ব-দেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১ ॥ ভব ও শর্বদেবের দূরে ও নিকটে যা কিছু আছে, সে সকল তাদের দুজনের প্রশাসনে বর্তমান। যারা দুজন সকলের বিদিত, ধনুতে আরোপিত বাণের যারা কর্তা ও ক্ষেপণকারী, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের যারা ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ২ ॥ সহস্রাক্ষ, বৃত্রহন্তা, গোসঞ্চরণদেশ থেকে দূরে বর্তমান, প্রশস্ত রথযুক্ত, ভব ও শর্বদেবকে আমি আহ্বান করছি। যারা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩ ॥ হে ভব ও শর্বদেব, সৃষ্টির আদিতে তোমরা দুজন বহুপ্রাণীর সহভাব উৎপন্ন করেছ, তাদের মধ্যে অতিদীপ্ত শত্রুদের পাপ অনুসারে তোমরা সৃষ্টি করেছ। যারা দুজন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৪ ॥ যাদের হনন-সাধন আয়ুধ থেকে দেবতা ও মানুষ কেউ বাদ পড়ে না, যারা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদের সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫ ॥ কৃত্যার দ্বারা ছেদনকারী ও বংশবৃদ্ধির মূল অপত্যদের ছেদনকারী—উভয়বিধ রাক্ষসদের প্রতি হে উগ্র ভব ও শর্বদেব, তোমাদের বজ্র নিক্ষেপ কর। যারা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত

করুক। ৬ ॥ হে উগ্র দুষ্প্রধর্ষ ভব ও শর্বদেব, আমাদের শ্রেয় বিষয়ে অধিক বল, সংগ্রামে আমাদের শত্রুদের বজ্রের সাথে যুক্ত কর এবং 'কি উৎপন্ন হয়েছে, কি উৎপন্ন হয়েছে' বলে যারা রন্ধ্রান্বেষণকারী হিংসক রাক্ষস, তাদেরও তোমাদের আয়ুধের দ্বারা যুক্ত কর। আমাদের প্রভুরূপে ভব ও শর্বদেবকে পাবার জন্য তাদের স্তুতি করছি, তারা দুজন সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ভবাশর্বৌ মন্বে বাং'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সকল ব্যাধির চিকিৎসা-কর্মে জলপূর্ণ সাতটি কাম্পীলপুট অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে সিঞ্চন করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

মন্বে বাং মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ সচেতসৌ দ্রুহ্বণো যৌ নুদেথে।
প্র সত্যাবানমবথো ভরেষু তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১ ॥
সচেতসৌ দ্রুহ্বণো যৌ নুদেথে প্র সত্যাবানমবথো ভরেষু।
যৌ গচ্ছথো নৃচক্ষসৌ বভ্রুণা সুতং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২ ॥
যাবঙ্গিরসমবথো যাবগস্তিং মিত্রাবরুণা জমদগ্নিমত্রিম্।
যৌ কশ্যপমবথো যৌ বসিষ্ঠং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩ ॥
যৌ শ্যাবাশ্বমবথো বধ্র্যশ্বং মিত্রাবরুণা পুরুমীঢ়মত্রিম্।
যৌ বিমদমবথঃ সপ্তবধ্রিং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪ ॥
যৌ ভরদ্বাজমবথো যৌ গবিষ্ঠিরং বিশ্বামিত্রং বরুণ মিত্র কুৎসম্।
যৌ কক্ষীবন্তমবথঃ প্রোত কণ্বং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫ ॥
যৌ মেধাতিথিমবথো যৌ ত্রিশোকং মিত্রাবরুণাবুশনাং কাব্যং যৌ।
যৌ গোতমমবথঃ প্রোত মুদ্গলং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬ ॥
যয়ো রথঃ সত্যবর্ত্মর্জুরশ্মির্মিথুয়া চরন্তমভিয়াতি দূষয়ন্।
স্তৌমি মিত্রাবরুণৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ঋতুবর্ধক সমানচিত্ত মিত্র ও বরুণ, তোমাদের দুজনের মাহাত্ম্য আমি জানি। তোমরা দগ্ধকারীদের স্থান থেকে বিচ্যুত করে থাক এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষদের সংগ্রামে রক্ষা করে থাক। তোমরা দুজন সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ১ ॥ সমানচিত্ত হে মিত্রাবরুণ, তোমরা দগ্ধকারীদের স্থান থেকে বিচ্যুত করে থাক এবং সত্যপ্রতিজ্ঞদের সংগ্রামে রক্ষা করে থাক। দিন ও রাতের অভিমানী দেবতা, মানুষের সকল কাজের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা মিত্র ও বরুণ পীতবর্ণ রথাদি যানে অভিষুত সোমের প্রতি গমন করে। তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ২ ॥ হে মিত্রাবরুণ, যে তোমরা অঙ্গিরা মহর্ষিকে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বসিষ্ঠ ঋষিদের রক্ষা করেছ, সে তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৩ ॥ হে মিত্রাবরুণ, তোমরা দুজন শ্যাবাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পুরুমীঢ়, অত্রি, বিমদ ও সপ্তবধ্রি ঋষিদের রক্ষা করেছ, তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা দুজন ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষীবান ও কণ্ব ঋষিদের রক্ষা করেছ ; তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা মেধাতিথি, ত্রিশোক, কাব্য উশনা, গোতম ও মুদ্গল ঋষিদের রক্ষা করেছ ; তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৬ ॥ যে মিত্রাবরুণের রথ সত্যের পথে চলে, অকুটিল যার রশ্মিগুলি এরূপ রথ মিথ্যাচারী (অবিহিতমার্গে

বর্তমান) পুরুষদের বাধা দিয়ে অগ্রসর হয়, সে মিত্র ও বরুণকে প্রভুরূপে পাবার জন্য আমরা স্তুতি করছি ; তোমরা দুজন সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। মিত্র ও বরুণদেবের স্তুতিমূলক এ সূক্ত। ১ম মন্ত্রে 'ঋতাবৃধৌ'—শব্দে সত্য, জল বা যজ্ঞের যারা বর্ধনকারী। 'ঋতস্য সত্যস্য উদকস্য যজ্ঞস্য বা বর্ধয়িতারৌ'—সায়ণ। অন্যান্য সূক্তে ঋষিদের নামের সুন্দর ব্যাখ্যা ভাষ্যে আছে, গ্রন্থ-বিস্তৃতি ভয়ে এখানে দেয়া হলো না।

পঞ্চম সূক্ত

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তঃ ॥ ২ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত মানুষাণাম্।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৩ ॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধেয়ং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৫ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণা হবিষ্মতে সুপ্রাব্যা যজমানায় সুন্বতে ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিম্না সং বভূব ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ (সচ্চিৎসুখাত্মক পর ব্রহ্মকে নিজরূপে জেনে অম্ভৃণ-মহর্ষির দুহিতা বাক্-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী নিজেকে সর্বাত্মভাবে স্তুতি করছেন। বিশুদ্ধসত্ত্বের পরিণামরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ অভিমানাত্মক অহংকার। তাতে অনবচ্ছিন্নাত্মিকা) আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসুগণের সাথে অভিন্নরূপে বিচরণ করি। সেরূপ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সাথে অভিন্নরূপে আমি বর্তমান। (একই ব্রহ্মের সে সে উপাধির অবচ্ছেদে বসু প্রভৃতি দেবতারূপে ভেদ-প্রতীতি হয়। বস্তুত একই ব্রহ্ম—এ অনুসন্ধান করে ব্রহ্মবাদিনী এরূপ বলছেন। আমিই পরব্রহ্মাত্মিকা মিত্র ও বরুণদেবকে ধারণ করি, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমিই ধারণ করি এবং উভয় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও আমিই ধারণ করি। (আমার স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সকল জগৎ শুক্তিতে রজতের ন্যায় দেখা যাচ্ছে। মায়া জগদাকারে বিবর্ত হয়। তার আধাররূপে নির্লিপ্ত ব্রহ্মের পূর্বোক্ত সব কিছু সঙ্গত হয়)। ১ ॥ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মিকা আমি সমগ্র দৃশ্যপ্রপঞ্চের নিয়ন্ত্রী। আমি ধনদাত্রী (উপাসকদের ফলপ্রাপিকা)। সাক্ষাৎকর্তব্য ব্রহ্মের আমি আত্মরূপে সাক্ষাৎ করেছি, অতএব যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমি মুখ্যা। বহুভাবে প্রপঞ্চাত্ম-রূপে অবস্থিত সেরূপ আমাকে, উপাসকদের বহু ফল-প্রাপক দেবগণ বহুস্থানে স্থাপন করেছে। (উক্ত

প্রকার বিশ্বাত্মরূপে অবস্থিত হওয়ায় দেবতারা যা যা করছে, সে সকল আমাকেই করছে)। ২ ॥ আমি নিজেই এ অপরোক্ষ অনুভূয়মান বস্তু লোকহিতের জন্য উপদেশ করছি, তা ইন্দ্রাদি দেবতা ও মানুষদের অত্যন্ত প্রিয়। (অথবা দেবতা ও মানুষদের সেবিত এ বক্ষ্যামাণ আমার মাহাত্ম্য আমি স্বয়ং বলছি অর্থাৎ প্রকট করছি)। যে যে পুরুষকে রক্ষা করতে আমি ইচ্ছা করি, সে সকল পুরুষকে আমি উগ্র করি অর্থাৎ দুষ্প্রধর্ষ করি (অথবা জগতের নির্মাণ-সমর্থ ঈশ্বর করি)। তাকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, অতীন্দ্রীয়দর্শী ঋষি ও শোভনপ্রজ্ঞ (সুমেধা) করে, থাকি। ৩ ॥ ভোজন-কারী যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে (ভোক্তৃশক্তিরূপা) আমার দ্বারাই অন্ন ভক্ষণ করে। সেরূপ যে জন বিবিধ জগৎ সাক্ষাৎ করে শ্বাস-প্রোচ্ছ্বাস গ্রহণ করে, উক্ত স্বরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গ্রহণ করে, তারা সকলে সে সে শক্তিরূপে বর্তমান আমার দ্বারাই সে সে ব্যাপার সম্পাদন করে। যারা এরূপ অন্তর্যামীরূপে স্থিত আমাকে জানে না, যারা আমার বিষয়ে জ্ঞানরহিত, তারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে বিশ্রুত সখা, আমার কথা শোন, আমি তোমাকে ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য পরতত্ত্ব-স্বরূপ উপদেশ করছি। ৪ ॥ ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষকারী হিংসক (ত্রিপুর-নিবাসী) অসুরগণের বধের জন্য আমি রুদ্রের ধনু জ্যাযুক্ত করেছি। আমিই স্তোতৃজনের জন্য সংগ্রাম করে থাকি, সেরূপ আমি অন্তর্যামীরূপে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রবেশ করে থাকি। ৫ ॥ আমি অভিষোতব্য সোম (অথবা শত্রুদের হন্তা দ্যুলোকে বর্তমান দেবতারূপ সোম) ধারণ করে থাকি। সেরূপ ত্বষ্টা, পূষা ও ভগদেবকে আমি ধারণ করি। সেরূপ হবি-যুক্ত, শোভন হবির দ্বারা দেবতাদের তর্পণকারী, ও সোমাভিষব-কারী যজমানের যাগফলরূপ ধন আমিই দিয়ে থাকি। ৬ ॥ এ দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উপরিভাগে সত্যলোকে প্রপঞ্চের জনক বিধাতাকে আমি উৎপন্ন করেছি, ব্যাপনশীল ধীবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্মচৈতন্য, সে হচ্ছে আমার যোনি (কারণ)। (অথবা সমুদ্রের জলের মধ্যে বড়বা ও বিদ্যুৎ রূপে যে তেজ আছে, তা হচ্ছে মাধ্যমিক বাক্-রূপা আমার কারণ)। সে তেজ-কারণ থেকে সকল ভূতজাত আমি প্রকাশ করে থাকি। আর ঐ দূরে বর্তমান দ্যুলোক প্রভৃতি ব্রহ্মে অধ্যস্ত সকল বিকারজাত কারণভূত মায়াত্মক দেহে আমি স্পর্শ করি। ৭ ॥ বায়ু যেমন অপরের দ্বারা প্রেরিত না হয়ে স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়, সেরূপ সকল ভূতজাত কার্যরূপে উৎপন্ন করে এক অনন্যসহায়া আমিই প্রবাহরূপে বর্তমান থাকি। আকাশ ও পৃথিবী সকল বিকারজাতের উপর বর্তমান (অসঙ্গ উদাসীন কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যরূপা) আমি মাহাত্ম্যে এরূপ সকল জগদাত্মরূপে অবস্থান করে থাকি। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা জাতকর্মে শঙ্খ পুষ্পিকা ও গন্ধপুষ্পিকা পিষ্ট করে অভিমন্ত্রিত করে হিরণ্যখণ্ডের দ্বারা খাওয়াতে হয়। সেরূপ এ কর্মে এ সূক্তের দ্বারা শঙ্খনাভিও পিষ্ট করে হিরণ্যখণ্ডের দ্বারা খাওয়াতে হয়। সেরূপ মেধাজননের জন্য শিশু যখন প্রথম কথা বলে, মায়ের ক্রোড়স্থ শিশুর এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে তালুগুলি পেতে দিতে হয়। সেরূপ দধি ও মধু একত্র করে এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে খাওয়াতে হয়। সেরূপ উপনয়ন কর্মে দণ্ড প্রদানের পর এ সূক্ত মাণবককে পড়াতে হয়। সেরূপ আয়ুষ্কাম ব্যক্তি উক্ত পাঁচটি কাজ করবে। [ইহা বেদের আধ্যাত্মিক 'দেবীসূক্ত' বলে প্রসিদ্ধ। এর ব্যাখ্যা বহুস্থানে আছে, এখানে সায়ণাচার্যের অনুসারে অনুবাদ করা হলো।]

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণা হৃষিতাসো মরুত্বন্‌ ।
তেগ্মষব আয়ুধা সংশিশানা উপ প্র যন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ॥ ১ ॥
অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি ।
হত্বায় শত্রূন্‌ বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২ ॥
সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মৈ রুজন্‌ মৃণন্‌ প্রমৃণন্‌ প্রেহি শত্রূন্‌ ।
উগ্রং তে পাজো নম্বা ররুধ্রে বশী বশং নয়াসা একজ ত্বম্‌ ॥ ৩ ॥
একো বহূনামসি মন্য ঈড়িতা বিশংবিশং যুদ্ধায় সং শিশাধি ।
অকৃত্তরুক্‌ ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমন্তং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মসি ॥ ৪ ॥
বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবোঽস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ ।
প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্ম তমুৎসং যত আবভূথ ॥ ৫ ॥
আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষি সহভূত উত্তরম্‌ ।
ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি ॥ ৬ ॥
সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং ধত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ ।
ভিয়ো দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ন্তাম্‌ ॥ ৭॥

অনুবাদ ঃ হে ক্রোধাভিমানী দেবতা, তোমার দ্বারা রথের সাথে শত্রুদের পীড়া দিয়ে সহর্ষে ও সরোষে তীক্ষ্ণশর আয়ুধগুলি তীক্ষ্ণ করে আমাদের লোকেরা, হে মরুৎ, তোমার প্রসাদে অগ্নির মত দুষ্প্রধর্ষ হয়ে শত্রুর দিকে যাক অর্থাৎ অগ্নির মত তাদের দগ্ধ করুক। ১ ॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, অগ্নির মত প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের শত্রুদের পরাভূত কর। হে সহনশীল, আমাদের সেনাধিপতি হয়ে সংগ্রামে সাহায্যের জন্য আহূত হও। আমাদের শত্রুদের বধ করে তোমার ধন আমাদের ভাগ করে দাও, আবার বল লাভ করে সংগ্রামকারী শত্রুদের বিনাশ কর। ২ ॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, এ রাজার শত্রুকে পরাভূত কর। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বল ভেঙ্গে দিয়ে, হিংসা করে, নাশ করে আমাদের শত্রুর প্রতি যাও। তোমার তীক্ষ্ণ বল কেউ আবৃত করতে পারে না। হে একাকীজাত (অসহায়োৎপন্ন), সকলের বশয়িতা স্বতন্ত্র তুমি সকল জনকে তোমার অধীন করেছ। ৩ ॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তুমি একাকী বহু শত্রুর নিরসনে পর্যাপ্ত হও। আমাদের সকল সেনাকে তীক্ষ্ণ কর। হে অচ্ছিন্নদীপ্তি-সম্পন্ন দেব, তোমার সাহায্যে আমরা জয়ের জন্য দীপ্ত শব্দ করব। ৪ ॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, তুমি জয়শীল ইন্দ্রের মত পুরাতন জয়কৌশলের বক্তারূপে সংগ্রামে আমাদের পালক হও। হে সহনশীল, তোমার প্রিয় নাম আমরা স্তব করছি, যে স্থান থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ, সে অমৃতধারাযুক্ত স্থান আমরা জানি। ৫ ॥ অভিভবের সাথে সহজাত, বজ্রের মত অকুণ্ঠিত শক্তি, শত্রুদের অন্তকর হে ক্রোধাভিমানী দেব, তুমি উদ্গততর বল ধারণ করেছ। হে আত্মার সাথে উৎপন্ন, বহু যজমানের আহূত ক্রোধাভিমানী দেব, কর্মের সাথে বহুধনপ্রাপক সংগ্রাম বিষয়ে আমাদের প্রতি স্নিগ্ধ হও। ৬ ॥ বরুণ ও ক্রোধাভিমানী দেব, উভয়ে উভয়বিধ ধন একত্র করে এনে আমাদের দিক। আমাদের শত্রুরা মনে ভয় পেয়ে পরাজিত হয়ে স্বস্থান থেকে লুকিয়ে থাকুক ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ ১—৭। সপ্তম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'ত্বয়া মন্যো' ইত্যাদি সূক্ত-

দুটি নিজ ও শত্রুসেনার মধ্যে থেকে উভয় সেনা নিরীক্ষণ করে জপ করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা ভাঙ্গপাশা মৌঞ্জপাশা বা আমপাত্র অভিমন্ত্রিত করে শত্রুসেনার সঞ্চরণস্থলে নিক্ষেপ করতে হবে। সেরূপ জয়পরাজয় কর্ম-বিজ্ঞানে শরতৃণ উভয় সেনার মধ্যে এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে আঙ্গিরস অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করতে হবে। যে পক্ষের সেনাদের ধূম ব্যাপ্ত করে, তার পরাজয় হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

যস্তে মন্যোঽবিধদ্ বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা বয়ং সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১ ॥
মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেব মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুর্বিশ ঈড়তে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥ ২ ॥
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়ান্ তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভর ত্বং নঃ ॥ ৩ ॥
ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ম্ভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ।
বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহীয়ানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি ॥ ৪ ॥
অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ।
তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীডাহং স্বা তনূর্বলদাবা ন এহি ॥ ৫ ॥
অয়ং তে অস্ম্যুপ ন এহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বদাবন্।
মন্যো বজ্রিন্নভি ন আ ববৃৎস্ব হনাব দস্যূংরুত বোধ্যাপেঃ ॥ ৬ ॥
অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভব নোধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি।
জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভাবুপাংশু প্রথমা পিবাব ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন্যু (ক্রোধাভিমানী দেব), যে পুরুষ তোমার পরিচর্যা করে, হে বজ্রের মত অকুণ্ঠিতশক্তি, শত্রুদের অন্তকর মন্যু, সে পুরুষ শত্রু-বিনাশক বল ও অন্য শত্রুজয়াদিরূপ কার্যের পোষণ করে। তোমার সাহায্যে উপক্ষপয়িতা অসুর ও তাদের শত্রুদের আমরা পরাভব করব। তুমি বলের সাথে উৎপন্ন, শত্রুর পরাভবকারী ও বলযুক্ত। ১ ॥ (ইন্দ্রাদির ইন্দ্রত্ব পরাভিভবনিমিত্ত মন্যুর প্রসাদে —এজন্য সর্বাত্মরূপে তার স্তুতি করা হচ্ছে)। মন্যুই (ক্রোধাভিমানী দেব) ইন্দ্র, মন্যু অন্য সকল দেবরূপ হয়। দেবগণের আহ্বাতা অগ্নিও মন্যুই। জাতবেদা বরুণও মন্যু। মানুষ প্রজাগণ মন্যুকে স্তুতি করে, ইন্দ্রাদিকে নয় (মন্যুর ইন্দ্রাদির সাথে একত্র অবস্থান বলে)। হে মন্যু, তুমি সন্তাপের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। ২ ॥ হে মন্যু, তুমি আমাদের অভিমুখে যাও। প্রবৃদ্ধ থেকে প্রবৃদ্ধতর হয়ে সন্তাপের সাথে আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। অমিত্রের হন্তা, আবেষ্টক শত্রুর হন্তা, উপক্ষপয়িতা শত্রুর হন্তা হয়ে সকল ধন আমাদের জন্য আন। ৩ ॥ হে মন্যু, তুমি পরাভবকর বলযুক্ত, স্বয়ংজাত, ক্রুদ্ধ শত্রুদের সহ্যকারী, সকলের দ্রষ্টা (অথবা মানুষেরা যার বশীভূত), সহনশীল, সোঢ়ৃতম—তুমি সংগ্রামে আমাদের বল স্থাপন কর। ৪ ॥ হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত মন্যু, মহান তোমার কর্মের সাথে ভাগরহিত হয়ে আমি যুক্ত থেকে চলে এসেছি। হে মন্যু, তোমার সন্তোষকর কর্মবর্জিত আমি তোমার ক্রোধ উৎপন্ন করেছি। এখন স্বকীয় শরীর-ভূত তুমি আমাদের বলদাতা হয়ে এস (অথবা আমাদের শরীরে বলের দাতা হয়ে এস)। ৫ ॥ হে মন্যু, তোমার ভৃত্য আমি, আমাদের কাছে এস। আমাদের

অভিমুখ হয়ে শত্রুর প্রতি গিয়ে, হে সহনশীল, সকল ফলের দাতা, বজ্রযুক্ত মন্যু আমাদের সামনে ফিরে এস। আমাদের শত্রুদের আমরা বিনাশ করব। তোমার রক্ষণীয় বন্ধু বলে আমাকে মনে কর। ৬ ॥ হে মন্যু আমাদের দিকে এস, আমাদের দক্ষিণ ভাগে অবস্থান কর। তারপর বহু শত্রুদের আমরা বিনাশ করব। হে মন্যু, তোমার উদ্দেশে রক্ষিত, মধুর রসযুক্ত, সোমের সারভূত রস প্রদান করছি। আমরা দুজন সকলের আগে অন্যের অলক্ষিতে সোমপান করব। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। পূর্বসূক্তের মত এ সূক্তের বিনিয়োগ।

তৃতীয় সূক্ত

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্‌।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ১ ॥
সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ২ ॥
প্র যদ্‌ ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ৩ ॥
প্র যৎ তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্‌।
অপঃ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ৪ ॥
প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ৫ ॥
ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ৬ ॥
দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ৭ ॥
স নঃ সিন্ধুমিব নাবাতি পর্ষা স্বস্তয়ে।
অপ নঃ শোশুচদঘম্‌ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। তুমি আমাদের ধন সমৃদ্ধ কর। ১ ॥ শোভন ক্ষেত্র, শোভন মার্গ ও ধনের ইচ্ছায় হে অগ্নি, তোমাকে আমরা হবির দ্বারা তুষ্ট করছি। তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ২ ॥ এ স্তোতৃদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ স্তোতা, আমাদের অভিজ্ঞ পুত্রাদিও তোমার স্তুতিকারী, অতএব হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার স্তোতৃগণ যেহেতু তোমার অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়েছে, অতএব বিদ্বান আমরা তোমার স্তুতির দ্বারা পুত্র-পৌত্রাদির সাথে সমৃদ্ধ হবো। হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৪ ॥ বলবান অগ্নির দীপ্তি-সকল যেহেতু সকল দিক দিয়ে আমাদের হিতের জন্য প্রবর্তিত হচ্ছে, অতএব সে আগ্নেয় তেজে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৫ ॥ হে সর্বতোমুখ অগ্নি, তুমি সব দিকে ব্যেপে আছ, এ সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত। অতএব তোমার আজ্ঞায় আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৬ ॥ হে বিশ্বতোমুখ অগ্নি, নৌকার দ্বারা সমুদ্রের মত আমরা শত্রুদের যেন পার হতে পারি, তোমার প্রসাদে ভয়কারণ আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৭ ॥ হে অগ্নি, উক্ত গুণসম্পন্ন তুমি নৌকার দ্বারা সমুদ্রের মত মঙ্গলের

জন্য আমাদের সকল পাপের পার কর। তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'অপ নঃ শোশুচৎ অঘং' ইত্যাদি সূক্তে শান্ত্যুদক কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ স্ত্রীদের পুরুষবিষয়ে এবং পুরুষদের স্ত্রীবিষয়ে আসক্তি-নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের দ্বারা অসংখ্য শর্করা অভিমন্ত্রিত করে কাম্যমান পুরুষ বা স্ত্রীর গৃহে ছড়িয়ে দিতে হবে; অথবা হস্তে ধারণ করে জপ করতে হবে। সেরূপ দুষ্ট পক্ষী-দর্শনে, কাকমৈথুনাদি বিরুদ্ধ দর্শনে এবং অদ্ভুতদর্শনে এ সূক্তের জপ করতে হবে। সেরূপ শবদাহের পর কোন দিকে না চেয়ে বান্ধবগণের সাথে যেতে যেতে কর্তা জপ করবে। এ কর্মে স্নান-সময়ে ব্রহ্মা এ সূক্ত জপ করবে এবং স্নানের পর গৃহে এসে এ সূক্তের দ্বারা কর্তা শ্যামাকী সমিধ ধারণ করবে।

চতুর্থ সূক্ত

ব্রহ্মাস্য শীর্ষং বৃহদস্য পৃষ্ঠং বামদেব্যমুদরমোদনস্য।
ছন্দাংসি পক্ষৌ মুখমস্য সত্যং বিষ্টারী জাতস্তপসোঽধি যজ্ঞঃ ॥ ১ ॥
অনস্থাঃ পূতাঃ পবনেন শুদ্ধাঃ শুচয়ঃ শুচিমপি যন্তি লোকম্।
নৈষাং শিশ্নং প্র দহতি জাতবেদাঃ স্বর্গে
লোকে বহু স্ত্রৈণমেষাম্ ॥ ২ ॥
বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনানবর্তিঃ সচতে কদা চন।
আস্তে যম উপ যাতি দেবান্ত্সং গন্ধর্বৈর্মদতে সোম্যেভিঃ ॥ ৩ ॥
বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনান্ যমঃ পরি মুষ্ণাতি রেতঃ।
রথী হ ভূত্বা রথযান ঈয়তে পক্ষী হ ভূত্বাতি দিবঃ সমেতি ॥ ৪ ॥
এষ যজ্ঞানাং বিততো বহিষ্ঠো বিষ্টারিণং পক্ত্বা দিবমা বিবেশ।
আণ্ডীকং কুমুদং সং তনোতি বিসং শালূকং শফকো মুলালী।
এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা
উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৫ ॥
ঘৃতহ্রদা মধুকূলাঃ সুরোদকাঃ ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না।
এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা
উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৬ ॥
চতুরঃ কুম্ভাংশ্চতুর্ধা দদামি ক্ষীরেণ পূর্ণাঁ উদকেন দধ্না।
এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা
উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৭ ॥
ইমমোদনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু বিষ্টারিণং লোকজিতং স্বর্গম্।
স মে মা ক্ষেষ্ট স্বধয়া পিন্বমানো বিশ্বরূপা ধেনুঃ
কামদুঘা মে অস্তু ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মশব্দ-বাচ্য রথন্তর সাম এ ওদনের মস্তক, বৃহৎসাম এ ওদনের পৃষ্ঠভাগ, বামদেব্য (বামদেবের দ্বারা দৃষ্ট) সাম এর উদর, গায়ত্র্যাদি ছন্দগুলি এর দুটি পক্ষ, সত্য নামক সাম (অথবা পরব্রহ্ম) হচ্ছে এর মুখ, বিস্তৃত অবয়ব-বিশিষ্ট এ সবযজ্ঞ যজ্ঞদানাদি অন্য তপস্যা অপেক্ষা আধিক্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। ১ ॥ অস্থি প্রভৃতি ষাট্-কৌশিক শরীর এদের নেই অর্থাৎ অমৃতময় শরীর, অতএব অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী বায়ুর দ্বারা পবিত্রীকৃত, নির্মল, দীপ্যমান সবযজ্ঞের কর্তারা দেহাবসানে দীপ্যমান

জ্যোতির্ময় লোক প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে অবস্থিত এদের ভোগসাধন শিশ্ন ইন্দ্রিয় জাতবেদা অগ্নি দগ্ধ করে না। অর্থাৎ নিবীর্য করে না। সুকৃতফলোপভোগস্থানে এ সুকৃতিদের ভোগের জন্য বহু স্ত্রী আছে। ২ ॥ বিস্তৃত ওদন পাক করে যে যজমানরা ব্রাহ্মণদের দেয়, এ যজমানদের কখন দারিদ্র্য স্পর্শ করে না। সে সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দেহাবসানে পিতৃগণের অধিপতি যমের কাছে পূজিত হয়ে সুখে বাস করে এবং তার অনুজ্ঞাত হয়ে দেবতাদের কাছে যায়। সেরূপ সোমপাল বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বদের সাথে অমৃতময় সোমপানে হৃষ্ট হয়। ৩ ॥ যারা ওদন পাক করে ব্রাহ্মণদের দেয়, সে সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতাদের যম কখন রেতোহীন করে না। সে সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ভূলোকে যাবজ্জীবন রথারূঢ় হয়ে সঞ্চরণ করে। অন্তরিক্ষলোকে পক্ষযুক্ত হয়ে সে লোক অতিক্রম করে সে সে ভোগস্থানে ভোগ লাভ করে। ৪ ॥ এ বিস্তৃত সবযজ্ঞ সকল যজ্ঞের মধ্যে বোঢ়ৃতম। শির-পৃষ্ঠ প্রভৃতি অবয়ব কল্পনা দ্বারা বিস্তারযুক্ত ওদন পাক করে যজমান তার ফলরূপ স্বর্গ লাভ করে। এ জগতে অণ্ডাকৃতি কন্দ থেকে উৎপন্ন কুমুদ, কৈরব, পদ্মকন্দ, উৎপলকন্দ, শফাকৃতি জলকন্দ, মৃণাল প্রভৃতি হ্রদাদিতে স্থাপন করে এর ফলভোগস্থান স্বর্গে কুমুদ, উৎপল, কমলযুক্ত মধুর জলযুক্ত ক্রীড়া-সরোবর লাভ করে। দধি, মধু, ঘৃতাদির দ্বারা পূর্ণ রসের ধারা স্বর্গলোকে মাধুর্যের মত সিঞ্চন করে তোমাকে লাভ করুক। ঘৃতাদি দ্রব্যের মধ্যে যা যা কামনা কর, সেগুলির দ্বারা পূর্ণ হয়ে (ঘৃতহ্রদ, মধুকূল, সুরোদক প্রভৃতি) বহুবিধ পুষ্করিণী তোমার সেবা করুক। ৫-৬ ॥ ক্ষীরাদি দ্রব্যপূর্ণ চারটি কলস পূর্বাদি চার দিকে আমি স্থাপন করছি। এ ক্ষীরাদির ধারা স্বর্গলোকে তোমাকে প্রাপ্ত হোক ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৭ ॥ এ পক্ব ওদন ব্রাহ্মণদের দিচ্ছি। বিস্তারযুক্ত স্বর্গাদির সাধন এ ওদন স্বর্গলোকে ক্ষীরাদি রসের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, যেন ক্ষয় না হয়। এ ওদন নানাবিধ ফলপ্রদা ধেনুর মত হয়ে অভিলাষিত ফল প্রদান করুক। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'ব্রহ্মাস্য শীর্ষং' ইত্যাদি সূক্ত ব্রহ্মমুখ ওদনযজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ সূক্তের দ্বারা চারদিকে হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি করে তাদের রসের দ্বারা পূরণ করে মন্ত্রোক্ত বিধানে কমলাদি স্থাপন করতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

যমোদনং প্রথমজা ঋতস্য প্রজাপতিস্তপসা ব্রহ্মণেঽপচৎ।
যো লোকানাং বিধৃতির্নাভিরেষাৎ তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ১ ॥
যেনাতরন্ ভূতকৃতোঽতি মৃত্যুং যমন্ববিন্দন্ তপসা শ্রমেণ।
যং পপাচ ব্রহ্মণে ব্রহ্ম পূর্বং তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ২ ॥
যো দাধার পৃথিবীং বিশ্বভোজসং যো অন্তরিক্ষমাপৃণাদ্ রসেন।
যো অস্তভ্নাদ্ দিবমূর্ধ্বো মহিম্না তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৩ ॥
যস্মান্মাসা নির্মিতাস্ত্রিংশদরাঃ সংবৎসরো যস্মান্নির্মিতো দ্বাদশারঃ।
অহোরাত্রা যং পরিযন্তো নাপুস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৪ ॥
যঃ প্রাণদঃ প্রাণদবান্ বভূব যস্মৈ লোকা ঘৃতবন্তঃ ক্ষরন্তি।
জ্যোতিষ্মতীঃ প্রদিশো যস্য সর্বাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৫ ॥
যস্মাৎ পক্কাদমৃতং সম্বভূব যো গায়ত্র্যা অধিপতির্বভূব।
যস্মিন্ বেদা নিহিতা বিশ্বরূপাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৬ ॥
অব বাধে দ্বিষন্তং দেবপীয়ুং সপত্না যে মেঽপ তে ভবন্তু।
ব্রহ্মৌদনং বিশ্বজিতং পচামি শৃণ্বন্তু মে শ্রদ্দধানস্য দেবাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ পরব্রহ্মের কাছ থেকে প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ নামক প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা যে ওদন নিজ কারণরূপ ব্রহ্মের জন্য পাক করেছিলেন, যে ওদন পৃথিব্যাদি লোকের ধারক, নাভির মত সকল লোকের বন্ধন-রূপ, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ১ ॥ প্রাণিদের কর্তা দেবগণ যে ওদনের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করেছিল, উপবাসাদি নিয়ম ও শরীর ক্লেশের দ্বারা যে ওদন লাভ করেছিল, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মা নিজ কারণরূপ ব্রহ্মের জন্য যে ওদন পাক করেছিল, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ২ ॥ যে ওদন সকল প্রাণীর ভোগ্যরূপ পৃথিবী ধারণ করেছে, যে ওদন আহুতিরূপে পরিণত নিজ রসের দ্বারা অন্তরিক্ষ-লোক পূর্ণ করেছে, যে ওদন স্বকীয় মহিমায় দ্যুলোক ধারণ করেছে, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৩ ॥ যে ব্রহ্মাত্মক ওদন থেকে দ্বাদশ মাস নির্মিত হয়েছে, ত্রিংশৎ সংখ্যক দিনগুলি যার কীলক-সদৃশ (রথচক্রের অবয়ব-বিশেষ), দ্বাদশ মাসাত্মক সংবৎসর যে ব্রহ্মাত্মক ওদন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, দিন ও রাত পরিবর্তিত হয়ে যে ব্রহ্মাত্মক ওদন লাভ করতে পারে না, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৪ ॥ যে ওদন মুমূর্ষুগণের প্রাণপ্রদ, যে ব্রহ্মাত্মক ওদনের উদ্দেশে সকল লোক ঘৃতধারাযুক্ত হয়ে ক্ষরিত হয়, যে ওদনের তেজে পূর্বাদি দিক্‌-সকল প্রশস্ত তেজোযুক্ত হয়, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৫ ॥ যে পক্ব (পাকের দ্বারা উৎপন্ন) ওদন থেকে দ্যুলোকস্থ অমৃত উৎপন্ন হয়েছে, যে ওদন গায়ত্রীছন্দের অধিদেবতা, যে ওদনে শাখাভেদে বিবিধরূপ ঋক্‌, যজু ও সামাদি বেদসকল নিহিত রয়েছে, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৬ ॥ আমি হিংসক শত্রুকে দূর করছি, দেবদ্বেষিদের বিনাশ করছি, আমার যারা শত্রু, তারা বিনষ্ট হোক। তার জন্য আমি সকলের জয়কারক ব্রহ্মৌদন (ব্রাহ্মণদের জন্য দেয় ওদন) পাক করছি। শ্রদ্ধাশীল আমার এ বাক্য দেবগণ শ্রবণ করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'যং ওদনং' ইত্যাদি সূক্ত অতিমৃত্যুসবে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ গাভীর যমক বৎস জন্মিলে তার শান্তিকর্মে এ সূক্তের দ্বারা গাভীর অভ্যুক্ষণ ও হোম করতে হয়।

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

তান্ত্সত্যৌজাঃ প্র দহত্বগ্নির্বৈশ্বানরো বৃষ।
যো নো দুরস্যাদ্ দিপ্সাচ্চাথো যো নো অরাতিয়াৎ ॥ ১ ॥
যো নো দিপ্সদদিপ্সতো দিপ্সতো যশ্চ দিপ্সতি।
বৈশ্বানরস্য দংষ্ট্রয়োরগ্নেরপি দধামি তম্ ॥ ২ ॥
য আগরে মৃগয়ন্তে প্রতিক্রোশেঽমাবাস্যে।
ক্রব্যাদো অন্যান্ দিপ্সতঃ সর্বাংস্তান্ত্সহসা সহে ॥ ৩ ॥
সহে পিশাচান্ত্সহসৈষাং দ্রবিণং দদে।
সর্বান্ দুরস্যতো হন্মি সং ম আকূতির্ঋধ্যতাম্ ॥ ৪ ॥
যে দেবাস্তেন হাসন্তে সূর্যেণ মিমতে জবম্।
নদীষু পর্বতেষু যে সং তৈঃ পশুভির্বিদে ॥ ৫ ॥

তপনো অস্মি পিশাচানাং ব্যাঘ্রো গোমতামিব।
শ্বানঃ সিংহমিব দৃষ্ট্বা তে ন বিন্দন্তে ন্যঞ্চনম্ ॥ ৬ ॥
ন পিশাচৈঃ সং শক্নোমি ন স্তেনৈর্ন বনর্গুভিঃ।
পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি যমহং গ্রামমাবিশে ॥ ৭ ॥
যং গ্রামমাবিশত ইদমুগ্রং সহো মম।
পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি ন পাপমুপ জানতে ॥ ৮ ॥
যে মা ক্রোধয়ন্তি লপিতা হস্তিনং মশকা ইব।
তানহং মন্যে দুর্হিতান্ জনে অল্পশয়ূনিব ॥ ৯ ॥
অভি তং নির্ঋতির্ধত্তামশ্বমিবাশ্বাভিধান্যা।
মল্বো যো মহ্যং ক্রুধ্যতি স উ পাশান্ন মুচ্যতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সত্য যার বল, বিশ্বজনের যিনি হিতকারী, সেচনসমর্থ অগ্নি সে শত্রুদের প্রকৃষ্টরূপে ভস্ম করুক, যে শত্রু আমাদের প্রতি দুষ্টের মত আচরণ করে, অর্থাৎ আমাদের অবিদ্যমান দোষ উদ্ভাবন করে, যে শত্রু আমাদের হিংসা করতে ইচ্ছা করে এবং যে শত্রু আমাদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে (তাদের দগ্ধ করুক)। ১ ॥ যে শত্রু হিংসা করতে অনিচ্ছুক আমাদের প্রতি হিংসা করে এবং হিংসাকামী আমাদের প্রতি যে হিংসা করে—এ উভয়বিধ শত্রুকে অগ্নির দুটি দাঁতের মধ্যে নিক্ষেপ করছি, তার দ্বারা পীড়িত হয়ে সে বিনষ্ট হোক। ২ ॥ যুদ্ধরঙ্গে মাংসভক্ষক যে পিশাচগণ আমাদের হিংসা করতে অন্বেষণ করছে, প্রতিকূল শত্রুদের জন্য অমাবস্যার অর্ধরাত্রকালে যে পিশাচগণ অপরের হিংসা করতে ইচ্ছা করে, সে সকল পিশাচদের মন্ত্রপ্রভাবজনিত বলের দ্বারা আমি অভিভূত করব। ৩ ॥ বলের সাথে মাংসভক্ষক রাক্ষসদের পরাভূত করছি, এ রাক্ষসদের বল গ্রহণ করে তাদের নষ্টবীর্য করছি। আমাদের সম্বন্ধে দুষ্ট আচরণ করতে চায় যারা, সে শত্রুদের আমি নাশ করছি। আমাদের ইষ্টফল-বিষয়ক সংকল্প সুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। ৪ ॥ ক্রীড়াশীল যে পিশাচরা আবিষ্ট পুরুষকে বিকৃত হাস্য করায়, যারা সূর্যের মত বেগে ব্যাপ্ত হয়, যারা নদী ও পর্বতের নির্জনস্থানে সঞ্চরণ করে, তাদের দ্বারা বিযুক্ত হয়ে অর্থাৎ তাদের কৃত প্রতিবন্ধক-রহিত হয়ে আমি গো-মহিষাদি পশু লাভ করব। ৫ ॥ গো-হিংসক ব্যাঘ্র যেমন গবাদিযুক্ত ব্যক্তির তাপক হয়, সেরূপ আমি মন্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসদের তাপক হয়েছি। সিংহ দেখে কুকুরেরা যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেরূপ সে পিশাচরা আমাদের মন্ত্রপ্রভাব দেখে অধোগতি লাভ করুক। ৭ ॥ পিশাচদের সাথে, গ্রামগত অথবা বনগামী চোরদের সাথে আমি কখনও মিলিত হবো না। যে গ্রামে আমি প্রবেশ করে বাস করব, সেখান থেকে পিশাচরা পলায়ন করুক। ৭ ॥ আমার এ উগ্র মন্ত্রপ্রভাব-জনিত বল যে গ্রামে প্রবেশ করে অবস্থান করে, সে গ্রাম থেকে পিশাচরা পালিয়ে যায়, সেখানে প্রবেশ করে না ; যদি প্রবেশ করে তবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য সেখানকার লোকেরা তাদের হিংসারূপ পাপ জানতে পারে না অর্থাৎ রক্ষঃপিশাচাদি কৃত কোন উপদ্রব তারা বুঝতে পারে না। ৮ ॥ মশক যেমন হস্তীর শরীরে সংক্রান্ত হয়ে তার ক্রোধ উৎপন্ন করে, সেরূপ যে পিশাচরা শরীরে সংক্রান্ত হয়ে আমার ক্রোধ উৎপন্ন করে, আমি তাদের দুর্হিত (দুষ্ট হননের বিষয়ীভূত) বলে মনে করি। লোকের সঞ্চারস্থলে অবস্থিত অল্পশয়ু (অতি ক্ষুদ্রকায় শয়নস্বভাব সঞ্চরাক্ষম কীট-বিশেষ) যেমন প্রাণিদের সঞ্চরণে বিনষ্ট হয়, সেরূপ সে পিশাচরা অনায়াসে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৯ ॥ অশ্বাভিধানী রজ্জুর দ্বারা যেমন অশ্ব বন্ধন করা হয়, সেরূপ পাপদেবতা নির্ঋতি সে শত্রুকে নিজের পাশের দ্বারা বন্ধন

করুক। যে শত্রু আমার ক্রোধ উৎপন্ন করে, সে শত্রু নির্ঋতির পাশে বদ্ধ হোক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। অষ্টম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'তান্ত্ সত্যৌজাঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ভূতগ্রহাদির উচ্চাটন কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ত্বয়া পূর্বমথর্বাণো জঘ্নূ রক্ষাংস্যোষধে।
ত্বয়া জঘান কশ্যপস্ত্বয়া কণ্বো অগস্ত্যঃ ॥ ১ ॥
ত্বয়া বয়মপ্সরসো গন্ধর্বাংশ্চাতয়ামহে।
অজশৃঙ্গ্যজ রক্ষঃ সর্বান্ গন্ধেন নাশয় ॥ ২ ॥
নদীং যন্ত্বপ্সরসোঽপাং তারমবশ্বসম্।
গুল্গুলূঃ পীলা নলদ্যৌক্ষগন্ধিঃ প্রমন্দনী।
তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৩ ॥
যত্রাশ্বত্থা ন্যগ্রোধা মহাবৃক্ষাঃ শিখণ্ডিনঃ।
তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৪ ॥
যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জুনা উত যত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি।
তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৫ ॥
এয়মগন্নোষধীনাং বীরুধাং বীর্যাবতী।
অজশৃঙ্গ্যরাটকী তীক্ষ্ণশৃঙ্গী ব্যৃষতু ॥ ৬ ॥
আনৃত্যতঃ শিখণ্ডিনো গন্ধর্বস্যাপ্সরাপতেঃ।
ভিনদ্মি মুষ্কাবপি যামি শেপঃ ॥ ৭ ॥
ভীমা ইন্দ্রস্য হেতয়ঃ শতমৃষ্টীরয়স্ময়ীঃ।
তাভির্হবিরদান্ গন্ধর্বানবকাদান্ ব্যৃষতু ॥ ৮ ॥
ভীমা ইন্দ্রস্য হেতয়ঃ শতমৃষ্টীর্হিরণ্যয়ীঃ।
তাভির্হবিরদান্ গন্ধর্বানবকাদান্ ব্যৃষতু ॥ ৯ ॥
অবকাদানভিশোচানপ্সু জ্যোতয় মামকান্।
পিশাচান্ সর্বানোষধে প্র মৃণীহি সহস্ব চ ॥ ১০ ॥
শ্বেবৈকঃ কপিরিবৈকঃ কুমারঃ সর্বকেশকঃ।
প্রিয় দৃশ ইব ভূত্বা গন্ধর্বঃ সচতে স্ত্রিয়স্তমিতো নাশয়ামসি
ব্রহ্মণা বীর্যাবতা ॥ ১১ ॥
জায়া ইদ্ বো অপ্সরসো গন্ধর্বাঃ পতয়ো যূয়ম্।
অপ ধাবতামর্ত্যা মর্ত্যান্ মা সচধ্বম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ হে ওষধি, তোমার দ্বারা পূর্বে অথর্বাণ মহর্ষিগণ রাক্ষসদের বিনাশ করেছে। সেরূপ কশ্যপ, কণ্ব ও অগস্ত্য ঋষি তোমার দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করেছে। অতএব আমিও তোমার ধারণ, হোম প্রভৃতির দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করছি। ১ ॥ হে ওষধি, তোমার দ্বারা আমরা আমাদের উপদ্রবকারী অপ্সরা ও গন্ধর্বদের নাশ করব। হে অজশৃঙ্গি (অজের শৃঙ্গের মত আকার-বিশিষ্ট যার ফল, সেরূপ ওষধি), তুমি রাক্ষসজাতিকে এ স্থান থেকে ক্ষেপণ কর, তোমার উগ্র গন্ধে রাক্ষস পিশাচাদির অদর্শন ঘটাও। ২ ॥ অপ্সরাগণ আমাদের এ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে নদী প্রভৃতি তাদের আবাসস্থলে যাক। নদী পার হবার জন্য লোকে

যেমন মাঝির কাছে যায়, সেরূপ গুগ্গুলু, পীলা, নলদী, ঔক্ষগন্ধি, প্রমন্দনী— এ পাঁচটি হোমদ্রব্যের প্রয়োগে ভীত হয়ে অপ্সরাগণ পলায়ন করুক। ৩॥ হে অপ্সরাগণ, আমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের প্রসিদ্ধ আবাসস্থলে যাও, গিয়ে নিরুদ্ধগতি হয়ে থাক। যেখানে অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষাদি মহাবৃক্ষ ও ময়ূরগণ আছে, সেখানে যাও। ৪॥ হে অপ্সরাগণ, তোমাদের ক্রীড়ার জন্য হরিৎ ও ধবলবর্ণ দোলা যেখানে নিবদ্ধ আছে, সেখানে যাও। সেরূপ যেখানে বাদ্যমান কর্করী (বাদ্যবিশেষ) তোমাদের নৃত্যের তালে শব্দ করে, সেখানে আমাদের অলক্ষ্যে যাও, গিয়ে নিরুদ্ধগতি হয়ে থাক। ৫॥ ওষধি, বীরুধ ও অন্য লতাদের মধ্যে অতিশয় বীর্যবতী এ অজশৃঙ্গী ওষধি আমাদের উপদ্রব নাশ করার জন্য এসেছে। হিংসকদের উচ্চাটন-কারিণী ও উগ্র গন্ধযুক্ত শৃঙ্গের মত ফলবিশিষ্ট সে অশ্বশৃঙ্গী রক্ষ-পিশাচাদির বিনাশ করুক। ৬॥ ময়ূরের মত নৃত্যকারী আমাদের হিংসক অপ্সরাপতি গন্ধর্বের অণ্ড ও শেপ আমরা চূর্ণ করব. তাতে তারা ভীত হয়ে পলায়ন করবে। ৭॥ ইন্দ্রের ভয়ংকর, শতধারাযুক্ত, লোহময়, হননসাধন বহু আয়ুধ আছে, তদের দ্বারা জলাশয়গত শৈবালভক্ষক গন্ধর্বদের ইন্দ্র বিনাশ করুক। ৮॥ ভয়ংকর, শতধারাযুক্ত, স্বর্ণময়, হননসাধন আয়ুধগুলির দ্বারা জলাশয়গত শৈবাল-ভক্ষক গন্ধর্বদের ইন্দ্র বিনাশ করুক। ৯॥ শৈবালভক্ষক, শোকপ্রাপক, আমাদের গন্ধর্বদের জলের মধ্যে প্রকাশ করাও। হে ওষধি অজশৃঙ্গি, উপদ্রবকারী সকল পিশাচদের বিনাশ কর ও পরাভব কর। ১০॥ মায়াবী গন্ধর্বগণ কেউ কুকুরের আকৃতি, কেউ বানরের আকৃতি. কেউ সর্বত-কেশ কুমারের মত বিচিত্র আকৃতি প্রিয়দর্শন হয়ে স্ত্রীগণের কাছে যায়, তাদের আমরা অতিশয় বীর্যযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করব। ১১॥ হে গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ তোমাদের উপভোগ্যা স্ত্রী, তোমরা তাদের পতি, তাদের সাথে মিলিত হয়ে চলে যাও। তোমরা দেবজাতীয়, মরণশীল মানুষের সাথে মিলিত হয়ো না। ১২॥

টীকা ঃ ১-১২। এ সূক্তের দ্বারা সকল ভূতগ্রহ চিকিৎসার জন্য শমীপর্ণচূর্ণ শমীফলের মধ্যে করে অভিমন্ত্রিত করে গ্রহাবিষ্ট পুরুষকে খাওয়াতে হবে এবং অলংকারের সাথে ধারণ করাতে হবে। সেরূপ রোগীর গৃহে ছড়িয়ে রাখতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

উদ্ভিন্দতীং সংজয়ন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্।
গ্লহে কৃতানি কৃণ্বানামপ্সরাং তামিহ হুবে॥ ১॥
বিচিন্বতীমাকিরন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্।
গ্লহে কৃতানি গৃহ্লানামপ্সরাং তামিহ হুবে॥ ২॥
যায়ৈঃ পরিনৃত্যত্যাদদানা কৃতংগ্লহাৎ।
সা নঃ কৃতানি সীষতী প্রহামাপ্নোতু মায়য়া।
সা নঃ পয়স্বত্যৈতু মা নো জৈষুরিদং ধনম্॥ ৩॥
যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে শুচং ক্রোধং চ বিভ্রতী।
আনন্দিনীং প্রমোদিনীমপ্সরাং তামিহ হুবে॥ ৪॥
সূর্যস্য রশ্মীননু যাঃ সঞ্চরন্তি মরীচীর্বা যা অনুসঞ্চরন্তি।
যাসামৃষভো দূরতো বাজিনীবান্ত্সদ্যঃ সর্বান্ লোকান্ পর্যেতি রক্ষন্॥
স ন এতু হোমমিমং জুষাণোঽন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবান্॥ ৫॥

অন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবন্ কর্কীং বৎসামিহ রক্ষ বাজিন্ ।
ইমে তে স্তোকা বহুলা এহ্যর্বাঙিয়ং তে কর্কীহ তে মনোঽস্তু ॥ ৬ ॥
অন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবন্ কর্কীং বৎসামিহ রক্ষ বাজিন্ ।
অয়ং ঘাসো অয়ং ব্রজ ইহ বৎসাং নি বধ্নীমঃ ।
যথানাম ব ঈশ্মহে স্বাহা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ পণের দ্বারা ধনের আনয়নকারী, সম্যক্ জয়লাভকারী ও শোভন অক্ষক্রীড়াশীল দ্যূতক্রিয়ার অধিদেবতা অপ্সরাকে আমি স্তুতি করছি। দ্যূতক্রিয়া জয়ের জন্য দ্যূতজয়চিহ্ন (কৃত ত্রেতাদি শব্দবাচ্য অয়সংজ্ঞক) কৃতাদি-কারিণী অপ্সরাকে এই দ্যূতজয়কর্মে আমি আহ্বান করছি, সে এসে আমার জয়বিধান করুক। ১ ॥ একত্র নির্বাধ কোষ্ঠে তিন চারটি অক্ষ বিশেষরূপে মিলিত করে আবার জয়ের জন্য সেগুলি বহু কোষ্ঠে বিক্ষেপকারিণী শোভন অক্ষক্রীড়াশীলা অপ্সরাকে আমি স্তুতি করছি। (দ্যূতক্রিয়া জয়ের জন্য ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২ ॥ যে গন্ধর্ব-স্ত্রী গৃহ্যমাণ পণবন্ধ থেকে কৃত-নামক অয় (অক্ষগত সংখ্যাবিশেষ) লাভ করে অভিমত জয় প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে নৃত্য করে, সে আমাদের কৃত-শব্দবাচ্য চতুঃসংখ্যাযুক্ত অয় এনে প্রহন্তব্য অক্ষ ব্যামোহক শক্তিতে লাভ করুক। (একাদি পঞ্চ-সংখ্যান্ত অক্ষবিশেষকে 'অয়' বলে, তাদের চারটির নাম কৃত)। সে দ্যূতাধি-দেবতা দ্যূত জয় করে গবাদি ধনযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে আসুক। আমাদের পণরূপে কল্পিত এ ধন অপর কিতবেরা যেন অপহরণ না করে। ৩ ॥ যে গন্ধর্বস্ত্রী ইষ্টের জয় না হলে শোক, জয়ের জন্য ক্রোধ করে এবং দ্যূতসাধন অক্ষসমূহে প্রহৃষ্ট হয়, সে দ্যূতজনিত হর্ষযুক্তা, দ্যূতাসক্ত অপরের আনন্দদায়িনী অপ্সরাকে এ দ্যূতকর্মে জয়ের জন্য আমি আহ্বান করছি। ৪ ॥ যে অপ্সরাগণ সূর্যরশ্মির সাথে বিচরণ করে এবং সূর্যকিরণের প্রভা লক্ষ্য করে যারা সঞ্চরণ করে, যাদের সেচনসমর্থ পীত দূরে অন্তরিক্ষদেশে সঞ্চরণ করে সর্বদা উষার সাথে যুক্ত হয়, যে শীঘ্র সকল লোক পালন করার জন্য প্রতিদিবস পর্যাবর্তন করে, সে সূর্য অন্তরিক্ষগত সে-সকল অপ্সরাদের সাথে আমাদের হূয়মান হবির সেবা করে আমাদের কাছে আসুক। ৫ ॥ হে সূর্য, অন্তরিক্ষগত অপ্সরাদের সাথে হবিরূপ অন্নযুক্ত হয়ে এ স্থানে শুভ্র বৎসদের সমৃদ্ধ কর। তোমার ক্ষীর আজ্যাদির ধারাগুলি সমৃদ্ধ হোক। তুমিও আমাদের অভিমুখে এস। তোমার শুভ্র এ গাভী এ গোষ্ঠে অবস্থান করুক। তোমাকে নমস্কার করছি। ৬ ॥ হে সূর্য, অন্তরিক্ষগত অপ্সরাদের সাথে হবিরূপ অন্নযুক্ত হয়ে এ স্থানে শুভ্র বৎসদের সমৃদ্ধ কর। এ প্রদীয়মান ঘাস পুষ্টিকর হোক, এ গোষ্ঠে গাভীর পুষ্টিকর হোক। এ গোষ্ঠে দ্বাদশরজ্জুর দ্বারা বৎসদের বন্ধন করব, যাতে আমরা তাদের অধিপতি হতে পারি। এ হবি আহুত হোক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'উদ্ভিন্দতীং সংজয়ন্তীং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা দ্যূতজয়কর্মে অক্ষগুলি অভিমন্ত্রিত করে অক্ষক্রীড়া করতে হবে। সেরূপ গো-পুষ্টিকর্মে এ সূক্তের দ্বারা রজ্জুর সংস্কার করার বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

পৃথিব্যামগ্নয়ে সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ ।
যথা পৃথিব্যামগ্নয়ে সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ১ ॥

পৃথিবী ধেনুস্তস্যা অগ্নির্বৎসঃ।
সা মেঽগ্নিনা বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ২ ॥
অন্তরিক্ষে বায়বে সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথান্তরিক্ষে বায়বে সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৩ ॥
অন্তরিক্ষং ধেনুস্তস্যা বায়ুর্বৎসঃ।
সা মে বায়ুনা বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৪ ॥
দিব্যাদিত্যায় সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথা দিব্যাদিত্যায় সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৫ ॥
দ্যৌর্ধেনুস্তস্যা আদিত্যো বৎসঃ।
সা ম আদিত্যেন বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৬ ॥
দিক্ষু চন্দ্রায় সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথা দিক্ষু চন্দ্রায় সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৭ ॥
দিশো ধেনবস্তাসাং চন্দ্রো বৎসঃ।
তা মে চন্দ্রেণ বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৮ ॥
অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অভিশস্তিপা উ।
নমস্কারেণ নমসা তে জুহোমি মা দেবানাং মিথুয়া কর্ম ভাগম্ ॥ ৯ ॥
হৃদা পূতং মনসা জাতবেদো বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
সপ্তাস্যানি তব জাতবেদস্তেভ্যো জুহোমি স জুষস্ব হব্যম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ পৃথিবীতে অধিদেবতারূপে অবস্থিত অগ্নির উদ্দেশ্যে সকল প্রাণী সন্নত হয়, সে অগ্নি সন্নত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। পৃথিবীতে অগ্নির উদ্দেশে প্রাণিগণ যেমন সন্নত হয়, সেরূপ অভিলষিত ফলগুলি আমার উদ্দেশে সন্নত হোক অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হোক। ১ ॥ পৃথিবী ধেনু, অগ্নি তার বৎসরূপ। সে পৃথিবী বৎসস্থানীয় অগ্নির সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাকে দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন দিক। এ হবি আহুত হোক। ২ ॥ অন্তরিক্ষলোকে অধিপতিরূপে অবস্থিত বায়ুর উদ্দেশে সেখানকার যক্ষগন্ধর্বাদি সকল প্রাণিগণ নম্র হয় এবং সে বায়ু সন্নত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। অন্তরিক্ষে বায়ুর উদ্দেশে প্রাণিগণ যেমন সন্নত হয়, সেরূপ অভিলষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক। ৩ ॥ অন্তরিক্ষলোক ইষ্ট ফলপ্রদ বলে ধেনুরূপ, বায়ু তার বৎসরূপ। সে অন্তরিক্ষরূপ ধেনু বায়ুরূপ নিজ বৎসের সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাকে দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন দিক। এ হবি আহুত হোক। ৪ ॥ দ্যুলোকে অধিপতিরূপে অবস্থিত আদিত্যের উদ্দেশে দ্যুলোকবাসী জনগণ নম্র হয়ে তার সেবা করে। সে দ্যুলোকস্থ আদিত্য সন্নত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। দ্যুলোকে আদিত্যের উদ্দেশে প্রাণিগণ যেমন সন্নত হয়, সেরূপ অভিলষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক। ৫ ॥ দ্যুলোক অভিমত ফলপ্রদানের দ্বারা ধেনুরূপ, আদিত্য তার বৎসরূপ। সে দ্যুলোকরূপ ধেনু আদিত্যরূপ নিজ বৎসের সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাদের দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন আমাদের

দিক। এ হবি আহুত হোক। ৬ ॥ পূর্বাদি দিক্‌সকলের অধিদেবতারূপে অবস্থিত চন্দ্রের উদ্দেশে সেখানকার সকল জন নম্র হয়। সে চন্দ্র সন্নত প্রাণিদের সাথে সম্বন্ধ হয়। পূর্বাদি দিকে অবস্থিত চন্দ্রের উদ্দেশে যেমন সেখানকার প্রাণিগণ নম্র হয়, সেরূপ অভিলাষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক। ৭ ॥ পূর্বাদি দিকসকল অভিমত ফলপ্রদানের জন্য ধেনুরূপ, তাদের অধিপতিরূপে সন্নিহিত চন্দ্র বৎস-স্থানীয়। ধেনুরূপ দিক্‌সকল বৎসরূপ চন্দ্রের সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাদের দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন আমাদের দিক। এ হবি আহুত হোক। ৮ ॥ এ লৌকিক অঙ্গারাত্মক অগ্নিতে দেবতারূপে অগ্নি মন্ত্রসামর্থ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকে (অথবা মথিত অগ্নি আহবনীয় অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান)। সে অগ্নি ঋষিদের অর্থাৎ দ্রষ্টৃরূপে চক্ষুরাদির পুত্র (অথবা অগ্নিমহি মন্ত্রদের পুত্র, কিংবা অথর্বা, আঙ্গির প্রভৃতি ঋষিদের পুত্র)। এ অগ্নি আরোপিত পাপের পালক। হে অগ্নি, এরূপ তোমাকে নমস্কারের সাথে হবিরূপ অন্ন অর্পণ করছি. দেবতাদের হবির ভাগ মিথ্যা করব না। ৯ ॥ হৃদয় ও মনের দ্বারা শুদ্ধ হবি তোমাকে অর্পণ করছি। হে জাতবেদা অগ্নিদেব, সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের তুমি জ্ঞাতা। হে জাতবেদা, সপ্তসংখ্যক তোমার জিহ্বা, তাদের উদ্দেশে আজ্য প্রক্ষেপ করছি, সে তুমি আমাদের প্রদত্ত হবির সেবা কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'পৃথিব্যাং অগ্নয়ে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সকল সম্পৎকামী ব্যক্তি পৃথিব্যাদি দেবতার যাগ করবে। ১০ম সূক্তে **'সপ্তজিহ্বা'**—অগ্নির সপ্ত জিহ্বা প্রসিদ্ধ—'কালী করালী চ মনোজবা, সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচীতি চৈতা লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪)।

পঞ্চম সূক্ত

যে পুরস্তাজ্জুহ্বতি জাতবেদঃ প্রাচ্যা দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
অগ্নিমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ১ ॥
যে দক্ষিণতো জুহ্বতি জাতবেদো দক্ষিণায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
যমমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ২ ॥
যে পশ্চাজ্জুহ্বতি জাতবেদঃ প্রতীচ্যা দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
বরুণমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যাগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৩ ॥
য উত্তরতো জুহ্বতি জাতবেদ উদীচ্যা দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
সোমমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৪ ॥
যেঽধস্তাজ্জুহ্বতি জাতবেদো ধ্রুবায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
ভূমিমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৫ ॥
যেঽন্তরিক্ষাজ্জুহ্বতি জাতবেদো ব্যধ্বায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
বায়ুমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৬ ॥
য উপরিষ্টাজ্জুহ্বতি জাতবেদ ঊর্ধ্বায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
সূর্যমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৭ ॥
যে দিশামন্তর্দেশেভ্যো জুহ্বতি জাতবেদঃ সর্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যোঽভিদাসন্ত্যস্মান্‌।
ব্রহ্মর্ত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্‌ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ জাত সকল প্রাণীর জ্ঞাতা হে অগ্নি, যে শত্রুগণ পূর্ব দিক থেকে

হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি অভিচার ক্রিয়া করে এবং সে হোমের ফলে পূর্ব দিক থেকে আমাদের যারা হিংসা করে ; সে শত্রুরা সে দিকের অধিপতি অগ্নিতে নিপতিত হয়ে পরাঙ্মুখ হয়ে ব্যথিত হোক অর্থাৎ দগ্ধ হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্মের দ্বারা বিনাশ করছি (অথবা অভিচার কর্মের দ্বারা উৎপাদিত কৃত্যাকে এ রক্ষাকরণের দ্বারা ফিরিয়ে বিনাশ করছি)। ১ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ আমাদের আবাসস্থলের দক্ষিণ দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিপতি যমের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ২ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ পশ্চিম দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিপতি বরুণের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৩ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ উত্তর দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিপতি সোমের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৪ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ অধোদিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিদেবতা ভূমির হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৫ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, যে শত্রুরা অন্তরিক্ষ লোক থেকে আমাদের প্রতি অভিচার করার জন্য হোম করে ও পথহীন অন্তরিক্ষ দিক থেকে আমাদের হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিদেবতা বায়ুর হস্তে নিপতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কারী শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা আমি বিনাশ করছি। ৬ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুরা ঊর্ধ্ব দ্যুলোক থেকে আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্মের জন্য হোম করে ও ঊর্ধ্ব দিক থেকে আমাদের হিংসা করে, তারা দ্যুলোকস্থ ঊর্ধ্ব দিকের অধিপতি সূর্যের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কারী শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা আমি বিনাশ করছি। ৭ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, যে শত্রুরা উক্ত পূর্বাদি-দিকের অন্তরাল দেশ থেকে আমাদের প্রতি অভিচার কর্ম করার জন্য হোম করে এবং যারা সে সকল দিক থেকে আমাদের হিংসা করে, তারা সকলে পরাঙ্মুখ হয়ে সর্বগত ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ কল্পনার আস্পদ সকল নিয়মন শক্তিযুক্ত পর ব্রহ্মের হস্তে সন্তপ্ত হোক। এ শত্রুদের এ রক্ষাকর্মের দ্বারা নিবৃত্ত করে বিনাশ করছি। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যে পুরস্তাৎ' ইত্যাদি সূক্তের কৃত্যা-নিবারণ কর্মে ও শান্ত্যুদকাদি কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ঋধঙমন্ত্রো যোনিং য আবভূবামৃতাসুর্বর্ধমানঃ সুজন্মা।
অদব্দাসুর্ভ্রাজমানোঽহেব ত্রিতো ধর্তা দাধার ত্রীণি ॥ ১ ॥
আ যো ধর্মাণি প্রথমঃ সসাদ ততো বপূংষি কৃনুষে পুরূণি।
ধাস্যুর্যোনিং প্রথম আ বিবেশা যো বাচমনুদিতাং চিকেত ॥ ২ ॥
যস্তে শোকায় তনবং রিরেচ ক্ষরদ্ধিরণ্যং শুচয়োঽনু স্বাঃ।
অত্রা দধেতে অমৃতানি নামাস্মে বস্ত্রাণি বিশ এরয়ন্তাম্ ॥ ৩ ॥
প্র যদেতে প্রতরং পূর্ব্যং গুঃ সদঃসদ আতিষ্ঠন্তো অজুর্যম্।
কবিঃ শুষস্য মাতরা রিহাণে জাম্যৈ ধুর্যং পতিমেরয়েথাম্ ॥ ৪ ॥
তদূ ষু তে মহৎ পৃথুজ্মন্ নমঃ কবিঃ কাব্যেনা কৃণোমি।
যৎ সম্যঞ্চাবভিয়ন্তাবভি ক্ষামত্রা মহী রোধচক্রে বাবৃধেতে ॥ ৫ ॥
সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামিদেকামভ্যংহুরো গাৎ।
আযোর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীড়ে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৬ ॥
উতামৃতাসুর্ব্রত এমি কৃণ্বন্নসুরাত্মা তন্বস্তৎ সমদ্গুঃ।
উত বা শক্রো রত্নং দধাত্যূর্জয়া বা যৎ সচতে হবির্দাঃ ॥ ৭ ॥
উত পুত্রঃ পিতরং ক্ষত্রমীড়ে জ্যেষ্ঠং মর্যাদমহ্বয়ন্ত্স্বস্তয়ে।
দর্শন্ নু তা বরুণ যাস্তে বিষ্ঠা আবর্ব্রততঃ কৃণবো বপূংষি ॥ ৮ ॥
অর্ধমর্ধেন পয়সা পৃণক্ষ্যর্ধেন শুষ্ম বর্ধসে অমুর।
অবিং বৃধাম শগ্মিয়ং সখায়ং বরুণং পুত্রমদিত্যা ইষিরম্।
কবিশস্তান্যস্মৈ বপূংষ্যবোচাম রোদসী সত্যবাচা ॥ ৯ ॥

টীকা ঃ (সায়ণাচার্য সমগ্র পঞ্চম কাণ্ডের কোন ব্যাখ্যা করেন নি, তবে প্রয়োগবিধির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্ব পূর্ব কাণ্ডে দেওয়া হয়েছে জন্য, গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে আমরাও পৃথক ব্যাখ্যা দিলাম না।)

পঞ্চম কাণ্ডে ছটি অনুবাক, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। 'ঋধঙ্মন্ত্রঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সংগ্রামে জয়কামী ব্যক্তি হস্তিপৃষ্ঠে অথবা নিজ মস্তকে স্থাপিত অশ্বত্থ কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে গোময় রেখে অগ্নি প্রজ্বলিত করে আজ্যাহুতি দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করবে। সেরূপ এ কর্মে বরাহ-খাত মৃত্তিকা এনে রাজারা বেদি করবে। তারপর পুরোহিত এ সূক্তের দ্বারা আজ্য ও সক্তু আহুতি দেবে। ধনু অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে দিতে হবে। এরূপ পুষ্টি কামনা, ক্ষেত্রাদি কামনা, সমৃদ্ধিকর্ম প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যদেনং মদন্তি বিশ্ব ঊমাঃ ॥ ১ ॥

বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্মি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২ ॥
ত্বে ক্রতুমপি পৃঞ্চন্তি ভূরি দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩ ॥
যদি চিন্নু ত্বা ধনা জয়ন্তং রণেরণে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ঃ শুষ্মিন্তস্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্ দুরেবাসঃ কশোকাঃ ॥ ৪ ॥
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৫ ॥
নি তদ্ দধিষেঽবরে পরে চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ স্থাপয়ত মাতরং জিগত্নুমত ইন্বত কর্বরাণি ভূরি ॥ ৬ ॥
স্তুষ্ব বর্ষ্মন্ পুরুবর্ত্মানং সমৃভ্বাণমিনতমমাপ্তমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্শতি শবসা ভূর্যোজাঃ প্র সক্ষতি প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ॥ ৭ ॥
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবঃ কৃণবদিন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজা তুরশ্চিদ্ বিশ্বমর্ণবৎ তপস্বান্ ॥ ৮ ॥
এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বামিন্দ্রমেব।
স্বসারৌ মাতরিভ্বরী অরিপ্রে হিন্বন্তি চৈনে শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ৯ ॥

টীকা ঃ 'তদিদ্ আস' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। সর্বফল কামনা করে এ সূক্তের দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নির যাগ করতে হয়।

তৃতীয় সূক্ত

মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম।
মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম্ ॥ ১ ॥
অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষাং ত্বং নো গোপাঃ পরি পাহি বিশ্বতঃ।
অপাঞ্চো যন্তু নিবতা দুরস্যবোঽমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশৎ ॥ ২ ॥
মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ।
মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামায়াস্মৈ ॥ ৩ ॥
মহ্যং যজন্তাং মম যানীষ্টাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু।
এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবা অভি রক্ষন্তু মেহ ॥ ৪ ॥
ময়ি দেবা দ্রাবিণমা যজন্তাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ।
দৈবা হোতারঃ সনিষন্ন এতদরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ॥ ৫ ॥
দৈবীঃ ষডুর্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ধ্বম্।
মা নো বিদদভিকা মো অশস্তির্মা নো বিদদ্ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা ॥ ৬ ॥
তিস্রো দেবীর্মহি নঃ শর্ম যচ্ছত প্রজায়ৈ নস্তন্বে যচ্চ পুষ্টম্।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনুভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ॥ ৭ ॥
উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যচ্ছত্বস্মিন্ হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষু।
স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃড়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ ॥ ৮ ॥
ধাতা বিধাতা ভুবনস্য যস্পতির্দেবঃ সবিতাভিমাতিষাহঃ।
আদিত্যা রুদ্রা অশ্বিনোভা দেবাঃ পান্তু যজমানং নির্ঋথাৎ। ৯ ॥
যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহ এনান্।
আদিত্যা রুদ্রা উপরিস্পৃশো ন উগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রত ॥ ১০ ॥

অর্বাঞ্চমিন্দ্রমমুতো হবামহে যো গোজিদ্ ধনজিদশ্বজিদ্ যঃ।
ইমং নো যজ্ঞং বিহবে শৃণোত্বস্মাকমভূর্হর্যশ্ব মেদী ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ দর্শ ও পূর্ণমাসে সমিদাধানে 'মমাগ্নে বর্চঃ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ তেজোলাভ কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। বিজয় প্রার্থনা ও পুষ্টিকামনায় এর বিনিয়োগ আছে। সেরূপ সম্পত্তি ভাগের ব্যাপারে কলহ ইচ্ছা না করে পিতা এ সূক্তের দ্বারা রজ্জু অভিমন্ত্রিত করে হস্তে ধারণ করবে। আভিচারিক কর্মে এ সূক্তের দ্বারা বৃহস্পতিশিরঃ ওদন পৃষাতকের দ্বারা সিঞ্চন করতে হবে। মহাশান্তিতে এ সূক্তের প্রয়োগবিধি নক্ষত্রকল্পে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

যো গিরিষ্বজায়থা বীরুধাং বলবত্তমঃ।
কুষ্ঠেহি তক্মনাশন তক্মানং নাশয়ন্নিতঃ ॥ ১ ॥
সুপর্ণসুবনে গিরৌ জাতং হিমবতস্পরি।
ধনৈরভি শ্রুত্বা যন্তি বিদুর্হি তক্মনাশনম্ ॥ ২ ॥
অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ৩ ॥
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি।
তত্রামৃতস্য পুষ্পং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ৪ ॥
হিরণ্যয়াঃ পন্থান আসন্নরিত্রাণি হিরণ্যয়া।
নাবো হিরণ্যয়ীরাসন্ যাভিঃ কুষ্ঠং নিরাবহন্ ॥ ৫ ॥
ইমং মে কুষ্ঠ পুরুষং তমা বহ তং নিষ্কুরু।
তমু মে অগদং কৃধি ॥ ৬ ॥
দেবেভ্যো অধি জাতোঽসি সোমস্যাসি সখা হিতঃ।
স প্রাণায় ব্যানায় চক্ষুষে মে অস্মৈ মৃড় ॥ ৭ ॥
উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।
তত্র কুষ্ঠস্য নামান্যুত্তমানি বি ভেজিরে ॥ ৮ ॥
উত্তমো নাম কুষ্ঠাস্যুত্তমো নাম তে পিতা।
যক্ষ্মং চ সর্বং নাশয় তক্মানং চারসং কৃধি ॥ ৯ ॥
শীর্ষাময়মুপহত্যামক্ষ্যোস্তন্বো রপঃ।
কুষ্ঠস্তৎ সর্বং নিষ্করদ্ দৈবং সমহ বৃষ্ণ্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকা ঃ 'যো গিরিষ্বজায়থাঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা রাজযক্ষ্মা কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির শান্তির জন্য কুষ্ঠাখ্য ওষধি মিশ্রিত নবনীত অভিমন্ত্রিত করে রোগীর শরীরে লেপন করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

রাত্রী মাতা নভঃ পিতার্যমা তে পিতামহঃ।
সিলাচী নাম বা অসি সা দেবানামসি স্বসা ॥ ১ ॥
যস্ত্বা পিবতি জীবতি ত্রায়সে পুরুষং ত্বম্।
ভর্ত্রী হি শশ্বতামসি জনানং চ ন্যঞ্চনী ॥ ২ ॥

বৃক্ষংবৃক্ষমা রোহসি বৃষণ্যন্তীব কন্যলা।
জয়ন্তী প্রত্যাতিষ্ঠন্তী স্পরণী নাম বা অসি ॥ ৩ ॥
যদ্ দণ্ডেন যদিষ্বা যদ্ বারুর্হরসা কৃতম্।
তস্য ত্বমসি নিষ্কৃতিঃ সেমং নিষ্কৃধি পুরুষম্ ॥ ৪ ॥
ভদ্রাৎ প্লক্ষান্নিস্তিষ্ঠস্যশ্বত্থাৎ খদিরাদ্ধবাৎ।
ভদ্রান্ন্যগ্রোধাৎ পর্ণাৎ সা ন এহ্যরুন্ধতি ॥ ৫ ॥
হিরণ্যবর্ণে সুভগে সূর্যবর্ণে বপুষ্টমে।
রুতং গচ্ছাসি নিষ্কৃতে নিষ্কৃতির্নাম বা অসি ॥ ৬ ॥
হিরণ্যবর্ণে সুভগে শুষ্মে লোমশবক্ষণে।
অপামসি স্বসা লাক্ষে বাতো হাত্মা বভূব তে ॥ ৭ ॥
সিলাচী নাম কানীনোঽজবভ্রু পিতা তব।
অশ্বো যমস্য যঃ শ্যাবস্তস্য হাস্নাস্যুক্ষিতা ॥ ৮ ॥
অশ্বস্যাস্নঃ সম্পতিতা সা বৃক্ষাঁ অভি সিষ্যদে।
সরা পতত্রিণী ভূত্বা সা ন এহ্যরুন্ধতি ॥ ৯ ॥

টীকা : শস্ত্রাদির দ্বারা আহত হলে 'রাত্রী মাতা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা দুগ্ধে লাক্ষা মিশিয়ে অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হয়। ৫ ॥

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি.বঃ ॥ ১ ॥
অনাপ্তা যে বঃ প্রথমা যানি কর্মাণি চক্রিরে।
বীরান্ নো অত্র মা দভন্ তদ্ ব এতৎ পুরো দধে ॥ ২ ॥
সহস্রধার এব তে সমস্বরন্ দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ।
তস্য স্পশো ন নি মিষন্তি ভূর্ণয়ঃ পদেপদে পাশিনঃ সন্তি সেতবে ॥ ৩ ॥
পর্যূ ষু প্র ধন্বা বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তদধ্যর্ণবেনেয়সে সনিস্রসো নামাসি ত্রয়োদশো মাস ইন্দ্রস্য গৃহঃ ॥ ৪
স্বেতেনারাৎসীরসৌ স্বাহা।
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃড়তং নঃ ॥ ৫ ॥
অবৈতেনারাৎসীরসৌ স্বাহা।
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃড়তং নঃ ॥ ৬ ॥
অপৈতেনারাৎসীরসৌ স্বাহা।
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃড়তং নঃ ॥ ৭ ॥
মুমুক্তমস্মান্দুরিতাদবদ্যাজ্জুষেথাং যজ্ঞমমৃতমস্মাসু ধত্তম্ ॥ ৮ ॥
চক্ষুষো হেতে মনসো হেতে ব্রহ্মণো হেতে তপসশ্চ হেতে।
মেন্যা মেনিরস্যমেনয়স্তে সন্তু যে স্মাঁ অভ্যঘায়ন্তি ॥ ৯ ॥
যোঽস্মাংশ্চক্ষুষা মনসা চিত্ত্যাকূত্যা চ যো অঘায়ুরভিদাসাৎ।
ত্বং তানগ্নে মেন্যামেনীন্ কৃণু স্বাহা ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রস্য গৃহোঽসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনুঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রস্য শর্মাসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনুঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রস্য বর্মাসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনুঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রস্য বরূথমসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনুঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১৪ ॥

টীকা ঃ রোগীর আরোগ্য বিজ্ঞানকর্মে 'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা তিনটি স্থাবরজন্তু অভিমন্ত্রিত করে অঙ্গারে স্থাপন করতে হয়। অঙ্গারস্থিত সেগুলি যদি ঊর্ধ্বদিকে যায়, তবে রোগী বাঁচবে এটা জানা যায়। সেরূপ সংগ্রাম জয় কর্মে এ সূক্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ স্ত্রীলোকের প্রবসদোষে ও সূতিকারোগে এ সূক্তের দ্বারা অন্ন অভিমন্ত্রিত করে দিতে হয়। সক্তুমন্থ অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হয়—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৪।১।১ সূক্তে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহা ব্রহ্মবিদ্যা বলে প্রসিদ্ধ। ১ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

আ নো ভর মা পরি ষ্ঠা অরাতে মা নো রক্ষীর্দক্ষিণাং নীয়মানাম্।
নমো বীৎসায়া অসমৃদ্ধয়ে নমো অস্ত্বরাতয়ে ॥ ১ ॥
যমরাতে পুরোধৎসে পুরুষং পরিরাপিণম্।
নমস্তে তস্মৈ কৃণ্মো মা বনিং ব্যথয়ীর্মম ॥ ২ ॥
প্র ণো বনির্দেবকৃতা দিবা নক্তং চ কল্পতাম্।
অরাতিমনুপ্রেমো বয়ং নমো অস্ত্বরাতয়ে ॥ ৩ ॥
সরস্বতীমনুমতিং ভগং যন্তো হবামহে।
বাচং জুষ্টাং মধুমতীমবাদিষং দেবানাং দেবহূতিষু ॥ ৪ ॥
যং যাচাম্যহং বাচা সরস্বত্যা মনোযুজা।
শ্রদ্ধা তমদ্য বিন্দতু দত্তা সোমেন বভ্রুণা ॥ ৫ ॥
মা বনিং মা বাচং নো বীৎসীরুভাবিন্দ্রাগ্নী আ ভরতাং নো বসূনি।
সর্বে নো অদ্য দিৎসন্তোঽরাতিং প্রতি হর্যত ॥ ৬ ॥
পরোঽপেহ্যসমৃদ্ধে বি তে হেতিং নয়ামসি।
বেদ ত্বাহং নিমীবন্তীং নিতুদন্তীমরাতে ॥ ৭ ॥
উত নগ্না বোভুবতী স্বপ্নয়া সচসে জনম্।
অরাতে চিত্তং বীৎসন্ত্যাকূতিং পুরুষস্য চ ॥ ৮ ॥
যা মহতী মহোন্মানা বিশ্বা আশা ব্যানশে।
তস্যৈ হিরণ্যকেশ্যৈ নির্ঋত্যা অকরং নমঃ ॥ ৯ ॥
হিরণ্যবর্ণা সুভগা হিরণ্যকশিপুর্মহী।
তস্যৈ হিরণ্যদ্রাপয়েঽরাত্যা অকরং নমঃ ॥ ১০ ॥

টীকা ঃ নির্ঋতিকর্মে 'আ নো ভর' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শর্করামিশ্র ধানগুলি একবার আহুতি দিতে হয়। সেরূপ অর্থোত্থাপন বিঘ্নশমনের ও শত্রুবিনাশের জন্য এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ২ ॥

তৃতীয় সূক্ত

বৈকঙ্কতেনেধ্মেন দেবেভ্য আজ্যং বহ।
অগ্নে তাঁ ইহ মাদয় সর্ব আ যন্তু মে হবম্ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রা যাহি মে হবমিদং করিষ্যামি তচ্ছৃণু।
ইম ঐন্দ্রা অতিসরা আকূতিং সং নমন্তু মে।
তেভিঃ শকেম বীর্যং জাতবেদস্তনূবশিন্ ॥ ২ ॥
যদসাবমুতো দেবা অদেবঃ সংশ্চিকীর্ষতি।
মা তস্যাগ্নির্হব্যং বাক্ষীদ্ধবং দেবা অস্য মোপ গুর্মমৈব হবমেতন ॥ ৩ ॥
অতি ধাবতাতিসরা ইন্দ্রস্য বচসা হত।
অবিং বৃক ইব মথ্নীত স বো জীবন্ মা মোচি প্রাণমস্যাপি নহ্যত ॥ ৪ ॥
যমমী পুরোদধিরে ব্রহ্মাণমপভূতয়ে।
ইন্দ্র স তে অধস্পদং তং প্রত্যস্যামি মৃত্যবে ॥ ৫ ॥
যদি প্রেয়ুর্দেবপুরা ব্রহ্ম বর্মাণি চক্রিরে।
তনূপানং পরিপাণং কৃন্বানা যদুপোচিরে সর্বং তদরসং কৃধি ॥ ৬ ॥
যানসাবতিসরাংশ্চকার কৃণবচ্চ যান্।
ত্বং তানিন্দ্র বৃত্রহন্ প্রতীচঃ পুনরা কৃধি যথামুং তৃণহাং জনম্ ॥ ৭ ॥
যথেন্দ্র উদ্বাচনং লব্ধ্বা চক্রে অধস্পদম্।
কৃণ্বেহমধরাংস্তথামূংছশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥
অত্রৈনানিন্দ্র বৃত্রহন্নুগ্রো মর্মণি বিধ্য।
অত্রৈবৈনানভি তিষ্ঠেন্দ্র মেদ্যহং তব।
অনু ত্বেন্দ্রা রভামহে স্যাম সুমতৌ তব ॥ ৯ ॥

টীকা ঃ শত্রুবিনাশ ও আভিচারিক কর্মে 'বৈকঙ্কতেন' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা হোম করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

দিবে স্বাহা ॥ ১ ॥ পৃথিব্যৈ স্বাহা ॥ ২ ॥
অন্তরিক্ষায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ অন্তরিক্ষায় স্বাহা ॥ ৪ ॥
দিবে স্বাহা ॥ ৫ ॥ পৃথিব্যৈ স্বাহা ॥ ৬ ॥
সূর্যো মে চক্ষুর্বাতঃ প্রাণোহন্তরিক্ষমাত্মা পৃথিবী শরীরম্।
অস্তৃতো নামাহময়মস্মি স আত্মানং নি দধে দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং গোপীথায় ॥ ৭ ॥
উদায়ুরুদ্ বলমুৎ কৃতমুৎ কৃত্যামুন্মনীষামুদিন্দ্রিয়ম্।
আয়ুষ্কৃদায়ুষ্পত্নী স্বধাবন্তৌ গোপা মে স্তং গোপায়তং মা।
আত্মসদৌ মে স্তং মা মা হিংসিষ্টম্ ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ 'দিবে স্বাহা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সকল রোগের চিকিৎসার জন্য আজ্যাহুতি দিয়ে জলপাত্রে চারবার সম্পাতিত করে দুটি পৃথিবীতে এনে সম্পাতিত মৃত্তিকার সাথে জল অভিমন্ত্রিত করে রোগীর গায়ে লেপন করতে হবে। ইহা আত্মা-বিষয়ক সূক্ত।

পঞ্চম সূক্ত

অশ্মবর্ম মেহসি যো মা প্রাচ্যা দিশোহঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥ ১ ॥

অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা দক্ষিণায়া দিশঃ* ॥ ২ ॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা প্রতীচ্যা দিশঃ* ॥ ৩ ॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মোদীচ্যা দিশঃ* ॥ ৪ ॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা ধ্রুবায়া দিশঃ* ॥ ৫ ॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মোর্ধ্বায়া দিশোঽঘায়ুঃ* ॥ ৬ ॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা দিশামন্তর্দেশেভ্যোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥ ৭ ॥
বৃহতা মন উপ হ্বয়ে মাতরিশ্বনা প্রাণাপানৌ।
সূর্যাচ্চক্ষুরন্তরিক্ষাচ্ছোত্রং পৃথিব্যাঃ শরীরম্।
সরস্বত্যা বাচমুপ হ্বয়ামহে মনোযুজা ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ *'অঘায়ুরভিদাসাৎ এতৎ স ঋচ্ছাৎ।'—এ মন্ত্রগুলির পুনরাবৃত্তি হবে। 'অশ্মবর্ম মেঽসি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা নগর, গ্রাম ও গৃহাদি স্বস্ত্যয়ন কর্মে ছটি প্রস্তর সম্পাতিত করে অভিমন্ত্রিত করে নগরাদির চার কোণে চারটি পুঁততে হবে, এবং একটি মধ্যে ও একটি উপরে স্থাপন করতে হবে। ইহা আত্মরক্ষাকারক সূক্ত।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

কথং মহে অসুরায়াব্রবীরিহ কথং পিত্রে হরয়ে ত্বেষনৃম্ণঃ।
পৃশ্নিং বরুণ দক্ষিণা দদাবান্ পুনর্মঘ ত্বং মনসাচিকিৎসীঃ ॥ ১ ॥
ন কামেন পুনর্মঘো ভবামি সং চক্ষে কং পৃশ্নিমেতামুপাজে।
কেন নু ত্বমথর্বন্ কাব্যেন কেন জাতেনাসি জাতবেদাঃ ॥ ২ ॥
সত্যমহং গভীরঃ কাব্যেন সত্যং জাতেনাস্মি জাতবেদাঃ।
ন মে দাসো নার্যো মহিত্বা ব্রতং মীমায় যদহং ধরিষ্যে ॥ ৩ ॥
ন ত্বদন্যঃ কবিতরো ন মেধয়া ধীরতরো বরুণ স্বধাবন্।
ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি বেত্থ স চিন্নু ত্বজ্জনো মায়ী বিভায় ॥ ৪ ॥
ত্বং হ্যঙ্গ বরুণ স্বধাবন্ বিশ্বা বেত্থ জনিমা সুপ্রণীতে।
কিং রজস এনা পরো অন্যদস্ত্যেনা কিং পরেণাবরমমুর ॥ ৫ ॥
একং রজস এনা পরো অন্যদস্ত্যেনা পর একেন দুর্ণশং চিদর্বাক্।
তৎ তে বিদ্বান্ বরুণ প্র ব্রবীম্যধোবচসঃ পণয়ো ভবন্তু
নীচৈর্দাসা উপ সর্পন্তু ভূমিম্ ॥ ৬ ॥
ত্বং হ্যঙ্গ বরুণ ব্রবীষি পুনর্মঘেষ্ববদ্যানি ভূরি।
মো ষু পণীঁরভ্যেঽতাবতো ভূন্মা ত্বা বোচন্নরাধসং জনাসঃ ॥ ৭ ॥
মা মা বোচন্নরাধসং জনাসঃ পুনস্তে পৃশ্নিং জরিতর্দদামি।
স্তোত্রং মে বিশ্বমা যাহি শচীভিরন্তর্বিশ্বাসু মানুষীষু দিক্ষু ॥ ৮ ॥
আ তে স্তোত্রাণ্যুদ্যতানি যন্ত্বন্তর্বিশ্বাসু মানুষীষু দিক্ষু।
দেহি নু মে যন্মে অদত্তো অসি যুজ্যো মে সপ্তপদঃ সখাসি ॥ ৯ ॥
সমা নৌ বন্ধুর্বরুণ সমা জা বেদাহং তদ্যন্নাবেষা সমা জা।
দদামি তদ্ যৎ তে অদত্তো অস্মি যুজ্যস্তে সপ্তপদঃ সখাস্মি ॥ ১০ ॥

দেবো দেবায় গৃণতে বয়োধা বিপ্রো বিপ্রায় স্তুবতে সুমেধাঃ।
অজীজনো হি বরুণ স্বধাবন্নথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুম্।
তস্মা উ রাধঃ কৃণুহি সুপ্রশস্তং সখা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ সর্বসম্পৎকর্মে 'কথং মহে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা মাদনক কাঠ খণ্ড ঘষে দুধ ও জলে মিশিয়ে অভিমন্ত্রিত করে পান করতে হয়। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা দুধের সাথে ব্রীহি যবাদি চূর্ণ করে মিশিয়ে অভিমন্ত্রিত করে খাওয়াতে হয়। ১ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১ ॥
তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্ মধ্বা সমঞ্জন্ত্স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্ দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ২ ॥
আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্ যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩ ॥
প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্ ॥ ৪ ॥
ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ৫ ॥
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ৬ ॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারু প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥ ৭ ॥
আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিডা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতীঃ স্বপসঃ সদন্তাম্ ॥ ৮ ॥
য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ৯ ॥
উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্ দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১০ ॥
সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রশিষ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১ ॥

টীকাঃ বশাশমন-কর্মে বপার চারটি খণ্ড করে 'সমিদ্ধো অদ্য' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা এক একটি খণ্ড নিয়ে হোম করতে হবে। ২ ॥

তৃতীয় সূক্ত

দদির্হি মহ্যং বরুণো দিবঃ কবির্বচোভিরুগ্রৈর্নি রিণামি তে বিষম্।
খাতমখাতমুত সক্তমগ্রভমিরেব ধন্বন্নি জজাস তে বিষম্ ॥ ১ ॥
যৎ তে অপোদকং বিষং তৎ ত এতাস্বগ্রভম্।
গৃহ্ণামি তে মধ্যমমুত্তমং রসমুতাবমং ভিয়সা নেশদা দু তে ॥ ২ ॥

বৃষা মে রবো নভসা ন তন্যতুরুগ্রেণ তে বচসা বাধ আদু তে।
অহং তমস্য নৃভিরগ্রভং রসং তমস ইব জ্যোতিরুদেতু সূর্যঃ ॥ ৩ ॥
চক্ষুষা তে চক্ষুর্হন্মি বিষেণ হন্মি তে বিষম্।
অহে ম্রিয়স্ব মা জীবীঃ প্রত্যগভ্যেতু ত্বা বিষম্ ॥ ৪ ॥
কৈরাত পৃশ্ন উপতৃণ্য বভ্র আ মে শৃণুতাসিতা অলীকাঃ।
মা মে সখ্যুঃ স্তামানমপি ষ্ঠাতাশ্রাবয়ন্তো নি বিষে রমধ্বম্ ॥ ৫ ॥
অসিতস্য তৈমাতস্য বভ্রোরপোদকস্য চ।
সাত্রাসাহস্যাহং মন্যোরব জ্যামিব ধন্বনো বি মুঞ্চামি রথাঁ ইব ॥ ৬ ॥
আলিগী চ বিলিগী চ পিতা চ মাতা চ।
বিদ্ম বঃ সর্বতো বন্ধ্বরসাঃ কিং করিষ্যথ ॥ ৭ ॥
উরুগূলায়া দুহিতা জাতা দাস্যসিক্ন্যা।
প্রতঙ্কং দদ্রুষীণাং সর্বাসামরসং বিষম্ ॥ ৮ ॥
কর্ণা শ্বাবিৎ তদব্রবীদ্ গিরেরবচরন্তিকা।
যাঃ কাশ্চেমাঃ খনিত্রিমাস্তাসামরসতমং বিষম্ ॥ ৯ ।
তাবুবং ন তাবুবং ন ঘেৎ ত্বমসি তাবুবম্।
তাবুবেনারসং বিষম্ ॥ ১০ ॥
তস্তুবং ন তস্তুবং ন ঘেৎ ত্বমসি তস্তুবম্।
তস্তুবেনারসং বিষম্ ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ 'দদিহি'' ইত্যাদি সূক্ত সর্পের বিষচিকিৎসাকর্মে বিনিযুক্ত হয়। প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৩ ॥

চতুর্থ সূক্ত

সুপর্ণস্ত্বান্ববিন্দৎ সূকরস্ত্বাখনন্নসা।
দিপ্সৌষধে ত্বং দিপ্সন্তমব কৃত্যাকৃতং জহি ॥ ১ ॥
অব জহি যাতুধানানব কৃত্যাকৃতং জহি।
অথো যো অস্মান্ দিপ্সতি তমু ত্বং জহ্যোষধে ॥ ২ ॥
রিশ্যস্যেব পরীশাসং পরিকৃত্য পরি ত্বচঃ।
কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে দেবা নিষ্কমিব প্রতি মুঞ্চত ॥ ৩ ॥
পুনঃ কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে হস্তগৃহ্য পরা ণয়।
সমক্ষমস্মা আ ধেহি যথা কৃত্যাকৃতং হনৎ ॥ ৪ ॥
কৃত্যাঃ সন্তু কৃত্যাকৃতে শপথঃ শপথীয়তে।
সুখো রথ ইব বর্ততাং কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ৫ ॥
যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্ কৃত্যাং চকার পাপ্মনে।
তামু তস্মৈ নয়ামস্যশ্বমিবাশ্বাভিধান্যা ॥ ৬ ॥
যদি বাসি দেবকৃতা যদি বা পুরুষৈঃ কৃতা।
তাং ত্বা পুনর্ণয়ামসীন্দ্রেণ সযুজা বয়ম্ ॥ ৭ ॥
অগ্নে পৃতনাষাট্ পৃতনাঃ সহস্ব।
পুনঃ কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে প্রতিহরণেন হরামসি ॥ ৮ ॥
কৃতব্যধনি বিধ্য তং যশ্চকার তমিজ্জহি।
ন ত্বামচক্রুষে বয়ং বধায় সং শিশীমহি ॥ ৯ ॥

পুত্র ইব পিতরং গচ্ছ স্বজ ইবাভিষ্ঠিতো দশ।
বন্ধমিবাবক্রামী গচ্ছ কৃত্যে কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ১০ ॥
উদেণীব বারণ্যাভিস্কন্দং মৃগীব। কৃত্যা কর্তারমৃচ্ছতু ॥ ১১ ॥
ইষ্বা ঋজীয়ঃ পততু দ্যাবাপৃথিবী তং প্রতি।
সা তং মৃগমিব গৃহ্ণাতু কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ১২ ॥
অগ্নিরিবৈতু প্রতিকূলমনুকূলমিবোদকম্।
সুখো রথ ইব বর্ততাং কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা ঃ 'সুপর্ণস্ত্বা' ইত্যাদি সূক্ত কৃত্যা প্রতিহরণের জন্য বিনিযুক্ত হয়। এ **সূক্তের ব্যাখ্যা** ২।৫।১ সূক্তে দ্রষ্টব্য। ৪ ॥

পঞ্চম সূক্ত

একা চ মে দশ চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ১ ॥
দ্বে চ মে বিংশতিশ্চ* ॥ ২ ॥
তিস্রশ্চ মে ত্রিংশচ্চ* ॥ ৩ ॥
চতস্রশ্চ মে চত্বারিংশচ্চ* ॥ ৪ ॥
পঞ্চ চ মে পঞ্চাশচ্চ* ॥ ৫ ॥
ষট্ চ মে ষষ্টিশ্চ* ॥ ৬ ॥
সপ্ত চ মে সপ্ততিশ্চ* ॥ ৭ ॥
অষ্ট চ মেঽশীতিশ্চ* ॥ ৮ ॥
নব চ মে নবতিশ্চ* ॥ ৯ ॥
দশ চ মে শতং চ মেঽপবক্তারঃ* ॥ ১০ ॥
শতং চ মে সহস্রং চাপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ *'মেঽপবক্তার ওষধে। ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ।'—এ মন্ত্রগুলির **পুনরাবৃত্তি হবে**। গাভীদের রোগ উপশম, পুষ্টি ও প্রজনন কর্মে 'একা চ মে' ইত্যাদি **সূক্তের দ্বারা** অভিমন্ত্রিত লবণের সাথে জল অথবা কেবল জল গাভীকে পান করাতে হবে। **সেরূপ** দুষ্ট বক্তার মুখ-স্তম্ভন কার্যে এ সূক্তের দ্বারা খলতুলপর্ণী মধুর **সাথে পিবে সক্তুর** সাথে মিশিয়ে অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হবে। ৫ ॥

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যদ্যেকবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ১ ॥ যদি দ্বিবৃষোঽসি* ॥ ২ ॥
যদি ত্রিবৃষোঽসি* ॥ ৩ ॥ যদি চতুর্বৃষোঽসি* ॥ ৪ ॥
যদি পঞ্চবৃষোঽসি* ॥ ৫ ॥ যদি ষড়্‌বৃষোঽসি* ॥ ৬ ॥
যদি সপ্তবৃষোঽসি* ॥ ৭ ॥ যদ্যষ্টবৃষোঽসি* ॥ ৮ ॥
যদি নববৃষোঽসি* ॥ ৯

যদি দশবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ১০ ॥
যদ্যেকাদশোঽসি সোপোদকোঽসি ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ *'সৃজারসোঽসি'—এ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। গাভীর রোগ উপশম ও পুষ্টি প্রভৃতি কার্যে 'যদ্যেকবৃষোঽসি' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। ১ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

তেঽবদন্ প্রথমা ব্রহ্মকিল্বিষেঽকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা।
বীড়ুহরাস্তপ উগ্রং ময়োভূরাপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতস্য ॥ ১ ॥
সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্তগৃহ্যা নিনায় ॥ ২ ॥
হস্তেনৈব গ্রাহ্য আধিরস্যা ব্রহ্মজায়েতি চেদবোচৎ।
ন দূতায় প্রহেয়া তস্য এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩ ॥
যামাহুস্তারকৈষা বিকেশীতি দুচ্ছুনাং গ্রামমবপদ্যমানাম্।
সা ব্রহ্মজায়া বি দুনোতি রাষ্ট্রং যত্র প্রাপাদি শশ উল্কুষীমান্ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্।
তেন জায়ামন্ববিন্দদ্ বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ ॥ ৫ ॥
দেবা বা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসা যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যাপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬ ॥
যে গর্ভা অবপদ্যন্তে জগদ্ যচ্চাপলুপ্যতে।
বীরা যে তৃহ্যন্তে মিথো ব্রহ্মজায়া হিনস্তি তান্ ॥ ৭ ॥
উত যৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্বে অব্রাহ্মণাঃ।
ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা ॥ ৮ ॥
ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ন বৈশ্যঃ।
তৎ সূর্যঃ প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ ॥ ৯ ॥
পুনর্বৈ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা অদদুঃ।
রাজানঃ সত্যং গৃহ্ণানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ১০ ॥
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বা দেবৈর্নিকিল্বিষম্।
ঊর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বোরুগায়মুপাসতে ॥ ১১ ॥
নাস্য জায়া শতবাহী কল্যাণী তল্পমা শয়ে।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১২ ॥
ন বিকর্ণঃ পৃথুশিরাস্তস্মিন্ বেশ্মনি জায়তে। যস্মিন্* ॥ ১৩ ॥
নাস্য ক্ষত্তা নিষ্কগ্রীবঃ সূনানামেত্যগ্রতঃ। যস্মিন্* ॥ ১৪ ॥
নাস্য শ্বেতঃ কৃষ্ণকর্ণো ধুরি যুক্তো মহীয়তে। যস্মিন্* ॥ ১৫ ॥
নাস্য ক্ষেত্রে পুষ্করিণী নাণ্ডীকং জায়তে বিসম্। যস্মিন্* ॥ ১৬ ॥
নাস্মৈ পৃশ্নিং বি দুহন্তি যেঽস্যা দোহমুপাসতে।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১৭ ॥
নাস্য ধেনুঃ কল্যাণী নানড্বান্ৎসহতে ধুরম্।
বিজানির্যত্র ব্রাহ্মণো রাত্রিং বসতি পাপয়া ॥ ১৮ ॥

টীকা ঃ *'রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা'—ইত্যাদি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। গোহরণের জন্য অভিচারকর্মে 'তে বদন্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহা 'ব্রহ্মজায়া' সূক্ত বলে প্রসিদ্ধ। ২ ॥

তৃতীয় সূক্ত

নৈতাং তে দেবা অদদুস্তুভ্যং নৃপতে অত্তবে।
মা ব্রাহ্মণস্য রাজন্য গাং জিঘৎসো অনাদ্যাম্ ॥ ১ ॥
অক্ষদ্রুগ্ধো রাজন্যঃ পাপ আত্মপরাজিতঃ।
স ব্রাহ্মণস্য গামদ্যাদদ্য জীবানি মা শ্বঃ ॥ ২ ॥
আবিষ্টিতাঘবিষা পৃদাকুরিব চর্মণা।
সা ব্রাহ্মণস্য রাজন্য তৃষ্টৈষা গৌরনাদ্যা ॥ ৩ ॥
নির্বৈ ক্ষত্রং নয়তি হন্তি বর্চোঽগ্নিরিবারব্ধো বি দুনোতি সর্বম্।
যো ব্রাহ্মণং মন্যতে অন্নমেব স বিষস্য পিবতি তৈমাতস্য ॥ ৪ ॥
য এনং হন্তি মৃদুং মন্যমানো দেবপীয়ুর্ধনকামো ন চিত্তাৎ।
সং তস্যেন্দ্রো হৃদয়েঽগ্নিমিন্ধ উভে এনং দ্বিষ্টো নভসী চরন্তম্ ॥ ৫ ॥
ন ব্রাহ্মণো হিংসিতব্যোঽগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।
সোমো হ্যস্য দায়াদ ইন্দ্রো অস্যাভিশস্তিপাঃ ॥ ৬ ॥
শতাপাষ্ঠাং নি গিরতি তাং ন শক্নোতি নিঃখিদন্।
অন্নং যো ব্রহ্মণাং মল্বঃ স্বাদ্বদ্মীতি মন্যতে ॥ ৭ ॥
জিহ্বা জ্যা ভবতি কুল্মলং বাঙ্নাডীকা দন্তাস্তপসাভিদিগ্ধাঃ।
তেভির্ব্রহ্মা বিধ্যতি দেবপীয়ূন্ হৃদ্বলৈর্ধনুর্ভির্দেবজূতৈঃ ॥ ৮ ॥
তীক্ষ্ণেষবো ব্রাহ্মণা হেতিমন্তো যামস্যন্তি শরব্যাং ন সা মৃষা।
অনুহায় তপসা মন্যুনা চোত দূরাদব ভিন্দন্ত্যেনম্ ॥ ৯ ॥
যে সহস্রমরাজন্নাসন্ দশশতা উত।
তে ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা বৈতহব্যাঃ পরাভবন্ ॥ ১০ ॥
গৌরেব তান্ হন্যমানা বৈতহব্যাঁ অবাতিরৎ।
যে কেসরপ্রাবন্ধায়াশ্চরমাজামপেচিরন্ ॥ ১১ ॥
একশতং তা জনতা যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রাহ্মণীমসম্ভব্যং পরাভবন্ ॥ ১২ ॥
দেবপীয়ুশ্চরতি মর্ত্যেষু গরগীর্ণো ভবত্যস্থিভূয়ান্।
যো ব্রাহ্মণং দেববন্ধুং হিনস্তি ন স পিতৃযাণমপ্যেতি লোকম্ ॥ ১৩ ॥
অগ্নির্বৈ নঃ পদবায়ঃ সোমো দায়াদ উচ্যতে।
হন্তাভিশস্তেন্দ্রস্তথা তদ্ বেধসো বিদুঃ ॥ ১৪ ॥
ইষুরিব দিগ্ধা নৃপতে পৃদাকুরিব গোপতে।
সা ব্রাহ্মণস্যেষুর্ঘোরা তয়া বিধ্যতি পীয়তঃ ॥ ১৫ ॥

টীকা ঃ গো-হরণ, মারণ প্রভৃতি কর্মের অভিচার করতে হলে ব্রহ্মচারী 'নৈতাং তে দেবাঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শত্রুকে মনে করে জপ করতে হয়। ইহা 'ব্রহ্মগবী' সূক্ত বলে প্রসিদ্ধ। ৩ ॥

চতুর্থ সূক্ত

অতিমাত্রমবর্ধন্ত নোদিব দিবমস্পৃশন্।
ভৃগুং হিংসিত্বা সৃঞ্জয়া বৈতহব্যাঃ পরাভবন্ ॥ ১ ॥
বে বৃহৎসামানমাঙ্গিরসমার্পয়ন্ ব্রাহ্মণং জনাঃ।
পেত্বস্তেষামুভয়াদমবিস্তোকান্যাবয়ৎ ॥ ২ ॥

যে ব্রাহ্মণং প্রত্যষ্ঠীবন্ যে বাস্মিন্‌ছুল্কমীষিরে।
অস্নস্তে মধ্যে কুল্যায়াঃ কেশান্ খাদন্ত আসতে ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মগবী পচ্যমানা যাবৎ সাভি বিজঙ্গহে।
তেজো রাষ্ট্রস্য নির্হন্তি ন বীরো জায়তে বৃষা ॥ ৪ ॥
ক্রূরমস্যাঃ আশসনং তৃষ্টং পিশিতমস্যতে।
ক্ষীরং যদস্যাঃ পীয়তে তদ্ বৈ পিতৃষু কিল্বিষম্ ॥ ৫ ॥
উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি।
পরা তৎ সিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে ॥ ৬ ॥
অষ্টাপদী চতুরক্ষী চতুঃশ্রোত্রা চতুর্হনুঃ।
দ্ব্যাস্যা দ্বিজিহ্বা ভূত্বা সা রাষ্ট্রমব ধূনুতে ব্রহ্মজ্যস্য ॥ ৭ ॥
তদ্ বৈ রাষ্ট্রমা স্রবতি নাবং ভিন্নামিবোদকম্।
ব্রহ্মাণং যত্র হিংসন্তি তদ্ রাষ্ট্রং হন্তি দুচ্ছুনা ॥ ৮ ॥
তং বৃক্ষা অপ সেধন্তি ছায়াং নো মোপগা ইতি।
যো ব্রাহ্মণস্য সদ্ধনমভি নারদ মন্যতে ॥ ৯ ॥
বিষমেতদ্ দেবকৃতং রাজা বরুণোঽব্রবীৎ।
ন ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা রাষ্ট্রে জাগার কশ্চন ॥ ১০ ॥
নবৈব তা নবতয়ো যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রাহ্মণীমসম্ভব্যং পরাভবন্ ॥ ১১ ॥
যাং মৃতায়ানুবধ্নন্তি কূদ্যং পদয়োপনীম্।
তদ্ বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা উপস্তরণমব্রুবন্ ॥ ১২ ॥
অশ্রূণি কৃপমাণস্য যানি জীতস্য বাবৃতুঃ।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
যেন মৃতং স্নপয়ন্তি শ্মশ্রূণি যেনোন্দতে।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্ ॥ ১৪ ॥
ন বর্ষং মৈত্রাবরুণং ব্রহ্মজ্যমভি বর্ষতি।
নাস্মৈ সমিতিঃ কল্পতে ন মিত্রং নয়তে বশম্ ॥ ১৫ ॥

টীকা ঃ 'অতিমাত্রম্ অবর্ধন্ত' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইহাও 'ব্রহ্মগবী' নামে খ্যাত। ৪ ॥

পঞ্চম সূক্ত

উচ্চৈর্ঘোষো দুন্দুভিঃ সত্বনায়ন্ বানস্পত্যঃ সম্ভৃত উস্রিয়াভিঃ।
বাচং ক্ষুণুবানো দময়ন্ সপত্নান্ত্সিংহ ইব জেষ্যন্নভি তংস্তনীহি ॥ ১ ॥
সিংহ ইবাস্তানীদ্ দ্রুবয়ো বিবদ্ধোঽভিক্রন্দন্নৃষভো বাসিতামিব।
বৃষা ত্বং বধ্রয়স্তে সপত্না ঐন্দ্রস্তে শুষ্মো অভিমাতিষাহঃ ॥ ২ ॥
বৃষেব যূথে সহসা বিদানো গব্যন্নভি রুব সংধনাজিৎ।
শুচা বিধ্য হৃদয়ং পরেষাং হিত্বা গ্রামান্ প্রচ্যুতা যন্তু শত্রবঃ ॥ ৩ ॥
সংজয়ন্ পৃতনা ঊর্ধ্বমায়ুর্গৃহ্যা গৃহ্নানো বহুধা বি চক্ষ্ব।
দৈবীং বাচং দুন্দুভ আ গুরস্ব বেধাঃ শত্রূণামুপ ভরস্ব বেদঃ ॥ ৪ ॥
দুন্দুভের্বাচং প্রযতাং বদন্তীমাশৃণ্বতী নাথিতা ঘোষবুদ্ধা।
নারী পুত্রং ধাবতু হস্তগৃহ্যামিত্রী ভীতা সমরে বধানাম্ ॥ ৫ ॥

পূর্বো দুন্দুভে প্র বদাসি বাচং ভূম্যাঃ পৃষ্ঠে বদ রোচমানঃ।
অমিত্রসেনামভিজঞ্জভানো দ্যুমদ্ বদ দুন্দুভে সূনৃতাবৎ ॥ ৬ ॥
অন্তরেমে নভসী ঘোষো অস্তু পৃথক্ তে ধ্বনয়ো যন্তু শীভম্।
অভি ক্রন্দ স্তনয়োৎপিপানঃ শ্লোককৃন্মিত্রতূর্যায় স্বর্ধী ॥ ৭ ॥
ধীভিঃ কৃতঃ প্র বদাতি বাচমুদ্ধর্ষয় সত্বনামায়ুধানি।
ইন্দ্রমেদী সত্বনো নি হ্বয়স্ব মিত্রৈরমিত্রাঁ অব জঙ্ঘনীহি ॥ ৮ ॥
সংক্রন্দনঃ প্রবদো ধৃষ্ণুষেণঃ প্রবেদকৃদ্ বহুধা গ্রামঘোষী।
শ্রেয়ো বন্বানো বয়ুনানি বিদ্বান্ কীর্তিং বহুভ্যো বি হর দ্বিরাজে ॥ ৯ ॥
শ্রেয়ঃকেতো বসুজিৎ সহীয়ান্ত্সংগ্রামজিৎ সংশিতো ব্রহ্মণাসি।
অংশূনিব গ্রাবাধিষবণে অদ্রির্গব্যন্ দুন্দুভেঽধি নৃত্য বেদঃ ॥ ১০ ॥
শত্রূষাণ্নীষাড়ভিমাতিষাহো গবেষণঃ সহমান উদ্ভিৎ।
বাগ্বীব মন্ত্রং প্র ভরস্ব বাচং সাংগ্রামজিত্যায়েষমুদ্ বদেহ ॥ ১১ ॥
অচ্যুতচ্যুৎ সমদো গমিষ্ঠো মৃধো জেতা পুরএতাযোধ্যঃ।
ইন্দ্রেণ গুপ্তো বিদথা নিচিক্যদ্ধৃদ্দ্যোতনো দ্বিষতাং যাহি শীভম্ ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ 'উচ্চৈ র্ঘোষঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনার ত্রাসন, বিদ্বেষণ কর্মে ভেরী প্রভৃতি বাদ্য ধুয়ে তগর উশীরের দ্বারা লেপন করে তিনবার বাজিয়ে পুরোহিত বাদককে দিবে। সেরূপ মহাব্রতে এ সূক্তের দ্বারা ভূমিদুন্দুভির তাড়না করতে হয়। ৫ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

বিহৃদয়ং বৈমনস্যং বদামিত্রেষু দুন্দুভে।
বিদ্বেষং কশ্মশং ভয়মমিত্রেষু নি দধ্মস্যবৈনান্ দুন্দুভে জহি ॥ ১ ॥
উদ্বেপমানা মনসা চক্ষুষা হৃদয়েন চ।
ধাবন্তু বিভ্যতোঽমিত্রাঃ প্রত্রাসেনাজ্যে হুতে ॥ ২ ॥
বানস্পত্যঃ সংভৃত উস্রিয়াভির্বিশ্বগোত্র্যঃ।
প্রত্রাসমমিত্রেভ্যো বদাজ্যেনাভিঘারিতঃ ॥ ৩ ॥
যথা মৃগাঃ সংবিজন্ত আরণ্যাঃ পুরুষাদধি।
এবা ত্বং দুন্দুভেঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র ত্রাসয়াথো চিত্তানি মোহয় ॥ ৪ ॥
যথা বৃকাদজাবয়ো ধাবন্তি বহু বিভ্যতীঃ। এবা* ॥ ৫ ॥
যথা শ্যেনাৎ পতত্রিণঃ সংবিজন্তে অহর্দিবি সিংহস্য স্তনথোর্যথা।
এবা ত্বং দুন্দুভেঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র ত্র সয়াথো চিত্তানি মোহয় ॥ ৬ ॥
পরামিত্রান্ দুন্দুভিনা হরিণস্যাজিনেন চ।
সর্বে দেবা অতিত্রসন্ যে সংগ্রামস্যেশতে ॥ ৭ ॥
যৈরিন্দ্রঃ প্রক্রীড়তে পদ্ঘোষৈশ্ছায়য়া সহ।
তৈরমিত্রাস্ত্রসন্তু নোঽমী যে যন্ত্যনীকশঃ ॥ ৮ ॥
জ্যাঘোষা দুন্দুভয়োঽভি ক্রোশন্তু যা দিশঃ।
সেনাঃ পরাজিতা যতীরমিত্রাণামনীকশঃ ॥ ৯ ॥
আদিত্য চক্ষুরা দৎস্ব মরীচয়োঽনু ধাবত।
পৎসঙ্গিনীরা সজন্তু বিগতে বাহুবীর্যে ॥ ১০ ॥
যূয়মুগ্রা মরুতঃ পৃশ্নিমাতর ইন্দ্রেণ যুজা প্র মৃণীত শত্রূন্।
সোমো রাজা বরুণো রাজা মহাদেব উত মৃত্যুরিন্দ্রঃ ॥ ১১ ॥

এতা দেবসেনাঃ সূর্যকেতবঃ সচেতসঃ ।
অমিত্রান্ নো জয়ন্তু স্বাহা ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ 'বিহৃদয়ং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পরসেনার ত্রাসন, বিদ্বেষণ প্রভৃতি কর্মে সকল বাদ্য তগর উশীরের দ্বারা লেপন করে তিনবার বাজিয়ে পুরোহিত বাদককে দেবে। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা সোমাঙ্কুর মণি হরিণের চর্মে বেষ্টন করে অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন হবে। *এবা ত্বং দুন্দুভে ইত্যাদি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। ৬ ॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অগ্নিস্তক্মানমপ বাধতামিতঃ সোমা গ্রাবা বরুণঃ পূতদক্ষাঃ ।
বেদির্বর্হিঃ সমিধঃ শোশুচানা অপ দ্বেষাংস্যমুয়া ভবন্তু ॥ ১ ॥
অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়ন্নগ্নিরিবাভিদুন্বন্ ।
অধা হি তক্মন্নরসো হি ভূয়া অধা ন্যঙ্ঙধরাঙ্ বা পরেহি ॥ ২ ॥
যঃ পরুষঃ পারুষেয়োঽবধ্বংস ইবারুণঃ ।
তক্মানং বিশ্বধাবীর্যাধরাঞ্চং পরা সুবা ॥ ৩ ॥
অধরাঞ্চং প্র হিণোমি নমঃ কৃত্বা তক্মনে ।
শকম্ভরস্য মুষ্টিহা পুনরেতু মহাবৃষান্ ॥ ৪ ॥
ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বল্হিকেষু ন্যোচরঃ ॥ ৫ ॥
তক্মন্ ব্যাল বি গদ ব্যঙ্গ ভূরি যাবয় ।
দাসীং নিষ্টক্বরীমিচ্ছ তাং বজ্রেণ সমর্পয় ॥ ৬ ॥
তক্মন্ মূজবতো গচ্ছ বল্হিকান্ বা পরস্তরাম্ ।
শূদ্রামিচ্ছ প্রফর্ব্যং তাং তক্মন্ বীব ধূনুহি ॥ ৭ ॥
মহাবৃষান্ মূজবতো বন্ধ্বদ্ধি পরেত্য ।
প্রৈতানি তক্মনে ব্রুমো অন্যক্ষেত্রাণি বা ইমা ॥ ৮ ॥
অন্যক্ষেত্রে ন রমসে বশী সন্ মৃড়য়াসি নঃ ।
অভূদু প্রার্থস্তক্মা স গমিষ্যতি বল্হিকান্ ॥ ৯ ॥
যৎ ত্বং শীতোঽথো রূরঃ সহ কাসাবেপয়ঃ ।
ভীমাস্তে তক্মন্ হেতয়স্তাভিঃ স্ম পরি বৃঙ্গ্ধি নঃ ॥ ১০ ॥
মা স্মৈতান্ত্সখীন্ কুরুথা বলাসং কাসমুদ্যুগম্ ।
মা স্মাতোঽর্বাঙৈঃ পুনস্তৎ ত্বা তক্মন্নুপ ব্রুবে ॥ ১১ ॥
তক্মন্ ভ্রাত্রা বলাসেন স্বস্রা কাসিকয়া সহ ।
পাম্মা ভ্রাতৃব্যেণ সহ গচ্ছামুমরণং জনম্ ॥ ১২ ॥
তৃতীয়কং বিতৃতীয়ং সদন্দিমুত শারদম্ ।
তক্মানং শীতং রূরং গ্রৈষ্মং নাশয় বার্ষিকম্ ॥ ১৩ ॥
গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরি দদ্মসি ॥ ১৪ ॥

টীকা ঃ জ্বরের চিকিৎসা কর্মে 'অগ্নিস্তক্মানমপ বাধতাম্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ব্রীহি অভিমন্ত্রিত করে মণ্ড তৈরী করে পান করাতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ওতে মে দ্যাবাপৃথিবী ওতা দেবী সরস্বতী ।
ওতৌ ম ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ ক্রিমিং জম্ভয়তামিতি ॥ ১ ॥
অস্যেন্দ্র কুমারস্য ক্রিমীন্ ধনপতে জহি ।
হতা বিশ্বা অরাতয় উগ্রেণ বচসা মম ॥ ২ ॥
যো অক্ষ্যৌ পরিসর্পতি যো নাসে পরিসর্পতি ।
দতাং যো মধ্যং গচ্ছতি তং ক্রিমিং জম্ভয়ামসি ॥ ৩ ॥
সরূপৌ দ্বৌ বিরূপৌ দ্বৌ কৃষ্ণৌ রহিতৌ দ্বৌ ।
বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ গৃধ্রঃ কোকশ্চ তে হতাঃ ॥ ৪ ॥
যে ক্রিময়ঃ শিতিকক্ষা যে কৃষ্ণাঃ শিতিবাহবঃ ।
যে কে চ বিশ্বরূপাস্তান্ ক্রিমীন্ জম্ভয়ামসি ॥ ৫ ॥
উৎ পুরস্তাৎ সূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা ।
দৃষ্টাংশ্চ ঘ্নন্নদৃষ্টাংশ্চ সর্বাংশ্চ প্রমৃণন্ ক্রিমীন্ ॥ ৬ ॥
যেবাষাসঃ কষ্কষাস এজৎকাঃ শিপবিত্নুকাঃ ।
দৃষ্টশ্চ হন্যতাং ক্রিমিরুতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্ ॥ ৭ ॥
হতো যেবাষঃ ক্রিমীণাং হতো নদনিমোত ।
সর্বান্ নি মষ্মষাকরং দৃষদা খল্বাঁ ইব ॥ ৮ ॥
ত্রিশীর্ষাণং ত্রিককুদং ক্রিমিং সারঙ্গমর্জুনম্ ।
শৃণাম্যস্য পৃষ্টীরপি বৃশ্চামি যচ্ছিরঃ ॥ ৯ ॥
অত্রিবদ্ বঃ ক্রিময়ো হন্মি কণ্ববজ্জমদগ্নিবৎ ।
অগস্ত্যস্য ব্রহ্মণা সং পিনষ্ম্যহং ক্রিমীন্ ॥ ১০ ॥
হতো রাজা ক্রিমীণামুতৈষাং স্থপতির্হতঃ ।
হতো হতমাতা ক্রিমির্হতভ্রাতা হতস্বসা ॥ ১১ ॥
হতাসো অস্য বেশসো হতাসঃ পরিবেশসঃ ।
অথো যে ক্ষুল্লকা ইব সর্বে তে ক্রিময়ো হতাঃ ॥ ১২ ॥
সর্বেষাং চ ক্রিমীণাং সর্বাসাং চ ক্রিমীণাম্ ।
ভিনদ্ম্যশ্মনা শিরো দহাম্যগ্নিনা মুখম্ ॥ ১৩ ॥

টীকা ঃ কৃমির চিকিৎসা কর্মে 'ওতে মে দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা করীরমূল অভিমন্ত্রিত করে বেঁধে দিতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা গাভীর লোমের সাথে করীর কাষ্ঠ বেষ্টন করে সূক্ত জপ করে পাষাণের দ্বারা চূর্ণ করে অগ্নিতে তাপ দিয়ে সূক্ত পাঠ করে ধারণ করতে হবে। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা গ্রাম্য পশুদের অভিমন্ত্রিত করে ডান হাতে দক্ষিণ মুখ হয়ে ধূলি ছড়াতে হবে। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা ধূলি অভিমন্ত্রিত করে হাতে ডলে কৃমির উপর নিক্ষেপ করতে হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবতু ।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং পুরোধায়ামস্যাং প্রতিষ্ঠায়ামস্যাং
চিত্ত্যামস্যামাকূত্যামস্যামাশিষ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা ॥ ১ ॥

অগ্নির্বনস্পতীনামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ২ ॥
দ্যাবাপৃথিবী দাতৄণামধিপত্নী তে মাবতাম্* ॥ ৩ ॥
বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ৪ ॥
মিত্রাবরুণৌ বৃষ্ট্যাধিপতী তৌ মাবতাম্* ॥ ৫ ॥
মরুতঃ পর্বতানামধিপতয়স্তে মাবন্তু* ॥ ৬ ॥
সোমো বীরুধামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ৭ ॥
বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ৮ ॥
সূর্যশ্চক্ষুষামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ৯ ॥
চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রো দিবোঽধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ১১ ॥
মরুতাং পিতা পশূনামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ১২ ॥
মৃত্যুঃ প্রজানামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ১৩ ॥
যমঃ পিতৄণামধিপতিঃ স মাবতু* ॥ ১৪ ॥
পিতরঃ পরে তে মাবন্তু* ॥ ১৫ ॥
ততা অবরে তে মাবন্তু* ॥ ১৬ ॥
ততস্ততামহাস্তে মাবন্তু* ।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং পুরোধায়ামস্যা প্রতিষ্ঠায়ামস্যাং
চিত্ত্যামস্যামাকূত্যামস্যামাশিষ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা ॥ ১৭ ॥

টীকা ঃ *'অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যাস্মিন্' ইত্যাদি থেকে 'স্বাহা' পর্যন্ত পূর্ব মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। পৌরোহিত্য করার জন্য 'সবিতা প্রসবানাং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শূদ্রের আনীত সমিধ গ্রহণ করতে হয়। সেরূপ বিবাহ আজ্যহোমে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেব পর্বে এ সূক্তের দ্বারা সাবিত্র-যাগ করতে হয়। 'ব্রহ্মকর্ম' নামে এ সূক্ত প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ সূক্ত

পর্বতাদ্ দিবো যোনেরঙ্গাদঙ্গাৎ সমাভৃতম্ ।
শেপো গর্ভস্য রেতোধাঃ সরৌ পর্ণমিবা দধৎ ॥ ১ ॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী ভূতানাং গর্ভমাদধে ।
এবা দধামি তে গর্ভং তস্মৈ ত্বামবসে হুবে ॥ ২ ॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি ।
গর্ভং তে অশ্বিনোভা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ৩ ॥
গর্ভং তে মিত্রাবরুণৌ গর্ভং দেবো বৃহস্পতিঃ ।
গর্ভং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ গর্ভং ধাতা দধাতু তে ॥ ৪ ॥
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু ।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৫ ॥
যদ্ বেদ রাজা বরুণো যদ্ বা দেবী সরস্বতী।
যদিন্দ্রো বৃত্রহা বেদ তদ্ গর্ভকরণং পিব ॥ ৬ ॥
গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাম্ ।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্য সো অগ্নে গর্ভমেহ ধাঃ ॥ ৭ ॥
অধি স্কন্দ বীরয়স্ব গর্ভমা ধেহি যোন্যাম্ ।
বৃষাসি বৃষ্ণ্যাবন্ প্রজায়ৈ ত্বা নয়ামসি ॥ ৮ ॥

বি জিহীষ্ব বার্হৎসামে গর্ভস্তে যোনিমা শয়াম্ ।
অদুষ্টে দেবাঃ পুত্রং সোমপা উভয়াবিনম্ ॥ ৯ ॥
ধাতঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যা নার্যা গবীন্যোঃ ।
পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে ॥ ১০ ॥
ত্বষ্টঃ শ্রেষ্ঠেন* ॥ ১১ ॥
সবিতঃ শ্রেষ্ঠেন* ॥ ১২ ॥
প্রজাপতে শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যা নার্যা গবীন্যোঃ ।
পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে ॥ ১৩ ॥

টীকা ঃ *'রূপেণাস্যা নার্যা' থেকে 'দশমে মাসি সূতবে' পর্যন্ত পূর্ব মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। গর্ভাধান নামক কর্মে 'পর্বতাদ্ দিবঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা চরু পাক করে অভিমন্ত্রিত করে খাওয়াতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

যজূংষি যজ্ঞে সমিধঃ স্বাহাগ্নিঃ প্রবিদ্বানিহ বো যুনক্তু ॥ ১ ॥
যুনক্তু দেবঃ সবিতা প্রজানন্নস্মিন্ যজ্ঞে মহিষঃ স্বাহা ॥ ২ ॥
ইন্দ্র উক্থামদান্যস্মিন্ যজ্ঞে প্রবিদ্বান্ যুনক্তু সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥
প্রৈষা যজ্ঞে নিবিদঃ স্বাহা শিষ্টাঃ পত্নীভির্বহতেহ যুক্তাঃ ॥ ৪ ॥
ছন্দাংসি যজ্ঞে মরুতঃ স্বাহা মাতেব পুত্রং পিপৃতেহ যুক্তাঃ ॥ ৫ ॥
এয়মগন্ বর্হিষা প্রোক্ষণীভির্যজ্ঞং তন্বানাদিতিঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥
বিষ্ণুর্যুনক্তু বহুধা তপাংস্যস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥
ত্বষ্টা যুনক্তু বহুধা নু রূপা অস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥
ভগো যুনক্তবাশিষো ন্ব স্মা অস্মিন্ যজ্ঞে
প্রবিদ্বান্ যুনক্তু সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥
সোমো যুনক্তু বহুধা পয়াংস্যস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রো যুনক্তু বহুধা বীর্যাণ্যস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ১১ ॥
অশ্বিনা ব্রহ্মণা যাতমর্বাঞ্চৌ বষট্কারেণ যজ্ঞং বর্ধয়ন্তৌ ।
বৃহস্পতে ব্রহ্মণা যাহ্যর্বাঙ্ যজ্ঞো অয়ং স্বরিদং যজমানায় স্বাহা ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ 'যজূংষি যজ্ঞে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকাম ব্যক্তি নূতন গৃহে মধুমিশ্রিত ঘৃতের হোম করবে। জ্যোতিষ্টোমে এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিতে হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ঊর্ধ্বা অস্য সমিধো ভবন্ত্যূর্ধ্বা শুক্রা শোচীংষ্যগ্নেঃ ।
দ্যুমত্তমা সুপ্রতীকঃ সসূনুস্তনূনপাদসুরো ভূরিপাণিঃ ॥ ১ ॥
দেবো দেবেষু দেবঃ পথো অনক্তি মধ্বা ঘৃতেন ॥ ২ ॥

মধ্বা যজ্ঞং নক্ষতি প্রৈণানো নরাশংসো অগ্নিঃ
সুকৃদ্ দেবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ৩ ॥
অচ্ছায়মেতি শবসা ঘৃতা চিদীডানো বহ্নির্নমসা ॥ ৪ ॥
অগ্নিঃ স্রুচো অধ্বরেষু প্রযক্ষু স যক্ষদস্য মহিমানমগ্নেঃ ॥ ৫ ॥
তরী মন্দ্রাসু প্রযক্ষু বসবশ্চাতিষ্ঠন্ বসুধাতরশ্চ ॥ ৬ ॥
দ্বারো দেবীরন্বস্য বিশ্বে ব্রতং রক্ষন্তি বিশ্বহা ॥ ৭ ॥
উরুব্যচসাগ্নের্ধাম্না পত্যমানে।
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তেমং যজ্ঞমবতামধ্বরং নঃ ॥ ৮ ॥
দৈবা হোতার ঊর্ধ্বমধ্বরং নোঽগ্নের্জিহ্বয়াভি গৃণত গৃণতা ন স্বিষ্টয়ে।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তামিডা সরস্বতী মহী ভারতী গৃণানা ॥ ৯ ॥
তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরুক্ষু।
দেব ত্বষ্টা রায়স্পোষং বি ষ্য নাভিমস্য ॥ ১০ ॥
বনস্পতেঽব সৃজা ররাণঃ।
ত্মনা দেবেভ্যো অগ্নির্হব্যং শমিতা স্বদয়তু ॥ ১১ ॥
অগ্নে স্বাহা কৃণুহি জাতবেদঃ।
ইন্দ্রায় যজ্ঞং বিশ্বে দেবা হবিরিদং জুষন্তাম্ ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ পুষ্টিকাম ব্যক্তি 'ঊর্ধ্বা অস্য' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অগ্নিতে মন্থাকার ঔদুম্বর দিয়ে আজ্যাহুতি দিতে হবে। সেরূপ অসংখ্যাত আগম শষ্কুলী এনে এ সূক্তের দ্বারা সাতটি শষ্কুলী অগ্নিতে দিয়ে আজ্যের দ্বারা হোম করতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

নব প্রাণান্নবভিঃ সং মিমীতে দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায়।
হরিতে ত্রীণি রজতে ত্রীণ্যয়সি ত্রীণি তপসাবিষ্ঠিতানি ॥ ১ ॥
অগ্নিঃ সূর্যশ্চন্দ্রমা ভূমিরাপো দ্যৌরন্তরিক্ষং প্রদিশো দিশশ্চ।
আর্তবা ঋতুভিঃ সংবিদানা অনেন মা ত্রিবৃতা পারয়ন্তু ॥ ২ ॥
ত্রয়ঃ পোষাস্ত্রিবৃতি শ্রয়ন্তামনক্তু পূষা পয়সা ঘৃতেন।
অন্নস্য ভূমা পুরুষস্য ভূমা ভূমা পশূনাং ত ইহ শ্রয়ন্তাম্ ॥ ৩ ॥
ইমমাদিত্যা বসুনা সমুক্ষতেমমগ্নে বর্ধয় বাবৃধানঃ।
ইমমিন্দ্র সং সৃজ বীর্যেণাস্মিন্ ত্রিবৃচ্ছ্রয়তাং পোষয়িষ্ণু ॥ ৪ ॥
ভূমিষ্টবা পাতু হরিতেন বিশ্বভৃদগ্নিঃ পিপর্ত্বয়সা সজোষাঃ।
বীরুদ্ভিষ্টে অর্জুনং সংবিদানং দক্ষং দধাতু সুমনস্যমানম্ ॥ ৫ ॥
ত্রেধা জাতং জন্মনেদং হিরণ্যমগ্নেরেকং প্রিয়তমং বভূব
সোমস্যৈকং হিংসিতস্য পরাপতৎ।
অপামেকং বেধসাং রেত আহুস্তৎ তে হিরণ্যং ত্রিবৃদস্ত্বায়ুষে ॥ ৬ ॥
ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।
ত্রেধামৃতস্য চক্ষণং ত্রীণ্যায়ূংষি তেঽকরম্ ॥ ৭ ॥
ত্রয়ঃ সুপর্ণাস্ত্রিবৃতা যদায়ন্নেকাক্ষরমভিসম্ভূয় শক্রাঃ।
প্রত্যৌহন্মৃত্যুমমৃতেন সাকমন্তর্দধানা দুরিতানি বিশ্বা ॥ ৮ ॥
দিবস্ত্বা পাতু হরিতং মধ্যাৎ ত্বা পাত্বর্জুনম্।
ভূম্যা অয়স্ময়ং পাতু প্রাগাদ্ দেবপুরা অয়ম্ ॥ ৯ ॥

ইমামিন্দ্রো দেবপুরাস্তাস্ত্বা রক্ষন্তু সর্বতঃ।
তাস্ত্বং বিভ্রদ্ বর্চস্বুত্তরো দ্বিষতাং ভব ॥ ১০ ॥
পুরং দেবানামমৃতং হিরণ্যং য আবেধে প্রথমো দেবো অগ্রে।
তস্মৈ নমো দশ প্রাচীঃ কৃণোম্যনু মন্যতাং ত্রিবৃদাবধে মে ॥ ১১ ॥
আ ত্বা চৃতত্বর্য্যমা পূষা বৃহস্পতিঃ।
অহর্জাতস্য যন্নাম তেন ত্বাতি চৃতামসি ॥ ১২ ॥
ঋতুভিষ্টবার্তবৈরায়ুষে বর্চসে ত্বা।
সম্বৎসরস্য তেজসা তেন সংহনু কৃণ্মসি ॥ ১৩ ॥
ঘৃতাদুল্লুপ্তং মধুনা সমক্তং ভূমিদৃংহমচ্যুতং পারয়িষ্ণুঃ।
ভিন্দৎ সপত্নানধরাংশ্চ কৃণ্বদা মা রোহ মহতে সৌভগায় ॥ ১৪ ॥

টীকা ঃ সর্বসম্পৎকর্মে 'নব প্রাণান্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ আয়ুষ্কাম ব্যক্তির হিরণ্যমণি বন্ধনে এ সূক্তের বিনিয়োগ। উপনয়ন কর্মে ব্রহ্মচারীর আয়ু কামনা করে আজ্যহোমে এ সূক্ত বিনিযুক্ত করতে হয়। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা উপনয়নের পর মাণবকের আয়ুষ্কামনায় স্বর্ণ, রজত ও লোহার তিনটি খণ্ড একত্র করে নবশালাক মণি ত্রিবৃৎ করে অভিমন্ত্রিত করে বেঁধে দিতে হয়। মহাশান্তিতে ত্রিবৃৎ-মণি বন্ধনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

পুরস্তাদ্ যুক্তো বহ জাতবেদোঽগ্নে বিদ্ধি ক্রিয়মাণং যথেদম্।
ত্বং ভিষগ্ ভেষজস্যাসি কর্তা ত্বয়া গামশ্বং পুরুষং সনেম ॥ ১ ॥
তথা তদগ্নে কৃণু জাতবেদো বিশ্বেভির্দেবৈঃ সহ সংবিদানঃ।
যো নো দিদেব যতমো জঘাস যথা সো অস্য পরিধিষ্পতাতি ॥ ২ ॥
যথা সো অস্য পরিধিষ্পতাতি তথা তদগ্নে কৃণু জাতবেদঃ।
বিশ্বেভির্দেবৈঃ সহ সংবিদানঃ ॥ ৩ ॥
অক্ষ্যৌ নি বিধ্য হৃদয়ং নি বিধ্য জিহ্বাং নি তৃন্দ্ধি প্র দতো মৃণীহি।
পিশাচো অস্য যতমো জঘাসাগ্নে যবিষ্ঠ প্রতি তং শৃণীহি ॥ ৪ ॥
যদস্য হৃতং বিহৃতং যৎ পরাভৃতমাত্মনো জগ্ধং যতমৎ পিশাচৈঃ।
তদগ্নে বিদ্বান্ পুনরা ভর ত্বং শরীরে মাংসমসুমেরয়ামঃ ॥ ৫ ॥
আমে সুপক্কে শবলে বিপক্কে যো মা পিশাচো অশনে দদম্ভ।
তদাত্মনা প্রজয়া পিশাচা বি যাতয়ন্তামগদোঽয়মস্তু ॥ ৬ ॥
ক্ষীরে মা মন্থে যতমো দদম্ভাকৃষ্টপচ্যে অশনে ধান্যে যঃ তদা* ॥ ৭ ॥
অপাং মা পানে যতমো দদম্ভ ক্রব্যাদ্ যাতূনাং
শয়নে শয়ানম্। তদা* ॥ ৮ ॥
দিবা মা নক্তং যতমো দদম্ভ ক্রব্যাদ্ যাতূনাং শয়নে শয়ানম্।
তদাত্মনা প্রজয়া পিশাচা বি যাতয়ন্তামগদোঽয়মস্তু ॥ ৯ ॥
ক্রব্যাদমগ্নে রুধিরং পিশাচং মনোহনং জহি জাতবেদঃ।
তমিন্দ্রো বাজী বজ্রেণ হন্তু ছিনত্তু সোমঃ শিরো অস্য ধৃষ্ণুঃ ॥ ১০ ॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
সহমুরাননু দহ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ১১ ॥

সমাহর জাতবেদো যদ্ধৃতং যৎ পরাভৃতম্ ।
গাত্রাণ্যস্য বর্ধন্তামংশুরিবা প্যায়তাময়ম্ ॥ ১২ ॥
সোমস্যেব জাতবেদো অংশুরা প্যায়তাময়ম্ ।
অগ্নে বিরপ্শিনং মেধ্যমযক্ষ্মং কৃণু জীবতু ॥ ১৩ ॥
এতাস্তে অগ্নে সমিধঃ পিশাচজম্ভনীঃ ।
তাস্ত্বং জুষস্ব প্রতি চৈনা গৃহাণ জাতবেদঃ ॥ ১৪ ॥
তার্ষ্টাঘীরগ্নে সমিধঃ প্রতি গৃহ্নাহ্যর্চিসা ।
জহাতু ক্রব্যাদ্রূপং যো অস্য মাংসং জিহীর্ষতি ॥ ১৫ ॥

টীকা ঃ 'পুরস্তাৎ যুক্তঃ' ইত্যাদি সূক্তের চাতনগণে পাঠ করা হয়েছে জন্য **সেখানে** এ সূক্তের বিনিয়োগ হবে। ইহা রক্ষো-বিনাশকর্মে বিনিযুক্ত বিশেষ 'স্তুবানং **অগ্নে'** (১।৭) সূক্তে বলা হয়েছে। *'তদাত্মনা প্রজয়া' ইত্যাদি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে।

চতুর্থ সূক্ত

আবতস্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ ।
ইহৈব ভব মা নু গা ম পূর্বাননু গাঃ পিতৄনসুং বধ্নামি তে দৃঢ়ম্ ॥ ১ ॥
যৎ ত্বাভিচেরুঃ পুরুষঃ স্বো যদরণো জনঃ ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ২ ॥
যদ্ দুদ্রোহিথ শেপিযে স্ত্রিয়ৈ পুংসে অচিত্ত্যা । উন্মো* ॥ ৩ ॥
যদেনসো মাতৃকৃতাচ্ছেষে পিতৃকৃতাচ্চ যৎ ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ৪ ॥
যৎ তে মাতা যৎ তে পিতা জামির্ভ্রাতা চ সর্জতঃ ।
প্রত্যক্ সেবস্ব ভেষজং জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা ॥ ৫ ॥
ইহৈধি পুরুষ সর্বেণ মনসা সহ ।
দূতৌ যমস্য মানু গা অধি জীবপুরা ইহি ॥ ৬ ॥
অনুহূতঃ পুনরেহি বিদ্বানুদয়নং পথঃ ।
আরোহণমাক্রমণং জীবতোজীবতোঽয়নম্ ॥ ৭ ॥
মা বিভের্ন মরিষ্যসি জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা ।
নিরবোচমহং যক্ষ্মমঙ্গেভ্যো অঙ্গজ্বরং তব ॥ ৮ ॥
অঙ্গভেদো অঙ্গজ্বরো যশ্চ তে হৃদয়াময়ঃ ।
যক্ষ্মঃ শ্যেন ইব প্রাপপ্তদ্ বাচা সাঢ়ঃ পরস্তরাম্ ॥ ৯ ॥
ঋষী বোধপ্রতীবোধাবস্বপ্নো যশ্চ জাগৃবিঃ ।
তৌ তে প্রাণস্য গোপ্তারৌ দিবা নক্তং চ জাগৃতাম্ ॥ ১০ ॥
অয়মগ্নিরুপসদ্য ইহ সূর্য উদেতু তে ।
উদেহি মৃত্যোর্গম্ভীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিৎ তমসস্পরি ॥ ১১ ॥
নমো যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে নমঃ পিতৃভ্য উত যে নয়ন্তি ।
উৎপারণস্য যো বেদ তমগ্নিং পুরো দধেঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ১২ ॥
ঐতু প্রাণ ঐতু মন ঐতু চক্ষুরথো বলম্ ।
শরীরমস্য সং বিদাং তৎ পদ্ভ্যাং প্রতি তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥
প্রাণেনাগ্নে চক্ষুষা সং সৃজেমং সমীরয় তন্বা সং বলেন ।
বেত্থামৃতস্য মা নু গান্মা নু ভূমিগৃহো ভুবৎ ॥ ১৪ ॥

মা তে প্রাণ উপ দসন্মো অপানোঽপি ধায়ি তে ।
সূর্যস্ত্বাধিপতির্মৃত্যোরুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ ॥ ১৫ ॥
ইয়মন্তর্বদতি জিহ্বা বন্ধা পনিষ্পদা ।
ত্বয়া যক্ষ্মং নিরবোচং শতং রোপীশ্চ তক্মনঃ ॥ ১৬ ॥
অয়ং লোকঃ প্রিয়তমো দেবানামপরাজিতঃ ।
যস্মৈ ত্বমিহ মৃত্যবে দিষ্টঃ পুরুষ জজ্ঞিষে ।
স চ ত্বানু হ্বয়ামসি মা পুরা জরসো মৃথাঃ ॥ ১৭ ॥

টীকা ঃ 'আবতস্ত আবতঃ' ইত্যাদি সূক্ত সকল ভৈষজ্যকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে । সেরূপ উপনয়নের পর আয়ু কামনা করে মাণবককে স্পর্শ করে এ মন্ত্রের পাঠ করতে হয় । *'উন্মোচন প্রমোচনে' ইত্যাদি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে ।

পঞ্চম সূক্ত

যাং তে চক্রুরামে পাত্রে যাং চক্রুর্মিশ্রধান্যে ।
আমে মাংসে কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ১ ॥
যাং তে চক্রুঃ কৃকবাকাবজে বা যাং কুরীরিণি ।
অব্যাং তে কৃত্যাং যাম্* ॥ ২ ॥
যাং তে চক্রুরেকশফে পশূনামুভয়াদতি ।
গর্দভে কৃত্যাং যাং* ॥ ৩ ॥
যাং তে চক্রুরমূলায়াং বলগং বা নরাচ্যাম্ ।
ক্ষেত্রে তে কৃত্যাং যাম্* ॥ ৪ ॥
যাং তে চক্রুর্গার্হপত্যে পূর্বাগ্নাবুত দুশ্চিতঃ ।
শালায়াং কৃত্যাং যাম্* ॥ ৫ ॥
যাং তে চক্রুঃ সভায়াং যাং চক্রুরধিদেবনে ।
অক্ষেষু কৃত্যাং যাম্* ॥ ৬ ॥
যাং তে চক্রুঃ সেনায়াং যাং চক্রুরিষ্বায়ুধে ।
দুন্দুভৌ কৃত্যাং যাম্* ॥ ৭ ॥
যাং তে কৃত্যাং কূপেঽবদধুঃ শ্মশানে বা নিচখ্নুঃ ।
সদ্মনি কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৮ ॥
যাং তে চক্রুঃ পুরুষাস্থে অগ্নৌ সংকসুকে চ যাম্ ।
ম্রোকং নির্দাহং ক্রব্যাদং পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৯ ॥
অপথেনা জাভারৈণাং তাং পথেতঃ প্র হিণ্মসি ।
অধীরো মর্যাধীরেভ্যঃ সঃ জভারাচিত্ত্যা ॥ ১০ ॥
যশ্চকার ন শশাক কর্তুং শশ্রে পাদমঙ্গুরিম্ ।
চকার ভদ্রমস্মভ্যমভগো ভগবদ্ভ্যঃ ॥ ১১ ॥
কৃত্যাকৃতং বলগিনং মূলিনং শপথেয্যম্ ।
ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেনাগ্নির্বিধ্যত্বস্তয়া ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ 'যাং তে চক্রুঃ' ইত্যাদি সূক্ত কৃত্যা পরিহারকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে । বিশেষ 'দূষ্যা দূষিরসি' (২। ১১) সূক্তে বলা হয়েছে । *'যাং চক্রুঃ পুনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে ।

ষষ্ঠ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

দোষো গায় বৃহদ্ গায় দ্যুমদ্ধেহি ।
আথর্বণ স্তুহি দেবং সবিতারম্ ॥ ১ ॥
তমু ষ্টুহি যো অন্তঃ সিন্ধৌ সূনুঃ ।
সত্যস্য যুবানমদ্রোঘবাচং সুশেবম্ ॥ ২ ॥
স ঘা নো দেবঃ সবিতা সাবিষদমৃতানি ভূরি ।
উভে সুষ্টুতী সুগাতবে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রায় সোমমৃত্বিজঃ সুনোতা চ ধাবত ।
স্তোতুর্যো বচঃ শৃণবদ্ধবং চ মে ॥ ৪ ॥
আ যং বিশন্তীন্দবো বয়ো ন বৃক্ষমন্ধসঃ ।
বিরপ্শিন্ বি মৃধো জহি রক্ষস্বিনীঃ ॥ ৫ ॥
সুনোতা সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে ।
যুবা জেতেশানঃ স পুরুষ্টুতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : হে আথর্বণ মহর্ষি, দিন রাত সব সময় স্তুতির উপযোগী সামমন্ত্র উচ্চারণ কর। হে স্তোতা, সে বৃহৎ সাম গান কর এবং তার ফলে দীপ্তিযুক্ত ধন দিয়ে আমাদের পোষণ কর। দানাদি গুণযুক্ত অন্তর্যামিরূপে সকলের প্রেরক সবিতা দেবের স্তুতি কর। ১ ॥ হে স্তোতা, সে দেবকেই স্তুতির দ্বারা প্রীত কর, যে সবিতা দেব সত্যরূপ পরব্রহ্মের প্রথমজাত পুত্র। সে সবিতা স্যন্দনশীল সমুদ্রের মধ্য থেকে উদিত হচ্ছে। সে নিত্য তরুণ, নৈশ অন্ধকারের পৃথক-কর্তা, অহিংসকবাক্যযুক্ত (শোভনবাক্) সবিতার সুখে স্তুতি কর। ২ ॥ সেই দেব সবিতা আমাদের অমৃতত্বসাধন বহু হবি-প্রদানাদি কর্ম দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিক (অথবা অমরণ হেতু প্রভূত বল আমাদের উদ্দেশে প্রেরণ করুক), যাতে উভয়বিধ শোভনস্তুতি-সাধন বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় ভালভাবে গান করতে পারে। ৩ ॥ হে অধ্বর্যু-প্রমুখ ঋত্বিক্‌গণ, ইন্দ্রের জন্য সোম অভিষুত কর এবং তা শোধন কর। সে ইন্দ্র আমার স্তুতিবাক্য ও আহ্বান সাদরে শুনুক। ৪ ॥ পাখীরা যেমন নিজেদের আবাসস্থল বৃক্ষে শীঘ্র পৌঁছে, সেরূপ অভিষুত সোমগুলি ভক্ষণের জন্য ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করছে। হে মহান ইন্দ্র, সোমপানে দৃপ্ত হয়ে যুধ্যমান শত্রুসেনা বিনাশ কর। ৫ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, সোমপানে উৎসুক বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম অভিষুত কর। সে ইন্দ্র নিত্যতরুণ, জয়শীল, সকল জগতের নিয়ামক এবং বহু যজমানের দ্বারা অভিলাষ সিদ্ধির জন্য স্তুত। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। ষষ্ঠ কাণ্ডে ১৩টি অনুবাক, তার মধ্যে ১ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। 'দোষো গায়' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকামী ব্যক্তি নূতন গৃহে মধুমিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা হোম করবে। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা স্বস্ত্যয়নের জন্য আজ্য,

সমিৎ, পুরোডাশাদি শষ্কুল্য পর্যন্ত তেরটি দ্রব্য আহুতি দিতে হয়। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা সকল লোকের আধিপত্যকামী অর্থবাণের যাগ করবে বা উপাসনা করবে। এ সূক্তের দ্বারা সমাবর্তনের পর অন্ন অভিমন্ত্রিত করে খাওয়াতে হয়—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

এ ষষ্ঠ কাণ্ডে প্রায় সব সূক্তগুলি তৃচাত্মক, তথাপি অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের অনুরোধে তৃচ-দ্বয় এক করে এক একটি সূক্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

১ম মন্ত্রে 'আথর্বণ'—শব্দের অর্থ অথর্বণের পুত্র, দধ্যঙ্ নামক মহর্ষি।

দ্বিতীয় সূক্ত

পাতং ন ইন্দ্রাপূষণাদিতিঃ পান্তু মরুতঃ।
অপাং নপাৎ সিন্ধবঃ সপ্ত পাতন পাতু নো বিষ্ণুরুত দ্যৌঃ ॥ ১ ॥
পাতাং নো দ্যাবাপৃথিবী অভিষ্ঠয়ে পাতু গ্রাবা
পাতু সোমো নো অংহসঃ।
পাতু নো দেবী সুভগা সরস্বতী
পাত্বগ্নিঃ শিবা যে অস্য পায়বঃ ॥ ২ ॥
পাতাং নো দেবাশ্বিনা শুভস্পতী উষাসানক্তোত ন উরুষ্যতাম্।
অপাং নপাদভিহ্রুতী গয়স্য চিদ্ দেব ত্বষ্টর্বর্ধয় সর্বতাতয়ে ॥ ৩ ॥
ত্বষ্টা মে দৈব্যং বচঃ পর্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরদিতির্নু পাতু নো দুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ ॥ ৪ ॥
অংশো ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমাদিতিঃ পান্তু মরুতঃ।
অপ তস্য দ্বেষো গমেদভিহ্রুতো যাবয়চ্ছত্রুমন্তিতম্ ॥ ৫ ॥
ধিয়ে সমশ্বিনা প্রাবতং ন উরুষ্যা ণ উরুজ্মন্নপ্রযুচ্ছন্।
দ্যৌষ্পিতর্যাবয় দুচ্ছুনা যা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও পূষাদেব, আমাদের রক্ষা কর। সেরূপ হে দেবমাতা অদিতি, মরুদ্গণ, অপাং নপাৎ (জলের পৌত্র) নামক অগ্নি, সপ্ত সমুদ্র, ব্যাপনশীল বিষ্ণুদেব ও দ্যুলোক, তোমরা আমাদের রক্ষা কর। ১ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোক আমাদের অভিমত ফল-প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করুক। অভিষবের হেতু প্রস্তর ও অভিষুত সোম আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুক। সৌভাগ্যযুক্ত দেবী সরস্বতী আমাদের রক্ষা করুক। আহবনীয়াদিরূপে অবস্থিত অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক এবং এ অগ্নির কল্যাণময় দুঃখনাশক যে রশ্মিগুলি আছে, তারাও আমাদের রক্ষা করুক। ২ ॥ হে দেব, শোভমান তেজের স্বামী অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজন আমাদের রক্ষা কর। হে অহোরাত্রির দেবতা, আমাদের রক্ষা কর। হে মেঘজলের বর্ধক (অপাং নপাৎ) অগ্নি, সকল হিংসা থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে ত্বষ্টাদেব, সকল ফলের জন্য আমাদের বর্ধন কর। ৩ ॥ ত্বষ্টা দেব আমাদের দেবযোগ্য স্তুতি-বাক্য শুনুক। সেরূপ পর্জন্যদেব ও মন্ত্রের অধিপতি ব্রহ্মণস্পতি, তারা দুজনে আমাদের স্তুতিবচন শুনুক। অদিতি নিজপুত্র ও ভ্রাতাদের সাথে আমাদের রক্ষক, অন্যের অনতিক্রমণীয় বল শীঘ্র রক্ষা করুক। ৪ ॥ অংশ, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, অদিতি ও মরুদ্গণ আমাদের রক্ষা করুক। যে শত্রু থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, সে শত্রুর কৃত হিংসাপূর্ণ অনিষ্টাচরণ আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। আমাদের কাছ থেকে অপগত দ্বেষ সে শত্রুকে আমাদের কাছ থেকে পৃথক করুক। ৫ ॥ হে

ব্যাপনশীল দেব অশ্বিদ্বয়, সৎকর্মের জন্য আমাদের সম্যক রক্ষা কর অর্থাৎ আমাদের সৎকর্ম বিষয়ে যাতে বৃদ্ধি হয় সেরূপ কর। হে বিস্তীর্ণ গমনশীল বায়ু, অপ্রমত্ত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। বৃষ্টির দ্বারা সকল প্রাণীর জনক হে দ্যুলোক, অনিষ্টকারিণী পাপদেবতাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'পাতং নঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বিজয়-কর্মে আজ্যাহুতি দিয়ে খড়্গাদি অভিমন্ত্রিত করে যোদ্ধাকে দিতে হয়। সেরূপ স্বস্ত্যয়ন কামনা করে রাতে শয়নকালে এ সূক্ত জপ করে শুতে হবে এবং ঘুম থেকে উঠে এ সূক্তের দ্বারা তিন পা চলে উঠতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

উদেনমুত্তরং নয়াগ্নে ঘৃতেনাহুত।
সমেনং বর্চসা সৃজ প্রজয়া চ বহুং কৃধি ॥ ১ ॥
ইন্দ্রেমং প্রতরং কৃধি সজাতানামসদ্ বশী।
রায়স্পোষেণ সং সৃজ জীবাতবে জরসে নয় ॥ ২ ॥
যস্য কৃণ্মো হবির্গৃহে তমগ্নে বর্ধয়া ত্বম্।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবদয়ং চ্ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩ ॥
যোঽস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽদেবো অভিমন্যতে।
সর্বং তং রন্ধয়াসি মে যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪॥
যো নঃ সোম সুশংশিনো দুঃশংস আদিদেশতি।
বজ্রেণাস্য মুখে জহি স সংপিষ্টো অপায়তি ॥ ৫ ॥
যো নঃ সোমাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অপ তস্য বলং তির মহীব দ্যৌর্বধত্মনা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ঘৃতের দ্বারা আহুত হে অগ্নি, এ যজমানের উৎকর্ষ বর্ধন কর, তারপর একে তেজের সাথে যুক্ত কর এবং এর পুত্রাদি বৃদ্ধি কর। ১ ॥ হে ইন্দ্র, এ যজমানকে প্রবৃদ্ধ কর, তোমার প্রসাদে এ সজাত ভাতৃদের বশয়িতা হোক। একে ধনসমূহের সাথে যুক্ত এবং জরাপর্যন্ত এর আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন কর। ২ ॥ যে যজমানের গৃহে আমরা দেবতার জন্য চরুপুরোডাশাদি হবি সম্পন্ন করছি, হে অগ্নি, তুমি সে যজমানকে সমৃদ্ধ কর। সোমদেব ও বেদাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মণস্পতি 'আমাদের এ জন' এ বলে এ যজমানকে অনুগ্রহ করুক। ৩ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, দেবতার উপাসনারহিত যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, সে সকল শত্রুদের সোমাভিষবকারী যজমানের (আমাদের) বশীভূত কর। ৪ ॥ হে সোমদেব, দুষ্টাভিপ্রায়ে যে শত্রু প্রিয়বাদী আমাদের নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কার করে, সে শত্রুর মুখে বজ্রের দ্বারা তাড়না কর, বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে সে শত্রু চলে যাক। ৫ ॥ হে সোমদেব, যে সগোত্র জ্ঞাতি (দায়াদ) আমাদের হিংসা করে এবং যে শত্রু আমাদের বাধা দেয়, মহান দ্যুলোকের মত তুমি বজ্রের দ্বারা তার বল অপহরণ কর। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'উদেনং উত্তরং নয়' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গ্রামাভিলাষী ইন্দ্রের যাগ করবে। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা উদুম্বর, পলাশ, কর্কন্ধু প্রভৃতির স্থাপন ও উপস্তরণ তৃণাধান অথবা অভিমন্ত্রিত অন্নাদি প্রদান করতে হয়। সেরূপ দর্শ-পূর্ণ-

মাস যাগে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা হোম করতে হয়। সেরূপ অদ্ভুত মহাশান্তিতে ইন্দ্রযাগে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যেন সোমাদিতিঃ পথা মিত্রা বা যন্ত্যদ্রুহঃ। তেনা নোঽবসা গহি ॥ ১ ॥
যেন সোম সাহন্ত্যাসুরান্ রন্ধয়াসি নঃ।
তেনা নো অধি বোচত ॥ ২ ॥
যেন দেবা অসুরাণামোজাংস্যবৃণীধ্বম্।
তেনা নঃ শর্ম যচ্ছত ॥ ৩ ॥
যথা বৃক্ষং লিবুজা সমন্তং পরিষস্বজে।
এবা পরি ষ্বজস্ব মাং যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ৪ ॥
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্।
এবা নি হন্মি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো
যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ৫ ॥
যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ।
এবা পর্যেমি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো
যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে সোমদেব, যে দেবযান পথে অখণ্ডনীয়া দেবমাতা অদিতি ও তার পুত্র অনুগ্রহশীল মিত্রাদি দ্বাদশ আদিত্যগণ পর্যটন করে, সে পথে আমাদের রক্ষার জন্য এস। ১ ॥ হে পরাভবকারী সোমদেব, যে বলের দ্বারা আমাদের জন্য অসুরদের বশীভূত কর, সে বলের দ্বারা আমাদের অধিক বল অর্থাৎ আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর। ২ ॥ হে দেবগণ, যে বলের দ্বারা অসুরদের বল অপহরণ করে থাক, সে বলের দ্বারা আমাদের সুখ দাও। ৩ ॥ তাম্বুলাদি লতা যেমন স্বাশ্রিত বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকে, সেরূপ হে জায়া, আমাকে আলিঙ্গন কর, যাতে তুমি আমাকে কামনা কর এবং অন্যত্র না চলে যাও, সেজন্য এ মন্ত্রপ্রয়োগে তোমাকে বশীভূত করছি। ৪ ॥ গরুড় যেমন স্বাবাসস্থল থেকে ভূমিতে নিজ পক্ষ-দুটির তাড়না করে, সেরূপ হে যোষিৎ, তোমার মন আমি পীড়িত করছি। যাতে তুমি আমাকে কামনা কর ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৫ ॥ সকলের প্রেরক সবিতাদেব যেমন এ পরিদৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করেছে, সেরূপ হে যোষিৎ, তোমার মন আমি ব্যাপ্ত করছি। যাতে তুমি আমাকে কামনা কর ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যেন সোম' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা যাগবিঘ্ন নাশের জন্য গাভীর ক্ষীরে পক্ব পায়স নিক্ষেপ করে অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করতে হবে। সেরূপ আযাজ্য যাজনদোষের উপশমের জন্য যাগ সমাপ্তির পর চরুর দ্বারা সোমদেবের যাগ করতে হবে। 'যথা বৃক্ষং লিবুজা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্ত্রীবশীকরণ কর্মে বৃক্ষের ত্বক্, শরখণ্ড, তগর, অঞ্জন কুষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য পেষণ করে ঘি দিয়ে ডলে স্ত্রীর অঙ্গে অনুলেপন করতে হবে। ৪র্থ মন্ত্রে 'লিবুজা'—শব্দের অর্থ তাম্বুল প্রভৃতি লতা, 'লিবুজা ব্রততি র্ভবতীতি'—যাস্ক (নিরুক্ত ৬।২৮)।

পঞ্চম সূক্ত

বাঞ্ছ মে তন্বং পাদৌ বাঞ্ছাক্ষৌ বাঞ্ছ সক্থ্যৌ।
অক্ষৌ বৃষণ্যন্ত্যাঃ কেশা মাং তে কামেন শুষ্যন্তু ॥ ১ ॥
মম ত্বা দোষণিশ্রিষং কৃণোমি হৃদয়শ্রিষম্।
যথা মম ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ২ ॥
যাসাং নাভিরারেহণং হৃদি সংবননং কৃতম্।
গাবো ঘৃতস্য মাতরোঽমূং সং বানয়ন্তু মে ॥ ৩ ॥
পৃথিব্যৈ শ্রোত্রায় বনস্পতিভ্যোঽগ্নয়েঽধিপতয়ে স্বাহা ॥ ৪ ॥
প্রাণায়ান্তরিক্ষায় বয়োভ্যো বায়বেঽধিপতয়ে স্বাহা ॥ ৫ ॥
দিবে চক্ষুষে নক্ষত্রেভ্যঃ সূর্যায়াধিপতয়ে স্বাহা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে কামিনি, তুমি আমার শরীর কামনা কর, সেরূপ আমার পা, চক্ষু ও সক্থি কামনা কর। যুবা আমাকে ইচ্ছা করছ যে তুমি, তোমার চক্ষুদ্বয় ও কেশ-রাশি লাবণ্যাতিশয়ে কামের দ্বারা আমাকে শোষণ করছে। ১ ॥ হে কামিনি, তোমাকে আমার বাহু ও হৃদয়ালিঙ্গনে বন্ধ করছি, যাতে তুমি আমার অধীন হও। ২ ॥ যে স্ত্রীগণের নাভিদেশ ও হৃদয় সম্ভজন নিমিত্ত বিধাতা নির্মাণ করেছে, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্যের নির্মাত্রী গাভীগণ সে রমণীদের আমার বশীভূত করে দিক। ৩ ॥ পৃথিবী, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বনস্পতি ও এদের অধিপতি অগ্নি দেবতার উদ্দেশে এ হবি আহুত হোক। ৪ ॥ প্রাণ, অন্তরিক্ষ, সেখানে সঞ্চরণমাণ পক্ষিগণ ও অন্তরিক্ষের অধিপতি বায়ুদেবতার উদ্দেশে এ হবি আহুত হোক। ৫ ॥ দ্যুলোক, চক্ষুরিন্দ্রিয়, দ্যুলোকস্থ নক্ষত্রগুলি এবং দ্যুলোকের অধিপতি সকল প্রাণির প্রেরক সূর্যের উদ্দেশে এ হবি আহুত হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'বাঞ্ছ মে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। 'পৃথিব্যৈ শ্রোত্রায়' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সকল সম্পৎ কামনায় আজ্যাহুতি দিতে হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

শমীমশ্বত্থ আরূঢ়স্তত্র পুংসুবনং কৃতম্।
তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষ্বা ভরামসি ॥ ১ ॥
পুংসি বৈ রেতো ভবতি তৎ স্ত্রিয়ামনু ষিচ্যতে।
তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ প্রজাপতিরব্রবীৎ ॥ ২ ॥
প্রজাপতিরনুমতিঃ সিনীবাল্যচীক্লৃপৎ।
স্ত্রৈষূয়মন্যত্র দধৎ পুমাংসমু দধদিহ ॥ ৩ ॥
পরি দ্যামিব সূর্যোঽহীনাং জনিমাগমম্।
রাত্রী জগদিবান্যদ্ধংসাৎ তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ৪ ॥
যদ্ ব্রহ্মভির্যদৃষিভির্যদ্ দেবৈর্বিদিতং পুরা।
যদ্ ভূতং ভব্যমাসন্বৎ তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ৫ ॥

মধ্বা পৃঞ্চে নদ্যঃ পর্বতা গিরয়ো মধু।
মধু পরুষ্ণী শীপালা শমাস্নে অস্তু শং হৃদে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ পুরুষরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ অগ্নিরূপ পুত্র উৎপন্নের জন্য স্ত্রীরূপ শমী বৃক্ষে আরোহণ করেছে। (এরূপ অশ্বত্থ থেকে অগ্নি মন্থনের জন্য অরণিদ্বয় গ্রহণ করা হয়)। সেরূপ অশ্বত্থে পুংসবন কর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সে পুত্রজনন-নিমিত্ত কর্ম স্ত্রীতে সম্পন্ন করছি। ১ ॥ পুরুষে প্রথম বীজভূত রেত আশ্রিত হয়, তা গর্ভাধান কর্মের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রক্ষিপ্ত হয়। এ রেত উৎপস্যমান পুত্রের প্রাপক। এ পুংসবন কর্ম প্রজাদের স্রষ্টা প্রজাপতি বলেছেন অর্থাৎ পুত্রজননের উপায়রূপে লোকে প্রকাশ করেছেন। ২ ॥ সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি, পৌর্ণমাসী-দেবতা অনুমতি ও অমবস্যা-দেবতা সিনীবালী গর্ভাশয়স্থ রেত হস্ত-পাদাদি অবয়ব কল্পনার দ্বারা সমর্থন করেছে। তারা এ স্থান ছাড়া অন্যত্র স্ত্রী-প্রসবের কারণ স্থাপন করে এখানে পুরুষকে ধারণ করেছে। ৩ ॥ সূর্য যেমন অন্তরিক্ষ লাভ করে, সেরূপ সর্পকুল আমি প্রাপ্ত হয়েছি। রাত্রি যেমন স্বীয় অন্ধকারে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে, সেরূপ আত্মা থেকে যে বিষ সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হয়েছে, হে বিষগ্রস্ত পুরুষ, তোমার সে বিষ প্রসিদ্ধ ভৈষজ্যের দ্বারা আমি নিবারণ করছি। ৪ ॥ যে ঔষধ মন্ত্রের দ্বারা সাধ্য, যা অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী অগস্ত্য বশিষ্ঠাদি ঋষিদের পরিজ্ঞাত, যে ঔষধ পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের জ্ঞাত, ভূত ও ভবিষ্যৎকালাবচ্ছিন্ন সে ঔষধের দ্বারা তোমার শরীরস্থ বিষ আমি নিবারণ করছি। ৫ ॥ মধুর বিষহরণ-কারী অমৃত তোমার শরীরে যুক্ত করছি। গঙ্গাদি নদী, হিমালয়াদি পর্বত ও পর্যন্ত পর্বতগুলি বিষহরণকারী মধু তোমার শরীরে সেচন করুক। পরুষ্ণী নামক শৈবালযুক্ত নদী মধু সেচন করুক: এরূপ বিষহর অমৃতে তোমার মুখ ও হৃদয় সুখকর হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। ২য় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'শমীং অশ্বত্থ' ইত্যাদি ১ম সূক্তের দ্বারা পুংসবন কর্মে শমীগর্ভস্থ অশ্বত্থাগ্নি মধুমন্থে নিক্ষেপ করে অভিমন্ত্রিত করে স্ত্রীকে পান করাতে হবে। সেরূপ এ কর্মে অগ্নিকে কৃষ্ণবর্ণের উর্ণার দ্বারা বেষ্টন করে ও সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে স্ত্রীর গাত্রে বেঁধে দিতে হবে। 'পরি দ্যাম্'—ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা সর্পবিষের চিকিৎসাকর্মে মধুক্রীড় অভিমন্ত্রিত করে বিষাবৃত পুরুষকে পান করাতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

নমো দেববধেভ্যো নমো রাজবধেভ্যঃ।
অথো যে বিশ্যানাং বধাস্তেভ্যো মৃত্যো নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥
নমস্তে অধিবাকায় পরাবাকায় তে নমঃ।
সুমত্যৈ মৃত্যো তে নমো দুর্মত্যৈ ত ইদং নমঃ ॥ ২ ॥
নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজেভ্যঃ।
নমস্তে মৃত্যো মূলেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্য ইদং নমঃ ॥ ৩ ॥
অস্থিস্রংসং পরুস্রংসমাস্থিতং হৃদয়াময়ম্।
বলাসং সর্বং নাশয়াঙ্গেষ্ঠা যশ্চ পর্বসু ॥ ৪ ॥
নির্বলাসং বলাসিনঃ ক্ষিণোমি মুষ্করং যথা।
ছিনদ্‌ম্যস্য বন্ধনং মূলমুর্বার্বা ইব ॥ ৫ ॥

নির্বলাসেতঃ প্র পতাশুংগঃ শিশুকো যথা ।
অথো ইট ইব হায়নোপ দ্রাহ্যবীরহা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রাদি দেবতাদের হননসাধন আয়ুধগুলির উদ্দেশে নমস্কার, যাতে তারা আমাদের পরিহার করে সেজন্য তাদের তুষ্ট করছি। সেরূপ রাজার হননসাধন অস্ত্রগুলি ও বৈশ্যজাতীয়ের হননসাধন অস্ত্রগুলির উদ্দেশে নমস্কার। হে মৃত্যু, তোমাকে নমস্কার, দেবতা প্রভৃতির অস্ত্রগুলি আমাদের কাছ থেকে পরিহার কর। ১ ॥ হে মৃত্যু, তোমার পক্ষপাত বচন-কারী শোভন দূতের উদ্দেশে নমস্কার। সেরূপ তোমার পরাভবকারী বচনের উদ্দেশে নমস্কার। হে মৃত্যু, তোমার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধির উদ্দেশে নমস্কার। তোমার নিগ্রহ বুদ্ধির উদ্দেশে আমাদের এ নমস্কার থাকুক। ২ ॥ হে মৃত্যু, তোমার পীড়াকর যাতুধানদের নমস্কার, সেরূপ তোমার রক্ষাকর ঔষধের উদ্দেশে নমস্কার। হে মৃত্যু, তোমার মূল বলরূপ পুরুষদের উদ্দেশে নমস্কার, সেরূপ শাপ ও অনুগ্রহদানে সমর্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে আমাদের এ নমস্কার থাকুক। ৩ ॥ শ্লেষ্মারোগের দ্বারা অস্থির শ্লথকারী, শরীরাবয়বের প্রতিপর্বের শ্লথকারী, সকল শরীর ব্যাপী শ্লেষ্মাকৃত হৃদ্রোগ, এবং বলক্ষেপণকারী কামশ্বাসরূপ শ্লেষ্মারোগের নাশ কর। যা হস্তপাদাদি প্রতি অঙ্গে অবস্থিত এবং যা প্রতি সন্ধিস্থলে (গিটে) অবস্থিত, সে বল-নাশক শ্লেষ্মারোগ নাশ কর। ৪ ॥ মহাহ্রদে প্ররূঢ় কমল যেরূপ সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ শ্লেষ্মারোগীর শরীর থেকে তার রোগ সমূলে উন্মূলিত করব। পক্ক কর্কটী ফলের বৃন্ত যেমন নিজেই বিশ্লিষ্ট হয়, সেরূপ এ-রোগের মূল আমি অনায়াসে বিশ্লেষ করব। ৫ ॥ হে শ্লেষ্মারোগ, দ্রুতগামী শুশুক নামক মৃগ যেমন দ্রুত ধাবিত হয়, সেরূপ এ রোগীর শরীর থেকে নিষ্ক্রমণ করে দূরে চলে যাও। অতীত সংবৎসর যেমন আর ফিরে আসে না, সেরূপ আমাদের পুত্রাদির অহন্তা হয়ে কুৎসিত গমন কর। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'নমো দেববধেভ্যঃ' ইত্যাদি তৃচের দ্বারা জয়কাম ব্যক্তি স্বসেনার চারদিকে উপস্থান করবে। সেরূপ বৈশ্যদের সংগ্রাম জয় করার জন্য প্রহরণোদ্যত শত্রুদের দেখে এ মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। সেরূপ 'অস্থিস্রংসং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে শ্লেষ্মারোগের চিকিৎসা কর্মে অভিমন্ত্রিত বৃক্ষখণ্ডের সাথে রোগীর সিঞ্চন, মার্জন ও আচমন করাতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

উত্তমো অস্যোষধীনাং তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ।
উপস্তিরস্তু সোঽস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ১ ॥
সবন্ধুশ্চাসবন্ধুশ্চ যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
তেষাং সা বৃক্ষাণামিবাহং ভূয়াসমুত্তমঃ ॥ ২ ॥
যথা সোম ওষধীনামুত্তমো হবিষাং কৃতঃ।
তলাশা বৃক্ষাণামিবাহং ভূয়াসমুত্তমঃ ॥ ৩ ॥
আবয়ো অনাবয়ো রসস্ত উগ্র আবয়ো।
আ তে করম্ভমদ্মসি ॥ ৪ ॥
বিহহ্লো নাম তে পিতা মদাবতী নাম তে মাতা।
স হিন ত্বমসি যস্ত্বমাত্মানমাবয়ঃ ॥ ৫ ॥

তৌবিলিকেঽবেলয়াবায়মৈলব ঐলয়ীৎ।
বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চাপেহি নিরাল ॥ ৬ ॥
অলসালাসি পূর্বা সিলাঞ্জালাস্যুত্তরা।
নীলাগলসালা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ মণির উপাদানরূপ হে পলাশবৃক্ষ, তুমি (সোমপর্ণ থেকে উৎপন্ন বলে) স্থাবর ওষধি বনস্পতিদের মধ্যে উৎকৃষ্ট। হে পলাশবৃক্ষ, অন্য বৃক্ষগুলি তোমার উপাসক অর্থাৎ তোমা থেকে হীন। তোমার প্রসাদে আমাদের সে শত্রু ক্ষীণ হোক, যে আমাদের হিংসা করে। ১ ॥ সগোত্র ও অসগোত্র যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, তাদের মধ্যে আমি উত্তম হবো। বৃক্ষদের মধ্যে যেমন পলাশ বৃক্ষ উত্তম, সেরূপ শত্রুদের মধ্যে আমি উত্তম হবো। ২ ॥ লতার মধ্যে সোমলতা যেমন চরুপুরো-ডাশাদি হবির মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে বিধাতা কর্তৃক নির্মিত হয়েছে, বৃক্ষের মধ্যে পলাশ যেমন উত্তম, সেরূপ আমি সজাতিদের মধ্যে উত্তম হবো। ৩ ॥ রোগ-নিবৃত্তির জন্য ভক্ষমাণ ও অভক্ষমাণ হে সর্ষপকাণ্ড, তোমার তৈলরূপ বলশালী রস রোগ দূর করতে সক্ষম। হে সর্ষপকাণ্ড, তোমার করম্ভ (সরষের তেলে ভাজা সরষের শাক) মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে আমরা ভক্ষণ করব। ৪ ॥ হে সর্ষপশাক, বিহংল নামক তোমার পিতা এবং মদাবতী তোমার জননী। কিন্তু তুমি সেরূপ নও, যেহেতু তুমি তোমার শরীর (পত্রাদি) অপরের খাদ্যরূপে দিয়ে থাক। (প্রশস্ত মাতা পিতা থেকে উৎপন্ন বলে নিজের ক্ষতি করেও পরের উপকার করে থাক)। ৫ ॥ হে তৌবিলিকে (এ নামে রোগের নিদানরূপ পিশাচী), নিম্নমুখে আমাদের রোগ প্রেরণ কর। এই ঐলব (চক্ষুরোগ-বিশেষ) দূর হোক। বভ্রু ও বভ্রুকর্ণ (রোগের কারণরূপ) রোগীর কাছ থেকে নির্গত হয়ে দূরে চলে যাক। হে নিরাল (নামক রোগ), তুমিও পালিয়ে যাও। ৬ ॥ অলসালা নামক সস্যমঞ্জরী পূর্বে উৎপন্ন হয়েছে বলে পূর্বা, শলাঞ্জালা পরে উৎপন্ন হয়েছে বলে উত্তরা এবং তাদের মধ্যবর্তিনী তৃতীয়া নীলাগলসালা। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'উত্তমো অসি' ইত্যাদি তৃচের (তিনটি মন্ত্রের) দ্বারা পুষ্টিকাম ব্যক্তি পলাশমণি বাসিত করে অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করবে। 'আবয়ো অনাবয়ো' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রের দ্বারা চোখের রোগে সরষের তেলের সাথে সর্ষপকাণ্ডমণি অভিমন্ত্রিত করে রোগীর দেহে বেঁধে দিতে হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যা-নুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যথেয়ং পৃথিবী মহী ভূতানাং গর্ভমাদধে।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥ ১ ॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্ বনস্পতীন্।
এষা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥ ২ ॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধার পর্বতান্ গিরীন্।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥ ৩ ॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধার বিষ্ঠিতং জগৎ।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥ ৪ ॥
ঈর্ষায়া ধ্রাজিং প্রথমাং প্রথমস্যা উতাপরাম্।
অগ্নিং হৃদয্যং শোকং তং তে নির্বাপয়ামসি ॥ ৫ ॥

যথা ভূমির্মৃতমনা মৃতান্মৃতমনস্তরা ।
যথোত মম্রুষো মন এবের্ষ্যোর্মৃতং মনঃ ॥ ৬ ॥
অদো যৎ তে হৃদি শ্রিতং মনস্কং পতয়িষ্ণুকম্ ।
ততস্ত ঈর্ষ্যাং মুঞ্চামি নিরূষ্মাণং দৃতেরিব ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ এ পরিদৃশ্যমান মহান পৃথিবী যেমন প্রাণিদের গর্ভ ধারণ করে, সেরূপ হে নারি, দশমাস প্রসবকাল পর্যন্ত তোমার গর্ভ গর্ভাশয়ে স্থির হোক। ১ ॥ এ মহান পৃথিবী যেমন এ বনস্পতি, পর্বত ও পর্যন্তবর্তী শিলাসমূহ স্থিরভাবে ধারণ করে, সেরূপ হে নারি, দশমাস প্রসবকাল পর্যন্ত তোমার গর্ভ গর্ভাশয়ে স্থির হোক। ২-৩ ॥ এ মহতী পৃথিবী যে প্রকারে বিবিধ চরাচরাত্মক জগৎ ধারণ করে, সেরূপ হে নারি, দশমাস প্রসবকাল পর্যন্ত তোমার গর্ভ গর্ভাশয়ে স্থির হোক। ৪ ॥ 'অন্যে একে না দেখুক'—এরূপ স্ত্রীবিষয়ক পুরুষের ঈর্ষার বেগযুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় গতি আমরা উপশম করছি। হে ঈর্ষাযুক্ত পুরুষ, তোমার হৃদয়দাহক কোপাগ্নি ও শোক আমরা দূর করছি। ৫ ॥ সকল প্রাণীর অধিষ্ঠিত পৃথিবী অপগতমনস্কা হয়ে যেমন ঈর্ষা করে না, আবার মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে প্রাণ চলে গেলেও যেমন অতিশয় মনমরা হয় না (এজন্য পৃথিবী সর্বক্লেশ-সহা), আর মৃত ব্যক্তির মন তার শরীর থেকে চলে গিয়ে যেমন ঈর্ষাজনক হয় না, সেরূপ ঈর্ষাযুক্ত পুরুষের মন বিনষ্ট হোক অর্থাৎ ঈর্ষাগ্রস্ত যেন না হয়। ৬ ॥ হে ঈর্ষাযুক্ত পুরুষ, তোমার হৃদয়ে অবস্থিত যে মন ইতস্তত পতনশীল, সে মন থেকে তোমার স্ত্রী-বিষয়ক কোপ অপসারণ করছি, যেমন কর্মকার চর্মময় ভস্ত্রিকা (হাপর) থেকে তার মধ্যবর্তী উষ্ম বায়ু তার মুখ দিয়ে নিঃসারণ করে। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'যথেয়ং পৃথিবী' ইত্যাদি তৃচের দ্বারা গর্ভ স্থির করার জন্য ধনুকে জ্যার সাথে তিনবার গ্রন্থন করে স্ত্রীকে বেঁধে দিতে হয়। সেরূপ এ মন্ত্রগুলির দ্বারা ক্ষেত্রমৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করে প্রতি ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করে গর্ভিণীকে খাওয়াতে হয়। কৃষ্ণবর্ণ সিকতা অভিমন্ত্রিত করে গর্ভিণীর শয়নস্থানে ছড়িয়ে দিতে হয়। সেরূপ পুত্র জন্মগ্রহণের পর তার শান্তির জন্য ধনুর্জ্যা-বন্ধনাদি কার্য করতে হয়। 'ঈর্ষায়া ধ্রাজিং' এ তিনটি ঋকের দ্বারা স্ত্রীবিষয়ক ঈর্ষা নিবৃত্তির জন্য ঈর্ষাযুক্ত পুরুষকে দেখে জপ করতে হয়—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনবো ধিয়া ।
পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি পবমানঃ পুনাতু মা ॥ ১ ॥
পবমানঃ পুণাতু মা ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে ।
অথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ২ ॥
উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ ।
অস্মান্ পুনীহি চক্ষসে ॥ ৩ ॥
অগ্নেরিবাস্য দহত এতি শুষ্মিণ উতেব মত্তো বিলপন্নপায়তি ।
অন্যমস্মদিচ্ছতু কং চিদব্রতস্তপুর্বধায় নমো অস্তু তক্মনে ॥ ৪ ॥
নমো রুদ্রায় নমো অস্তু তক্মনে নমো রাজ্ঞে বরুণায় ত্বিষীমতে ।
নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধীভ্যঃ ৫ ॥

অয়ং যো অভিশোচয়িষ্ণুর্বিশ্বা রূপাণি হরিতা কৃণোষি।
তস্মৈ তেঽরুণায় বভ্রবে নমঃ কৃণোমি বন্যায় তক্মনে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ দেবগণ আমাকে শোধন করুক, মানবজাতি বুদ্ধি অথবা কর্মের দ্বারা আমাকে শোধন করুক, সকল প্রাণিগণ আমাকে শোধন করুক এবং অন্তরিক্ষে সঞ্চরণশীল পবমান বায়ু আমাকে শোধন করুক (অথবা দশাপবিত্রে শোধ্যমান সোম হচ্ছে পবমান, সে নিজের মত আমাকে শোধন করুক)। ১ ॥ পবমান সোম কর্ম, বল, জীবন ও অহিংসক কাজের জন্য আমাকে পাপনির্মুক্ত করুক। ২ ॥ সকলের প্রেরক হে সবিতাদেব, পবিত্রসাধক তোমার তেজ ও তোমার প্রেরণায় ঐহিক ও আমুষ্মিক সকল সুখ লাভের জন্য আমাদের শুদ্ধ কর। ৩ ॥ আর্দ্র ও অনার্দ্র সব কিছু দহনকারী দাবাগ্নির মত সকল অঙ্গের শোষক এ জ্বরের দাহ সমস্ত দেহ ব্যেপে আছে এবং উন্মত্তের মত নিজেকে ভুলে বিবিধ প্রলাপ করতে করতে জ্বরের সাথে এ লোক থেকে চলে যায়, এরূপ প্রবল পিত্তজ্বর আমাদের কাছ থেকে সদাচারহীন অন্য পুরুষে গমন করুক। তাপ-রূপ হননসাধন আয়ুধযুক্ত, কৃচ্ছ্র-জীবনের নিমিত্ত জ্বরাভিমানী দেবতার উদ্দেশে আমাদের নমস্কার। (এ নমস্কারের দ্বারা তুষ্ট হয়ে জ্বরাভিমানী দেবতা অন্যত্র গমন করুক)। ৪ ॥ উপতাপের দ্বারা অশ্রুমোচনকারী জ্বরাভিমানী রুদ্রদেবতার উদ্দেশে নমস্কার, সেরূপ জ্বরের উদ্দেশে নমস্কার, দীপ্ত নিগ্রহকারক বরুণের উদ্দেশে নমস্কার, দ্যুলোক ও ভূলোকের উদ্দেশে নমস্কার (দ্যাবাপৃথিবী প্রাণিগণের মাতা পিতা বলে তাদের নমস্কার করা হয়েছে) এবং পৃথিবীতে উৎপন্ন ব্রীহিযবাদি ওষধিদের উদ্দেশে নমস্কার। (ঔষধ সেবা, পথ্য প্রভৃতির দ্বারা আরোগ্য হয় জন্য ওষধিদের স্তুতি করা হয়েছে)। ৫ ॥ এ অপরোক্ষ-অনুভূয়মান সকল অঙ্গের শোক-উৎপাদনকারী যে পিত্তজ্বর সমস্ত রূপ রক্তদুষ্টির জন্য হরিদ্রাবর্ণ করে, সে অরুণবর্ণ ও পীতবর্ণ সংসেব্য জ্বরার উদ্দেশে নমস্কার করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'পুনন্তু মা' ইত্যাদি সূক্ত শান্ত্যুদকাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'অগ্নেরিবাস্য দহতঃ'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পিত্তজ্বরের চিকিৎসার বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ইমা যাস্তিস্রঃ পৃথিবীস্তাসাং হ ভূমিরুত্তমা।
তাসামধি ত্বচো অহং ভেষজং সমু জগ্রভম্ ॥ ১ ॥
শ্রেষ্ঠমসি ভেষজানাং বসিষ্ঠং বীরুধানাম্।
সোমো ভগ ইব যামেষু দেবেষু বরুণো যথা ॥ ২ ॥
রেবতীরনাধৃষঃ সিষাসবঃ সিষাসথ।
উত স্থ কেশদৃংহণীরথো হ কেশবর্ধনীঃ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎ পতন্তি।
ত আববৃত্রন্ত্সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবীং ব্যূদুঃ ॥ ৪ ॥

পয়স্বতীঃ কৃণুথাপ ওষধীঃ শিবা যদেজথা মরুতো রুক্মবক্ষসঃ ।
ঊর্জং চ তত্র সুমতিং চ পিন্বত যত্রা নরো মরুতঃ সিঞ্চথা মধু ॥ ৫ ॥
উদপ্রুতো মরুতস্তাঁ ইয়র্ত বৃষ্টির্যা বিশ্বা নিবতস্পৃণাতি ।
এজাতি গ্লহা কন্যেব তুন্নৈরুং তুন্দানা পত্যেব জায়া ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ এ পরিদৃশ্যমান তিনটি পৃথিব্যাদি যে লোক আছে, তাদের মধ্যে আমাদের অধিষ্ঠিত এ ভূমি উৎকৃষ্টতম, (কারণ এখানে ঐহিক ফলভোগ ও স্বর্গাদি ফলসাধন যাগাদির অনুষ্ঠান করা যায়) । সে পৃথিবীর উপরিভাগে প্ররূঢ় ব্যাধি-নিবর্তক ঔষধ আমি সংগ্রহ করছি । ১ ॥ অহোরাত্রিভাগের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য যেরূপ শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের মধ্যে বরুণ যেমন মুখ্য, সেরূপ হে হরিদ্রাদিরূপ ভেষজ, ঔষধের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ এবং বীরুধের মধ্যে তুমি মুখ্য । ২ ॥ হে ধনবান ওষধিগুলি, কারও দ্বারা হিংসিত না হয়ে আরোগ্যদানে ইচ্ছুক তোমরা আমাদের আরোগ্য দিতে ইচ্ছা কর । তোমরা কেশের দৃঢ়তা সম্পন্ন কর ও বর্ধন কর । ৩ ॥ যথানিয়মে জ্যোতিশ্চক্রের গমনস্থান কৃষ্ণবর্ণ অন্তরিক্ষলোক লাভ করে পার্থিব রসের আহরণকারী সুপর্ণ আদিত্যরশ্মিগুলি জলের দ্বারা নিজেদের আবৃত করে আদিত্যমণ্ডলে ঊর্ধ্বগমন করছে । তারপর তারা জলের দ্বারা পৃথিবীলোক সিক্ত করছে । ৪ ॥ হে মরুদ্গণ, স্বর্ণময় আভরণ বক্ষে নিয়ে তোমরা যখন চল, তখন জল ও ওষধির সুখবিধান করে থাক । হে নেতা মরুদ্গণ, তোমরা যেখানে মধুর রসযুক্ত বৃষ্টিজল বর্ষণ কর, সে দেশে বলকর অন্ন ও শোভনবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রজাদের পোষণ করে থাক । ৫ ॥ হে মরুদ্গণ, সে জলের প্রেরক মেঘদের প্রেরণ কর, যারা ব্রীহিযবাদি শস্য ও নিম্নগামী নদীসকল আপ্যায়িত করে । দারিদ্র্য-পীড়িতা কন্যা যেমন মাতাপিতাকে কম্পিত করে, সেরূপ ভীতির উৎপাদক স্তনয়িত্নু-রূপ মাধ্যমিকা বাক্ বৃষ্টির জন মেঘদের কম্পিত করুক । পতির সাথে জায়া যেমন কথা বলে অথবা পতিকে অন্নাদি প্রদান করে, সেরূপ সে মাধ্যমিকা বাক্ মেঘকে পেয়ে ধ্বনি করছে অথবা বৃষ্টিজল প্রদান করছে । ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬ । তৃতীয় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'ইমা যাস্তিস্রঃ' ইত্যাদি প্রথম তিনটি মন্ত্রের দ্বারা কেশবৃদ্ধিকামীকে বৃক্ষ-ভূমিজাত ওষধির দ্বারা অথবা গরম জলের দ্বারা কিংবা বিভীতকের কাথ করে সে জলের দ্বারা অথবা হরিদ্রার কাথ মিশ্রিত জলের দ্বারা উষাকালে সিঞ্চন করতে হবে । 'কৃষ্ণং নিয়ানং' ইত্যাদি তিনটি ঋকের দ্বারা পেটের ব্যথার চিকিৎসার জন্য চিত্তি-প্রায়শ্চিত্ত্যাদি ওষধির সাথে জল অভিমন্ত্রিত করে তা দিয়ে রোগীকে সেচন করতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয় ।

দ্বিতীয় সূক্ত

সস্রুষীস্তদপসো দিবা নক্তং চ সস্রুষীঃ ।
বরেণ্যক্রতুরহমপো দেবীরুপ হ্বয়ে ॥ ১ ॥
ওতা আপঃ কর্মণ্যা মুঞ্চন্ত্বিতঃ প্রণীতয়ে ।
সদ্যঃ কৃণ্বন্ত্বেতবে ॥ ২ ॥
দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম কৃণ্বন্তু মানুষাঃ ।
শং নো ভবন্ত্বপ ওষধীঃ শিবাঃ ॥ ৩ ॥

হিমবতঃ প্র স্রবন্তি সিন্ধৌ সমহ সংগমঃ।
আপো হ মহ্যং তদ্ দেবীর্দদন্ হৃদ্যোতভেষজম্ ॥ ৪ ॥
যন্মে অক্ষ্যোরাদিদ্যোত পার্ষ্ণ্যোঃ প্রপদোশ্চ যৎ।
আপস্তৎ সর্বং নিষ্করন্ ভিষজাং সুভিষক্তমাঃ ॥ ৫ ॥
সিন্ধুপত্নীঃ সিন্ধুরাজ্ঞীঃ সর্বা বা নদ্য স্থন।
দত্ত নস্তস্য ভেষজং তেনা বো ভুনজামহৈ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ যারা সকল প্রাণীর জীবনাত্মক রূপ লাভ করেছে, যারা জগতের রক্ষা-কর্মে যুক্ত, যারা দিনরাত অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত, সে জলদেবীগণকে প্রশস্তকর্মা আমি নিকটে আহ্বান করছি। ১ ॥ নিরন্তর প্রবাহিত, লৌকিক ও বৈদিক কর্মের যোগ্য জলসকল প্রকৃষ্ট ফললাভের জন্য সকল অনর্থের মূল এ পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। সেরূপ ফল সদ্য প্রাপ্তির জন্য সে জলদেবীগণ আমাদের যোগ্য করুক। ২ ॥ দ্যোতমান সকলের প্রেরক সূর্যদেবের প্রেরণায় মানুষেরা লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্মের অনুষ্ঠান করুক। কল্যাণকারী ওষধিসকল ও তাদের বৃদ্ধি-কারক জলসকল আমাদের অনিষ্টনাশক হোক। ৩ ॥ গঙ্গাদি নদীরূপ পাপক্ষয়কারক জলগুলি হিমালয় পর্বত থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের সকলের সমুদ্রের সাথে মিলন ঘটছে। এরূপ জলদেবীগণ সে হৃদয়-দাহনিবর্তক ঔষধ আমাকে দিক। ৪ ॥ যে রোগ আমার চোখ-দুটির ব্যথা দিচ্ছে, আমার পায়ের সামনে ও পেছনের দিকে যে রোগ আছে, ব্যাধিনিবর্তকদের মধ্যে চিকিৎসাকুশল জলদেবীগণ আমার সে সব রোগ দূর করে দিক। ৫ ॥ সমুদ্র যাদের পতি, সমুদ্ররাজের যারা পত্নী, এরূপ নদীসকল, তোমরা আমাদের রোগনিবর্তক ঔষধ দাও, যার দ্বারা আমরা রোগমুক্ত হয়ে অন্নপানাদি বলকর বস্তু ভোগ করতে পারি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তটি শান্তিকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। বিঘ্ননাশকামী ব্যক্তি এ সূক্তের দ্বারা দুগ্ধ, অন্ন প্রভৃতির দ্বারা যাগ করবে। সেরূপ পেটের ব্যথা প্রভৃতি রোগে এ সূক্তের দ্বারা পূর্বোক্ত 'কৃষ্ণং নিনায়ং' ইত্যাদি সূক্তের কর্মাদি করবে। হৃদয়ের দোষ, জলোদর, কামলরোগ প্রভৃতি শান্তির জন্য নদীর জল এনে বলীক-তৃণ নিক্ষেপ করে এ সূক্তের দ্বারা রোগীকে সিঞ্চন, মার্জন ও আচমন করাতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

পঞ্চ চ যাঃ পঞ্চাশচ্চ সংযন্তি মন্যা অভি।
ইতস্তাঃ সর্বা নশ্যন্তু বাকা অপচিতামিব ॥ ১ ॥
সপ্ত চ যাঃ সপ্ততিশ্চ সংযন্তি গ্রৈব্যা অভি।
ইতস্তাঃ সর্বা নশ্যন্তু বাকা অপচিতামিব ॥ ২ ॥
নব চ যা নবতিশ্চ সংযন্তি স্কন্ধ্যা অভি।
ইবস্তাঃ সর্বা নশ্যন্তু বাকা অপচিতামিব ॥ ৩ ॥
অব মা পাপ্মন্তসৃজ বশী সন্ মৃড়য়াসি নঃ।
আ মা ভদ্রস্য লোকে পাপ্মন্ ধেহ্যবিহ্রুতম্ ॥ ৪ ॥
যো নঃ পাপ্মন্ ন জহাসি তমু ত্বা জহিমো বয়ম্।
পথামনু ব্যাবর্তনেহন্যং পাপ্মানু পদ্যতাম্ ॥ ৫ ॥
অন্যত্রাস্মন্ন্যুচ্যতু সহস্রাক্ষো অমর্ত্যঃ।
যং দ্বেষাম তমৃচ্ছতু যমু দ্বিষ্মস্তমিজ্জহি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ গলার ঊর্ধ্বভাগে যে পঞ্চান্নটি ধমনী ব্যেপে আছে, সে সকল গণ্ডমালা এ মন্ত্রপ্রয়োগে বিনষ্ট হোক, পতিব্রতা স্ত্রীকে পেয়ে দোষগুলি যেমন পরাহত হয়ে নাশ পায়। ১॥ গ্রীবাদেশে যে সাতাত্তরটি নাড়ী ব্যেপে আছে, সে সকল গণ্ডমালা এ মন্ত্র প্রয়োগে বিনষ্ট হোক, পতিব্রতা স্ত্রীলাভে দোষগুলি যেমন চলে যায়। ২॥ গ্রীবার নিম্নে স্কন্ধদেশে যে নিরানব্বুইটি নাড়ী ব্যেপে আছে, সে সকল গণ্ডমালা এ মন্ত্রপ্রয়োগে বিনষ্ট হোক, পতিব্রতা স্ত্রীলাভে দোষগুলি যেমন চলে যায়। ৩॥ হে পাপাভিমানী দেব, তোমার কাছ থেকে আমাকে মুক্ত কর, সকলের বশয়িতা তুমি আমাদের সুখী কর। অপীড়িত আমাকে সুকৃতের ফলরূপ স্বর্গাদি লোকে স্থাপন কর। ৪॥ হে পাপাভিমানী দেব, যদি তুমি আমাদের পরিত্যাগ না কর, তা হলে এ কর্মের প্রভাবে তোমাকে চতুষ্পথে পরিত্যাগ করব, তুমি পরিত্যক্ত হয়ে আমাদের বিদ্বেষকারীদের ভেতর প্রবেশ কর। ৫॥ আমাদের ছাড়া অন্য স্থানে ইন্দ্রের মত বলশালী পাপাভিমানী দেব গমন করুক। যে শত্রুকে আমরা দ্বেষ করি, তার কাছে পাপ যাক, আবার যাকে আমরা বিদ্বেষ করি তাকে নাশ করুক। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'পঞ্চ চ যাঃ' ইত্যাদি তৃচের দ্বারা গণ্ডমালা-নিবৃত্তির জন্য পঞ্চান্নটি সূত্রোক্ত কাষ্ঠের প্রজ্বালন প্রভৃতি কার্য করতে হবে। 'অব মা পাপ্মন্' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা সকল রোগের চিকিৎসাকর্মে সূত্রোক্ত প্রকারে তিন তিনটি পুরোডাশ চতুষ্পথে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেরূপ মহাশান্তিকর্ম করা হলে নৈর্ঋতকর্মে এ তিনটি মন্ত্র জপ করে নদীতীরে যেতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্ দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।
তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ১॥
শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহং নঃ।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্নঃ পরি হেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু॥ ২॥
হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্রী পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শিবো গোভ্য উত পুরুষেভ্যো নো অস্তু
মা নো দেবা ইহ হিংসীৎ কপোতঃ॥ ৩॥
ঋচা কপোতং নুদত প্রণোদমিষং মদন্তঃ পরি গাং নয়ামঃ।
সংলোভয়ন্তো দুরিতা পদানি হিত্বা ন ঊর্জং প্র পদাৎ পথিষ্ঠঃ॥ ৪॥
পরীমেঽগ্নিমর্ষত পরীমে গামনেষত।
দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাঁ আ দধর্ষতি॥ ৫॥
যঃ প্রথমঃ প্রবতমাসসাদ বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানঃ।
যোঽস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদস্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে॥ ৬॥

অনুবাদ ঃ হে দেবগণ, পাপদেবতা নির্ঋতির দূতরূপ কপোত পক্ষী যে অনিষ্ট ইচ্ছা করে আমাদের গৃহে এসেছিল, তার নিবৃত্তির জন্য আমরা তোমাদের হবির দ্বারা পূজা করছি। আমরা সে দোষশান্তি করব। আমাদের দ্বিপদ পুত্রাদি ও চতুষ্পদ গবাদি প্রাণীর রোগাদির উপশম ও কপোতপ্রবেশজনিত দোষের শান্তি হোক। ১॥ হে দেবগণ, নির্ঋতিদেবতার প্রেরিত কপোত আমাদের সুখকর হোক, নিরপরাধ পক্ষী আমাদের গৃহ যেন পীড়িত না করে। মেধাবী অগ্নি আমাদের হবির সেবা করুক, তার প্রসাদে পক্ষদ্বয়যুক্ত কপোতনামক হননসাধন আয়ুধ আমাদের পরিত্যাগ

করুক। ২ ॥ পক্ষদ্বয়যুক্ত হননসাধন আয়ুধ (হেতি) আমাদের যেন হিংসা না করে, সে অরণ্যানীর দাবাগ্নি সঞ্চারণের জন্য পা বাড়াক অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। আমাদের গাভী ও পুরুষদের সুখ হোক। হে দেবগণ, তোমাদের অনুগ্রহে এ কপোতপক্ষী এ গৃহে যেন হিংসা না করে। ৩ ॥ হে দেবগণ, এ মন্ত্রে প্রেরণীয় কপোতপক্ষীকে আমাদের গৃহ থেকে তাড়িয়ে দাও। আমরা অন্ন লাভ করে তৃপ্ত হয়ে দুর্গতিকারক কপোতের পাদনিধান স্থানের গো-সঞ্চারণের দ্বারা শান্তিবিধান করব। সে পক্ষীশ্রেষ্ঠ কপোত আমাদের পাকশালার বলকর অন্ন পরিত্যাগ করে চলে যাক। ৪ ॥ এ ঋত্বিক্‌গণ কপোত প্রবেশের জন্য শান্তিকার্যে হোম করার জন্য গৃহে অগ্নি সংগ্রহ করেছে, তারা গাভীকে গৃহে এনেছে এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে হবিরূপ অন্ন দিয়েছে—এরূপ শান্তি বিধান করা হলে আমাদের পুরুষদের কোন্ হিংসক অনিষ্ট করতে পারে ?। ৫ ॥ যিনি দেবগণের মুখ্য হয়ে (আজ একে মারতে হবে, কাল অপরকে, পরশু অন্যকে এভাবে) অনুক্রমে সকল প্রাণীর পরিগণনা করতে করতে পথে বেড়াচ্ছেন, যিনি দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ গবাদি সকল প্রাণীর নিয়ামক, সে মৃত্যুরূপ যমদেবের উদ্দেশে নমস্কার। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। গৃহাদিতে কপোত, উলূক প্রবেশ করলে তার শান্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বিনিযুক্ত হয়েছে। এর শান্তির জন্য গৃহে হোম ও কপোত প্রবেশ স্থলে গাভীকে তিনবার পরিক্রমা করাতে হবে ইত্যাদি প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

অমূন্ হেতিঃ পতত্রিণী ন্যেতু যদুলূকো বদতি মোঘমেতৎ।
যদ্ বা কপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি ॥ ১ ॥
যৌ তে দূতৌ নির্ঋত ইদমেতোঽপ্রহিতৌ প্রহিতৌ বা গৃহং নঃ।
কপোতোলূকাভ্যামপদং তদস্তু ॥ ৩ ॥
অবৈরহত্যায়েদমা পপত্যাৎ সুবীরতায়া ইদমা সসদ্যাৎ।
পরাঙেব পরা বদ পরাচীমনু সংবতম্।
যথা যমস্য ত্বা গৃহেঽরসং প্রতিচাকশানাভূকং প্রতিচাকশান্ ॥ ৩ ॥
দেবা ইমং মধুনা সংযুতং যবং সরস্বত্যামধি মণাবচর্কৃষুঃ।
ইন্দ্র আসীৎ সীরপতিঃ শতক্রতুঃ কীনাশা আসন্ মরুতঃ সুদানবঃ ॥ ৪ ॥
যস্তে মদোঽবকেশো বিকেশো যেনাভিহস্যং পুরুষং কৃণোষি।
আরাৎ ত্বদন্যা বনানি বৃক্ষি ত্বং শমি শতবল্শা বি রোহ ॥ ৫ ॥
বৃহৎপলাশে সুভগে বর্ষবৃদ্ধ ঋতাবরি।
মাতেব পুত্রেভ্যো মৃড কেশেভ্যঃ শমি ॥ ৬ ॥
আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রয়ন্ত্স্বঃ ॥ ৭ ॥
অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতঃ।
ব্যখ্যন্মহিষঃ স্বঃ ॥ ৮ ॥
ত্রিংশদ্ ধামা বি রাজতি বাক্ পতঙ্গো অশিশ্রিয়ৎ।
প্রতি বস্তোরহর্দ্যুভিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ পক্ষীরূপ আয়ুধ (হেতি) ঐ দূরে পরিদৃশ্যমান আমাদের শত্রুদের কাছে যাক ; উলূক, যে অশোভন বলে, সে নির্বীর্য হোক। তার অশুভসূচনাকারী

যে কপোত আমাদের রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছে, সেও নির্বীর্য হোক। ১॥ হে পাপদেবতা নির্ঋতি, কপোত ও উলূক-রূপ তোমার যে দুটি দূত তোমার দ্বারা অপ্রেরিত বা প্রেরিত হয়ে আমাদের এ গৃহের দিকে আসছে, তাদের দ্বারা এ গৃহ অনাশ্রয়রূপ (অপদ) হোক অর্থাৎ তারা যেন এ গৃহে আশ্রয় না পায়। ২॥ এ কপোত ও উলূকজনিত দুর্নিমিত্ত আমাদের পুত্রাদির অহিংসার জন্য হোক, সেরূপ আমাদের পুত্রাদির অবস্থিতির জন্য এ দুর্নিমিত্ত পরাঙ্মুখ হয়ে অতি দূরদেশে চলে যাক। হে কপোতরূপ দূত, যমের গৃহে সেখানকার লোকেরা নিঃসাররূপে তোমাকে দেখুক। ৩॥ মধুর রসযুক্ত যবরূপ এ ধান্য সরস্বতী নদীর তীরে মনুষ্যজাতির জন্য দেবতারা উৎপন্ন করেছিল। তখন কর্ষণের দ্বারা ভূমিতে তা উৎপন্নের জন্য শতক্রতু ইন্দ্র হলের অধিষ্ঠাতা ছিলেন এবং শোভনদানযুক্ত মরুদ্‌গণ কৃষক ছিলেন। ৪॥ হে শমী, তোমার যে হর্ষ অপকৃষ্ট কেশের উৎপাদক ও কেশ-বিগমনের কারণ হয়, যে হর্ষের দ্বারা পুরুষকে হাস্যাস্পদ করছ, আমি তোমা ছাড়া অন্য দূরবর্তী বৃক্ষকে ছেদন করছি, তুমি শতশাখাবিশিষ্ট হয়ে নানারূপে উৎপন্ন হও। ৫॥ বহুপত্রযুক্ত, সৌভাগ্যকারী, বর্ষণের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সত্যযুক্ত শমী, মাতা যেমন পুত্রদের বর্ধন করে সেরূপ তুমি কেশের বর্ধন কর। ৬॥ গমনশীল তেজ-প্রকাশক এ সূর্য উদয়গিরি আক্রমণ করে পূর্বদিকে পরিদৃশ্যমান হয়ে সকল প্রাণীর জননীরূপ পৃথিবীকে নিজরশ্মির দ্বারা ব্যাপ্ত করছে। তারপর সকল জগতের উৎপাদক (পিতা) স্বর্গলোক ও অন্তরিক্ষলোকে গমন করছে। ৭॥ প্রাণ ও অপানব্যাপারযুক্ত প্রাণিসকলের শরীরমধ্যে মুখ্যপ্রাণরূপে বর্তমান হয়ে সূর্যপ্রভা স্বর্গাদি ঊর্ধ্ব সমস্ত লোক প্রকাশ করছে। ৮॥ অহোরাত্রির অবয়বরূপ ত্রিংশ মুহূর্তকাল সূর্যের দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে। তখন ত্রয়ীরূপা বাক্ পক্ষীর মত শীঘ্র-গমনশীল সূর্যকে আশ্রয় করে আছে। (দ্যুলোকে সূর্যদেব পূর্বাহ্নে ঋগ্বেদের দ্বারা, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদের দ্বারা এবং সায়াহ্নে সামবেদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন)। ৯॥

টীকা : ১-৯। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। 'অয়ং গৌঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা দ্বাদশাহে মানসস্তোত্রের অনুমন্ত্রণ করা হয়। ৭ম মন্ত্রে 'গৌঃ'-শব্দে এখানে গমনশীল অর্থ ; বৃষ্টিজলরূপ অমৃতদোহনের জন্য সূর্যকে গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ৯ম সূক্তে—'ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে। যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ। সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে।' —তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।১২।৯১) তুলনীয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অন্তর্দাবে জুহুতা স্বেহতদ্ যাতুধানক্ষয়ণং ঘৃতেন।
আরাদ্ রক্ষাংসি প্রতি দহ ত্বমগ্নে ন নো গৃহাণামুপ তীতপাসি ॥ ১॥
রুদ্রো বো গ্রীবা অশরৈৎ পিশাচাঃ পৃষ্টীর্বোঽপি শৃণাতু যাতুধানাঃ।
বীরুদ্ বো বিশ্বতোবীর্যা যমেন সমজীগমৎ ॥ ২॥
অভয়ং মিত্রাবরুণাবিহাস্তু নোঽর্চিষাত্রিণো নুদতং প্রতীচঃ।
মা জ্ঞাতারং মা প্রতিষ্ঠাং বিদন্ত মিথো বিঘ্নানা উপ যন্তু মৃত্যুম্ ॥ ৩॥

যস্যেদমা রজো যুজস্তুজে জনা বনং স্বঃ।
ইন্দ্রস্য রন্ত্যং বৃহৎ ॥ ৪ ॥
নাধৃষ আ দধৃষতে ধৃষাণো ধৃষিতঃ শবঃ।
পুরা যথা ব্যথিঃ শ্রব ইন্দ্রস্য নাধৃষে শবঃ ॥ ৫ ॥
স নো দদাতু তাং রয়িমুরুং পিশঙ্গসংদৃশম্।
ইন্দ্রঃ পতিস্তুবিষ্টমো জনেষ্বা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে ঋত্বিক্‌গণ, রাক্ষসবিনাশক এ হবি ঘৃতের সাথে দাবাগ্নিতে আহুতি দাও। আহুতির আধাররূপ হে অগ্নি, আমাদের উপদ্রবকারী রাক্ষসদের দূরে দগ্ধ কর, আমাদের গৃহের তাপকর হয়ো না। ১ ॥ হে মাংসখাদক পিশাচগণ, তোমাদের গ্রীবা সংহারকারক রুদ্রদেব ছেদন করুক। হে রাক্ষসগণ, তোমাদের পার্শ্বস্থ অস্থিগুলি সে রুদ্রদেব বিনাশ করুক। শক্তিশালী ওষধি তোমাদের যমের সাথে যুক্ত করুক। ২ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, আমাদের এ দেশ ভয়শূন্য হোক। তোমার তেজের দ্বারা খাদক রাক্ষসদের আমাদের কাছ থেকে পরাঙ্মুখ করে দূর করে দাও। তারা নিরস্ত হয়ে তাদের প্রভু বা আবাসভূমি যেন লাভ না করে অর্থাৎ তারা যেন নিরাশ্রয় হয়। তারা পরস্পর মারামারি করে মরে যাক। ৩ ॥ যে ইন্দ্রের জ্যোতি শত্রুদের হিংসার জন্য যুক্ত হয়েছে, ইন্দ্রের সে রমণীয় বৃহৎ নিরতিশয় সুখসাধন তেজের হে জনগণ, তোমরা ভজন কর। ৪ ॥ সে ইন্দ্র অপরের দ্বারা অভিভূত হয় না, ধর্ষিত হলে তার বল পরাভূত করে। পূর্বে বৃত্রবধকালে ব্যথাদানকারী শ্রূয়মাণ ইন্দ্রের বল যেমন অন্যের দ্বারা অভিভূত হয় নি, সেরূপ এখনও। ৫ ॥ সে ইন্দ্র আমাদের প্রভূত পীতবর্ণাভ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাঞ্চনরূপ ধন দিক। সে ইন্দ্র দেব, মনুষ্য, সকলের অধিপতি এবং সর্বপ্রকারে উৎকর্ষবান্। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। ৪র্থ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'অন্তর্দাব' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পিশাচ রাক্ষস-জনিত ভয় নিবৃত্তির জন্য সূক্তোক্ত প্রকারে অগ্নিকে তিন বার পরিক্রমা করে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। 'যস্যেদমা রজঃ' এ তিনটি ঋকের দ্বারা কৃষিকর্মের প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয় বৃষভায় ক্ষিতীনাম্।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ১ ॥
যো রক্ষাংসি নিজূর্বত্যগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ২ ॥
যঃ পরস্যাঃ পরাবতস্তিরো ধন্বাতিরোচতে।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৪ ॥
যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৫ ॥
বৈশ্বানরো ন উতয় আ প্র যাতু পরাবতঃ।
অগ্নির্নঃ সুষ্টুতীরূপ ॥ ৬ ॥

বৈশ্বানরো ন আগমদিমং যজ্ঞং সজূরুপ।
অগ্নিরুক্থেষ্বংহসু ॥ ৭ ॥
বৈশ্বানরোঽঙ্গিরসাং স্তোমমুক্থং চ চাক্লৃপৎ।
ঐষু দ্যুম্নং স্বর্যমৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে স্তোতা, রাক্ষসনাশক, মনুষ্যের কামবর্ষক, অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। সে অগ্নি শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ১॥ যে অগ্নি তার তীক্ষ্ম তেজে রাক্ষসদের বিনাশ করে, সে অগ্নি শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ২॥ যে অগ্নি অত্যন্ত দূর দেশ থেকে মরুভূমিকে অন্তর্হিত করে শোভা পায়, সে অগ্নি শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ৩॥ যে অগ্নি সকল ভুবন (জঠরাগ্নিরূপে অথবা প্রদীপ রূপে) সূর্যরূপে প্রকাশ করে, সে অগ্নি শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ৪॥ এ পার্থিব লোকের পর্যবসান-ভূমি অন্তরিক্ষলোকে নির্মল সূর্যরূপে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সে অগ্নি শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ৫॥ সকল নরের হিতকারী বৈশ্বানর অগ্নি আমাদের রক্ষার জন্য দূর দেশ থেকে আসুক এবং আমাদের শোভন স্তুতি লাভ করুক। ৬॥ বৈশ্বানর অগ্নি আমাদের কাছে আসুক, এসে আমাদের ক্রিয়মাণ উক্থ-মন্ত্রের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের এ যজ্ঞ লাভ করুক। ৭॥ বৈশ্বানর অগ্নি, অঙ্গিরা মহর্ষিদের স্তোত্র ও শস্ত্রকে সমর্থযুক্ত করেছে এবং তাদের দ্যোতমান যশ দিয়েছে (অথবা দ্যোতমান কর্মফলরূপ স্বর্গসুখ দিয়েছে)। ৮॥

টীকা ঃ ১-৮। 'প্রাগ্নয়ে বাচং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা রাক্ষস গ্রহ জনিত পীড়া নিবৃত্তির জন্য সমিৎ, আজ্য, শষ্কুল প্রভৃতি তেরোটি দ্রব্য আহুতি দিতে হয়। 'ঋতাবানং বৈশ্বানরং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে সকল চিকিৎসাকর্মে জল, হরিদ্রা, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্।
অজস্রং ঘর্মমীমহে ॥ ১ ॥
স বিশ্বা প্রতি চাক্লৃপ ঋতূংরুৎ সৃজতে বশী।
যজ্ঞস্য বয়ঃ উত্তিরন্ ॥ ২ ॥
অগ্নিঃ পরেষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য।
সম্রাডেকো বি রাজতি ॥ ৩ ॥
উপ প্রাগাৎ সহস্রাক্ষো যুক্ত্বা শপথো রথম্।
শপ্তারমন্বিচ্ছন্ মম বৃক ইবাবিমতো গৃহম্ ॥ ৪ ॥
পরি ণো বৃঙ্ধি শপথ হ্রদমগ্নিরিবা দহন্।
শপ্তারমত্র নো জহি দিবো বৃক্ষমিবাশনিঃ ॥ ৫
যো নঃ শপাদশপতঃ শপতো যশ্চ নঃ শপাৎ।
শুনে পেষ্ট্রমিবাবক্ষামং তং প্রত্যস্যামি মৃত্যবে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ সত্যরূপ যজ্ঞাত্মক তেজ-পতি সতত দীপ্যমান বৈশ্বানর অগ্নির কাছে আমরা অভিলষিত ফল প্রার্থনা করছি। ১॥ সে বৈশ্বানর অগ্নি সকলের ফলদানে সমর্থ। সে বশী সতন্ত্র অগ্নি সূর্যরূপে বসন্তাদি ঋতু উৎপন্ন করেছে ও যজ্ঞের

হবিরূপ অন্ন ঊর্ধ্বলোকে দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ২ ॥ উৎকৃষ্ট স্থানে অগ্নি অদ্বিতীয় সম্রাট্ রূপে উৎপন্ন ও উৎপস্যমান প্রাণীর কামপ্রদ হয়ে বিরাজ করছে। ৩ ॥ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র শাপক্রিয়ার কর্তারূপে অশ্বের সাথে রথ যুক্ত করে আমাদের কাছে আসুক। বৃষ যেমন মেষপালকের গৃহে এসে মেষদের বিনাশ করে, সেরূপ ইন্দ্র আমাদের শাপদাতা শত্রুকে বিনাশ করুক। ৪ ॥ হে শপথ, অগ্নির মত শত্রুকুলকে দগ্ধ করে আমাদের পরিত্যাগ কর। আকাশ থেকে পতিত বজ্র যেমন বৃক্ষকে বিনাশ করে, সেরূপ এ দেশে শাপপ্রদাতা শত্রুকে বিনাশ কর। ৫ ॥ শাপ অপ্রদানকারী আমাদের প্রতি যে শত্রু কর্কশ বাক্যে শাপ দেয়, এবং যে শাপ প্রদানকারী আমাদের শাপ দেয়—এ উভয়বিধ শত্রুকে কুকুরের কাছে পিষ্ট খাদ্যের মত দগ্ধ করে যমের কাছে নিক্ষেপ করব। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। 'ঋতাবানং বৈশ্বানরং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের সকল রোগের চিকিৎসা কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। 'উপ প্রাগাৎ সহস্রাক্ষঃ' এ তিনটি মন্ত্রের দ্বারা অভিচারজনিত দোষ নিবৃত্তির জন্য শ্বেত মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করে কুকুরকে দিতে হবে; সেরূপ সম্পাতিত অভিমন্ত্রিত পলাশমণি প্রদান, ইঙ্গিড়-হোম অথবা সমিদাধান করতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

সিংহে ব্যাঘ্র উত যা পৃদাকৌ ত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥ ১ ॥
যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥ ২ ॥
রথে অক্ষেষ্বৃষভস্য বাজে বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥ ৩ ॥
রাজন্যে দুন্দুভাবায়তায়ামশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥ ৪ ॥
যশো হবির্বর্ধতামিন্দ্রজূতং সহস্রবীর্যং সুভৃতং সহস্কৃতম্।
প্রসর্স্রাণমনু দীর্ঘায় চক্ষসে হবিষ্মন্তং মা বর্ধয় জ্যেষ্ঠতাতয়ে ॥ ৫ ॥
অচ্ছা ন ইন্দ্রং যশসং যশোভির্যশস্বিনং নমসানা বিধেম।
স নো রাস্ব রাষ্ট্রমিন্দ্রজূতং তস্য তে রাতৌ যশসঃ স্যাম ॥ ৬ ॥
যশা ইন্দ্রো যশা অগ্নির্যশাঃ সোমো অজায়ত।
যশা বিশ্বস্য ভূতস্যাহমস্মি যশস্তমঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : সহনশীল সিংহে ও ব্যাঘ্রে যে দীপ্তি আছে, সর্প, অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও সূর্যে যে দীপ্তি রয়েছে, দীপ্তিরূপা সৌভাগ্যযুক্তা যে দেবী ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছে, সে দেবী আমাদের ঈপ্সিত তেজের সাথে একমত হয়ে আমাদের কাছে আসুক। ১ ॥ হস্তী, ব্যাঘ্র ও স্বর্ণে যে দীপ্তি আছে, জল, গাভী ও পুরুষে যে দীপ্তি আছে, যে সুভগাদেবী ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছে, সে দেবী আমাদের ঈপ্সিত তেজের সাথে একমত হয়ে আমাদেব কাছে আসুক। ২ ॥ রথে ও তার চাকাগুলিতে, বৃষের গতিতে, বায়ু, বৃষ্টিপ্রদ মেঘ ও বরুণের বলে যে দীপ্তি আছে, যে সুভগাদেবী ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৩ ॥ রাজকুমারে ও তাড্যমান দুন্দুভিতে, অশ্বের শীঘ্রগমনে ও পুরুষের উচ্চ শব্দে যে দীপ্তি আছে, যে সুভগা দেবী ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৪ ॥

যশ-রূপ হবি সমৃদ্ধ হোক ; সে হবি ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের প্রদত্ত, অপরিমিত শক্তিযুক্ত, পরিবর্তমান, পরের অভিভবকারী বলের কারক ও প্রসরণশীল। এরূপ হবিবর্ধনের পর হবি-যুক্ত যজমানকে (আমাকে) চিরকাল দর্শন ও সর্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য, হে ইন্দ্র, সমৃদ্ধ কর। ৫ ॥ আমাদের সামনে বর্তমান, যশের প্রদাতা, যশস্বী ইন্দ্রকে নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা আমরা পরিচর্যা করব। হে ইন্দ্র, সে তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রেরিত রাজ্য দাও, তোমার দানে আমরা যশস্বী হবো। ৬ ॥ ইন্দ্র নিজের যশ ইচ্ছা করে, অগ্নিও যশস্কাম হয়। সেরূপ সোম যশ ইচ্ছা করে জন্মেছে। ইন্দ্রাদি যেরূপ যশস্বী হয়েছে, সেরূপ আমি যশ ইচ্ছা করে দেব, মনুষ্য সকল প্রাণীর মধ্যে অতিশয় যশস্বী হবো। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'সিংহে ব্যাঘ্রে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা তেজস্কাম ব্যক্তি সূত্রোক্ত স্নাতক, সিংহ, ব্যাঘ্রাদির মধ্যে যে কোন একটি নাভিলোম-মণি লাক্ষা ও হিরণ্যের সাথে বেষ্টন করে অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করবে। সেরূপ এ সূক্তের দ্বারা পলাশাদি দশটি বৃক্ষখণ্ডের নির্মিত মণি লাক্ষা ও হিরণ্যের সাথে বেষ্টন করে অভিমন্ত্রিত করে তেজস্কামী ব্যক্তিকে ধারণ করাতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী ইহাস্তু নোঽভয়ং সোমঃ সবিতা নঃ কৃণোতু।
অভয়ং নোঽস্তূর্বন্তরিক্ষং সপ্তঋষীণাং চ হবিষাভয়ং নো অস্তু ॥ ১ ॥
অস্মৈ গ্রামায় প্রদিশশ্চতস্র ঊর্জং সুভূতং স্বস্তি সবিতা নঃ কৃণোতু।
অশত্রুরিন্দ্রো অভয়ং নঃ কৃণোত্বন্যত্র রাজ্ঞামভি যাতু মন্যুঃ ॥ ২ ॥
অনমিত্রং নো অধরাদনমিত্রং ন উত্তরাৎ।
ইন্দ্রানমিত্রং নঃ পশ্চাদনমিত্রং পুরস্কৃধি ॥ ৩ ॥
মনসে চেতসে ধিয় আকূতয় উত চিত্তয়ে।
মত্যৈ শ্রুতায় চক্ষসে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ৪ ॥
অপানায় ব্যানায় প্রাণায় ভূরিধায়সে।
সরস্বত্যা উরুব্যচে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ৫ ॥
মা নো হাসিষুর্ঋষয়ো দৈব্যা যে তনূপা যে নস্তন্বস্তনূজাঃ।
অমর্ত্যা মর্ত্যাঁ অভি নঃ সচধ্বমায়ুর্ধত্ত প্রতরং জীবসে নঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমাদের প্রসাদে আমাদের এ দেশ নির্ভয় হোক অর্থাৎ চোর ব্যাঘ্রাদি-জনিত ভয়ের নিবৃত্তি হোক। সেরূপ চন্দ্র ও সূর্য আমাদের অভয় করুক এবং দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আমাদের অভয় করুক অর্থাৎ সেখান থেকে আমাদের কোন ভয় না হোক। সপ্তর্ষিদের হবি-দানের ফলে আমাদের অভয় হোক। ১ ॥ আমাদের আবাসরূপ এ গ্রামের পূর্বাদি চারদিকে অন্ন উৎপন্ন হোক। সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাদের মঙ্গলবিধান করুক। অজাতশত্রু ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুনিমিত্ত ভয়রহিত করুক, তার প্রসাদে রাজার ক্রোধ আমাদের কাছ থেকে অন্যত্র যাক। ২ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের দক্ষিণদিক শত্রুশূন্য কর, সেরূপ উত্তর দিক শত্রুরহিত কর। হে ইন্দ্র, আমাদের পশ্চিম দিক শত্রুহীন কর এবং পূর্বদিক শত্রুশূন্য কর। ৩ ॥ মননসাধন মন, জ্ঞানসাধন চেতঃ, ধ্যানসাধন ধী, সংকল্প, চেতনসাধন চিত্ত, বিষয়-জ্ঞান-জননী মতি, শ্রবণজনিত জ্ঞান ও চাক্ষুষ জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য হে ইন্দ্র, আমরা হবির দ্বারা তোমার পরিচর্যা

করছি। ৪ ।। অপান, ব্যান ও প্রাণের বৃত্তিভেদে বহুর ধারক মুখ্য প্রাণ ও বাগ্দেবী ব্যাপক সরস্বতীকে হবির দ্বারা আমরা পরিচর্যা করছি। ৫ ।। দৈব অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, প্রাণাদির অধিদেবতা সপ্ত ঋষিগণ আমাদের যেন পরিত্যাগ না করে। সেরূপ যে ঋষিগণ আমাদের শরীরের রক্ষক, যারা আমাদের শরীরেন্দ্রিয়-রূপে উৎপন্ন, তারা আমাদের যেন পরিত্যাগ না করে। হে অমর্ত্য দেবগণ, মরণশীল আমাদের ব্যেপে থাক, আমাদের জীবনের জন্য দীর্ঘায়ু দাও। ৬ ।।

টীকা ঃ ঃ ১-৬। 'অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গ্রামাদির অভয় কামনা করে তার চারদিকে সপ্তর্ষির যাগ বা উপাসনা করতে হয়। 'মনসে চেতসে ধিয়ে' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা গোদানাখ্য সংস্কার কর্মে মহাব্রীহিময় স্থালীপাক শান্তুদকের দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অভিমন্ত্রিত করে আয়ুষ্কাম মানবককে খাওয়াতে হবে। ১ম মন্ত্রে, 'সপ্তর্ষি'—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ—এ সাতজন অতীন্দ্রিয়দর্শী মহর্ষি সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অব জ্যামিব ধন্বনো মন্যুং তনোমি তে হৃদঃ।
যথা সংমনসৌ ভূত্বা সখায়াবিব সচাবহৈ ॥ ২ ॥
সখায়াবিব সচাবহা অব মন্যুং তনোমি তে।
অধস্তে অশ্মনো মন্যুমুপাস্যামসি যো গুরুঃ ॥ ২ ॥
অভি তিষ্ঠামি তে মন্যুং পার্ষ্ণ্যা প্রপদেন চ।
যথাবশো ন বাদিষো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৩ ॥
অয়ং দর্ভো বিমন্যুকঃ স্বায় চারণায় চ।
মন্যোর্বিমন্যুকস্যায়ং মন্যুশমন উচ্যতে ॥ ৪ ॥
অয়ং যো ভূরিমূলঃ সমুদ্রমবতিষ্ঠতি।
দর্ভঃ পৃথিব্যা উত্থিতো মন্যুশমন উচ্যতে ॥ ৫ ॥
বি তে হনব্যাং শরণিং বি তে মুখ্যাং নয়ামসি।
যথাবশো ন বাদিষো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ধনুর দণ্ড থেকে যেমন জ্যা খুলে নেয়া হয়, সেরূপ হে পুরুষ, তোমার হৃদয় থেকে ক্রোধ অপসারণ করছি। যে প্রকারে আমরা একমন হয়ে পরস্পর অনুরাগে সখার মত মিলিত হতে পারি, সেরূপ তোমার ক্রোধ অপনয়ন করছি। ১ ॥ হে ক্রুদ্ধ পুরুষ, তোমার ক্রোধ গুরুভার-বিশিষ্ট প্রস্তরের নীচে নিক্ষেপ করছি। যাতে আমরা বন্ধুর মত মিলিত হতে পারি, সেভাবে তোমার ক্রোধ অপনয়ন করছি। হে ক্রুদ্ধ পুরুষ, তোমার ক্রোধ পায়ের অগ্রভাগ ও গোড়ালি দিয়ে পিষ্ট করছি, যাতে তুমি অবশ হয়ে উত্তর দিতে না পার। যাতে আমার চিত্ত লাভ কর, সেরূপ অনুষ্ঠান করছি। ৩ ॥ এ সামনের দর্ভ (দূর্বা বা কুশ) ইষ্ট ও অনিষ্ট-জনের ক্রোধ উপশম করে। ক্রোধী শত্রুর ও আপাতত ক্রোধাবিষ্ট আত্মীয়ের ক্রোধ নিবারণের এ উপায়—এ কথা বলা হয়ে থাকে। ৪ ॥ এই যে সামনে বহুমূল-বিশিষ্ট

দর্ভ জলাশয় অবলম্বন করে আছে, পৃথিবী থেকে উৎপন্ন সে দর্ভ (কাশ, কুশ প্রভৃতি) ক্রোধ-নিবারণের হেতু বলে বলা হয়ে থাকে। ৫ ॥ হে ক্রোধাবিষ্ট পুরুষ, তোমার হনুসম্বন্ধীয় হিংসার কারণরূপ ক্রোধপ্রকাশক ধমনি আমি সংযত করছি, সেরূপ মুখে ক্রোধবশে উৎপন্ন অন্য ধমনি ক্রোধ উপশমের দ্বারা সংযত করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ৫ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'অব জ্যামিব' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্ত্রীবিষয়ক পুরুষের ক্রোধ দূর করার জন্য ক্রুদ্ধ-পুরুষকে দেখে একটি প্রস্তর অভিমন্ত্রিত করে হাতে নিয়ে 'সখায়াবিব' এ মন্ত্র জপ করে প্রস্তর ভূমিতে নিক্ষেপ করে 'অভি তিষ্ঠামি' এ মন্ত্র জপ করে তার উপর থুথু ফেলতে হবে। এরূপ পুরুষ বিষয়ে স্ত্রীর ক্রোধ অপনয়নের জন্যও কার্য করতে হবে। সকলবিষয়ে ক্রোধ দূর করার জন্য 'অয়ং দর্ভঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দর্ভমূল ওষধির মত খনন করে তা অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। ৫ম মন্ত্রে 'সমুদ্র' শব্দে এখানে অধিকজলবিশিষ্ট স্থান বোঝাচ্ছে, অথবা সমুদ্র বলতে অন্তরিক্ষ—সায়ণ।

দ্বিতীয় সূক্ত

অস্থাৎ দ্যৌরস্থাৎ পৃথিব্যস্থাদ্ বিশ্বমিদং জগৎ।
অস্থুর্বৃক্ষা ঊর্ধ্বস্বপ্নাস্তিষ্ঠাদ্ রোগো অয়ং তব ॥ ১ ॥
শতং যা ভেষজানি তে সহস্রং সঙ্গতানি চ।
শ্রেষ্ঠমাস্রাবভেষজং বসিষ্ঠং রোগনাশনম্ ॥ ২ ॥
রুদ্রস্য মূত্রমস্যমৃতস্য নাভিঃ।
বিষাণকা নাম বা অসি পিতৃণাং মূলাদুত্থিতা বাতীকৃতনাশনী ॥ ৩ ॥
পরোপেহি মনস্পাপ কিমশস্তানি শংসসি।
পরেহি ন ত্বা কাময়ে বৃক্ষাং বনানি সং চর গৃহেষু গোষু মে মনঃ ॥ ৪ ॥
অবশসা নিঃশাসা যৎ পরাশসোপারিম জাগ্রতো যৎ স্বপন্তঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্যজুষ্টান্যারে অস্মদ্ দধাতু ॥ ৫ ॥
যদিন্দ্র ব্রহ্মণস্পতেঽপি মৃষা চরামসি।
প্রচেতা ন আঙ্গিরসো দুরিতাৎ পাত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল-যুক্ত দ্যুলোক যেমন স্থির রয়েছে, নীচে পড়ে যায় না, সবকিছুর আধাররূপ পৃথিবী যেমন স্থির আছে এবং তাতে এ পরিদৃশ্যমান জঙ্গম প্রাণিগণ যেমন অবস্থিত আছে, বৃক্ষ যেমন দাঁড়িয়ে থেকে নিদ্রা অনুভব করে—শুয়ে নয়, হে রোগগ্রস্ত পুরুষ, তোমার এ রক্তক্ষরণরূপ রোগ সেরূপ স্থির হোক, রক্তক্ষরণ যেন না হয়। ১ ॥ হে রোগগ্রস্ত পুরুষ, তোমার রোগ উপশমের জন্য যতগুলি ঔষধ পাওয়া গেছে এবং সহস্রসংখ্যক যতগুলি ঔষধ আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রক্তস্রাবের নিবর্তক এ ক্রিয়মাণ কর্ম, যা আচ্ছাদক রোগনাশক। ২ ॥ হে গোশৃঙ্গোদক, তুমি জগৎ-সংহারক রুদ্রদেবের মূত্ররূপ ও চিরকাল জীবনের স্থাপক। হে গোশৃঙ্গ, তুমি বিষাণকা (বিশেষরূপে রোগনিবর্তক) নামে খ্যাত, তুমি পিতৃদেবতাদের মূল উপাদান-কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তক্ষরণ-রোগের নাশক হও। ৩ ॥ হে পাপাসক্ত আমার মন, আমাদের কাছ থেকে দূরদেশে যাও, আমাদের দুঃস্বপ্ন দেখিও না। তোমার দর্শনের কি কারণ, তুমি অশোভন প্রকাশ কর, অতএব দূরে যাও। তোমাকে আমি চাই নি। তুমি এখানে ফিরে বৃক্ষবহুল বনে

প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান কর। হে আমার শোভন মন, গৃহাবস্থিত স্ত্রী-পুত্রাদি অনুকূল জনে ও গাভীতে অবস্থান কর। ৪॥ নীচভাবে, নিঃশেষে এবং পরাঙ্মুখ-ভাবে হিংসার জন্য জাগ্রতাবস্থায় যে দুঃস্বপ্নে আমরা পীড়িত হই, সেরূপ নিদ্রা-বস্থায় যে দুঃস্বপ্নদর্শনে আমরা পীড়িত হই, সে সকল অশোভন দুঃস্বপ্ন-জনিত পাপগুলি অগ্নিদেব আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিক। ৫॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, হে ইন্দ্র, যে দুঃস্বপ্ন নিমিত্ত পাপের দ্বারা আমরা মিথ্যালোকে বিচরণ করি, সে দুঃখপ্রাপক পাপ থেকে অঙ্গিরা-মন্ত্রের প্রকৃষ্ট জ্ঞাতা (প্রচেতা) বরুণ আমাদের রক্ষা করুক। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'অস্থাদ্ দ্যোঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অপবাদের চিকিৎসাকর্মে স্বয়ংপতিত গোশৃঙ্গ এনে জলে রেখে অভিমন্ত্রিত করে সে জলের আচমন ও প্রোক্ষণ করতে হবে। 'পরাপেহি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দুঃস্বপ্ন নিমিত্ত দোষ নিবৃত্তির জন্য মুখ প্রক্ষালন করতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

যো ন জীবোঽসি ন মৃতো দেবানামমৃতগর্ভোঽসি স্বপ্ন।
বরুণানী তে মাতা যমঃ পিতাররুর্নামাসি ॥ ১ ॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং দেবজামীনাং পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ।
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি।
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুষ্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ২ ॥
যথা কলাং যথা শফং যথর্ণং সংনয়ন্তি।
এবা দুষ্বপ্ন্যং সর্বং দ্বিষতে সং নয়ামসি ॥ ৩ ॥
অগ্নিঃ প্রাতঃসবনে পাত্বস্মান্ বৈশ্বানরো বিশ্বকৃদ্ বিশ্বশংভূঃ।
স নঃ পাবকো দ্রবিণে দধাত্বায়ুষ্মন্তঃ সহভক্ষাঃ স্যাম ॥ ৪ ॥
বিশ্বে দেবা মরুত ইন্দ্রো অস্মানস্মিন্ দ্বিতীয়ে সবনে ন জহ্যুঃ।
আয়ুষ্মন্তঃ প্রিয়মেষাং বদন্তো বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ৫ ॥
ইদং তৃতীয়ং সবনং কবীনামৃতেন যে চমসমৈরয়ন্ত।
তে সৌধন্বনাঃ স্বরানশানাঃ স্বিষ্টিং নো অভি বস্যো নয়ন্তু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে স্বপ্ন, তুমি জীবিত নও, আবার মৃতও নও। (মিথ্যাপরিকল্পিত-স্বভাব বলে স্বপ্নের জীবন মরণরূপ কোন প্রাণিধর্ম অসম্ভব)। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের তুমি অমৃতময় গর্ভরূপ। (স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রদনুভবজনিত বাসনাময় এবং বাসনা স্থায়ী)। হে স্বপ্ন, বরুণপত্নী তোমার মাতা এবং দুষ্কৃতদের নিগ্রহীতা বরুণ তোমার পিতা। হে স্বপ্ন, অররু (আর্তিকর অসুর) তোমার নাম। ১॥ হে স্বপ্নাভিমানী দেব, তোমার জন্ম আমরা জানি। দেবরমণীগণের তুমি পুত্র। (মায়ারূপ দেবস্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভাত্মক ভাবী ফল সূচনা করার জন্য স্বপ্ন উৎপন্ন করে)। তুমি প্রাণাপহরণের কর্তা মৃত্যুরূপ। হে স্বপ্ন, এরূপ তোমাকে আমরা জানি, আমাদের দুঃস্বপ্নজনিত ভয় থেকে রক্ষা কর। ২॥ গাভীর দোষদূষিত অংশ, খুর ছেদনের দ্বারা চলে যায়, অধমর্ণ পুরুষ প্রদানের দ্বারা যেমন ঋণকে বিদায় করে, সেরূপ দুঃস্বপ্নজনিত ভয় আমাদের বিদ্বেষকারী পুরুষের কাছে পাঠিয়ে দেব। ৩॥ গায়ত্রীর অধিদেবতা

অগ্নি প্রাতঃসবন কর্মে আমাদের (ঋত্বিক্-যজমানদের) পালন করুক অর্থাৎ বৈকল্য দোষ পরিহার করে আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ করুক। সে বৈশ্বনররূপে সমস্ত প্রাণীর হিতকর, সকল জগতের কর্তা, সকল জগতে দুঃখ দূর করে সুখের উৎপাদক, সে শোধক অগ্নি আমাদের যাগফলরূপ ধন দিক। তার প্রসাদে আমরাও দীর্ঘায়ু লাভ করে পুত্র-পৌত্রাদির সাথে ভোজন করব। ৪ ।। মাধ্যন্দিন সবনের অধিদেবতা সকল দেবগণ, মরুদ্গণ ও ইন্দ্র এ দ্বিতীয় সবনে আমাদের (ঋত্বিক্ যজমানদের) যেন পরিত্যাগ না করে। এ দেবতাদের প্রীতিকর স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করে এবং তাদের প্রসাদে দীর্ঘায়ু লাভ করে আমরা সে দেবতাদের সুমতিতে অর্থাৎ অনুগ্রহ বুদ্ধিতে থাকব। ৫ ।। এ তৃতীয় সবনের অধিদেবতা ইন্দ্রাদির সাথে ক্রান্তদর্শী যে ঋভু-দেবগণ তাদের শিল্প-কর্মের দ্বারা সোমভক্ষণপাত্র এ চমসকে চারভাগে - ভাগ করেছিল, সে আঙ্গিরসের পুত্রগণ প্রশস্ত ফলের জন্য আমাদের শোভন যজ্ঞ বৈকল্যরহিত করুক। ৬ ।।

টীকা ঃ ১-৬। দুঃস্বপ্নজনিত দোষ নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। 'অগ্নিঃ প্রাতঃসবনে' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে প্রাতঃ,মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় সবনে যাগ করতে হয়। ষষ্ঠমন্ত্রে 'সৌধন্বনাঃ'—সুধন্বা অঙ্গিরার তিনটি পুত্র ছিল— ঋভু, বিভু ও বাজ। তারা মনুষ্য হয়েও রথনির্মাণ প্রভৃতি শিল্পকর্মের দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে তাদের প্রসাদে দেবত্ব লাভ করে।

চতুর্থ সূক্ত

শোনোঽসি গায়ত্রচ্ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা ॥ ১ ॥
ঋভুরসি জগচ্ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা ॥ ২ ॥
বৃষাসি ত্রিষ্টুপ্ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা ॥ ৩ ॥
নহি তে অগ্নে তন্বঃ ক্রূরমানংশ মর্ত্যঃ।
কপির্বভস্তি তেজনং স্বং জরায়ু গৌরিব ॥ ৪ ॥
মেষ ইব বৈ সং চ বি চোর্বচ্যসে যদুত্তরদ্রাবুপরশ্চ খাদতঃ।
শীর্ষ্ণা শিরোঽপ্সসাপ্সো অর্দয়ন্নংশূন্ বভস্তি হরিতেভিরাসভিঃ ॥ ৫ ॥
সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যব্যাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।
নি যন্নিয়ন্ত্যুপরস্য নিষ্কৃতিং পুরূ রেতো দধিরে সূর্যশ্রিতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রাতঃসবনাত্মক যজ্ঞ, তুমি শ্যেন পক্ষীর মত শীঘ্রগতিশীল। হে গায়ত্রীছন্দযুক্ত অগ্নি, তোমাকে আধাররূপে গ্রহণ করছি। এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের সমাপ্তিতে আমার মঙ্গলবিধান কর। এ হবি সুষ্ঠু আহুত হোক। ১ ॥ হে জগতীছন্দরূপ তৃতীয় সবনাত্মক যজ্ঞ তুমি অঙ্গিরার পুত্র ঋভু-নামক। এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের সমাপ্তিতে আমার মঙ্গলবিধান কর। এ হবি সুষ্ঠু আহুত হোক। ২ ॥ হে মাধ্যন্দিনসবন, তুমি সেচনসমর্থ ইন্দ্র-রূপ। এ যজ্ঞের সমাপ্তিতে আমার মঙ্গলবিধান কর। এ হবি সুষ্ঠু আহুত হোক। ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার জ্বালাত্মক শরীরের তীক্ষ্ণতা কোন মরণশীল মানুষ লাভ করতে পারে না। শরীরগত রসের পানকারী (অথবা কপির মত ইতস্ততঃ সংক্রমণশীল) তোমার জ্বালাসমূহ

অন্তনিঃসার বেণুর মত শরীরকে দগ্ধ করে (বা ভক্ষণ করে)। যেমন প্রসূতা গাভী প্রসবের পর স্বীয় গর্ভবেষ্টন (জরায়ু) ভক্ষণ করে, সেরূপ তুমি পুরুষের শরীর ভক্ষণ কর। ৪ ॥ মেষ যেমন তৃণবহুল দেশে প্রথমে ভক্ষ্য তৃণাদিতে যুক্ত হয়, তারপর সেখানকার সকল তৃণাদি ব্যাপ্ত করে, সেরূপ হে অগ্নি, তুমি দাহ্য পুরুষ-শরীর লাভ করে প্রথমে সে সে অবয়বে মিলিত হও ও পরে সমগ্র শরীর ব্যাপ্ত কর। যখন উৎকৃষ্টতর মহাবৃক্ষবহুল বনে সঞ্চরমাণ দাবাগ্নি ও শাবাগ্নি উভয়ে ভক্ষণ করে, তখন জ্বালাগ্রের দ্বারা বৃক্ষাদির মস্তক (অগ্রভাগ) হিংসা করে ও নিজের ভাস্বর শরীরের দ্বারা দাহ্য বৃক্ষাদির হিংসা করে এ অগ্নি হরিতবর্ণ মুখের দ্বারা সোমলতাদি ভক্ষণ করে। ৫ ॥ হে অগ্নি, শ্যেনের মত শীঘ্র ব্যাপনশীল তোমার জ্বালাগুলি (দাহজন্য) ধ্বনি করছে, আকাশে গমনশীল তোমার দীপ্তিগুলি কৃষ্ণমৃগের মত নৃত্য করছে ও সে জ্বালাগুলি বহুল ধূম উৎপাদন করে মেঘের সৃষ্টি করছে। হে অগ্নি, তোমার দীপ্তিগুলি আদিত্যমণ্ডল লাভ করে জগৎ উৎপাদনের জন্য সকল প্রাণীর উপাদানরূপ বৃষ্টিজল ধারণ করছে। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'শ্যেনোঽসি' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা আচার্য উপনীত মাণবককে দণ্ড অভিমন্ত্রিত করে দেবে। সেরূপ অভয়কামী ব্যক্তি এ সূক্তের দ্বারা সপ্তর্ষির যাগ করবে। 'শ্যেনোঽসি' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র সবনত্রয়ে ব্রহ্মা যজমানকে পাঠ করাবে এবং যথাক্রমে সবনসমাপ্তি হোম করবে।

পঞ্চম সূক্ত

হতং তর্দং সমঙ্কমাখুমশ্বিনা ছিন্তং শিরো অপি পৃষ্টীঃ শৃণীতম্।
যবান্নেদদানপি নহ্যতং মুখমথাভয়ং কৃণুতাং ধান্যায় ॥ ১ ॥
তর্দ হৈ পতঙ্গ হৈ জভ্য হা উপক্বস।
ব্রহ্মেবাসংস্থিতং হবিরনদন্ত ইমান্ যবানহিংসন্তো অপোদিত ॥ ২ ॥
তর্দাপতে বঘাপতে তৃষ্টজম্ভা আ শৃণোত মে।
য আরণ্যা ব্যদ্বরা যে কে চ স্থ ব্যদ্বরাস্তান্ত্সর্বান্ জম্ভয়ামসি ॥ ৩ ॥
বায়োঃ পূতঃ পবিত্রেণ প্রত্যঙ্ সোমো অতি দ্রুতঃ।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৪ ॥
আপো অস্মান্ মাতরঃ সূদয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ৫ ॥
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরন্তি।
অচিত্ত্যা চেৎ তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা গর্তে প্রবেশকারী ইঁদুরকে (আখু) বিনাশ কর। তাদের মস্তক ছিন্ন কর ও পার্শ্বস্থ অস্থি চূর্ণ কর। সে ইঁদুর যেন আমাদের ব্রীহিযবাদি ভক্ষণ না করে। হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা দুজন তাদের মুখ বন্ধ করে দাও এবং তাদের ভয় থেকে আমাদের ধান্য রক্ষা কর। ১ ॥ হে হিংসক ইঁদুর, পতঙ্গ প্রভৃতি, উপদ্রবকারী তোমাদের বিনাশের জন্য অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা হোতব্য আমাদের এ হবি ব্রহ্মের মত অপরিসমাপ্ত ও দুষ্প্রধর্ষ। এ হবির দ্বারা হোম করার আগেই দগ্ধ না হয়ে এবং আমাদের যবাদি শস্যের বিনাশ না করে তোমরা এস্থান থেকে চলে যাও। ২ ॥ হে হিংসক ইঁদুরদের ও পতঙ্গদের অধিপতি, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা তোমরা আমার কথা শোন, আরণ্য ও গ্রাম্য ভক্ষণশীল যারা তোমরা আছ, তোমাদের

সকলকে এ কর্মের দ্বারা বিনাশ করছি। ৩॥ বায়ুর পবনসাধন দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত হয়ে সোম মুখ দিয়ে নাভিদেশ অতিক্রম করে যাচ্ছে, সে ইন্দ্রের যোগ্য সখা। ৪॥ বিশ্বজননী জলদেবীগণ আমাদের পাপরহিত করে শুদ্ধ করুক। ক্ষরণস্বভাব নিজে রসের দ্বারা পবিত্রকারী জলদেবীগণ ক্ষরণশীল সারের (ঘৃতের) দ্বারা আমাদের পবিত্র করুক। দেবতারূপ জলসকল (স্নান আচমন প্রোক্ষণকারী) জনগণের সকল পাপ ক্ষালন করে।, এরূপ জলে আমি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এদের কাছ থেকে কর্মযোগ্য হয়ে উত্থিত হবো। ৫॥ হে জলাধিপতি বরুণ, দেবজনে মানুষ যে অপরাধজনিত পাপ অনুষ্ঠান করে, মানুষ আমরা অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কর্ম বিপর্যস্ত করেছি, হে দেব বরুণ, অজ্ঞানজনিত সে পাপের জন্য আমাদের হিংসা করো না। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'হতং তর্দং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা মূষিক, পতঙ্গ, শলভ, টিট্টিভ, কীট, হরিণ প্রভৃতি শস্যভক্ষকদের নিবৃত্তি থেকে লোহময় সীসা ঘর্ষণ করে এ মন্ত্রগুলি জপ করে মূষিকাদি-যুক্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করতে হবে এবং শর্করা অভিমন্ত্রিত করে মূষিকাদি স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেরূপ সকল রোগের চিকিৎসায় 'বায়োঃ পূতঃ' মন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্যহোম করতে হবে।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উৎ সূর্যো দিব এতি পুরো রক্ষাংসি নিজূর্বন্।
আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা ॥
নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্ নি মৃগাসো অবিক্ষত।
ন্যূর্ময়ো নদীনাং ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥ ২ ॥
আয়ুর্দদং বিপশ্চিতং শ্রুতাং কণ্বস্য বীরুধম্।
আভারিষং বিশ্বভেষজীমস্যাদৃষ্টান্ নি শময়ৎ ॥ ৩ ॥
দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চ প্রচেতসৌ শুক্রো বৃহন্ দক্ষিণয়া পিপর্তু।
অনু স্বধা চিকিতাং সোমো অগ্নির্বায়ুর্নঃ পাতু সবিতা ভগশ্চ ॥ ৪ ॥
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ন ঐতু পুনশ্চক্ষুঃ পুনরসুর্ন ঐতু।
বৈশ্বানরো নো অদব্ধস্তনূপা অন্তস্তিষ্ঠাতি দুরিতানি বিশ্বা ॥ ৫ ॥
সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন।
ত্বষ্টা নো অত্র বরীয়ঃ কৃণোত্বনু নো মার্ষ্টু তন্বো যদ্ বিরিষ্টম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ সকলের প্রেরক আদিত্য পূর্বদিকে আমাদের উপদ্রবকারী রাক্ষসদের হিংসা করার জন্য অন্তরিক্ষ প্রদেশ থেকে উদিত হচ্ছে। (রাতে রাক্ষসদের সঞ্চার হয়, এখন সূর্য উদিত হয়ে তাদের বিনাশ করছে)। সে আদিত্য সকল প্রাণীর দৃশ্য হয়ে আমাদের অদৃশ্য রাক্ষস পিশাচদের বিনাশকরূপে উদয়াচল প্রদেশ থেকে উদয় লাভ করছে। ১॥ সূর্যোদয়ে রাক্ষসরা বিনষ্ট হওয়ায় এখন গোশালায় আমাদের গাভীগণ নির্ভয়ে অবস্থান করছে, বন্য পশুরা স্ব স্ব স্থানে নির্ভয়ে নিবিষ্ট হয়েছে। সেরূপ নদীর তরঙ্গগুলি সুখে প্রবাহিত হচ্ছে। রাতে হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশুকে

সূর্যপ্রকাশে সকল লোক পেতে ইচ্ছা করছে। ২ ॥ শত বছর আয়ুপ্রদ, রোগোপশমের উপায়জ্ঞ, প্রসিদ্ধ, মহর্ষি কণ্বের শান্ত্যোষধি (অথবা শমী) এ রোগগ্রস্তের রোগ নিবারণের জন্য আমি সংগ্রহ করছি। সে ওষধি এ রোগীর শরীর-মধ্যবর্তী রাক্ষসাদি কৃত রোগের উপশম করুক। ৩ ॥ দ্যৌ ও পৃথিবীরূপ দেবতা আমার প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে এ অভিলষিত ফল দিক। মহান দীপ্যমান সূর্য যমাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক থেকে আমাকে পালন করুক (অথবা বস্ত্র হিরণ্যাদিরূপ দক্ষিণার দ্বারা আমাকে পূর্ণ করুক)। স্বধাভিমানী দেবতা আমাদের অনুমোদন করুক অথবা আমাদের যাতে অন্ন হয় সেরূপ সোম ও অগ্নি অনুমোদন করুক। বায়ু, সবিতা ও ভগদেব আমাদের রক্ষা করুক। ৪ ॥ প্রাণবায়ু আমাদের কাছে আবার ফিরে আসুক। সেরূপ আত্মা, চক্ষুরিন্দ্রিয়, প্রাণ আবার আসুক। (ব্রণাদিতে গতপ্রায় প্রাণাদির আবার আসবার প্রার্থনা করা হয়েছে)। সকল নরের হিতকারী বৈশ্বানর অগ্নি রোগাদির দ্বারা অহিংসিত হয়ে শরীরের পালকরূপে সকল পাপ বিনাশ করে আমাদের মধ্যে থাকুক। ৫ ॥ শরীরের দীপ্তি ও সারভূত রসের সাথে আমরা যুক্ত হবো। সেরূপ শরীরাবয়ব হস্তপাদাদি ও শোভন মনের সাথে যুক্ত হবো। ত্বষ্টা-দেব এ শরীরে প্রভূত বল দিক এবং আমাদের শরীরের যে অঙ্গ রোগার্ত, তা হস্তের দ্বারা শোধন করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। ষষ্ঠ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'উৎ সূর্যঃ' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা রক্ষোগ্রহ-চিকিৎসার জন্য চিত্ত্যাদি ওষধির সাথে জলপূর্ণ ঘট অভি-মন্ত্রিত করে রোগীকে সিক্ত করতে হবে। সেরূপ শমী, শমীবিম্ব ও শীর্ণপর্ণের সাথে জল এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে সিক্ত করতে হবে। 'দ্যৌশ্চ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে দুষ্ট গণ্ডব্রণ প্রভৃতির চিকিৎসার জন্য তৈল অভিমন্ত্রিত করে তা দিয়ে ব্রণে লেপণ করতে হবে এবং এ মন্ত্রগুলি জপ করে ব্রণ-স্থানে হাত বুলাতে হবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইদং তদ্ যুজ উত্তরমিন্দ্রং শুম্ভাম্যষ্টয়ে।
অস্য ক্ষত্রং শ্রিয়ং মহীং বৃষ্টিরিব বর্ধয়া তৃণম্ ॥ ১ ॥
অস্মৈ ক্ষত্রমগ্নীষোমাবস্মৈ ধারয়তং রয়িম্।
ইমং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে কৃণুতং যুজ উত্তরম্ ॥ ২ ॥
সবন্ধুশ্চাসবন্ধুশ্চ যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
সর্বং তং রন্ধয়াসি মে যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩ ॥
যে পন্থানো বহবো দেবয়ানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি।
তেষামজ্যানিং যতমো বহাতি তস্মৈ দেবাঃ পরি ধত্তেহ সর্বে ॥ ৪ ॥
গ্রীষ্মো হেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ শরদ্ বর্ষাঃ স্বিতে নো দধাত।
আ নো গোষু ভজতা প্রজায়াং নিবাত ইদ্ বঃ শরণে স্যাম ॥ ৫ ॥
ইদাবৎসরায় পরিবৎসরায় সংবৎসরায় কৃণুতা বৃহন্নমঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ অভিচার দোষ নিবারণের জন্য এ উৎকৃষ্ট কর্ম করছি। অভিমত ফল প্রাপ্তির জন্য দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে অলংকৃত করছি অর্থাৎ স্তবাদি দ্বারা প্রীত করছি। হে ইন্দ্র, বৃষ্টি যেমন শস্যাদির বর্ধন করে, এ অভিচর্যমাণ পুরুষের বল, মহৎ পুত্র-

পৌত্র-ধনাদি সম্পৎ সমৃদ্ধ কর। ১॥ হে অগ্নি ও সোম, এ যজমানের বল দাও, একে ধন দাও, সেরূপ এ যজমানকে জনপদের মুখ্য কর। আমিও এ যজমানের ফলসিদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট কর্ম করছি। ২॥ সগোত্রীয় অথবা অসগোত্রীয় যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, তাদের, হে ইন্দ্র, সোমাভিষবকারী আমার বশীভূত কর। ৩॥ কর্মের বৈচিত্র্যবশতঃ সে সে লোকের প্রাপ্তির উপায়রূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যে সকল দেবতার গমনযোগ্য পথ আছে, তাদের মধ্যে যে পথ সমৃদ্ধি বহন করে, সে পথের উদ্দেশে হে দেবগণ, তোমরা এ স্থানে আমাদের রক্ষা কর। ৪॥ গ্রীষ্ম, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, শরৎ ও বর্ষার অভিমানী দেবগণ—আমাদের সুপ্রাপ্তব্য ধন দিক। হে ঋতুগণ, তোমরা আমাদের গাভী ও পুত্র-পৌত্রাদির সেবা কর। বায়ু প্রভৃতি সকল দুঃখরহিত তোমাদের গৃহে আমরা থাকব। ৫॥ হে জনগণ, পরিবৎসর ও সংবৎসরকে নমস্কারের দ্বারা প্রীত কর। যাগযোগ্য তাদের শোভন অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমরা থাকব, তারপর শোভন বুদ্ধি-জন্য ফল আমরা লাভ করব। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'ইদং তৎ যুজে' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা অভিচার কর্মে পলাশ পত্রের দ্বারা হোম করতে হয়। 'যে পন্থানঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা দেশান্তর গমনকারী পুরুষের স্বস্ত্যয়ন কামনায় সমিদ্, আজ্য, পুরোডাশাদি তেরটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে হয়। ষষ্ঠ মন্ত্রে—'ইদাবৎসর' প্রভৃতি পাঁচটি বছরের নাম। প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, এরূপ ক্রমে ইদাবৎসর, অনুবৎসর, ইদ্বৎসর। এদের অভিমানী দেবতাদের সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—অগ্নি সংবৎসরের, আদিত্য পরিবৎসরের, চন্দ্র ইদাবৎসরের এবং বায়ু অনুবৎসরের দেবতা।

তৃতীয় সূক্ত

মা নো দেবা অহির্বধীৎ সতোকান্ৎসহপুরুষান্।
সংযতং ন বি ষ্পরদ্ ব্যাত্তং ন সং যমন্নমো দেবজনেভ্যঃ ॥ ১ ॥
নমোঽস্ত্বসিতায় নমস্তিরশ্চিরাজয়ে।
স্বজায় বভ্রবে নমো নমো দেবজনেভ্যঃ ॥ ২ ॥
সং তে হন্মি দতা দতঃ সমু তে হন্বা হনূ।
সং তে জিহ্বয়া জিহ্বাং সম্বাস্নাহ আস্যম্ ॥ ৩ ॥
ইদমিদ্ বা উ ভেষজমিদং রুদ্রস্য ভেষজম্।
যেনেষুমেকতেজনাং শতশল্যামপব্রবৎ ॥ ৪ ॥
জালাষেণাভি ষিঞ্চত জালাষেণোপ সিঞ্চত।
জালাষমুগ্রং ভেষজং তেন নো মৃড় জীবসে ॥ ৫ ॥
শং চ নো ময়শ্চ নো মা চ নঃ কিং চনামমৎ।
ক্ষমা রপো বিশ্বং নো অস্তু ভেষজং সর্বং নো অস্তু ভেষজম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিষপ্রতিকার-কুশল দেবগণ, সর্প যেন পুত্র, ভৃত্যাদির সাথে আমাদের হিংসা না করে। তাদের মুখ যেন বিস্ফারিত না হয়, বিবৃত মুখ যেন সংযুক্ত না হয়, মন্ত্রপ্রভাবে প্রতিবন্ধ হয়ে থাক। সর্পাদি-বিষের প্রতিকারে সমর্থ দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার। ১॥ অসিত নামক কৃষ্ণবর্ণ সর্পাধিপতির উদ্দেশে নমস্কার, তিরশ্চিরাজি (তির্যক দিকে বলয় যার) নামক সর্পশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে নমস্কার, বভ্রুবর্ণ স্বজ (নিজে যে জন্মে) নামক সর্পের উদ্দেশে নমস্কার এবং এ সর্পদের নিয়ন্তা [illegible] উদ্দেশে নমস্কার। ২॥ হে সর্প তোমার উপর পংক্তির দাঁতের সাথে

নীচের পংক্তির দাঁতের সংযুক্ত করছি, তোমার হনুদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট করছি, তোমার জিহ্বা দুটি সংহত করছি, সেরূপ তোমার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। ৩ ॥ এ ব্রণ-রোগের নিবর্তক ঔষধ, অন্তকালে সকলের রোদনকর্তা রুদ্রদেবের এ ঔষধ, যে ঔষধের দ্বারা রুদ্রদেব ত্রিপুর ধ্বংসের কালে এক বেণুকাণ্ডকে শতসংখ্যক লোহময় বাণরূপে পরিণত করেছিলেন। ৪ ॥ হে পরিচারকগণ, জলের ফেনার দ্বারা ব্রণ ধৌত কর ও তাতে ফেনা ছিটিয়ে দাও। এ জলের ফেনা হচ্ছে তীব্র রোগনিবর্তক ঔষধ। হে রুদ্র, সে জলের ফেনার দ্বারা জীবন লাভের জন্য আমাদের সুখী কর। ৫ ॥ হে দেব, আমাদের রোগের উপশম হোক, অর্থাৎ রোগজনিত দুঃখের নিবারণ হোক, আমাদের সুখ হোক। আর আমাদের পুত্রাদি কেউ যেন রোগগ্রস্ত না হয়। রোগনিদানভূত পাপের উপশম হোক, সমস্ত বিশ্ব ঔষধরূপ হোক, আমাদের সকল কর্ম ঔষধরূপ হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'মা নো দেবাঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতির ভয়নিবৃত্তির জন্য গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতিতে সিকতা অভিমন্ত্রিত করে ছিটায়ে দিতে হবে। এ মন্ত্রের দ্বারা তৃণমালা অভিমন্ত্রিত করে গৃহাদির দ্বারে বেঁধে দিতে হয়। এ মন্ত্রের দ্বারা গোময় অভিমন্ত্রিত করে গৃহে নিক্ষেপ করতে হয়, দ্বারে পুঁতে রাখতে হয় এবং অগ্নিতে হোম করতে হয়। 'ইদমিৎ বা উ ভেষজং' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখরহিত ব্রণের চিকিৎসার জন্য গোমূত্রের দ্বারা ব্রণস্থান লেপন করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূ

যশসং মেন্দ্রো মঘবান্ কৃণোতু যশসং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
যশসং মা দেবঃ সবিতা কৃণোতু প্রিয়ো দাতুর্দক্ষিণায়া ইহ স্যাম্ ॥ ১ ॥
যথেন্দ্রো দ্যাবাপৃথিব্যোর্যশস্বান্ যথাপ ওষধীষু যশস্বতীঃ।
এবা বিশ্বেষু দেবেষু বয়ং সর্বেষু যশসঃ স্যাম ॥ ২ ॥
যশা ইন্দ্র যশা অগ্নির্যশাঃ সোমো অজায়ত।
যশা বিশ্বস্য ভূতস্যাহমস্মি যশস্তমঃ ॥ ৩ ॥
অনডুদ্ভ্যস্ত্বং প্রথমং ধেনুভ্যস্ত্বমরুন্ধতি।
অধেনবে বয়সে শর্ম যচ্ছ চতুষ্পদে ॥ ৪ ॥
শর্ম যচ্ছত্বোষধিঃ সহ দেবীররুন্ধতী।
করৎ পয়স্বন্তং গোষ্ঠমযক্ষ্মাঁ উত পুরুষান্ ॥ ৫ ॥
বিশ্বরূপাং সুভগামচ্ছাবদামি জীবলাম্।
সা নো রুদ্রস্যাস্তাং হেতিং দূরং নয়তু গোভ্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ধনযুক্ত ইন্দ্র আমাকে যশস্বী করুক, এ পরিদৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী আমাকে কীর্তিযুক্ত করুক, সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাকে যশস্বী করুক। এভাবে আমি যশস্বী হয়ে বস্ত্র হিরণ্যাদিরূপ দক্ষিণার দ্বারা এ গ্রাম ও নগরাদিতে দাতার প্রিয় হবো। ১ ॥ যে প্রকারে দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বৃষ্ট্যাদি দানের দ্বারা ইন্দ্র কীর্তিমান, যে ভাবে জলসকল ওষধির মধ্যে যশস্বী (ব্রীহি যবাদি শস্যের বৃদ্ধিকর বলে লোকে প্রখ্যাত) সেরূপ সকল দেব ও মনুষ্যের মধ্যে আমরা যশস্বী হবো। ২ ॥ ইন্দ্রদেব নিজের যশ আকাঙ্ক্ষী করে বর্তমান, অগ্নিও যশস্কামী হয়, সেরূপ সোম যশ ইচ্ছা করে জন্মেছে। ইন্দ্রাদি যেরূপ যশস্বী হয়ে জন্মেছে, আমিও

দেব মনুষ্যাদি সকল প্রাণীর কাছ থেকে অতিশয় যশস্বী হবো। ৩ ॥ হে অরুন্ধতি (অরোধনশীল সহদেবী নামক ওষধি), শান্ত্যুদকাদিতে প্রযুক্ত হয়ে পূর্বে শকটবাহী বলীবর্দদের সুখ দাও, সেরূপ দুগ্ধবতী গাভীদের সুখ দাও এবং তারপর ধেনু ছাড়া অন্য পাঁচ বছরের নীচে গবাশ্বাদি চতুষ্পাদ পশুদের সুখ দাও। ৪ ॥ সহদেবী নামক অভিলষিত ফলপ্রাপক ওষধি আমাদের সুখ দিক। আমাদের গোশালা প্রভৃত দুগ্ধযুক্ত করুক এবং আমাদের পুত্রভৃত্যাদি পুরুষদের অরোগ করুক। ৫ ॥ সকল ফলের নিরূপণকারিণী, সৌভাগ্যবতী, জীবের জীবনদায়িকা সহদেবী নামক ওষধির কাছে ইষ্টফল প্রার্থনা করছি। সে ওষধি হিংসক রুদ্রদেবের আমাদের অভিমুখে ক্ষিপ্ত আয়ুধ আমাদের গাভীদের কাছ থেকে দূরদেশে নিয়ে যাক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যশসং মেন্দ্রঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা যশস্কাম ব্যক্তি ইন্দ্রের যাগ করবে। 'অনডুদ্ভ্যস্ত্বং প্রথমং' ইত্যাদি মন্ত্র শান্তিকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। ৪র্থ সূক্তে 'বয়সে' পদে এখানে বয়ঃ—শব্দের অর্থ পাঁচ বছরের নীচে। 'একহায়নপ্রভৃত্যা পঞ্চহায়নেভ্যো বয়াংসি'—ইতি আপস্তম্ব।

পঞ্চম সূক্ত

অয়মা যাত্যর্যমা পুরস্তাদ্ বিষিতস্তুপঃ।
অস্যা ইচ্ছন্নগ্রুবৈ পতিমুত জায়ামজানয়ে ॥ ১ ॥
অশ্রমদিয়মর্যমন্নন্যাসাং সমনং যতী।
অঙ্গো ন্বর্যমন্নস্যা অন্যাঃ সমনমায়তি ॥ ২ ॥
ধাতা দাধার পৃথিবীং ধাতা দ্যামুত সূর্যম্।
ধাতাস্যা অগ্রুবৈ পতিং দধাতু প্রতিকাম্যম্ ॥ ৩ ॥
মহ্যমাপো মধুমদেরয়ন্তাং মহ্যং সূরো অভরজ্জ্যোতিষে কম্।
মহ্যং দেবা উত বিশ্বে তপোজা মহ্যং দেবঃ সবিতা ব্যচো ধাৎ ॥ ৪ ॥
অহং বিবেচ পৃথিবীমুত দ্যামহমৃতূংরজনয়ং সপ্ত সাকম্।
অহং সত্যমনৃতং যদ্ বদাম্যহং দৈবীং পরি বাচং বিশশ্চ ॥ ৫ ॥
অহং জজান পৃথিবীমুত দ্যামহমৃতূংরজনয়ং সপ্ত সিন্ধূন্।
অহং সত্যমনৃতং যদ্ বদামি যো অগ্নীষোমাবজুষে সখায়া ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ পতিকামা কন্যার পতি এবং জায়ারহিত জনের জায়া দেবার জন্য বিশেষ রশ্মির সাথে অর্যমা পূর্বদিকে আসছে। ১ ॥ হে অর্যমা-দেব, এ পতিলাভার্থিনী কন্যা অভিলষিত পতি না পেয়ে শ্রান্ত হয়েছে। অন্য পতিব্রতা রমণীদের পতিলাভের উপায় এ কন্যা অনুষ্ঠান করেছে। হে প্রিয় অর্যমা, অন্য স্ত্রীগণ এ পতিকামা কন্যার পশ্চাতে পতিবিষয়ক শান্তি লাভ করবে। ২ ॥ সকল জগতের ধারক বিধাতাদেব পৃথিবী ধারণ করেছে, সেরূপ তিনি দ্যুলোক ও সূর্য স্থাপন করেছে। সকল জগতের নিয়ন্তা সে বিধাতা এ পতিকামা কন্যার অভিলষিত পতি দিক। ৩ ॥ জলাভিমানী দেবতারা তাদের মাধুর্যযুক্ত নিজ রস আমার জন্য প্রেরণ করুক। সকলের প্রেরক আদিত্য আমার জন্য সুখকর জ্যোতি প্রকাশ করেছে। ব্রহ্মার তপস্যা থেকে জাত সকল দেবগণ আমাকে ইষ্টফল দিক এবং সর্বপ্রেরক সবিতৃদেব আমার জন্য ইষ্টফল (ইষ্টফল-প্রাপক ব্যাপ্তি) প্রদান করুক। ৪ ॥ (মন্ত্রদ্রষ্টা সর্বগত ব্রহ্মাত্মভাব অনুসন্ধান করে নিজের সর্বকর্তৃত্ব আবিষ্কার করছেন)। আমি দ্যুলোক ও ভূলোক পরস্পর পৃথক করেছি, আমি অধিমাসের সাথে সপ্ত ঋতু পরস্পর যুক্ত করে

উৎপন্ন করেছি। সত্য ও মিথ্যা যে বাক্যসকল জগতে প্রসিদ্ধ, তা আমিই উচ্চারণ করছি। সেরূপ দৈবী বাক্যও আমি লাভ করেছি। ৫ ॥ আমি পৃথিবী উৎপন্ন করেছি, সেরূপ দ্যুলোক, ঋতু ও সপ্ত সমুদ্র আমি উৎপন্ন করেছি। সত্য ও মিথ্যা আমিই উচ্চারণ করি। ভোক্তৃ ও ভোগাত্মক অখিল জগতের কারণরূপ অগ্নি ও সোমকে জগৎনির্মাণবিষয়ে সহায়করূপে পেয়ে ব্রহ্মাত্মভাবে আমি তাদের সেবা করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'অয়ম্ আ যাতি' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা কন্যার পতিলাভ-কর্মে কাকসঞ্চারের পূর্বে আজ্যাহুতি দিতে হবে। 'মহ্যং আপঃ' ইত্যাদি মন্ত্র শান্ত্যুদককর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতিতে জল কামনায় এ মন্ত্রগুলির দ্বারা ইন্দ্রের যাগ করতে হবে।

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বৈশ্বানরো রশ্মিভির্নঃ পুনাতু বাতঃ প্রাণেনেষিরো নভোভিঃ।
দ্যাবাপৃথিবী পয়সা পয়স্বতী ঋতাবরী যজ্ঞিয়ে নঃ পুনীতাম্ ॥ ১ ॥
বৈশ্বানরীং সূনৃতামা রভধ্বং যস্যা আশাস্তন্বো বীতপৃষ্ঠাঃ।
তয়া গৃণন্তঃ সধমাদেষু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ২ ॥
বৈশ্বানরীং বর্চস আ রভধ্বং শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
ইহেড়য়া সধমাদং মদন্তো জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্ ॥ ৩ ॥
যৎ তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ দাম গ্রীবাস্ববিমোক্যং যৎ।
তৎ তে বি ষ্যাম্যায়ুষে বর্চসে বলায়াদোমদমন্নমদ্ধি প্রসূতঃ ॥ ৪ ॥
নমোঽস্তু তে নির্ঋতে তিগ্মতেজোঽয়স্ময়ান্ বি চৃতা বন্ধপাশান্।
যমো মহ্যং পুনরিৎ ত্বাং দদাতি তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৫ ॥
অয়স্ময়ে দ্রুপদে বেধিষ ইহাভিহিতো মৃত্যুভির্যে সহস্রম্।
যমেন ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদান উত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৬ ॥
সংসমিদ্ যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইড়স্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ জঠরাগ্নিরূপে সকল প্রাণীতে বর্তমান বৈশ্বানর অগ্নি নিজ কিরণের দ্বারা আমাদের শোধন করুক (অথবা বৈশ্বানর সূর্য নিজরশ্মির দ্বারা আমাদের শোধন করুক)। সেরূপ বায়ু দেহমধ্যে সঞ্চারমাণ হয়ে শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিরূপে আমাদের শোধন করুক। অন্তরিক্ষে গমনশীল বায়ু অন্তরিক্ষ প্রদেশের দ্বারা আমাদের শোধন করুক। সারভূতরসের দ্বারা সারবতী, জল, সত্য, বা যজ্ঞযুক্তা, যজ্ঞনিষ্পাদন-সমর্থা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শোধন করুক। ১ ॥ হে জনগণ, বৈশ্বানর অগ্নির সূনৃতা স্তুতি আরম্ভ কর। বিস্তীর্ণ ঊর্ধ্ব সহ সকল দিক যার শরীররূপ, সে অগ্নির স্তুতি করে আমরা সংগ্রামে ধনসকলের অধিপতি হবো। ২ ॥ হে জনগণ, ব্রহ্ম-তেজ লাভের জন্য বৈশ্বানর অগ্নির স্তুতি আরম্ভ কর। সে অগ্নির প্রসাদে আমরা শুদ্ধ, নিষ্পাপ, ব্রহ্মতেজে দীপ্ত ও অপরের শুদ্ধির কারণ হয়ে অন্নের দ্বারা

পরস্পরের সাথে সানন্দে এ ভূলোকে থেকে চিরকাল উদীয়মান সূর্য দেখব (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ করব) । ৩ ॥ হে পুরুষ, দ্যোতমান পাপদেবতা নির্ঋতি তোমার গ্রীবাদেশে যে সুদৃঢ় পাপপাশ বদ্ধ করেছে, তোমার শরীর থেকে সে নির্ঋতি-পাশ দীর্ঘজীবন, তেজ ও বল লাভের জন্য আমি মুক্ত করছি। তুমি সে পাশ থেকে মুক্ত ও আমাদের অনুজ্ঞাত হয়ে সুদীর্ঘকাল তৃপ্তিকর অন্ন ভক্ষণ কর। ৪ ॥ হে তীক্ষ্ণ-দীপ্তি নির্ঋতি, তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রীত হয়ে লোহময় অতিদৃঢ় বন্ধনপাশ মুক্ত কর। হে সাধক পুরুষ, নির্ঋতির পাশ থেকে মুক্ত হওয়ায়, যম তোমাকে আমার কাছে দান করেছে অর্থাৎ পূর্বে নির্ঋতি-পাশে মৃতপ্রায় ছিলে, এখন বিমুক্ত হয়ে জীবন লাভ করায় যম তোমাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। সে প্রাণাপহারক যমের উদ্দেশে নমস্কার। ৫ ॥ লোহবিকার শৃঙ্খলাদি ও দারুনির্মিত পাদবন্ধনযুক্ত হে নির্ঋতি, তুমি যখন পুরুষকে বদ্ধ কর, তখন এ জগতে লোক (জ্বরাদি রোগ ও রাক্ষস পিশাচাদি রূপ সহস্র মরণরূপ) মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়। হে নির্ঋতি, তুমি যম ও পিতৃ-পুরুষদের সাথে একমত হয়ে উৎকৃষ্টতম দুঃখলেশশূন্য স্বর্গলোকে এ পুরুষকে স্থাপন কর। ৬ ॥ হে কামবর্ষক অগ্নি, অধিপতি তুমি সব দিক থেকে সকল ধন দিয়ে থাক। তুমি উত্তরবেদি স্থানে দীপ্ত হচ্ছ, সে তুমি আমাদের জন্য ধন নিয়ে এস। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ৭ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'বৈশ্বানরঃ রশ্মিভিঃ' ইত্যাদি সূক্ত শান্তিকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

সং জানীধ্বং সং পৃচ্যধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ১ ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বম্ ॥ ২ ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৩ ॥
অব মন্যুরবায়তাব বাহূ মনোযুজা ।
পরাশর ত্বং তেষাং পরাঞ্চং শুষ্মমর্দয়াধা নো রয়িমা কৃধি ॥ ৪ ॥
নির্হস্তেভ্যো নৈর্হস্তং যং দেবাঃ শরুমস্যথ ।
বৃশ্চামি শত্রূণাং বাহূননেন হবিষাহম্ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রশ্চকার প্রথমং নৈর্হস্তমসুরেভ্যঃ ।
জয়ন্তু সত্বানো মম স্থিরেণেন্দ্রেণ মেদিনা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে জনগণ, তোমরা সমান জ্ঞানযুক্ত হও, একসাথে কাজ কর এবং তোমাদের মন একরূপ হোক অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানজনক যেন না হয়। যেমন পূর্বে দেবগণ একমত হয়ে যজমানের পরিকল্পিত হবির ভাগ গ্রহণ করেছে, সেরূপ তোমরাও পরস্পর বিদ্বেষ পরিহার করে ইষ্টফল লাভ কর। ১ ॥ তোমাদের কার্যা-কার্য-পর্যালোচনাত্মক মন্ত্রণা একরূপ হোক, সেরূপ কার্যের প্রবৃত্তি একরূপ হোক, কর্মও একরূপ হোক এবং তোমাদের অন্তঃকরণ একরূপ হোক। সেজন্য তোমাদের সাধারণ হবির দ্বারা যাগ করছি, তোমাদের চিত্ত একরূপ হোক। ২ ॥ হে জনগণ, তোমাদের সংকল্প একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন সমান

হোক। যাতে তোমাদের সকল কাজ একসাথে হয়, সেজন্য তোমাদের সংযুক্ত করছি। ৩ ॥ শত্রুর ক্রোধ বিনষ্ট হোক, আমাদের বিস্তৃত আয়ুধগুলি স্ব-স্ব-কার্য-সমর্থ হোক, সেরূপ শত্রুর বাহুদ্বয় তাদের মনের সাথে থাকুক অর্থাৎ অস্ত্রচালনে অসমর্থ হোক। হে শত্রুর পরাভবকারী ইন্দ্র, শত্রুদের শোষক বল আমাদের কাছে পরাঙ্মুখ করে বিনাশ কর এবং তাদের ধন আমাদের অভিমুখী কর। ৪ ॥ হে দেবগণ, অসুরদের হস্তরহিত করার জন্য নির্হস্তত্ব-প্রাপক হিংসক বাণাদি আয়ুধ নিক্ষেপ কর। হূয়মান দেবতাদের এ শরাদি রূপ আয়ুধের দ্বারা শত্রুদের বাহুগুলি আমি ছিন্ন করছি। ৫ ॥ দেবাধিপতি ইন্দ্র পূর্বে অসুরদের নির্হস্ত (হস্তসামর্থ্যের বৈকল্য) করেছিল। সেরূপ যুদ্ধকর্মে স্থির স্নিগ্ধ ইন্দ্রের সাহায্যে আমাদের যোদ্ধাগণ শত্রুদের জয় করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'সং জানীধ্বং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পরস্পর বিরোধীদের একমতে আনার জন্য জলপূর্ণ কলস অভিমন্ত্রিত করে গ্রামের মধ্যে রাখতে হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়। 'অব মন্যুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি শত্রুজয়কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

নির্হস্তঃ শত্রুরভিদাসন্নস্তু যে সেনাভির্যুধমায়ন্ত্যস্মান্ ।
সমর্পয়েন্দ্র মহতা বধেন দ্রাত্বেষামঘহারো বিবিদ্ধঃ ॥ ১ ॥
আতন্বানা আয়চ্ছন্তোঽস্যন্তো যে চ ধাবথ ।
নির্হস্তাঃ শত্রবঃ স্থনেন্দ্রো বোদ্য পরাশরীৎ ॥ ২ ॥
নির্হস্তাঃ সন্তু শত্রবোঽঙ্গৈষাং ম্লাপয়ামসি ।
অথৈষামিন্দ্র বেদাংসি শতশো বি ভজামহৈ ॥ ৩ ॥
পরি বর্ত্মানি সর্বত ইন্দ্রঃ পূষা চ সস্রতুঃ ।
মুহ্যন্ত্বদ্যামূঃ সেনা অমিত্রাণাং পরস্তরাম্ ॥ ৪ ॥
মূঢ়া অমিত্রাশ্চরতাশীর্ষাণ ইবাহয়ঃ ।
তেষাং বো অগ্নিমূঢ়ানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্ ॥ ৫ ॥
ঐষু নহ্য বৃষাজিনং হরিণস্যা ভিয়ং কৃধি ।
পরাঙমিত্র এষত্বর্বাচী গৌরুপেষতু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের পীড়াদায়ক শত্রু হস্তসামর্থরহিত হোক। যে শত্রুগণ আমাদের সেনার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসছে, হে ইন্দ্র, তাদের তুমি তোমার বজ্রের মুখে সমর্পণ কর। তাদের মধ্যে যে বীর মরণপ্রাপক, সে বিশেষরূপে তাড়িত হয়ে কুৎসিত গতি লাভ করুক। ১ ॥ ধনুতে শরসন্ধান করে শর নিক্ষেপ করতে করতে যে শত্রুগণ আমাদের দিকে আসছে, তাদের হাতগুলি শক্তিহীন হোক। হে শত্রুগণ, ইন্দ্র আজ তোমাদের পরাহত করেছে। ২ ॥ আমাদের শত্রুগণ হস্তশূন্য হোক, তাদের হস্তপাদাদি অঙ্গগুলি ম্লান করে দেব। তারপর হে ইন্দ্র, তোমার প্রসাদে তাদের ধন আমরা বহুভাগে ভাগ করে নেব। ৩ ॥ ইন্দ্র ও পূষাদেব সকল দিকে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিক। এখন দূরে দৃশ্যমান শত্রুসেনা বিমোহিত হয়ে কার্যাকার্য-জ্ঞানশূন্য হোক। ৪ ॥ হে শত্রুগণ, তোমরা বিমূঢ় হয়ে ছিন্নমস্তক সর্পের মত যুদ্ধভূমিতে বিচরণ কর। আমাদের আহুতি-তৃপ্ত অগ্নির দ্বারা বিমোহিত তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নায়ককে ইন্দ্রদেব বিনাশ করুক। ৫ ॥ হে কামবর্ষক ইন্দ্র, কৃষ্ণ-মৃগের অজিন (সোমমণিবেষ্টন) আমাদের সৈন্যদের বেঁধে দাও। তারপর শত্রুদের

ভয় উৎপাদন কর, যাতে তারা পরাঙ্মুখ হয়ে পলায়ন করে। শত্রুদের গবাদি ধন আমাদের কাছে আসুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি পূর্ব সূক্তের মত সংগ্রাম-জয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। ৭ম মন্ত্রে—'অসিতঃ' শব্দের অর্থ বন্ধ পুরুষ।

চতুর্থ সূক্ত

আয়মগন্ত্সবিতা ক্ষুরেণোষ্ণেন বায় উদকেনেহি।
আদিত্যা রুদ্রা বসব উন্দন্তু সচেতসঃ সোমস্য রাজ্ঞো বপত প্রচেতসঃ ॥ ১ ॥
অদিতিঃ শ্মশ্রু বপত্বাপ উন্দন্তু বর্চসা।
চিকিৎসতু প্রজাপতির্দীর্ঘায়ুত্বায় চক্ষসে ॥ ২ ॥
যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্।
তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববানয়মস্তু প্রজাবান্ ॥ ৩ ॥
গিরাবরগরাটেষু হিরণ্যে গোষু যদ্ যশঃ।
সুরায়াং সিচ্যমানায়াং কীলালে মধু তন্ময়ি ॥ ৪ ॥
অশ্বিনা সারঘেণ মা মধুনাঙ্ক্তং শুভস্পতী।
যথা ভর্গস্বতীং বাচমাবদানি জনাঁ অনু ॥ ৫ ॥
ময়ি বর্চো অথো যশোঽথো যজ্ঞস্য যৎ পয়ঃ।
তন্ময়ি প্রজাপতির্দিবি দ্যামিব দৃংহতু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ এ আকাশে দৃশ্যমান সকলের প্রেরক সবিতাদেব বপনসাধন ক্ষুরের সাথে এসেছে। হে বায়ু, উষ্ণ জলের সাথে তুমিও এস। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু—এ সকল দেবগণ একমত হয়ে সে জলের দ্বারা মাণবকের মস্তক সিক্ত করুক। হে পরিচারকগণ, প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত হয়ে সোমরাজের ক্ষুরের দ্বারা কেশবপন কর। ১ ॥ দেবমাতা অদিতি এ পুরুষের শ্মশ্রু বপন করুক, জলদেবগণ নিজ তেজের দ্বারা একে সিক্ত করুক। সেরূপ দেব-মনুষ্যাদির স্রষ্টা প্রজাপতি দীর্ঘায়ু লাভ ও দর্শনের জন্য এ কর্মে উদ্ভূত রোগাদির চিকিৎসা করুক। ২ ॥ সবিতা দেব জেনে যে ক্ষুর দিয়ে রাজা সোম ও বরুণের বপন করেছিল, হে ব্রাহ্মণগণ, সেরূপ ক্ষুর দিয়ে এ পুরুষের কেশ-শ্মশ্রু বপন কর। এ বিশিষ্ট বপনসংস্কারের দ্বারা এ পুরুষ বহু গাভী, অশ্ব ও পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত হোক। ৩ ॥ হিমালয় প্রভৃতি পর্বতে যে যশ আছে, রথী যশস্বী রাজাতে যে যশ আছে, সুবর্ণ ও গাভীতে যে যশ আছে, সেরূপ পাত্রে সিচ্যমান সুরা ও অন্নের যে মধুর রসের লোকে প্রশংসা করে, সে সকল আমার হোক। ৪ ॥ হে অশ্বিনীদ্বয়, শোভার হেতু অলঙ্কারের কর্তা তোমরা আমাকে সারঘ (মধুমক্ষিকার সম্পাদিত) মধুর সাথে যুক্ত কর, যাতে আমি মানুষের উদ্দেশে দীপ্তিযুক্ত মধুর বাক্য উচ্চারণ করি। ৫ ॥ আমি সাধক, আমাতে যে তেজ আছে, আমাতে যে যশ আছে, আর ক্রিয়মাণ যজ্ঞের সারভূত যে ফল, সে সকল যজমানে (আমাতে) প্রজাপতি (প্রজাদের অধিপতি, বিধাতা) দৃঢ় করুক, যেমন নিরাধার অন্তরিক্ষলোকে দীপ্যমান জ্যোতির্মণ্ডল দৃঢ় হয়ে রয়েছে। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। গোদান, চূড়াকরণ কার্যে এ সূক্তগুলি বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ উপনয়নকর্মে এ মন্ত্রগুলির দ্বারা ক্ষৌরার্থ জলের অভিমন্ত্রণ করা হয়। সেরূপ কুমারী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির তেজ-লাভ কর্মে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

যথা মাংসং যথা সুরা যথাক্ষা অধিদেবনে ।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্ ॥ ১ ॥
যথা হস্তী হস্তিন্যাঃ পদেন পদমুদ্যুজে ।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্ ॥ ২ ॥
যথা প্রধির্যথোপধির্যথা নভ্যং প্রধাবধি ।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্ ॥ ৩ ॥
যদন্নমদ্মি বহুধা বিরূপং হিরণ্যমশ্বমুত গামজামবিম্ ।
যদেব কিং চ প্রতিজগ্রহাহমগ্নিষ্টদ্ধোতা সুহুতং কৃণোতু ॥ ৪ ॥
যন্মা হুতমহুতমাজগাম দত্তং পিতৃভিরনুমতং মনুষ্যৈঃ ।
যস্মান্মে মন উদিব রারজীত্যগ্নিষ্টদ্ধোতা সুহুতং কৃণোতু ॥ ৫ ॥
যদন্নমদ্ম্যনৃতেন দেবা দাস্যন্নদাস্যন্নুত সংগৃণামি ।
বৈশ্বানরস্য মহতো মহিম্না শিবং মহ্যং মধুমদস্ত্বন্নম্ ॥ ৬ ॥
যথাসিতঃ প্রথয়তে বশাঁ অনু বপূংষি কৃণ্বন্নসুরস্য মায়য়া ।
এবা তে শেপঃ সহসায়মর্কোঽঙ্গেনাঙ্গং সংসমকং কৃণোতু ॥ ৭ ॥
যথা পসস্তায়াদরং বাতেন স্থূলভং কৃতম্ ।
যাবৎ পরস্বতঃ পসস্তাবৎ তে বর্ধতাং পসঃ ॥ ৮ ॥
যাবদঙ্গীনং পারস্বতং হাস্তিনং গার্দভং চ যৎ ।
যাবদশ্বস্য বাজিনস্তাবৎ তে বর্ধতাং পসঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ভোক্তা পুরুষের কাছে মাংস ও মদ্য যেমন প্রিয়, কিতবের যেমন দ্যূতস্থান প্রিয় হয়, সুরতকামী পুরুষের মন যেমন স্ত্রীবিষয়ে নম্র হয়, সেরূপ হে ধেনু, তোমার মন এ বৎসে নম্র হোক অর্থাৎ মাংসাদির মত এ বৎস তোমার প্রেমাস্পদ হোক। ১ ॥ হস্তী যেমন প্রীতিতে নিজের পা দিয়ে হস্তিনীর পা ওপরে তোলে, পুরুষের মন যেমন স্ত্রীবিষয়ে নম্র হয়, সেরূপ হে ধেনু, তোমার মন এ বৎসে নম্র হোক। ২ ॥ নেমি, বলয় যেমন রথচক্রের মধ্যফলকের সাথে দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত হয়, পুরুষের মন যেমন স্ত্রী-বিষয়ে নম্র হয়, সেরূপ হে ধেনু, তোমার মন এ বৎসে নম্র হোক। ৩ ॥ ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করে যে অন্ন ভক্ষণ করেছি, দারিদ্র্যবশতঃ যে কিছু হিরণ্যাদি প্রতিগ্রহ করেছি, এ হোম-নিষ্পাদক অগ্নি তা আহুতিরূপে গ্রহণ করুক, যাতে আমার অন্নদোষ ও প্রতিগ্রহদোষ না হয়। ৪ ॥ হুত ও অহুত (হোমের দ্বারা সংস্কৃত ও অসংস্কৃত) যে দ্রব্য প্রতিগ্রহরূপে আমার কাছে এসেছে, পিতৃপুরুষের দ্বারা যে দ্রব্য ভোগের জন্য দত্ত ও মানুষের দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়েছে, যে প্রতিগ্রহ দ্রব্য-লাভে আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে, এ হোম নিষ্পাদক অগ্নি তা আহুতিরূপে গ্রহণ করুক। ৫ ॥ হে দেবগণ, মিথ্যা বলে অপরের অপহরণ করে যে অন্ন খেয়েছি, উত্তমর্ণের কাছে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে দ্রব্য গ্রহণ করেছি, সে সকল অন্ন বৈশ্বনর মহান দেবতার মাহাত্ম্যে আমার কাছে সুখকর ও মাধুর্যযুক্ত হোক। ৬ ॥ বদ্ধ পুরুষ যেমন আসুরিক মায়ায় নিজ আত্মীয়দের লক্ষ্য করে নিজেকে বিস্তার করে, সেরূপ এ অর্কবৃক্ষের নির্মিত মণি তোমার শেপ (পুং-ব্যঞ্জক অঙ্গ) বিস্তার

করুক। ৭ ॥ তয়োদর প্রাণীর পস (পুংব্যঞ্জক অঙ্গ) যেমন বায়ুর দ্বারা স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, পরস্বত মৃগের পস যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেরূপ তোমার পস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। ৮ ॥ পরস্বত মৃগ, হস্তী, গর্দভ ও অশ্বের পস (লিঙ্গ) যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেরূপ তোমার লিঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। ৯ ॥

টীকা : ১-৯। 'যথা মাংসং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র গাভী ও বৎসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ শান্তির জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে। 'যদ্ অন্নং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট প্রতিগ্রহ-জনিত দোষ শান্তির জন্য প্রতিগ্রাহ্য বস্তু অভিমন্ত্রিত করে গ্রহণ করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৮ম মন্ত্রে—তায়াদর, তয়োদর একটি প্রাণী বিশেষ।

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

এহ যাতু বরুণঃ সোমো অগ্নির্বৃহস্পতির্বসুভিরেহ যাতু।
অস্য শ্রিয়মুপসংযাত সর্ব উগ্রস্য চেত্তুঃ সংমনসঃ সজাতাঃ ॥ ১ ॥
যো বঃ শুষ্মো হৃদয়েষ্বন্তরাকূতির্যা বো মনসি প্রবিষ্টা।
তান্ত্সীবয়ামি হবিষা ঘৃতেন ময়ি সজাতা রমতির্বো অস্তু ॥ ২ ॥
ইহৈব স্ত মাপ যাতাধ্যস্মৎ পূষা পরস্তাদপথং বঃ কৃণোতু।
বাস্তোষ্পতিরনু বো জোহবীতু ময়ি সজাতা রমতির্বো অস্তু ॥ ৩ ॥
সং বঃ পৃচ্যন্তাং তন্বঃ সং মনাংসি সমু ব্রতা।
সং বোহয়ং ব্রহ্মণস্পতির্ভগঃ সং বো অজীগমৎ ॥ ৪ ॥
সংজ্ঞপনং বো মনসোহথো সংজ্ঞপনং হৃদঃ।
অথো ভগস্য যচ্ছ্রান্তং তেন সংজ্ঞপয়ামি বঃ ॥ ৫ ॥
যথাদিত্যা বসুভিঃ সম্বভূবুর্মরুদ্ভিরুগ্রা অহৃণীয়মানাঃ।
এবা ত্রিণামন্নহৃণীয়মান ইমান্ জনান্ত্সংমনসস্কৃধীহ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : এ স্থানে বরুণ, সোম ও অগ্নি পরস্পর মনের মিল করানোর জন্য আসুক। সেরূপ দেবগণের অধিপতি বৃহস্পতি অষ্ট বসুদের সাথে এ স্থানে আসুক। হে বান্ধবগণ, তোমরা এক মন হয়ে কার্যাকার্য-বিভাগের জ্ঞাতা এ যজমানের সম্পদ গ্রহণ কর। ১ ॥ হে সজাতিগণ, তোমাদের হৃদয়ের যে শোষক বল আছে, তোমাদের মনের যে আকূতি (এটা আমার হোক, এটা আমার হোক—এরূপ কল্পনা) আছে, সে বিবিধ আকূতি ও বল হূয়মান ঘৃতের দ্বারা আমি পরস্পর যুক্ত করছি। হে বান্ধবগণ, আমার প্রতি তোমাদের অনুকূল প্রবৃত্তি হোক। ২ ॥ হে সজাতিগণ, আমাদের গৃহে তোমরা সানুরাগে অবস্থান কর, আমাদের কাছ থেকে অন্যত্র যেয়ো না। মার্গরক্ষক পূষাদেব আমাদের কাছ থেকে যাবার পথ যেন তোমাদের না দেন। বাস্তুপতি (গৃহপালক দেবতা) আমাদের জন্য তোমাদের আহ্বান করুক। হে বান্ধবগণ, আমার প্রতি তোমাদের অনুকূল প্রবৃত্তি হোক। ৩ ॥ হে জনগণ, তোমাদের শরীর, মন ও কর্মগুলি অপরের সাথে সানুরাগে যুক্ত হোক। বেদপালক ব্রহ্মণস্পতি ও ভগদেব তোমাদের পরস্পর মনের মিল করে দিক। ৪ ॥ হে জনগণ, তোমাদের মনের যাতে মিল হয়, সে কর্ম আমি করছি, তোমাদের হৃদয়ের যাতে একতা

হয়, আমি তা করছি। সৌভাগ্যকর ভগদেবের যে শ্রমজনিত তপস্যা আছে, তা দিয়ে তোমাদের সমানমনস্ক করছি। ৫ ॥ অদিতির মিত্র, বরুণাদি পুত্রগণ যেরূপ অষ্ট বসুগণের সাথে মিলিত হয়েছিল, মরুদ্‌গণ যেমন উগ্র রুদ্রগণের সাথে অক্রুদ্ধ হয়ে একমত হয়েছিল, এরূপ হে ত্রি-নাম (ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ও সূর্যরূপ অথবা গার্হপত্যাদি তিন নাম-বিশিষ্ট) অগ্নি, এ সাংমনস্যকামী জনগণের গ্রাম ও নগরাদিতে পরস্পর অনুরক্ত-চিত্ত করে দাও। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। ৮ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'এহ যাতু বরুণঃ' ইত্যাদি সূক্ত সাংমনস্য-কর্মে অর্থাৎ পরস্পর মনোমালিন্য দূর করার জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

নিবমুং নুদ ওকসঃ সপত্নো যঃ পৃতন্যতি।
নৈর্বাধ্যেন হবিষেন্দ্র এনং পরাশরীৎ ॥ ১ ॥
পরমাং তং পরাবতমিন্দ্রো নুদতু বৃত্রহা।
যতো ন পুনরায়তি শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২ ॥
এতু তিস্রঃ পরাবত এতু পঞ্চ জনাঁ অতি।
এতু তিস্রোঽতি রোচনা যতো ন পুনরায়তি।
শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যো যাবৎ সূর্যো অসদ্ দিবি ॥ ৩ ॥
য এনং পরিষীদন্তি সমাদধতি চক্ষসে।
সম্প্রেদ্ধো অগ্নির্জিহ্বাভিরুদেতু হৃদয়াদধি ॥ ৪ ॥
অগ্নেঃ সাংতপনস্যাহমায়ুষে পদমা রভে।
অদ্ধাতির্যস্য পশ্যতি ধূমমুদ্যন্তমাস্যতঃ ॥ ৫ ॥
যো অস্য সমিধং বেদ ক্ষত্রিয়েণ সমাহিতাম্।
নাভিহ্বারে পদং নি দধাতি স মৃত্যবে ॥ ৬ ॥
নৈনং ঘ্নন্তি পর্যায়িণো ন সন্নাঁ অব গচ্ছতি।
অগ্নের্যঃ ক্ষত্রিয়ো বিদ্বান্নাম গৃহ্লাত্যায়ুষে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : যে শত্রু আমাদের আক্রমণের জন্য সৈন্য ইচ্ছা করে, তাকে তার নিবাস থেকে এ মন্ত্র-প্রভাবে বিচ্যুত করছি। হন্তব্য শত্রুবিষয়ে প্রযুজ্যমান হবির দ্বারা পরিতুষ্ট ইন্দ্র সে শত্রুকে পরাঙ্মুখ করুক, যাতে আর ফিরে না আসে। ১ ॥ বৃত্রহন্তা ইন্দ্র সে শত্রুকে অতিদূরদেশে প্রেরণ করুক, যেখান থেকে বহুবছরের মধ্যে আর না ফিরতে পারে। ২ ॥ ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমাদের শত্রু দূরবর্তী তিন ভূমি অতিক্রম করে যাক, নিষাদ সহ পঞ্চ মনুষ্য-সঞ্চার দেশ পরিত্যাগ করে দূরে চলে যাক, যেখানে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রভা নেই। যতদিন দ্যুলোকে সূর্য থাকবে, ততদিন সে শত্রু যেন আর না ফিরে আসে। ৩ ॥ এ অগ্নির পরিচর্যার জন্য যারা চারদিকে উপবেশন করেছে, যারা দর্শনের জন্য সমিধ প্রদান করে প্রজ্বলিত করেছে, তাদের দ্বারা সন্দীপ্ত অগ্নি নিজ জিহ্বার সাথে আমাদের হৃদয় থেকে উদ্বুদ্ধ হোক। (অথবা এ স্বস্ত্যয়নকামী জনকে হিংসা করার জন্য রাক্ষসপ্রভৃতি যে হিংসকগণ চারদিকে উপবেশন করেছে ও একত্র মিলিত হয়েছে, সে রাক্ষসদের হৃদয় থেকে তাদের দগ্ধ করার জন্য দীপ্ত অগ্নি উৎপন্ন হোক)। ৪ ॥ সন্তপ্ত সে অগ্নির নাম আয়ুলাভের জন্য আমি উচ্চারণ করছি, যে অগ্নির মুখ থেকে উদ্গত ধূম অদ্ধাতি মহর্ষি প্রত্যক্ষ

করেছিল (অথবা অশ্ধাতি মহর্ষি তপ-প্রভাবে নিজের মুখ থেকে উদ্গত যার ধূম দর্শন করেছিল, সে অগ্নির বাচকশব্দ জীবনলাভের জন্য আমি গ্রহণ করছি)। ৫ ॥ বিজয়কাম ক্ষত্রিয়ের দ্বারা সম্যক আহিত অগ্নির আহুতি যে ব্যক্তি জানে, সে মৃত্যু-প্রাপক হস্তী-ব্যাঘ্রাদিবহুল স্থানে পদক্ষেপ করে না (অর্থাৎ এ যে জানে, তার মরণশঙ্কা নেই)। ৬ ॥ এ স্বস্ত্যয়নকামীকে চারদিক থেকে আগত শত্রুরা বিনাশ করতে পারে না, নিকটস্থিত শত্রুদেরও এ ব্যক্তি জানে না অর্থাৎ এর জ্ঞানবিষয়ে শত্রুরা আসতে পারে না ; যে ক্ষত্রিয় এ প্রকার মাহাত্ম্য জেনে অগ্নির স্তুতিবাচক নাম দীর্ঘায়ু লাভের জন্য গ্রহণ করে। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। অভিচারিক কর্মে এ সূক্তের দ্বারা হোম করতে হয়। সেরূপ 'য এনং পরিষীদন্তি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বিজয়-স্বস্ত্যয়ন-কর্মে প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

অস্থাদ্ দ্যৌরস্থাৎ পৃথিব্যস্থাদ্ বিশ্বমিদং জগৎ।
আস্থানে পর্বতা অস্থু স্থাম্ন্যশ্বাঁ অতিষ্ঠিপম্ ॥ ১ ॥
য উদানট্ পরায়ণং য উদানণ্ন্যায়নম্।
আবর্তনং নিবর্তনং যো গোপা অপি তং হুবে ॥ ২ ॥
জাতবেদো নি বর্ত্তয় শতং তে সন্ত্বাবৃতঃ।
সহস্রং ত উপাবৃতস্তাভির্নঃ পুনরা কৃধি ॥ ৩ ॥
তেন ভূতেন হবিষায়মা প্যায়তাং পুনঃ।
জায়াং যামস্মা আবাক্ষুস্তাং রসেনাভি বর্ধতাম্ ॥ ৪ ॥
অভি বর্ধতাং পয়সাভি রাষ্ট্রেণ বর্ধতাম্।
রয্যা সহস্রবর্চসেমৌ স্তামনুপক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥
ত্বষ্টা জায়ামজনয়ৎ ত্বষ্টাস্যৈ ত্বাং পতিম্।
ত্বষ্টা সহস্রমায়ূংষি দীর্ঘমায়ুঃ কৃণোতু বাম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ সর্বনিয়ামক ঈশ্বরের আজ্ঞায় দ্যুলোক যেমন স্বস্থানে অবস্থান করছে, যেমন পৃথিবী অচল হয়ে আছে, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল জগৎ নিজ নিজ স্থানে যেমন অবস্থান করছে, মেরু মন্দরাদি পর্বতগুলি ঈশ্বরের কল্পিত স্থানে যেমন স্থির আছে, অশ্বচালক দুষ্ট অশ্বকে যেমন রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করে, সেরূপ হে যোষিৎ, এক্মের্র দ্বারা তোমাকে এ গৃহে স্থাপন করছি। ১ ॥ যে দেবতা পরাঙ্মুখ গমন ও নীচ গমন ব্যাপ্ত করেছে, যে দেবতা পলায়নকারিদের আগমন ও তার গতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ, তাকে আমি আহ্বান করছি। ২ ॥ হে জাত প্রাণিদের জ্ঞাতা অগ্নি, পলায়নশীল এ স্ত্রীকে নিবৃত্ত করে গৃহে স্থাপন কর। এ বিষয়ে তোমার আর্বতন উপায় শতসংখ্যক হোক, সেরূপ সহস্র সংখ্যক তোমার সমীপদেশ প্রাপ্তির উপায় হোক। তার দ্বারা তুমি আমাদের এ স্ত্রীকে আমাদের অভিমুখী কর। ৩ ॥ সে প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিকর হূয়মান হবির দ্বারা এ পতি সমৃদ্ধ হোক। এ পতির উদ্দেশে যে স্ত্রীকে তার পিতা মাতা বিবাহ দেবার জন্য নিয়ে এসেছে, এ হূয়মান অগ্নি দধি, মধু ও ঘৃতাদি রসের দ্বারা সে স্ত্রীকে বর্ধিত করুক। ৪ ॥ এ বর ও বধূ গাভী ও গ্রামাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হোক। অপরিমিত তেজ-বিশিষ্ট ধনের দ্বারা এরা সফলকাম হোক। ॥ ৫ ত্বষ্টা দেব এ স্ত্রীকে উৎপন্ন করেছে, হে বর, সে ত্বষ্টা দেবই তোমাকে

এর পতিরূপে উৎপন্ন করেছে। হে বর ও বধূ, সে দেব তোমাদের সহস্র বৎসর দীর্ঘায়ু করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'অস্থাৎ দৌঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পলায়নশীল স্ত্রীর নিবারণ-কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে তিল আহুতি দিতে হয়। 'তেন ভূতেন' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে বিবাহে আজ্যাহুতি দিয়ে বর ও বধূর মাথায় সম্পাত (অবশিষ্ট ঘৃতের ছিটে) দিতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

অয়ং নো নভসস্পতিঃ সংস্ফানো অভি রক্ষতু।
অসমাতিং গৃহেষু নঃ ॥ ১ ॥
ত্বং নো নভসস্পত ঊর্জং গৃহেষু ধারয়।
আ পুষ্টমেত্বা বসু ॥ ২ ॥
দেব সংস্ফান সহস্রাপোষস্যেশিষে।
তস্য নো রাস্ব তস্য নো ধেহি তস্য তে ভক্তিবাংসঃ স্যাম ॥ ৩ ॥
অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা ভূতাবচাকশৎ।
শুনো দিব্যস্য যন্মহস্তেনা তে হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জা দিবি দেবা ইব শ্রিতাঃ।
তান্ত্সর্বানহ্ব উতয়েঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৫ ॥
অপ্সু তে জন্ম দিবি তে সধস্থং সমুদ্রে অন্তর্মহিমা তে পৃথিব্যাম্।
শুনো দিব্যস্য যন্মহস্তেনা তে হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

অনুবাদ আহুতির দ্বারা বর্ধিত, দ্যুলোকের পালক এ অগ্নি ধান্যরাশির বর্ধকরূপে আমাদের রক্ষা করুক ; সেরূপ আমাদের গৃহে ধান্যের পরিচ্ছেদ-রহিত করুক। ১ ॥ হে অন্তরিক্ষ-পালক বায়ু, তুমি আমাদের গৃহে বলকর অন্ন স্থাপন কর, তাতে পুত্র, পশু ও ধন আসুক। ২ ॥ হে প্রবৃদ্ধ আদিত্যদেব, সহস্র প্রজার বহুল ধনের তুমি ঈশ্বর, সেরূপ ধন আমাদের দাও। তোমার প্রসাদে সে ধনের আমরা ভাগী হবো। ৩ ॥ ভক্ষণের ইচ্ছায় সকল প্রাণিদের দেখতে দেখতে অন্তরিক্ষ থেকে কাক কপোত প্রভৃতি পক্ষী পুরুষের অঙ্গে পতিত হচ্ছে। তার দোষশান্তির জন্য দ্যুলোকস্থ কুকুরের যে তেজ আছে, সে তেজ-রূপ হবির দ্বারা হে অগ্নি, আমরা তোমার পরিচর্যা করছি। দিব্য কুকুরের তেজে তুষ্ট অগ্নি সে পক্ষীদের আঘাতজনিত দোষ দূর করুক। ৪ ॥ কালকাঞ্জ প্রভৃতি যে তিনজন অসুর সৎকর্মবশতঃ দ্যুলোকে দেবতার মত অবস্থান করছে, এ পুরুষের রক্ষা ও কাক-কপোতাদি পক্ষীর আঘাতজনিত দোষ শান্তির জন্য তাদের সকলকে আমি আহ্বান করছি। ৫ ॥ হে অগ্নি, জলে বড়বানল ও বিদ্যুৎরূপে, দ্যুলোকে আদিত্যরূপে, সেরূপ সমুদ্রে ও পৃথিবীতে তোমার মহিমা দেখা যায়। দিব্য কুকুরের তেজে তুষ্ট অগ্নি পক্ষীদের আঘাতজনিত দোষ দূর করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। প্রথম তিনটি মন্ত্র ধান্যের সমৃদ্ধি কামনায় প্রযুক্ত হয়েছে। 'অন্তরিক্ষেণ পততি'—তিনটি মন্ত্রে কাক, কপোত, শ্যেন প্রভৃতির আহত অঙ্গে শ্বপদ-স্থানের মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করে লেপন করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

যন্তাসি যচ্ছসে হস্তাবপ রক্ষাংসি সেধসি।
প্রজাং ধনং চ গৃহ্ণানঃ পরিহস্তো অভূদয়ম্ ॥ ১ ॥
পরিহস্ত বি ধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতবে।
মর্যাদে পুত্রমা ধেহি তং ত্বমা গময়াগমে ॥ ২ ॥
যং পরিহস্তমবিভরদিতিঃ পুত্রকাম্যা।
ত্বষ্টা তমস্যা আ বধ্নাদ্ যথা পুত্রং জনাদিতি ॥ ৩ ॥
আগচ্ছত আগতস্য নাম গৃহ্ণাম্যায়তঃ।
ইন্দ্রস্য বৃত্রঘ্নো বন্বে বাসবস্য শতক্রতোঃ ॥ ৪ ॥
যেন সূর্যাং সাবিত্রীমশ্বিনোহতুঃ পথা।
তেন মামব্রবীদ্ ভগো জায়ামা বহতাদিতি ॥ ৫ ॥
যস্তেঽঙ্কুশো বসুদানো বৃহন্নিন্দ্র হিরণ্যয়ঃ।
তেনা জনীয়তে জায়াং মহ্যং ধেহি শচীপতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি রাক্ষসদের নিয়ামক, অতএব দুই হস্ত প্রসারিত করে গর্ভ-ধারণ-বিঘাতক রাক্ষসদের বাধা দাও। পুত্রাদি ও তাদের ভোগের জন্য ধন দাও। এ অগ্নি হস্ত প্রসারিত করে রক্ষক হোক। ১ ॥ হে কঙ্কনাদি, গর্ভধারণের জন্য গর্ভাশয় বিবৃত কর। হে জায়া, মরণশীল পতির জন্য অভীষ্ট পুত্র উৎপন্ন কর। ২ ॥ দেবমাতা অদিতি পুত্রের কামনা করে হস্তে যে কঙ্কনাদি ধরেছিলেন, ত্বষ্টাদেব সেরূপ কঙ্কন এ জায়াকে বন্ধন করুক, যাতে এ সুপুত্রের জন্ম দেয়। ৩ ॥ আমার কাছে আগত ইন্দ্রের প্রীতিকর বৃত্রহা প্রভৃতি নাম বিবাহ কামনা করে আমি উচ্চারণ করছি। বৃত্রঘ্ন, বসুদের উপাস্য, শতক্রতু ইন্দ্রের কাছে আমি অভিলষিত ফল যাচ্ঞা করছি। ৪ ॥ যে পথে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সবিতার কন্যা সূর্যাকে বিবাহ করেছিল, সে পথে ভার্যাকে আন—এ উপদেশ ভগদেব (বিবাহার্থী) আমাকে করেছিলেন। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার অঙ্কুশের মত আকর্ষক যে হাত ধনসকল ধারণ করে, যা মহান হিরণ্ময়, সে হাতে হে শচীপতি, আমার জন্য ভার্যা দাও। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যন্তাসি' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা গর্ভাধান কর্মে কঙ্কনাদি অভিমন্ত্রিত করে স্ত্রীর হাতে বেঁধে দিতে হবে। 'আগচ্ছত' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বিবাহার্থী ইন্দ্রের হোম বা উপাসনা করবে। সেরূপ বিবাহে এ মন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে বর ও বধূর মস্তকে সম্পাত নিক্ষেপ করতে হবে।

নবম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অপচিতঃ প্র পতত সুপর্ণো বসতেরিব।
সূর্যঃ কৃণোতু ভেষজং চন্দ্রমা বোঽপোচ্ছতু ॥ ১ ॥
এন্যেকা শ্যেন্যেকা কৃষ্ণৈকা রোহিণী দ্বে।
সর্বাসামগ্রভং নামাবীরঘ্নীরপেতন ॥ ২ ॥

অসূতিকা রামায়ণ্যপচিৎ প্র পতিষ্যতি ।
গ্লৌরিতঃ প্র পতিষ্যতি স গলুন্তো নশিষ্যতি ॥ ৩ ॥
বীহি স্বামাহুতিং জুষাণো মনসা স্বাহা মনসা যদিদং জুহোমি ॥ ৪ ॥
যস্যাস্ত আসনি ঘোরে জুহোম্যেষাং বদ্ধানামবসর্জনায় কম্ ।
ভূমিরিতি ত্বাভিপ্রমন্বতে জনা নির্ঋতিরিতি ত্বাহং পরি বেদ সর্বতঃ ॥ ৫ ॥
ভূতে হবিষ্মতী ভবৈষ তে ভাগো যো অস্মাসু ।
মুঞ্চেমানমূনেনসঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥
এবো ষ্বস্মন্নির্ঋতেঽনেহা ত্বময়স্ময়ান্ বি চৃতা বন্ধপাশান্ ।
যমো মহ্যং পুনরিৎ ত্বাং দদাতি তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৭ ॥
অয়স্ময়ে দ্রুপদে বেধিষ ইহাভিহিতো মৃত্যুভির্যে সহস্রম্ ।
যমেন ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদান উত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ শোভন পতনবিশিষ্ট শ্যেন যেমন নিজ নীড় থেকে শীঘ্র পতিত হয়, সেরূপ হে গণ্ডমালা (গলদেশে মণ্ডলাকারে অবস্থিত ফোঁড়াসকল), তোমরা এ পুরুষের গণ্ডের অধোদেশ পরিত্যাগ করে শীঘ্র চলে যাও। সকলের প্রেরক সূর্যদেব তোমাদের চিকিৎসা করুক, অমৃতময় চন্দ্র তোমাদের সরিয়ে দিক। ১ ॥ গণ্ডমালার কোনটা ঈষৎ রক্তমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ, কোনটা অত্যন্ত শুভ্র, কোনটা কৃষ্ণবর্ণ, অন্য দুটি রক্তবর্ণ। (বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বশতঃ এদের নানা বর্ণত্ব)—এদের প্রীতিকর নাম আমি উচ্চারণ করছি। হে গণ্ডমালা, তোমাদের প্রীতিকর নামগ্রহণে তোমরা প্রীত হয়ে এ গণ্ডমালা-রোগগ্রস্ত পুরুষকে পরিত্যাগ করে চলে যাও। ২ ॥ চিরপরিপাক-বিশিষ্ট, প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ পথে গমনকারী ব্রণগুলি এ মন্ত্রপ্রভাবে চলে যাক। ব্যাধি চলে গেলে তজ্জনিত দুঃখানুভবও চলে যাবে। (গোমূত্রজলের সেকের দ্বারা) গণ্ডমালার বিকারবশতঃ হস্তপাদাদিতে উদ্ভূত ব্রণগুলি চন্দ্র নাশ করে দেবে, এর দ্বারা সকল ব্রণ-বিকার বিনষ্ট হবে। ৩ ॥ হে ব্রণরোগাভিমানী দেবতা, তুমি তোমার আহুতি মনে মনে ভক্ষণ কর। এ হবি আহুত হোক। আমিও মনে মনে এ হবি অর্পণ করছি। হে রোগাভিমানী পাপদেবতা, তোমার ক্রূর মুখে আমি হবি নিক্ষেপ করছি, সে হূয়মান হবি ব্রণজনিত বন্ধন বিমোচনের জন্য তুমি সেবা কর। (ব্রণপ্রক্ষালনের জন্য এ ঔষধজল সে রোগ-শান্তিকারক)। হে ব্রণাভিমানী দেবতা, তোমাকে সাধারণ লোকেরা ভূমি বলে জানে, কিন্তু আমি তোমাকে সকলরোগের নিদানরূপ পাপদেবতা নির্ঋতি বলে জানি। হে সর্বত্র বিদ্যমান নির্ঋতি, আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তুমি যুক্ত হও। তুমি হবির ভাগের দ্বারা তুষ্ট হয়ে সমীপস্থ গবাদি পশু ও আমাদের দৃষ্টির অগোচর অন্যদের রোগনিদানরূপ পাপ থেকে মুক্ত কর। এ হবি আহুত হোক। ৪-৬ ॥ হে আর্তিকরী পাপদেবতা নির্ঋতি, আমাদের কাছ থেকে লোহার মত সুদৃঢ় রোগ-রূপ বন্ধনপাশ ছিন্ন কর। হে রুগ্ন, প্রাণাপহারী বৈবস্বত যম তোমাকে আমার কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে, সে মৃত্যুরূপ যমকে নমস্কার। ৭ ॥ লোহময় শৃঙ্খল ও দারুনির্মিত পাদবন্ধনযুক্ত হে নির্ঋতি, তুমি যখন কোন পুরুষকে বন্ধন কর, তখন সে মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়েছে বলে বলা হয়। যে প্রসিদ্ধ জ্বরাদি রোগ ও রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি সহস্র মৃত্যুর কারণ আছে, সেগুলি মৃত্যুপাশ বলে কথিত হয়। হে নির্ঋতি, যম ও পিতৃদেবতাদের সাথে একমত হয়ে তুমি উৎকৃষ্ট দুঃখ-স্পর্শশূন্য সুখ এ পুরুষকে দাও। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ৯ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'অপচিতঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা গলদেশে মণ্ডলাকারে উদ্ভূত ফোঁড়াগুলির (গণ্ডমালারোগের) চিকিৎসার জন্য শাঁখ (শঙ্খ) ঘর্ষণ করে এ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে লেপন করতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

বরণো বারয়াতা অয়ং দেবো বনস্পতিঃ।
যক্ষ্মো যো অস্মিন্নাবিষ্টস্তমু দেবা অবীবরন্ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রস্য বচসা বয়ং মিত্রস্য বরুণস্য চ।
দেবানাং সর্বেষাং বাচা যক্ষ্মং তে বারয়ামহে ॥ ২ ॥
যথা বৃত্র ইমা আপস্তস্তম্ভ বিশ্বধা যতীঃ।
এবা তে অগ্নিনা যক্ষ্মং বৈশ্বানরেণ বারয়ে ॥ ৩ ॥
বৃষেন্দ্রস্য বৃষা দিবো বৃষা পৃথিব্যা অয়ম্।
বৃষা বিশ্বস্য ভূতস্য ত্বমেকবৃষো ভব ॥ ৪ ॥
সমুদ্র ঈশে স্রবতামগ্নিঃ পৃথিব্যা বশী।
চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামীশে ত্বমেকবৃষো ভব ॥ ৫ ॥
সম্রাডস্যসুরাণাং ককুন্মনুষ্যাণাম্।
দেবানামর্ধভাগসি ত্বমেকবৃষো ভব ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ এ পুরোবর্তী বরণ নামক বনস্পতিদেব (বরুণ বৃক্ষ নির্মিত মণি) রাজযক্ষ্মাদি রোগের নিবারণ করুক। এ পুরুষে যে যক্ষ্মাদি রোগ প্রবেশ করেছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সে সকল রোগের নিবারণ করুক। ১ ॥ হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, মণিবন্ধনকর্তা আমরা তোমার যক্ষ্মারোগ দেবাধিপতি ইন্দ্রের আজ্ঞায় নিবারণ করব। সেরূপ মিত্র, বরুণ ও অন্য দেবতাদের বাক্যে তোমার রোগ দূর করব। ২ ॥ যে প্রকারে ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুর মেঘস্থ জলের গতি রোধ করেছিল, হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, তোমার যক্ষ্মারোগ সেরূপ সকলপ্রাণীর হিতকারী বৈশ্বানর অগ্নির দ্বারা রুদ্ধ করব। ৩ ॥ এ শ্রেষ্ঠকামী পুরুষ ইন্দ্রের প্রসাদে সেচনসমর্থ শ্রেষ্ঠ হোক, দ্যুলোকের কামসমূহের বর্ষক হোক, আহুতির দ্বারা বৃষ্টির উৎপাদক-রূপে পৃথিবীরও শ্রেষ্ঠ হোক। অধিক কি দ্যাবাপৃথিবীর সকল প্রাণীর সেচনসমর্থ উৎকৃষ্ট হোক। গোযূথের মধ্যে বৃষভ যেমন প্রধান, সেরূপ হে শ্রেষ্ঠকামী পুরুষ, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট হও। ৪ ॥ প্রবহমান জলের সমুদ্র যেমন ঈশ্বর, অগ্নি যেমন পৃথিবীর বশয়িতা, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকলের চন্দ্রমা যেমন স্বামী, সেরূপ হে শ্রেষ্ঠকামী পুরুষ, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ হও। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যেমন সুরবিরোধী দানবদের ঈশ্বর, সেরূপ এ শ্রেষ্ঠকামী পুরুষ মানুষদের মধ্যে বৃষভের ককুদের মত উন্নত হোক। হে ইন্দ্র, তুমি দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে তাদের অর্ধভাগ গ্রহণ করে থাক, সেরূপ হে শ্রেষ্ঠকামী পুরুষ, তুমি ইন্দ্রের প্রসাদে সকলের শ্রেষ্ঠ হও। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'বরণো বারয়াতৈ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা রাজযক্ষ্মাদি রোগের চিকিৎসা কর্মে বরণবৃক্ষের মণি অভিমন্ত্রিত করে জপ করে রোগীর অঙ্গে ধারণ করতে হবে। 'বৃষেন্দ্রস্য' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শ্রেষ্ঠকাম ব্যক্তি ইন্দ্রের যাগ করবে অথবা তার উপাসনা করবে।

তৃতীয় সূক্ত

আ ত্বাহার্ষমন্তরভূর্ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলৎ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥ ১ ॥
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলৎ।
ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥ ২ ॥
ইন্দ্র এতমদীধরদ্ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষা।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবদয়ং চ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩ ॥
ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্ ॥ ৪ ॥
ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ।
ধ্রুবং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥
ধ্রুবোঽচ্যুতঃ প্র মৃণীহি শত্রূন্ছত্রূয়তোঽধরান্ পাদয়স্ব।
সর্বা দিশঃ সংমনসঃ সধ্রীচীর্ধ্রুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে রাজা, তোমাকে রাজ্য দিচ্ছি, তুমি আমাদের অধিপতি হও। অবিচল হয়ে এ রাজ্যে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ভূমণ্ডলবর্তী সকল প্রজা তোমাকে বাঞ্ছা করুক অর্থাৎ এ আমাদের স্বামী এ বলে অনুরাগযুক্ত হোক। এ রাজ্য তোমার কাছ থেকে কখনও যেন ভ্রষ্ট না হয়, সব সময়ে যেন তোমার শাসনে থাকে। ১ ॥ এ রাজসিংহাসনে সব সময় অবস্থান কর, কখনও যেন বিচ্যুত না হও। পর্বতের মত অবিচল হয়ে সব সময় থাক এবং ইন্দ্রের মত এ রাজ্যে স্থির হয়ে থাক। তোমার এ রাজ্য বাধা পরিহার করে পালন কর। ২ ॥ আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র এ রাজাকে এ রাজ্যে স্থিররূপে প্রতিষ্ঠিত করুক। এ রাজার উদ্দেশে রাজা সোম 'এ আমাদের' বলে অধিক বলুক এবং বেদরাশির পালক ব্রহ্মণস্পতি একে অধিক বলুক। ৩ ॥ দ্যুলোক যেমন স্থিররূপে বর্তমান, পৃথিবী যেমন নিশ্চল আছে, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সকল জগৎ যেমন স্থিররূপে দৃশ্য হয়, সেখানকার পরিদৃশ্যমান পর্বতগুলি যেমন স্থির, সেরূপ এ প্রজাদের রাজা স্থির হোক। ৪ ॥ হে রাজা, তোমার রাজ্য রাজা বরুণ স্থির করুক, দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি তোমার রাজ্য স্থির করুক, সেরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার রাষ্ট্রের স্থিরতা আনয়ন করুক। ৫ ॥ হে রাজা, এ রাজ্যে স্থির হয়ে শত্রুবিনাশ কর। শত্রুর মত আচরণকারী অপরদের অধোমুখী করে ভূমিতে নিপাতিত কর। শত্রুদের বিনাশ হলে সকল দিক এক মন হয়ে তোমার সেবাপরায়ণ হোক। সকল দিকে স্থির হয়ে অবস্থিত তোমার যুদ্ধ থেকে যেন কখনও পলায়ন না হয় অর্থাৎ তুমি যুদ্ধে সমর্থ হও। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'আ ত্বাহার্ষং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্থৈর্যকাম ব্যক্তি ইন্দ্রের যাগ করবে। সেরূপ ইন্দ্রের উৎসব কর্মে এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

ইদং যৎ প্রেণ্যাঃ শিরো দত্তং সোমেন বৃষ্ণ্যম্।
ততঃ পরি প্রজাতেন হার্দিং তে শোচয়ামসি ॥ ১ ॥

শোচয়ামসি তে হার্দিং শোচয়ামসি তে মনঃ।
বাতং ধূম ইব সধ্র্যঙ্ মামেবান্বেতু তে মনঃ ॥ ২ ॥
মহ্যং ত্বা মিত্রাবরুণৌ মহ্যং দেবী সরস্বতী।
মহ্যং ত্বা মধ্যং ভূম্যা উভাবন্তৌ সমস্যতাম্ ॥ ৩ ॥
যাং তে রুদ্র ইষুমাস্যদঙ্গেভ্যো হৃদয়ায় চ।
ইদং তামদ্য ত্বদ্ বয়ং বিষূচীং বি বৃহামসি ॥ ৪ ॥
যাস্তে শতং ধমনয়োঽঙ্গান্যনু বিষ্ঠিতাঃ।
তাসাং তে সর্বাসাং বয়ং নির্বিষাণি হ্বয়ামসি ॥ ৫ ॥
নমস্তে রুদ্রাস্যতে নমঃ প্রতিহিতায়ৈ।
নমো বিসৃজ্যমানায়ৈ নমো নিপতিতায়ৈ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ প্রেমপ্রাপক বীর্যপ্রদ এ মস্তক সোমের দ্বারা প্রদত্ত, অতএব সে মস্তক থেকে উৎপন্ন স্নেহবিশেষের দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ আমরা সন্তাপযুক্ত করছি। ১ ॥ হে জায়া ও পতি, তোমাদের হৃদয় পরস্পর অনুরাগ উৎপন্নের দ্বারা আমরা তপ্ত করছি; তোমাদের মন সন্তপ্ত করছি। ধূম যেমন বায়ুর অনুসরণ করে তার পেছনে পেছনে যায়, সেরূপ তোমার মন আমার অনুধাবন করুক। ২ ॥ হে জায়া, মিত্র ও বরুণ তোমাকে আমার উদ্দেশে (পতির উদ্দেশে) যুক্ত করুক, সরস্বতী দেবী তোমাকে আমার সাথে যুক্ত করুক, পৃথিবীর সকল প্রাণী তোমাকে আমার সাথে যুক্ত করুক এবং পৃথিবীর ঊর্ধ্ব ও অধঃপ্রদেশ তোমাকে যুক্ত করুক। ৩ ॥ হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, রুদ্র (রোদনকারক শূলরোগাভিমানী দেব) তোমার হস্ত পদাদি অঙ্গ ও হৃদয়ে যে বাণ নিক্ষেপ করেছে, এখন তার প্রতীকারের জন্য সে বাণ আমরা তোমার শরীরমধ্য থেকে উৎক্ষিপ্ত করছি। ৪ ॥ হে শূলরোগী, তোমার হস্ত পদাদিতে যে শতসংখ্যক নাড়ী আছে, তাদের আমরা বিষশূন্য করছি। ৫ ॥ হে রুদ্র, ব্যাধিরূপ বাণ-ক্ষেপনকারী তোমাকে নমস্কার, তোমার বিস্তৃত ধনুকে নমস্কার এবং তার বিস্তার ও নিপতনকে নমস্কার। (রুদ্রধনুর বিবিধ অবস্থার নমস্কারের দ্বাবা তার দ্বারা উৎপন্ন পীড়া না হোক—এ প্রার্থনা করা হয়েছে)। ৬ ॥.

টীকা ঃ ১-৬। 'ইদং যৎ প্রেণ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা জায়া ও পতির পরস্পর প্রীতি সম্পাদনের জন্য তাদের অননুকূল জনের মস্তক ও কর্ম অনুমন্ত্রণ করতে হবে অথবা কেশ ধারণ করতে হবে। 'যাং তে রুদ্র' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শূলরোগ দূর করার জন্য লোহমণি অথবা পাষাণমণি অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে বেঁধে দিতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

ইমং যবমষ্টাযোগৈঃ ষড়্‌যোগেভিরচর্কৃষুঃ।
তেনা তে তন্বো রপোঽপাচীনমপ ব্যয়ে ॥ ১ ॥
ন্যগ্ বাতো বাতি ন্যক্ তপতি সূর্যঃ।
নীচীনমঘ্ন্যা দুহে ন্যগ্ ভবতু তে রপঃ ॥ ২ ॥
আপ ইদ্ বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপো বিশ্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্ ॥ ৩ ॥

বাতরংহা ভব বাজিন্ যুজ্যমান ইন্দ্রস্য যাহি প্রসবে মনোজবাঃ।
যুঞ্জন্তু ত্বা মরুতো বিশ্ববেদস আ তে ত্বষ্টা পৎসু জবং দধাতু ॥ ৪ ॥
জবস্তে অর্বন্ নিহিতো গুহা বঃ শ্যেনে বাত উত যোঽচরৎ পরীত্তঃ।
তেন ত্বং বাজিন্ বলবান্ বলেনাজিং জয় সমনে পারয়িষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥
তনূষ্টে বাজিন্ তন্বং নয়ন্তী বামমস্মভ্যং ধাবতু শর্ম তুভ্যম্।
অহ্রুতো মহো ধরুণায় দেবো দিবীব জ্যোতিঃ স্বমা মিমীয়াৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ চিকিৎসার জন্য প্রযুজ্যমান এ যব আটটি বলদের দ্বারা যুক্ত হালে, ছয়টির দ্বারা যুক্ত হালে এবং মহান হালের দ্বারা কর্ষণ করে উৎপন্ন করা হয়েছে। সে যবের দ্বারা হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, তোমার শরীরের রোগনিদানরূপ পাপ আমি দূর করছি। ১ ॥ বায়ু যেমন নীচগামী হয়, সূর্য যেমন নিম্ন দিকে তাপ দেয়, অবধ্য গাভী যেমন অধোমুখে দুধ দেয়, সেরূপ হে রোগী, তোমার রোগাবহ পাপ অধোমুখী হোক অর্থাৎ রোগের উপশম হোক। ২ ॥ জল হচ্ছে সকল রোগের ঔষধরূপ, অতএব জল রোগসকলের বিনাশক। সকল রোগের ঔষধরূপ সে জলসকল তোমার রোগনিবর্তক ঔষধ হোক। ৩ ॥ হে অশ্ব, রথে যুক্ত হয়ে তুমি বায়ুর মত বেগশালী হও, ইন্দ্রের প্রেরণায় তুমি মনোগামী হয়ে গন্তব্যস্থল লাভ কর। সকলের জ্ঞাতা মরুদ্গণ তোমাকে যুক্ত করুক এবং ত্বষ্টাদেব তোমার পায়ে বেগ দিক। ৪ ॥ হে অশ্ব, তোমার যে বেগ গুহায় নিহিত আছে এবং শ্যেন পক্ষীতে যে বেগ রক্ষার জন্য প্রদত্ত হয়েছে, সে বেগযুক্ত বলের দ্বারা বলবান হয়ে তুমি যুদ্ধ-জয় কর। ৫ ॥ হে বেগশালী অশ্ব, তোমার শরীরযষ্টি আরোহীকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে আমাদের মনোজ্ঞ ধন দিক; তোমার শস্ত্রক্ষতাদি-রহিত সুখ হোক এবং মহান অন্তরিক্ষের (অবকাশাত্মক গ্রামজনপদাদির) ধারণের জন্য অকুটিলগামী হয়ে অন্তরিক্ষে সূর্যপ্রকাশের মত নিজ স্থান লাভ করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'ইমং যবং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে সকল রোগের চিকিৎসার জন্য আজ্যাহুতি দিয়ে সযব অথবা কেবল জলপাত্রে চারবার সম্পাতিত করে দু-বার মাটিতে ছিটিয়ে মৃত্তিকার সাথে সে জল অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে লেপন করতে হবে। সেরূপ এ মন্ত্রে যবমণি অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে বেঁধে দিতে হবে। 'বাতরংহাঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা অশ্ব-শান্তির জন্য আজ্যাহুতি দিয়ে জলপাত্রে সম্পাতিত করে সে জলের দ্বারা অশ্বকে লেপন করতে হবে।

দশম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যমো মৃত্যুরঘমারো নির্ঋথো বভ্রুঃ শর্বোঽস্তা নীলশিখণ্ডঃ।
দেবজনাঃ সেনয়োত্তস্থিবাংসস্তে অস্মাকং পরি বৃঞ্জন্তু বীরান্ ॥ ১ ॥
মনসা হোমৈর্হরসা ঘৃতেন শর্বায়াস্ত্র উত রাজ্ঞে ভবায়।
নমস্যেভ্যো নম এভ্যঃ কৃণোম্যন্যত্রাস্মদঘবিষা নয়ন্তু ॥ ২ ॥
ত্রায়ধ্বং নো অঘবিষাভ্যো বধাদ্ বিশ্বে দেবা মরুতো বিশ্ববেদসঃ।
অগ্নীষোমা বরুণঃ পূতদক্ষা বাতপর্জন্যয়োঃ সুমতৌ স্যাম ॥ ৩ ॥

সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি ।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥ ৪ ॥
অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত ।
মম বশেষু হৃদয়ানি বঃ কৃণোমি মম যাতমনুবর্ত্মান এত ॥ ৫ ॥
ওতে মে দ্যাবাপৃথিবী ওতা দেবী সরস্বতী ।
ওতৌ মে ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চর্ধ্যাস্মেদং সরস্বতি ॥ ৬ ॥
অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি ।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ৭ ॥
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি ।
তত্রামৃতস্য পুষ্পং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ৮ ॥
গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো হিমবতামুত ।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যেমং মে অগদং কৃধি ॥ ৯ ॥
যা ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১০ ॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত ।
অথো যমস্য পড্বীশাদ্ বিশ্বস্মাদ্ দেবকিল্বিষাৎ ॥ ১১ ॥
যচ্চক্ষুষা মনসা যচ্চ বাচোপারিম জাগ্রতো যৎ স্বপন্তঃ ।
সোমস্তানি স্বধয়া নঃ পুনাতু ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ পাপ অনুসারে প্রাণিদের নিগ্রহকারী, প্রাণাপহারক, পাপের জন্য নারক (অঘমার), নিপীড়ক, পিঙ্গলবর্ণ, হিংসক (শর্ব) ক্ষেপণশীল, কৃষ্ণশিখাবিশিষ্ট যম-সকল দেবজাতিবিশেষ, তারা পাপীদের হিংসার জন্য স্বপরিবারে নিজ স্থান থেকে উৎক্রান্ত হয়েছে। জগতের উপকারক তারা আমাদের পুত্র পৌত্রাদি পরিহার করুক। ১ ॥ মনের সংকল্পমাত্রে হরণশীল তেজোরূপ ঘৃতের দ্বারা ক্রিয়মাণ হোমের সাথে শর্বদেব, ক্ষেপক ও এদের অধিপতি মহাদেবের উদ্দেশে এবং যম, মৃত্যু, অঘমার প্রভৃতি নমস্যদের নমস্কার করছি। হোম ও নমস্কারের দ্বারা প্রীত হয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে অন্যত্র মৃত্যুজনক পাপরূপ বিষ সরিয়ে নিক। ২ ॥ হে বিশ্বদেবগণ ও সর্বজ্ঞ মরুদ্গণ, তোমরা পাপরূপ বিষের মৃত্যু থেকে আমাদের রক্ষা কর। অগ্নি, সোম, পাপীদের নিগ্রাহক বরুণদেব, পূতদক্ষ (শুদ্ধ বলযুক্ত) মিত্রদেব —এরা হচ্ছে বিশ্বদেব। সেরূপ সকল জগতের প্রাণরূপ সূত্রাত্মা বায়ু ও বৃষ্টিপ্রদ জীবনাত্মা পর্জন্যদেবের শোভন অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিতে আমরা থাকব। ৩ ॥ হে বিমনস্ক জনগণ, তোমাদের পরস্পর বিরুদ্ধ মনগুলি আমি একত্র করব। সেরূপ তোমাদের কর্ম ও সংকল্প এক করব। তোমরা পূর্বে যে বিরুদ্ধ কর্ম করতে, তোমাদের সে বিমনস্কতা এক করব। ৪ ॥ হে বিমনস্ক জনগণ, তোমাদের মনগুলি আমার সাথে যুক্ত করছি, তোমরাও আমার মনের সাথে এস। আমার ইচ্ছায় তোমাদের হৃদয় যুক্ত কর ; আমার গমন পথ তোমরা অনুসরণ করে এস। ৫ ॥ দ্যাবাপৃথিবী আমাদের অভিমুখে সম্বন্ধ হয়েছে, দ্যোতমানা সরস্বতী দেবী আমাদের অভিমুখে সম্বন্ধ হয়েছে। সেরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি আমাদের অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্য পরস্পর যুক্ত হয়েছে। এদের অনুগ্রহে হে সরস্বতি দেবি, এখন আমরা সমৃদ্ধ হবো। ৬ ॥ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেবগণের আবাসস্থল, এখান থেকে তৃতীয় স্থানে দ্যুলোক অবস্থিত। দেবগণ সেখানে অমৃত দর্শন করে কুষ্ঠ রোগ দূর করুক। ৭ ॥ দ্যুলোকে হিরন্ময় নৌকা আছে, সেখানে অমৃতের পুষ্প লাভ করে দেবগণ কুষ্ঠরোগ দূর করুক। ৮ ॥

হে অগ্নি, তুমি ওষধিসকলের গর্ভে অবস্থিত, শীতস্পর্শযুক্ত বনস্পতির (বা হিমালয় প্রভৃতি পর্বতের) গর্ভে অবস্থিত এবং সকল প্রাণীর গর্ভে তুমি অবস্থিত। (সকল জগতের পরিপাককারী বলে অগ্নির সকলের অন্তরে অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে)। এরূপ তুমি আমাদের লোকদের নীরোগ কর। ৯ ॥ অমৃতময় সোমদেব যাদের ঈশ্বর (সোমরাজ্ঞী), সে ওষধিগুলি বহুবিধ ও রসবীর্য-বিপাকে নানাবিধ জ্ঞানযুক্ত। বৃহস্পতি দেবের দ্বারা রোগোপশমের জন্য প্রেরিত হয়ে সে ওষধিসকল নানাবিধ রোগের নিদানরূপ পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১০ ॥ জলসকল (বা ওষধিগুলি) ব্রাহ্মণের শাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। সেরূপ বরুণ-কৃত মিথ্যা ভাষণরূপ পাপ থেকে, যমের পাদবন্ধনরূপ পাপ থেকে এবং সকল দেবকৃত পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১১ ॥ জাগ্রদবস্থায় চক্ষু, মন ও বাক্যের দ্বারা যে পাপ আমরা সঞ্চয় করেছি এবং স্বপ্নাবস্থায় মনের দ্বারা আমরা যে পাপ করেছি, সে পাপগুলি পিতৃলোকের অধিপতি সোমদেব আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ কর্মের দ্বারা শোধন করুক। ১২ ॥

টীকা ঃ ১-১২। ১০ম অনুবাকে চারটি সূক্ত, তার মধ্যে 'যমো মৃত্যুঃ' ইত্যাদি সূক্ত বাস্তোস্পতি নামক মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। এর প্রয়োগাদি ভাষ্যানুক্রমণিকায় আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

অভিভূর্যজ্ঞো অভিভূরগ্নিরভিভূঃ সোমো অভিভূরিন্দ্রঃ।
অভ্যহং বিশ্বাঃ পৃতনা যথাসান্যেবা বিধেমাগ্নিহোত্রা ইদং হবিঃ ॥ ১ ॥
স্বধাস্তু মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা প্রজাবৎ ক্ষত্রং মধুনেহ পিন্বতম্।
বাধেথাং দূরং নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুক্তমস্মৎ ॥ ২ ॥
ইমং বীরমনু হর্ষধ্বমুগ্রমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্।
গ্রামজিতং গোজিতং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ।
চর্কৃত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥ ৪ ॥
ত্বমিন্দ্রাধিরাজঃ শ্রবস্যুস্ত্বং ভূরভিভূতির্জনানাম্।
ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বি রাজায়ুষ্মৎ ক্ষত্রমজরং তে অস্তু ॥ ৫ ॥
প্রাচ্যাদিশস্ত্বমিন্দ্রাসি রাজোতোদীচ্যা দিশো বৃত্রহন্ছত্রুহোঽসি।
যত্র যন্তি স্রোত্যাস্তজ্জিতং তে দক্ষিণতো বৃষভ এষি হব্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ জয়কামনায় আমাদের ক্রিয়মাণ এ যজ্ঞ শত্রুদের অভিভূত করুক। যাগনিষ্পাদক সাংগ্রামিক অগ্নি শত্রুদের পরাভবকারী হোক, সেরূপ সোম ও ইন্দ্র শত্রুদের অভিভূত করুক। আমি শত্রুজয় কামনা করে সকল শত্রুসেনার পরাভবকারী হবো। সংগ্রাম জয়ের জন্য আমরা অগ্নিতে হবি প্রদান করছি। ১ ॥ হে মেধাবী মিত্র ও বরুণ, হবিরূপ অন্ন তোমাদের তৃপ্তিকর হোক। তোমরা এ রাজার প্রজাদের সাথে ক্ষত্র বল মধুর রসের দ্বারা সিক্ত কর। পাপদেবতা নির্ঋতিকে তোমরা দূর করে দাও ; আমাদের থেকে দূর দেশে যাতে সে পরাঙ্মুখ হয়ে বিনষ্ট হয়, সেরূপ কর। আমাদের কাছ থেকে শত্রুদের কৃত পাপ মুক্ত কর। ২ ॥ হে সৈনিকগণ, আমাদের এ বীর্যবান রাজাকে বীররসে তুষ্ট কর। হে সৈনিক বন্ধুগণ, এ বলশালী ঐশ্বর্যযুক্ত রাজার অনুসরণ করে যুদ্ধের জন্য উদ্যমী হও। (অথবা সংগ্রামাধিদেবতা

ইন্দ্রের এখানে স্তুতি করা হয়েছে)। হে মরুদ্গণ, তোমরা গ্রামজয়কারী, শত্রুর গাভী আনয়নকারী, বজ্রহস্ত, উদ্যতায়ুধ, জয়শীল, ক্ষেপণকারী, স্বকীয় বলের দ্বারা শত্রুর বল বিনাশকারী ইন্দ্রের অনুসরণ কর। ৩ ॥ সংগ্রামে এ রাজার সাহায্যের জন্য আগত ইন্দ্র জয়লাভ করুক, কখন যেন পরাজয় বরণ না করে। সকল রাজার অধিপতি ইন্দ্র অন্য রাজাদের বীর্যবত্তা প্রকাশ করুক। সে ইন্দ্র শত্রুদের ছেদন-কর্তা, বন্দ্যনীয় ও সকলের সেব্য। হে ইন্দ্র, এরূপ গুণযুক্ত তুমি এ সংগ্রামে আমাদের পূজনীয় হও। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অধিরাজ হয়ে যশস্বী হয়েছ। তুমি নিজ মহিমায় সকল প্রাণীর পরাভবকারী ও দৈব প্রজাদের তুমি নিয়ামক। হে রাজা, তোমার চিরকাল অজর অক্ষয় ক্ষাত্র বল হোক। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি পূর্ব দিক্-সকলের অধিপতি। সেরূপ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের তুমি অধিপতি। হে বৃত্রহা, তুমি আমাদের শত্রুবিনাশক হও। যে প্রদেশে জল প্রবাহিত হচ্ছে, তা তুমি জয় করেছ অর্থাৎ সমগ্র ভূমণ্ডল তোমার আয়ত্তে রয়েছে। এরূপ কামবর্ষী তুমি সংগ্রাম জয়ের জন্য আহূত হয়ে যুদ্ধ সময়ে আমাদের দক্ষিণ দিকে এস। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। সংগ্রাম জয় কর্মে এ সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

অভি ত্বেন্দ্র বরিমতঃ পুরা ত্বাংহূরণাদ্ধুবে।
হ্বয়াম্যুগ্রং চেত্তারং পুরুণামানমেকজম্ ॥ ১ ॥
যো অদ্য সেন্যো বধো জিঘাংসন্ ন উদীরতে।
ইন্দ্রস্য তত্র বাহূ সমন্তং পরি দদ্মঃ ॥ ২ ॥
পরি দদ্ম ইন্দ্রস্য বাহূ সমন্তং ত্রাতুস্ত্রায়তাং নঃ।
দেব সবিতঃ সোম রাজন্ত্সুমনসং মা কৃণু স্বস্তয়ে ॥ ৩ ॥
দেবা অদুঃ সূর্যো অদাদ্ দ্যৌরদাৎ পৃথিব্যদাৎ।
তিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ সচিত্তা বিষদূষণম্ ॥ ৪ ॥
যদ্ বো দেবা উপজীকা আসিঞ্চন্ ধন্বন্যুদকম্।
তেন দেবপ্রসূতেনেদং দূষয়তা বিষম্ ॥ ৫ ॥
অসুরাণাং দুহিতাসি সা দেবানামসি স্বসা।
দিবস্পৃথিব্যাঃ সম্ভূতা সা চকর্থারসং বিষম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তোমার বিস্তৃত শরীর, এজন্য সংগ্রামে পরাজয়ের পূর্বে তোমাকে আহ্বান করছি। অধিক বলধারণকারী, জয়ের উপায়জ্ঞ, বহু প্রশস্ত নামযুক্ত, একাকী যুদ্ধে বহু শত্রুর জয়কারী সে ইন্দ্রের আহ্বান করছি। ১ ॥ শত্রুসেনার হননসাধন যে আয়ুধ আমাদের বিনাশ করতে আসছে, তার জন্য ইন্দ্রের বাহুদ্বয় প্রাচীরের মত আমরা ধারণ করছি। পালক ইন্দ্রের বাহু আমরা ধারণ করছি, সে ইন্দ্র আমাদের রক্ষা করুক। সকলের প্রেরক হে সূর্যদেব ও রাজা সোম, মঙ্গলের জন্য সংগ্রামে জয়ের দ্বারা আমাকে শোভনমনস্ক কর। ৩ ॥ ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ একমন হয়ে স্থাবর-জঙ্গমোদ্ভব বিষের নিবর্তক ঔষধ দিয়েছে। সেরূপ সর্বপ্রেরক আদিত্যদেব, দ্যুলোক, ভূমিদেবতা, ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী দেবীগণ বিষনিবারক ঔষধ দিক। ৪ ॥ হে দেবগণ, বল্মীকের নির্মাণকারী উপজীক নামক-প্রাণিগণ তোমাদের বরে নিরুদক স্থানে যে জল সেচন করে, সে দেবদত্ত জলের দ্বারা তোমরা এ বিষ দূর কর। ৫ ॥ হে বল্মীকমৃত্তিকা, সুরবিরোধী দানবদের তুমি দুহিতা

এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের তুমি ভগিনী। অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয়ে সে বল্মীক মৃত্তিকা স্থাবর-জঙ্গমোদ্ভূত বিষ নির্বীর্য করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'অভি ত্বেন্দ্র' এ তিনটি মন্ত্র সংগ্রামজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রাতঃসবনে এ মন্ত্রগুলির অনুমন্ত্রণ করা হয়। 'দেবা অদুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বিষচিকিৎসার জন্য বল্মীক-মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করে জলের পান করাতে হবে অথবা প্রলেপ দিতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

আ বৃষায়স্ব শ্বসিহি বর্ধস্ব প্রথয়স্ব চ।
যথাঙ্গং বর্ধতাং শেপস্তেন যোষিতমিজ্জহি ॥ ১ ॥
যেন কৃশং বাজয়ন্তি যেন হিন্বন্ত্যাতুরম্।
তেনাস্য ব্রহ্মণস্পতে ধনুরিবা তানয়া পসঃ ॥ ২ ॥
আহং তনোমি তে পসো অধি জ্যামিব ধন্বনি।
ক্রমস্বর্শ ইব রোহিতমনবগ্লায়তা সদা ॥ ৩ ॥
যথায়ং বাহো অশ্বিনা সমৈতি সং চ বর্ততে।
এবা মামভি তে মনঃ সমৈতু সং চ বর্ততাম্ ॥ ৪ ॥
অহং খিদামি তে মনো রাজাশ্বঃ পৃষ্ট্যামিব।
রেষ্মচ্ছিন্নং যথা তৃণং ময়ি তে বেষ্টতাং মনঃ ॥ ৫ ॥
আঞ্জনস্য মদুঘস্য কুষ্ঠস্য নলদস্য চ।
তুরো ভগস্য হস্তাভ্যামনুরোধনমুদ্ভরে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে পুরুষ, তুমি বৃষের মত আচরণ কর, বহুরেতস্ক ও বলবান হও। ১ ॥ যে রসবিশেষের দ্বারা শুষ্কবীর্য পুরুষকে প্রজননসমর্থ বীর্যযুক্ত করা হয়, যে রসের দ্বারা রোগার্ত পুরুষের পোষণ করা হয়, বেদরাশির পালক হে ব্রহ্মণস্পতি, সে রসের দ্বারা এ পুরুষের পুং-প্রজনন অঙ্গ উন্নত কর। ২ ॥ ধনু জ্যা-বিস্তারের মত তোমার পুরুষ লিঙ্গ বিস্তার করছি। ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন বাহকের ইচ্ছায় পরিচালিত হয় ও তার অধীন থাকে, সেরূপ হে কামিনি, তোমার মন আমার দিকে আসুক ও আমার অধীন হোক। ৪ ॥ হে কামিনি, এ মন্ত্রপ্রয়োগে তোমার মন আমি আমার দিকে টেনে আনছি। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন পৃষ্ঠদেশের বন্ধনরজ্জুর আকর্ষণ করে, যেমন প্রবল বায়ুর দ্বারা ছিন্ন তৃণ তার অধীনে পরিভ্রমণ করে, সেরূপ তোমার মন আমার অধীন হয়ে পরিভ্রমণ করুক, কখনও যেন অন্যত্র চলে না যায়। ৫ ॥ অঞ্জনসাধন দ্রব্য (ত্রিককুৎ-পর্বতোদ্ভূত নীলাঞ্জনাদি), মধুর বৃক্ষ (অথবা যষ্টি মধু), কুষ্ঠ নামক ঔষধ ও উশীরের অনুলেপনের দ্বারা ত্বরমাণ সৌভাগ্যকারী ভগদেবের হস্তের দ্বারা তোমার অঙ্গ লিপ্ত করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'আ বৃষায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বাজীকরণ কামনায় এক-শাখার্ক মণি অভিমন্ত্রিত করে অর্কসূত্রের দ্বারা বেঁধে দিতে হয়। 'যথায়ং বাহঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বশীকরণ কর্মে বৃক্ষত্বক্, শরখণ্ড, তরগাঞ্জন, কুষ্ঠ ও ঝড়ের দ্বারা ছিন্ন তৃণাদি পেষণ করে ঘি দিয়ে মিশিয়ে স্ত্রীর অঙ্গে লেপন করতে হবে।

একাদশ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সংদানং বো বৃহস্পতিঃ সংদানং সবিতা করৎ।
সংদানং মিত্রো অর্যমা সংদানং ভগো অশ্বিনা ॥ ১ ॥
সং পরমান্ত্সমবমানথো সং দ্যামি মধ্যমান্।
ইন্দ্রস্তান্ পর্যহার্দাম্না তানগ্নে সং দ্যা ত্বম্ ॥ ২ ॥
অমী যে যুধমায়ন্তি কেতূন্ কৃত্বানীকশঃ।
ইন্দ্রস্তান্ পর্যহার্দাম্না তানগ্নে সং দ্যা ত্বম্ ॥ ৩ ॥
আদানেন সংদানেনামিত্রানা দ্যামসি।
অপানা যে চৈষাং প্রাণা অসুনাসূন্ত্সমচ্ছিদন্ ॥ ৪ ॥
ইদমাদানমকরং তপসেন্দ্রেণ সংশিতম্।
অমিত্রা যেঽত্র নঃ সন্তি তানগ্ন আ দ্যা ত্বম্ ॥ ৫ ॥
ঐনান্ দ্যতামিন্দ্রাগ্নী সোমো রাজা চ মেদিনৌ।
ইন্দ্রো মরুত্বানাদানমমিত্রেভ্যঃ কৃণোতু নঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে শত্রুসেনা, বৃহস্পতি দেব এ পাশের দ্বারা তোমাদের বন্ধন করুক। সেরূপ সর্বপ্রেরক সবিতা, মিত্র, অর্যমা ও অশ্বিনীদ্বয় তোমাদের বন্ধন করুক। ১ ॥ দূরের শত্রুদের (এ মন্ত্র প্রভাবে) পাশের দ্বারা বন্ধন করছি, সেরূপ নিকট ও মধ্যবর্তী শত্রুদের পাশের দ্বারা বন্ধন করছি। সংগ্রামাধিপতি ইন্দ্র শত্রুসেনাপতিদের পরিহার করুক। হে অগ্নি, তুমি সে বিতাড়িত শত্রুদের পাশের দ্বারা বন্ধন কর। ২ ॥ ঐ দূরে দৃশ্যমান যে শত্রুগণ দলে দলে ধ্বজা তুলে যুদ্ধ করতে আসছে, ইন্দ্র তাদের তাড়িয়ে দিক, হে অগ্নি, তুমি তাদের পাশবদ্ধ কর। ৩ ॥ আদান ও সন্দান নামক পাশযন্ত্রের দ্বারা আমরা শত্রুদের বদ্ধ করছি। এর দ্বারা তাদের প্রাণ ও অপানবৃত্তি নিরোধ করে বিনাশ করছি। ৪ ॥ এ আদানরূপ (আবন্ধন-সাধন) পাশযন্ত্র আভিচারিক কর্মোক্ত নিয়মের দ্বারা যুক্ত করছি, ইন্দ্র পূর্বে একে তীক্ষ্ম করেছে। এ যুদ্ধে আমাদের যে শত্রুরা আছে, হে অগ্নি, তুমি তাদের পাশযন্ত্রে গ্রহণ কর। ৫ ॥ ইন্দ্র ও অগ্নিদেব, আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তুষ্ট হয়ে আমাদের শত্রুদের বন্ধন করুক। সেরূপ রাজা সোম এবং মরুদ্গণের সাথে যুক্ত ইন্দ্র আমাদের শত্রুদের বন্ধন করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬ একাদশ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'সন্ধানং বঃ' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি সংগ্রাম জয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

যথা মনো মনস্কেতৈঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত মনসোঽনু প্রবায্যম্ ॥ ১ ॥
যথা বাণঃ সুসংশিতঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত পৃথিব্যা অনু সংবতম্ ॥ ২ ॥
যথা সূর্যস্য রশ্ময়ঃ পরাপতন্ত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত সমুদ্রস্যানু বিক্ষরম্ ॥ ৩ ॥

আয়নে তে পরায়ণে দূর্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ।
উৎসো বা তত্র জায়তাং হ্রদো বা পুণ্ডরীকবান্ ॥ ৪ ॥
অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্।
মধ্যে হ্রদস্য নো গৃহাঃ পরাচীনা মুখা কৃধি ॥ ৫ ॥
হিমস্য ত্বা জরায়ুণা শালে পরি ব্যয়ামসি।
শীতহ্রদা হি নো ভুবোঽগ্নিষ্কৃণোতু ভেষজম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা দূরস্থ বিষয়ের সাথে মন যেমন শীঘ্রগামী হয়, হে কাস-শ্লেষ্মাদি রোগরূপ কৃত্যা, তুমি মনোবেগে এ পুরুষের কাছ থেকে শীঘ্র দূরদেশে যাও। ১ ॥ তীক্ষ্ণীকৃত বাণ যেমন ধনু থেকে বিমুক্ত হয়ে শীঘ্র গমন করে, হে কাস, তুমি সেরূপ বাণবেগে পাতালে গমন কর। ২ ॥ সূর্যকিরণ যেমন উদয় লাভ করে শীঘ্র লোকালোক পর্যন্ত গমন করে। হে কাস, তুমিও সূর্যরশ্মির মত সমুদ্র পর্যন্ত শীঘ্র গমন কর। ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার গমনাগমনে আমাদের দেশে পুষ্পযুক্ত কোমল দূর্বা উৎপন্ন হোক। সে গৃহাদিতে উদকপ্রস্রবণ উৎপন্ন হোক অথবা তাম্রসযুক্ত হ্রদ উৎপন্ন হোক। (এর দ্বারা অগ্নিকৃত বাধা যাতে না হয়—তা প্রার্থনা করা হলো)। ৪ ॥ আমাদের এ গৃহ জলের আবাসস্থল হোক, সমুদ্রের গৃহ হোক এবং অগাধ জল বিশিষ্ট হ্রদাদির কাছে আমাদের গৃহ হোক। (এর দ্বারা অগ্নিদাহের অভাব জানান হয়েছে)। হে অগ্নি, তোমার জ্বালারূপ মুখগুলি পরাঙ্মুখ কর। ৫ ॥ হে শাল, শীতল জলের গর্ভবেষ্টনে অবস্থিত শৈবালের দ্বারা তোমাকে বেষ্টন করছি। তুমি শীতল হ্রদযুক্ত হও। আমাদের দ্বারা প্রার্থিত অগ্নি আমাদের গৃহাদির অদাহ-নিমিত্ত ঔষধরূপ হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যথা মনোস্কেতৈঃ' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি কাশ, শ্লেষ্মাদি রোগের নিবারণে প্রযুক্ত হয়েছে। 'আয়নে' ইত্যাদি মন্ত্রগুলির দ্বারা অগ্নিভয় নিবারণের জন্য বিবিধ প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

বিশ্বজিৎ ত্রায়মাণায়ৈ মা পরি দেহি।
ত্রায়মাণে দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ১ ॥
ত্রায়মাণে বিশ্বজিতে মা পরি দেহি।
বিশ্বজিদ্ দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ২ ॥
বিশ্বজিৎ কল্যাণ্যৈ মা পরি দেহি।
কল্যাণি দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ৩ ॥
কল্যাণি সর্ববিদে মা পরি দেহি।
সর্ববিদ্ দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ৪ ॥
ত্বং নো মেধে প্রথমা গোভিরশ্বেভিরা গহি।
ত্বং সূর্যস্য রশ্মিভিস্ত্বং নো অসি যজ্ঞিয়া ॥ ৫ ॥
মেধামহং প্রথমাং ব্রহ্মণ্বতীং ব্রহ্মজূতামৃষিষ্টুতাম্।
প্রপীতাং ব্রহ্মচারিভির্দেবানামবসে হুবে ॥ ৬ ॥
যাং মেধামৃভবো বিদুর্যাং মেধামসুরা বিদুঃ।
ঋষয়ো ভদ্রাং মেধাং যাং বিদুস্তাং মষ্যা বেশয়ামসি ॥ ৭ ॥

যামৃষয়ো ভূতকৃতো মেধাং মেধাবিনো বিদুঃ।
তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কৃণু ॥ ৮ ॥
মেধাং সায়ং মেধাং প্রাতর্মেধাং মধ্যন্দিনং পরি।
মেধাং সূর্যস্য রশ্মিভির্বচসা বেশয়ামহে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ সকল জগতের বশীকারক হে বিশ্বজিৎদেব, ত্রায়মাণ দেবতাকে (জগৎ পালনে অধিকৃত দেবতাকে) স্বস্ত্যয়নকামীর (আমার) রক্ষার জন্য প্রদান কর। হে রক্ষক দেবতা, আমাদের দ্বিপাৎ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পাৎ গবাদি পশুর পালন কর। ১ ॥ হে সর্বজিৎ দেব ও ত্রায়মাণ দেবি, আমাদের রক্ষার জন্য দেবতাকে দাও। আমাদের দ্বিপাৎ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পাৎ গবাদি পশুর রক্ষা কর। ২ ॥ হে বিশ্বজিৎ দেব, সকল মঙ্গলকারী দেবতাকে আমাদের রক্ষায় নিযুক্ত কর। আমাদের দ্বিপাৎ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পাৎ গবাদি পশুর রক্ষা কর। ৩ ॥ হে কল্যাণি, সর্বজ্ঞ দেবতাকে আমার রক্ষার জন্য দাও। হে সর্ববিৎ, আমাদের দ্বিপাৎ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পাৎ গবাদি পশুর রক্ষা কর। ৪ ॥ হে মেধা (শ্রুতধারণ-সামর্থরূপিণি দেবি), দেবতা ও মানুষের দ্বারা উপাস্যমান হয়ে গাভী ও অশ্বের জন্য আমাদের কাছে এস। হে মেধা, সূর্যরশ্মি যেমন সকল জগৎ ব্যাপ্ত করে, সেরূপ তোমার সর্বব্যাপক শক্তিতে আমাদের কাছে এস। তুমি আমাদের যাগযোগ্য হও আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের কাছে এস। ৫ ॥ মেধাকামনায় আমি মুখ্য মেধাদেবীকে আহ্বান করছি। যিনি ধারণাদির দ্বারা বেদযুক্ত, ব্রাহ্মণদের দ্বারা সেবিত, অতীন্দ্রিয়-দর্শী ঋষিদের দ্বারা প্রশংসিত ও ব্রহ্মচারীর দ্বারা সেবিত, দেবতাদের রক্ষার জন্য সে মেধাকে আহ্বান করছি। ৬ ॥ দেবগণ যে মেধাকে জানে, অসুররা যে মেধাকে জানে, বেদশাস্ত্রাদি-বিষয়ক কল্যাণী যে মেধাকে ঋষিগণ জানে, আমার মধ্যে সে মেধাকে স্থাপন করছি। ৭ ॥ মন্ত্রদ্রষ্টা পৃথিব্যাদির সৃষ্টি-সামর্থযুক্ত মেধাবী ঋষিগণ যে মেধাকে জানে, হে অগ্নি, সে মেধার দ্বারা আজ আমাকে মেধাবী কর। ৮ ॥ সন্ধ্যাকালে মেধাকে আমি স্তুতি করি, প্রাতঃকালে সে মেধাদেবীর আমি স্তব করি, মধ্যাহ্নকালে সে মেধার আমি ভজন করি। সূর্যরশ্মির সাথে প্রতিদিন স্তুতিবাক্যে আমার মধ্যে সে মেধাকে আমি স্থাপন করছি। ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯। প্রথম তিনটি মন্ত্র শান্ত্যুদক অভিমন্ত্রণাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'ত্বং নো মেধে' এ পাঁচটি মন্ত্র মেধাজনন কার্যে প্রযুক্ত।

চতুর্থ সূক্ত

পিপ্পলী ক্ষিপ্তভেষজ্যুতাতিবিদ্ধভেষজী।
তা দেবাঃ সমকল্পয়ন্নিয়ং জীবিতবা অলম্ ॥ ১ ॥
পিপ্পল্যঃ সমবদন্তায়তীর্জননাদধি।
যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পূরুষঃ ॥ ২ ॥
অসুরাস্ত্বা ন্যখনন্ দেবাস্ত্বোদবপন্ পুনঃ।
বাতীকৃতস্য ভেষজীমথো ক্ষিপ্তস্য ভেষজীম্ ॥ ৩ ॥
প্রত্নো হি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি।
স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রায়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমা যজস্ব ॥ ৪ ॥
জ্যেষ্ঠঘ্ন্যাং জাতো বিচৃতোর্যমস্য মূলবর্হণাৎ পরি পাহ্যেনম্।
অত্যেনং নেষদ্ দুরিতানি বিশ্বা দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৫ ॥

ব্যাঘ্রেহ্হ্যজনিষ্ট বীরো নক্ষত্রজা জায়মানঃ সুবীরঃ।
স মা বধীৎ পিতরং বর্ধমানো মা মাতরং প্র মিনীজ্জনিত্রীম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : এ পিপ্পলী নামক ওষধি ক্ষিপ্ত নামক বাতরোগের নিবর্তক এবং অন্য সকল রোগের নিপীড়ক। দেবগণ অমৃত মন্থনকালে এ ঔষধ লাভ করেছিল। এ একটি ওষধিই সকল রোগ নিবারণ করে জীবের জীবন দিতে সমর্থ। ১ ॥ পিপ্পলী-জাতীয় ওষধিগুলি অমৃত মন্থন সময়ে উৎপন্ন হয়ে পরস্পর বলাবলি করছিল—আমরা যে পুরুষকে ঔষধরূপে ব্যাপ্ত করব, সে ব্যক্তি যেন বিনষ্ট না হয়। ২ ॥ হে পিপ্পলী, অসুরগণ প্রথমে তোমাকে খনন করেছিল, তারপর দেবগণ প্রাণিহিতের জন্য তোমাকে উদ্ধার করেছে। বাতরোগবিশিষ্ট শরীরের তুমি ঔষধরূপ এবং বার-বার শরীরের ক্ষেপণকারী বাতরোগের নিবর্তক। ৩ ॥ চিরন্তন, সর্বদেবাত্মক এ ওষধি যজ্ঞে দেবতাদের পুরাতন আহ্বানকারী। হে অগ্নি, তুমি নূতন হোতারূপে বেদিতে উপবেশন করে তোমার শরীর আজ্যাদি হবির দ্বারা পূর্ণ কর এবং আমাদের জন্য সৌভাগ্যকর ধন দাও। ৪ ॥ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জাত পুত্র পিতা ভ্রাতাদির হন্তা হয় এবং মূলা নক্ষত্রে জাত পুত্র কুলনাশক হয়। পাপ নক্ষত্রে জাত এ পুত্রকে যমের দ্বারা ক্রিয়মাণ সন্তানমূলোচ্ছেদন থেকে রক্ষা কর : শত বৎসর জীবনলাভের জন্য সকল দুরিত এ পুত্রকে অতিক্রম করুক। ৫ ॥ ব্যাঘ্রের মত ক্রূর পাপ নক্ষত্রে এ পুত্র জন্মেছে। দুষ্ট নক্ষত্রে জাত এ পুত্র শোভন বীর্যযুক্ত হোক। এ বড় হয়ে নিজের পিতা ও মাতাকে যেন বিনাশ না করে (অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর কারণ যেন না হয়)। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। প্রথম তিনটি মন্ত্র সকলপ্রকার বাতরোগ নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। 'প্রত্নো হি' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাপ নক্ষত্রে জাত পুত্রাদির মাঙ্গলিক কার্যে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

ইমং মে অগ্নে পুরুষং মুমুগ্ধ্যয়ং যো বদ্ধঃ সুযতো লালপীতি।
অতোহধি তে কৃণবদ্ ভাগধেয়ং যদানুন্মদিতোহসতি ॥ ১ ॥
অগ্নিষ্টে নি শময়তু যদি তে মন উদ্যুতম্।
কৃণোমি বিদ্বান্ ভেষজং যথানুন্মদিতোহসসি ॥ ২ ॥
দেবৈনসাদুন্মদিতমুন্মত্তং রক্ষসস্পরি।
কৃণোমি বিদ্বান্ ভেষজং যদানুন্মদিতোহসতি ॥ ৩ ॥
পুনস্ত্বা দুরপ্সরসঃ পুনরিন্দ্রঃ পুনর্ভগঃ।
পুনস্ত্বা দুর্বিশ্বে দেবা যথানুন্মদিতোহসসি ॥ ৪ ॥
মা জ্যেষ্ঠং বধীদয়মগ্ন এষাং মূলবর্হণাৎ পরি পাহ্যেনম্।
স গ্রাহ্যাঃ পাশান্ বি চৃত প্রজানন্ তুভ্যং দেবা অনু জানন্তু বিশ্বে ॥ ৫ ॥
উন্মুঞ্চ পাশাংস্ত্বমগ্ন এষাং ত্রয়স্ত্রিভিরুৎসিতা যেভিরাসন্।
স গ্রাহ্যাঃ পাশান্ বি চৃত প্রজানন্ পিতাপুত্রৌ মাতরং মুঞ্চ সর্বান্ ॥ ৬ ॥
যেভিঃ পাশৈঃ পরিবিত্তো বিবদ্ধোহঙ্গেঅঙ্গ আর্পিত উৎসিতশ্চ।
বি তে মুচ্যন্তাং বিমুচো হি সন্তি ভ্রূণঘ্নি পূষন্ দুরিতানি মৃক্ষ্ব ॥ ৭ ॥

ত্রিতে দেবা অমৃজতৈতদেনস্ত্রিত এনন্মনুষ্যেষু মমৃজে।
ততো যদি ত্বা গ্রাহিরানশে তাং তে দেবা ব্রহ্মণা নাশয়ন্তু ॥ ৮ ॥
মরীচীর্ধূমান্ প্র বিশানু পাপন্নুদারান্ গচ্ছোত বা নীহারান্।
নদীনাং ফেনাঁ অনু তান্ বি নশ্য ভ্রূণঘ্নি পূষন্ দুরিতানি মৃক্ষ্ব ॥ ৯ ॥
দ্বাদশধা নিহিতং ত্রিতস্যাপমৃষ্টং মনুষ্যৈনসানি।
ততো যদি ত্বা গ্রাহিরানশে তাং তে দেবা ব্রহ্মণা নাশয়ন্তু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, আমাদের এ ব্যক্তিকে রোগের কারণরূপ পাপ থেকে মুক্ত কর, যে পুরুষ পাপরূপপাশে বন্ধ হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রলাপ বকছে। হে অগ্নি, তোমাকে অধিক হবির ভাগ প্রদান করছি যাতে এ পুরুষ গন্ধর্ব অপ্সরাদি গ্রহজনিত উন্মাদ থেকে মুক্ত হয়। ১ ॥ হে গন্ধর্বগ্রহ-গৃহীত ব্যক্তি, অগ্নি তোমার উন্মাদ রোগের নিবারণ করুক। তোমার মন যদি গ্রহবিকারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে তার কারণ জেনে আমি গ্রহবিকারের ঔষধ দিচ্ছি, যাতে তুমি উন্মাদরহিত হও। ২ ॥ দৈবকৃত পাপ থেকে তথা ব্রহ্মরাক্ষসাদিগ্রহ দ্বারা উন্মত্তদশাপ্রাপ্ত এ ব্যক্তির প্রতীকার জেনে আমি তার ঔষধ দিচ্ছি, যাতে এ ব্যক্তি উন্মাদরহিত হয়। ৩ ॥ হে উন্মাদ-গৃহীত পুরুষ, উন্মাদকারিণী অপ্সরাগণ তোমার উন্মাদ পরিহার করে আমাদের কাছে দিয়েছে। সেরূপ ইন্দ্র, ভগদেব এবং অপর সকল দেবতারা তোমাকে আমাদের কাছে দিয়েছে, যাতে তুমি উন্মাদবিকাররহিত হও। ৪ ॥ হে অগ্নি, এ পরিবিত্ত পিতা, মাতা ও ভ্রাতাদির মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেন বিনাশ না করে। মূলচ্ছেদন দোষে এ পরিবিত্তকে পরিপালন কর অর্থাৎ পরিবেদনদোষের উপশম কর। হে অগ্নি, তুমি বিমোচনের উপায় জেনে গ্রহণশীল পিশাচাদির পাশ বিমুক্ত কর। সকল দেবগণ তোমার অনুমোদন করুক। ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি পিত্রাদির পরিবেদনোদ্ভূত বন্ধনের মোচন কর। মাতা, পিতা ও পুত্র এরা তিনজন যে পরিবেদন দোষোদ্ভব পাশের দ্বারা বন্ধ হয়েছে, তুমি তা মুক্ত কর। [তুমি বিমোচনের উপায় জেনে ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৬ ॥ পাপরূপ পাশের দ্বারা অকৃতদার পুরুষের প্রতিঅঙ্গে গৃহীতদার পুরুষ যে আর্তি উৎপন্ন করেছে, সে পাপরূপ পাশ মুক্ত হোক, যেহেতু পাপমোচনকারী দেবগণ অবস্থান করছেন। হে পূষাদেব, সে পাপগুলি ভ্রূণহত্যা-কারী পুরুষে অভিনিবিষ্ট কর। ৭ ॥ পূর্বে দেবগণ পরিবিত্তসমবেত পাপ ত্রিত নামক আপ্ত্যে স্থাপন করেছিল। সে ত্রিত নিজের এ পাপ মানুষে সঞ্চারিত করে। অতএব হে পরিবিত্ত, তোমার গ্রহণশীল পাপদেবতাকে দেবগণ মন্ত্রের দ্বারা নাশ করুক। ৮ ॥ হে পরিবেদনজনিত পাপ, তুমি অগ্নি সূর্যাদির প্রভায় প্রবেশ কর, অথবা অগ্নির উৎপন্ন ধূমে কিংবা ঊর্ধ্বগত মেঘে অথবা নীহারে অথবা নদীর ফেনযুক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে নানাদিকে যাও। হে পূষাদেব, তুমি সে পাপগুলি ভ্রূণহত্যাকারী পুরুষে অভিনিবিষ্ট কর। ৯ ॥ আপ্ত্য ত্রিতের পাপগুলি পূর্বোক্ত-ক্রমে দ্বাদশ স্থানে নিহিত হয়েছে। (প্রথমে দেবগণে, পরে তিন জলে, তারপর সূর্যাভ্যুদিতাদি আট স্থানে)। সে পাপ এখন মানুষে সমবেত হয়েছে। অতএব হে পরিবিত্ত, তোমার গ্রহণশীল পাপদেবতাকে দেবগণ মন্ত্রের দ্বারা নাশ করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ইমং মে অগ্নে' ইত্যাদি চারটি মন্ত্র গন্ধর্ব, রাক্ষস, অপ্সরা প্রভৃতি ভূতগ্রহাদি থেকে শান্তির জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে। অপর ছয়টি মন্ত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তকর্মে বিবিধ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বাদশ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যদ্‌ দেবা দেবহেডনং দেবাসশ্চকৃমা বয়ম্‌ ।
আদিত্যাস্তস্মান্নো যূয়মৃতস্যর্তেন মুঞ্চত ॥ ১ ॥
ঋতস্যর্তেনাদিত্যা যজত্রা মুঞ্চতেহ নঃ ।
যজ্ঞং যদ্‌ যজ্ঞবাহসঃ শিক্ষন্তো নোপশেকিম ॥ ২ ॥
মেদস্বতা যজমানাঃ স্রুচাজ্যানি জুহ্বতঃ ।
অকামা বিশ্বে বো দেবাঃ শিক্ষন্তো নোপ শেকিম ॥ ৩ ॥
যদ্‌ বিদ্বাংসো যদবিদ্বাংস এনাংসি চকৃমা বয়ম্‌ ।
যূয়ং নস্তস্মান্মুঞ্চত বিশ্বে দেবাঃ সজোষসঃ ॥ ৪ ॥
যদি জাগ্রদ্‌ যদি স্বপন্নেন এনস্যোঽকরম্‌ ।
ভূতং মা তস্মাদ্‌ ভব্যং চ দ্রুপদাদিব মুঞ্চতাম্‌ ॥ ৫ ॥
দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাদিব ।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যং বিশ্বে শুম্ভন্তু মৈনসঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবগণ, দেবনশীল ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে দেবতার ক্রোধজনক যে কার্য আমরা করেছি, হে আদিত্যগণ, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের (প্রণবাদি) মন্ত্রের দ্বারা সে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চাপল্যে উপার্জিত সকল পাপ মন্ত্রসামর্থে দগ্ধ কর। ১ ॥ হে আদিত্যগণ (অদিতির পুত্রগণ), ধ্যেয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মন্ত্রের দ্বারা কর্মাধিকার-বিঘাতক সকল পাপ থেকে আমাদের পৃথক কর। হে যজ্ঞনিবর্তক দেবগণ, আমবা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করে যে পাপের জন্য তা করতে অসমর্থ হয়েছি, সে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ২ ॥ স্ফীত অবয়বযুক্ত পশুর দ্বারা স্রুকের সাহায্যে আহবনীয়ে ঘৃতাদি প্রক্ষেপণকারী যজমান আমরা, হে দেবগণ, পাপবশতঃ তোমাদের ভয়ে ভীত হয়েছি। যাগানুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করে যে পাপের জন্য তা করতে পারছি না, তোমরা আমাদের সে পাপ থেকে মুক্ত কর। ৩ ॥ জ্ঞান-বশতঃ অথবা অজ্ঞানবশতঃ যে পাপ আমরা করেছি, হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা প্রীত হয়ে সে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪ ॥ অজ্ঞানে জাগ্রদবস্থায় অথবা স্বপ্নে যে পাপ আমি করেছি, পাদবন্ধনসমর্থ বৃক্ষের মত সে উভয়বিধ পাপ থেকে ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রাণিগণ আমাকে মুক্ত করুক। ৫ ॥ কাষ্ঠময় পাদবন্ধনের মত পাপ থেকে মুক্তিকামী আমি, স্বেদযুক্ত পুরুষ স্নান করে দেহের মল থেকে যেমন বিযুক্ত হয়, সেরূপ পাপ থেকে বিযুক্ত হবো। পবিত্রের দ্বারা পবিত্র আজ্যের মত, সকল দেব-গণ আমাকে পাপ থেকে শুদ্ধ করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। দ্বাদশ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তারমধ্যে এ সূক্ত মহাশান্তিকর্মে আজ্য, সমিৎ ও পুরোডাশাদি হোমে বিনিযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

যদ্‌ যামং চক্রুর্নিখনন্তো অগ্রে কার্ষীবণা অন্নবিদো ন বিদ্যয়া ।
বৈবস্বতে রাজনি তজ্জুহোম্যথ যজ্ঞিয়ং মধুমদস্তু নোঽন্নম্‌ ॥ ১ ॥
বৈবস্বতঃ কৃণবদ্‌ ভাগধেয়ং মধুভাগো মধুনা সং সৃজাতি ।
মাতুর্যদেন ইষিতং ন আগন্‌ যদ্‌ বা পিতাপরাদ্ধো জিহীডে ॥ ২ ॥

যদীদং মাতুর্যদি বা পিতুর্নঃ পরি ভ্রাতুঃ পুত্রাচ্চেতস এন আগন্‌।
যাবন্তো অস্মান্‌ পিতরঃ সচন্তে তেষাং সর্বেষাং শিবো অস্তু মন্যুঃ ॥ ৩ ॥
অপমিত্যমপ্রতীত্তং যদস্মি যমস্য যেন বলিনা চরামি।
ইদং তদগ্নে অনৃণো ভবামি ত্বং পাশান্‌ বিচৃতং বেত্থ সর্বান্‌ ॥ ৪ ॥
ইহৈব সন্তঃ প্রতি দদ্ম এনজ্জীবা জীবেভ্যো নি হরাম এনৎ।
অপামিত্য ধান্যং যজ্জঘসাহমিদং তদগ্নে অনৃণো ভবামি ॥ ৫ ॥
অনৃণা অস্মিন্ননৃণাঃ পরস্মিন্‌ তৃতীয়ে লোকে অনৃণাঃ স্যাম।
যে দেবযানাঃ পিতৃযাণাশ্চ লোকাঃ সর্বান্‌ পথো অনৃণা আ ক্ষিয়েম ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ পূর্বে ভূমি খনন করে অসুরগণ যমসম্বন্ধী যে প্রাণাপহরণাদি কর্ম করত, তা অজ্ঞজনেরা জানত না। অতএব আজ্যমধু তৈলাদি আদিত্যপুত্র রাজা যমের উদ্দেশে হবি-রূপে অর্পণ করছি। সে যাগযোগ্য অন্ন মাধুর্যযুক্ত হয়ে আমাদের ভোগের যোগ্য হোক। ১ ॥ আদিত্যপুত্র যম নিজের জন্য হবির ভাগ করুক। মাধুর্যযুক্ত হবির ভাগ মাধুর্যযুক্ত ক্ষীরঘৃতাদির দ্বারা যুক্ত হয়ে আমাদের কাছে আসুক। মায়ের কাছ থেকে প্রেরিত হয়ে পাপ কৃতাপরাধী আমাদের কাছে এসেছে অথবা পিতা আমাদের কৃত অপরাধের দ্বারা বিমুখ হয়ে যে ক্রোধ করেছে, তার উপশম হোক। ২ ॥ এ পরিদৃশ্যমান পাপ যদি মায়ের কাছ থেকে এসে থাকে, অথবা পিতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি অন্য পরিজন কিংবা নিজের মন থেকে আমাদের কাছে এসে থাকে, সে পাপের দ্বারা ক্রুদ্ধ পিতৃপুরুষগণ আমাদের সাথে মিলিত হয়েছে, তাদের সকলের ক্রোধের উপশম হোক। ৩ ॥ উত্তমর্ণের কাছে ঋণ করে যা পরিশোধ করা হয় নি, যে ঋণের জন্য আমি যমের বশীভূত হয়েছি, হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমি সে ঋণ থেকে মুক্ত হবো, কারণ তুমি ঋণোদ্ভব সে সকল পারলৌকিক পাশ মুক্ত করতে সমর্থ। ৪ ॥ এ জগতে থেকে ঋণের পরিশোধ করব, এ জগতে আমাদের জীবিতকালেই উত্তমর্ণের দেহত্যাগের পূর্বেই তার ঋণ শোধ করব। উত্তমর্ণের কাছ থেকে যে ধান্যাদি আমি খেয়েছি, হে অগ্নি, এখন সে পরকীয় অন্ন ভক্ষণের জন্য ঋণ-নিমিত্ত নরকপাত থেকে আমি মুক্ত হবো। ৫ ॥ হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে এ জগতে লৌকিক ও বৈদিক সকল ঋণ থেকে আমরা মুক্ত হবো। এ দেহত্যাগের পর স্বর্গাদি লোকে অঋণী হবো এবং স্বর্গাদির উৎকৃষ্ট নাকপৃষ্ঠাদিতেও আমরা অঋণী হবো। দেবযান ও পিতৃযান যে সকল পথ আছে, সে সকল পথে আমরা অঋণী হয়ে যাব। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যৎ যামং চক্রুঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র ঘৃত, তৈল ও মধুর অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজ্যাহুতি দিতে হবে। 'অপমিত্যং অপ্রতীত্তং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা উত্তমর্ণ মারা গেলেও তার পুত্র বা তার সগোত্রদের নিকট ঋণী ব্যক্তি দ্রব্য প্রত্যর্পণ করবে।

তৃতীয় সূক্ত

যদ্ধস্তাভ্যাং চকৃম কিল্বিষাণ্যক্ষাণাং গত্নমুপলিপ্সমানাঃ।
উগ্রং পশ্যে উগ্রজিতৌ তদদ্যাপ্সরসাবনু দত্তামৃণং নঃ ॥ ১ ॥
উগ্রং পশ্যে রাষ্ট্রভৃৎ কিল্বিষাণি যদক্ষবৃত্তমনু দত্তং ন এতৎ।
ঋণান্নো নর্ণমেৎর্সমানো যমস্য লোকে অধিরজ্জুরায়ৎ ॥ ২ ॥

যস্মা ঋণং যস্য জায়ামুপৈমি যং যাচমানো অভ্যৈমি দেবাঃ।
তে বাচং বাদিষুর্মোত্তরাং মদ্দেবপত্নী অপ্সরসাবধীতম্ ॥ ৩ ॥
যদদীব্যন্নৃণমহং কৃণোম্যদাস্যন্নগ্ন উত সংগৃণামি।
বৈশ্বানরো নো অধিপা বসিষ্ঠ উদিন্নয়াতি সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ৪ ॥
বৈশ্বানরায় প্রতি বেদয়ামি যদ্যৃণং সংগরো দেবতাসু।
স এতান্ পাশান্ বিচৃতং বেদ সর্বানথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৫ ॥
বৈশ্বানরঃ পবিতা মা পুনাতু যৎ সংগরমভিধাবাম্যাশাম্।
অনাজানন্ মনসা যাচমানো যৎ তত্রৈনো অপ তৎ সুবামি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হস্তপাদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পাপ আমরা করেছি এবং ইন্দ্রিয়সকলের লক্ষ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয় উপভোগের কামনায় যে ঋণ আমরা করেছি, হে তীক্ষ্ম-দর্শন ও উগ্রজিৎ নামক অপ্সরাদ্বয়, আজ তোমরা আমাদের সে পূর্বোক্ত ঋণ উত্তমর্ণ-দের দিয়ে দাও। ১ ॥ হে তীক্ষ্মদর্শন ও রাষ্ট্রভৃৎ নামক অপ্সরাদ্বয়, যে সকল পাপ ও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সকলের জন্য যে ঋণরূপ পাপ ; সে সকল তোমরা নিবারণ কর। ঋণী বলে যমলোকে উত্তমর্ণ ঋণ দ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা করে পাশহস্তে আমাদের কাছে যেন না আসে। ২ ॥ যে উত্তমর্ণের কাছে বস্ত্র, হিরণ্য, ধান্যাদি আমি ঋণ করেছি, যে পুরুষের ভার্যার কাছে আমি কামুক হয়ে গিয়েছি, যে পুরুষের কাছে আমি ধন প্রার্থনা করেছি, হে দেবগণ, তারা যেন আমাকে প্রতিকূল বাক্য না বলে। হে দেবপত্নী অপ্সরাদ্বয়, তোমরা আমার বিজ্ঞপ্তি স্মরণ কর। ৩ ॥ ব্যবহার করতে অসমর্থ হয়ে যে ঋণ আমি করেছি, হে অগ্নি, দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা আমি ফিরে দিই নি। সকল লোকের হিতকারী, সকলের পালক অগ্নি নিজেই আমাকে সুকৃত লোকে নিয়ে যাক। ৪ ॥ বৈশ্বানর অগ্নিদেবকে নিবেদন করছি আমার লৌকিক ও বৈদিক ঋণ, যা দেবতাবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, সকলের হিতকর বৈশ্বানর অগ্নি সে সকল ঋণরূপ পাশবন্ধন মুক্ত করতে জানে। ঋণরূপ পাশ-ছেদনের পর পরিপক্ক স্বর্গাদি ফল আমরা লাভ করব। ৫ ॥ সকল ভাবের শুদ্ধিকর্তা বৈশ্বানর অগ্নি আমাকে শুদ্ধ করুক। ঋণ শোধ করব বলে কেবল মুখে যে প্রতিজ্ঞা করেছি (কিন্তু শোধ করি নি), দেবতাদের কেবল অভিলাষ উৎপন্ন করেছি, কিন্তু যাগাদিরূপ ঋণশোধ না করে মনে মনে ঐহিক সুখ প্রার্থনা করেছি। অজ্ঞান ও বিপর্যয়জ্ঞানহেতু মিথ্যা আচরণরূপ যে পাপ উৎপন্ন হয়েছে, সেগুলি আমাদের থেকে চলে যাক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ৫ম মন্ত্রে বৈদিক ঋণের পরিশোধের উপায় হচ্ছে—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেব-ঋণ এবং পুত্রাদির দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করতে হয়। 'ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ'—(তৈত্তরীয় সংহিতা—৬।৩।১০।৫)।

চতুর্থ সূক্ত

যদন্তরিক্ষং পৃথিবীমুত দ্যাং যন্মাতরং পিতরং বা জিহিংসিম।
অয়ং তস্মাদ্ গার্হপত্যো নো অগ্নিরুদিন্নয়াতি সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ১ ॥
ভূমির্মাতাদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরিক্ষমভিশস্ত্যা নঃ।
দ্যৌর্নঃ পিতা পিত্র্যাচ্ছং ভবাতি জামিমৃত্বা মাব পৎসি লোকাৎ ॥ ২ ॥

যত্রা সুহার্দঃ সুকৃতো মদন্তি বিহায় রোগং তন্বঃ স্বায়াঃ।
অশ্লোণা অঙ্গৈরহ্রুতাঃ স্বর্গে তত্র পশ্যেম পিতরৌ চ পুত্রান্ ॥ ৩ ॥
বিষাণা পাশান্ বি ষ্যাধ্যস্মদ্ য উত্তমা অধমা বারুণা যে।
দুষ্বপ্ন্যং দুরিতং নি ষ্বাস্মদথ গচ্ছেম সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ৪ ॥
যদ্ দারুণি বধ্যসে যচ্চ রজ্জ্বাং যদ্ ভূম্যাং বধ্যসে যচ্চ বাচা।
অয়ং তস্মাদ্ গার্হপত্যো নো অগ্নিরুদিন্নয়াতি সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ৫ ॥
উদগাতাং ভগবতী বিচৃতৌ নাম তারকে।
প্রেহামৃতস্য যচ্ছতাং প্রৈতু বন্ধকমোচনম্ ॥ ৬ ॥
বি জিহীষ্ব লোকং কৃণু বন্ধান্মুঞ্চাসি বন্ধকম্।
যোন্যা ইব প্রচ্যুতো গর্ভঃ পথঃ সর্বাঁ অনু ক্ষিয় ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ অন্তরিক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোকের জনগণের হিংসা করে যে পাপ করেছি, মাতা পিতার প্রতিকূল আচরণ করে যে পাপ অর্জন করেছি, সে উভয়বিধ পাপ থেকে এ গার্হপত্য অগ্নি আমাদের সুকৃত লোকে নিয়ে যাক। ১ ॥ পৃথিবী আমাদের মাতা, দেবমাতা অদিতি জননকারণ, অন্তরিক্ষলোক আমাদের ভ্রাতা, তারা সকলে মিথ্যাপবাদ-জনিত পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। সেরূপ দ্যুলোক আমাদের পিতা, পিতৃঋণ থেকে মুক্ত করে আমাদের সুখী করুক। আমি বৃথা প্রাণত্যাগ করে, যাগহোমাদির অনুষ্ঠান না করে স্বর্গলোক থেকে অধোগতি লাভ যেন না করি। ২ ॥ যে উত্তম স্বর্গাদি লোকে শোভনহৃদয় শোভন যাগাদির অনুষ্ঠানকারী জনগণ নিজের শরীরের পাপফলভূত রোগাদি পরিত্যাগ করে দুঃখাসংস্পৃষ্ট কেবল সুখানুভবে হৃষ্ট হয়, আমরাও হস্তপাদাদির দ্বারা রোগরহিত ও অকুটিলগতি হয়ে পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য স্বর্গাদি থেকে পিতা, মাতা, আত্মীয় ও পুত্রাদির সাক্ষাৎ করব। ৩ ॥ হে নির্ঋতিদেবতা, আমাদের পাশগুলি আমাদের কাছ থেকে মুক্ত কর। ঊর্ধ্ব ও অধোদেহস্থিত বরুণের পাশ বিমুক্ত কর, তারপর আমরা সুকৃত লোকে যাব। ৪ ॥ হে পুরুষ, তুমি দারুণ কাষ্ঠবিশেষে, রজ্জুতে, ভূমিতে এবং রাজাজ্ঞার দ্বারা যে বন্ধ হয়েছে, সে সকল বন্ধন থেকে আমাদের গার্হপত্য অগ্নি তোমাকে উদ্ধার করুক। ৫ ॥ সৌভাগ্যযুক্ত বিচৃৎ (মূলা) নামক নক্ষত্রদ্বয় এ বন্ধ পুরুষে অমৃতত্ব দিক; এ পুরুষ বন্ধন থেকে মুক্ত হোক। ৬ ॥ হে বন্ধনাভিমানী দেব, তুমি নানাভাবে গমন কর। বন্ধনার্ত এ পুরুষের স্থান করে দাও, বন্ধন থেকে এ পুরুষকে মুক্ত কর। হে পুরুষ, গর্ভাশয় থেকে বহির্গত গর্ভের মত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তুমি সকল পথে গমন কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'বিষাণা পাশান্' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দারু, লোহ, রজ্জু প্রভৃতির বন্ধন মোচনের জন্য অভিমন্ত্রণ করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

এতং ভাগং পরি দদামি বিদ্বান্ বিশ্বকর্মন্ প্রথমজা ঋতস্য।
অস্মাভির্দত্তং জরসঃ পরস্তাদচ্ছিন্নং তন্তুমনু সং তরেম ॥ ১ ॥
ততং তন্তুমন্বেকে তরন্তি যেষাং দত্তং পিত্র্যমায়নেন।
অবন্ধ্বেকে দদতঃ প্রযচ্ছন্তো দাতুং চেচ্ছিক্ষান্ত্স স্বর্গ এব ॥ ২ ॥
অন্বারভেথামনুসংরভেথামেতং লোকং শ্রদ্দধানাঃ সচন্তে।
যদ্ বাং পক্বং পরিবিষ্টমগ্নৌ তস্য গুপ্তয়ে দম্পতী সং শ্রয়েথাম্ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞং যন্তং মনসা বৃহন্তমন্বারোহামি তপসা সযোনিঃ।
উপহূতা অগ্নে জরসঃ পরস্তাৎ তৃতীয়ে নাকে সধমাদং মদেম ॥ ৪ ॥
শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্ সাদয়ামি।
যৎকাম ইদমভিষিঞ্চামি বোঽহমিন্দ্রো মরুত্বান্ত্স দদাতু তস্মে ॥ ৫ ॥
এতং সধস্থাঃ পরি বো দদামি যং শেবধিমাবহাজ্জাতবেদাঃ।
অন্বাগন্তা যজমানঃ স্বস্তি তং স্ম জানীত পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬ ॥
জানীত স্মৈনং পরমে ব্যোমন্ দেবাঃ সধস্থা বিদ লোকমত্র।
অন্বাগন্তা যজমানঃ স্বস্তীষ্টাপূর্তং স্ম কৃণুতাবিরস্মৈ ॥ ৭ ॥
দেবাঃ পিতরঃ পিতরো দেবাঃ। যো অস্মি সো অস্মি।
স পচামি স দদানি স যজে স দত্তান্মা যূষম্ ॥ ৮ ॥
নাকে রাজন্ প্রতি তিষ্ঠ তত্রৈতৎ প্রতি তিষ্ঠতু।
বিদ্ধি পূর্তস্য নো রাজন্ত্স দেব সুমনা ভব ॥ ৯ ॥
দিবো নু মাং বৃহতো অন্তরিক্ষাদপাং স্তোকো অভ্যপপ্তদ্ রসেন।
সমিন্দ্রিয়েণ পয়সাহমগ্নে ছন্দোভির্যজ্ঞৈঃ সুকৃতাং কৃতেন ॥ ১০ ॥
যদি বৃক্ষাদভ্যপপ্তৎ ফলং তদ্ যদ্যন্তরিক্ষাৎ স উ বায়ুরেব।
যত্রাস্পৃক্ষৎ তন্বো যচ্চ বাসস আপো নুদন্তু নির্ঋতিং পরাচৈঃ ॥ ১১ ॥
অভ্যঞ্জনং সুরভি স সমৃদ্ধির্হিরণ্যং বর্চস্তদু পূত্রিমমেব।
সর্বা পবিত্রা বিততাধ্যস্মৎ তন্মা তারীন্নির্ঋতির্মো অরাতিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিশ্বকর্মা দেব, তুমি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভরূপে সকল জগতের স্রষ্টা, তোমার এ মহিমা জেনে এ হবির ভাগ তোমাকে অর্পণ করছি। এ লোকে আমাদের, প্রদত্ত এ ভাগ জরা পর্যন্ত আয়ু লাভ করে এ দেহ পরিত্যাগ করে অবিছিন্নরূপে বিস্তৃত হোক অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিরূপে অনুপ্রবেশ করে এর আচরণ আমরা করব। ১ ॥ কেউ কেউ ঋণী থেকে দেহপাতের পর পুত্রপৌত্রাদিতে বিস্তৃত হয়ে ঋণ অতিক্রম করে (অর্থাৎ পুত্রাদি পিতার ঋণ শোধ করে)। যাদের পিতৃগত ঋণ পুত্রপৌত্রাদি পরিশোধ করে, তারা ঋন থেকে মুক্ত হয়। বন্ধুরহিত কেউ কেউ পিতৃকৃত অথবা আত্মকৃত ঋণ পরিশোধ করে অথবা অসমর্থ হলে কেবল প্রত্যর্পণের ইচ্ছা করে অঋণী হয়ে স্বর্গ লাভ করে থাকে। ২ ॥ হে দম্পতী, পরলোক-হিত সৎকর্মের আরম্ভ কর এবং তাতে যুক্ত থাক। (অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্মের অনারম্ভ এবং আরব্ধের পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নয়)। স্বর্গাদি লোকে শ্রদ্ধাশীল জন আস্তিক্যবুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান করে; হে দম্পতী, তোমরাও শ্রদ্ধাশীল হও। ব্রাহ্মণদের দেয় তোমাদের যে পক্ক অন্ন এবং অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশে যে হবিরূপ অন্ন প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তার রক্ষণের জন্য তোমরা যত্নশীল হও। ৩ ॥ অনশনাদি তপস্যার দ্বারা দিব্য-দেহোৎপত্তির বীজরূপ অপূর্বের সাথে আমি দেবতার প্রতি গমনশীল মহান যজ্ঞে মনের দ্বারা প্রবেশ করব। (সর্বপ্রকারে যজমান তপস্বী হবে)। হে অগ্নি, তোমার দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে জরাপর্যন্ত এ লোকে থেকে মনুষ্য শরীর পরিত্যাগ করে তৃতীয় দুঃখরহিত স্বর্গলোকে পুত্র পৌত্রাদির সাথে হৃষ্ট হবো। ৪ ॥ শুদ্ধ, জগৎপবিত্রকারক, স্ত্রীরূপ, যাগযোগ্য এ জলগুলি চার ঋত্বিক ব্রাহ্মণদের হস্তে প্রক্ষালনের দ্বারা আমাদের উপভোগের জন্য স্থাপন করছি। যে ফলের কামনা করে এখন হে জলসকল, তোমাদের আমি অভিষেক করছি, মরুদ্গণের সাথে যুক্ত হয়ে ইন্দ্র আমাদের সে ফল দিক। ৫ ॥ হে সাহায্যকারী দেবগণ, রক্ষার জন্য এ হবির ভাগ তোমাদের দিচ্ছি,

নিধিরূপ সে ভাগ জাতবেদা অগ্নি তোমাদের কাছে পেঁৗছে দিচ্ছে, এ যজমান মঙ্গলের সাথে সে রত্নের অনুগমন করবে, উৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে অনুগমনকারী সে যজমানকে তোমরা বিস্মৃত হয়ো না। ৬॥ হে একত্র নিবাসকারী দেবগণ, সে উৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে এ যজমানকে মনে রেখো। হে দেবগণ, কর্মানুষ্ঠান সময়ে তোমরা স্বর্গলোকে এ যজমানের স্থান জান। এ যজমানকে তৎকৃত ইষ্ট ও পূর্তের ফল প্রদান কর। (শ্রুত্যুক্ত যাগাদি কর্ম ইষ্ট এবং স্মৃত্যুক্ত বাপী কূপ তড়াগাদি খনন কর্ম পূর্ত)। ৭॥ বসু রুদ্রাদি দেবগণ আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহরূপ পিতৃদেবতা। আমাদের মানুষ পিতৃগণ পূর্বোক্ত দেবরূপ। আমি যার, আমি তার অর্থাৎ স্ব-পিতারই আমি পুত্র। অতএব তার আমি পাকযজ্ঞ করছি, দান করছি, যাগ করছি, সে আমি পুত্রাদির অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি-জন্য ফল থেকে যেন বিচ্যুত না হই। (মাতাপিতার ব্যভিচার থাকলেও এ মন্ত্রপাঠ-সামর্থে যথাযোগ্য সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়—সায়ণাচার্য)। ৮॥ হে রাজা সোম, স্বর্গলোকে আমাদের অপরাধ ভুলে সুখে অবস্থান কর। সে স্বর্গলোকে আমাদের কৃত ইষ্টাপূর্ত প্রতিষ্ঠিত হোক অর্থাৎ ফলপ্রদানসমর্থ হোক। হে রাজা, আমাদের ইষ্টাপূর্ত জান, এ কর্মের এরূপ ফল দেয়, এরূপ মনে মনে স্থির কর। হে দেব, তুমি শোভনমনস্ক হও। ৯॥ দ্যুলোক হতে অথবা বৃহৎ অন্তরিক্ষ থেকে নির্মেঘ জলবিন্দু নিজ রসের সাথে আমার উপর পতিত হয়েছে। হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে অকাল বর্ষণ-বিন্দুর সেক-জনিত দোষ এ প্রক্ষালনের দ্বারা পরিহার করে ইন্দ্রের তেজ-রূপ অমৃতের সাথে আমি যুক্ত হবো। সেরূপ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ-যুক্ত মন্ত্রের দ্বারা শোভন কর্মফলের সাথে আমি যুক্ত হবো। (এ সকলের নিবর্তক হচ্ছে বৃষ্টির জলবর্ষণ)। ১০॥ বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে যদি বর্ষণবিন্দু আমার উপর পতিত হয়, তা বৃক্ষের ফলরূপ, যদি অন্তরিক্ষ থেকে বারিবিন্দু পতিত হয়, তা বায়ুরূপ (অতএব আমাদের তাতে দোষ নেই)। শরীরের যে অঙ্গে এবং যে বন্দ্রে বারিবিন্দু পতিত হবে, সে বর্ষণবিন্দুরূপে পতিত অনিষ্টকরী পাপদেবতা নির্ঋতি-দেবীকে, প্রক্ষালনের দ্বারা এ শুদ্ধ জল আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিক। ১১॥ এ বর্ষণজল আমার অঙ্গে পতিত হয়ে অভ্যঙ্গসাধক, সুরভি তৈলরূপ ও সমৃদ্ধির কারণ হয়। এটা আমাদের পক্ষে স্বর্ণময় অলঙ্কাররূপ, বলদায়ক ও পবিত্রসাধক, কোন দোষাবহ নয়। সকল পবিত্রসাধক অভ্যঞ্জনাদি আমাদের উপর বিস্তৃত হয়েছে বলে পাপদেবতা নির্ঋতি আমাদের অতিক্রম না করুক এবং শত্রু আমাদের অতিক্রম না করুক। ১২॥

টীকাঃ ১-১২। 'এতং ভাগং' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রের দ্বারা সবযজ্ঞে হোম করবে। সেরূপ অগ্নিষ্টোমে হবির্ধানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে এ মন্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রণ করবে। 'দিবো নু মাং বৃহতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আকাশোদক প্লাবন দোষ শান্তির জন্য জল অভিমন্ত্রিত করে শরীরে প্রক্ষালন করতে হবে।

ত্রয়োদশ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সংনদ্ধো অসি বীডয়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ১॥

দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যোজ উদ্ভৃতং বনস্পতিভ্যঃ পর্যাভৃতং সহঃ।
অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্যোজো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ।
স ইমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ৩ ॥
উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে বন্বতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাদ্ দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ ৪ ॥
আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা অভি ষ্টন দুরিতা বাধমানঃ।
অপ সেধ দুন্দুভে দুচ্ছুনামিত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীডয়স্ব ॥ ৫ ॥
প্রামূং জয়াভীমে জয়ন্তু কেতুমদ্ দুন্দুভির্বাবদীতু।
সমশ্বপর্ণাঃ পতন্তু নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে বৃক্ষনির্মিত রথ, তোমার অঙ্গগুলি দৃঢ় হোক, আমরা যার মিত্রতুল্য সে শত্রুদের বিতাড়ক ও শোভন যোদ্ধার সাথে যুক্ত হোক। গাভীর চর্মময় রজ্জুর দ্বারা তুমি দৃঢ়বদ্ধ, অতএব তুমি দৃঢ় সংগ্রামযোগ্য হও। তোমার অধিষ্ঠাতা পুরুষ পরকীয় সৈন্যদের জয় করুক। ১ ॥ দ্যুলোক ও পৃথিবী থেকে তোমার বল উদ্ধৃত হয়েছে। (দ্যুলোকের বৃষ্টির জলসেকে ও পার্থিব অবয়বের দ্বারা তোমার সার উদ্ধৃত হয়ে রথরূপে নির্মিত হয়েছে)। সেরূপ সারবান বৃক্ষের কাছ থেকে আহৃত শত্রুর পরভবকারী বল হচ্ছে এ রথ। এ রথ জলের বলরূপ অর্থাৎ জলের দ্বারা সংবর্ধিত বৃক্ষের বিকার-বিশেষ, গাভীর চর্মের দ্বারা আবৃত ইন্দ্রের বজ্রতুল্য অপ্রতিহতগতি। হে হোতা, এরূপ রথকে হবির দ্বারা তুষ্ট কর। ২ ॥ হে দেব রথ, তুমি ইন্দ্রের বলরূপ, মরুদ্গণের সমুদয় বল, মিত্রদেবের গর্ভবৎ অন্তরস্থিত পালনীয় ও বরুণদেবের নাভিসদৃশ। তুমি এ যজ্ঞে আমাদের দীয়মান হবি গ্রহণ কর। ৩ ॥ হে দুন্দুভি, তোমার শব্দে ভূলোক ও দ্যুলোক পূর্ণ কর। শ্রোত্র-সুখকর তোমার জয়শব্দ সকল লোক প্রার্থনা করুক। হে দুন্দুভি, তুমি সংগ্রামাধিপতি ইন্দ্র ও তার অনুচর মরুদ্গণের দ্বারা লোকে যতটা দূর প্রদেশ মনে করে তা থেকেও অতি দূরদেশে আমাদের শত্রুদের সরিয়ে দাও। ৪ ॥ হে দুন্দুভি, তুমি শত্রুর সৈন্যদের কাঁদিয়ে দাও, আমাদের বল বৃদ্ধি কর। পরাজয় নিমিত্ত পাপের (অথবা শত্রুকৃত দুঃখের) নিবারণ করে শত্রুর হৃদয়ভঞ্জক শ্রুতিকটু কর্কশ শব্দ কর। এ যুদ্ধরঙ্গ থেকে দুঃখকর শত্রুসেনাদের হটিয়ে দাও। তুমি ইন্দ্রদেবের মুষ্টির মত শত্রুর ভঞ্জক, অতএব তুমি দৃঢ় হও। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, ঐ দূরে দৃশ্যমান শত্রুসেনাদের পরাজিত কর, আর পুরোবর্তী আমাদের এ সৈন্যগণ শত্রুর দিকে এগিয়ে গিয়ে জয়লাভ করুক। এ দুন্দুভি প্রজ্ঞানের মত উচ্চ ধ্বনি করুক। আমাদের সেনানায়ক অশ্বারূঢ় হয়ে যুদ্ধভূমির এদিক সেদিক গমন করুক এবং আমাদের রথীগণ জয় লাভ করুক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। ত্রয়োদশ অনুবাকে ৯টি সূক্ত, তার মধ্যে 'বনস্পতে বীড্বঙ্গঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা নূতন রথ অভিমন্ত্রিত করে জয়কাম রাজাকে রথে আরোহণ করাতে হবে। 'উপ শ্বাসয়' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা শত্রুসেনার ত্রাস, বিদ্বেষ প্রভৃতি কার্যে ভেরী প্রভৃতি বাদ্য তিনবার বাজিয়ে বাদককে দিতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিদ্রধস্য বলাসস্য লোহিতস্য বনস্পতে।
বিসল্পকস্যোষধেঽমোচ্ছিষঃ পিশিতং চন ॥ ১ ॥

যৌ তে বলাস তিষ্ঠতঃ কক্ষে মুষ্কাবপশ্রিতৌ।
বেদাহং তস্য ভেষজং চীপদ্রুরভিচক্ষণম্ ॥ ২ ॥
যো অঙ্গ্যো যঃ কর্ণ্যো যো অক্ষ্যোর্বিসল্পকঃ।
বি বৃহামো বিসল্পকং বিদ্রধং হৃদয়াময়ম্।
পরা তমজ্ঞাতং যক্ষ্মমধরাঞ্চং সুবামসি ॥ ৩ ॥
শকধূমং নক্ষত্রাণি যদ্ রাজানমকুর্বত।
ভদ্রাহমস্মৈ প্রাযচ্ছন্নিদং রাষ্ট্রমসাদিতি ॥ ৪ ॥
ভদ্রাহং নো মধ্যন্দিনে ভদ্রাহং সায়মস্তু নঃ।
ভদ্রাহং নো অহ্নাং প্রাতা রাত্রী ভদ্রাহমস্তু নঃ ॥ ৫ ॥
অহোরাত্রাভ্যাং নক্ষত্রেভ্যঃ সূর্যাচন্দ্রমসাভ্যাম্।
ভদ্রাহমস্মভ্যং রাজন্ছকধূম ত্বং কৃধি ॥ ৬ ॥
যো নো ভদ্রাহমকরঃ সায়ং নক্তমথো দিবা।
তস্মৈ তে নক্ষত্ররাজ শকধূম সদা নমঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে বনস্পতি, হে ওষধি, বিদারণশীল ব্রণবিশেষের, শরীরের ক্ষয়কারী কাশ-শ্বাসাদির, রক্তস্রাব রোগের, নাড়ীমুখে শরীরের মধ্যে প্রবেশকারী বিসর্পক রোগের নিবাসরূপ দুষ্ট মাংসাদির নিবারণ কর। ১ ॥ হে কাশ-শ্বাসাদি রোগ; তোমার যে দুটি বিকার বাহুমূল ও অণ্ডকে আশ্রয় করে আছে, তার ঔষধ আমি জানি। 'চিপদ্রু' নামক বৃক্ষ হচ্ছে এ রোগের নিবর্তক ঔষধ। ২ ॥ যে বিসর্পক রোগ হস্তপদাদি, কর্ণ ও চক্ষুদ্বয়ে উৎপন্ন হয়েছে, তাদের সমূলে উন্মূলিত করছি। বিদারণস্বভাব ব্রণবিশেষ ও অন্য হৃদ্রোগের নিবারণ করছি। সেরূপ অজ্ঞাত যক্ষ্মাদি রোগকে পরাঙ্মুখ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ৩ ॥ পূর্বে শকধূম (অগ্নি) রূপ ব্রাহ্মণকে নক্ষত্রসকল তাদের রাজা (চন্দ্র) করে কল্যাণপ্রদ কাল দিয়েছিল, কারণ এর নক্ষত্র-মণ্ডলের আধিপত্য হবে অর্থাৎ এর বশে সব কিছু থাকবে। ৪ ॥ আমাদের মধ্যাহ্নে শোভন দিন হোক, সেরূপে আমাদের সায়ংকাল পুণ্যাহ হোক, আমাদের পূর্বাহ্নকাল পুণ্যাহ হোক এবং আমাদের রাত্রি শুভকাল হোক। ৫ ॥ অহোরাত্রির কাছ থেকে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের কাছ থেকে ও সূর্য-চন্দ্রমার কাছ থেকে হে ব্রাহ্মণাত্মক শকধূম, হে নক্ষত্রাধিপতি, তুমি আমাদের জন্য শুভকাল নিয়ে এস। ৬ ॥ হে ব্রাহ্মণাত্মক শকধূম, হে নক্ষত্রাধিপতি সোম, যে তুমি আমাদের সন্ধ্যাকাল, রাত্রি ও দিন সুদিন করেছ, সে তোমার উদ্দেশে সর্বদা নমস্কার। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'বিদ্রধস্য বলাসস্য' ইত্যাদি মন্ত্র জলোদর, বিসর্পাদি রোগের চিকিৎসার জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে। 'শকধূম' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রের দ্বারা স্বস্ত্যয়নকামী ব্যক্তি আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশাদি দ্রব্যের দ্বারা যাগ করবে।

তৃতীয় সূক্ত

ভগেন মা শাংশপেন সাকমিন্দ্রেণ মেদিনা।
কৃণোমি ভগিনং মাপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ১ ॥
যেন বৃক্ষাঁ অভ্যভবো ভগেন বর্চসা সহ।
তেন মা ভগিনং কৃণ্বপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ২ ॥
যো অন্ধ্যো যঃ পুনঃসরো ভগো বৃক্ষেস্বাহিতঃ।
তেন মা ভগিনং কৃণ্বপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ৩ ॥

রথজিতাং রাথজিতেয়ীনামপ্সরসামস্নং স্মরঃ।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ৪ ॥
অসৌ মে স্মরতাদিতি প্রিয়ো মে স্মরতাদিতি।
দেবা প্রঃ হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥
যথা মম স্মরাদসৌ নামুষ্যাহং কদা চন।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ৫ ॥
উন্মাদয়ত মরুত উদন্তরিক্ষ মাদয়।
অগ্ন উন্মাদয়া ত্বমসৌ মামনু শোচতু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ গো-মহিষাদির খুরের মত আকৃতি-বিশিষ্ট সৌভাগ্যকর দেবতার সাথে আমাকে সৌভাগ্যবান করছি। আমাদের সেবার দ্বারা তুষ্ট ইন্দ্রের সাথে আমাকে সৌভাগ্যবান করছি। অদানশীল শত্রুগণ আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে কুৎসিত গতি লাভ করুক। ১ ॥ হে ওষধি, যে সৌভাগ্যকর দেব ও তৎকৃত তেজের সাথে নিকটবর্তী বৃক্ষদের পরাভব করছ, সে ভাগ্যের দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান কর। যারা দান করে না, এমন শত্রুরা আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে কুৎসিত গতি লাভ করুক। ২ ॥ যে সৌভাগ্য অন্ধ বলে সামনে যেতে না পেরে গৃহীত বস্তু পরিত্যাগ করে না, সে সৌভাগ্যকর দেবের দ্বারা আমাকে ভাগ্যবান কর। দানরহিত শত্রুগণ আমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে কুৎসিত গতি প্রাপ্ত হোক। ৩ ॥ হে রথের দ্বারা জয়শীল মাষাখ্য ওষধি, রথরূপ নিজ বাহনের দ্বারা বিশ্ব জয়কারিণী, বিরাগ-বিশেষের উৎপাদয়িত্রী উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাদের অধীনে এ কাম রয়েছে। হে দেবগণ, এ কামকে সে রমণীর নিকট পাঠিয়ে দাও, যাতে সে স্ত্রী কামপীড়িতা হয়ে আমাকে স্মরণ করে শোকযুক্ত হয়। ৪ ॥ এ পুরুষ আমার স্মরণ করুক, এ প্রিয় আমাতে অনুরক্ত হয়ে আমার স্মরণ করুক—এভাবে সে কামার্তা দুষ্টা স্ত্রী আমার স্মরণ করুক। সে স্ত্রীকে আমি যেন কখন কামার্ত হয়ে স্মরণ না করি, হে দেবগণ, কামকে সরিয়ে দাও। ৫ ॥ হে মরুদ্গণ, এ স্ত্রীকে উন্মত্ত করে আমার অধীন কর, হে অন্তরিক্ষ, একে তুমি আমার বশীভূত কর, হে অগ্নি, তুমি একে আত্মবিস্মৃত করে আমার বশে এনে দাও, যাতে আমাকে স্মরণ করে এ অনুশোচনা করে। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'ভগেন মা সং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা শঙ্খপুষ্পিকার মূল খনন করে অভিমন্ত্রিত করে সৌভাগ্যকামী ব্যক্তির মস্তকে বেঁধে দিতে হবে। 'রথজিতাং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা দুষ্ট স্ত্রীর বশীকরণ কর্মে মাষ অভিমন্ত্রিত করে সে স্ত্রীর সঞ্চরণস্থলে নিক্ষেপ করতে হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

নি শীর্ষতো নি পত্তত আধ্যো নি তিরামি তে।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ১ ॥
অনুমতেহন্বিদং মন্যস্বাকূতে সমিদং নমঃ।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ২ ॥
যদ্ ধাবসি ত্রিযোজনং পঞ্চযোজনমাশ্বিনম্।
ততস্ত্বং পুনরায়সি পুত্রাণাং নো অসঃ পিতা ॥ ৩ ॥

যং দেবাঃ স্মরমসিঞ্চন্নপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৪ ॥
যং বিশ্বে দেবাঃ স্মরমসিঞ্চন্নপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৫ ॥
যমিন্দ্রাণী স্মরমসিঞ্চদপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৬ ॥
যমিন্দ্রাগ্নী স্মরমসিঞ্চতামপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৭ ॥
যং মিত্রাবরুণৌ স্মরমসিঞ্চতামপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে স্ত্রী, তোমার মাথা থেকে ও পা থেকে সমস্ত শরীরে কাম-কৃত পীড়া নিক্ষেপ করছি। হে দেবগণ, কামকে এ স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দাও, যাতে এ পরাঙ্মুখী স্ত্রী কামপীড়িতা হয়ে আমাকে স্মরণ করে শোকযুক্তা হয়। ১॥ হে সকল কাজের অনুমতিদাত্রী দেবপত্নী অনুমতি, আমার এ অভিলাষ অনুমোদন কর। হে সংকল্পাভিমানী দেবতা আকূতি, হবি-রূপ অন্ন লাভ করে তুমিও আমাদের এ কর্ম অনুমোদন কর। (হে দেবগণ, কামকে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২॥ (বশীকৃত স্ত্রীর প্রার্থনা) হে পুরুষ, তুমি ত্রিযোজন অথবা পঞ্চযোজন কিংবা অশ্বিদ্বয়ের প্রাপণীয় অতি দূরদেশে গমন কর, সেখান থেকে আবার এস। গৃহে বর্তমান আমাদের পুত্রদের পালক হও। (তোমার দেশান্তর গমনে এতকাল পুত্রেরা পিতৃ-রহিত ছিল, এখন তোমার আগমনে তারা পিতৃমান হোক)। ৩॥ সকল দেবগণ স্বভার্যা আধির সাথে বিরহাগ্নিতে সন্তপ্ত যে কামকে জলের মধ্যে সিক্ত করেছে, হে যোষিৎ, তোমার জন্য জলাধিপতি বরুণদেবের ধারণশক্তিতে সে কামকে আমি সন্তপ্ত করছি অর্থাৎ স্মরকৃত সন্তাপ উৎপন্ন করছি। ৪॥ বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণীদের পীড়া দেবার জন্য স্বশক্তি আধির সাথে দীপ্যমান যে কামকে কামিদের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেছে, হে যোষিৎ, বরুণদেবের ধারণশক্তিতে তোমার জন্য সে কামকে আমি সন্তপ্ত করছি। ৫॥ ইন্দ্রাণী, ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র ও বরুণ (অন্তরিক্ষে অবস্থিত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬-৮॥

টীকা ঃ ১-৮। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত।

পঞ্চম সূক্ত

য ইমাং দেবো মেখলামাববন্ধ যঃ সংননাহ য উ নো যুযোজ।
যস্য দেবস্য প্রশিষা চরামঃ স পারমিচ্ছাৎ
স উ নো বি মুঞ্চাৎ ॥ ১ ॥
আহুতাস্যভিহুত ঋষীণামস্যায়ুধম্।
পূর্বা ব্রতস্য প্রাশ্নতী বীরঘ্নী ভব মেখলে ॥ ২ ॥
মৃত্যোরহং ব্রহ্মচারী যদস্মি নির্যাচন্ ভূতাৎ পুরুষং যমায়।
তমহং ব্রহ্মণা তপসা শ্রমেণানয়ৈনং মেখলয়া সিনামি ॥ ৩ ॥
শ্রদ্ধায়া দুহিতা তপসোঽধি জাতা স্বস ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।
সা নো মেখলে মতিমা ধেহি মেধামথো
নো ধেহি তপ ইন্দ্রিয়ং চ ॥ ৪ ॥

যাং ত্বা পূর্বে ভূতকৃত ঋষয়ঃ পরিবেধিরে।
সা ত্বং পরি ষ্বজস্ব মাং দীর্ঘায়ুত্বায় মেখলে ॥ ৫ ॥
অয়ং বজ্রস্তর্পয়তামৃতস্যাবাস্য রাষ্ট্রমপ হন্তু জীবিতম্।
শৃণাতু গ্রীবাঃ প্র শৃণাতূষ্ণিহা বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ ॥ ৬ ॥
অধরোঽধর উত্তরেভ্যো গূঢ়ঃ পৃথিব্যা মোৎসৃপৎ।
বজ্রেণাবহতঃ শয়াম্ ॥ ৭ ॥
যো জিনাতি তমন্বিচ্ছ যো জিনাতি তমিজ্জহি।
জিনতো বজ্র ত্বং সীমন্তমন্বঞ্চমনু পাতয় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ যে দেবতা পূর্বে শত্রুবধের জন্য এ মেখলা বন্ধন করেছিল, যে দেবতা সন্নদ্ধ হয়ে এখনও অপরের মেখলা বন্ধন করে, যে দেবতা অভিচারকর্মে মেখলার সাথে আমাদের যুক্ত করছে, যে দেবতার শাসনে আমরা বর্তমান, সে অন্তর্যামী দেব আমাদের আরব্ধ কর্মের সমাপ্তি ইচ্ছা করুক; সে দেবতা শত্রুর হাত থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১ ॥ হে মেখলা, তুমি আহুতির দ্বারা সংস্কৃত হয়েছ, তুমি অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষিদের শত্রুহননসাধন অস্ত্রবিশেষ। আমাদের ঈপ্সিত কর্মের অগ্রগামী হয়ে শত্রুঘাতক হও। ২ ॥ আমি বৈতস্বত মৃত্যুর ভৃত্য, যেহেতু আমি ব্রহ্মচারী, আমার কৃত অভিচার-কর্মে শত্রুবধ হবে, এ জন্য প্রাণীদের মধ্য থেকে শত্রুকে যমের জন্য প্রার্থনা করছি। মন্ত্রের দ্বারা, অনশনাদি তপস্যার দ্বারা, মৎকৃত শ্রমের দ্বারা ও এ মেখলার দ্বারা শত্রুকে বন্ধন করছি। ৩ ॥ হে মেখলা, তুমি শ্রদ্ধার দুহিতা, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার তপস্যায় উৎপন্না ও প্রাণীদের কর্তা ঋষিদের ভগিনী; তুমি আমাদের বুদ্ধি, মেধা, তপস্যা ও ইন্দ্রের বীর্য দাও। ৪ ॥ হে মেখলা, প্রাণিগণের কর্তা ঋষিগণ পূর্বে যে তোমাকে বন্ধন করেছিল, সে তুমি অভিচার দোষ পরিহার করে দীর্ঘায়ু লাভের জন্য আমাকে আলিঙ্গন কর। ৫ ॥ এ দণ্ড ইন্দ্রের বজ্রের মত সত্যের সামর্থ্যে তৃপ্ত হোক অর্থাৎ অপ্রতিহতশক্তি হোক। এ বজ্র দ্বেষ্য রাজার রাজ্য ও প্রাণ বিনাশ করুক। শচীপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রের গ্রীবা ছিন্ন করেছিল, সেরূপ এ অস্ত্র শত্রুর গ্রীবা ও উৎস্নাত ধমনী ছিন্ন করুক। ৬ ॥ (সে শত্রু) উৎকৃষ্ট থেকে নিম্নতর পৃথিবীর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে সেখান থেকে যেন না উঠতে পারে। এ বজ্রের দ্বারা চূর্ণ হয়ে শয্যা লাভ করুক। ৭ ॥ যে শত্রু আমাদের হানি করতে চায়, হে বজ্র, তাকে ইচ্ছা কর, যে আমাদের হানি করছে, তাকে বিনাশ কর। হানিকারক শত্রুর মস্তকের মধ্যদেশ বিদীর্ণ কর। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি আভিচারিক কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

যদশ্নামি বলং কুর্ব ইত্থং বজ্রমা দদে।
স্কন্ধানমুষ্য শাতয়ন্ বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ। ১ ॥
যৎ পিবামি সং পিবামি সমুদ্র ইব সম্পিবঃ।
প্রাণানমুষ্য সম্পায় সং পিবামো অমুং বয়ম্। ২ ॥
যদ্ গিরামি সং গিরামি সমুদ্র ইব সংগিরঃ।
প্রাণানমুষ্য সঙ্গীর্য সং গিরামো অমুং বয়ম্ ॥ ৩ ॥
দেবী দেব্যামধি জাতা পৃথিব্যামস্যোষধে।
তাং ত্বা নিতাত্নে কেশেভ্যো দৃংহণায় খনামসি ॥ ৪ ॥

দৃংহ প্রত্নান্ জনয়াজাতান্ জাতানু বর্ষীয়সস্কৃধি ॥ ৫ ॥
যস্তে কেশোঽবপদ্যতে সমূলো যশ্চ বৃশ্চতে।
ইদং কং বিশ্বভেষজ্যাভি ষিঞ্চামি বীরুধা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ভোজন করছি—এজন্য বল লাভ করব। সে বলের দ্বারা এ বজ্র ধারণ করছি। শচীপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রের স্কন্ধ ছেদন করেছিল, সেরূপ আমি অমুক শত্রুর স্কন্ধ ছিন্ন করছি। ১ ॥ এ জলপানের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করে তার রস পান করছি। সমুদ্র যেমন নদীমুখ থেকে সকল জল গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে, সেরূপ অমুক শত্রুর প্রাণাপানাদির রস করে পান করে পরে সে শত্রুকেই পান করব। ২ ॥ যে মাংসাদি গিলে ফেলছি, তা দ্বারা শত্রুকে গিলে ফেলছি। (সমুদ্র যেমন ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩ ॥ হে কাচমাচী প্রভৃতি ওষধি, দেবী তুমি পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছ। হে নিম্নদিকে প্রসরণশীল ওষধি, কেশের দৃঢ় করার জন্য তোমাকে খনন করে সংগ্রহ করছি। ৪ ॥ হে ওষধি, পুরাতন কেশ দৃঢ় কর, অনুৎপন্ন কেশ উৎপন্ন কর ও উৎপন্ন কেশের বৃদ্ধি কর। হে কেশ দৃঢ় করতে ইচ্ছুক জন, তোমার যে কেশ মাটিতে পড়ে গেছে, যা সমূলে ছিন্ন হয়েছে, এ প্রয়োগের দ্বারা ও সকল কেশরোগের নিবর্তক ওষধির দ্বারা তোমার সকল কেশ সিক্ত করছি। (এ ঔষধ প্রয়োগে ও মন্ত্র-সামর্থ্যে সকল কেশরোগের নিবারণ হবে।)। ৫-৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। প্রথম দুটি মন্ত্রের দ্বারা অভিচারকর্মে অন্ন অভিমন্ত্রিত করে ভোজন করতে হবে এবং পরের একটি মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করে পান করতে হবে। 'দেবী দেব্যাং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা কেশবৃদ্ধির জন্য কাচমাচী ফল, জীবন্তী ফল, অথবা ভৃঙ্গরাজ অভিমন্ত্রিত করে বেঁধে দিতে হবে এবং উষাকালে উক্ত ফল-গুলির সাথে জল অভিমন্ত্রিত করে কেশে সেচন করতে হবে।

সপ্তম সূক্ত

যাং জমদগ্নিরখনদ্ দুহিত্রে কেশবর্ধনীম্।
তাং বীতহব্য আভরদসিতস্য গৃহেভ্যঃ ॥ ১ ॥
অভীশুনা মেয়া আসন্ ব্যামেনানুমেয়াঃ।
কেশা নডা ইব বর্ধন্তাং শীর্ষ্ণস্তে অসিতাঃ পরি ॥ ২ ॥
দৃংহ মূলমাগ্রং যচ্ছ বি মধ্যং যাময়ৌষধে।
কেশা নডা ইব বর্ধন্তাং শীর্ষ্ণস্তে অসিতাঃ পরি ॥ ৩ ॥
ত্বং বীরুধাং শ্রেষ্ঠতমাভিশ্রুতাস্যোষধে।
ইমং মে অদ্য পুরুষং ক্লীবমোপশিনং কৃধি ॥ ৪ ॥
ক্লীবং কৃধ্যোপশিনমথো কুরীরিণং কৃধি।
অথাস্যেন্দ্রো গ্রাবভ্যামুভে ভিনত্বাণ্ড্যৌ ॥ ৫ ॥
ক্লীব ক্লীবং ত্বাকরং বধ্রে বধ্রিং ত্বাকরমরসারসং ত্বাকরম্।
কুরীরমস্য শীর্ষণি কুম্বং চাধিনিদধ্মসি ॥ ৬ ॥
যে তে নাড্যৌ দেবকৃতে যয়োস্তিষ্ঠতি বৃষ্ণ্যম্।
তে তে ভিনদ্মি শম্যয়ামুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ ॥ ৭ ॥
যথা নডং কশিপুনে স্ত্রিয়ো ভিন্দন্ত্যশ্মনা।
এবা ভিনদ্মি তে শেপোঽমুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ মহর্ষি, জমদগ্নি নিজ দুহিতার জন্য কেশবৃদ্ধিকারী যে ওষধি খনন করেছিল, বীতহব্য মহর্ষি অসিত মুনির গৃহের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করেছিল। ১॥ হে কেশবৃদ্ধিকামী, তোমার কেশ প্রথমে চার আঙ্গুল বা ছয় আঙ্গুল এভাবে মাপতে হবে, তারপর দু-হাত পরিমাণে মাপতে হবে। হে পুরুষ, তোমার মস্তকের কৃষ্ণবর্ণ কেশগুলি নড়-তৃণের মত বর্ধিত হোক ॥ ২ ॥ হে ওষধি, কেশ সকলের মূল দৃঢ় কর, অগ্রভাগ দীর্ঘ কর এবং মধ্যভাগ স্থির কর। হে পুরুষ, তোমার মস্তকের কৃষ্ণবর্ণ কেশগুলি নড়-তৃণের মত বর্ধিত হোক। ৩॥ হে ওষধি, তুমি অন্যান্য লতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অপ্রতিহতবীর্য বলে তুমি প্রসিদ্ধ। আজ আমাদের দ্বেষ্য এ পুরুষকে নিবীর্য কর। ৪॥ হে ওষধি, তুমি এ শত্রুকে ক্লীব ও স্ত্রীলোকের মত কেশ যুক্ত কর। তারপর ইন্দ্র পাষাণের দ্বারা এ দ্বেষ্য পুরুষের অণ্ডদ্বয় ভেঙ্গে দিক। ৬॥ হে দ্বেষ্য ক্লীব, তোমাকে এ কর্মের দ্বারা ক্লীব করছি। হে শত্রু, তোমাকে ষণ্ড করছি, তোমাকে রেত-শূন্য করছি। অতএব নপুংসক তোমার কেশ-জাল ও আভরণ স্ত্রীগণের উপর নিক্ষেপ করছি। ৬॥ বিধাতার নির্মিত রেতো-বাহক তোমার যে দুটি নাড়ী আছে, সে অণ্ড-দুটি পাষাণের দ্বারা পিষ্ট করছি। ৭ ॥ স্ত্রীগণ কট নির্মাণের জন্য নড়-তৃণ যেরূপ পাষাণের দ্বারা ছিন্ন করে, সেরূপ হে শত্রু, তোমার অঙ্গের উপর বর্তমান শেপ আমি এ শিলার দ্বারা আহত করছি অর্থাৎ এ কর্মের দ্বারা তোমাকে নিবীর্য করছি। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যাং জমদগ্নিঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। পরের পাঁচটি মন্ত্র অভিচারকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

অষ্টম সূক্ত

ন্যস্তিকা রুরোহিথ সুভগংকরণী মম।
শতং তব প্রতানাস্ত্রয়স্ত্রিংশন্নিতানাঃ।
তয়া সহস্রপর্ণ্যা হৃদয়ং শোষয়ামি তে ॥ ১ ॥
শুষ্যতু ময়ি তে হৃদয়মথো শুষ্যত্বাস্যম্।
অথো নি শুষ্য মাং কামেনাথো শুষ্কাস্যা চর ॥ ২ ॥
সংবননী সমুষ্পলা বভ্রু কল্যাণি সং নুদ।
অমূং চ মাং চ সং নুদ সমানং হৃদয়ং কৃধি ॥ ৩ ॥
যথোদকমপপুষোঽপশুষ্যত্যাস্যম্।
এবা নি শুষ্য মাং কামেনাথো শুষ্কাস্যা চর ॥ ৪ ॥
যথা নকুলো বিচ্ছিদ্য সন্দধাত্যাহিং পুনঃ।
এবা কামস্য বিচ্ছিন্নং সং ধেহি বীর্যাবতি ॥ ৫ ॥
যৌ ব্যাঘ্রাববরূঢ়ৌ জিঘৎসতঃ পিতরং মাতরং চ।
তৌ দন্তৌ ব্রহ্মণস্পতে শিবৌ কৃণু জাতবেদঃ ॥ ৬ ॥
ব্রীহিমত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম্।
এষ বাং ভাগো নিহিতো রত্নধেয়ায় দন্তৌ
মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ ॥ ৭ ॥
উপহূতৌ সযুজৌ স্যোনৌ দন্তৌ সুমঙ্গলৌ।
অন্যত্র বাং ঘোরং তন্বঃ পরৈতু দন্তৌ
মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে শঙ্খপুষ্পিকা, দুর্ভাগ্য দূর করে আমার সৌভাগ্য সম্পাদনের জন্য তুমি উৎপন্ন হয়েছ। হে ওষধি, পুরুষের শতায়ুর জন্য তোমার শতসংখ্যক শাখা বিস্তৃত হয়েছে এবং তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার উপকারের জন্য তোমার তেত্রিশটি শিকড় উৎপন্ন হয়েছে। হে কামিনি, সেরূপ সহস্র পত্রের দ্বারা তোমার হৃদয় কামাগ্নিতে পরিতপ্ত করছি। আমার সম্বন্ধে তোমার হৃদয় পরিতপ্ত হোক, তোমার মুখ শুষ্ক হোক। আমার অভিলাষ করে তুমি পরিতপ্ত হও এবং শুষ্ক মুখে আমার কাছে এস। ১-২ ॥ হে পীতবর্ণ মঙ্গলকর ওষধি, তুমি বশীকরণ-যুক্তা ও উপ্তফলা হয়ে আমার কাছে সে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দাও, তারপর সে কামিনীকে কামুক আমার সাথে যুক্ত কর এবং আমাদের হৃদয় এক কর। ৩ ॥ যেমন তৃষ্ণার্ত পুরুষের মুখ শুষ্ক হয়, হে কামিনি, সেরূপ আমাকে উদ্দেশ্য করে তোমার হৃদয় কামাগ্নিতে পরিতপ্ত হোক, তোমার মুখ শুষ্ক হোক। আমার অভিলাষ করে তুমি পরিতপ্ত হও এবং শুষ্কমুখে আমার কাছে এস। ৪ ॥ নকুল যেমন সর্পকে বিচ্ছিন্ন করে আবার যুক্ত করে, হে বীর্যবতী ওষধি, কামের দ্বারা বিচ্ছিন্ন আমাকে আবার যুক্ত কর। ৫ ॥ ব্যাঘ্রের মত হিংসক উপরের সারিতে নিম্নমুখে উৎপন্ন দুটি দাঁত মাতা পিতার ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করে। হে মন্ত্রাধিপতি জাতবেদা অগ্নি, সেরূপ দাঁত-দুটি তুমি সুখকর কর অর্থাৎ মাতা-পিতার অহিংসক কর। ৬ ॥ হে প্রথমোৎপন্ন ওপরের দাঁত-দুটি, ব্রীহি, যব, মাষ ও তিল ভক্ষণ কর। হে দন্তদ্বয়, রমণীয় ফলের জন্য ব্রীহিযবাদির ভাগ তোমাদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করছি, তাতে তৃপ্ত হয়ে তোমরা এ শিশুর মাতা-পিতার হিংসা করো না। ৭ ॥ দেবতার দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে দন্তদ্বয় মিত্রতুল্য সুখকর ও সুমঙ্গলগুণযুক্ত হোক। হে দন্তদ্বয়, তোমাদের ক্রূর কর্ম এ শিশুর শরীর ছাড়া অন্যত্র গমন করুক, এর মাতা পিতার হিংসা করো না। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। প্রথম পাঁচটি মন্ত্র স্ত্রীর বশীকরণ কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'যৌ ব্যাঘ্রৌ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা কুমার বা কুমারীর প্রথম উপরের দাঁত উৎপন্ন হওয়ার দোষ পরিহারের জন্য ব্রীহি, যব বা তিলের দ্বারা হোম করতে হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

নবম সূক্ত

বায়ুরেনাঃ সমাকরৎ ত্বষ্টা পোষায় ধ্রিয়তাম্।
ইন্দ্র আভ্যো অধি ব্রবদ্ রুদ্রো ভূম্নে চিকিৎসতু॥ ১॥
লোহিতেন স্বধিতিনা মিথুনং কর্ণয়োঃ কৃধি।
অকর্তামশ্বিনা লক্ষ্ম তদস্তু প্রজয়া বহু॥ ২॥
যথা চক্রুর্দেবাসুরা যথা মনুষ্যা উত।
এবা সহস্রপোষায় কৃণুতং লক্ষ্মাশ্বিনা। ৩॥
উচ্ছ্রয়স্ব বহুর্ভব স্বেন মহসা যব।
মৃণীহি বিশ্বা পাত্রাণি মা ত্বা দিব্যাশনির্বধীৎ। ৪॥
আশৃণ্বন্তং যবং দেবং যত্র ত্বাচ্ছাবদামসি।
তদুচ্ছ্রয়স্ব দ্যৌরিব সমুদ্র ইবৈধ্যক্ষিতঃ॥ ৫॥
অক্ষিতাস্ত উপসদোঽক্ষিতাঃ সন্তু রাশয়ঃ।
পৃণন্তো অক্ষিতাঃ সন্ত্বত্তারঃ সন্ত্বক্ষিতাঃ॥ ৬॥

অনুবাদ ঃ বায়ুদেব আমাদের গাভীগুলি একত্র করুক, ত্বষ্টাদেব তাদের পুষ্টি-বিধান করুক, দেবাধিপতি ইন্দ্র তাদের আধিক্য বলুক এবং পশুদের পীড়াকর দেবতা রুদ্রদেব পা মুখ প্রভৃতির রোগ পরিহার করে এদের বহুত্ব বিধান করুক। ১॥ হে গোপালকগণ, লোহিতবর্ণের অস্ত্রের দ্বারা গো-বৎসের কর্ণে স্ত্রী-পুরুষের দ্যোতক চিহ্ন কর। অশ্বিনীদ্বয় সেরূপ চিহ্ন করুক, সে চিহ্ন পুত্র-পৌত্রাদিরূপ সমৃদ্ধিকর হোক। ২॥ দেবতা ও অসুরগণ কর্ণে অস্ত্রের দ্বারা সেরূপ চিহ্ন করেছিল এবং মানুষেরা যেরূপ চিহ্ন করেছে, হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরাও অপরিমিত গাভীর বৃদ্ধির জন্য সেরূপ চিহ্ন কর। ৩॥ হে যব, তুমি প্ররূঢ় হয়ে উন্নত ও অনেকবিধ হও। নিজ রসবীর্যের সাথে সকল পাত্র পূর্ণ কর। দিব্য অশনি যেন তোমাকে হিংসা না করে। ৪॥ আমাদের কথা শ্রবণকারী যব-ধান্যাদিরূপে অবস্থিত দেবতাকে যে ভূমিতে তোমার সামনে প্রার্থনা করছি, সে ভূমিতে হে যব, তুমি আকাশের মত উন্নত এবং সমুদ্রের মত ক্ষয়রহিত হও। ৫॥ হে যব, তোমার উৎপন্নকারী জনগণ অক্ষয় হোক। ধান্যসমূহ অক্ষয় হোক। গৃহাদিতে পূর্ণকারী জনগণ অক্ষয় হোক এবং তোমার ভোক্তা জনগণ অক্ষয় হোক। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'বায়ুরেণাঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে পুষ্টিকর্মে বৃক্ষাদির শাখা সম্পাদিত করে প্রভাতকালে জলের ধারার সাথে শাখার দ্বারা গাভীর পরিক্রমা করতে হবে। 'উচ্ছ্রয়স্ব' ইত্যাদি—তিনটি মন্ত্রের দ্বারা পুষ্টির জন্য বীজবপন-কর্মে ব্রীহ্যাদির বীজ আজ্যমিশ্রিত করে অভিমন্ত্রিত করার প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

সপ্তম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ধীতী বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেঽবদন্নৃতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামন্বত নাম ধেনোঃ ॥ ১ ॥
স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং স সূনুর্ভুবৎ স ভুবৎ পুনর্মঘঃ।
স দ্যামৌর্ণোদন্তরিক্ষং স্বঃ স ইদং বিশ্বমভবৎ স আভবৎ ॥ ২ ॥
অথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং মাতুর্গর্ভং পিতুরসুং যুবানম্।
য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত প্র ণো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ ॥ ৩ ॥
অয়া বিষ্ঠা জনয়ন্ কর্বরাণি স হি ঘৃণিরুরুর্বরায় গাতুঃ।
স প্রত্যুদৈদ্ ধরুণং মধ্বো অগ্রং স্বয়া তন্বা তন্বমৈরয়ত ॥ ৪ ॥
একয়া চ দশভিশ্চা সুহুতে দ্বাভ্যামিষ্টয়ে বিংশত্যা চ।
তিসৃভিশ্চ বহসে ত্রিংশতা চ বিয়ুগ্ভির্বায় ইহ তা বি মুঞ্চ ॥ ৫ ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ৬ ॥
যজ্ঞো বভূব স আ বভূব স প্র জজ্ঞে স উ বাবৃধে পুনঃ।
স দেবানামধিপতির্বভূব সো অস্মাসু দ্রবিণমা দধাতু ॥ ৭ ॥
যদ্ দেবা দেবান্ হবিষাযজন্তামর্ত্যান্ মনসামর্ত্যেন।
মদেম তত্র পরমে ব্যোমন্ পশ্যেম তদুদিতৌ সূর্যস্য ॥ ৮ ॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং দেবা অতন্বত।
অস্তি নু তস্মাদোজীয়ো যদ্ বিহব্যেনেজিরে ॥ ৯ ॥
মুগ্ধা দেবা উত শুনাযজন্তোত গোরঙ্গৈঃ পুরুধাযজন্ত।
য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত প্র ণো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যারা প্রজাপতির (অথবা ইন্দ্র ও অগ্নির) বাচক শব্দ বলতে ইচ্ছা করে ধ্যানরূপ প্রথম শব্দব্রহ্ম দ্বারা নিখিল বাক্ ব্যবহারের আদিভূত প্রজাপতিরূপ অর্থ লাভ করেছে, যারা বিবক্ষু হয়ে মনের দ্বারা দ্বিতীয় শব্দব্রহ্ম দ্বারা সত্যরূপ দেবতা-বাচক শব্দবিচারবিষয়ক বাক্য বলেছে, তারা বলতে ইচ্ছা করে তৃতীয় ব্রহ্ম দ্বারা অর্থ-বিশেষ অধ্যবসায়-বুদ্ধিযুক্ত মধ্যমাখ্যের দ্বারা বর্ধন করেছে। অশব্দ বিষয় অর্থ শব্দ বাচ্যের দ্বারা পোষণ করে চতুর্থ বৈখরী নামক বর্ণ-পদ-বাক্যরূপ ব্রহ্মের দ্বারা মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ধেনুর মত অভিমত ফলপ্রদ প্রজাপতি নাম উচ্চারণ করেছে। এরূপ পরাদি শব্দে প্রতিপাদিত-স্বরূপ প্রজাপতি আমাদের অভীষ্ট সাধন করুক। (এ মন্ত্রের বেদাত্মক বাক্যের নিদানরূপ পরমাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে)। ১ ॥ সে বিশ্বাত্মক প্রজাপতি পুত্র, পিতা দ্যুলোক ও মাতা পৃথিবীকে জানে অর্থাৎ প্রজাপতি দ্যুলোক ও ভূলোক নিজের ধার্য বলে জানে। (অথবা প্রজাপতি পরমাত্মা প্রথম সৃষ্ট, তার পিতা সকল জগতের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম, মাতা চিৎ-প্রতিবিম্ব মূল প্রকৃতি, তাদের দুজনকে নিজ থেকে অভিন্নরূপে প্রজাপতি

জানে। পুত্র শব্দ এখানে মুখ্যার্থবাচী। কারণ-পরিজ্ঞানে কার্যও তার অভেদরূপে পরিজ্ঞাত হয়)। সে প্রজাপতি সকল জগতের নিজ নিজ কর্মের প্রেরক এবং সকল কর্মফল ও তার ভোক্তা অথবা স্তোতাদের বহুধন প্রদান করেও বারবার ধনের বৃদ্ধি-কারক। সে প্রজাপতি দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপ্ত করেছে। সে প্রজাপতি এ পরিদৃশ্যমান নামরূপাত্মক বিশ্বরূপে অধিষ্ঠিত এবং সমস্ত ব্যাপ্ত করেছে। তিনি আমাদের অভিমত সকল ফল দিন। ২ ॥ প্রজাদের পালক, স্রষ্টা, দেবতাদের কারণ, জগদাত্মরূপে গর্ভরূপ ও রেতোরূপ, নিত্যতরুণ ও চ্যুতিরহিত প্রজাপতির কাছে নিজ মণীষিত-সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নিজের জ্ঞাত অথর্ব-স্বরূপ অপরকে জানানোর জন্য অজ্ঞাতের মত জিজ্ঞাসা করেছেন)—যে অথর্বাত্মক ঋত্বিক্-রূপ ব্রহ্মা এ অনুষ্ঠীয়মান সর্বফলসাধন যজ্ঞ মনে মনে অনুসন্ধান করে, সে অথর্বাকে আমাদের কাছে এ অভিলষিত কর্মে বলুক। (অথবা প্রজাপতি-স্বরূপ সামান্যরূপে জেনে বিশেষ জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে)। ৩ ॥ এ প্রজাপতি বিশ্বাত্মরূপে সকল যজ্ঞাদি কর্ম উৎপন্ন করে অবস্থান করেছেন। সে দীপ্যমান প্রজাপতি কর্মফলপ্রাপ্তির সাধনান্তর-নিরপেক্ষ মহান উপায়-স্বরূপ। সেরূপ ধারক প্রজাপতি মধুর মত আস্বাদ্য ফলের সারভাগ স্তোতাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তিনি নিজ বিরাট্-স্বরূপে সকল প্রাণীর শরীর সে সে কর্মে প্রেরণ করেছেন। (জয়কাম নৃপতির রথে স্থাপন-বিষয়ে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে)। ৪ ॥ হে শোভনাহ্বান বায়ু, ফলপ্রদানানুসারে শীঘ্র আসবার জন্য তুমি কখন এগার, কখন বাইশ এবং তেত্রিশটি অশ্বে আমাদের যজ্ঞভূমিতে এসে থাক। এখানে এসে তোমার অশ্বগুলি মুক্ত কর। ৫ ॥ কর্মের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত যজমানগণ পূর্বে নির্মন্থন অগ্নির দ্বারা হোমাধারে আহবনীয় অগ্নির যাগ করেছিল। সে অগ্নিসাধন কর্মগুলি প্রকৃষ্ট ছিল। সে দেবগণ মহত্বযুক্ত হয়ে দুঃখরহিত স্বর্গে গিয়েছিল, যেখানে প্রাণাভিমানী সাধ্য নামক দেবগণ অবস্থান করছেন। (অথবা যজমানগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর ধ্যান করে অপুনরাবৃত্ত ভগবদ্ধামে গিয়েছিল—ইত্যাদি পক্ষে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে)। ৬ ॥ যজ্ঞরূপ প্রজাপতি বিশ্বাত্ম-রূপে ব্যাপ্ত হয়েছেন, তিনি কারণাত্মরূপে সর্বত্র আছেন, তিনি জগদ্রূপে বর্ধিত হোন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অধিপতি, হবির দ্বারা পরিচর্যাকারী আমাদের অভিমত ফলদান করুন। (অথবা সে প্রসিদ্ধ যজ্ঞ শেষ হয়েছে, সে নিবৃত্ত যজ্ঞ বার বার হোক, সে যজ্ঞ ফলোন্মুখরূপে উৎপন্ন হয়ে, বর্ধিত হোক। দেবতাদের পালক সে যজ্ঞ আমাদের (পরিচারকদের) অভিমত ফল দিক)। ৭ ॥ কর্মের দ্বারা দেবত্ব-প্রাপ্ত দেবগণ (যজমানগণ) যে ফলের উদ্দেশে অমর্ত্য ইন্দ্রাদি দেবগণের অবিনাশী মনোরূপ হবির দ্বারা যজ্ঞ করেছিল, সে পরম উৎকৃষ্ট দ্যুলোকে আমরা (যজমানগণ) হৃষ্ট হবো। সে দ্যুলোকে নিত্য সূর্য প্রকাশিত হয়, সে সূর্যপ্রকাশে চিরকাল আমরা পুণ্যফল অনুভব করব। (জ্ঞানযজ্ঞ-পর এ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে)। ৮ ॥ (পুরুষমেধ মহাক্রতু থেকেও সর্বাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপক জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ—তা এ মন্ত্রে বলা হয়েছে)। যজমানগণ অশ্বরূপ (পুরুষপশু) হবির দ্বারা পুরুষমেধাখ্য যজ্ঞের বিস্তার করে, এ থেকেও অতিশয় বলবান সারযুক্ত হচ্ছে—জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার। [দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ—উভয়ের ফল সমান হলেও পুরুষমেধ যজ্ঞের ফল কর্মজন্য বলে বিনাশী, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞ তা নয় বলে 'ওজীয়ঃ' বলা হয়েছে। শ্রীভগবান গীতাতে স্পষ্ট বলেছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়—'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ' (গীতা-৪।৩৩)]। ৯ ॥ কার্যাকার্য-

বিবেকরহিত যজমানেরা অত্যন্ত গর্হিত কুকুরের দ্বারাও যজ্ঞ করে, সেরূপ সর্বথা অবধ্য গাভীর অঙ্গের দ্বারাও যজ্ঞ করে থাকে। কিন্তু যিনি বিদ্বান, তিনি মনের দ্বারা যজ্ঞরূপ পরমাত্মাকে জানেন, সেরূপ পথপ্রদর্শক গুরুর সম্বন্ধে আমাদের কাছে বল। এখনই পরমাত্মস্বরূপ বল। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। ৭ম কাণ্ডে ১০টি অনুবাক, তার ১ম মধ্যে অনুবাকে ৩টি সূক্ত। 'ধীতী বা যে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অর্থোথাপন বিঘ্ন-বিনাশ কর্মে আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশাদি ১৩টি দ্রব্যের দ্বারা যাগ করতে হবে বা জপ করতে হবে। 'অয়া বিষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রে নূতন রথ অভিমন্ত্রিত করে জয়কামী রাজাকে তাতে আরোহণ করাতে হবে। 'একয়া চ'—এ মন্ত্রে অশ্বের শান্তিকর্মে সর্বৌষধি-চূর্ণ অশ্বের মস্তকে ছড়িয়ে দিতে হবে। যদিও এ ঋকে কোন দেবতাবিশেষের প্রতীতি হয় না, তথাপি 'অনিরুক্তো বৈ প্রজাপতিঃ'—এই শ্রুতি অনুসারে এখানে প্রজাপতি দেবতা। অথর্ব-শব্দও প্রজাপতি-বাচক। ইন্দ্র ও অগ্নির সর্বদেবতাত্মকত্ব বলা হয় জন্য তারাও এ ঋকের দেবতা হতে পারে।

বিবক্ষু ব্যক্তির শব্দাভিব্যক্তি এরূপ—প্রথমে বক্তার ইচ্ছা বশতঃ মূলাধারে প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দন হয়, তার ফলে মূলাধারে সকল শব্দের মূল কারণ-রূপ সূক্ষ্ম 'পরা'—বাক্ উৎপন্ন হয়। সেটা মূলাধার থেকে নাভিদেশ লাভ করে সামান্য জ্ঞানরূপে বিবক্ষিত পদার্থ দর্শন করে বলে 'পশ্যন্তী' নামে অভিহিত হয়। তাই হৃদয়দেশ লাভ করে অর্থবিশেষে নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত হয়, মধ্যদেশে অবস্থান বলে তাকে 'মধ্যমা' বলে। তাই কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে বর্ণরূপে প্রকাশ পায়, বিশেষরূপে পরার অববোধ করার জন্য একে 'বৈখরী' বলে। পরাদি তিনটি অবস্থায় শব্দ দেহের অন্তর্গত অস্ফুটরূপে থাকে বলে অপরের কাছে প্রতিপাদিত হয় না। কেবল 'বৈখরী' নামক শব্দই—অর্থবোধ করিয়ে থাকে। 'গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি' (ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৫) অর্থাৎ তিনটি গুহাতে নিহিত বলে প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ (অর্থাৎ বৈখরী) বাক্য মানুষেরা বলে থাকে। এ বিষয়ে মূলে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥ ১ ॥
মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হবামহে।
তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্ ॥ ২ ॥
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসো অস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ৩ ॥
বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে।
যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং নি যচ্ছাৎ ॥ ৪ ॥
দিতেঃ পুত্রাণামদিতেরকারিষমব দেবানাং বৃহতামনর্মণাম্।
তেষাং হি ধাম গভিষক্ সমুদ্রিয়ং নৈনান্ নমসা পরো অস্তি কশ্চন ॥ ৫ ॥
ভদ্রাদধি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্তু।
অথেমমস্যা বর আ পৃথিব্যা আরেশত্রুং কৃণুহি সর্ববীরম্ ॥ ৬ ॥

প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥ ৭ ॥
পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছন্ পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৮ ॥
পূষন্ তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেম কদা চন।
স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥ ৯ ॥
পরি পূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্।
পুনর্নো নষ্টমাজতু সং নষ্টেন গমেমহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দেবমাতা অদিতি (অথবা অখণ্ডনীয়া পৃথিবী) দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ-লোক, তিনিই জগতের জননী, তিনিই উৎপাদক পিতা ও তিনিই পুত্র। তিনি সকল দেবগণ, তিনি নিষাদাদি পঞ্চজন (অথবা গন্ধর্বাদি পঞ্চজন), জাত ও জনিষ্যমাণ যা কিছু সবই অদিতি। (এখানে সকল জগদাত্মরূপে অদিতির বিভূতি বলা হয়েছে)। ১ ॥ শোভনকর্মা পুরুষদের মাতৃ-স্থানীয়া, সত্যের (অথবা যজ্ঞের) রক্ষয়িত্রী, অবিনশ্বরী, বহু প্রকার গতি-সম্পন্না, সুসুখা, সুখে কর্মের প্রাপিকা, অখণ্ডনীয়া দেবমাতা অদিতিকে রক্ষার জন্য আমরা আহ্বান করছি। ২ ॥ সুষ্ঠু ত্রাণকারিণী, বিস্তীর্ণা, দ্যোতমানা, নিষ্পাপা, সুসুখা, সুখে কর্মের প্রাপিকা, অচ্ছিদ্রা, দৈবী দেবমাতা অদিতির নৌকার মত নৌকায় নিরপরাধ আমরা মঙ্গলের জন্য আরোহণ করছি। (দীক্ষাতে কৃষ্ণাজিনাদিরূঢ় যজমানের জপ্য বলে এ মন্ত্রের নৌ-শব্দে কৃষ্ণাজিন অর্থে ব্যাখ্যা আছে)। ৩ ॥ অন্নের উৎপত্তির জন্য মহতী মাতা (অথবা অন্নের নির্মাতা) অদিতির (অথবা নৌকার) আমরা স্তুতি করছি। যে অদিতির ক্রোড়ে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ বিদ্যমান, সে অদিতি আমাদের ত্রি-কক্ষা-বিশিষ্ট গৃহ দিক। ৪ ॥ গুণে মহৎ, শত্রুর দ্বারা অনভিভূত, অদিতির পুত্র দেবগণের জন্য দিতিপুত্র দৈত্যদের গম্ভীর দুর্জয় সমুদ্র-স্থান কেড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করব। এ দেবতাদের ছাড়া অন্য কেউ নমস্কারের যোগ্য নয়। (অতএব দেবতারা যাগযোগ্য বলে এ যজ্ঞের দ্বারা আমাদের অভিলাষ-সিদ্ধির আশা করছি)। ৫ ॥ বস্ত্রধনাদি লাভ কামনায় দেশান্তর গমনকারী পুরুষ, তুমি সম্পদের পর সম্পদ লাভ কর (অথবা মঙ্গলকর স্থান থেকে অতিশয় লাভহেতু স্থানে যাও)। দেবগণের পালক বৃহস্পতি তোমার অগ্রগামী হোক। হে বৃহস্পতি, তুমি আগে আগে গিয়ে এ লাভকামী পুরুষকে লাভজনক উৎকৃষ্ট স্থানে যুক্ত কর। এ পুরুষের যারা পরিপন্থী, সে-সকল শত্রুদের পুত্র-ভৃত্যাদির সাথে দূরে সরিয়ে দাও। ৬ ॥ পোষক মার্গরক্ষক পূষাদেব রক্ষার জন্য মার্গমুখে প্রাদুর্ভূত হয়, সেরূপ এ পূষাদেব দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রবেশদ্বারে আবির্ভূত হয়। অতিশয় প্রিয়তম পরস্পর সহ-অবস্থিত দ্যাবাপৃথিবীতে যজমানের কৃত কর্ম জেনে এ পূষাদেব দ্যুলোক থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে দ্যুলোকে যাতায়াত করে। ৭ ॥ পূষাদেব এ-সকল দিক অনুক্রমে জানে, সে পূষাদেব আমাদের অত্যন্ত ভয়রহিত স্থানে নিয়ে যাক। কল্যাণপ্রদ, ব্যাপ্তদীপ্তি, পুত্রাদির সাথে যুক্ত সে পূষাদেব অপ্রমত্ত হয়ে আমাদের অভিপ্রায় জেনে (আমাদের) সামনে আসুক। ৮ ॥ হে পূষাদেব, তোমার যাগরূপ কর্মে বর্তমান আমরা কখনও পুত্র মিত্রাদি থেকে বিযুক্ত হবো না, এ কর্মে আমরা তোমার স্তুতি করব। ৯ ॥ পূষাদেব অতি দূর দেশ থেকেও আমাদের ধন দেবার জন্য হস্ত প্রসারিত করুক। নষ্ট ধন আমাদের কাছে আবার ফিরে আসুক, পুনরাগত নষ্ট ধনের সাথে আমরা আবার যুক্ত হবো। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের প্রথম চারটি মন্ত্রের দ্বারা সকলবিষয়ে সাফল্য কামনায় অদিতির যাগ বা উপাসনা করতে হবে। সেরূপ নৌকা প্রভৃতি দ্বারা জল পার হয়ে দূরদেশ গমনকালে স্বস্ত্যয়ন-কামনায় এ মন্ত্রের দ্বারা নৌকা প্রভৃতি অভিমন্ত্রিত করে যাবে। সেরূপ প্রবাসে দ্রব্যলাভের জন্য 'ভদ্রাদধি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ প্রভৃতির দ্বারা হোম করবে বা জপ করবে—ইত্যাদি বিবিধ-প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৫ম মন্ত্রে অদিতি ও দিতি কশ্যপের দুজন ভার্যা, অদিতি থেকে দেবগণ এবং দিতি থেকে দৈত্য দানবগণ উৎপন্ন হয়। দেবযাগে এ মন্ত্রের বিনিয়োগ জন্য দেবতার প্রশংসা করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

যস্তে স্তনঃ শশয়ুর্যো ময়োভূর্যঃ সুম্নয়ুঃ সুহবো যঃ সুদত্রঃ।
যেন বিশ্বা পুষ্যাসি বার্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ॥ ১ ॥
যস্তে পৃথু স্তনয়িত্নুর্য ঋষ্বো দৈবঃ কেতুর্বিশ্বমাভূষতীদম্।
মা নো বধীর্বিদ্যুতা দেব সস্যং মোত বধী রশ্মিভিঃ সূর্যস্য ॥ ২ ॥
সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতেদুর্হিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু ॥ ৩ ॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥ ৪ ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥ ৫ ॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আ বর্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥ ৬ ॥
যথা সূর্যো নক্ষত্রাণামুদ্যংস্তেজাংস্যাদদে।
এবা স্ত্রীণাং চ পুংসাং চ দ্বিষতাং বর্চ আ দদে ॥ ৭ ॥
যাবন্তো মা সপত্নানামায়ন্তং প্রতিপশ্যথ।
উদ্যন্ত্সূর্য ইব সুপ্তানাং দ্বিষতাং বর্চ আ দদে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে বাগ্দেবতা সরস্বতি, তোমার যে স্তন শিশুর পোষক (অথবা অনুপাসকদের কাছে অপ্রকাশ্য), যা সুখোৎপাদক ও অপরের সুখপ্রদ, সকলের কাম্য ও কল্যাণপ্রদ, যার দ্বারা সকল বরণীয় ধনের তুমি পোষণ কর, সে স্তন এ জন্ম-গৃহীত বালককে পান করতে দাও। ১ ॥ হে দেব পর্জন্য, তোমার যে বিস্তীর্ণ মহান গর্জনকারী বাধক অশনি এ পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে ব্যাপ্ত করেছে, তা দিয়ে আমাদের শস্যক্ষেত্রের হিংসা করো না এবং সূর্যকিরণের দ্বারা আমাদের শস্যগুলি শুষ্ক করো না। ২ ॥ বিদ্বৎসভা ও সংগ্রাম-সভা (অথবা যজ্ঞ) বাদী আমাকে রক্ষা করুক। এ সভা-দুটি সকল জগতের স্রষ্টা প্রজাপতির কন্যাসদৃশ, এরা আমার রক্ষাবিষয়ে একমত হোক। যার সাথে আমার বাদানুবাদ হবে, সে আমার কাছে শিক্ষা করুক। হে পিতৃতুল্য সভাসদ্গণ, আমার বাক্যের অনুমোদন কর, আমি যাতে ন্যায়যুক্ত সদুত্তর দিতে পারি, সেরূপ অনুগ্রহ কর। ৩ ॥ হে সভা, আমি তোমার নাম জানি, সভায় কারও বাক্য আদৃত বা অনাদৃত হয়, বহুজন যদি এক বাক্য বলে, তা অপরে লঙ্ঘন করতে পারে না জন্য—এর নাম 'নরিষ্ট'। সভাসদ্গণ সকলে আমার অনুকূল বাক্য বলুক। ৪ ॥ সভায় অধিষ্ঠিত পুরোবর্তী প্রতিবাদীদের তেজ ও বিজ্ঞান

(বেদার্থবিষয়ক জ্ঞান) আমি অপহরণ করছি। বাক্যের অনুশাসনকর্তা হে ইন্দ্র, এ সভায় আমাকে জয়ী কর। ৫ ॥ হে সভাসদ্‌গণ, তোমাদের যে মন আমাদের থেকে গিয়ে অন্যত্র আবদ্ধ হয়েছে, তোমাদের সে মন আমাদের অভিমুখী করছি। আবর্তিত তোমাদের মন আমাদের অনুকূল হোক। ৬ ॥ উদীয়মান সূর্য যেমন তেজ গ্রহণ করে নক্ষত্রগুলিকে নিস্তেজস্ক করে, সেরূপ বিদ্বেষাপন্ন স্ত্রী ও পুরুষের তেজ আমি অপহরণ করছি। ৭ ॥ শত্রুদের মধ্যে যে তোমরা যুদ্ধে গমনকারী আমাদের প্রতি প্রতিকূল দৃষ্টিতে দেখে থাক, সে তোমাদের পরাক্রমরূপ তেজ আমি অপহরণ করছি, যেমন উদয়কালে সূর্য সুপ্ত জনগণের তেজ গ্রহণ করে। (সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তকালে সুপ্ত জনগণের তেজ সূর্য অপহরণ করে বলে আপস্তম্ব প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন)। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যস্তে স্তনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা জম্ভগৃহীত বালকের চিকিৎসার জন্য অভিমন্ত্রিত স্তন বালককে পান করাতে হবে। 'সভা চ মা' ইত্যাদি মন্ত্র সভাজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। অভিচারকর্মে 'যথা সূর্যো নক্ষত্রাণাং' ইত্যাদি দুটি মন্ত্র শত্রুকে দেখে জপ করতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ-বিধি ভাষানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুম্।
অর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্ ॥ ১ ॥
উর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি।
হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপাৎ স্বঃ ॥ ২ ॥
সাবীর্হি দেব প্রথমায় পিত্রে বর্ষ্মাণমস্মৈ বরিমাণমস্মৈ।
অথাস্মভ্যং সবিতর্বার্যাণি দিবোদিব আ সুবা ভূরি পশ্বঃ ॥ ৩ ॥
দমূনা দেবঃ সবিতা বরেণ্যো দধদ্ রত্নং দক্ষং পিতৃভ্য আয়ূংষি।
পিবাৎ সোমং মমদদেনমিষ্টে পরিজ্মা চিৎ ক্রমতে অস্য ধর্মণি ॥ ৪ ॥
তাং সবিতঃ সত্যসবাং সুচিত্রামাহং বৃণে সুমতিং বিশ্ববারাম্
যামস্য কণ্বো অদুহৎ প্রপীনাং সহস্রধারাং মহিষো ভগায় ॥ ৫ ॥
বৃহস্পতে সবিতর্বর্ধয়ৈনং জ্যোতয়ৈনং মহতে সৌভগায়।
সংশিতং চিৎ সন্তরং সং শিশাধি বিশ্ব এনমনু মদন্তু দেবাঃ ॥ ৬ ॥
ধাতা দধাতু নো রয়িমীশানো জগতস্পতিঃ।
স নঃ পূর্ণেন যচ্ছতু ॥ ৭ ॥
ধাতা দধাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্।
বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং বিশ্বরাধসঃ ॥ ৮ ॥
ধাতা বিশ্বা বার্যা দধাতু প্রজাকামায় দাশুষে দুরোণে।
তস্মৈ দেবা অমৃতং সং ব্যয়ন্তু বিশ্বে দেবা অদিতিঃ সজোষাঃ ॥ ৯ ॥
ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তাং প্রজাপতির্নিধিপতির্নো অগ্নিঃ।
ত্বষ্টা বিষ্ণুঃ প্রজয়া সংররাণো যজমানায় দ্রবিণং দধাতু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সে দ্যোতমান দ্যাবাপৃথিবীর প্রেরক সবিতাদেবের আমি স্তুতি করছি। সে সবিতা দেব মেধাবীদের মত কর্মী, সত্যানুজ্ঞ, রমণীয় ধনের ধারক, সকলের প্রীতিকর ও অনুমত। ১ ॥ যে সবিতা দেবের ব্যাপনশীল উৎকৃষ্ট দীপ্তি বিশ্বকে দ্যোতিত করছে, যার অনুজ্ঞা লাভ করে শোভনকর্মা ব্রহ্মা হিরণ্যপাণিরূপে স্বর্গপ্রদ (সুখপ্রদ) সোম গ্রহণ করেছে, (সে সবিতাদেবের আমি স্তুতি করছি)। ২ ॥ হে সবিতা দেব, এ মুখ্য পালক যজমানের দেহপুষ্টি ও পুত্রপৌত্রাদির বৃদ্ধি সম্পাদন কর। তারপর হে সবিতা, আমাদের জন্য বরণীয় ফল দাও এবং প্রতিদিন প্রভূত পশু আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। ৩ ॥ উদার, সর্বপ্রেরক সবিতাদেব আমাদের জন্য রমণীয় ধন, বল এবং পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে আয়ু প্রদান করে এ অভিষুত সোম পান করুক। সে পীত সোম এ সবিতাকে আনন্দ দিক, তারপর ব্যাপনশীল সে সোম সবিতার জঠরে অবস্থান করুক। ৪ ॥ হে সকলের প্রেরক সবিতা, তোমার সত্য অনুজ্ঞা, সুচিত্র, ও সকলের বরণীয় সুমতির (অনুগ্রহবুদ্ধির) আমি যাচ্ঞা করছি। মহান কণ্ব ঋষি সৌভাগ্যের জন্য যে সবিতার প্রবৃদ্ধ বহুধারাযুক্ত সুমতি দোহন করেছিল (নিজের অধীন করেছিল), আমি সে সুমতি প্রার্থনা করছি। [সুমতির সাথে গাভীর সাদৃশ্য বলায় এখানে পীনত্বাদি বিশেষণ দেয়া হয়েছে]। ৫ ॥ হে দেবাধিপতি বৃহস্পতি, হে সর্বপ্রেরক সবিতা দেব, সূর্যোদয় পর্যন্ত সুপ্ত ব্রহ্মচারীর (বা যজমানের) বৃদ্ধি কর, মহৎ সৌভাগ্যের জন্য একে দীপ্ত কর এবং ব্রতচারী একে অধিকরূপে তীক্ষ্ম কর। সকল দেবগণ এ যজমানের অনুমোদন করুক। ৬ ॥ বিশ্বের ধারক ধাতৃদেব আমাদের ধন দিক। সর্বার্থ-সাধন-সমর্থ, জগতের পালক সে ধাতা আমাদের সমৃদ্ধ ধনের সাথে যুক্ত করুক। ৭ ॥ ধাতা হবি-দানকারী আমাকে (যজমানকে) আমাদের অভিমুখে আগত, জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত ধন দিক, আমরাও তার জন্য ধাতার সুমতি প্রার্থনা করছি। ৮ ॥ ধাতা পুত্র-কামী, হবি-দানকারী যজমানের সকল বরণীয় ফল দিক। ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ ও দেবমাতা অদিতি পরস্পর প্রীতিযুক্ত হয়ে সে যজমানের অমৃতত্ব দিক। ৯ ॥ সকলের স্রষ্টা, সকল মঙ্গলের দাতা, সকলের প্রেরক, বেদরক্ষক, প্রজাপালক পরমেষ্ঠী, অগ্নি, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু আমাদের এ হবির সেবা করুক। সে দেবগণ পুত্রপৌত্রাদির সাথে যাগকারী যজমানের অভিমত ধন দিক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। ২য় অনুবাকে দুটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম সূক্তের চারটি মন্ত্রের দ্বারা পুষ্টিকামনায় জল অভিমন্ত্রিত করে পান করতে হবে। 'বৃহস্পতে সবিতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সূর্যোদয় পর্যন্ত নিদ্রিত ব্রহ্মচারী বা যজমানকে জাগাতে হবে। 'ধাতা দধাতু' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে সর্বফলকামনায় ধাতার যাগ বা উপাসনা করতে হবে। সেরূপ বীরপুত্রের জন্মের জন্য গর্ভিণীর উদর এ মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

প্র নভস্ব পৃথিবি ভিন্ধীদং দিব্যং নভঃ।
উদ্নো দিব্যস্য নো ধাতরীশানো বি ষ্যা দৃতিম্ ॥ ১ ॥
ন ঘ্রংস্ততাপ ন হিমো জঘান প্র নভতাং পৃথিবী জীরদানুঃ।
আপশ্চিদস্মৈ ঘৃতমিৎ ক্ষরন্তি যত্র সোমঃ সদমিৎ তত্র ভদ্রম্ ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্জনয়তি প্রজা ইমা ধাতা দধাতু সুমনস্যমানঃ।
সংজানানাঃ সংমনসঃ সযোনয়ো ময়ি পুষ্টং পুষ্টপতির্দধাতু ॥ ৩ ॥
অন্বদ্য নোঽনুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মন্যতাম্‌।
অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতাং দাশুষে মম ॥ ৪ ॥
অন্বিদনুমতে ত্বং মংসসে শং চ নস্কৃধি।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি ররাস্ব নঃ ॥ ৫ ॥
অনু মন্যতামনুমন্যমানঃ প্রজাবন্তং রয়িমক্ষীয়মাণম্‌।
তস্য বয়ং হেডসি মাপি ভূম সুমৃড়ীকে অস্য সুমতৌ স্যাম ॥ ৬ ॥
যৎ তে নাম সুহবং সুপ্রণীতেঽনুমতে অনুমতং সুদানু।
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্‌ ॥ ৭ ॥
এমং যজ্ঞমনুমতির্জগাম সুক্ষেত্রতায়ৈ সুবীরতায়ৈ সুজাতম্‌।
ভদ্রা হ্যস্যাঃ প্রমতির্বভূব সেমং যজ্ঞমবতু দেবগোপা ॥ ৮ ॥
অনুমতিঃ সর্বমিদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যদু চ বিশ্বমেজতি।
তস্যাস্তে দেবি সুমতৌ স্যামানুমতে অনু হি মংসসে নঃ ॥ ৯ ॥
সমেত বিশ্বে বচসা পতিং দিব একো বিভূরতিথির্জনানাম্‌।
স পূর্ব্যো নূতনমাবিবাসৎ তং বর্তনিরনু বাবৃত একমিৎ পুরু ॥ ১০ ॥
অয়ং সহস্রমা নো দৃশে কবীনাং মতিজ্যোতির্বিধর্মণি ॥ ১১ ॥
ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ সমৈরয়ন্‌।
অরেপসঃ সচেতসঃ স্বসরে মন্যুমত্তমাশ্চিতে গোঃ ॥ ১২ ॥
দৌষ্বপ্ন্যং দৌর্জীবিত্যং রক্ষো অভ্বমরায্যঃ।
দুর্ণাম্নীঃ সর্বা দুর্বাচস্তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিস্তীর্ণ পৃথিবী, পর্জন্য তোমার ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবে, তাতে শিথিল না হয়ে দৃঢ় হও। হে পর্জন্য, এ দিব্য মেঘ বিদীর্ণ কর, আকাশ থেকে জলভাগ আমাদের জন্য দাও। তুমি বৃষ্টিপ্রদানে সমর্থ, জলপূর্ণ মেঘরূপ ভস্ত্রা মুক্ত কর অর্থাৎ জলপূর্ণ ভস্ত্রার মুখ খুললে যেমন প্রচুর জল পড়ে, সেরূপ তুমি মেঘ থেকে বারিবর্ষণ কর। ১ ॥ গ্রীষ্ম এ যজমানকে তাপ দেয় না, হিমঋতু একে অধিক ক্লিষ্ট করে না, পৃথিবী জীবনপ্রদ হয়ে বর্ষণের দ্বারা একে আপ্যায়িত করে। যার দেশে সোমদেব পূজিত হয়, সেখানে সর্বদা মঙ্গল বিরাজ করে। ২ ॥ প্রজাপালক প্রজাপতিদেব পুত্রাদি উৎপন্ন করুক, ধাতা শোভন মনে তাদের পোষণ করুক ; প্রজাগণ পরস্পর একমত ও সমানকারণ হোক। পুষ্টপতি (পোষণের পালক-দেব) প্রজাবিষয়ে আমার পুষ্টিবিধান করুক। ৩ ॥ অনুমতি (সকল কাজের অনুজ্ঞাকর্ত্রী পূর্ণিমার অভিমানী দেবতা) আজ আমাদের যজ্ঞের কথা দেবতাদের কাছে জানাক। অগ্নিদেবও হবি-দানকারী আমার হবি দেবতাদের কাছে বহন করুক। ৪ ॥ হে অনুমতি দেবি, তুমি অনুমোদন কর, আমাদের সুখ দাও ও অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবি ভক্ষণ কর। হে দেবি, আমাদের পুত্রাদি দাও। ৫ ॥ অনুমতিদাতা (দেব বা দেবী) আমাদের অক্ষয় ধন ও পুত্রাদির অনুমোদন করুক, তার ক্রোধের বিষয় যেন আমরা না হই। তার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিতে আমরা থাকব। ৬ ॥ যজমানের ধনাদির সুষ্ঠু প্রাপিকা হে অনুমতি, সকলের অভিমত, শোভন ফলপ্রদায়ক তোমার যে নাম (অনুমতি-রূপ) আছে, তার দ্বারা আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ কর। সকলের বরণীয়, সৌভাগ্যযুক্ত হে অনুমতি, আমাদের শোভন অপত্য ও ধন দাও। ৭ ॥ অনুমতিদেবী সুক্ষেত্র ও শোভন পুত্রাদিরূপ ফলদানের জন্য আমাদের অনুষ্ঠীয়মান

মন্ত্র ও দ্রব্যাদির দ্বারা সুনিষ্পন্ন এ যজ্ঞে আসুক। যেহেতু অনুমতি দেবীর কল্যাণী প্রকৃষ্ট অনুগ্রহবুদ্ধি হয়েছে, অতএব অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের রক্ষয়িত্রী সে অনুমতি দেবী এ যজ্ঞ রক্ষা করুক। ৮ ॥ অনুমতি দেবী এ পরিদৃশ্যমান সকল জগদ্রূপ হয়েছে; যে জগৎ স্থাবর বৃক্ষগুল্মাদিরূপে বর্তমান, যা অবুদ্ধিপূর্বক বিচরণ করছে এবং যা বুদ্ধিপূর্বক চলছে, সে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল জগৎ-রূপে অনুমতি দেবী বর্তমান। হে অনুমতি, আমরা তোমার সুমতিতে থাকব, তুমি আমাদের অনুমোদন কর। ৯ ॥ হে বান্ধবগণ, দ্যুলোকে পতি সূর্যকে মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি কর। সে সূর্য প্রাণিগণের মুখ্য স্বামী ও অতিথির মত পূজ্য। সে পুরাতন সূর্য নূতন পিতৃরূপ এ পুরুষকে অনুগ্রহ করুক। এক সূর্যকেই বহুরূপে সৎকর্মমার্গ অনুবর্তন করছে। ১০ ॥ এ পরিদৃশ্যমান সূর্য হাজার বছর (অনেক কাল পর্যন্ত) আমাদের দৃষ্টিগোচর হোক। ক্রান্তদর্শী পুরুষের মাননীয়, প্রকাশরূপ, বিবিধ ধর্মসাধনে সকলের নিজ নিজ কর্ম ও তার ফলের সংযোজক এ সূর্য সৎকর্ম করার জন্য বারবার দিনগুলি প্রেরণ করুক। পাপহারক, সমানজ্ঞানযুক্ত, অতিশয় দীপ্তিমান দিনগুলি পৃশ্নিরূপ গাভীর পূজোদানাদি কর্মের জন্য প্রেরণ করুক। (অথবা গো-শব্দে এখানে আদিত্যকে বলা হয়েছে—আদিত্যের দর্শনযোগ্য দিনে উষাকাল হোক—এরূপ অর্থ)। ১১-১২ ॥ দুঃস্বপ্নজনিত, ব্রহ্মরাক্ষসাদিকৃত অভিচারক্রিয়া-জনিত যে মহৎ ভয়কারণ আছে এবং অসমৃদ্ধিকারক পাপরূপ ছেদিকা ভেদিকা ইত্যাদি নামক পিশাচীদের 'নাশ করব, ছেদন করব, ভক্ষণ করব' ইত্যাদি বাক্যসকল (এ অভিচর্যমাণ পুরুষ থেকে) আমরা নাশ করব। ১৩ ॥

টীকা ঃ ১-১৩। প্রথম দুটি মন্ত্র বৃষ্টিকামনায় বিনিযুক্ত হয়েছে। 'প্রজাপতি র্জনয়তু' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বন্ধ্যার পুত্রলাভকর্মে আজ্যাহুতি দিতে হয়। সেরূপ অভিলষিত ফলকামনায় এ মন্ত্রের দ্বারা প্রজাপতির যাগ বা উপাসনা করতে হয়। 'অন্বদ্য নোহনুমতিঃ' ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রের দ্বারা অভিলষিত ফলকামনায় অনুমতির যাগ বা উপাসনা করতে হবে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যন্ন ইন্দ্রো অখনদ্ যদগ্নির্বিশ্বে দেবা মরুতো যৎ স্বর্কাঃ।
তদস্মভ্যং সবিতা সত্যধর্মা প্রজাপতিরনুমতির্নি যচ্ছাৎ ॥ ১ ॥
যয়োরোজসা স্কভিতা রজাংসি যৌ বীর্যৈর্বীরতমা শবিষ্ঠা।
যৌ পত্যেতে অপ্রতীতৌ সহোভির্বিষ্ণুমগন্ বরুণং পূর্বহূতিঃ ॥ ২ ॥
যস্যেদং প্রদিশি যৎ বিরোচতে প্র চানতি বি চ চষ্টে শচীভিঃ।
পুরা দেবস্য ধর্মণা সহোভির্বিষ্ণুমগন্ বরুণং পূর্বহূতিঃ ॥ ৩ ॥
বিষ্ণোর্নু কং প্রা বোচং বীর্যাণি যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥ ৪ ॥
প্র তদ্ বিষ্ণু স্তবতে বীর্যাণি মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
পরাবত আ জগম্যাৎ পরস্যাঃ ॥ ৫ ॥
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।
উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি।
ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির ॥ ৬ ॥

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদা।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ৭ ॥
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
ইতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥ ৮ ॥
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র আমাদের যে ফল দিয়েছে, সেরূপ অগ্নি, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, সুমন্ত্র ও সুদেবগণ যে ফল দিয়েছে, সকলের প্রেরক সত্যধর্মা (যথার্থকর্মা) দেব, প্রজাপতি ও অনুমতি আমাদের সে ফল দিক। ১ ॥ যে বিষ্ণু ও বরুণের বলে রঞ্জনাত্মক পৃথিব্যাদি স্থানসকল দৃঢ়ীকৃত হয়েছে, যারা শত্রুজয়াদি পরাক্রমের দ্বারা অত্যন্ত বীর ও বলশালী, যারা অপ্রতিহতগতিতে ঐশ্বর্য লাভ করেছে, সে ব্যাপনশীল বিষ্ণু ও অনর্থনিবারক বরুণদেবকে ফলার্থীর মধ্যে এ পূর্ব আহ্বানকারী যজমান হবির দ্বারা যুক্ত করুক। ২ ॥ যে বিষ্ণু ও বরুণের আজ্ঞায় এ জগৎ বিশেষরূপে দীপ্তি পাচ্ছে, প্রাণ ধারণ করছে, নিজ নিজ কর্তব্য দেখছে, যাদের কর্ম ও বলের দ্বারা এ জগৎ দীপ্ত হয়েছিল ও ভবিষ্যতে হবে, সে বিষ্ণু ও বরুণদেবকে ফলার্থীদের মধ্যে পূর্ব আহ্বানকারী যজমান হবির দ্বারা যুক্ত করুক। ৩ ॥ বিষ্ণুর বীরকর্মের কথা শীঘ্র বলছি—যিনি পৃথিব্যাদি লোকসকল (অথবা পার্থিব অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপ জ্যোতি) নির্মাণ করেছেন, যিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে পাদবিক্ষেপ করে স্বর্গলোক ধারণ করেছেন, যিনি মহাত্মগণের দ্বারা স্তুত, সে বিষ্ণুর বীর্য বলছি। ৪ ॥ যে মহানুভব বিষ্ণুর বীরকর্ম লক্ষ্য করে স্তুতি করা হচ্ছে—যিনি সিংহের মত ভয়ংকর, ভূমিতে ও পর্বতে সঞ্চরণশীল, সে বিষ্ণু অতিদূর দেশ থেকেও আসুক। যার বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপস্থানে সকল প্রাণী অবস্থিত (প্রথম বিক্রমে পার্থিব, দ্বিতীয়ে অন্তরিক্ষবাসী, ও তৃতীয়ে দিব্য প্রাণিসকল বাস করছে)। হে বিষ্ণু, আমাদের বাসের জন্য তিন লোকে পাদক্ষেপণ কর, প্রভূত ধনাদির বিস্তার কর (অর্থাৎ আমাদের নিবাসস্থল বহুধনাদিযুক্ত কর)। হে ঘৃতযোনি (অগ্নিরূপ) বিষ্ণু, আমাদের প্রদত্ত ঘৃত পান কর এবং যজমানের বর্ধন কর। ৫-৬ ॥ সর্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণু এ বিশ্ব বিক্রান্ত করেছেন, তাঁর তিন পা স্থাপন করেছেন। (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে বিষ্ণু বামনরূপে তিন পায়ে আক্রমণ করেছেন)। এ বিক্রমমাণ বিষ্ণুর পায়ে তিনটি লোক স্থাপিত হয়েছে। ৭ ॥ রক্ষক, অন্যের অনভিভূত বিষ্ণু এ পৃথিবী লোক থেকে আরম্ভ করে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ধারণ করে তিন পায়ে বিক্রম প্রকাশ করেছেন। ৮ ॥ হে স্তোতৃগণ, সে বিষ্ণুর কর্মসকল দেখ, যে কর্মের দ্বারা তোমাদের নানাবিধ কর্মসকল যুক্ত হয়েছে। সে বিষ্ণু ইন্দ্রের যোগ্য সখা। ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯। তৃতীয় অনুবাকে তিনটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম সূক্তে সকল ফলকামনায় ইন্দ্রাদি নয়টি দেবতার যাগ বা উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ১ ॥

দিবো বিষ্ণ উত বা পৃথিব্যা মহো বিষ্ণ উরোরন্তরিক্ষাৎ।
হস্তৌ পৃণস্ব বহুভির্বসব্যৈরাপ্রযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ ॥ ২ ॥
ইড়ৈবাস্মাঁ অনু বস্তাং ব্রতেন যস্যাঃ পদে পুনতে দেবয়ন্তঃ।
ঘৃতপদী শক্বরী সোমপৃষ্ঠোপ যজ্ঞমস্থিত বৈশ্বদেবী ॥ ৩ ॥
বেদঃ স্বস্তির্দ্রুঘণঃ স্বস্তিঃ পরশুর্বেদিঃ পরশুর্নঃ স্বস্তি।
হবিষ্কৃতো যজ্ঞিয়া যজ্ঞকামাস্তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষন্তাম্ ॥ ৪ ॥
অগ্নাবিষ্ণূ মহি তদ্ বাং মহিত্বং পাথো ঘৃতস্য গুহ্যস্য নাম।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানৌ প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতমা চরণ্যাৎ ॥ ৫ ॥
অগ্নাবিষ্ণূ মহি ধাম প্রিয়ং বাং বীথো ঘৃতস্য গুহ্যা জুষাণৌ।
দমেদমে সুষ্টুত্যা বাবৃধানৌ প্রতি বাং জিহ্ব ঘৃতমুচ্চরণ্যাৎ ॥ ৬ ॥
স্বাক্তং মে দ্যাবাপৃথিবী স্বাক্তং মিত্রো অকরয়ম্।
স্বাক্তং মে ব্রহ্মণস্পতিঃ স্বাক্তং সবিতা করৎ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রোতিভির্বহুলাভির্নো অদ্য যাবচ্ছ্রেষ্ঠাভির্মঘবন্ছূর জিন্ব।
যো নো দ্বেষ্ট্যধরঃ সস্পদীষ্ট যমু দ্বিষ্মস্তমু প্রাণো জহাতু ॥ ৮ ॥
উপ প্রিয়ং পনিপ্নতং যুবানমাহুতীবৃধম্।
অগন্ম বিভ্রতো নমো দীর্ঘমায়ুঃ কৃণোতু মে ॥ ৯ ॥
সং মা সিঞ্চন্তু মরুতঃ সং পূষা সং বৃহস্পতিঃ।
সং মায়মগ্নিঃ সিঞ্চতু প্রজয়া চ ধনেন চ দীর্ঘমায়ুঃ কৃণোতু মে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যুলোকে চক্ষুর মত বিস্তৃত (সকলের চক্ষুস্থানীয় সূর্যমণ্ডলের মত বিস্তৃত), সে বিষ্ণুর পরম পদ (জ্ঞাতব্য তত্ত্ব) সর্বদা মেধাবিগণ সাক্ষাৎ করে থাকেন। ১ ॥ হে বিষ্ণু, দ্যুলোক থেকে অথবা পৃথিবী থেকে কিংবা মহান বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোক থেকে প্রভূত ধনরাশির দ্বারা তোমার হাত-দুটি পূর্ণ কর, তারপর ডান ও বাম হাতে তা আমাদের দাও। ২ ॥ ধেনুরূপা ইড়া আমাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম যাতে ফলপ্রদ হয়, সেরূপ করুক, যে ইড়ার পদে দেবকাম যজমানগণ নিজেকে পবিত্র করে থাকে। সে ঘৃতপদী, সোমপৃষ্ঠা, ফলদানে সমর্থা, বিশ্বদেবাত্মিকা ইড়া নামক ধেনু আমাদের যজ্ঞের বিস্তার করুক। ৩ ॥ দর্ভমুষ্টি অবিনাশের হেতু হোক, সেরূপ দাত্রাদি, পরশু (কুঠার), বেদি প্রভৃতি আমাদের অবিনাশের কারণ হোক। হবির সম্পাদনকারী আমার (যজমানের) যাগযোগ্য, যজ্ঞকাম, দেবতাত্মক দাত্রাদি আমাদের যজ্ঞের সেবা করুক। ৪ ॥ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, এটা তোমাদের মহান মহত্ত্ব যে গোপনীয় (গুহারূপ জুহূগত) ঘৃত (ক্ষরণশীল বস্তু) পান করে থাক। তোমার সকল যজ্ঞগৃহে সপ্ত রত্ন (রমণীয় গবাশ্বাদি সপ্ত পশুরূপ রত্ন) ধারণ করে থাক। তোমাদের দুজনের জিহ্বা হূয়মান ঘৃত গ্রহণ করুক। ৫ ॥ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমাদের স্থান (অথবা তেজ) সকলের প্রীতিকর. তোমরা ঘৃতের গুহ্য স্বরূপ (সন্নায্য, চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি) ভক্ষণ করে থাক। তোমরা প্রীতিযুক্ত হয়ে সকল যজমানের গৃহে শোভন স্তুতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তোমাদের জিহ্বা ঘৃত ভক্ষণ করুক। ৬ ॥ দ্যাবাপৃথিবী আমার অক্ষিযুগল (অথবা যূপ) অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করুক, এ পরিদৃশ্যমান সূর্য আমার অক্ষিদ্বয় অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করুক। সেরূপ মন্ত্রের পালকদেব ব্রহ্মণস্পতি আমার অক্ষিদ্বয় অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করুক এবং সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমার অক্ষিদ্বয় অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করুক। ৭ ॥ হে ইন্দ্র, বহুল রক্ষার দ্বারা আজ আমাদের পালন কর। হে মঘবান, শৌর্যবান

ইন্দ্র, প্রশস্যতম রক্ষার দ্বারা আমাদের সকলকে প্রীত কর। যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, সে অধোমুখ হয়ে পতিত হোক এবং আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করি, সে প্রাণত্যাগ করুক। ৮ ॥ সকলের আনন্দদায়ক, স্তূয়মান, নিত্যতরুণ, আহুতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নিকে নমস্কারের দ্বারা (অথবা হবিরূপ অন্নের দ্বারা) আমরা পরিচর্যা করব। সে অগ্নি আমাকে (অথবা এ মাণবককে) দীর্ঘায়ু করুক। ৯ ॥ মরুদ্গণ, পূষাদেব, বৃহস্পতি এবং এ অগ্নিদেব ফলার্থী আমাকে (যজমানকে) পুত্রাদি ও ধনের দ্বারা যুক্ত করুক এবং আমার (অথবা এ মাণবকের) দীর্ঘ আয়ু দিক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। প্রথম দুটি মন্ত্র সর্বসম্পৎ-কর্মে বিষ্ণুর উদ্দেশে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'বেদঃ স্বস্তিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দর্শপূর্ণমাস ও স্বস্তিযাগে অনুমন্ত্রিত হয়েছে। "অগ্নাবিষ্ণূ"—ইত্যাদি মন্ত্র রোগাদির চিকিৎসাকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'উপ প্রিয়ং' ইত্যাদি মন্ত্র উপনয়ন কর্মে মাণবকের আয়ুবৃদ্ধির জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

অগ্নে জাতান্ প্র ণুদা মে সপত্নান্ প্রত্যজাতান্ জাতবেদো নুদস্ব।
অধস্পদং কৃণুষ্ব যে পৃতন্যবোঽনাগসস্তে বয়মদিতয়ে স্যাম ॥ ১ ॥
প্রান্যান্ত্‌সপত্নান্‌ত্সহসা সহস্ব প্রত্যজাতান্ জাতবেদো নুদস্ব।
ইদং রাষ্ট্রং পিপৃহি সৌভগায় বিশ্ব এনমনু মদন্তু দেবাঃ ॥ ২ ॥
ইমা যাস্তে শতং হিরাঃ সহস্রং ধমনীরুত।
তাসাং তে সর্বাসামহমশ্মনা বিলমপ্যধাম্ ॥ ৩ ॥
পরং যোনেরবরং তে কৃণোমি মা ত্বা প্রজাভি ভূন্মোত সূনুঃ।
অস্বং ত্বাপ্রজসং কৃণোম্যশ্মানং তে অপিধানং কৃণোমি ॥ ৪ ॥
অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি ॥ ৫ ॥
অভি ত্বা মনুজাতেন দধামি মম বাসসা।
যথাসো মম কেবলো নান্যাসাং কীর্তয়াশ্চন ॥ ৬ ॥
ইদং খনামি ভেষজং মাংপশ্যমভিরোরুদম্।
পরায়তো নিবর্তনমায়তঃ প্রতিনন্দনম্ ॥ ৮ ॥
যেনা নিচক্র আসুরীন্দ্রং দেবেভ্যস্পরি।
তেনা নি কুর্বে ত্বামহং যথা তেঽসানি সুপ্রিয়া ॥ ৮ ॥
প্রতীচী সোমমসি প্রতীচ্যুত সূর্যম্।
প্রতীচী বিশ্বান্ দেবান্ তাং ত্বাচ্ছাবদামসি ॥ ৯ ॥
অহং বদামি নেৎ ত্বং সভায়ামহ ত্বং বদ।
মমেদসস্ত্বং কেবলো নান্যাসাং কীর্তয়াশ্চন ॥ ১০ ॥
যদি বাসি তিরোজনং যদি বা নদ্যস্তিরঃ।
ইয়ং হ মহ্যং ত্বামোষধির্বদ্ধেব ন্যানয়ৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, আমার জাত শত্রুদের অতিদূরে সরিয়ে দাও। হে জাতবেদা (জাত প্রাণিদের জ্ঞাতা অগ্নি), অজাত শত্রুপুত্রদের বিনাশ কর। আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে যে শত্রুরা, তাদের পায়ের তলদেশে স্থাপন কর। তাদৃশ

শত্রুপীড়া-অনাকাঙ্ক্ষী আমরা দেবমাতা অদিতির প্রসাদে পাপরহিত হবো। ১ ॥ হে জাতবেদা, আমাদের প্রাতিকূল্যকারী অপর শত্রুদের সবলে শীঘ্র পরাভূত কর। অজাত শত্রুপুত্রদের বিনাশ কর। আমাদের এ নিবাসযোগ্য জনপদ সৌভাগ্যে পূর্ণ কর। সকল দেবগণ এ শত্রুহননকার্যের প্রযোক্তার অনুমোদন করুক। ২ ॥ হে বিদ্বেষ-কারিণি স্ত্রী, তোমার যে শতসংখ্যক গর্ভধারণের জন্য ভেতরে সূক্ষ্ম নাড়ী আছে, সহস্র সংখ্যক গর্ভাশয়ের বাইরে যে নাড়ী আছে, সে নাড়ীগুলির মুখ আমি (বন্ধ্যাকরণ কর্মের প্রযোক্তা) পাষাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করছি (যাতে গর্ভধারণ করতে সমর্থ না হও)। ৩ ॥ হে প্রতিকূলাচারিণি নারী, তোমার গর্ভাশয় স্থান যোনিপ্রদেশের নীচে (বা বাইরে) করে দিচ্ছি, যাতে তুমি সন্তানবতী না হতে পার। তোমাকে প্রজারহিত অশ্বতরীর মত করছি এবং তোমার গর্ভধারণ-স্থান পাষাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করছি। ৪ ॥ তোমার ও আমার (দম্পতীর) চোখ দুটি মধুর মত হোক (অর্থাৎ মধু যেমন মধুর ও স্নিগ্ধ, সেরূপ আমাদের অক্ষিদ্বয় পরস্পর অনুরক্ত, মধুর প্রেক্ষণযুক্ত ও অত্যন্ত স্নিগ্ধ হোক)। আমাদের নয়নাগ্রভাগ অঞ্জনযুক্ত হোক। আমি যাতে তোমার প্রিয় হই সেরূপ কর, আমাদের মন যেন সমানকার্য করে। ৫ ॥ (নিজ পতির প্রতি স্ত্রীর বাক্য) হে পতি, তোমাকে মন্ত্রপূত বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করছি, যাতে তুমি কেবল আমার হও, অন্য নারীর নামও উচ্চারণ না কর। ৬ ॥ এ ঔষধ (সৌবর্চল নামক) খনন করছি, যা পতির বশীকারক, অন্য নারীর সংসর্গ-নিরোধক। পরাঙ্মুখ গমনকারী পতির নিষেধক এবং আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী পতির আনন্দকর। ৭ ॥ আসুরী মায়া যে ঔষধের দ্বারা দেবতাদের বাদ দিয়ে যুদ্ধে ইন্দ্রকে অধীন করেছিল (অথবা শচী যার দ্বারা ইন্দ্রকে বশীভূত করেছিল), হে পতি, আমিও তোমাকে আমার অধীন করছি, যাতে আমি তোমার অত্যন্ত প্রিয়া হই। ৮ ॥ হে (শংখপুষ্প নামক) ওষধি, দিন ও রাতের অভিমানী দেবতা সূর্য ও চন্দ্রের বশীকরণের জন্য তাদের অভিমুখী হও, সেরূপ সকল দেবতাদের বশীকরণের জন্য তাদের অভিমুখী হও। সকলের বশীকরণ-সমর্থা তোমাকে আমরা পতির রুচি-সম্পাদনের জন্য স্তুতি করছি। ৯ ॥ হে পতি, যখন আমার কাছে আসবে, তখন কেবল আমিই বলব, তুমি তার প্রতিকূল বলবে না, অন্যত্র বিদ্বৎ-সমাজে তুমি যথেচ্ছ বলবে। হে পতি, তুমি কেবল আমারই হও, অপর নারীর নামও করো না। ১০ ॥ হে পতি, যদি তুমি আমার চক্ষুর বিষয়ীভূত না হও, যদি নদী আমাদের ব্যবধায়ক হয়, তা হলে এ হলে এ ওষধি (শঙ্খপুষ্প নামক) আমার প্রতি তোমাকে বন্ধ করে নিয়ে আসুক। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। শত্রুপত্নীর বন্ধ্যাকরণকার্যে 'অগ্নে জাতান্' ইত্যাদি মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়েছে। বিবাহের চতুর্থ দিবসে 'অক্ষ্যৌ নৌ' ইত্যাদি মন্ত্রে বর ও বধূর চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিতে হয়। সেরূপ বর-বধূর সৌভাগ্যজনক কর্মে অপর পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা শঙ্খপুষ্প অভিমন্ত্রিত করে স্ত্রীর মস্তকে বেঁধে দিতে হয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং বৃষভমোষধীনাম্।
অভীপতো বৃষ্ট্যা তর্পয়ন্তমা নো গোষ্ঠে রয়িষ্ঠাং স্থাপয়াতি ॥ ১ ॥

যস্য ব্রতং পশবো যন্তি সর্বে যস্য ব্রত উপতিষ্ঠন্ত আপঃ।
যস্য ব্রতে পুষ্টপতির্নিবিষ্টস্তং সরস্বন্তমবসে হবামহে ॥ ২ ॥
আ প্রত্যঞ্চং দাশুষে দাশ্বংসং সরস্বন্তং পুষ্টপতিং রয়িষ্ঠাম্।
রায়স্পোষং শ্রবস্যুং বসানা ইহ হুবেম সদনং রয়ীণাম্ ॥ ৩ ॥
অতি ধন্বান্যত্যপস্ততর্দ শ্যেনো নৃচক্ষা অবসানদর্শঃ।
তরন্ বিশ্বান্যবরা রজাংসীন্দ্রেণ সখ্যা শিব আ জগম্যাৎ ॥ ৪ ॥
শ্যেনো নৃচক্ষা দিব্যঃ সুপর্ণঃ সহস্রপাচ্ছতযোনির্বয়োধাঃ।
স নো নি যচ্ছাদ্ বসু যৎ পরাভৃতমস্মাকমস্তু পিতৃষু স্বধাবৎ ॥ ৫ ॥
সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যা নো গয়মাবিবেশ।
বাধেথাং দূরং নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুক্তমস্মৎ ॥ ৬ ॥
সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মদ্ বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্।
অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অসৎ তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ ॥ ৭ ॥
শিবাস্ত একা অশিবাস্ত একাঃ সর্বা বিভর্ষি সুমনস্যমানঃ।
তিস্রো বাচো নিহিতা অন্তরস্মিন্ তাসামেকা বি পপাতানু ঘোষম্ ॥ ৮ ॥
উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনয়োঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্ ॥ ৯ ॥
জনাদ্ বিশ্বজনীনাৎ সিন্ধুতস্পর্যাভৃতম্।
দূরাৎ ত্বা মন্য উদ্ভৃতমীর্ষ্যায়া নাম ভেষজম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দিব্য, শোভনপতন, জলযুক্ত, জলের বৃদ্ধিকর, ওষধীর গর্ভরূপ, বৃষ্টি-কামী সকল প্রাণীর বৃষ্টির দ্বারা তর্পণকারী, ধনযুক্ত প্রদেশে অবস্থিত সরস্বান দেবকে (ইন্দ্র) আমাদের গোষ্ঠে স্থাপন করুক। ১ ॥ যার কর্মে সকল পশুগণ অনুগমন করে, যার কর্মে জলগুলি পরস্পর মিলিত হয়, যার কর্মে পুষ্টিপতি নিবিষ্ট হয়েছে, সে সরস্বান দেবকে রক্ষণের জন্য (বা তৃপ্তির জন্য) আহ্বান করছি। ২ ॥ অভি-মুখগামী, হবিদানকারী যজমানের ইষ্টফল-প্রদাতা, পোষণপতি, ধনস্থানে অবস্থান-কারী, ধনের পোষক, অন্নদানে ইচ্ছুক, ধনের নিবাসস্থান সরস্বান দেবের পরিচর্যা করতে আহ্বান করছি। ৩ ॥ মানুষের সকল কর্মের সাক্ষী, দ্যুলোকে দ্রষ্টব্য (অথবা নিশ্চিত কর্মফলের দর্শক), প্রশংসনীয়গতি (সূর্য) মরুদেশ অতিক্রম করে জল বর্ষণ করুক। দ্যুলোকের নিম্নলোক অতিক্রম করে বন্ধুরূপ ইন্দ্রের সাথে কল্যাণকারী হয়ে নবগৃহনির্মাণ-স্থানে আসুক। ৪ ॥ মানুষের সকল কাজের দ্রষ্টা, শোভনপতন, সহস্রকিরণ, অপরিমিত কার্যের কারণরূপ (অথবা অপরিমিত ফলের সংযোজক), অন্নের দাতা সূর্য আমাদের চিরকাল স্থাপন করুক। যে ধন অপরের (চোরাদির) দ্বারা অপহৃত হয়েছে (অথবা যে পুরোডাশাদিখণ্ড হাত থেকে পড়ে গেছে), সে ধন আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশে স্বধাকারে অর্পিত হোক। ৫ ॥ হে সোম ও রুদ্রদেব, যে রোগ আমাদের শরীর ব্যাপ্ত করেছে, তাকে বিনাশ কর। রোগের নিদানরূপ নির্ঋতিকে দূরে নিয়ে গিয়ে বিনাশ কর, যাতে আর ফিরে আসতে না পারে। আমাদের কৃত পাপ আমাদের কাছ থেকে মুক্ত কর। ৬ ॥ হে সোম ও রুদ্র, তোমরা দুজন আমাদের শরীরে রোগনিবারক ঔষধ স্থাপন কর। আমাদের শরীরে আমাদের কৃত যে পাপ বদ্ধ হয়ে আছে, তা আমাদের কাছ থেকে মুক্ত করে বিনাশ কর। ৭ ॥ হে অকারণ নিন্দিত পুরুষ, তোমার স্তুতিরূপ একটি এবং নিন্দা-রূপ অন্য একটি বাক্য আছে। স্তুতি ও নিন্দা উভয় বাক্য শ্রবণে তুমি একমন হও অর্থাৎ স্তুতিজাত হর্ষ এবং নিন্দাজাত বিষাদে তুমি একরূপ হও। অমঙ্গলরূপ

নিন্দা-বাক্যের তিন অবস্থা নিন্দাকারীর অন্তরে থাকে, আর একটি অবস্থা (বৈখরী) ধ্বনি লক্ষ্য করে বাইরে নিন্দারূপে প্রকাশ পায়। (বস্তুতঃ নিন্দাকারীর শরীরের মধ্যে নিন্দাবাক্যের তিনভাগ থাকায়, তারই বেশী নিন্দা, যাকে নিন্দা করা হয়, তাতে মাত্র একভাগ পতিত হয় বলে নিন্দা নেই)। [সকল বাক্যের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী ভেদে চারটি অবস্থা। তারমধ্যে প্রথম তিনটি প্রয়োগকারীর শরীরের মধ্যে থাকে, অপর চতুর্থ বৈখরী তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থান দিয়ে বর্ণপদ ও বাক্যরূপে বাইরে প্রকাশ পেয়ে অন্যের শ্রুতিগোচর হয়। এরূপ বাক্য স্তুতি ও নিন্দারূপে দু-প্রকার]। ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা সর্বদা জয়লাভ করে থাক, কখনও অন্যের দ্বারা পরাজয় বরণ কর না। তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনও অপরের দ্বারা পরাভূত হও না। হে বিষ্ণু ও ইন্দ্র, তোমরা অসুরদের সাথে যে বস্তু স্পর্দ্ধা কর, সে বস্তু (লোক, বেদ ও বাক্) তিনরূপে থাকলেও অপরিমিতরূপে পরিণত হয়। ৯॥ হে ঔষধ, বিশ্বজনের হিতকর জনপদ থেকে ও সমুদ্র থেকে আহৃত, সেরূপ অতি-দূরদেশ থেকে উদ্ধৃত তোমাকে (সক্তুমন্থনাদিরূপ) ক্রোধের নিবারক ঔষধ বলে জানি। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ ৪র্থ অনুবাকে ৩টি সূক্ত, তারমধ্যে প্রথম সূক্তে 'দিব্যং সুপর্ণং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পুষ্টিকার্যে ইন্দ্রের যাগ করতে হবে। সেরূপ নবগৃহ নির্মাণ-কর্মে শ্যেনদেবতার চরু দিতে হয়। সকল রোগের চিকিৎসার জন্য 'সোমারুদ্রা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শর-পিঙ্গলীর দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করে রোগীর সেচন করতে হবে। সেরূপ সকল সম্পৎকামনায় এ মন্ত্রের দ্বারা সোম ও রুদ্রের যাগ বা উপাসনা করতে হবে। লোকনিন্দার নিবৃত্তির জন্য 'শিবাস্তে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ওদন অভিমন্ত্রিত করে দিতে হবে—ইত্যাদি নানাপ্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

অগ্নেরিবাস্য দহতো দাবস্য দহতঃ পৃথক্।
এতামেতস্যের্ষামুদ্নাগ্নিমিব শময় ॥ ১ ॥
সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥ ২ ॥
যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী :
তস্যৈ বিশ্‌পত্ন্যৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন ॥ ৩ ॥
যা বিশ্‌পত্নীন্দ্রমসি প্রতীচী সহস্রস্তুকাভিয়ন্তী দেবী।
বিষ্ণোঃ পত্নি তুভ্যং রাতা হবীংষি পতিং দেবি রাধসে চোদয়স্ব ॥ ৪ ॥
কুহূং দেবীং সুকৃতং বিদ্মনাপসমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবা জোহবীমি।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং নি যচ্ছাদ্ দদাতু বীরং শতদায়মুক্‌থ্যম্ ॥ ৫ ॥
কুহূর্দেবানামমৃতস্য পত্নী হব্যা নো অস্য হবিষো জুষেত।
শৃণোতু যজ্ঞমুশতী নো অদ্য রায়স্পোষং চিকিতুষী দধাতু ॥ ৬ ॥
রাকামহং সুহবা সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্‌থ্যম্ ॥ ৭ ॥
যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি।
তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রাপোষং সুভগে ররাণা ॥ ৮ ॥

দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু নঃ প্রাবন্তু নস্তুজয়ে বাজসাতয়ে।
যাঃ পার্থিবাসো য অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু॥ ৯ ॥
উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্য-গ্নায্যশ্বিনী রাট্।
আ রোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দহনকারী অগ্নির মত আমার কার্যসকলের বিনাশকারী এ ঈর্ষাকারীর, সেরূপ প্রতিপদার্থ ভস্মকারী দাবাগ্নির মত এ ক্রুদ্ধ পুরুষের আমার প্রতি প্রযুজ্যমান ঈর্ষা জলের (তপ্তপরশুর ক্বথিত জলের) দ্বারা হে দেব, শান্তি কর (যেমন জ্বলন্ত অগ্নি জলের দ্বারা শান্ত হয়)। ১ ॥ হে বহুজনস্তুতা সিনীবালি, তুমি দেবতাদের ভগ্নীরূপা, অতএব আমাদের প্রদত্ত হবির সেবা কর এবং আমাদের পুত্রাদি দাও। ২ ॥ যে সিনীবালী সুবাহু, শোভনাঙ্গুলি, সুযোনি, বহু প্রজার জনয়িত্রী, সে প্রজা-পালিকা সিনীবালীর উদ্দেশে, হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, হবি প্রদান কর। ৩ ॥ প্রজাদের পালয়িত্রী. পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রের প্রতি গমনকারিণী, বহুজনস্তুতা, ফল-দানের জন্য আমাদের কাছে আগমনকারিণী, দ্যোতনশীলা, ব্যাপনশীল ইন্দ্রের পত্নী হে সিনীবালি, তোমার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়েছে। হে দেবি, তুমি তুষ্ট হয়ে আমাদের ধন দেবার জন্য তোমার প্রতি ইন্দ্রকে প্রেরণ কর। ৪ ॥ সুকর্মা, কর্মজ্ঞ, শোভনাহ্বান যুক্তা কুহূ-দেবীর এ দর্শযাগে ও সর্বাভিলষিত কর্মে বারবার আহ্বান করছি। সে কুহূ সকলের বরণীয় ধন আমাদের জন্য স্থাপন করুক এবং বহুপ্রদ, প্রশস্য বীর পুত্র দিক। ৫ ॥ কুহূদেবী সকল প্রাণী ও অমৃতের পালয়িত্রী, আহ্বানযোগ্যা আমাদের দীয়মান হবির সেবা করুক। সে কুহূদেবী আমাদের যজ্ঞের কামনা করে আজ আমাদের আহ্বান শুনুক। আমাদের যজ্ঞ জেনে ধনের পুষ্টি-বিধান করুক। ৬ ॥ শোভনাহ্বানা রাকাদেবীকে শোভনস্তুতির দ্বারা আহ্বান করছি। সে সুভগা দেবী আমাদের আহ্বান শুনুক। তারপর নিজে আমাদের অভিপ্রায় জেনে অচ্ছিদ্যমান সূচীরূপ নাড়ীর দ্বারা প্রজননরূপ কর্মের বিস্তার করুক। তারপর বহুপ্রদ, কর্মের দ্বারা প্রশংসনীয় বিক্রান্ত পুত্র দিক। ৭ ॥ হে রাকাদেবী, তোমার যে সুমতি ও সুরূপ আছে, যা দিয়ে তুমি হবি-প্রদানকারী যজমানকে ধন দিয়ে থাক, সে শোভন মনে বহু ধন দেবার জন্য আজ আমাদের কাছে এস। ৮ ॥ দেবপত্নীগণ স্বেচ্ছায় আমাদের রক্ষা করুক ; পুত্র ও ধন দেবার জন্য আমাদের কাছে আসুক। যে দেবপত্নীগণ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোকে অবস্থান করে, শোভন আহ্বানযুক্ত তারা আমাদের সুখ (বা গৃহ) দিক। ৯ ॥ দেবপত্নী দেবীগণ হবি ভক্ষণ করুক। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, অশ্বিদ্বয়ের পত্নী, রুদ্রাণী, বরুণানী—সকলে শুনুক। পত্নীসংযাজকালে আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'অগ্নেরিবাস্য দহতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঈর্ষানিবারণকর্মে তপ্ত পরশুর দ্বারা ক্বথিত জল অভিমন্ত্রিত করে ঈর্ষাকারীকে পান করাতে হবে। সকল রোগের চিকিৎসার জন্য অপর মন্ত্রগুলির প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়। সেরূপ সকল সম্পৎ কামনা করে সিনীবালী প্রভৃতির যাগ করতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

যথা বৃক্ষমশনির্বিশ্বাহা হন্ত্যপ্রতি।
এবাহমদ্য কিতবানক্ষৈর্বধ্যাসমপ্রতি ॥ ১ ॥

তুরাণামতুরাণাং বিশামবর্জুষীণাম্ ।
সমৈতু বিশ্বতো ভগো অন্তর্হস্তং কৃতং মম ॥ ২ ॥
ঈড়ে অগ্নিং স্বাবসুং নমোভিরিহ প্রসক্তো বি চয়ৎ কৃতং নঃ ।
রথৈরিব প্র ভরে বাজয়দ্ভিঃ প্রদক্ষিণং মরুতাং স্তোমমৃধ্যাম্ ॥ ৩ ॥
বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে ।
অস্মভ্যমিন্দ্র বরীয়ঃ সুগং কৃধি প্র শত্রূণাং মঘবন্ বৃষ্ণ্যা রুজ ॥ ৪ ॥
অজৈষং ত্বা সংলিখিতমজৈষমুত সংরুধম্ ।
অবিং বৃকো যথা মথদেবা মথ্নামি তে কৃতম্ ॥ ৫ ॥
উত প্রহামতিদীবা জয়তি কৃতমিব শ্বঘ্নী বি চিনোতি কালে ।
যো দেবকামো ন ধনং রুণদ্ধি সমিৎ তং রায়ঃ সৃজতি স্বধাভিঃ ॥ ৬ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন বা ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বে ।
বয়ং রাজসু প্রথমা ধনান্যরিষ্টাসো বৃজনীভির্জয়েম ॥ ৭ ॥
কৃতং মে দক্ষিণে হস্তে জয়ো মে সব্য আহিতঃ ।
গোজিদ্ ভূয়াসমশ্বজিদ্ ধনংজয়ো হিরণ্যজিৎ ॥ ৮ ॥
অক্ষাঃ ফলবতীং দ্যুবং দত্ত গাং ক্ষীরিণীমিব ।
সং মা কৃতস্য ধারয়া ধনুঃ স্নাব্নেব নহ্যত ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরীয়ঃ কৃণোতু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ বিদ্যুৎ যেমন প্রতিদিন অপ্রতিম হয়ে বৃক্ষ বিনাশ করে, সেরূপ আমি অপ্রতিপক্ষ হয়ে অক্ষের দ্বারা কিতবদের পরাজিত করব, যাতে আমার প্রতিস্পর্দ্ধী কেউ না হয় । ১ ॥ ত্বরমাণ (পাশা ফেলে প্রতিপক্ষদের আমি জয় করব—এ ভাবে যারা তাড়াতাড়ি করে) ও অত্বরমাণ (বিমৃশ্যকারী), অবর্জনীয় (বার বার হেরে গেলে বা জয়লাভ করলেও যারা দ্যূতক্রিয়া পরিত্যাগ করে না) দ্যূতব্যসনীদের জয়ভাগ্য আমার দিকে আসুক । আমার হাতের মধ্যে কৃত নামক অয় অবস্থান করুক । (পাশা খেলায় এক দুই করে পাঁচটি সংখ্যাকে অয় বলে. তার মধ্যে চতুর্থ সংখ্যাকে 'কৃত' বলে, যা লাভ করলে জয়লাভ হয়) । ২ ॥ নিজ স্তোতাদের ধনদানকারী অগ্নিকে আমি স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করছি । এ দ্যূতকর্মের অধিপতি অগ্নি দ্যূতক্রিয়াশীল আমাদের লাভহেতু কৃত-নামক অয় দিক । অন্নলাভের কারণ রথের মত অক্ষের দ্বারা প্রতিপক্ষ কিতবদের গ্রহণ করব । মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের স্তোত্র ও প্রদক্ষিণ সমৃদ্ধ করব । ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সাহায্যে প্রতিকিতবদের আমরা জয় করব, প্রতিদ্যূত-সংগ্রামে আমাদের জয়ী কর ও প্রভূত ধনাগম কর । হে ধনবান ইন্দ্র, প্রতিপক্ষ কিতবদের বীর্য নিবারণ কর । (যাতে প্রতিপক্ষ কিতব আমাদের জয় করতে না পারে, আমরা তাদের জয় করে তাদের ধনলাভ করতে পারি—সেরূপ কর) । ৪ ॥ (লোকে কিতবগণ অক্ষ শলাকার দ্বারা চিহ্নিত করে সংরোধ করে, সেরূপ প্রতিকিতবকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ।) হে কিতব, চিহ্নিত করলেও তোমাকে আমি জয় করব, সংরোধ করলেও তোমাকে জয় করব । বৃক যেমন অবিকে মথন করে, সেরূপ জয়হেতু তোমার কৃত-রূপ অয় আমি বিনাশ করব । ৫ ॥ অতিশয় দ্যূতক্রিয়াশীল পুরুষ অক্ষের দ্বারা প্রতিকিতবকে জয় করে । পরস্ব-অপহরণকারী কিতব দ্যূতকালে লাভহেতু কৃত-নামক অয়কে অন্বেষণ করে (অর্থাৎ হস্তস্থিত অক্ষের মধ্যে প্রথমে কৃত-নামক অয় রেখে জয়লাভের চেষ্টা করে) যে দেবকাম পুরুষ দ্যূতলব্ধ অর্থ বৃথা ব্যয় না করে দেবতার জন্য নিক্ষেপ করে,

ইন্দ্র তাকে অন্ন ও বলের দ্বারা যুক্ত করে। ৬॥ হে ইন্দ্র, দারিদ্র্য থেকে আগত দুর্বুদ্ধি আমরা পশুর দ্বারা অতিক্রম করব। হে পুরুহূত (বহুজন-স্তুত ইন্দ্র), আমরা সকলে ধান্যের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করব। ক্রীড়াশীলদের মধ্যে স্থিত মুখ্য ধনগুলি আমরা প্রতিকিতবের সাথে অপরাজিত হয়ে অক্ষশলাকার দ্বারা জয় করব। ৭॥ আমরা ডান হাতে লাভহেতু কৃত-নামক অয় আছে, বাম হাতে জয় নিহিত আছে। আমি পরের গাভী জয় করব, প্রতিকিতবের অশ্বের জেতা হবো, সেরূপ ধন ও স্বর্ণের জেতা হবো। ৮॥ হে অক্ষগুলি, দুগ্ধবতী গাভীর মত আমার দ্যূতক্রিয়া ফলবতী কর (অর্থাৎ দ্যূতের দ্বারা যাতে ধনলাভ করতে পারি সেরূপ কর)। কৃতের (চতুঃসংখ্যাযুক্ত লাভহেতুক কৃত নামক অয়ের) ধারার দ্বারা আমাকে যুক্ত কর, যেমন ধনু স্নায়ুনির্মিত মৌর্বীর দ্বারা যুক্ত হয়। (মৌর্বীবদ্ধ ধনু যেমন জয়কারক হয়, সেরূপ কৃত-নামক অয়ের পরম্পরার দ্বারা আমাকে জয়ী কর)। ৯॥ দেবতাদের পালক বৃহস্পতিদেব আমাদের সব দিক দিয়ে পশ্চিম, ঊর্ধ্ব ও অধোলোক থেকে হিংসাকারী পুরুষের কাছ থেকে রক্ষা করুক। সেরূপ ইন্দ্র পূর্বদিক ও মধ্যদেশ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। সব দিক দিয়ে যে হিংসাকারী আসছে, তা থেকে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের পালন করুক। মিত্ররূপ ইন্দ্র তার মিত্র ও স্তোতাদের (আমাদের) প্রভূত ধন দান করুক। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। দ্যূতজয় কর্মে স্থূলশুদ্ধি ও অক্ষাধিবাস করে 'যথা বৃক্ষং অশনিঃ' ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রে অক্ষ অভিমন্ত্রিত করে দ্যূতক্রিয়া করতে হবে। 'বৃহস্পতি র্নঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহযজ্ঞে বৃহস্পতির যাগ করতে হবে।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সংজ্ঞানং নঃ স্বেভিঃ সংজ্ঞানমরণেভিঃ।
সংজ্ঞানমশ্বিনা যুবমিহাস্মাসু নি যচ্ছতম্ ॥ ১॥
সং জানামহৈ মনসা সং চিকিত্বা মা যুষ্মহি মনসা দৈব্যেন।
মা ঘোষা উৎ স্থুর্বহুলে বিনির্হতে মেষুঃ পপ্তদিন্দ্রস্যাহন্যাগতে ॥ ২॥
অমুত্রভূয়াদধি যদ্ যমস্য বৃহস্পতেরভিশস্তেরমুঞ্চঃ।
প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মদ্ দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ ॥ ৩॥
সং ক্রামতং মা জহীতং শরীরং প্রাণাপানৌ তে সযুজাবিহ স্তাম্।
শতং জীব শরদো বর্ধমানোঽগ্নিষ্টে গোপা অধিপা বসিষ্ঠঃ ॥ ৪॥
আয়ুর্যৎ তে অতিহিতং পরাচৈরপানঃ প্রাণঃ পুনরা তাবিতাম্।
অগ্নিষ্টদাহার্নির্ঋতেরুপস্থাৎ তদাত্মনি পুনরা বেশয়ামি তে ॥ ৫॥
মেমং প্রাণো হাসীন্মো অপানোঽবহায় পরা গাৎ।
সপ্তর্ষিভ্য এনং পরি দদামি ত এনং স্বস্তি জরসে বহন্তু ॥ ৬॥
প্র বিশতং প্রাণাপানাবনড্বাহাবিব ব্রজম্।
অয়ং জরিম্ণঃ শেবধিররিষ্ট ইহ বর্ধতাম্ ॥ ৭॥
আ তে প্রাণং সুবামসি পরা যক্ষ্মং সুবামি তে।
আয়ুর্নো বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্বরেণ্যঃ ॥ ৮॥

উদ্ বয়ং তমসস্পরি রোহন্তো নাকমুত্তমম্ ।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৯ ॥
ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্মাণি কুর্বতে ।
এতে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ নিজ জনের সাথে আমাদের একমত হোক, সেরূপ প্রতিকূল জনের সাথে ঐক্য হোক। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজনে এ বিষয়ে আমাদের ঐক্য স্থাপন কর। ১ ॥ নিজ জনের ও পরের মন জেনে তাদের অনুকূলে মিলিত হবো। প্রতিকূলজনিত বিক্ষেপরহিত হয়ে আমাদের মন যেন সর্বদা দেবতা-বিষয়ক হয়, কুটিলতা নিমিত্ত বৈমনস্য-নিবন্ধন শব্দ যেন উত্থিত না হয়। ইন্দ্রের বজ্রের মত মর্মভেদী পরকীয় বাক্য যেন আমাদের উপর পতিত না হয় অর্থাৎ তা সব সময় আমাদের অনুকূল হোক। ২ ॥ হবি-প্রদানের দ্বারা দেবতাদের পালক হে অগ্নি, পরলোকে যমের অভিশাপ থেকে এ মাণবককে তুমি মুক্ত করেছ। তোমার প্রসাদে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাদের এ বালকের মৃত্যুকারণ নিবারণ করুক। ৩ ॥ হে প্রাণ ও অপান বায়ু, তোমরা আয়ুষ্কাম পুরুষের শরীরে সংক্রান্ত হও ও তার শরীর ত্যাগ করো না। হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার শরীরে প্রাণ ও অপান পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাক। (প্রাণ হচ্ছে নাসিকাবিবর থেকে বহির্গত বায়ু এবং অপান হচ্ছে হৃদয়ের অধোভাগে সঞ্চরমাণ বায়ু। যতকাল প্রাণ ও অপান পরস্পর যুক্ত হয়ে দেহে থাকে, ততদিন আয়ু থাকে)। হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তুমি শত-বছর বেঁচে থাক। হবি প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ অগ্নি তোমার রক্ষক, পালক ও ধনদাতা হোক। ৪ ॥ হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার যে আয়ু নিয়ে মৃত্যু অন্যত্র রেখেছে, দেহধারক প্রাণ ও অপান বায়ু আবার আসুক। অগ্নি সে আয়ুকে নিকৃষ্টগমন মৃত্যুর কাছ থেকে নিয়ে আসুক। হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, অগ্নির আনীত সে আয়ু তোমার শরীরে মন্ত্র-সামর্থে আমি স্থাপন করছি। ৫ ॥ এ আয়ুষ্কাম পুরুষকে প্রাণ যেন ত্যাগ না করে, অপান এ শরীর ত্যাগ করে যেন অন্যত্র না যায়। সপ্ত প্রাণের নিকট এ পুরুষকে রক্ষার জন্য দান করছি ; তারা এ পুরুষকে জরাপর্যন্ত মঙ্গলের সাথে স্থাপন করুক। ৬ ॥ শকটবহনে সমর্থ বলীবর্দদ্বয় যেমন গোষ্ঠে প্রবেশ করে, হে প্রাণ ও অপান, তোমরা সেরূপ আয়ুষ্কাম পুরুষের শরীরে প্রবেশ কর। এ আয়ুষ্কাম পুরুষ জরাকাল পর্যন্ত মৃত্যুবাধারহিত হয়ে এ লোকে সমৃদ্ধ হোক। ৭ ॥ হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার প্রাণ যুক্ত করছি, সেরূপ তোমার আয়ুপ্রতিবন্ধক যক্ষ্মারোগ দূর করছি। বরণীয় হূয়মান এ অগ্নি আমাদের এ আয়ুষ্কাম পুরুষের শতায়ু বিধান করুক। ৮ ॥ দুঃখরহিত স্বর্গলোকে গিয়ে আমরা অন্ধকার (পাপ) অতিক্রম করব, তারপর দেবতাদের মধ্যে উত্তম জ্যোতিরূপ সূর্যদেবের (অথবা ব্রহ্মের) কাছে আমরা যাব। ৯ ॥ ঋগ্বেদ ও সামবেদের আমরা পূজা করব। ঋক্ ও সামের দ্বারা ঋত্বিক ও যজমানেরা যজ্ঞকর্ম করে থাকে। এ ঋক্ ও সাম সদ-নামক মণ্ডপে শোভা পায় এবং দেবতাদের যজ্ঞ প্রদান করে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। ৫ম অনুবাকে তিনটি সূক্ত, তারমধ্যে 'সংজ্ঞানং নঃ' ইত্যাদি মন্ত্র শান্তি-কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ উপনয়নকালে আচার্য মাণবকের নাভিদেশ স্পর্শ করে 'অমুত্রভূয়াৎ' ইত্যাদি ছ-টি মন্ত্র পাঠ করবে। সেরূপ অন্নপ্রাশন কর্মে বালককে মাটিতে বসিয়ে 'উদ্বয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সূর্য দেখাতে হবে। সেরূপ অধ্যাপকদের অধ্যাপনের বিঘ্নের উপশমের জন্য 'ঋচং সাম' ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ঋচং সাম যদপ্রাক্ষং হবিরোজো যজুর্বলম্ ।
এষ মা তস্মান্মা হিংসীদ্ বেদঃ পৃষ্টঃ শচীপতে ॥ ১ ॥
যে তে পন্থানোঽব দিবো যেভির্বিশ্বমৈরয়ঃ ।
তেভিঃ সুম্নয়া ধেহি নো বসো ॥ ২ ॥
তিরশ্চিরাজেরসিতাৎ পৃদাকোঃ পরি সম্ভৃতম্ ।
তৎ কঙ্কপর্বণো বিষমিয়ং বীরুদনীনশৎ ॥ ৩ ॥
ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুশ্চুন্মধুলা মধূঃ ।
সা বিহ্রুতস্য ভেগজ্যথো মশকজম্ভনী ॥ ৪ ॥
যতো দষ্টং যতো ধীতং ততস্তে নির্হ্বয়ামসি ।
অর্ভস্য তৃপ্রদংশিনো মশকস্যারসং বিষম্ ॥ ৫ ॥
অয়ং যো বক্রো বিপরুর্ব্যঙ্গো মুখানি বক্রা বৃজিনা কৃণোধি ।
তানি ত্বং ব্রহ্মণস্পত ইষীকামিব সং নমঃ ॥ ৬ ॥
অরসস্য শর্কোটস্য নীচীনস্যোপসর্পতঃ ।
বিষং হ্যস্যাদিষ্যথো এনমজীজভম্ ॥ ৭ ॥
ন তে বাহ্বোর্বলমস্তি ন শীর্ষে নোত মধ্যতঃ ।
অথ কিং পাপয়াময়া পুচ্ছে বিভর্ষ্যর্ভকম্ ॥ ৮ ॥
অদন্তি ত্বা পিপীলিকা বি বৃশ্চন্তি ময়ূর্যঃ ।
সর্বে ভল ব্রবাথ শার্কোটমরসং বিষম্ ॥ ৯ ॥
য উভাভ্যাং প্রহরসি পুচ্ছেন চাস্যেন চ ।
আস্যে ন তে বিষং কিমু তে পুচ্ছধাবসৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ঋগ্বেদের কাছে হবি, সামবেদের কাছে ওজ এবং যজুর্বেদের কাছে বল জিজ্ঞাসা করছি। (ঋক্ অর্থাৎ যাজ্যার দ্বারা হবির আহুতি দেওয়া হয় জন্য ঋগ্বেদের কাছে হবির প্রশ্ন, মাধ্যন্দিনসবনে গীয়মান পৃষ্ঠস্তোত্রের যজ্ঞপ্রাণ বলে সামবেদের কাছে আন্তর বলরূপ ওজের প্রশ্ন এবং যজুর দ্বার যজ্ঞশরীরের নিবৃত্তি বলে যজুর্বেদের কাছে বলের প্রশ্ন করা হয়েছে।) যেহেতু ঋগাদির কাছে হবি প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি, অতএব হে বাক্যের অনুশাসনকর্তা ইন্দ্র, এভাবে ঋক্, যজুঃ, ও সামবেদ আমি অধ্যয়ন করেছি, আমাকে (অধ্যাপক) হিংসা করো না অর্থাৎ অধ্যাপনানিবন্ধন প্রত্যবায়-ভাগী না করে অভিমত ফল দাও। ১॥ হে ধনপ্রদ ইন্দ্র, তোমার যে পথ দ্যুলোকের নিম্নদেশে রয়েছে, যে সকল পথের দ্বারা বিশ্বকে নিজ নিজ কর্মে প্রেরণ কর, সে পথে আমাদের সুখে রাখ। ২॥ তির্যক্-রেখা-বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ সর্পের এবং কঙ্ক-পর্বা নামক দংশকের বিষ এ মধুকাখ্য ওষধি নাশ করুক। ৩॥ এ ওষধি মধু থেকে উৎপন্ন, মধুক্ষরণকারী ও মধুমতী। সে মধুকাখ্য ওষধি কৌটিল্যকারী বিষের প্রতিকর্ত্রী ও দংশকদের হিংসিত্রী (হিংসাকারিণী অর্থাৎ তাদের বিষ দূর করতে সমর্থ)। ৪॥ যে স্থানে সর্পাদি দংশন করেছে অথবা যে স্থানে (রক্তাদি) পান করেছে, হে সর্পদষ্ট পুরুষ, তোমার সে অবয়ব থেকে আমরা বিষ নির্গত করেছি। ত্রিপ্রদংশী (মুখ, পুচ্ছ ও পা—এ তিন স্থান দিয়ে যারা দংশন করে) অল্পসামর্থযুক্ত মশকদের বিষ আমরা নির্বীর্য করছি। ৫॥ সর্পাদির দ্বারা দষ্ট এ পুরুষ বক্র, বিগতসন্ধি ও বিবশাবয়ব হয়ে মুখাদি বক্র করে কষ্ট অনুভব করছে, হে মন্ত্রপালক ব্রহ্মণস্পতি, জ্যা-বিহীন ধনুর

মত এ পুরুষের বক্রতা দূর করে ঋজু কর। ৬॥ নিবীর্য, নিম্নমুখ, সমীপাগত শর্কোট-নামক সর্পের বিষ আমি খণ্ডিত করছি। তারপর মন্ত্রসামর্থে এ সর্প ও তার বিষ আমি বিনাশ করছি। ৭॥ হে বৃশ্চিক, তোমার বাহুতে পরকে পীড়া দেবার সামর্থ নেই, সেরূপ তোমার মস্তকে বল নেই অথবা তোমার মধ্যদেশেও বল নেই, তবু শুধু পাপ বুদ্ধিতে পুচ্ছে কিজন্য সামান্য বিষ বহন করছ? ৮॥ হে সর্প, তোমাকে পিঁপড়েরা ভক্ষণ করে ও ময়ূরীরা ছিন্ন করে থাকে। হে সকল সর্প-বিষ দূরকারী পুরুষগণ, তোমরা 'শর্কোট সর্পের বিষ নিবীর্য হয়েছে'—এটা ভাল-ভাবে বল। ৯॥ হে বৃশ্চিক, তুমি মুখ ও পুচ্ছ উভয় দিয়ে প্রহার কর, কিন্তু তোমার মুখে বিষ নেই, পুচ্ছেও কি সামান্য বিষ আছে? (অর্থাৎ তা না থাকার মত। এখানে পুচ্ছ শব্দে তদ্গত লোমগুলিকে বোঝাচ্ছে, পুচ্ছধি শব্দে লোমযুক্ত অবয়ব বোঝাচ্ছে)। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ঋচং সাম যৎ অপ্রাক্ষং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অধ্যাপকগণ অধ্যয়নের প্রত্যবায় দূর করার জন্য আজ্যাহুতি দেবে। পথের স্বস্ত্যয়নকর্মে 'যে তে পন্থানঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে ডান পা প্রথমে ফেলে যেতে হবে। বৃশ্চিক, মশক, পিপীলিকা প্রভৃতির চিকিৎসার জন্য 'তিরশ্চিরাজেঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা মধুক নামক ওষধি অভি-মন্ত্রিত করে পান করাতে হবে—ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

যদাশসা বদতো মে বিচুক্ষুভে যদ্ যাচমানস্য চরতো জনাঁ অনু।
যদাত্মনি তন্বো মে বিরিষ্টং সরস্বতী তদা পৃণদ্ ঘৃতেন॥ ১॥
সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবৃতন্নৃতানি।
উভে ইদস্যোভে অস্য রাজত উভে যতেতে উভে অস্য পুষ্যতঃ॥ ২॥
ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতৌ।
যুবো রথো অধ্বরো দেববীতয়ে প্রতি স্বসরমুপ যাতু পীতয়ে॥ ৩॥
ইন্দ্রবরুণা মধুমত্তমস্য বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্।
ইদং বামন্ধঃ পরিষিক্তমাসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়েথাম্॥ ৪॥
যো নঃ শপাদশপতঃ শপতো যশ্চ নঃ শপাৎ।
বৃক্ষ ইব বিদ্যুতা হত আ মূলাদনু শুষ্যতু॥ ৫॥

অনুবাদ ঃ দাতার কাছে যাচ্ঞা করার জন্য (যাচ্ঞা-প্রতিঘাতের দ্বারা বা দাতার ভর্ৎসনার দ্বারা) আমার যে অঙ্গ ক্ষুব্ধ হয়েছে, প্রতি জনে জনে পরিভ্রমণ করার জন্য (ইষ্ট ফলপ্রাপ্তির অভাবে) আমার যে অঙ্গ পর্যাকুল হয়েছে, বাগ্দেবতা সরস্বতী বিশেষরূপে ক্লিষ্ট আমার সে অঙ্গ ক্ষোভরহিত করুক ও ঘৃতের মত সারভূত ফলের দ্বারা পূর্ণ করুক। ১॥ মরুদ্যুক্ত জলের পুত্ররূপ বরুণের উদ্দেশে (অথবা মরুদ্যুক্ত শত্রুনাশক ইন্দ্রের আজ্ঞায়) ক্ষরণশীল নদীগণ প্রবাহিত হচ্ছে। দ্যুলোক-স্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে হবি-প্রদানের দ্বারা পোষক পুত্ররূপ মনুষ্যগণ যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করছে। উভয় লোকে (দ্যুলোকে ও ভূলোকে) উভয়ে, (দেবতা ও মনুষ্য) বিরাজ করছে, উভয় লোক উভয়ের জন্য যত্ন করছে, উভয় লোক উভয়ের পোষণ করছে (অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক অন্ন ও জল দিয়ে দেবতা এবং মানুষের পোষণ করছে)। ২॥ হে অভিষুত সোমের পালক, বিধৃতকর্মা

ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের তৃপ্তিকর আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তোমাদের হিংসারহিত (শত্রুর দ্বারা অপরাজিত) রথ, তোমাদের সোমপানের জন্য দেবকাম যজমানের গৃহের কাছে আসুক। ৩ ॥ হে অভিমতফলবর্ষক, ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা মাধুর্যযুক্ত অভিমত সোমের ভাগ ভক্ষণ কর। তোমাদের জন্য অন্নরূপ এ সোম (গ্রহ, চমস ও পাত্রে) পরিবেষণ করা হয়েছে, তোমার এ কুশাসনে উপবেশন করে সোমপানে তৃপ্ত হও। ৪ ॥ যে শত্রু অনিন্দাকারী আমাদের নিন্দাবাক্যে ভর্ৎসনা করে, যারা নিন্দাকারী আমাদের নিন্দা করে, তারা বিদ্যুদাহত বৃক্ষের মত সমূলে (পিতা পুত্রাদির সাথে) বিনষ্ট হোক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। যাচকদের অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্তির জন্য 'যদ্ আশসা' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রের দ্বারা সমান রূপবান বৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধের দ্বারা তৈরী পায়স অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করতে হবে। উকথ্য-ক্রতুতে মৈত্রাবরুণ যাগে 'ইন্দ্রাবরুণা সুতপৌ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রণ করতে হয়। সেরূপ অভিচার কর্মে 'যো নঃ শপাৎ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বজ্রাহত বৃক্ষের সমিধ গ্রহণ করতে হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ঊর্জং বিভ্রদ্ বসুবনিঃ সুমেধা অঘোরেণ চক্ষুষা মিত্রিয়েণ।
গৃহানৈমি সুমনা বন্দমানো রমধ্বং মা বিভীত মৎ ॥ ১ ॥
ইমে গৃহা ময়োভুব ঊর্জস্বন্তঃ পয়স্বন্তঃ।
পূর্ণা বামেন তিষ্ঠন্তস্তে নো জানন্ত্বায়তঃ ॥ ২ ॥
যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ।
গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্ত্বায়তঃ ॥ ৩ ॥
উপহূতা ভূরিধনাঃ সখায়ঃ স্বাদুসংমুদঃ।
অক্ষুধ্যা অতৃষ্যা স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন ॥ ৪ ॥
উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ।
অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ ॥ ৫ ॥
সূনৃতাবন্তঃ সুভগা ইরাবন্তো হসামুদাঃ।
অতৃষ্যা অক্ষুধ্যা স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন ॥ ৬ ॥
ইহৈব স্ত মানু গাত বিশ্বা রূপাণি পুষ্যত।
ঐষ্যামি ভদ্রেণা সহ ভূয়াংসো ভবতা ময়া ॥ ৭ ॥
যদগ্নে তপসা তপ উপতপ্যামহে তপঃ।
প্রিয়াঃ শ্রুতস্য ভূয়াস্মায়ুষ্মন্তঃ সুমেধসঃ ॥ ৮ ॥
অগ্নে তপস্তপ্যামহ উপ তপ্যামহে তপঃ।
শ্রুতানি শৃণ্বন্তো বয়মায়ুষ্মন্তঃ সুমেধসঃ ॥ ৯ ॥
অয়মগ্নিঃ সৎপতির্বৃদ্ধবৃষ্ণ্যো রথীব পত্তীনজয়ৎ পুরোহিতঃ।
নাভা পৃথিব্যাং নিহিতো দবিদ্যুতদধস্পদং কৃণুতাং যে পৃতন্যবঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ অন্ন, ধন নিয়ে শোভন মেধাযুক্ত হয়ে স্নিগ্ধ চক্ষুতে দেখতে দেখতে শোভন মনে স্তব করতে করতে গৃহে আসছি। হে গৃহ, তোমরা সুখী হও,

আমার কাছ থেকে ভীত হও না। ১॥ সুখকর, অন্নরসযুক্ত, ক্ষীরাদি-সমৃদ্ধ, রম্য ধনে পূর্ণ এ গৃহগুলি প্রবাস থেকে গৃহাগত আমাদের জানুক। ২॥ প্রবাসে বাস করে যে গৃহের কথা স্মরণ হয়, সে গৃহে সৌমনস্যযুক্ত অধিক পদার্থ থাকে, সেরূপ গৃহলাভের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। সে গৃহগুলি আমাদের জানুক। ৩॥ হে গৃহগুলি, অনুজ্ঞার জন্য প্রার্থিত হয়ে প্রভূত ধনযুক্ত হও, আমাদের মিত্রভূত হয়ে মধুর পদার্থের দ্বারা হৃষ্ট হও। তোমাতে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যেন কেউ না থাকে। হে গৃহ, আমরা দেশান্তর থেকে এসেছি, আমাদের থেকে ভীত হয়ো না। ৪॥ আমাদের এ গৃহে গাভীগণ অনুজ্ঞার জন্য প্রার্থিত হোক, অজা ও অবিগণ অনুজ্ঞার জন্য প্রার্থিত হোক। আমাদের গৃহে অন্নের সারভূত অংশ প্রার্থিত হোক। (আমাদের গৃহে যে যে ভোগ্য বস্তু রয়েছে, সেগুলি অনুজ্ঞার জন্য প্রার্থিত হোক)। ৫॥ হে গৃহগুলি, তোমরা প্রিয় ও সত্যবাক্যযুক্ত হও, শোভন ভাগ্য ও অন্নযুক্ত এবং হাস্যের দ্বারা সন্তোষযুক্ত হও। গৃহে যেন কেউ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত না থাকে। হে গৃহ, প্রবাস প্রত্যাগত আমাদের থেকে ভীত হয়ো না। ৬॥ হে গৃহগুলি, এ প্রদেশে সুখে অবস্থান কর (প্রবাসে বাসকারী গৃহস্বামীর অনুগমন করো না)। পুত্রাদি সকলের পোষণ কর। মঙ্গলজনক ধনের সাথে আমি আবার আসব, দেশান্তর থেকে প্রত্যাগত আমার অর্জিত ধনের দ্বারা তোমরা বহু হও। ৭॥ হে অগ্নি, তোমার কর্মের দ্বারা যে তপস্যা করণীয়, তা তোমার পরিচর্যার দ্বারা আমরা অর্জন করব। সে তপস্যার দ্বারা আমরা বেদ-শাস্ত্রাদির প্রিয় হবো, দীর্ঘজীবী হবো এবং সুমেধা লাভ করব। ৮॥ হে অগ্নি, শরীরশোষণরূপ নিয়ম পালন করব, তোমার কাছে এরূপ তপস্যার সাধন করব। সে তপস্যার দ্বারা অধীত বেদশাস্ত্রাদি শ্রবণ করে আমরা দীর্ঘজীবী ও সুমেধাযুক্ত হবো। ৯॥ সত্যের পালক, প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত, পুরজনের হিতকারী এ অগ্নি প্রজাদের জয় করে। পৃথিবীর নাভিস্থানীয় উত্তরবেদীতে স্থাপিত এ অগ্নি অত্যন্ত দীপ্যমান হয়ে সংগ্রামেচ্ছু শত্রুদের আমাদের পদতলে স্থাপন করুক। ১০॥

টীকাঃ ১-১০। ষষ্ঠ অনুবাকে চারটি সূক্ত, তার মধ্যে 'ঊর্জং বিভ্রৎ' ইত্যাদি ছ-টি মন্ত্র প্রবাস-প্রত্যাগত গৃহস্বামীর মঙ্গলকার্যে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'যৎ অগ্নে তপসা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা মেধাকামনায় অগ্নির উপাসনা করতে হবে। সেরূপ উপনয়নে অগ্নিকার্যে এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

পৃতনাজিতং সহমানমগ্নিমুক্থৈর্হবামহে পরমাৎ সধস্থাৎ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামৎ দেবোঽতি দুরিতান্যগ্নিঃ ॥ ১ ॥
ইদং যৎ কৃষ্ণঃ শকুনিরভিনিষ্পতন্নপীপতৎ।
আপো মা তস্মাৎ সর্বস্মাদ্ দুরিতাৎ পান্ত্বংহসঃ ॥ ২ ॥
ইদং যৎ কৃষ্ণঃ শকুনিরবামৃক্ষন্নির্ঋতে তে মুখেন।
অগ্নির্মা তস্মাদেনসো গার্হপত্যঃ প্র মুঞ্চতু ॥ ৩ ॥
প্রতীচীনফলো হি ত্বমপামার্গ রুরোহিথ
সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি বরীয়ো যাবয়া ইতঃ ॥ ৪ ॥
যদ্ দুষ্কৃতং যচ্ছমলং যৎ বা চেরিম পাপয়া।
ত্বয়া তৎ বিশ্বতোমুখাপামার্গাপ মৃজ্মসে ॥ ৫ ॥

শ্যাবদতা কুনখিনা বণ্ডেন যৎ সহাসিম।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৬ ॥
যদ্যন্তরিক্ষে যদি বাত আস যদি বৃক্ষেষু যদি বোলপেষু।
যদশ্রবন্ পশব উদ্যমানং তৎ ব্রাহ্মণং পুনরস্মানুপৈতু ॥ ৭ ॥
পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ।
পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম কল্পয়ন্তামিহৈব ॥ ৮ ॥
সরস্বতি ব্রতেষু তে দিব্যেষু দেবি ধামসু।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি ররাস্ব নঃ ॥ ৯ ॥
ইদং তে হব্যং ঘৃতবৎ সরস্বতীদং পিতৃণাং হবিরাস্যং যৎ।
ইমানি ত উদিতা শংতমানি তেভির্বয়ং মধুমন্তঃ স্যাম ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ শত্রুসংগ্রামের জেতা, পরাভিভবকারী অগ্নিকে উৎকৃষ্ট দ্যুলোক থেকে স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। সে আহূত অগ্নি আমাদের সকল কষ্ট দূর করুক। দীপ্যমান অগ্নি সকল পাপ দগ্ধ করুক। ১॥ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী (কাক) আকাশ থেকে পড়ে আমার এ অঙ্গে পক্ষের দ্বারা আঘাত করেছে, সে পতনজনিত পাপ থেকে অভিমন্ত্রিত জলসকল আমাকে রক্ষা করুক। ২ ॥ হে মৃত্যুদেবতা নির্ঋতি, তোমার মুখের দ্বারা কাক আমার এ অঙ্গে আঘাত করেছে। (কাকের স্পর্শদোষ অতিকষ্টকর বলে কাকের চঞ্চুপুটের আঘাতকে এখানে মৃত্যুমুখের আঘাত বলা হয়েছে)। কাকের মুখের দ্বারা আঘাত-জনিত পাপ থেকে গার্হপত্য অগ্নি আমাকে মুক্ত করুক। ৩ ॥ হে অপামার্গ (ইধ্মপ্রকৃতিক কাষ্ঠবিশেষ), যেহেতু তুমি প্রত্যঙ্মুখফল হয়ে উৎপন্ন হয়েছ, (অগ্র থেকে আরম্ভ করে ফলের মূল পর্যন্ত আত্মাভিমুখী, স্পর্শে কণ্টকরহিত বলে 'প্রতীচীনফলত্ব' বলা হয়েছে)। অতএব সকল শপথ-জনিত দোষ আমাদের থেকে পৃথক কর। ৪ ॥ যা দুষ্কৃত, যা মলিন অথবা পাপপ্রবৃত্তির দ্বারা যে পাপ আচরণ করেছি, হে প্রসৃতশাখাযুক্ত অপামার্গ, তোমার দ্বারা সে সকলের অপসারণ করব। ৫ ॥ কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, কুৎসিত নখযুক্ত পুরুষের সাথে অথবা ষণ্ডের (নপুংসকের) সাথে ভোজনাদি ব্যবহার করে যে পাপ করেছি, হে অপামার্গ, তোমার দ্বারা সে সকল পাপের মার্জন করব। ৬ ॥ মেঘাচ্ছন্ন অন্তরিক্ষে, ঝড়ের মধ্যে, বৃক্ষের ছায়ায় অথবা শস্যের কাছে এবং গ্রাম্য বা আরণ্য পশুর কাছে যদি বেদ-বাক্য বলা বা শোনা হয়, (নিষিদ্ধ কাল ও স্থলে অধ্যয়নের জন্য আমাদের কাছ থেকে নিষ্ক্রান্ত) বেদমন্ত্র আবার ফলযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে আসুক। ৭ ॥ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমার কাছে আবার আসুক, আত্মা, ধন ও মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ আমার কাছে আবার আসুক। হোত্রাদিস্থানে বিধৃত অগ্নি এ বিধৃতপ্রদেশে যথাস্থানে প্রবৃদ্ধ হোক। ৮ ॥ হে সরস্বতি দেবি, তোমার কর্মে দিব্য গার্হপত্যাদি স্থানসকলে আহূত হবির সেবা কর। হে দেবি, আমাদের পুত্রাদি দাও। ৯ ॥ হে সরস্বতি, তোমার জন্য হূয়মান ঘৃতযুক্ত যে হবি, পিতৃগণের উদ্দেশে হূয়মান যে হবি, আমাদের অত্যন্ত সুখকর যে হবি, তোমার উদ্দেশে হূয়মান সে সকল হবির দ্বারা আমরা মধুর রসযুক্ত অন্নবান হবো। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'পৃতনাজিতং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজমান মন্থনের জন্য অরণিস্থিত অগ্নির আহ্বান করবে। 'ইদং যৎ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি মন্ত্র কাকের আঘাত-জনিত দোষের শান্তির জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে। 'যৎ দুষ্কৃতং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা

বিবাহে কুমারীর স্নান করানোর পর বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গ মার্জন করতে হবে। 'পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা গ্রহশান্তি ও নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্মে দোষশান্তির জন্য অনুমন্ত্রণের বিধান দৃষ্ট হয়। সেরূপ চাতুর্মাস্যে বিশ্বদেবপর্বে সারস্বতযাগে 'সরস্বতি ব্রতেষু' ইত্যাদি মন্ত্রের অনুমন্ত্রণ করতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃডীকা সরস্বতি।
মা তে যুয়োম সংদৃশঃ ॥ ১ ॥
শং নো বাতো বাতু শং নস্তপতু সূর্যঃ।
অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রী প্রতি
ধীয়তাং শমুষা নো ব্যুচ্ছতু ॥ ২ ॥
যৎ কিং চাসৌ মনসা যচ্চ বাচা যজ্ঞৈর্জুহোতি হবিষা যজুষা।
তন্মৃত্যুনা নির্ঋতিঃ সংবিদানা পুরা সত্যাদাহুতিং হন্ত্বস্য ॥ ৩ ॥
যাতুধানা নির্ঋতিরাদু রক্ষস্তে অস্য ঘ্নন্ত্বনৃতেন সত্যম্।
ইন্দ্রেষিতা দেবা আজ্যমস্য মথ্নন্তু মা তৎ
সং পাদি যদসৌ জুহোতি ॥ ৪ ॥
অজিরাধিরাজৌ শ্যেনৌ সম্পাতিনাবিব।
আজ্যং পৃতন্যতো হতাং যো নঃ কশ্চাভ্যঘায়তি ॥ ৫ ॥
অপাঞ্চৌ ত উভৌ বাহূ অপি নহ্যাম্যাস্যম্।
অগ্নের্দেবস্য মন্যুনা তেন তেঽবধিষং হবিঃ ॥ ৬ ॥
অপি নহ্যামি তে বাহূ অপি নহ্যাম্যাস্যম্।
অগ্নের্ঘোরস্য মন্যুনা তেন তেঽবধিষং হবিঃ ॥ ৭ ॥
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতঃ ॥ ৮ ॥
উৎ তিষ্ঠতাব পশ্যতেন্দ্রস্য ভাগমৃত্বিয়ম্।
যদি শ্রাতং জুহোতন যদ্যশ্রাতং মমত্তন ॥ ৯ ॥
শ্রাতং হবিরো ষ্বিন্দ্র প্র যাহি জগাম সূরো অধ্বনো বি মধ্যম্।
পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে বাগ্দেবতা সরস্বতি, সর্বসুখরূপা তুমি আমাদের রোগনিবারিকা ও শোভন সুখপ্রদা হও। হে সরস্বতি, তোমার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান থেকে যেন আমরা পৃথক না হই। ১ ॥ বায়ু আমাদের সুখকর হয়ে প্রবাহিত হোক, সর্বপ্রেরক সূর্য আমাদের সুখে সন্তাপকারী হোক, দিনে আমাদের সুখ হোক ও রাত্রী সুখকর-রূপে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং ঊষাকালগুলি আমাদের যাতে সুখ হয়, সেভাবে প্রকাশিত হোক। ২ ॥ ঐ দূরস্থ শত্রু মনে মনে যে কর্ম (শত্রুহননাদিরূপ) ধ্যান করছে, যে কর্ম বাক্যের দ্বারা বলছে এবং অভিচার কর্মের দ্বারা হবি ও মন্ত্রের দ্বারা যে হোম করছে—আমাদের প্রতি ক্রিয়মাণ শত্রুর এ অভিচার কর্ম ফলপ্রদ হবার পূর্বেই মৃত্যুর সাথে একমত হয়ে পাপদেবতা নির্ঋতি তাকে বিনাশ করুক। ৩ ॥ পরপীড়াকারিণী নিকৃষ্টগমনা নির্ঋতি ও রাক্ষসগণ, আমাদের উদ্দেশে শত্রুর ক্রিয়মাণ অভিচার কর্ম যাতে যথার্থ ফলপ্রদ না হয়ে বিপরীত ফলপ্রদ হয়, সেরূপ করুক। ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে দেবগণ সে শত্রুর আজ্যসাধন হোমকর্ম বিনাশ করুক। সে শত্রু

আমাদের বধের জন্য যে কর্ম করেছে, তা যেন সম্পন্ন না হয় অর্থাৎ তা ফলপ্রদ না হোক অথবা অঙ্গ বিকল হোক। ৪ ॥ শত্রুর ক্ষেপনসমর্থ অজির ও অধিরাজ নামক মৃত্যুদ্যুতদ্বয় আকাশ-মার্গ থেকে দ্বেষ্য পক্ষীর ওপর পতনশীল শ্যেনের মত সংগ্রামেচ্ছু পুরুষের ঘৃতসাধন হোমকর্ম বিনাশ করুক। যে শত্রু আমাদের সামনে হিংসারূপ পাপ করতে ইচ্ছা করে, তার আজ্য নষ্ট করুক। ৫ ॥ হে আমাদের প্রতি অভিচার-কারী, হোমকর্মে ব্যাপৃত তোমার হাত-দুটি পিছমোড়া করে বেঁধে রাখব, যাতে হোমকর্ম না করতে পার, তোমার মুখ বেঁধে রাখব, যাতে তোমার মুখ থেকে হোমসাধনভূত মন্ত্র উচ্চারিত না হয়। ভয়ংকর অগ্নিদেবের তেজে (বা ক্রোধে) তোমার হোতব্য দ্রব্য নষ্ট করে দেব। ৬-৭ ॥ হে বল-জাত অগ্নি, মেধাবী তোমাকে রাক্ষস-বিনাশের জন্য আমরা ধারণ করছি। তুমি বর্ষরূপ এবং প্রতিদিন ভঙ্গশীল কর্মকারী রাক্ষসদের বিনাশক। ৮ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, আসন থেকে উঠে বসন্তাদি কালোৎপন্ন ইন্দ্রের ভাগ লক্ষ্য কর। যদি পক্ব হয়, তবে অগ্নিতে আহুতি দাও, আর যদি অপক্ব হয়, তাহলে পাক কর (অথবা পাক পর্যন্ত স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রের তুষ্টিবিধান কর)। ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার হবির পাক হয়েছে, তুমি শীঘ্র এস। সূর্য তার গমনপথের মধ্যভাগে গিয়েছে (অর্থাৎ তোমার যাগের জন্য মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয়েছে)। ঋত্বিক্‌গণ অভিষুত সোমের দ্বারা তোমার উপাসনা করছে, যেমন বংশরক্ষক পুত্রেরা গৃহপতির পরিচর্যা করে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'শিবা নঃ' ইত্যাদি মন্ত্র শান্ত্যুদক কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। অভিচার কর্মে 'যৎকিং চাসৌ' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা মধ্যপলাশের দ্বারা যাগ করতে হবে। সোমযাগে মাধ্যন্দিনসবনে বিষ্ণু ও অগ্নির উদ্দেশে 'পরি ত্বাগ্নে' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নৌ সুশৃতং মন্যে তদৃতং নবীয়ঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেন্দ্র বজ্রিন্ পুরুকৃজ্জুষাণঃ ॥ ১ ॥
সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষণা রথী দিবস্তপ্তো ঘর্মো দুহ্যতে বামিষে মধু।
বয়ং হি বাং পুরুদমাসো অশ্বিনা হবামহে সধমাদেষু কারবঃ ॥ ২ ॥
সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা তপ্তো বাং ঘর্ম আ গতম্।
দুহ্যন্তে নূনং বৃষণেহ ধেনবো দস্রা মদন্তি বেধসঃ ॥ ৩ ॥
স্বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু যজ্ঞো যো অশ্বিনোশ্চমসো দেবপানঃ।
তমু বিশ্বে অমৃতাসো জুষাণা গন্ধর্বস্য প্রত্যাস্না রিহন্তি ॥ ৪ ॥
যদুস্রিয়াস্বাহুতং ঘৃতং পয়োঽয়ং স বামশ্বিনা ভাগ আ গতম্।
মাধ্বী ধর্তারা বিদথস্য সৎপতী তপ্তং ঘর্মং
পিবতং রোচনে দিবঃ ॥ ৫ ॥
তপ্তো বাং ঘর্মো নক্ষতু স্বহোতা বামধ্বর্যুশ্চরতু পয়স্বান্।
মধোর্দুগ্ধস্যাশ্বিনা তনায়া বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ৬ ॥
উপ দ্রব পয়সা গোধুগোষমা ঘর্মে সিঞ্চ পয় উস্রিয়ায়াঃ।
বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যোঽনুপ্রয়াণমুষসো বি রাজতি ॥ ৭ ॥
উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচৎ ॥ ৮ ॥

হিংকৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসা ন্যাগন্ ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্নেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ৯ ॥
জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞমুপ যাহি বিদ্বান্ ।
বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্য শত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি ॥ ১০ ॥
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু ।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥ ১১ ॥
সুযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অধা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম ।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ গাভীর বাঁটে এ (দধিঘর্ম নামক) হবি দুগ্ধরূপে পক্ক রয়েছে বলে মনে করি। এখন সে দুগ্ধ অগ্নিতে পাক হয়ে সুপক্ক হয়েছে বলে ধারণা করছি। সে হবি সত্যরূপ নূতন হয়েছে। হে বজ্রী, বহুকর্মকারী ইন্দ্র, তুমি প্রীত হয়ে মাধ্যন্দিন সবনে অভিষুত সোমের দধি (দধিঘর্ম নামক হবি) পান কর। ১ ॥ হে অভিমতফলবর্ষক অশ্বিদ্বয়, দ্যুলোকস্থিত দেবগণের রথী (নেতা) অগ্নি সম্যক্ দীপ্ত হয়েছে। সে অগ্নির মহাবীরপাত্রস্থ আজ্য (ঘর্ম) পক্ক হয়েছে। তোমাদের জন্য মধুর রসযুক্ত দুগ্ধ দোহন করা হচ্ছে। হে অশ্বিদ্বয়, বহু গৃহে স্তুতিকারী আমরা (হোতা) যজ্ঞে তোমাদের দু-জনকে আহ্বান করছি। ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অগ্নি সন্দীপ্ত হয়েছে, তোমাদের জন্য মহাবীরপাত্রস্থ আজ্য তপ্ত হয়েছে, তোমরা এস। হে অভিমত ফলবর্ষক, তোমাদের জন্য গাভী দোহন করা হচ্ছে। শত্রুনাশক অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির দ্বারা পরিচর্যাকারী হোতৃগণ আনন্দ করছে। ৩ ॥ দীপ্ত যজ্ঞ (প্রবর্গ্য নামব) অশ্বিনী প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়েছে। (এখানে স্বাহা শব্দ দানবাচক, কারণ এখানে বষট্-কারের দ্বারা হবি অর্পণ করতে হয়)। অশ্বিদ্বয়ের ভক্ষণের জন্য চমসরূপ পানপাত্র আছে, তা সকল অমরণধর্মী দেবতাদের প্রীতিদায়ক এবং তারা আদিত্যের মুখে হবি ভক্ষণ করে থাকে। ৪ ॥ দুগ্ধবতী গাভীতে বর্তমান ঘৃতোৎপাদক যে দুগ্ধ মহাবীরপাত্রে আহুত হয়েছে, হে অশ্বিদ্বয়, তা তোমাদের ভাগ, অতএব তোমরা এস। হে মধুবিদ্যাবিৎ, যজ্ঞের ধারক, দেবতাদের রক্ষক অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজন দ্যুলোকের প্রকাশক অগ্নিতে তপ্ত আজ্য পান কর। ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের উদ্দেশে হোতার দ্বারা অভিষ্টুত, তপ্ত মহাবীর--পাত্রস্থ আজ্য ব্যাপ্ত হোক। অধ্বর্যু প্রীতিকর দুগ্ধযুক্ত হয়ে যাগ করুক (অর্থাৎ হবি প্রদান করুক)। হে অশ্বিদ্বয়, পয়, দধি, আজ্য-রূপ হবি প্রদানের দ্বারা যজ্ঞের বিস্তারকারী গাভীর মধুর দুগ্ধ পান কর। ৬ ॥ হে গোদোহনকারী অধ্বর্যু, তপ্ত দুগ্ধের সাথে নিকটে এস, তারপর ধেনুর দুগ্ধ তপ্ত আজ্যে নিক্ষেপ কর। বরণীয় সর্বপ্রেরক সবিতাদেব দুঃখরহিত স্বর্গলোক প্রকাশ করছে, সে সূর্য উষার গমন লক্ষ্য করে দীপ্তি পাচ্ছে। (যেহেতু সূর্য উদিত হয়ে নিজ তেজে দ্যুলোক প্রকাশ করছে, অতএব দুধের সাথে এসে পাত্রে রাখ—একথা এখানে হোতা অধ্বর্যুকে বলছে)। ৭ ॥ সুদুঘা (সহজে দোহন করা যায় এমন) পুরোবর্তিনী ধেনুর আহ্বান করছি। কল্যাণহস্ত, গাভীর দোহনকারী অধ্বর্যু এ গাভী দোহন করুক। সর্বপ্রেরক সবিতাদেব আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ দুগ্ধ প্রেরণ করুক। পাত্র তপ্ত হয়েছে, তাতে দুধ দেবার জন্য হোতা বলছে। ৮ ॥ হিংকার-শব্দকারিণী, ধনের পালিকা ধেনু মনে মনে বৎস কামনা করে আসুক। অবধ্যা এ গাভী অশ্বিদ্বয়ের জন্য দুগ্ধ দিক এবং আমাদের প্রভূত সৌভাগ্য বর্ধন করুক। ৯ ॥ হে অগ্নি, সকলের সেব্যমান, উদারচিত্ত, অতিথির মত সেব্য, সকল যজ্ঞগৃহে গমনশীল তুমি আমাদের

ভক্তি জেনে এ যজ্ঞের কাছে এস। তারপর হে অগ্নি, শত্রুসেনা বিনাশ করে তাদের ভুজ্যমান ধনগুলি আমাদের জন্য নিয়ে এস। ১০ ॥ হে অগ্নি, আমাদের ধন দেবার জন্য তুমি আদ্রচিত্ত হও। তোমার তেজগুলি অন্ধকার দূর করুক। জায়া ও পতি আমরা এক সাথে যাতে তোমার পরিচর্যা করতে পারি, সেরূপ অনুগ্রহ কর এবং শত্রুদের তেজ অভিভূত কর। ১১ ॥ হে ধেনু, শোভন তৃণ ভক্ষণ করে তুমি ভাগ্যবতী হও, তারপর আমরাও ধনবান হবো। হে অবধ্য গাভী, তুমি সর্বদা তৃণ ভক্ষণ কর এবং সর্বদিকে বিচরণ করে নির্মল জল পান কর। ১২ ॥

টীকা ঃ ১-১২। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি অগ্নিষ্টোমে মাধ্যন্দিনসবনে দধিঘর্ম হোম-কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অপচিতাং লোহিনীনাং কৃষ্ণা মাতেতি শুশ্রুম।
মুনের্দেবস্য মূলেন সর্বা বিধ্যামি তা অহম্ ॥ ১ ॥
বিধ্যাম্যাসাং প্রথমাং বিধ্যাম্যুত মধ্যমাম্।
ইদং জঘন্যামাসামা চ্ছিনদ্মি স্তুকামিব ॥ ২ ॥
ত্বাষ্ট্রেণাহং বচসা বি ত ঈর্ষ্যামমীমদম্।
অথো যো মন্যুষ্টে পতে তমু তে শময়ামসি ॥ ৩ ॥
ব্রতেন ত্বং ব্রতপতে সমক্তো বিশ্বাহা সুমনা দীদিহীহ।
তং ত্বা বয়ং জাতবেদঃ সমিদ্ধং প্রজাবন্ত উপ সদেম সর্বে ॥ ৪ ॥
প্রজাবতীঃ সূযবসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু ॥ ৫ ॥
পদজ্ঞা স্থ রমতয়ঃ সংহিতা বিশ্বনাম্নীঃ। উপ মা দেবীর্দেবেভিরেত।
ইমং গোষ্ঠমিদং সদো ঘৃতেনাস্মান্ত্সমুক্ষত ॥ ৬ ॥
আ সুস্রসো সুস্রসঃ অসতীভ্যো অসত্তরাঃ।
সেহোররসতরা লবণাদ্ বিক্লেদীয়সীঃ ॥ ৭ ॥
যা গ্রৈব্যা অপচিতোঽথো বা উপপক্ষ্যাঃ।
বিজাম্নি যা অপচিতঃ স্বয়ংস্রসঃ ॥ ৮ ॥
যঃ কীকসাঃ প্রশৃণাতি তলীদ্যমবতিষ্ঠতি।
নির্হাস্তং সর্বং জায়ান্যং যঃ কশ্চ ককুদি শ্রিতঃ ॥ ৯ ॥
পক্ষী জায়ান্যঃ পততি স আ বিশতি পুরুষম্।
তদক্ষিতস্য ভেষজমুভয়োঃ সুক্ষতস্য চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ লোহিতবর্ণ গণ্ডমালার (গলা থেকে আরম্ভ করে কক্ষাদি সন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত মালার আকারে সারিবদ্ধ ব্রণবিশেষের) উৎপাদয়িত্রী হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণা পিশাচী—এটা শুনেছি। সে দুঃসাধ্য ব্রণগুলিকে অথর্ব মুনির সামর্থ্যে শরের দ্বারা (অথবা শরবৃক্ষের মূল প্রদেশের দ্বারা নির্মিত শরের দ্বারা) আমি বিদীর্ণ করছি। (পাপ-দেবতা-নিষ্পাদিত গণ্ডমালা আমি লৌকিক শরের দ্বারা বিদ্ধ করছি না, কিন্তু ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের শরের দ্বারা—একথা কেউ কেউ বলে থাকেন)। ১ ॥

এ গণ্ডমালার মধ্যে মুখ্য দুশ্চিকিৎস গণ্ডমালাকে অথর্বমুণির শরের দ্বারা বিদীর্ণ করছি, তারপর যেটা অতি দুঃসাধ্য নয়, সে মধ্যমাকে এবং যেটা অল্পদোষযুক্ত, সেটাকে আমি সহজে বিদীর্ণ করছি, যেমন ঊর্ণাকে সহজে বিদীর্ণ করা যায়। ২ ॥ হে ঈর্ষাযুক্ত পুরুষ, তোমার ঈর্ষা ত্বষ্টার মন্ত্রে আমি (স্ত্রী) নিবারণ করছি। হে পতি, ত্বষ্টার মন্ত্রে আমার প্রতি তোমার ক্রোধের আমি উপশম করছি। ৩ ॥ হে ব্রতপালক অগ্নি, অনুষ্ঠীয়মান দর্শপূর্ণমাসাদি কর্মের দ্বারা তুমি সংস্কৃত হয়ে সর্বদা শোভনমনে (অনুগ্রহযুক্ত বুদ্ধিতে) আমাদের এ গৃহে তুমি দীপ্ত হও। হে জাতবেদা, সমিদ্ধ তোমাকে পুত্রপৌত্রাদির সাথে আমরা সকলে পরিচর্যা করব। ৪ ॥ পুত্র পৌত্রাদির সাথে শোভন তৃণযুক্ত প্রদেশে তৃণভক্ষণকারী এবং সুখে অবতরণযোগ্য তটাদিতে নির্মল জল পানকারী হে গাভীগণ, তোমাদের তস্করগণ যেন অপহরণ করতে সমর্থ না হয়, বধাভিলাষী ব্যাঘ্রাদি যেন হিংসা না করে এবং জ্বরাভিমানী রুদ্রদেবের আয়ুধ যেন তোমাদের পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ তোমাদের পরিত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান করে)। ৫ ॥ দুগ্ধাদির দ্বারা আনন্দদায়ক গাভীগণ, গোসঞ্চরণ স্থানে বিচরণ করে আবার আমাদের গৃহ জেনে এস। তোমরা বৎস অথবা অন্য গাভীদের সাথে অনুকূল প্রাপ্ত এবং নানা নামযুক্ত (ইড়া, রন্তা, দিতা, সরস্বতী, প্রিয়া ইত্যাদি)। হে ক্রীড়াশীল গাভীগণ, ক্রীড়ারত নিজ বৎসাদির সাথে পুষ্টিকামী আমার কাছে এস। তারপর এ গোষ্ঠে, আমাদের এ গৃহ এবং গৃহস্বামী আমাদের ঘৃতোৎপাদক দুগ্ধের দ্বারা সেচন কর। (যাতে গব্য-সমৃদ্ধি হয় সেভাবে তোমরা আমাদের গৃহে সমৃদ্ধ হও)। ৬ ॥ যাদের রোগ প্রকাশ পেয়েছে এবং যাদের প্রকাশ পায় নি, এমন অপচিৎ নামক গণ্ডমালা (ব্রণবিশেষ) মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে নিঃশেষে স্রবণশীল হোক। অপচিৎ পাকাবস্থার পূর্বে বোঝা যায় না, পরে ব্রণরূপে প্রকাশ পায়। লবণ যেমন যেখানে রাখা যায়, তা থেকে জল ক্ষরিত হয়, সেরূপ ব্রণাদি পাকলে তার সকল সন্ধি থেকে পুঁজ বার হয়। এরূপ অপচিৎ নামক গণ্ডমালা স্রবণশীল হোক। ৭ ॥ গলদেশে উৎপন্ন যে অপচিৎ নামক গণ্ডমালা, যা কক্ষের কাছে উৎপন্ন এবং যা ঊরুসন্ধিতে উৎপন্ন গণ্ডমালা, মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে স্বয়ং স্রবণশীল হোক। ৮ ॥ যে রাজযক্ষ্মা-রোগ অস্থি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে, যে রোগ অস্থির নিকটবর্তী মাংস শোষণ করছে, যে দুঃসাধ্য রাজযক্ষ্মা রোগ গ্রীবার অপরভাগে ককুৎস্থান শুকিয়ে দিচ্ছে, যে রোগ সর্বশরীরের ধাতুশোষক, নিরন্তর পত্নীসংভোগ জনিত যে ক্ষয়রোগ, মন্ত্রাদি সংস্কৃত ঔষধ অথবা অগ্ন্যাদি দেবতা সে সকল রোগ বিনাশ করুক। ৯ ॥ স্ত্রীসঙ্গ-জনিত ক্ষয়রোগ পক্ষযুক্ত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করে, সে রোগ পুরুষের সকল শরীর ব্যেপে থাকে। শরীরের অশোষকর এবং শরীরগত সর্বধাতুর নিঃশেষে শোষণকারী—এ উভয়বিধ ক্ষয়রোগের নিবারক ঔষধ হচ্ছে মন্ত্রাভিমন্ত্রিত বীণাতন্ত্রীখণ্ডাদি। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। ৭ম অনুবাকে তিনটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম দুটি মন্ত্র গণ্ডমালা-রোগের চিকিৎসার জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে। 'ত্বাষ্ট্রেণাহং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঈর্ষাকর্ম বিনাশের জন্য প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়। 'প্রজাবতীঃ' ইত্যাদি মন্ত্র গাভীর পুষ্টিবিধান কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। অন্য মন্ত্রগুলির দ্বারা গণ্ডমালা রোগের চিকিৎসার কার্যে বিবিধপ্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিদ্ম বৈ তে জায়ান্য জানং যতো জায়ান্য জায়সে।
কথং হ তত্র ত্বং হনো যস্য কৃণ্মো হবির্গৃহে ॥ ১ ॥

ধৃষৎ পিব কলশে সোমমিন্দ্র বৃত্রহা শূর সমরে বসূনাম্ ।
মাধ্যন্দিনে সবন আ বৃষস্ব রয়িষ্ঠানো রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ২ ॥
সাংতপনা ইদং হবির্মরুতস্তজ্জুজুষ্টন ।
অস্মাকোতী রিশাদসঃ ॥ ৩ ॥
যো নো মর্তো মরুতো দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি ।
দ্রুহঃ পাশান্ প্রতি মুঞ্চতাং সন্তপিষ্ঠেন তপসা হন্তনা তম্ ॥ ৪ ॥
সম্বৎসরীণা মরুতঃ স্বর্কা উরুক্ষয়াঃ সগণা মানুষাসঃ ।
তে অস্মৎ পাশান্ প্র মুঞ্চন্ত্বেনসঃ সান্তপনা মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ ॥ ৫ ॥
বি তে মুঞ্চামি রশনাং বি যোক্ত্রং বি নিযোজনম্ ।
ইহৈব ত্বমজস্র এধ্যগ্নে ॥ ৬ ॥
অস্মৈ ক্ষত্রাণি ধারয়ন্তমগ্নে যুনজ্মি ত্বা ব্রহ্মণা দৈব্যেন ।
দীদিহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং প্রেমং বোচো হবির্দাং দেবতাসু ॥ ৭ ॥
যৎ তে দেবা অকৃণ্বন্ ভাগধেয়মমাবাস্যে সংবসন্তো মহিত্বা ।
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্ ॥ ৮ ॥
অহমেবাস্ম্যমাবাস্যা মামা বসন্তি সুকৃতো ময়ীমে ।
ময়ি দেবা উভয়ে সাধ্যাশ্চেন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ সমগচ্ছন্ত সর্বে ॥ ৯ ॥
আগন্ রাত্রী সঙ্গমনী বসূনামূর্জং পুষ্টং বস্বাবেশয়ন্তী ।
অমাবাস্যায়ৈ হবিষা বিধেমোর্জং দুহানা পয়সা ন আগন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ জায়া থেকে আগত হে রাজযক্ষ্মা, তোমার জন্ম জানি, জায়া-সম্বন্ধ থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ, তা আমরা জানি। আমরা যে যজমানের গৃহে রোগ নিবারণের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে হবি-প্রক্ষেপ করছি, হে ক্ষয়রোগ, সেখানে তুমি কি করে প্রভাব বিস্তার করবে? (যে রোগ নিবারণের যেখানে দেবতা পূজিত হন, সেখানে সে রোগ থাকতে পারে না)। ১ ॥ হে শত্রুধর্ষক ইন্দ্র, দ্রোণকলশে স্থিত সোম পান কর। হে শূর বৃত্রহা, আমাদের ধন দেবার জন্য মাধ্যন্দিন সবনে সোম তোমার জঠরে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ ভক্ষণ কর)। ধননিবাস-স্থানরূপ তুমি আমাদের ধন দাও। ২ ॥ হে মধ্যাহ্নে সন্তাপকারী সূর্য-সম্বন্ধী মরুদ্গণ, তোমাদের জন্য এ হবি তৈরী হয়েছে, তোমরা তার সেবা কর। আমাদের রক্ষার জন্য হে শত্রুনাশক মরুদ্গণ, তোমরা হবি ভক্ষণ কর। ৩ ॥ হে ধনপ্রদ মরুদ্গণ, যে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে দৃষ্টির অগোচর থেকে আমাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ করছে, সে শত্রু পাপীদের দ্রোহকারী বরুণের পাশে বদ্ধ হোক। হে মরুদ্গণ, সে জিঘাংসু শত্রুকে সন্তপ্ত আয়ুধের দ্বারা বিনাশ কর। ৪ ॥ বর্ষে বর্ষে প্রাদুর্ভূত, মন্ত্রের দ্বারা স্তূয়মান, অন্তরিক্ষসঞ্চারী, বৃষ্ট্যাদির দ্বারা মানুষের হিতকারী, শত্রুদের সন্তাপকারী, সকলের সন্তোষবিধায়ক সগণ মরুদ্গণ আমাদের কাছ থেকে পাপ-পাশ মুক্ত করুক। ৫ ॥ হে অগ্নি, রুগ্ন পুরুষে কণ্ঠবন্ধন-সাধক তোমার রজ্জু আমি (প্রযোক্তা) মুক্ত করছি, সেরূপ মধ্যপ্রদেশে বন্ধনসাধক ও সর্বাবয়বে বন্ধনসাধক তোমার রজ্জু আমি মুক্ত করছি। হে অগ্নি, তুমি এ রোগার্ত পুরুষে অবাধনশীল হও। ৬ ॥ হে অগ্নি, এ যজমানের বলদানকারী তোমাকে দৈব মন্ত্রের দ্বারা হবি বহনের জন্য যুক্ত করছি। তুমি আমাদের ধন ও পুত্রাদি লাভজনক সুখ দাও (অথবা আমাদের ধনাদির বর্ধন কর, কিংবা ধন ও সুখ আমাদের দেবার জন্য এখানে কাষ্ঠাদির দ্বারা দীপ্ত হও), তারপর পুরোডাশাদি হবি প্রদানকারী এ যজমান সম্বন্ধে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার কাছে বল (অর্থাৎ এ যজমান হবির দ্বারা দেবতার যাগ করছে—এ কথা, সে সে যষ্টব্য

দেবতার কাছে বল)। ৭ ॥ হে অমাবস্যা, তোমার মহিমায় দেবগণ তোমাকে যে হবির ভাগ দিয়েছে, তা গ্রহণ করে আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ কর। হে সকলের বরণীয় সৌভাগ্যযুক্ত অমাবস্যা, আমাদের শোভন পুত্রাদি যুক্ত ধন দাও। ৮ ॥ আমিই যথার্থতঃ অমাবস্যা (অমাবস্যাভিমানী দেবতা) হয়েছি, শোভনকর্মা দেবগণ আমাতে অবস্থান করে। সাধ্য ও সিদ্ধ নামক দু-প্রকার ইন্দ্রাদি প্রমুখ দেবগণ যষ্টব্যরূপে আমাতে মিলিত হয়। ৯ ॥ আমাদের ধনযুক্ত করাব জন্য অমাবস্যা তিথি আসুক। অন্নরস, পোষণ ও ধন দেবার জন্য আমাদের দিকে আসুক। গোরূপা অমাবস্যা অন্নরস ও দুগ্ধ ক্ষরণ করে আমাদের কাছে আসুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। প্রথম দুটি মন্ত্র রাজযক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় বিনিযুক্ত হয়েছে। সোমযাগে মাধ্যন্দিন সবনে 'ধৃষৎ পিব' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দ্রোণকলশস্থ সোমের অনুমন্ত্রণ করতে হয়। অভিচার কর্মে' সান্তপনাঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়েছে। সকল ব্যাধির চিকিৎসায় 'বি তে মুঞ্চামি' ইত্যাদি মন্ত্রে জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে রোগীর গায়ে জল দিতে হবে। 'যৎ তে দেবা অকৃণ্বন্' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে স্বাভিলষিত ফল কামনায় যাগ করতে হবে। পঞ্চম মন্ত্রে—অর্ক-শব্দের বহুবিধ অর্থ যাস্কাচার্য করেছেন -মন্ত্র, দেবতা, অন্ন ইত্যাদি। "অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চন্তি, অর্কো দেবো ভবতি যদ্ এনং অর্চন্তি, অর্কং অন্নং ভবতি" ইত্যাদি (নিরুক্ত ৫।৪)। নবম মন্ত্রে 'অমাবস্যা' শব্দের 'আ মা বসন্তি দেবা ইতি অমাবস্যা-শব্দনিরুক্তিঃ'—আমাতে দেবগণ বাস করেন—এ অর্থে অমাবস্যা শব্দের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

অমাবাস্যে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরিভূর্জজান।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১ ॥
পূর্ণা পশ্চাদুত পূর্ণা পুরস্তাদুন্মধ্যতঃ পৌর্ণমাসী জিগায়।
তস্যাং দেবৈঃ সংবসন্তো মহিত্বা নাকস্য পৃষ্ঠে সমিষা মদেম ॥ ২ ॥
বৃষভং বাজিনং বয়ং পৌর্ণমাসং যজামহে।
স নো দদাত্বক্ষিতাং রয়িমনুপদস্বতীম্ ॥ ৩ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরিভূর্জজান।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৪ ॥
পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াসীদহ্নাং রাত্রীণামতিশর্বরেষু।
যে ত্বাং যজ্ঞৈর্যজ্ঞিয়ে অর্দয়ন্ত্যমী তে নাকে সুকৃতঃ প্রবিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতোঽর্ণবম্।
বিশ্বান্যো ভুবনা বিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়সে নবঃ ॥ ৬ ॥
নবোনবো ভবসি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেষ্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাস্যায়ন্ প্র চন্দ্রমস্তিরসে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৭ ॥
সোমস্যাংশো যুধাং পতেঽনূনো নাম বা অসি।
অনূনং দর্শ মা কৃধি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ৮ ॥
দর্শোঽসি দর্শতোঽসি সমগ্রোঽসি সমন্তঃ।
সমগ্রঃ সমন্তো ভূয়াসং গোভিরশ্বৈঃ প্রজয়া পশুভির্গৃহৈর্ধনেন ॥ ৯ ॥

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য ত্বং প্রাণেনা প্যায়স্ব ।
আ বয়ং প্যাশিষীমহি গোভিরশ্বৈঃ প্রজয়া পশুভির্গৃহৈর্ধনেন ॥ ১০ ॥
যং দেবা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি যমক্ষিতমক্ষিতা ভক্ষয়ন্তি ।
তেনাস্মানিন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিরা প্যায়য়ন্তু ভুবনস্য গোপাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে অমাবস্যা, তুমি ছাড়া অন্য কোন দেবতা এ প্রাণিগণের পরিগ্রাহক-রূপে উৎপন্ন হয় নি (অথবা এ প্রাণিদের অন্য কোন দেবতা ব্যাপক হয়ে উৎপন্ন করায় নি, তুমিই এদের পরিগ্রহ করে সৃষ্টি করতে সমর্থ) । যে ফলকামনায় আমরা তোমাকে হবি প্রদান করছি, সে ফল আমাদের হোক। আমরা ধনের অধিপতি হবো । ১ ॥ পূর্ণকলা চন্দ্রযুক্ত পৌর্ণমাসী পূর্বে, পশ্চিম ও তার মধ্যদেশে প্রকাশ-যুক্ত হয়ে অবস্থান করছে। এ পৌর্ণমাসী তিথিতে অগ্নি সোমাদি দেবতাদের সাথে মহত্ত্বে মিলিত হয়ে বাসকারী আমরা দুঃখরহিত স্বর্গের উপরিভাগে অন্নের দ্বারা তৃপ্ত হবো । (পৌর্ণমাসীতে অগ্নীষোমাদি যাগের দ্বারা স্বর্গভোগ প্রাপ্তি হয়—এ অর্থ বোঝান হয়েছে) । ২ ॥ অভিমতফলবর্ষক, অন্নযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথির আমরা যাগ করছি। আমাদের দ্বারা আহুতি-প্রাপ্ত সে পৌর্ণমাসী অপরের অবাধিত ও উপভোগে ক্ষয়রহিত ধন আমাদের দিক । ৩ ॥ হে প্রজাপতি, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পরিগ্রাহক হয়ে এ প্রাণীদের উৎপন্ন করে নি। যে কামনায় আমরা তোমার যাগ করছি, তা সফল হোক, আমরা ধনের অধিপতি হবো । ৪ ॥ পৌর্ণমাসী তিথি আহোরাত্রির মধ্যে মুখ্য যাগযোগ্য হয়। রাত্রি অতিক্রম করে বর্তমান সোমাদি হবির মধ্যে (অথবা তৃতীয় সবনব্যাপী হবির মধ্যে) সে যাগযোগ্য । (ইষ্টি পশু সোমের মধ্যে দর্শ ও পূর্ণমাস হচ্ছে প্রকৃতিভূত। তার মধ্যে পূর্ণমাস যাগ প্রথম অনুষ্ঠেয়। সে যাগ পৌর্ণমাসী তিথিতেই করা হয়—এজন্য সকল অহোরাত্রির মধ্যে মুখ্য বলে যজ্ঞার্হা বলা হয়েছে।) হে যাগযোগ্য পৌর্ণমাসী, তোমার কাছে যে ঋত্বিক ও যজমানগণ দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের দ্বারা অভিমত ফল প্রার্থনা করে, তারা দুঃখরহিত স্বর্গলোকে প্রবিষ্ট হয় । ৫ ॥ সূর্য পূর্বে গমন করছে, চন্দ্র তার অনুগমন করছে। এভাবে এ চন্দ্র ও সূর্য পৌর্বাপর্যভাবে দ্যুলোকে বিচরণ করছে। শিশুর মত ক্রীড়া করতে করতে তারা অন্তরিক্ষ লোক পরিক্রমা করছে। তাদের মধ্যে আদিত্য সকল প্রাণীদের দেখছে, আর চন্দ্র বসন্তাদি ঋতু, মাস ও অর্ধমাসাদি সৃষ্টি করে নূতনরূপে উৎপন্ন হচ্ছে। (যদিও উভয়ের উৎপত্তি আছে, তবুও সূর্যের সবসময় প্রবৃদ্ধি বলে উদয় অভিপ্রেত নয়, কিন্তু চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধি হয় বলে নূতনরূপে জন্মে—এ কথা যুক্তিযুক্ত) । ৬ ॥ হে চন্দ্রমা, তুমি শুক্লপক্ষের প্রতিপদাদি তিথিতে উৎপন্ন হয়ে প্রতিদিন নিত্য নূতনরূপে প্রতিভাত হচ্ছ। কেতুর মত তিথিদের জ্ঞাপক তুমি রাত্রি-সকলের অগ্রণী হয়েছ। (অথবা দিবাবসানে শুক্লপক্ষে পশ্চিম দিকে এবং কৃষ্ণপক্ষে রাত্রির অবসানে পূর্বদিকে তুমি দৃষ্ট হও। কেউ কেউ এ মন্ত্র আদিত্য-পক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন—সে পক্ষে দিবসের কেতুত্ব এবং উষার সূর্যের অগ্রে গতি প্রসিদ্ধ)। এরূপে প্রতিদিন হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা পক্ষান্ত লাভ করে হে চন্দ্র, তুমি দেবতাদের হবির ভাগ দিচ্ছ ও দীর্ঘ আয়ু বর্ধন করছ । ৭ ॥ হে সোমপুত্র বুধ, হে যোদ্ধৃগণের পালক, (বুধগ্রহের বলে যুদ্ধজয় হয়—এটা প্রসিদ্ধ) । তুমি অনূন (সম্পূর্ণ) নাম লাভ করেছ। হে দ্রষ্টব্য বুধ, আমাকে পুত্রাদি ও ধনের সাথে সমৃদ্ধ কর। (এ মন্ত্রের চন্দ্র পক্ষেও ব্যাখ্যা আছে) । ৮ ॥ হে চন্দ্র, তুমি সূর্যের সাথে দ্রষ্টব্য হয়েছ। (অমাবস্যায় সূর্যের সাথে চন্দ্র দৃশ্য হয় বলে 'দর্শ' নামে অমাবস্যা তিথিকে বলা হয়)। শুক্লপ্রতিপদে এক কলায় চন্দ্র দৃশ্য,

তৃতীয়া থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, অষ্টমী থেকে স্পষ্টতর এবং পূর্ণিমাতে সমগ্র রূপে দৃশ্য হয়। অতএব আমি গবাদির সাথে সমগ্র সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ হবো। ৯ ॥ যে শত্রু আমাদের প্রতিকূল আচরণ করে, যাকে আমরা দ্বেষ করি, হে চন্দ্র, তুমি তার প্রাণের সাথে বৃদ্ধি লাভ কর অর্থাৎ তার প্রাণ অপহরণ কর এবং আমরা গাভী, অশ্ব, পুত্রাদি, পশু, গৃহ ও ধনের সাথে বৃদ্ধিলাভ করব। ১০ ॥ যে এক কলাত্মক চন্দ্রকে দেবগণ শুক্লপক্ষে প্রতিদিন এক এক কলায় বর্ধন করে, যে অবিচ্ছিন্ন ক্ষয়রহিত চন্দ্রকে অক্ষীণ পিতৃগণ পান করে, সে চন্দ্রের সাথে ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি এবং ভুবনপালক অন্য দেবগণ আমাদের বর্ধন করুক। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি অভিমত ফলকামনায় দর্শপূর্ণমাস যাগাদিতে বিনিযুক্ত হয়েছে।

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অভ্যর্চত সুষ্টুতিং গব্যমাজিমস্মাসু ভদ্রা দ্রবিণানি ধত্ত।
ইমং যজ্ঞং নয়ত দেবতা নো ঘৃতস্য ধারা মধুমৎ পবন্তাম্ ॥ ১ ॥
ময্যগ্রে অগ্নিং গৃহ্ণামি সহ ক্ষত্রেণ বর্চসা বলেন।
ময়ি প্রজাং ময্যায়ুর্দধামি স্বাহা ময্যগ্নিম্ ॥ ২ ॥
ইহৈবাগ্নে অধি ধারয়া রয়িং মা ত্বা নি ক্রন্ পূর্বচিত্তা নিকারিণঃ।
ক্ষত্রেণাগ্নে সুযমমস্তু তুভ্যমুপসত্তা বর্ধতাং তে অনিষ্টৃতঃ ॥ ৩ ॥
অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
অনু সূর্য উষসো অনু রশ্মীননু দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৪ ॥
প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যৎ প্রত্যহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
প্রতি সূর্যস্য পুরুধা চ রশ্মীন্ প্রতি দ্যাবাপৃথিবী আ ততান ॥ ৫ ॥
ঘৃতং তে অগ্নে দিব্যে সধস্থে ঘৃতেন ত্বাং মনুরদ্যা সমিন্ধে।
ঘৃতং তে দেবীর্নপ্ত্য আ বহন্তু ঘৃতং তুভ্যং দুহ্রতাং গাবো অগ্নে ॥ ৬ ॥
অপ্সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্যয়ো মিথঃ।
ততো ধৃতব্রতো রাজা সর্বা ধামানি মুঞ্চতু ॥ ৭ ॥
ধাম্নোধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ মুঞ্চ নঃ।
যদাপো অঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি যদূচিম ততো বরুণ মুঞ্চ নঃ ॥ ৮ ॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অধা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ৯ ॥
প্রাস্মৎ পাশান্ বরুণ মুঞ্চ সর্বান্ য উত্তমা অধমা বারুণা যে।
দুষ্বপ্ন্যং দুরিতং নি ষ্বাস্মদথ গচ্ছেম সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ গোসংঘাদি লাভের জন্য স্তূয়মান অগ্নির স্তুতি কর (অথবা বিজিগীষুদের লক্ষ্য দেশ গমনের জন্য অগ্নির স্তুতি কর)। মঙ্গলময় দ্রব্যগুলি আমাদের উদ্দেশে স্থাপন কর এবং আমাদের এ যজ্ঞ দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। ক্ষরণশীল আজ্য-ধারা মধুর রসযুক্ত হয়ে দেবতাদের কাছে যাক। ১ ॥ ক্ষত্রিয় তেজ ও বল লাভের জন্য আমি অগ্নিকে ধারণ করছি (অর্থাৎ আমার অধীন করছি)।

তার ফলে পুত্রাদি লাভ করব ও আমি আয়ুষ্মান হবো। সেরূপ জাঠর বৈশ্বানর অগ্নিকে অন্নপাকাদি জনিত আরোগ্যের জন্য আমাতে ধারণ করছি। সমিধাদি অগ্নিতে আহুত হোক। ২ ॥ হে অগ্নি, তোমার পরিচারক আমাদের অধিক ধন স্থাপন কর। যারা আমাদের অপকারী, যারা আমাদের পূর্বে তোমার যাগ করতে ইচ্ছা করছে, তারা যেন যাগের দ্বারা তোমাকে অধীন না করে। হে অগ্নি, বলের সাথে তোমার স্বরূপ সুস্থির হোক, যাতে আমাদের অনুগ্রহ করতে পার। তোমার পরিচারক এ যজমান অন্যের দ্বারা অহিংসিত হয়ে কামনার দ্বারা পূর্ণ হোক। ৩ ॥ প্রথম উষার আগে অগ্নি প্রকাশ পায়, তারপর মহান জাতপ্রাণিদের জ্ঞাতা অগ্নি দিবাভাগে প্রকাশ লাভ করে। (সূর্যরূপে অগ্নির স্তুতি করা হচ্ছে)। সূর্যরূপ অগ্নি উষার সাথে প্রকাশ পায়, তারপর ব্যাপনশীল কিরণের সাথে এবং ক্রমে দ্যাবাপৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশিত হয়। ৪ ॥ উষার মুখে অগ্নি প্রকাশ লাভ করে, তারপর দিবাভাগে জাতবেদা অগ্নি প্রকাশ পায়। তারপর বহুরূপে প্রবৃত্ত সূর্যরশ্মির দিকে এবং ক্রমে দ্যাবাপৃথিবীর সর্বত্র নিজের প্রকাশ বিস্তার করে। ৫ ॥ হে অগ্নি, দেবতার সাথে নিবাসস্থান দ্যুলোকে তোমার ঘৃত আছে। মনু নামক মহর্ষি আজও আজ্যাহুতির দ্বারা অগ্নির বর্ধন করছে। হে অগ্নি, তোমার উদ্দেশে দ্যোতমান পৌত্ররূপ জলসকল আজ্য বহন করুক এবং গাভীগণ তোমার উদ্দেশে ঘৃত দোহন করুক। ৬ ॥ হে সকল দেবতাদের স্বামী, পাপ-নিবারক বরুণদেব, জলের মধ্যে অনন্যসাধারণ অপরের অনভিগম্য সুবর্ণময় তোমার গৃহ আছে। অতএব সত্যকর্মা রাজা বরুণ আমাদের স্থানগুলি পরিত্যাগ করুক। (জলোদরাদি রোগ বরুণ কর্তৃক সৃষ্ট, তার জলমধ্যে নিবাসস্থান আছে, অতএব তৎকর্তৃক গৃহীত আমাদের শরীরস্থান পরিত্যাগ করে নিজগৃহে বাস করুক—এ অর্থ)। ৭ ॥ হে রাজা বরুণ, সকল রোগস্থান থেকে আমাদের মুক্ত কর। হে জল-সকল, হে গাভীসকল, হে বরুণ ইত্যাদি প্রশস্ত দেবতার নাম উল্লেখ করে শপথ করে যে পাপ অর্জন করেছি, তা থেকে হে বরুণ, তুমি আমাদের মুক্ত কর। ৮ ॥ হে বরুণ, ঊর্ধ্বকায়স্থিত তোমার পাশ আমাদের কাছে থেকে ওপরে তুলে বিনাশ কর, অধঃকায়স্থিত তোমার পাশ নীচে টেনে বিনাশ কর এবং মধ্য দেহস্থিত তোমার পাশ শিথিল করে বিনাশ কর। তারপর হে অদিতিপুত্র বরুণ, তোমার কর্মে যাগযোগ্যতা সিদ্ধির জন্য পাশমুক্ত হয়ে আমরা নিষ্পাপ হবো। ৯ ॥ হে বরুণ, তোমার সকল পাশ থেকে আমাদের মুক্ত কর। উত্তম ও অধমরূপ তোমার যে পাশ আছে এবং দুঃস্বপ্নজনিত যে পাপ, তা আমাদের কাছ থেকে পৃথক কর। পাশ ও দুরিত মোচনের পর আমরা পুণ্যলোকে যাব। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। অষ্টম অনুবাকে দুটি সূক্ত, তারমধ্যে প্রথম সূক্তের চারটি মন্ত্রের দ্বারা সর্বসম্পদ কামনায় অগ্নির যাগ করতে হয়। জলোদর রোগের চিকিৎসার জন্য নদীর কাছে মণ্ডপ করে 'অপ্সু তে রাজন্' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে উক্ষোদক অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে স্নান করাতে হবে। সেরূপ ধূমকেতু দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত কর্মে ও মহাশান্তি কর্মে এ সূক্তগুলি বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ শব সংস্কারের পর জলের কাছে অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি স্বস্ত্যয়নকর্মে মন্ত্রের প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

অনাধৃষ্যো জাতবেদা অমর্ত্যো বিরাডগ্নে ক্ষত্রভৃদ্ দীদিহীহ।
বিশ্বা অমীবাঃ প্রমুঞ্চন্ মানুষীভিঃ শিবাভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্ ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোঽজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাম্ ।
অপানুদো জনমমিত্রায়ন্তমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকম্ ॥ ২ ॥
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগম্যাৎ পরস্যাঃ ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্ তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ৩ ॥
ত্যমু ষু বাজিনং দেবজূতং সহোবানং তরুতারং রথানাম্ ।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজিমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ৪ ॥
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্ ।
হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি ন ইন্দ্রো মঘবান্ কৃণোতু ॥ ৫ ॥
যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ ।
য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাকৢপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে ॥ ৬ ॥
অপেহ্যরিরস্যরির্বা অসি ।
বিষে বিষমপৃক্থা বিষমিদ্ বা অপৃক্থাঃ ।
অহিমেবাভ্যপেহি তং জহি ॥ ৭ ॥
অপো দিব্যা অচায়িষং রসেন সমপৃক্ষ্মহি ।
পয়স্বানগ্ন আগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৮ ॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা ।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥ ৯ ॥
ইদমাপঃ প্র বহতাবদ্যং চ মলং চ যৎ ।
যচ্চাভিদুদ্রোহানৃতং যচ্চ শেপে অভীরুণম্ ॥ ১০ ॥
এধোঽস্যেধিষীয় সমিদসি সমেধিষীয় ।
তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি ॥ ১১ ॥
অপি বৃশ্চ পুরাণবদ্ ব্রততেরিব গুষ্পিতম্ ।
ওজো দাসস্য দম্ভয় ॥ ১২ ॥
বয়ং তদস্য সম্ভৃতং বস্বিন্দ্রেণ বি ভজামহৈ ।
ম্লাপয়ামি ভ্রজঃ শিভ্রং বরুণস্য ব্রতেন তে ॥ ১৩ ॥
যথা শেপো অপায়াতৈ স্ত্রীষু চাসদনাবয়াঃ ।
অবস্থস্য ক্নদীবতঃ শাঙ্কুরস্য নিতোদিনঃ ।
যদাততমব তৎ তনু যদুত্ততং নি তৎ তনু ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি অনাধৃষ্য, জাত প্রাণীদের জ্ঞাতা, অমরণধর্মা, বিবিধরূপে রাজমান ও বলের ধারক হয়ে এ কর্মে (বা স্থানে) দীপ্ত হও। তারপর সকল রোগ মুক্ত করে মানুষের হিতকারক কার্যের দ্বারা আমাদের গৃহের রক্ষা কর। ১॥ হে ইন্দ্র, ক্ষত থেকে ত্রাণকারক রম্য বল নিয়ে তুমি উৎপন্ন হয়েছ। হে কামবর্ষক, তারপর মানুষের (আমাদের) প্রতি শত্রুর মত আচরণকারী পুরুষকে দূর করে দিয়েছ এবং দেবতাদের নিবাসের জন্য বিস্তীর্ণ স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছ। ২ ॥ কুৎসিত বিচরণশীল, পর্বতনিবাসী সিংহের মত ভয়ঙ্কর ইন্দ্র অতিদূর দ্যুলোক থেকে আসুক। হে ইন্দ্র, সরণশীল, তীক্ষ্ণ বজ্র অতিশয় তীক্ষ্ণ করে সে বজ্রের দ্বারা আমাদের শত্রুদের তাড়না কর এবং সংগ্রামে উদ্যুক্ত যোদ্ধাদের তাড়িয়ে দাও। ৩ ॥ সে তৃক্ষ-পুত্র সুপর্ণকে মঙ্গলের জন্য এ কর্মে আমরা আহ্বান করছি. যিনি অন্নযুক্ত, দেবগণ কর্তৃক সোম আহরণের জন্য প্রেরিত, বলবান, শত্রুর পরাভবকারী, শীঘ্রগামী লোকদের সোমাহরণ সময়ে শীঘ্র তরণকারী, যার আয়ুধ কখনও তিরস্কৃত হয় না এবং যিনি শত্রুসেনাদের জয়কারী, সে সুপর্ণকে আহ্বান করছি। ৪॥ আগত ও

অনাগত ভয়ের রক্ষক, প্রতি আহ্বানে সহজে আহ্বানযোগ্য, বীর ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। সেরূপ সমর্থ, সর্বত্র আহূত ইন্দ্রকে শীঘ্র আহ্বান করছি। ধনবান সে ইন্দ্র আমাদের অবিনশ্বর মঙ্গল বিধান করুক। ৫ ॥ যে রুদ্রদেব যষ্টব্যরূপে অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট, যিনি বরুণরূপে জলের মধ্যে প্রবিষ্ট, যিনি সোমরূপে প্রতি ওষধিতে প্রবিষ্ট, যিনি পরিদৃশ্যমান নামরূপাত্মক সমস্ত ভুবন সৃষ্টি করতে সমর্থ, সে সর্ব-জগৎস্রষ্টা, সকল জগতে অনুপ্রবিষ্ট রুদ্ররূপ অগ্নিকে নমস্কার (অথবা অঙ্গনাদিগুণ-যুক্ত রুদ্রকে নমস্কার)। ৬ ॥ হে বিষ, এ দষ্ট পুরুষ থেকে চলে যাও। তুমি সকলের শত্রু, অতএব বিষযুক্ত সর্পে বিষ যুক্ত কর। হে বিষ, তুমি যে সর্পের বিষ, সে সর্পের কাছে যাও এবং তাকে বিনাশ কর। ৭ ॥ দিব্য জলসকলের স্নানের জন্য স্তুতি করছি। তাদের রসে আমরা সংসিক্ত হয়েছি। হে অগ্নি, হবির দ্বারা যাগ করার জন্য তোমার নিকট আমি এসেছি, তোমার কাছে আগত আমাকে তেজোবিশেষের দ্বারা যুক্ত কর। ৮ ॥ হে অগ্নি, বলের সাথে, পুত্রাদির সাথে ও আয়ুর সাথে আমাকে যুক্ত কর। দেবগণ আমাকে পবিত্র বলে জানুক, সেরূপ অতীন্দ্রিয়দর্শী মুনিগণের সাথে ইন্দ্র আমার অভিমত ফলসাধনের জন্য জানুক। ৯ ॥ হে জলসকল, এ পাপ দূর কর। যা নিন্দনীয়, যা দুরিত, যা মিথ্যা, পিত্রাদির প্রতি অযথা যে দ্রোহ করেছি এবং উত্তমর্ণের কাছে ঋণ করে অপলাপের জন্য যে শপথ করেছি, সে পাপ অপনোদন কর। ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি হবির দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়েছ, অতএব আমি ফলের দ্বারা সমৃদ্ধ হবো, তুমি সমিধের দ্বারা দীপ্ত হয়েছ, অতএব আমি ফলের দ্বারা সম্পূর্ণ হবো। হে অগ্নি, তুমি তেজোরূপ অতএব আমাতে তেজ স্থাপন কর। ১১ ॥ হে অগ্নি, পুরাতন শত্রুদের মত ইদানীন্তন জাররূপ শত্রুকে লতার শাখাসমূহের ন্যায় ছিন্ন কর। শত্রুর বল বিনাশ কর। ১২ ॥ এ পুরোবর্তী জারের একত্র সম্পাদিত ধনসকল ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা ভাগ করে নেব। হে জার, তোমার শ্বেতবর্ণ দীপ্ত রেত বরুণদেবের কর্মের দ্বারা আমি ক্ষীণ করে দেব। ১৩ ॥ হে দেব, জার যাতে পরস্ত্রী সম্ভোগ না করতে পারে, সেরূপ কর। ১৪ ॥

টীকা ঃ ১-১৪। এ সূক্তের প্রথম মন্ত্র অগ্নির উপস্থাপনে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ ইন্দ্রমহাখ্য উৎসবে 'ইন্দ্র ক্ষত্রং' ইত্যাদি মন্ত্রে হবির দ্বারা যাগ করতে হয়। অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি স্বস্ত্যয়নকর্মে মন্ত্রগুলির বিবিধ প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়। সেরূপ আচার্য-মরণে তার সংস্কারের পর 'অপো দিব্যাঃ' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে ব্রহ্মচারী স্নান করবে। অগ্নিষ্টোমে, অগ্নিকার্যে এ মন্ত্রগুলির বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

নবম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃড়ীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং নঃ কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ১ ॥
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মদারাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুয়োতু।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ২ ॥

ইন্দ্রেণ মন্যুনা বয়মভি ষ্যাম পৃতন্যতঃ।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণ্যপ্রতি ॥ ৩ ॥
ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাব সোমং নয়ামসি।
যথা ন ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশঃ সংমনসস্করৎ ॥ ৪ ॥
উদস্য শ্যাবৌ বিথুরৌ গৃধ্রৌ দ্যামিব পেততুঃ।
উচ্ছোচনপ্রশোচনাবস্যোচ্ছোচনৌ হৃদঃ ॥ ৫ ॥
অহমেনাবুদতিষ্ঠিপং গাবৌ শ্রান্তসদাবিব।
কুর্কুরাবিব কূজন্তাবুদবন্তৌ বৃকাবিব ॥ ৬ ॥
আতোদিনৌ নিতোদিনাবথো সন্তোদিনাবুত।
অপি নহ্যাম্যস্য মেঢ্রং য ইতঃ স্ত্রী পুমান্ জভার ॥ ৭ ॥
অসদন্ গাবঃ সদনেঽপপ্তদ্ বসতিং বয়ঃ।
আস্থানে পর্বতা অস্থুঃ স্থাম্নি বৃক্কাবতিষ্ঠিপম্ ॥ ৮ ॥
যদদ্য ত্বা প্রযতি যজ্ঞে অস্মিন্ হোতশ্চিকিত্বন্নবৃণীমহীহ।
ধ্রুবময়ো ধ্রুবমুতা শবিষ্ঠ প্রবিদ্বান্ যজ্ঞমুপ যাহি সোমম্ ॥ ৯ ॥
সমিন্দ্র নো মনসা নেষ গোভিঃ সং সূরিভির্হরিবন্ত্সং স্বস্ত্যা।
সং ব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি সং দেবানাং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ সুরক্ষক. হিতকারী, সকলের জ্ঞাতা ইন্দ্র রক্ষণের দ্বারা আমাদের সুখ-দায়ক হোক, দ্বেষকারীদের বিনাশ করুক এবং আমাদের অভয়দান করুক। আমরা শোভন বীর্যযুক্ত ধনের অধিপতি হবো। ১॥ সুরক্ষক, ধনবান সে ইন্দ্র আমাদের থেকে বহুদূরে শত্রুদের তিরোহিত করুক। যজ্ঞার্হ সে ইন্দ্রের অনুগ্রহ বুদ্ধিতে বর্তমান আমরা তার কল্যাণকর সুমতির বিষয়ীভূত হবো। ২॥ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা সংগ্রামেচ্ছু শত্রুদের অভিভূত করব, আবারক পাপরূপ শত্রুদের নিঃশেষে বিনাশ করব। ৩॥ সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোডাশাদি হবির দ্বারা যুক্ত ধ্রুবগ্রহস্থ সোমকে সেভাবে আবাঙ্মুখ করব. যে প্রকারে ইন্দ্র আমাদের প্রজাদের অসাধারণ ও সমান-মনস্ক করে। ৪॥ এ মণ্ডূকরূপে ভাবিত শত্রুর সর্বদা চলনশীল ধূম্রবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় উৎপাটিত হোক, যেরূপ আকাশে শকুনি-দ্বয় উত্থিত হয়। উচ্ছোচন ও প্রশোচন নামক মৃত্যুর দূত পুরবর্তী মণ্ডূকরূপে ভাবিত শত্রুর হৃদয়ের শোকদায়ক হোক। ৫॥ এ শত্রুর ওষ্ঠদ্বয় আমি (প্রযোক্তা) বলপূর্বক টেনে তুলে ফেলব, যেরূপ গোষ্ঠে পরিশ্রান্ত হয়ে শয়নকারী গাভীদ্বয়কে ক্ষুদ্র লাঠির দ্বারা তোলা হয়, যেরূপ শব্দকারী কুকুর-দুটিকে ঢিল দিয়ে বলপূর্বক তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং গোযূথমধ্যে বৎস অপ-হরণকারী বৃকদ্বয়কে যেমন গোপালকগণ বলপূর্বক তাড়িয়ে দেয়। ৬॥ সকল অবয়বের ক্লেশকর, নিকৃষ্ট ব্যথাদায়ক ও সমগ্রভাবে ব্যথা দিয়ে শত্রুর ওষ্ঠদ্বয় উচ্ছেদ করব। যে স্ত্রী বা পুরুষ শত্রু এ স্থান থেকে আমাদের ধন অপহরণ করেছে, তার মর্মস্থান এভাবে বন্ধন করব যাতে মারা যায়। ৭। গাভীগণ যেমন গোষ্ঠে সুখে বাস করে, পক্ষী যেমন নিজ নীড়ে গমন করে, পর্বত যেমন স্বস্থানে অবস্থান করে. সেরূপ শত্রু-গৃহ স্ত্রীপুত্রাদির সাথে বৃকের আবাসস্থল করব। (শত্রুকে নিঃশেষে হত্যা করে তার গৃহ অরণ্যে পর্যবসিত করব—এ অর্থ বোঝান হয়েছে)। ৮॥ হে দেবগণের আহ্বাতা জ্ঞানবান অগ্নি, অদ্য এ প্রবর্তমান যজ্ঞে যেহেতু আমরা তোমাকে হোতা-রূপে বরণ করেছি, অতএব সর্বথা যষ্টব্য দেবতাদের যাগ কর এবং কর্মের বৈগুণ্য দূর কর। আর প্রকৃষ্টরূপে জেনে সোমযুক্ত যজ্ঞের কাছে এস (অথবা আমাদের অভিমত ফলের উপায় জেনে আমাদের দীয়মান হবি লাভ কর)। ৯॥ হে,

ইন্দ্র, আমাদের মন স্তুতিরূপ শব্দের সাথে যুক্ত কর অর্থাৎ তোমাকে স্তুতি করার জন্য আমাদের মনস্বী ও বাগ্মী কর। হে হরি-নামক অশ্ব-যুক্ত ইন্দ্র, বিদ্বানদের সাথে, অবিনশ্বর মঙ্গলের সাথে আমাদের যুক্ত কর। বেদার্থজ্ঞানের সাথে অথবা তার অনুষ্ঠানের সাথে এবং দেবতাদের হিতকর অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম আছে, তার সাথে আমাদের যুক্ত কর। সেরূপ যজ্ঞার্হ অগ্ন্যাদি দেবতাদের শোভন অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধির সাথে আমাদের যুক্ত কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। নবম অনুবাকে দুটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্রের দ্বারা গ্রামকাম ব্যক্তি ইন্দ্রের যাগ করবে। আভিচারিক কর্মে 'উদস্য শ্যাবৌ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি দিতে হবে। অন্য মন্ত্রগুলির দ্বারা দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞে ও উপনয়ন কর্মে হোম করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

যানাবহ উশতো দেব দেবাংস্তান্ প্রেরয় স্বে অগ্নে সধস্থে।
জক্ষিবাংসঃ পপিবাংসো মধূন্যস্মৈ ধত্ত বসবো বসূনি॥ ১ ॥
সুগা বো দেবাঃ সদনা অকর্ম য আজগ্ম সবনে মা জুষাণাঃ।
বহমানা ভরমাণাঃ স্বা বসূনি বসুং ঘর্মং দিবমা রোহতানু ॥ ২ ॥
যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ।
স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা ॥ ৩ ॥
এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ।
সুবীর্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥
বষড্ঢুতেভ্যো বষড়হুতেভ্যঃ।
দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত ॥ ৫ ॥
মনসস্পত ইমং নো দিবি দেবেষু যজ্ঞম্।
স্বাহা দিবি স্বাহা পৃথিব্যাং স্বাহান্তরিক্ষে স্বাহা বাতে ধাং স্বাহা ॥ ৬॥
সং বর্হিরক্তং হবিষা ঘৃতেন সমিন্দ্রেণ বসুনা সং মরুদ্ভিঃ।
সং দেবৈর্বিশ্বদেবেভিরক্তমিন্দ্রং গচ্ছতু হবিঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥
পরি স্তৃণীহি পরি ধেহি বেদিং মা জামিং মোষীরমুয়া শয়ানাম্।
হোতৃষদনং হরিতং হিরণ্যয়ং নিষ্কা এতে যজমানস্য লোকে ॥ ৮ ॥
পর্যাবর্তে দুষ্বপ্ন্যাৎ পাপাৎ স্বপ্ন্যাদভূত্যাঃ।
ব্রহ্মাহমন্তরং কৃণ্বে পরা স্বপ্নমুখাঃ শুচঃ ॥ ৯ ॥
যৎ স্বপ্নে অন্নমশ্নামি ন প্রাতরধিগম্যতে।
সর্বং তদস্তু মে শিবং নহি তদ্ দৃশ্যতে দিবা ॥ ১০ ॥
নমস্কৃত্য দ্যাবাপৃথিবীভ্যামন্তরিক্ষায় মৃত্যবে।
মেক্ষাম্যূর্ধ্বস্তিষ্ঠন্ মা মা হিংসিষুরীশ্বরাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে দীপ্যমান অগ্নি, হবি-কাময়মান যে দেবতাদের তুমি আহ্বান করেছিলে, তাদের নিজ স্থানে প্রেরণ কর। পুরোডাশাদি ভক্ষণ করে, মধুর রসযুক্ত আজ্যাদি পান করে হে বসুগণ, তোমরা এ যজমানের ধন দাও। ১ ॥ হে দেবগণ, তোমাদের স্থানগুলি সুগম (সুখে গমনযোগ্য) করেছি, যে তোমরা হবি সেবন করে প্রীত হয়ে তোমাদের নিজ ধনগুলি বহন করে এবং আমাদের জন্য ধনগুলি হস্তে ধারণ করে এ

যজ্ঞে এসেছিলে, সে তোমরা সকল লোকের নিবাসযোগ্য আদিত্যলোকে আরোহণ কর, তারপর দ্যুলোকে যাও। (আমাদের ধন দিয়ে নিজ স্থানে যাও—এ অর্থ এখানে ব্যক্ত হয়েছে।)। ২ ॥ হে যজ্ঞ, যষ্টব্য পরমাত্মা বিষ্ণুর কাছে যাও, যাতে তুমি প্রতিষ্ঠিত হবে, যজমানকে ফলপ্রদান কর এবং তারপর নিজের কারণ সর্বজগতের কারণরূপ পরমেশ্বরী শক্তিকে লাভ কর। আহুত এ আজ্য তোমার হোক। ৩ ॥ হে যজমান, এ যজ্ঞ সূক্ত বচনের সাথে বিবিধ স্তোত্রযুক্ত ও শোভন পুত্রপৌত্রাদি কর্মযুক্ত হয়ে তোমার মঙ্গলের জন্য হোক। এ আজ্য অগ্নির জন্য অর্পিত হোক। ৪ ॥ ইষ্ট দেবতাদের উদ্দেশে এ আজ্য আহুত হোক, সেরূপ অনিষ্ট দেবতাদের উদ্দেশে এ আজ্য আহুত হোক। হে মার্গাভিজ্ঞ দেবগণ, তোমরা আগমনকালে যে পথে এসেছিলে, এ যজ্ঞের সমাপ্তিতে আবার নিজ গৃহে গমনকালে সে পথে প্রত্যাবর্তন কর। ৫ ॥ সকল প্রাণীর অন্তরাত্মারূপ হে মনের অধিপতি, হে দেব,আমাদের এ যজ্ঞ দ্যুলোকে বর্তমান অগ্ন্যাদি দেবতাদের উদ্দেশে স্থাপন কর—এ কথা সরস্বতী বলেছে। তারপর দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোকে আমাদের যজ্ঞ স্থাপন কর—একথা সরস্বতী বলেছে। তারপর এ যজ্ঞ যেখান থেকে প্রযুক্ত হয়েছে, সে সর্বকর্মাধার বায়ুতে স্থাপন কর। এ আজ্য আহুত হোক। ৬ ॥ স্রুগাদির রাখবার স্থানরূপ বর্হি পুরোডাশাদি ও ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত হয়েছে, বসুনামক দেবতার সাথে, ইন্দ্রের সাথে, মরুদ্গণের সাথে এবং বিশ্বদেবগণের সাথে, এ বর্হি যুক্ত হয়েছে। সকল দেবতার অধিষ্ঠিত, হবি রক্ষণের আধাররূপ এ বর্হি সকল দেবতার মুখ্য ইন্দ্রকে লাভ করুক। এ বর্হি আহুত হোক। ৭ ॥ হে দর্ভস্তম্ব, বেদিকে চারদিক আস্তীর্ণ কর, বেদিকে আচ্ছন্ন কর, এ বেদিতে উপবিষ্ট পুত্রাদির সাথে যজমানকে হিংসা করো না। হোতার আসন-রূপ, হরিদ্বর্ণ, হিতরমণীয় দর্ভরূপ বস্তু, তুমি আচ্ছাদন কর। এ আস্তীর্যমান দর্ভগুলি যজমানের পুণ্যভোগস্থানে সুবর্ণময় অলঙ্কার-সদৃশ। ৮ ॥ দুঃস্বপ্নজনিত পাপ থেকে আমি প্রতিনিবৃত্ত হবো, দুষ্ট স্বপ্নরূপ অমঙ্গল থেকে আমি প্রতিনিবৃত্ত হবো। দুঃস্বপ্নজনিত দুরিত আমাকে যাতে স্পর্শ না করে, সে ভাবে তার নিবারণের জন্য মন্ত্রসংঘকে আমি কবচ করব। সে ব্যবধানের দ্বারা দুঃস্বপ্ননিবন্ধন শোক পরাভূত হোক। ৯ ॥ স্বপ্নে যে অন্ন আমি ভক্ষণ করি, তা প্রাতঃকালে দেখা যায় না। যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট অন্ন দিনে দেখা যায় না, অতএব স্বপ্নে অন্নভোজনরূপ সকল অখাদ্যভক্ষণাদি আমার মঙ্গলকারী হোক। স্বপ্নে অন্নভোজনের দ্বারা আমার যে পাপ হয়েছে, তা এ মন্ত্রজপে উপশম প্রাপ্ত হয়ে কল্যাণকর হোক। ১০ ॥ দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও মৃত্যুকে নমস্কার করে ঊর্ধ্বলোকে (পরলোকে) যাব না, এ লোকে চিরকাল অবস্থান করব। দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষের দেবতা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এবং মৃত্যু এরা আমাকে যেন হিংসা না করে, চিরকাল এ লোকে যেন আমাকে রাখে। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। 'যান্ আবহঃ' ইত্যাদি ছ-টি মন্ত্র দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। দুঃস্বপ্ন-দর্শন-জনিত দোষ পরিহারের জন্য 'পর্যাবর্তে' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ স্বস্ত্যয়ন কার্যে 'নমস্কৃত্য' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রোক্ত দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার করতে হবে। ষষ্ঠ মন্ত্রে— মন্ত্র-মধ্যবর্তী 'স্বাহা'—শব্দের প্রদানার্থ হয় না, বস্তুতঃ স্বাহা শব্দের বাক্‌কর্তৃক বচনরূপা অর্থ। নিজের প্রজাপতি-সম্বন্ধীয় বাক্য বলেছিল— এ স্বাহা শব্দের অর্থ। শেষের স্বাহা শব্দ প্রদানার্থ, সায়ণাচার্য এর বিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন।

দশম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

কো অস্যা নো দ্রুহোঽবদ্যবত্যা উন্নেষ্যতি ক্ষত্রিয়ো বস্য ইচ্ছন্ ।
কো যজ্ঞকামঃ ক উ পূর্তিকামঃ কো দেবেষু বনুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১ ॥
কঃ পৃশ্নিং ধেনুং বরুণেন দত্তামথর্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্ ।
বৃহস্পতিনা সখ্যং জুষাণো যথাবশং তন্বঃ কল্পয়াতি ॥ ২ ॥
অপক্রামন্ পৌরুষেয়াদ্ বৃণানো দৈব্যং বচঃ ।
প্রণীতীরভ্যাবর্তস্ব বিশ্বেভিঃ সখিভিঃ সহ ॥ ৩ ॥
যদস্মৃতি চকৃম কিং চিদগ্ন উপারিম চরণে জাতবেদঃ ।
ততঃ পাহি ত্বং নঃ প্রচেতঃ শুভে সখিভ্যো অমৃতত্বমস্তু নঃ ॥ ৪ ॥
অব দিবস্তারয়ন্তি সপ্ত সূর্যস্য রশ্ময়ঃ ।
আপঃ সমুদ্রিয়া ধারাস্তাস্তে শল্যমসিস্রসন্ ॥ ৫ ॥
যো নস্তায়দ্ দিপ্সতি যো ন আবিঃ স্বো বিদ্বানরণো বা নো অগ্নে ।
প্রতীচ্যেত্বরণী দত্বতী তান্ মৈষামগ্নে বাস্তু ভূন্মো অপত্যম্ ॥ ৬ ॥
যো নঃ সুপ্তান্ জাগ্রতো বাভিদাসাৎ তিষ্ঠতো বা চরতো জাতবেদঃ ।
বৈশ্বানরেণ সযুজা সজোষাস্তান্ প্রতীচো নির্দহ জাতবেদঃ ॥ ৭ ॥
ইদমুগ্রায় বভ্রবে নমো যো অক্ষেষু তনূবশী ।
ঘৃতেন কলিং শিক্ষামি স নো মৃডাতীদৃশে ॥ ৮ ॥
ঘৃতমপ্সরাভ্যো বহ ত্বমগ্নে পাংসূনক্ষেভ্যঃ সিকতা অপশ্চ ।
যথাভাগং হব্যদাতিং জুষাণা মদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ॥ ৯ ॥
অপ্সরসঃ সধমাদং মদন্তি হবির্ধানমন্তরা সূর্যং চ ।
তা মে হস্তৌ সং সৃজন্তু ঘৃতেন সপত্নং মে কিতবং রন্ধয়ন্তু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের প্রশস্ত ফল দেবার কামনায় কোন্ ক্ষত্রিয় জাত্যভিমানী রাজা এ নিন্দিত অহিতকারী দুর্গতি থেকে (আমাদের) উদ্ধার করবে ? কে আমাদের অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের কামনা করবে ? কে আমাদের ধনাদি পূর্তির বাঞ্ছা করবে ? দেবতার মধ্যে কে আমাদের দীর্ঘায়ু দেবে ? (এখানে প্রশ্নবাক্যের উত্তর—প্রজাপতিই আমাদের দুর্গতি থেকে উদ্ধার করবেন, তিনি আমাদের যজ্ঞ ও পূর্তি কামনা করবেন এবং আয়ু দেবেন। মন্ত্রের কিং-শব্দের প্রজাপতি অর্থ)। ১ ॥ লোহিতাদি বর্ণযুক্তা, নিত্যবৎসা, অথর্বাকে বরুণদত্তা ধেনু এবং দেবপালক বৃহস্পতির সৌহার্দ লাভ করে কোন দেবতা যথাভিলষিত তনু বিস্তার করতে সমর্থ ? (প্রজাপতি সমর্থ—এ হচ্ছে উত্তর)। ২ ॥ হে মাণবক, তুমি লৌকিক কর্ম থেকে বিরত হয়ে বেদরূপ দৈব বাক্যের সেবা করে সহচর ব্রহ্মচারিগণের সাথে বেদ-ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালন কর। ৩ ॥ হে অগ্নি, বিস্মৃত হয়ে আমরা যে কর্ম করেছি, হে জাতবেদা, যে কর্মানুষ্ঠানে আমরা বিমূঢ় হয়েছি, হে প্রচেতঃ (প্রকৃষ্টজ্ঞানবান অগ্নি), সে বিস্মরণরূপ পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর। তোমার প্রীত্যাস্পদ আমাদের সে কর্ম তোমার অনুগ্রহে সুসম্পন্ন ও অবিনাশী হোক। ৪ ॥ কশ্যপ নামক সূর্যের অরোগাদি সপ্ত রশ্মিগুলি অন্তরিক্ষোৎপন্ন ধারারূপ জলসমূহ বর্ষণ করছে। সে সূর্যরশ্মির দ্বারা অবতারিত জলসকল, হে রুগ্ন, তোমার শল্যের মত পীড়াকারী কাশ-শ্লেষ্মাদি রোগের বিনাশ করুক। ৫ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রু গোপনে বা

প্রকাশ্যে আমাদের হিংসা করতে চায়, পরের আক্রমণের উপায় জেনে যে বন্ধু বা শত্রু আমাদের হিংসা করতে ইচ্ছা করে, ভক্ষণ করার জন্য দন্তযুক্তা আর্তিকারিণী রাক্ষসী সে শত্রুদের কাছে যাক। হে অগ্নি, এ অন্তর্হিত ঘাতকদের গৃহ বা পুত্রাদি না থাক। ৬ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রু নিদ্রিত বা জাগ্রত আমাদের হিংসা করতে চায়, হে জাতবেদা অগ্নি, একত্র অবস্থিত বা কার্যে ব্যাপৃত আমাদের যে শত্রু হিংসা করতে চায়, হে জাতপ্রজ্ঞ অগ্নি, বৈশ্বানর নামক জাঠরাগ্নির সাহায্যে প্রীতিযুক্ত হয়ে, স্বপ্ন জাগরণাদির অবস্থাপন্ন আমাদের বিনাশের জন্য যারা আগত, তাঁদের তুমি নিঃশেষে দগ্ধ কর। (জাঠরাগ্নি ভেতরে দগ্ধ করুক এবং তুমি বাইরে দগ্ধ কর— এ অর্থ)। ৭ ॥ প্রভূত বলযুক্ত বভ্রুবর্ণ নামক দ্যূতজয়কারী দেবতার উদ্দেশে এ নমস্কার, যে বভ্রু অক্ষবিষয়ে যথাকামী অর্থাৎ তার স্বেচ্ছাধীন হয়। মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ঘৃতের দ্বারা কলির (পরাজয়ের হেতুস্বরূপ পঞ্চ সংখ্যা যুক্ত অক্ষবিষয়ক অয়ের) তাড়না করব। সে অক্ষক্রীড়ার দেবতা বভ্রু এরূপ অক্ষক্রিয়ায় কলিপরাভব ও জয়রূপ ফলবিষয়ে আমাদের সুখী করুক। ৮॥ হে অগ্নি, আমাদের জয়ের জন্য অন্তরিক্ষচারিণীদের উদ্দেশে অক্ষাভ্যঞ্জনসাধন ঘৃত বহন কর। সেরূপ প্রতিকিতব-দের উদ্দেশে সূক্ষ্ম ধূলিকণা, বালুকা ও জল পাঠিয়ে দাও অর্থাৎ তাদের যাতে পরাজয় হয়, সেভাবে তাদের মুখে ধূলি প্রভৃতি নিক্ষেপ কর। নিজ নিজ ভাগ অনুসারে প্রদত্ত হবির ভক্ষণকারী দেবগণ, শ্রৌত ও স্মার্তভেদে দ্বিবিধ হব্য আস্বাদন করে তৃপ্ত হয়ে আমাদের দ্যূতজয় করুক। ৯ ॥ দ্যূত ক্রিয়ার দেবগণ ভূলোক ও সূর্যাধিষ্ঠিত দ্যুলোকে একত্র মিলিত হয়ে হৃষ্ট হয়। তারা আমাদের হস্তদ্বয় ঘৃতের মত সারভূত ও জয়রূপ ফলযুক্ত করুক এবং প্রতিপক্ষ কিতবকে বশীভূত করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। দশম অনুবাকে তিনটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম সূক্তের প্রথম দুটি মন্ত্রের দ্বারা সর্বফলকামনায় প্রজাপতির যাগ করতে হয়। সেরূপ দর্শপূর্ণ-মাস যজ্ঞে কর্মবিস্মরণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য 'যদ্ অস্মৃতি' ইত্যাদি মন্ত্রে যাগ করতে হবে। কাশ শ্লেষ্মাদি রোগের চিকিৎসার জন্য 'অব দিবস্তারয়ন্তি' ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নাদি অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করাতে হয়। সেরূপ অভিচারকর্মে 'যো নস্তায়ৎ' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রের দ্বারা বজ্রাহত বৃক্ষের সমিৎ ধারণ করতে হবে। দ্যূতজয় কর্মে 'ইদং উগ্রায়' ইত্যাদি সাতটি মন্ত্রের দ্বারা দধি মধু ত্রিরাত্র বাসিত করে অক্ষ অভিমন্ত্রিত করে দ্যূতক্রীড়া করবার বিধি দৃষ্ট হয়। ৫ম মন্ত্রে—'সপ্ত সূর্যস্য রশ্ময়ঃ'—সূর্যের সাতটি রশ্মি বলতে একই সূর্যের অংশভূত সাতটি সূর্য আছে। তারমধ্যে প্রধানভূত কশ্যপ নামক সূর্য সর্বদা মহামেরুতে অবস্থান করে। তার অংশভূত আরোগাদি নামক অন্য সূর্যগুলি বিশ্বের প্রকাশক ও প্রবর্ষক। 'আরোগো ভ্রাজঃ পটরঃ পতঙ্গঃ স্বর্ণরো জ্যোতিষীমান্ বিভাসঃ। তে অস্মৈ সর্বে দিবং আতপন্তি ইতি। কশ্যপোঽষ্টমঃ, স মহামেরুং ন জহাতি।'—তৈত্তিরীয়ক আরণ্যক।

দ্বিতীয় সূক্ত

আদিনবং প্রতিদীব্নে ঘৃতেনাস্মাঁ অভি ক্ষর।
বৃক্ষমিবাশন্যা জহি যো অস্মান্ প্রতিদীব্যতি ॥ ১ ॥
যো নো দ্যুবে ধনমিদং চকার যো অক্ষাণাং গ্লহনং শেষণং চ।
স নো দেবো হবিরিদং জুষাণো গন্ধর্বেভিঃ সধমাদং মদেম ॥ ২ ॥

সংবসব ইতি বো নামধেয়মুগ্রংপশ্যা রাষ্ট্রভৃতো হ্যক্ষাঃ।
তেভ্যো ব ইন্দবো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৩ ॥
দেবান্ যন্নাথিতো হুবে ব্রহ্মচর্যং যদূষিম।
অক্ষান্ যৎ বভ্রূনালভে তে নো মৃড়ন্ত্বীদৃশে ॥ ৪ ॥
অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষে হতো বৃত্রাণ্যপ্রতি।
উভা হি বৃত্রহন্তমা ॥ ৫ ॥
যাভ্যামজয়ন্‌ৎস্বরগ্র এব যাবাতস্থতুর্ভুবনানি বিশ্বা।
প্রচর্ষণী বৃষণা বজ্রবাহূ অগ্নিমিন্দ্রং বৃত্রহণা হুবেঽহম্ ॥ ৬
উপ ত্বা দেবো অগ্রভীচ্চমসেন বৃহস্পতিঃ।
ইন্দ্র গীর্ভির্ন আ বিশ যজমানায় সুন্বতে ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রস্য কুক্ষিরসি সোমধান আত্মা দেবানামুত মানুষাণাম্।
ইহ প্রজা জনয় যাস্ত আসু যা অন্যত্রেহ তাস্তে রমন্তাম্ ॥ ৮ ॥
শুম্ভনী দ্যাবাপৃথিবী অন্তিসুম্নে মহিব্রতে।
আপঃ সপ্ত সুস্রুবুর্দেবীস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৯ ॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাঽদথো বরুণ্যাদুত।
অথো যমস্য পড্বীশাদ্ বিশ্বস্মাদ্ দেবকিল্বিষাৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ প্রতিপক্ষ কিতবের উদ্দেশে অক্ষের দ্বারা ক্রীড়া করছি। হে অক্ষক্রিয়াভিমানী দেবতা, ঘৃতের মত সারভূত জয়রূপ ফলের সাথে আমাদের যুক্ত কর। যে কিতব আমাদের জয় করার জন্য প্রতিকূল ক্রীড়া করছে, তাকে বজ্রাহত শুষ্ক বৃক্ষের মত তিরস্কৃত কর। ১ ॥ যে দেবতা আমাদের পক্ষে অক্ষক্রিয়াশীল পুরুষের জন্য অপরপক্ষীয় কিতবের ধন জয় করে দেয়, যে দেবতা পরকীয় অক্ষের (নিজ অক্ষের দ্বারা জয় করে) গ্রহণ এবং নিজ অক্ষের জয়-স্থানে আনয়ন করে, সে দ্যূতাভিমানী দেবতা আমাদের এ হবি ভক্ষণ করুক। আমরা অক্ষাধিষ্ঠাতা গন্ধর্বগণের সাথে একত্র হৃষ্ট হবো। ২ ॥ হে গন্ধর্বগণ, তোমরা ধন পাইয়ে দিয়ে 'সংবসব'-এ নাম লাভ করেছ, সে তোমাদের এবং উগ্রংপশ্যা ও রাষ্ট্রভৃৎ নামক অপ্সরাদের উদ্দেশে সোমযুক্ত হবির দ্বারা আমরা পরিচর্যা করব, তারপর আমরা ধনের অধিপতি হবো। (অক্ষক্রিয়ায় প্রতিপক্ষ কিতবদের জয় করে আমরা ধনশালী হবো)। ৩ ॥ ধন লাভের জন্য অগ্ন্যাদি দেবতাদের আহ্বান করছি, বেদ গ্রহণের জন্য ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করছি, অক্ষাভিমানী বভ্রু দেবতার অধিষ্ঠিত অক্ষ স্পর্শ করছি—এজন্য সে দেবগণ জয়রূপ ফলের দ্বারা আমাদের সুখী করুক। ৪ ॥ হে অগ্নি ও ইন্দ্র, তোমরা দুজন হবি-দানকারী যজমানের আবরক শত্রুরূপ দুরিতগুলি নিঃশেষে বিনাশ কর, যেহেতু তোমরা দুজন বৃত্রহন্তা। ৫ ॥ যাদের দ্বারা পূর্বে দেবগণ স্বর্গ জয় করেছিল, যারা স্বমহিমায় সকল প্রাণিদের ব্যাপ্ত করেছে, যারা উপাসকদের কর্মফলের দ্রষ্টা, অভিমত ফলবর্ষক, বজ্রবাহু ও বৃত্রহন্তা, সে অগ্নি ও ইন্দ্রের আমি আহ্বান করছি। ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে দেবপালক বৃহস্পতি সোমপাত্রের দ্বারা নিজের অধীন করেছে, যাতে তুমি অন্যত্র না যাও। অতএব হে ইন্দ্র, সোমাভিষবকারী যজমানের পোষণের জন্য আমাদের স্তুতিবাক্যে স্তুত হয়ে এখানে এস। ৭ ॥ হে কলশ, তুমি সোমের আধার, ইন্দ্রের জঠররূপ, দেবতা ও মানুষের শরীর-সদৃশ। এ লোকে পুত্রাদির উৎপন্ন করাও। এখানের ও অন্য স্থানের যজমানরা তোমার জন্য সুখে বিহার করুক। ৮ ॥ সকলের শোভাকারিণী দ্যাবাপৃথিবী, যার মধ্যে চেতন ও অচেতন পদার্থ বর্তমান, যার মহৎ কর্ম, যাতে সপ্তসংখ্যক দ্যোতমান জলসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে, সে দ্যাবাপৃথিবী

ও জলসকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৯॥ হে জলসকল, ব্রাহ্মণের আক্রোশজনিত পাপ থেকে আমাকে মুক্ত কর, বরুণকৃত মিথ্যাভাষণজনিত পাপ থেকে আমাকে পৃথক কর, যমের পাদবন্ধন পাশ থেকে আমাকে মুক্ত কর, অধিক কি সকল দেবকৃত পাপ থেকে আমাকে মুক্ত কর। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। প্রথম চারটি মন্ত্র দ্যূতজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। সকল বিষয়ে সাফল্য কামনায় 'অগ্ন ইন্দ্রশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও ইন্দ্রের যোগ বা উপাসনা করতে হবে। বৃষোৎসর্গে 'ইন্দ্রস্য কুক্ষিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষ অভিমন্ত্রিত করে ছেড়ে দিতে হবে। সকল ব্যাধির চিকিৎসায় 'শুম্ভনী' ইত্যাদি মন্ত্রে জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে সে জল রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

তৃষ্টিকে তৃষ্টবন্দন উদমূং ছিন্ধি তৃষ্টিকে।
যথা কৃতদ্বিষ্টাসোহমুষ্মৈ শেপ্যাবতে ॥ ১॥
তৃষ্টাসি তৃষ্টিকা বিষা বিষাতক্যসি।
পরিবৃক্তা যথাসস্যৃষভস্য বশেব ॥ ২॥
আ তে দদে বক্ষণাভ্য আ তেঽহং হৃদয়াদ্ দদে।
আ তে মুখস্য সঙ্কাশাৎ সর্বং তে বর্চ আ দদে ॥ ৩॥
প্রেতো যন্তু ব্যাধ্যঃ প্রানুধ্যাঃ প্রো অশস্তয়ঃ।
অগ্নী রক্ষস্বিনীর্হন্তু সোমো হন্তু দুরস্যতীঃ ॥ ৪॥
প্র পতেতঃ পাপি লক্ষ্মি নশ্যেতঃ প্রামুতঃ পত।
অয়স্ময়েনাঙ্কেন দ্বিষতে ত্বা সজামসি ॥ ৫॥
যা মা লক্ষ্মীঃ পতয়ালূরজুষ্টাভিচস্কন্দ বন্দনেব বৃক্ষম্।
অন্যত্রাস্মৎ সবিতস্তামিতো ধা হিরণ্যহস্তো বসু নো ররাণঃ ॥ ৬॥
একশতং লক্ষ্ম্যো মর্ত্যস্য সাকং তন্বা জনুষোঽধি জাতাঃ।
তাসাং পাপিষ্ঠা নিরিতঃ প্র হিণ্মঃ শিবা অস্মভ্যং
জাতবেদো নি যচ্ছ ॥ ৭॥
এতা এনা ব্যাকরং খিলে গা বিষ্ঠিতা ইব।
রমন্তাং পুণ্যা লক্ষ্মীর্যাঃ পাপীস্তা অনীনশম্ ॥ ৮॥
নমো রুরায় চ্যবনায় নোদনায় ধৃষ্ণবে।
নমঃ শীতায় পূর্বকামকৃত্বনে ॥ ৯॥
যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতীমং মন্ডূকমভ্যেত্বব্রতঃ ॥ ১০॥
আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিৎ বি যমন্ বিং ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি ॥ ১১॥
মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥ ১২॥

অনুবাদ ঃ হে দাহজনক বাণাপর্ণ নামক ওষধি, বন্দনা লতা যুক্ত হয়ে তুমি ঐ স্ত্রীকে পুরুষ থেকে পৃথক কর, যাতে ঐ স্ত্রী পুরুষের ক্রোধের বিষয় হয়, সেরূপ কর। ১॥ হে ওষধি, তুমি কুৎসিত, দাহজনক, বিষরূপ ও বিষের সংযোজক এবং সকলের পরিত্যক্তা। বন্ধ্যা গাভী যেমন পুঙ্গবের বর্জনীয়া হয়, সেরূপ এ নারী যেন ভোগ-

যোগ্যা না হয়। ২ ॥ হে নারী, তোমার উরু, হৃদয়, মুখ ও সকল অবয়ব থেকে সৌভাগ্যরূপ তেজ আমি (নারীবিষয়ক দৌর্ভাগ্যকামী) অপহরণ করছি। ৩ ॥ বিবিধ মনের পীড়া এ রক্ষোগ্রহাদি গৃহীত পুরুষ থেকে চলে যাক, রক্ষোগ্রহাদি বিষয়ক নিরন্তর স্মরণ চলে যাক এবং পরকৃত নিন্দা (অথবা হিংসা) চলে যাক। অগ্নিদেব রাক্ষসের সাথে পিশাচীদের বিনাশ করুক এবং সোমদেব পরের দুষ্ট ইচ্ছা দূর করুক। ৪ ॥ হে পাপরূপিণি লক্ষ্মি (অর্থাৎ অলক্ষ্মি), তুমি এ প্রদেশ থেকে চলে যাও, এ স্থানে অদৃশ্য হও, অতি দূর দেশ থেকেও চলে যাও। হে অলক্ষ্মি, অতি দূর দেশ থেকে গমনকারিণী তোমাকে মোহময় কণ্টকের সাথে শত্রুর উদ্দেশে যুক্ত করব। ৫ ॥ বন্দনা লতা যেমন বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকে, সেরূপ যে দুর্গতিকারিণী অপ্রিয়া নিন্দনীয়া লক্ষ্মী আমাকে ব্যাপ্ত করেছে, (অথবা বন্দনা লতা যেমন বৃক্ষকে শোষণ করে, সেরূপ যে অলক্ষ্মী আমাকে শোষণ করছে), হে সর্বপ্রেরক সবিতাদেব, সে অলক্ষ্মীকে আমাদের কাছ থেকে এ স্থান থেকে অন্যত্র স্থাপন কর এবং হিরণ্যপাণি হয়ে আমাদের ধন প্রদান কর। ৬ ॥ মানুষের শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে শতসংখ্যক লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অতি পাপিষ্ঠা অলক্ষ্মী, তাদের এ স্থান থেকে অপসারণ করছি। হে জাতবেদা অগ্নি, তাদের মধ্যে যারা মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী, তাদের আমাদের দাও। ৭ ॥ গোপালকগণ যেমন গোষ্ঠস্থিত গাভীকে পৃথক করে, সেরূপ আমি এ লক্ষ্মীদের (পূর্বোক্ত) একশত লক্ষ্মীর মধ্যে পৃথক করব। তাদের মধ্যে কল্যাণকারিণী লক্ষ্মীগণ আমাতে সুখে বাস করুক, আর যারা পাপকারিণী দুর্লক্ষ্মী, তারা বিনষ্ট হোক। ৮ ॥ শরীরের স্বেদপাতনকারী, বিক্ষেপকারী, প্রসহনকারী, উষ্ণ জ্বরের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। সেরূপ পূর্ব অভিলাষের ছেদনকারী শীত জ্বরাভিমানী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। ৯ ॥ যে জ্বর একদিন পর পর আসে, যে জ্বর দু-দিন পর পর আসে, এরূপ অনিয়তকালে আগমনকারী জ্বর ভেকের কাছে যাক। ১০ ॥ হে ইন্দ্র, মদশীল (অথবা স্তুত্য), ময়ূরের রোমসদৃশ রোমযুক্ত শ্যামবর্ণ অশ্বগণের সাথে এস। হে ইন্দ্র, ব্যাধ যেমন পাখীদের পাশবন্ধ করে, এরূপ কোন স্তোতা যেন তোমাকে স্তুতির দ্বারা আবদ্ধ না করে। পিপাসার্ত পথিক যেমন শীঘ্র মরুপ্রদেশ অতিক্রম করে, সেরূপ অন্য স্তোতাদের অতিক্রম করে শীঘ্র আমাদের কাছে এস। ১১ ॥ হে জয়কামী রাজা, তোমার মর্মস্থানগুলি আমি (প্রযোক্তা) কবচের দ্বারা আবৃত করছি। রাজা সোম তোমাকে অমৃতের দ্বারা (অথবা অবিনাশী তেজের দ্বারা) আচ্ছাদন করুক। শত্রুনিবারক বরুণদেব তোমাকে অধিক থেকে অধিকতর সুখদান করুক। ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ শত্রুসেনার ত্রাসকারী তোমাকে (বিবিধ বাক্যে) প্রোৎসাহিত করুক। ১২ ॥

টীকা ঃ ১-১২। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর বিদ্বেষ করণের জন্য, রক্ষোগ্রহাদিজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য, নৈঋতকর্মে, কাম্যকর্মে বিঘ্নরূপ দুঃস্বপ্নাদি দোষ পরিহারের জন্য, সর্ব জ্বরের চিকিৎসার জন্য, শব-সংস্কারের পর স্বস্ত্যয়নের জন্য, শত্রুসেনার ভীতিজনন প্রভৃতি আভিচারিক কর্মে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

অষ্টম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহ তে রমন্তাম্ ।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহাসুনা সূর্যস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥
উদেনং ভগো অগ্রভীদুদেনং সোমো অংশুমান্ ।
উদেনং মরুতো দেবা উদিন্দ্রাগ্নী স্বস্তয়ে ॥ ২ ॥
ইহ তেঽসুরিহ প্রাণ ইহায়ুরিহ তে মনঃ ।
উৎ ত্বা নির্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো দৈব্যা বাচা ভরামসি ॥ ৩ ॥
উৎ ক্রামাতঃ পুরুষ মাব পথা মৃত্যোঃ পড্বীশমবমুঞ্চমানঃ ।
মা চ্ছিত্থা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য সংদৃশঃ ॥ ৪ ॥
তুভ্যং বাতঃ পবতাং মাতরিশ্বা তুভ্যং বর্ষন্ত্বমৃতান্যাপঃ ।
সূর্যস্তে তন্বে শং তপাতি ত্বাং মৃত্যুর্দয়তাং মা প্র মেষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥
উদ্যানং তে পুরুষ নাবয়ানং জীবাতুং তে দক্ষতাতিং কৃণোমি ।
আ হি রোহেমমমৃতং সুখং রথমথ জির্বির্বিদথমা বদাসি ॥ ৬ ॥
মা তে মনস্তত্র গান্মা তিরো ভূন্মা জীবেভ্যঃ প্র মদো মানু গাঃ পিতৃন্ ।
বিশ্বে দেব অভি রক্ষন্তু ত্বেহ ॥ ৭ ॥
মা গতানামা দীধীথা যে নয়ন্তি পরাবতম্ ।
আ রোহ তমসো জ্যোতিরেহ্যা তে হস্তৌ রভামহে ॥ ৮ ॥
শ্যামশ্চ ত্বা মা শবলশ্চ প্রেষিতৌ যমস্য যৌ পথিরক্ষী শ্বানৌ ।
অর্বাঙেহি মা বি দীধ্যো মাত্র তিষ্ঠঃ পরাঙ্মনাঃ ॥ ৯ ॥
মৈতং পন্থামনু গা ভীম এষ যেন পূর্বং নেয়থ ত্বং ব্রবীমি ।
তম এতৎ পুরুষ মা প্র পথা ভয়ং পরস্তাদভয়ং তে অর্বাক্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সর্বপ্রাণীর নাশকর্তা অন্তক এবং প্রাণিবিয়োজক মৃত্যুদেবের উদ্দেশে নমস্কার। হে আয়ুষ্কাম মাণবক, তোমার প্রাণ ও অপান অন্তকের অনুগ্রহে এ শরীরে ক্রীড়া করুক। এ পুরুষ সজীব হয়ে পুত্রপৌত্রাদির সাথে সূর্যের ভাগরূপ ভূলোকে অবস্থান করুক। ১ ॥ সকল প্রাণীর ভজনীয় ভগদেব (সূর্যের মূর্তিবিশেষ) মূর্চ্ছারূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট এ পুরুষকে উদ্ধার করুক, সেরূপ অমৃতময় অংশের সাথে সোমদেব, (একোনপঞ্চাশৎসংখ্যক) মরুদ্গণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি মঙ্গলের জন্য এ পুরুষকে উদ্ধার করুক। ২ ॥ হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার মুখ্য প্রাণ চক্ষুরাদি এ শরীরে থাক। সেরূপ তোমার পঞ্চ প্রাণবায়ু, আয়ু ও মন এখানে থাকুক, এগুলি তোমাকে পরিত্যাগ করে যেন অন্যত্র না যায়। হে গতায়ু পুরুষ, পাপদেবতা নির্ঋতির বন্ধনরজ্জুর কাছ থেকে মন্ত্ররূপ দৈব বাক্যের দ্বারা তোমাকে ঊর্ধ্বে রাখছি। ৩ ॥ হে পুরুষ, এ মৃত্যুর পাশগুলি থেকে উৎক্রামণ কর, নীচে পড়ে যেয়ো না। মৃত্যুর পাদবন্ধনপাশ ছিন্ন করতে করতে অগ্নি ও সূর্যের [illegible] ([illegible] চিরজীবন লাভের জন্য) এ ভূলোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো

না । ৪ ॥ হে মুমূর্ষু, মাতরিশ্বা বায়ু তোমার সুখের জন্য প্রবাহিত হোক, জলসকল তোমার জন্য অমৃত বর্ষণ করুক, সূর্যদেব তোমার শরীরের যাতে সুখ হয়, সেভাবে তাপ দিক । হে পুরুষ, মৃত্যুদেব তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি মারা যেয়ো না । ৫ ॥ হে পুরুষ, মৃত্যুপাশ থেকে তোমার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গমন নেই । তোমার জীবন ও বলের জন্য আমি ঔষধ করছি । তুমি ইন্দ্রিয়ের অনুকূল অমরণধর্মা দেহরূপ রথে আরোহণ কর এবং জীর্ণ না হয়ে 'আমি সংজ্ঞা লাভ করেছি'—এরূপ বল । ৬ ॥ যমবিষয়ে তোমার মন না যাক, সেখানে বিলীন না হোক । বন্ধুদের জন্য অনবধান হয়ো না, মৃত পূর্বপুরুষদের অনুগমন করো না । ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ এ শরীরে তোমাকে রক্ষা করুক । ৭ ॥ পিতৃলোক-গত পুরুষদের চিন্তা করো না, তারা তোমাকে দূরদেশে নিয়ে যাবে । ম্রিয়মাণ পুরুষের জ্ঞাননাশে অন্ধকারে প্রবেশের মত হয়, সে অন্ধকার থেকে তুমি জ্ঞানলোকে আরোহণ কর, আমরা তোমার হাত ধরে থাকব (অর্থাৎ তোমার আরোহণের অনুকূল প্রযত্ন আমরা করব) । ৮ ॥ হে মুমূর্ষু, তোমাকে যমের মার্গরক্ষক শ্যাম ও শবল নামক কুকুর-দুটি যেন বাধা না দেয় । তাদের দ্বারা অসন্দষ্ট হয়ে আমাদের কাছে এস । এ ভূলোকে থেকে কখনও পরাঙ্মুখ হয়ো না (অর্থাৎ না ফেরবার চিন্তাও মনে করো না) । ৯ ॥ হে গতায়ু পুরুষ, মৃত ব্যক্তি যে পথে গিয়েছে, সে পথ অনুসরণ করে যেয়ো না । এ পথ ভয়ংকর, যে পথে মরবার পূর্বে তুমি যাও নি, সে পথের কথা তোমাকে বলছি । এ মরণরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে তুমি পা বাড়িয়ো না, পূর্বদেশে যমপুরীতে ভয় আছে, আমাদের অভিমুখে আগমনপথে তোমার অভয় মঙ্গল রয়েছে । ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০ । ৮ম কাণ্ডে ৫টি অনুবাক, তার মধ্যে ১ম অনুবাকে ৫টি সূক্ত । 'অন্তকায় মৃত্যবে' ইত্যাদি সূক্ত দুটিকে অর্থসূক্ত বলে । এ সূক্তের দ্বারা উপনয়ন কর্মে মাণবকের নাভি স্পর্শ করে আচার্য জপ করবে । সেরূপ আয়ুর কামনায় 'অন্তকায়' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শরীর অভিমন্ত্রিত করতে হবে । সেরূপ মহাশান্তি-কর্মে এ মন্ত্র জপ করতে হবে ।

দ্বিতীয় সূক্ত

রক্ষন্তু ত্বাগ্নয়ো যে অপ্স্বন্তা রক্ষতু ত্বা মনুষ্যা যমিন্ধতে ।
বৈশ্বানরো রক্ষতু জাতবেদা দিব্যস্ত্বা মা প্র ধাগ্ বিদ্যুতা সহ ॥ ১ ॥
মা ত্বা ক্রব্যাদভি মংস্তারাৎ সংকসুকাচ্চর ।
রক্ষতু ত্বা দ্যৌ রক্ষতু পৃথিবী সূর্যশ্চ ত্বা রক্ষতাং চন্দ্রমাশ্চ ।
অন্তরিক্ষং রক্ষতু দেবহেত্যাঃ ॥ ২ ॥
বোধশ্চ ত্বা প্রতীবোধশ্চ রক্ষতামস্বপ্নশ্চ ত্বানবদ্রাণশ্চ রক্ষতাম্ ।
গোপায়ংশ্চ ত্বা জাগৃবিশ্চ রক্ষতাম্ ॥ ৩ ॥
তে ত্বা রক্ষন্তু তে ত্বা গোপায়ন্তু ।
তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥
জীবেভ্যস্ত্বা সমুদে বায়ুরিন্দ্রো ধাতা দধাতু সবিতা ত্রায়মাণঃ ।
মা ত্বা প্রাণো বলং হাসীদসুং তেঽনু হ্বয়ামসি ॥ ৫ ॥
মা ত্বা জম্ভঃ সংহনুর্মা তমো বিদন্মা জিহ্বা বর্হিঃ প্রময়ুঃ কথা স্যাঃ ।
উৎ ত্বাদিত্যা বসবো ভরন্তূদিন্দ্রাগ্নী স্বস্তয়ে ॥ ৬ ॥

উৎ ত্বা দ্যৌরুৎ পৃথিব্যুৎ প্রজাপতিরগ্রভীৎ।
উৎ ত্বা মৃত্যোরোষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীরপীপরন্ ॥ ৭ ॥
অয়ং দেবা ইহৈবাস্ত্বয়ং মামুত্র গাদিতঃ।
ইমং সহস্রবীর্যেণ মৃত্যোরুৎ পারয়ামসি ॥ ৮ ॥
উৎ ত্বা মৃত্যোরপীপরং সং ধমন্তু বয়োধসঃ।
মা ত্বা ব্যস্তকেশ্যো মা ত্বাঘরুদো রুদন্ ॥ ৯ ॥
আহার্ষমবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্ণবঃ।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ১০ ॥
ব্যবাৎ তে জ্যোতিরভূদপ ত্বৎ তমো অক্রমীৎ।
অপ ত্বন্মৃত্যুং নির্ঋতিমপ যক্ষ্মং নি দধ্মসি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে রক্ষাকামী রাজা, জলের মধ্যে বাড়বাদিরূপে বর্তমান অগ্নিসকল তোমাকে রক্ষা করুক। যে অগ্নিকে মানুষেরা আবহনীয়রূপে অথবা পাকাদিরূপে দীপ্ত করে, সে অগ্নি তোমাকে রক্ষা করুক। সকল নরের হিতকারী জাঠরাগ্নি ও সকলের জ্ঞাতা যে অগ্নি, সে তোমাকে রক্ষা করুক। দিব্য অগ্নি তার বিদ্যুৎ-রূপ শরীরের সাথে তোমাকে যেন দগ্ধ না করে। ১ ॥ ক্রব্যাদগ্নি (মাংসভক্ষক অগ্নি) তোমাকে তার আহার্যরূপে যেন মনে না। তুমি শবভক্ষক (সংকুসুক) অগ্নি থেকে দূরে বিচরণ কর। সেরূপ দ্যুলোক, পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রমা তাদের ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করুক। অন্তরিক্ষ দেবপ্রেরিত আয়ুধ থেকে তোমাকে রক্ষা করুক। ২॥ বোধ, প্রতিবোধ, স্বপ্নরহিত, নিদ্রারহিত, সর্বদা দেহরক্ষক, জাগরণশীল—এ সকল (দেহাশ্রিত প্রাণ, অপান, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বয় রূপ ইন্দ্রিয়াভিমানী) দেবগণ (যুগ্মরূপে) তোমাকে রক্ষা করুক। (বোধ ও প্রতিবোধ নামক দুজন ঋষি, তাঁদের সাথে বলায় এ মন্ত্রে ছ-জন ঋষিরও নামোল্লেখ করা হয়েছে)। ৩ ॥ সে বোধাদি (ঋষিগণ বা দেবগণ) তোমার পালন করুক, তোমাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করুক। সে বোধাদি দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার, তাদের উদ্দেশে এ দ্রব্য আহুত হোক। ৪ ॥ পুত্রভার্যাদির আনন্দের জন্য বায়ু, ইন্দ্র, ধাতা, পালক সবিতা তোমাকে মৃত্যুর কাছ থেকে আকর্ষণ করে প্রদান করুক। প্রাণ ও বল যেন তোমাকে ত্যাগ না করে। প্রাণবায়ুকে তোমার আনুকূল্যে আহ্বান করছি। সংহতহনু অঙ্গুলদণ্ড রাক্ষস যেন তোমাকে ভক্ষণের জন্য না পায়, অজ্ঞান যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। বর্হির মত বিস্তৃত রাক্ষসাদির জিহ্বা তোমাকে না জানুক, যাতে তুমি হিংসকরহিত হও (অর্থাৎ তারা যেন তোমাকে না জানতে পারে)। অদিতিব পুত্রগণ তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাক। সেরূপ অষ্ট বসুগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিদেব, দ্যুলোকে দেবতা, পৃথিবী এবং সকল দেবগণের পিতা প্রজাপতি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করুক। সোমপত্নী ওষধি—দেবীগণ তোমাকে মৃত্যুর কাছ থেকে পালন করুক। ৫-৭ ॥ হে আদিত্যাদি দেবগণ, এ ব্যক্তি এ ভূলোকেই থাকুক, এ লোক থেকে যেন স্বর্গলোকে না যায়। আমরা (এর রক্ষাকর্তা) সহস্রবীর্যের দ্বারা (অর্থাৎ অপরিমিত সামর্থযুক্ত রক্ষাবিধানের দ্বারা) মৃত্যুর কাছ থেকে একে উদ্ধার করব। ৮ ॥ হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, মৃত্যুর হাত হতে তোমার রক্ষার জন্য আয়ুর ধারক দেবগণ তোমার সন্ধান করুক। বন্ধুপত্নীগণ যেন তোমার জন্য অশ্রুবিসর্জন না করে, তোমার দুঃখে বান্ধবগণ যেন রোদন না করে। ৯ ॥ হে মৃত্যুগ্রস্ত পুরুষ, তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। আবার নূতন জীবন লাভ করে তুমি ফিরে এসেছ। তুমি সম্পূর্ণাঙ্গ হয়েছ। (মারা না গেলেও দৃঢ়রোগগ্রস্ত পুরুষের

প্রায় অঙ্গবৈকল্য হয় জন্য এ কথা বলা হয়েছে)। সবকিছু তোমার চক্ষুর বিষয়ীভূত হোক। তোমার শতবছর আয়ু লাভ হয়েছে। ১০॥ হে মূর্চ্ছিত পুরুষ, তুমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিলে, তুমি জ্ঞান ফিরে পেয়েছ, তোমার কাছ থেকে সকল অন্ধকার চলে গেছে। তোমার নিকট থেকে প্রাণাপহর্ত্রী পাপদেবতা নির্ঋতি এবং বাইরের ও ভেতরের সকল রোগ আমরা দূর করেছি। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। 'রক্ষন্তু ত্বা' ইত্যাদি সূক্ত উপনয়ন কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ হিরণ্যগর্ভাখ্য মহাদানে এ মন্ত্রের দ্বারা রক্ষাবিধান করতে হবে। অশ্বরথাখ্য মহাদানে এ মন্ত্রের দ্বারা যজমানকে অভিমন্ত্রিত করা হয়।

তৃতীয় সূক্ত

[তত্র আ রভস্বেতি প্রথমসূক্তে প্রথমা।]

আ রভস্বেমামমৃতস্য শ্নুষ্টিমচ্ছিদ্যমানা জরদষ্টিরস্তু তে।
অসুং তে আয়ুঃ পুনরা ভরামি রজস্তমো মোপ গা মা প্র মেষ্ঠাঃ ॥ ১ ॥
জীবতাং জ্যোতিরভ্যেহ্যর্বাঙা ত্বা হরামি শতশারদায়।
অবমুঞ্চন্ মৃত্যুপাশানশস্তিং দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং তে দধামি ॥ ২ ॥
বাতাৎ তে প্রাণমবিদং সূর্যাচ্চক্ষুরহং তব।
যৎ তে মনস্ত্বয়ি তৎ ধারয়ামি সং বিৎস্বাঙ্গৈর্বদ জিহ্বয়ালপন্ ॥ ৩ ॥
প্রাণেন ত্বা দ্বিপদাং চতুষ্পদামগ্নিমিব জাতমভি সং ধমামি।
নমস্তে মৃত্যো চক্ষুষে নমঃ প্রাণায় তেঽকরম্ ॥ ৪ ॥
অয়ং জীবতু মা মৃতেমং সমীরয়ামসি।
কৃণোম্যস্মৈ ভেষজং মৃত্যো মা পুরুষং বধীঃ ॥ ৫ ॥
জীবলাং নঘারিষাং জীবন্তীমোষধীমহম্।
ত্রায়মাণাং সহমানাং সহস্বতীমিহ হুবেঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৬ ॥
অধি ব্রূহি মা রভথাঃ সৃজেমং তবৈব সন্ত্সর্বহায়া ইহাস্তু।
ভবাশর্বৌ মৃড়তং শর্ম যচ্ছতমপসিধ্য দুরিতং ধত্তমায়ুঃ ॥ ৭ ॥
অস্মৈ মৃত্যো অধি ব্রূহীমং দয়স্বোদিতোঽয়মেতু।
অরিষ্টঃ সর্বাঙ্গঃ সুশ্রুজ্জরসা শতহায়ন আত্মনা ভুজমশ্নুতাম্ ॥ ৮ ॥
দেবানাং হেতিঃ পরি ত্বা বৃণক্তু পারয়ামি ত্বা রজস উৎ ত্বা মৃত্যোরপীপরম্।
আরাদগ্নিং ক্রব্যাদং নিরূহং জীবাতবে তে পরিধিং দধামি ॥ ৯ ॥
যৎ তে নিয়ানং রজসং মৃত্যো অনবধর্ষ্যম্।
পথ ইমং তস্মাদ্ রক্ষন্তো ব্রহ্মাস্মৈ বর্ম কৃণ্মসি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, আমাদের ক্রিয়মাণ অমৃতের ধারা অনুভব করতে আরম্ভ কর। জরাপর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভোজন তোমার হোক। সেজন্য মৃত্যুর দ্বারা অপহৃত তোমার আয়ু আমরা নিয়ে আসছি। আমাদের সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক রজোগুণ, আবরক (হিতাহিত-বিবেক-প্রতিবোধক) তমোগুণ ও হিংসা প্রাপ্ত হয়ো না। ১ ॥ হে পুরুষ, জীবিত মানুষের জ্যোতি (দীপ্তি, জ্ঞান) আমাদের অভিমুখী হয়ে লাভ কর। শতবছর আয়ু লাভের জন্য মৃত্যুর (জ্বরা, শিরোরোগাদি নানাবিধ) পাশ ও নিন্দা ছিন্ন করে মৃত্যুর কাছ থেকে তোমাকে আমি নিয়ে আসছি। তোমার জন্য দীর্ঘায়ু স্থাপন করছি। ২ ॥ হে গতায়ু পুরুষ, তোমার প্রাণ আশ্রয়ভূত বাহ্য বায়ু থেকে আমি লাভ করেছি। সেরূপ তোমার চক্ষু সূর্য থেকে আমি

লাভ করেছি। (মৃত্যুকালে চক্ষু সূর্যপ্রাপ্ত হয় এবং উৎপত্তি সময়ে সূর্য থেকে উৎপত্তি লাভ করে)। উৎক্রমণসময়ে তোমার যে মন নির্গত হয়েছিল, সে মন তোমাতেই ধারণ করছি। তুমি সর্বাঙ্গযুক্ত হয়ে জিহ্বার দ্বারা আলাপ কর। ৩॥ মন্থন থেকে উৎপন্ন অল্প অগ্নি যেমন নলাদি সহযোগে মুখবায়ুর দ্বারা সমিদ্ধ হয়, সেরূপ হে গতপ্রাণ পুরুষ, দ্বিপদ পুরুষ ও চতুষ্পদ গবাদির প্রাণের দ্বারা অল্পপ্রাণ তোমাকে প্রভূতপ্রাণযুক্ত করছি। হে মৃত্যু, তোমার ক্রূর চক্ষুকে নমস্কার, তোমার প্রকৃষ্ট বলকে নমস্কার করছি। ৪॥ এ পুরুষ জীবিত হোক, এ যেন মারা না যায়। এ পুরুষ যাতে চলতে পারে, সেরূপ চেষ্টা করছি। এ মুমূর্ষু পুরুষের চিকিৎসা করছি। হে মৃত্যু, তুমি এ পুরুষকে বিনাশ করো না। ৫॥ জীবপ্রদ, ঘাতককোপরহিত, অশুষ্ক, রক্ষক, বলকারক পাঠাখ্য ওষধিকে এ পুরুষের অনিষ্টবিনাশের জন্য আমি এ শান্তিকর্মে আহ্বান করছি। ৬॥ হে মৃত্যু, তুমি অধিক বল (অর্থাৎ এ আমার জন, একথা বল), একে বিনাশ করতে উদ্যত হয়ো না। এ তোমারই জন, একে প্রাণের সাথে যুক্ত কর। এ ভূলোকে সর্বত্র এর গতি হোক। হে ভব ও শর্ব, তোমরা দুজন সুখী হও, এ পুরুষকে সুখ দাও, উপস্থিত ব্যাধি প্রভৃতি পাপ দূর করে একে আয়ু দাও। ৭॥ হে মৃত্যু, তোমার কাছ থেকে মৃত্যুর আশংকাকারী এ পুরুষকে অধিক বল অর্থাৎ আমার অনুগ্রহের পাত্র এ কথা বল। এ পুরুষ মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার লাভ করুক। অহিংসিত, চক্ষুরাদি সর্বাঙ্গসম্পন্ন, শ্রবণশক্তিযুক্ত, বার্ধক্যপর্যন্ত শতবছর জীবিত থেকে অনন্যাপেক্ষ হয়ে ভোগ লাভ করুক। ৮॥ হে পুরুষ, রুদ্রাদি দেবগণের আয়ুধ তোমাকে বর্জন করুক অর্থাৎ তোমাকে যেন হিংসা না করে। মূর্চ্ছারূপ আবরণ থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করছি; মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করছি। দূরে থেকে ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) অগ্নিকে সরিয়ে দিচ্ছি. তোমার জীবনলাভের জন্য প্রাচীর তৈরী করছি। ৯॥ হে মৃত্যু, তোমার রজোময় অনাধৃষ্য পথ থেকে এ মুমূর্ষু পুরুষকে রক্ষা করার জন্য আমরা একে মন্ত্ররূপ বর্ম পরিয়ে দিচ্ছি। ১০॥

টীকা: ১-১০। 'আ রভস্ব' ইত্যাদি তিনটি সূক্ত অর্থসূক্ত। উপনয়নকর্মে মাণবকের নাভি স্পর্শ করে আচার্য এ মন্ত্রগুলি জপ করবে। সেরূপ আয়ুষ্কাম পুরুষের শরীরে হস্ত দিয়ে এ মন্ত্রগুলি অভিমন্ত্রিত করতে হবে। নামকরণ কর্মেও এ মন্ত্রের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। অন্ত্যেষ্টি কর্মে—'আ রভস্ব' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা প্রেতাগ্নি দীপ্ত করতে হবে। মহাশান্তিতে এ মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

কৃণোমি তে প্রাণাপানৌ জরাং মৃত্যুং দীর্ঘমায়ুঃ স্বস্তি।
বৈবস্বতেন প্রহিতান্ যমদূতাংশ্চরতোঽপ সেধামি সর্বান্ ॥ ১ ॥
আরাদরাতিং নির্ঋতিং পরো গ্রাহিং ক্রব্যাদঃ পিশাচান্।
রক্ষো যৎ সর্বং দুর্ভূতং তৎ তম ইবাপ হন্মসি ॥ ২ ॥
অগ্নেষ্টে প্রাণমমৃতাদায়ুষ্মতো বন্বে জাতবেদসঃ।
যথা ন রিষ্যা অমৃতঃ সজূরসস্তৎ তে কৃণোমি তদু তে সমৃধ্যতাম্ ॥ ৩ ॥
শিবে তে স্তাং দ্যাবাপৃথিবী অসংতাপে অভিশ্রিয়ৌ।
শং তে সূর্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।
শিবা অভি ক্ষরন্তু ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ ॥ ৪ ॥

শিবাস্তে সন্ত্বোষধয় উৎ ত্বাহার্ষমধরস্যা উত্তরাং পৃথিবীমভি।
তত্র ত্বাদিত্যৌ রক্ষতাং সূর্যাচন্দ্রমসাবুভা ॥ ৫ ॥
যৎ তে বাসঃ পরিধানং যাং নীবিং কৃণুষে ত্বম্।
শিবং তে তন্বে তৎ কৃন্মঃ সংস্পর্শেদ্রূক্ষ্ণমস্তু তে ॥ ৬ ॥
যৎ ক্ষুরেণ মর্চয়তা সুতেজসা বপ্তা বপসি কেশশ্মশ্রু।
শুভং মুখং মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ৭ ॥
শিবৌ তে স্তাং ব্রীহিযবাববলাসাবদোমধৌ।
এতৌ যক্ষ্মং বি বাধেতে এতৌ মুঞ্চতো অংহসঃ ॥ ৮ ॥
যদশ্নাসি যৎ পিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ।
যদাদ্যং যদনাদ্যং সর্বং তে অন্নমবিষং কৃণোমি ॥ ৯ ॥
অহ্নে চ ত্বা রাত্রয়ে চোভাভ্যাং পরি দদ্মসি।
অরায়েভ্যো জিঘৎসুভ্য ইমং মে পরি রক্ষত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার শরীরে প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির করছি। জরা ও মৃত্যু তোমাকে যাতে না স্পর্শ করে, সেরূপ করছি এবং দীর্ঘায়ুযুক্ত করে তোমাকে অবিনাশী করছি। যমের প্রেরিত বিচরণশীল যমদূতদের মন্ত্রপ্রভাবে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। ১॥ শত্রুরূপ, পুরোগ্রাহী (সামনে থেকে গ্রহণশীল), কলহোৎপাদিকা পাপদেবতা নিঋতিকে, মাংসভক্ষক পিশাচদের এবং যে সকল দুষ্টভাবাপন্ন অন্ধকারের মত আবরক রাক্ষস আছে, তাদের আমরা বিনাশ করছি। ২॥ অমর, চিরজীবী, জাতবেদা অগ্নির কাছ থেকে হে পুরুষ, তোমার প্রাণভিক্ষা করছি। যাতে তুমি হিংসিত না হও এবং অমর হও, সেরূপ শান্তিকর্ম তোমার জন্য করছি। তা তোমার সমৃদ্ধকর হোক। ৩॥ হে কুমার, দ্যাবাপৃথিবী তোমার কল্যাণকর, অসন্তাপকারী ও শ্রীপ্রদ হোক। সূর্য তোমার সুখের জন্য তাপ দিক এবং তোমার মনের অনুকূলে সুখকররূপে বায়ু প্রবাহিত হোক এবং দিব্য স্বাদু জলসমূহ মঙ্গলময়রূপে বর্ষিত হোক। ৪॥ হে কুমার, ব্রীহি প্রভৃতি ওষধিসকল তোমার সুখকর হোক। তোমাকে পৃথিবীর নিম্নভাগ থেকে উত্তরভাগে উদ্ধৃত করছি। সেখানে অদিতির পুত্র সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে তোমাকে রক্ষা করুক। ৫॥ হে বালক, তোমার যে উত্তরীয় বস্ত্র আছে এবং যে বস্ত্র তুমি নীবিদেশে পরিধান করেছ, এ দুপ্রকার বস্ত্র তোমার শরীরের সুখকর করছি। তার সংস্পর্শে যাতে মৃদুতা লাভ কর সেরূপ করছি। ৬॥ হে সবিতাদেব, তুমি কেশের ছেদকরূপে শোভন তেজোযুক্ত ক্ষুরের দ্বারা কেশ ও শ্মশ্রু বপন করে বালকের মুখ দীপ্ত কর। আমাদের পুত্রের আয়ু কেড়ে নিয়ো না। ৭॥ হে অন্নভক্ষণকারী বালক, ব্রীহি ও যব তোমার সুখকর, বলকর ও ভোজনের পর মধুর হোক। এ ব্রীহিযব শরীরের রোগ বিনাশ করে বালককে পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৮॥ হে কুমার, তুমি যে অন্ন ভক্ষণ করছ, দুগ্ধের মত সারভূত (অথবা দুগ্ধমিশ্রিত) যে অন্ন পান করছ, যা সুখে ভক্ষণীয় ও যা অভক্ষণীয় (কঠিনদ্রব্য অথবা অত্যন্ত কটু তিক্ত বলে অখাদ্য), সে সকল অন্ন আমি নির্বিষ (অমৃতময়) করছি। ৯॥ হে কুমার, রাত ও দিনের অভিমানী দেবতাদের উদ্দেশে তোমাকে রক্ষার জন্য প্রদান করছি। হে বিশ্বদেবগণ, ধনাপহারক ও ভক্ষক রাক্ষস-পিশাচদের কাছ থেকে আমাদের এ বালককে রক্ষা কর। ১০॥

টীকা : এ সূক্তের মন্ত্রগুলি পূর্বসূক্তের মত উপনয়নকর্ম, নৈঋতকর্ম, গোদানাদিক সংস্কার প্রভৃতিকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

শতং তেঽযুতং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তেঽনু মন্যন্তামহৃণীয়মানাঃ ॥ ১ ॥
শরদে ত্বা হেমন্তায় বসন্তায় গ্রীষ্মায় পরি দদ্মসি।
বর্ষাণি তুভ্যং স্যোনানি যেষু বর্ধন্ত ওষধীঃ ॥ ২ ॥
মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পদাম্।
তস্মাৎ ত্বাং মৃত্যোর্গোপতেরুদ্ভরামি স মা বিভেঃ ॥ ৩ ॥
সোঽরিষ্ট ন মরিষ্যসি ন মরিষ্যসি মা বিভেঃ।
ন বৈ তত্র ম্রিয়ন্তে নো যন্ত্যধমং তমঃ ॥ ৪ ॥
সর্বো বৈ তত্র জীবতি গৌরশ্বঃ পুরুষঃ পশুঃ।
যত্রেদং ব্রহ্ম ক্রিয়তে পরিধির্জীবনায় কম্ ॥ ৫ ॥
পরি ত্বা পাতু সমানেভ্যোঽভিচারাৎ সবন্ধুভ্যঃ।
অমম্রির্ভবামৃতোঽতিজীবো মা তে হাসিষুরসবঃ শরীরম্ ॥ ৬ ॥
যে মৃত্যব একশতং যা নাষ্ট্রা অতিতার্যাঃ।
মুঞ্চন্তু তস্মাৎ ত্বাং দেবা অগ্নের্বৈশ্বানরাদধি ॥ ৭ ॥
অগ্নেঃ শরীরমসি পারয়িষ্ণু রক্ষোহাসি সপত্নহা।
অথো অমীবচাতনঃ পূতুদ্রুর্নাম ভেষজম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে বালক, তোমার শতবছর আয়ু আমরা অযুতসংখ্যক করছি। তোমাকে দুই, তিন, চার যুগল করছি। (জায়াপতি-রূপে এক যুগ, পুত্র কন্যা রূপে দুই যুগ, এরূপ পুত্রপৌত্রাদিরূপে বহু যুগল করছি। অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি বহু যুগ পর্যন্ত পরমায়ুর প্রার্থনা করা হয়েছে)। ইন্দ্র, অগ্নি ও সকল দেবগণ, অক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের এ প্রার্থনা অনুমোদন করুক। (যদিও একশ বছর পরমায়ুই মানুষের সম্ভব হয় না, তথাপি 'আকল্প বেঁচে থাক, কল্প পর্যন্ত তোমার আয়ু হোক' ইত্যাদি আশীর্বাদ বচনের মত এখানে দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা হয়েছে— এটা বুঝতে হবে)। ১ ॥ হে বালক, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম—সকল ঋতুর অভিমানী দেবতাদের উদ্দেশে তোমাকে রক্ষার জন্য প্রদান করছি। যে বর্ষগুলিতে ভোগসাধনরূপ ওষধিগুলি বর্ধিত হয়, সে বর্ষগুলি তোমার সুখকর হোক। ২ ॥ মৃত্যু হচ্ছে দ্বিপদ মনুষ্যাদির অধিপতি, মৃত্যুই চতুষ্পদ গবাদির অধীশ্বর। (মুমুক্ষু ছাড়া মৃত্যুর অপলাপ করে কাউকে বেঁচে থাকতে দেখা যায় না)। অতএব এদের অধিপতি মৃত্যুর হাত থেকে মন্ত্রপ্রভাবে তোমাকে উদ্ধার করছি। মৃত্যুভয়ে তুমি ভীত হয়ো না। ৩ ॥ হে দৈববিমুখ (অথবা মৃত্যুকর্তৃক হিংসারহিত) জন, তুমি মারা যাবে না, তুমি মৃত্যুলাভ করবে না, অতএব 'আমি মরব' এ ভয় করো না। এ শান্তিকর্মে কেউ কখন প্রাণত্যাগ করে না, অথবা মরণকালীন দুঃসহ মূর্চ্ছা লাভ করে না, কিংবা মৃত্যুর পর সূর্যালোক-রহিত অধোলোকস্থ অন্ধকার প্রাপ্ত হয় না। ৪ ॥ রক্ষঃপিশাচাদির নিবারক, প্রাচীররূপ এ মহাশান্ত্যাখ্য কর্মে গাভী, অশ্ব, পুরুষ, পশু সকলে বেঁচে থাকে। যজ্ঞে অগ্নির যেমন পরিধি নির্মাণ করা হয়, সেরূপ তোমার জীবনলাভের জন্য পরিধি নির্মাণ করা হচ্ছে। ৫ ॥ হে শান্তিকামী পুরুষ, আমার কৃত শান্তিকর্ম সমান বন্ধুদের থেকে ও অভিচারকৃত হিংসা থেকে তোমাকে রক্ষা করুক। তুমি অমরণশীল, অমর ও দীর্ঘজীবী হও। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ অমুখ্যপ্রাণ ও মুখ্যপ্রাণ যেন তোমার শরীর ত্যাগ না করে। ৬ ॥ যমের যে জ্বর,

শিরোব্যথাদি একশ হিংসক হেতি আছে এবং নাশকারী লঙ্ঘনীয় যে হিংসকা আছে, সে দ্বিবিধ মৃত্যু থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে মুক্ত করুক। সেরূপ বৈশ্বানর অগ্নির কাছ থেকে তোমাকে মুক্ত করুক। ৭॥ হে পূতদ্রু (বৃক্ষ), তুমি অগ্নির পারপ্রাপক শরীররূপ। তুমি রাক্ষসহন্তা, শত্রুনাশক ও রোগনিবারক পূতদ্রু নামক ঔষধ, তুমি আমাদের অভীষ্টসাধন কর। ৮॥

টীকা ঃ ১-৮। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের মত। ৮ম মন্ত্রে—'পূতদ্রু' হচ্ছে রক্ষামণির উপাদানরূপ সকল অরিষ্টনিবারক বৃক্ষবিশেষ। এ বৃক্ষের ভেতর অগ্নি থাকে বলে, একে অগ্নির শরীর বলা হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম।
শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ১ ॥
অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বয়া মূরদেবান্ রভস্ব ক্রব্যাদো বৃষ্ট্বাপি ধৎস্বাসন্ ॥ ২ ॥
উভোভয়াবিন্নুপ ধেহি দংষ্ট্রৌ হিংস্রঃ শিশানোঽবরং পরং চ।
উতান্তরিক্ষে পরি যাহ্যগ্নে জম্ভৈঃ সং ধেহ্যভি যাতুধানান্ ॥ ৩ ॥
অগ্নে ত্বচং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বি চিনোত্বেনম্ ॥ ৪ ॥
যত্রেদানীং পশ্যসি জাতবেদস্তিষ্ঠন্তমগ্ন উত বা চরন্তম্।
উতান্তরিক্ষে পতন্তং যাতুধানং তমস্তা বিধ্য শর্বা শিশানঃ ॥ ৫ ॥
যজ্ঞৈরিষূঃ সন্নমমানো অগ্নে বাচা শল্যাঁ অশনিভির্দিহানঃ।
তাভির্বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচো বাহূন্ ভঙ্গ্ধ্যেষাম্ ॥ ৬ ॥
উতারব্ধান্ স্পৃণুহি জাতবেদ উতারেভাণাঁ ঋষ্টিভির্যাতুধানান্।
অগ্নে পূর্বো নি জহি শোশুচান আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদন্ত্বেনীঃ ॥ ৭ ॥
ইহ প্র ব্রূহি যতমঃ সো অগ্নে যাতুধানো য ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রন্ধয়ৈনম্ ॥ ৮ ॥
তীক্ষ্ণেনাগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্র ণয় প্রচেতঃ।
হিংস্রং রক্ষাংস্যভি শোশুচানং মা ত্বা দভন্ যাতুধানা নৃচক্ষঃ ॥ ৯ ॥
নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্যগ্রা।
তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্হরসা শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ রাক্ষসনাশক বলবান অগ্নিকে ঘৃতের দ্বারা দীপ্ত করছি এবং মিত্রতুল্য বিশাল অগ্নির শরণ গ্রহণ করছি (অথবা সুখলাভের জন্য তার কাছে যাচ্ছি)। জ্বালার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত সে অগ্নি ক্রত্বঙ্গভূত (যজ্ঞীয়) আজ্যাদির দ্বারা সমিদ্ধ হোক। সে রক্ষোহা অগ্নি দিন রাত হিংসকদের কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ১॥ হে জাতবেদা অগ্নি, আমাদের প্রদত্ত আজ্যাদির দ্বারা সন্দীপ্ত তুমি লোহময় দন্তযুক্ত হয়ে তোমার ক্রূর জ্বালার দ্বারা যাতনাকারী যাতুধানদের দগ্ধ

কর। কার্যাকার্য বিচারহীন আভিচারিকদের তোমার জিহ্বার (জ্বালার) দ্বারা স্পর্শ কর, আর মাংসভক্ষক রাক্ষস-পিশাচদের ধরে তোমার মুখে আচ্ছন্ন কর (অর্থাৎ ভক্ষণ কর)। ২॥ এ রক্ষণীয়, এ হন্তব্য—এ জেনে হিংস্র তীক্ষ্ম জ্বালাযুক্ত হয়ে আমাদের থেকে নিকৃষ্ট ও অধিক দ্বেষকারীকে তোমার দুটি দাঁতের মধ্যবর্তী কর (অর্থাৎ খেয়ে ফেল)। হে অগ্নি, তারপর অন্তরিক্ষে বিচরণ কর এবং সেখানে আমাদের বিনাশের জন্য সঞ্চরণশীল রক্ষঃ প্রভৃতি যাতুধানদের তোমার দাঁত দিয়ে পিষে ফেল। ৩॥ হে অগ্নি, তুমি রাক্ষসাদি যাতুধানের চামড়া ছিঁড়ে ফেল। তোমার হিংস্র বজ্র তাপের দ্বারা একে বিনাশ করুক। হে জাতপ্রজ্ঞ অগ্নি, যাতুধানের শরীরগ্রন্থি ভিন্ন করে দাও, মাংসভক্ষক বৃকাদি মাংসের জন্য একে টুকরো টুকরো করুক। ৪॥ হে জাতবেদা অগ্নি, আমাদের উপদ্রবকারী রাক্ষসদের এখন যেখানে দেখছ, একত্র স্থিত অথবা বিচরণশীল কিংবা আকাশে গমনকারী সে রাক্ষসকে ক্ষেপণকারী তুমি তোমার তীক্ষ্ম শরুর দ্বারা বিদ্ধ কর। ৫॥ হে অগ্নি, আমাদের অনুষ্ঠিত যাগের দ্বারা তোমার বাণ সোজা কর এবং স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা বাণের অগ্রভাগ তীক্ষ্ম করে যাতুধানদের হৃদয় বিদ্ধ কর এবং তারপর তাদের বাহুগুলি ভগ্ন করে দাও। ৬॥ হে জাতবেদা অগ্নি, আমরা তোমার স্তুতি করতে আরম্ভ করেছি, আমাদের পালন কর। শব্দকারী যাতুধানদের আয়ুধের দ্বারা বিনাশ কর। হে অগ্নি, শত্রুর সামনে গিয়ে প্রজ্বলিত হয়ে তাদের মার, কাঁচা মাংসখাদক সাদা ক্ষিঙ্ক নামক পক্ষিগণ নিহত তাকে ভক্ষণ করুক। ৭॥ হে অগ্নি, এ শান্তিবিষয়ে যে রাক্ষস শরীরের পীড়াদান করছে, তাকে বল। হে যুবতম অগ্নি, সে পাপী ঘাতককে তোমার জ্বালার দ্বারা স্পর্শ কর। হে অগ্নি, তুমি—সুকৃত ও পাপীদের দ্রষ্টা, এ পাপীকে চক্ষুর দ্বারা বশীভূত কর অর্থাৎ দগ্ধ কর। ৮॥ হে অগ্নি, তোমার তীক্ষ্ম চক্ষুর দ্বারা আমাদের যজ্ঞ রক্ষা কর। হে প্রচেতঃ (আমাদের প্রতি কৃপাচিত্ত), আমাদের এ যজ্ঞ বসুদের উদ্দেশে নিয়ে যাও। হে মানুষের দ্রষ্টা অগ্নি, যজ্ঞরক্ষার সময়ে হিংসাশীল রাক্ষসরা তাদের দহনকারী তোমাকে যেন হিংসা না করে। ৯॥ হে অগ্নি, মানুষের দ্রষ্টা তুমি প্রজাদের পীড়াকারী রাক্ষসের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তার তিনটি উপরের ভাগ ছিন্ন কর, তার পার্শ্বের অস্থিগুলি তোমার তেজে ছিন্ন কর। যাতুধানের পায়ের তিনটি পর্ব ছেদন কর। ১০॥

টীকা: ১-১০। রাক্ষস পিশাচাদি নিবারণের ঔষধের জন্য এ অনুবাকের মন্ত্রগুলির দ্বারা ফলীকরণ, তুষ, বৃক্ষখণ্ড প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে বা এদের দ্বারা ধূপ দিতে হবে। সেরূপ এ অনুবাকের মন্ত্রগুলি পিশাচাদি গ্রস্ত পুরুষকে পাঠ করাতে হবে—এরূপ বহুবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ত্রির্যাতুধানঃ প্রসিতিং ত এত্বৃতং যো অগ্নে অনৃতেন হন্তি।
তমর্চিষা স্ফূর্জয়ন্ জাতবেদঃ সমক্ষমেনং গৃণতে নি যুঙ্‌গ্ধি ॥ ১ ॥
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যৎ বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ২ ॥
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবান্ছৃণীহি পরাসুতৃপঃ শোশুচতঃ শৃণীহি ॥ ৩ ॥

পরাদ্য দেবা বৃজিনং শৃণন্তু প্রত্যগেনং শপথা যন্তু সৃষ্টাঃ।
বাচাস্তেনং শরব ঋচ্ছন্তু মর্মন্ বিশ্বস্যৈতু প্রসিতিং যাতুধানঃ ॥ ৪ ॥
যঃ পৌরুষেয়েন ক্রবিষা সমঙ্‌ক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ ॥ ৫ ॥
বিষং গবাং যাতুধানা ভরন্তামা বৃশ্চন্তামদিতয়ে দুরেবাঃ।
পরৈণান্ দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষধীনাং জয়ন্তাম্ ॥ ৬ ॥
সম্বৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্য মাশীদ্ যাতুধানো নৃচক্ষঃ।
পীযূষমগ্নে যতমস্তিতৃপ্সাৎ তং প্রত্যঞ্চমর্চিষা বিধ্য মর্মণি ॥ ৭ ॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
সহমূরাননু দহ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ৮ ॥
ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তস্ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।
প্রতি ত্যে তে অজরাসস্তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহন্তু ॥ ৯ ॥
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুতোত্তরাৎ কবিঃ কাব্যেন পরি পাহ্যগ্নে।
সখা সখায়মজরো জরিমণে অগ্নে মর্তাঁ অমর্ত্যস্ত্বং নঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, যে রাক্ষস ছল করে আমাদের যজ্ঞ বিনাশ করে, সে তোমার জ্বালা তিনবার লাভ করুক (অর্থাৎ তার দ্বারা নিঃশেষে দগ্ধ হোক)। হে জাতপ্রজ্ঞ অগ্নি, তোমার অর্চনাকারী (আমার) দৃষ্টির সামনে সে রাক্ষসকে তোমার জ্বালার দ্বারা নিগৃহীত করে বিনাশ কর। ১ ॥ হে অগ্নি, স্তোতাগণ আজ যে যাতুধানদের উদ্দেশে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আক্রোশ থেকে কটু বাক্য উৎপন্ন করছে, তোমার ক্রোধযুক্ত মন থেকে উৎপন্ন জ্বালারূপ ইষুর দ্বারা সে রাক্ষসদের হৃদয় বিদ্ধ কর। ২ ॥ হে অগ্নি, রাক্ষসদের তোমার তাপে পরাঙ্মুখ করে বিনাশ কর, রাক্ষসকে প্রাণাপহারক তেজের দ্বারা নাশ কর, সেরূপ যারা মারণ (আভিচারিক) কর্মের দ্বারা ক্রীড়া করে, তাদের তোমার দীপ্ত জ্বালার দ্বারা বিনাশ কর এবং পরপ্রাণের দ্বারা যারা নিজের আত্মাকে তৃপ্ত করে, সে দীপ্ত রাক্ষসদের বিনাশ কর। ৩ ॥ আজ অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, যাতে আর ফিরে না আসে এভাবে প্রাণনাশক রাক্ষসের হিংসা করুক, তার প্রযুক্ত কটু শপথগুলি আমাদের কাছ থেকে ফিরে তার কাছে যাক। মিথ্যা কথা বলে যে প্রহার করে, দেবতার শরগুলি তার মর্মস্থানে যাক, সে রাক্ষস সর্বব্যাপক অগ্নির জ্বালা লাভ করুক। ৪ ॥ যে যাতুধান মানুষের মাংসে নিজেকে পুষ্ট করে, যে অশ্ব ও অজাদির মাংসে নিজেকে পুষ্ট করে এবং যে অবধ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি, তাদের মস্তকগুলি তোমার তেজে ছিন্ন কর। ৫ ॥ রাক্ষসগণ গাভীর দুগ্ধ ইচ্ছা করে তাদের বিষ সংগ্রহ করুক। দুষ্ট গমনশীল যারা, তারা সর্বাশ্রয়রূপ পৃথিবীর প্রয়োজন থেকে বিচ্যুত হোক। সকলের অনুজ্ঞাতা সবিতাদেব যাতুধানদের ঘাতকদের কাছে দিয়ে দিক এবং তারা ব্রীহি প্রভৃতি ওষধির ভাগ লাভ না করুক। ৬ ॥ হে মানুষের দ্রষ্টা অগ্নি, রাক্ষস আমাদের গাভীদের সাংবাৎসরিক দুগ্ধ ভক্ষণ না করুক (প্রায় প্রসব দিন থেকে এক বছর গাভীরা দুধ দেয় জন্য সাংবাৎসরিক বলা হয়েছে) সেরূপ যে রাক্ষস গাভীর ঘৃতরূপ অমৃতের দ্বারা নিজেদের তৃপ্ত করতে চায়, তাকে তুমি তোমার জ্বালার দ্বারা তার মর্মস্থানে বিদ্ধ কর। ৭ ॥ হে অগ্নি, চিরকাল তুমি যাতুধানদের হিংসা করে এসেছ, তথাপি তাদের কেউ সংগ্রামে তোমাকে জয় করতে পারে নি। মাংসাশী রাক্ষসদের সমূলে দগ্ধ কর, তোমার দৈব আয়ুধ থেকে তারা যেন মুক্ত না হয়। ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদের অধোদেশের পীড়ক রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা কর। সেরূপ দক্ষিণ,

উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব-দিকস্থ রাক্ষসদের কাছ থেকে রক্ষা কর। সে সকল স্থানে অবস্থিত অজীর্ণ, তাপকর ও দীপ্ত তোমার জ্বালাগুলি হিংসাকারী রাক্ষসদের বিনাশ করুক। ৯ ॥ হে অগ্নি, ক্রান্তপ্রজ্ঞ তুমি, পশ্চাৎ, পূর্বে, অধ ও ঊর্ধ্ব দিকে স্থিত রাক্ষসদের জেনে আমাদের রক্ষা কর। রক্ষক তুমি, তোমার রক্ষণীয় আমাদের রক্ষা কর, অজর তুমি, অতিজীর্ণ আমাদের রক্ষা কর। হে অগ্নি, অমর্ত্য তুমি, মর্ত্য (মরণশীল) আমাদের পালন কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। পূর্ব সূক্তের মত এ সূক্তের বিনিয়োগ। গাভীর রক্তদুগ্ধ-শান্তির জন্য 'যঃ পৌরুষেয়েণ' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতি ধেহি রেভে শফারুজো যেন পশ্যসি যাতুধানান্।
অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বন্তমচিতং ন্যোষ ॥ ১ ॥
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতঃ ॥ ২ ॥
বিষেণ ভঙ্গুরাবতঃ প্রতি স্ম রক্ষসো জহি।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা তপুরগ্রাভিরর্চিভিঃ ॥ ৩ ॥
বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা।
প্রাদেবীর্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষোভ্যো বিনিক্ষে ॥ ৪ ॥
যে তে শৃঙ্গে অজরে জাতবেদস্তিগ্মহেতী ব্রহ্মশংশিতে।
তাভ্যাং দুর্হার্দমভিদাসন্তং কিমীদিনং প্রত্যঞ্চমর্চিষা জাতবেদো বি নিক্ষ ॥ ৫ ॥
অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি শুক্রশোচিরমর্ত্যঃ।
শুচিঃ পাবক ঈড্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, শব্দকারীর প্রতি তোমার চক্ষু দাও, যে চক্ষুতে নখের দ্বারা আঘাতকারী রাক্ষসদের দেখে থাক। অথর্ব মহর্ষি যেমন তপোমন্ত্র প্রভাবে রাক্ষসদের দগ্ধ করেছিল, সেরূপ তুমি দৈব তেজের দ্বারা হিংসাকারী জ্ঞানরহিত তাদের বিনাশ কর। ১ ॥ হে অগ্নি, অভিভবনশীল (অথবা বলোৎপন্ন) তোমার ধ্যান করছি। তুমি কামপূরক, মেধাবী, ধর্ষকবর্ণযুক্ত, প্রতিদিন ভঙ্গ-স্বভাবরূপ বলযুক্ত রাক্ষসদের বিনাশক। ২ ॥ হে অগ্নি, বিষের মত নাশক তীক্ষ্ম তেজের দ্বারা ভঙ্গস্বভাবরূপ বলযুক্ত রাক্ষসদের বিনাশ কর, সেরূপ তাপক উগ্র জ্বালার দ্বারা তাদের বিনাশ কর। ৩ ॥ এ অগ্নি মহান জ্যোতির দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। হে অগ্নি, তোমার মহৎ তেজে সকল প্রাণীদের আবিষ্কার করছ (অর্থাৎ তোমার আলোকে সকল প্রাণী স্পষ্টরূপে দৃশ্য হচ্ছে)। এ অগ্নি দুর্গম আসুরিক মায়া তিরোহিত করছে এবং রাক্ষসদের বিনাশের জন্য তার শৃঙ্গ দুটি তীক্ষ্ম করছে। ৪ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, অবিনশ্বর, তীক্ষ্মায়ুধরূপ, আমাদের প্রযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্মীকৃত তোমার যে দুটি শৃঙ্গ আছে, তার জ্বালার দ্বারা দুষ্টহৃদয়, ক্ষয়প্রাপ্ত, অন্বেষণরত রাক্ষসদের বিনাশ কর। ৫ ॥ অগ্নি সকল প্রকারের রাক্ষসদের বিনাশ করে। এ অগ্নি দীপ্ত-প্রকাশ, অমর্ত্য, শুদ্ধ, পাবক ও সকলের স্তুত্য। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের মত। অগ্নিরহিত প্রদেশে অগ্নির মত অদ্ভুত চিহ্ন দর্শনে তার শান্তির জন্য 'অগ্নী রক্ষাংসি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি দিতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

ইন্দ্রাসোমা তপতং রক্ষ উব্জতং ন্যর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ।
পরা শৃণীতমচিতো ন্যোষতং হতং নুদেথাং নি শিশীতমত্রিণঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসমভ্যঘং তপুর্যয়স্তু চরুরগ্নিমাঁ ইব।
ব্রহ্মদ্বিষে ক্রব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতো বব্রে অন্তরনারম্ভণে তমসি প্র বিধ্যতম্।
যতো নৈষাং পুনরেকশ্চনোদয়ৎ তদ্ বামস্তু সহসে মন্যুমচ্ছবঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবো বধং সং পৃথিব্যা অঘশংসায় তর্হণম্।
উৎ তক্ষতং স্বর্যং পর্বতেভ্যো যেন রক্ষো বাবৃধানঃ নিজূর্বথঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবস্পর্যগ্নিতপ্তেভিয়ু‍্বমশ্মহন্মভিঃ।
তপুর্বধেভিরজরেভিরত্রিণো নি পর্শানে বিধ্যতং যন্তু নিস্বরম্ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রাসোমা পরি বাং ভূতু বিশ্বত ইয়ং মতিঃ কক্ষ্যাশ্বেব বাজিনা।
যাং বাং হোত্রাং পরিহিনোমি মেধয়েমা ব্রহ্মাণি নৃপতী ইব জিন্বতম্ ॥ ৬
প্রতি স্মরেথাং তুজয়দ্ভিরেবৈর্হতং দ্রুহো রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ।
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতে মা সুগং ভূদ্ যো মা কদা চিদভিদাসতি দ্রুহুঃ ॥ ৭ ॥
যো মা পাকেন মনসা চরন্তমভিচষ্টে অনৃতেভির্বচোভিঃ।
আপ ইব কাশিনা সংগৃভীতা অসন্নস্ত্বাসত ইন্দ্র বক্তা ॥ ৮ ॥
যে পাকশংসং বিহরন্ত এবৈর্যে বা ভদ্রং দূষয়ন্তি স্বধাভিঃ।
অহয়ে বা তান্ প্রদদাতু সোম আ বা দধাতু নির্ঋতেরুপস্থে ॥ ৯ ॥
যো নো রসং দিপ্সতি পিত্বো অগ্নে অশ্বানাং গবাং যস্তনূনাম্।
রিপু স্তেন স্তেয়কৃদ্ দভ্রমেতু নি ষ হীয়তাং তন্বা তনা চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও সোম, রাক্ষসদের সন্তপ্ত কর ও বিনাশ কর। হে কামবর্ষক, তোমারা দুজন তাদের নীচে পাঠিয়ে দাও। অন্ধকার রাতে বর্ধমান, অজ্ঞান রাক্ষসদের পরাঙমুখ করে দগ্ধ কর। ভক্ষক রাক্ষসদের বিনাশ করে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, আর এভাবে তাদের ক্ষীণ করে ফেল। ১ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, অঘশংসী পাপীকে তিরস্কৃত কর, অগ্নিতে ক্ষিপ্ত চরুর মত সে রাক্ষস অগ্নি-সংযুক্ত হয়ে তাপ লাভ করুক। ব্রাহ্মণদ্বেষী, মাংসাশী, ঘোরদর্শন, ইতস্ততঃ বিচরণশীল রাক্ষসের প্রতি তোমরা দ্বেষ কর। ২ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, দুষ্কৃতকারী রাক্ষসদের আবরক অনালম্বন অন্ধকারে প্রবেশ করিয়ে তাড়না কর, যাতে তা থেকে তাদের একজনও উঠতে না পারে। তোমাদের বল তাদেব অভিভবের জন্য ক্রোধযুক্ত হোক। ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, দ্যুলোক ও ভূলোক থেকে হননসাধন আয়ুধ রাক্ষসদের বধের জন্য একত্র কর। সে বজ্র তীক্ষ্ন কর এবং মেঘের কাছ থেকে সে বজ্রের দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ কর। ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, অন্তরিক্ষলোকের চারদিকে তোমাদের আয়ুধগুলি পাঠিয়ে দাও। অগ্নিতপ্ত লোহময় আয়ুধের দ্বারা ভক্ষক অসুরদের পার্শ্বদেশ বিদ্ধ কর, যাতে তারা নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যায়। ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, আমার কৃত এ স্তুতি তোমাদের দুজনকে গ্রহণ করুক, যেমন কক্ষবন্ধন রজ্জু বলবান অশ্বদ্বয়কে গ্রহণ করে। আহ্বানযোগ্য বুদ্ধির দ্বারা তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করছি, রাজা যেমন বন্দি-কৃত বাক্যে তুষ্ট হয়, সেরূপ তোমরা দুজন এ মন্ত্রে প্রীত হও। ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, বলবান গমনশীল অশ্বদের স্মরণ কর (অর্থাৎ তাদের সাহায্যে এস) এবং দ্রোহকারী, ভগ্নকারী

রাক্ষসদের বিনাশ কর। হে ইন্দ্র ও সোম, দুষ্কৃতকারীর যেন সুখ না হয়, সে দ্রোহশীল রাক্ষস যেন কখনও আমাদের পরাভূত না করে। ৭ ॥ হে ইন্দ্র, যে রাক্ষস পরিপক্ক মনে প্রবর্তমান আমাকে মিথ্যাবাক্যে অভিশাপ দেয়, মুষ্টির দ্বারা সংগৃহীত জলের ন্যায় (অর্থাৎ তার জল যেমন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায় সেরূপ) অসতের বক্তা সে রাক্ষস নিজেই অসৎ হোক (অর্থাৎ শূন্য হোক)। ৮ ॥ যে রাক্ষসগণ সত্যবাদী আমার যথেচ্ছ নিন্দা করে এবং যারা আমাদের কল্যাণকর্ম অন্নের দ্বারা দূষিত করে, সোমদেব তাদের সর্পের মুখে দিক অথবা পাপদেবতা নির্ঋতির ক্রোড়ে স্থাপন করুক। ৯ ॥ হে অগ্নি, সে রাক্ষসরা আমাদের শরীরের রস বিনাশ করতে চায়, যারা আমাদের অশ্ব, গাভী ও পুত্রদের শরীরের রস নাশ করতে চায়, সে শত্রু তস্কর ও হরণকারী, সে নিজের ও পুত্রের শরীর থেকে বিযুক্ত হোক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইন্দ্র ও সোমদেবের কাছে রাক্ষসবধের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

পরঃ সো অস্তু তন্বা তনা চ তিস্রঃ পৃথিবীরধো অস্তু বিশ্বাঃ।
প্রতি শুষ্যতু যশো অস্য দেবা যো মা দিবা দিপ্সতি যশ্চ নক্তম্ ॥ ১ ॥
সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে।
তয়োর্যৎ সত্যং যতরদৃজীয়স্তদিৎ সোমোঽবতি হন্ত্যাসৎ ॥ ২ ॥
ন বা উ সোমো বৃজিনং হিনোতি ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্।
হন্তি রক্ষো হন্ত্যাসদ্ বদন্তমুভাবিন্দ্রস্য প্রসিতৌ শয়াতে ॥ ৩ ॥
যদি বাহমনৃতদেবো অস্মি মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে।
কিমস্মভ্যং জাতবেদো হৃণীষে দ্রোঘবাচস্তে নির্ঋথং সচন্তাম্ ॥ ৪ ॥
অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পূরুষস্য।
অধা স বীরৈর্দশভির্বি যূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ ॥ ৫ ॥
যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ।
ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেন বিশ্বস্য জন্তোরধমস্পদীষ্ট ॥ ৬ ॥
প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপ দ্রুহুস্তন্বং গূহমানা।
বব্রমনন্তমব সা পদীষ্ট গ্রাবাণো ঘ্নন্তু রক্ষস উপব্দৈঃ ॥ ৭ ॥
বি তিষ্ঠধ্বং মরুতো বিক্ষ্বীচ্ছত গৃভায়ত রক্ষসঃ সং পিনষ্টন।
বয়ো মে ভূত্বা পতয়ন্তি নক্তভির্যে বা রিপো দধিরে দেবে অধ্বরে ॥ ৮ ॥
প্র বর্ত্তয় দিবোঽশ্মানমিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্ত্সং শিশাধি।
প্রাক্তো অপাক্তো অধরাদুদক্তোঽভি জহি রক্ষসঃ পর্বতেন ॥ ৯ ॥
এত উ ত্যে পতয়ন্তি শ্বয়াতব ইন্দ্রং দিপ্সন্তি দিপ্সবোঽদাভ্যম্।
শিশীতে শক্রঃ পিশুনেভ্যো বধং নূনং সৃজদশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবগণ, রাক্ষসাদি নিজ ও পুত্রের শরীর থেকে বিযুক্ত হয়ে তিন পৃথিবীর অধোলোক নরকে অবস্থান করুক। সে পাপীর কীর্তি বিনষ্ট হোক, যে বিদ্বেষী দিন ও রাতে আমাকে বিনাশ করতে চায়। ১ ॥ বিদ্বানের পক্ষে এটা জানা সহজ—সত্য ও মিথ্যা বাক্য পরস্পর স্পর্ধা করলেও যা সত্য ও সরল সোমদেব তাকে রক্ষা করুক এবং যা মিথ্যা তাকে বিনাশ করুক। ২ ॥ সোমদেব পাপাচারী

মিথ্যাবাদী ক্ষত্রিয়বলধারী রাক্ষসদের ছেড়ে দেয় না, পাপী ও মিথ্যাবাদিদের বিনাশ করে থাকে। এ উভয় দুষ্ট ইন্দ্রের পাশবন্ধনে বন্ধ হয়ে শয়ন করে। ৩॥ হে অগ্নি, আমি কখনও মিথ্যাচার করিনি, অথবা ব্যর্থ দেবতাদের বহন করি নি, অতএব হে জাতবেদা, কেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছ? দেবতার দ্রোহকারী রাক্ষসরা নিকৃষ্ট আর্তি লাভ করুক। ৪॥ হে মিথ্যা দোষারোপকারী পুরুষ, আমি যদি যাতনা দিয়ে থাকি, কিংবা লোকের জীবন সন্তপ্ত করে থাকি, তবে আজ যেন আমি মারা যাই। আর, যে নিরপরাধ আমাকে মিথ্যা যাতনাদায়ক বলেছে, সে দশ পুত্রের সাথে বিযুক্ত হোক। ৫॥ যে আমাকে রাক্ষস বলেছে, অথবা যে নিজে রাক্ষস হয়ে 'আমি শুদ্ধ' এরূপ বলেছে, সে মিথ্যাবাদীকে ইন্দ্রদেব মহান বজ্রের দ্বারা বিনাশ করুক; সে জন সকল প্রাণীর নিকৃষ্ট হয়ে বিনষ্ট হোক। ৬॥ যে রাক্ষস রাতে উলূকীর মত আমাদের বিনাশের জন্য গমন করে, যে দ্রোহকারিণী রাক্ষসী নিজের শরীর ঢেকে যায়, সে দুষ্ট রাক্ষসী অনন্ত গর্তে পতিত হোক; সোম অভিষবকারী পাষাণগুলি ধ্বনি করে তাদের বিনাশ করুক। ৭॥ হে মরুদ্গণ, তোমরা প্রজাদের মধ্যে নানারূপে অবস্থান কর, রাক্ষসদের বিনাশ করতে চাও ও তাদের ধরে পিষে ফেল। যে রাক্ষসগণ পক্ষীরূপ ধরে রাতে সঞ্চরণ করে, যারা দৈব যাগে হিংসা করে, তাদের চূর্ণ করে ফেল। ৮॥ হে ইন্দ্র, অন্তরিক্ষ থেকে বজ্রের স্ফুর, সোমের দ্বারা তা তীক্ষ্ণ কর, পর্যন্ত বজ্রের দ্বারা পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর সকল দিক থেকে রাক্ষসদের বিনাশ কর। ৯॥ কুকুরের মত খাদক রাক্ষসরা এসে অহিংসক ইন্দ্রের হত্যা করতে ইচ্ছা করছে। বলবান ইন্দ্র রাক্ষসদের বধের জন্য বজ্র তীক্ষ্ণ করছে, সে ইন্দ্র হিংসক রাক্ষসদের জন্য বজ্র সৃষ্টি করেছে। ১০॥

টীকা : ১-১০। এ অনুবাকের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পূর্ব অনুবাকের মত।

ষষ্ঠ সূক্ত

ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনামভ্যাঽবিবাসতাম্।
অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথা বনং পাত্রেব ভিন্দন্ত্সত এতু রক্ষসঃ॥ ১॥
উলূকয়াতুং শুশুলূকয়াতুং জহি শ্বয়াতুমুত কোকয়াতুম্।
সুপর্ণয়াতুমুত গৃধ্রয়াতুং দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র॥ ২॥
মা নো রক্ষো অভি নড্‌যাতুমাবদপোচ্ছন্তু মিথুনা যে কিমীদিনঃ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্॥ ৩॥
ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানমুত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্।
বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশন্ত্সূর্যমুচ্চরন্তম্॥ ৪॥
প্রতি চক্ষ্ব বি চক্ষ্বেন্দ্রশ্চ সোম জাগৃতম্।
রক্ষোভ্যো বধমস্যতমশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ॥ ৫॥

অনুবাদ : দেবতার উদ্দেশে আহৃত পুরোডাশাদি হবির দিকে গমনকারী হিংসক রাক্ষসদের প্রতি ইন্দ্রদেব শর নিক্ষেপ করুক। কুঠার যেমন বৃক্ষসমূহ ছেদন করে, প্রস্তর যেমন মৃৎপাত্র ভগ্ন করে, সেরূপ ইন্দ্র রাক্ষসদের বিনাশের জন্য আসুক। ১॥ হে ইন্দ্র, উলূকাকৃতি রাক্ষসকে বিনাশ কর, সেরূপ যারা অল্পাকৃতি উলূকজাতিবিশেষ, যারা কুকুরাকৃতি, চক্রবাকাকৃতি, গরুড়ের আকৃতি ও গৃধ্রের আকৃতি রাক্ষস, তাদের ইন্দ্র পাষাণ যেমন মৃৎপাত্র ভগ্ন করে সেরূপ বিনাশ করুক। ২॥ হিংসক রাক্ষসরা যেন আমাদের না পায়, 'এটা কি' এটা কি' এ বলে ইতস্ততঃ বিচরণশীল মিথুনভূত

রাক্ষসরা চলে যাক। পৃথিবী দেবী আমাদের পার্থিব রাক্ষস-পিশাচাদি-কৃত পীড়ন থেকে রক্ষা করুক। এরূপ অন্তরিক্ষ দেবতা আমাদের দৈব পীড়ন থেকে রক্ষা করুক। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যাতনাকারী পুরুষ রাক্ষসকে বিনাশ কর, সেরূপ মায়াবী হিংসক রাক্ষসীকে বিনাশ কর; বিষৌষধির দ্বারা যারা আভিচারিক ক্রিয়া করে, সে মূরদেবদের গ্রীবা ছিন্ন করে নাশ কর, তারা যেন উদীয়মান সূর্যকে আর দেখতে না পায়। ৪ ॥ হে সোম ও ইন্দ্র, তোমরা হিংসক রাক্ষসদের প্রতিকূলে ও বিপরীতে দেখ, আমাদের রক্ষাবিষয়ে সদা জাগরূক হও, হিংসক রাক্ষসদের হননসাধন বজ্র নিক্ষেপ কর। ৫ ॥

টীকাঃ ১-৫। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইন্দ্র ও সোমদেবের কাছে রাক্ষসবিনাশের প্রার্থনা জানান হয়েছে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অয়ং প্রতিসরো মণির্বীরো বীরায় বধ্যতে।
বীর্যবান্ত্সপত্নহা শূরবীর পরিপাণঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ১ ॥
অয়ং মণিঃ সপত্নহা সুবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ।
প্রত্যক্ কৃত্যা দূষয়ন্নেতি বীরঃ ॥ ২ ॥
অনেনেন্দ্রো মণিনা বৃত্রমহন্ননেনাসুরান্ পরাভাবয়ন্মনীষী।
অনেনাজয়দ্ দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে অনেনাজয়ৎ প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৩ ॥
অয়ং স্রাক্ত্যো মণিঃ প্রতীবর্তঃ প্রতিসরঃ।
ওজস্বান্ বিমৃধো বশী সো অস্মান্ পাতু সর্বতঃ ॥ ৪ ॥
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ।
তে মে দেবাঃ পুরোহিতাঃ প্রতীচীঃ কৃত্যাঃ প্রতিসরৈরজন্তু ॥ ৫ ॥
অন্তর্দধে দ্যাবাপৃথিবী উতাহরুত সূর্যম্।
তে মে দেবাঃ পুরোহিতাঃ প্রতীচীঃ কৃত্যাঃ প্রতিসরৈরজন্তু ॥ ৬ ॥
যে স্রাক্ত্যং মণিং জনা বর্মাণি কৃণ্বতে।
সূর্য ইব দিবমারুহ্য বি কৃত্যা বাধতে বশী ॥ ৭ ॥
স্রাক্ত্যেন মণিনা ঋষিণেব মনীষিণা।
অজৈষং সর্বাঃ পৃতনা বি মৃধো হন্মি রক্ষসঃ ॥ ৮ ॥
যাঃ কৃত্যা আঙ্গিরসীর্যাঃ কৃত্যা আসুরীর্যাঃ কৃত্যাঃ স্বয়ংকৃতা
যা উ চান্যেভিরাভৃতাঃ।
উভয়ীস্তাঃ পরা যন্তু পরাবতো নবতিং নাব্যা অতি ॥ ৯ ॥
অস্মৈ মণিং বর্ম বধ্নন্তু দেবা ইন্দ্রো বিষ্ণুঃ
সবিতা রুদ্রো অগ্নিঃ।
প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী বিরাড্ বৈশ্বানর ঋষয়শ্চ সর্বে ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ এ তিলক-বৃক্ষ-নির্মিত মণি কৃত্যা-কারী শত্রুদের অপসারক, বিক্রান্ত পুরুষদের বাধক, অতিশয় বীর্যবান, শত্রুঘাতক, সংগ্রামে শত্রুদের প্রতি বীরত্ব প্রদর্শন-

কারী এবং যজমানের পরিপালক ও সুমঙ্গলরূপ। ১ ॥ এ মণি বৈরিঘাতক, শোভন পুত্রাদি-প্রদাতা, বলবান, শত্রুদের পরাভবকারী, উগ্র, পরের উৎপাদিত কৃত্যার বিনাশ করে আমাদের কাছে আসছে। ২ ॥ এ মণির দ্বারা পূর্বে ইন্দ্র বৃত্র বধ করেছে, এ মণিবন্ধনের সামর্থে মনীষী ইন্দ্র অন্য অসুরদের পরাভূত করেছে, এর দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী জয় করেছে এবং চারদিক বশীভূত করেছে। ৩ ॥ এ তিলকবিকার মণি প্রতিকূলের প্রেরক, রোগাদির বিনাশক, শত্রুর নিরাসক্ষম তেজোযুক্ত ও তাদের বিমর্দক। সকলের বশয়িতা এ মণি সকল অভিভব থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ৪ ॥ তিলক-মণিবন্ধনের দ্বারা সর্বসম্পৎ লাভ হয়—একথা অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, সবিতা ও ইন্দ্রদেব আমাদের বলেছে। সে অগ্নি প্রভৃতি ফল-নিষ্পাদনবিষয়ে সামনে স্থাপিত হয়ে এ মণির দ্বারা আমাদের প্রতি অন্যের উৎপাদিত কৃত্যা দূরে সরিয়ে দিক। ৫ ॥ কৃত্যা ও আমার মাঝখানে দ্যাবাপৃথিবীর ব্যবধান করছি, সেরূপ দিন ও সূর্যের ব্যবধান করছি। সে দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি আমার সামনে থেকে অন্যের উৎপাদিত কৃত্যা দূরে সরিয়ে দিক। ৬ ॥ কৃত্যা পরিহারের জন্য মানুষেরা এ তিলকমণি বর্মরূপে শরীরে বন্ধন করে। সে মণি সূর্যের মত দ্যুলোকে আরূঢ় হয়ে অন্ধকার দূর করে এবং বশয়িতা হয়ে অন্যের উৎপাদিত কৃত্যা বিনাশ করে। ৭ ॥ আমি (সাধক) এ তিলকবৃক্ষের বিকাররূপ মণির দ্বারা মণীষা অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা অথর্ব মুনির মত শত্রুসেনা জয় করব। এবং প্রমথী রাক্ষসদের এ মণির প্রভাবে বিনাশ করব। ৮ ॥ অঙ্গিরস মহর্ষির প্রযুক্ত যে কৃত্যা, অসুরদের নির্মিত যে কৃত্যা এবং কোন বৈকল্যবশতঃ স্বয়ংকৃত ও অপরের কৃত যে কৃত্যা—এ উভয়বিধ কৃত্যা নবতিসংখ্যক মহানদীর পরপারে অতি দূরদেশে চলে যাক। (এখানে অঙ্গিরস ও অসুরের কৃত কৃত্যা অমানুষিক বলে এক কোটি এবং স্বয়ংকৃত ও অন্যের কৃত মানুষের তৈরী বলে অপর কোটি—এ উভয়বিধ কৃত্যার কথা বলা হয়েছে)। ৯ ॥ পরকৃত কৃত্যাদি পরিহারের জন্য ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, রুদ্র, অগ্নি, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, বিরাট্, বৈশ্বানর ও সকল ঋষিগণ এ যজমানকে তিলকমণি বর্মরূপে বেঁধে দিক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। ৩য় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম সূক্ত-দুটি অভি-লষিত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এ সূক্তের দ্বারা দধি, মধু তিনরাত বাসিত করে তিলকমণিতে সম্পাতিত ও অভিমন্ত্রিত করে তা বন্ধন করতে হবে। এ সূক্ত দুটি কৃত্যাবিনাশ ও শান্ত্যুদক কর্মে হোমাদিতে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ রৌদ্রাখ্য মহা-শান্তিতে তিলকমণিবন্ধনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

উত্তমো অস্যোষধীনামনড্বান্ জগতামিব ব্যাঘ্রঃ শ্বপদামিব।
যমৈচ্ছামাবিদাম তং প্রতিস্পাশনমন্তিতম্ ॥ ১ ॥
স ইদ্ ব্যাঘ্রো ভবত্যথো সিংহো অথো বৃষা।
অথো সপত্নকর্শনো যো বিভর্তীমং মণিম্ ॥ ২ ॥
নৈনং ঘ্নন্ত্যপ্সরসো ন গন্ধর্বা ন মর্ত্যাঃ।
সর্বা দিশো বি রাজতি যো বিভর্তীমং মণিম্ ॥ ৩ ॥
কশ্যপস্ত্বামসৃজত কশ্যপস্ত্বা সমৈরয়ৎ।
অবিভস্ত্বেন্দ্রো মানুষে বিভ্রৎ সংশ্রেষিণেঽজয়ৎ।
মণিং সহস্রবীর্যং বর্ম দেবা অকৃণ্বত ॥ ৪ ॥

যস্ত্বা কৃত্যাভির্যস্ত্বা দীক্ষাভির্যজ্ঞৈর্যস্ত্বা জিঘাংসতি ।
প্রত্যক্ ত্বমিন্দ্র তং জহি বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ৫ ॥
অয়মিদ্ বৈ প্রতীবর্ত ওজস্বান্ সঞ্জয়ো মণিঃ ।
প্রজাং ধনং চ রক্ষতু পরিপাণঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ৬ ॥
অসপত্নং নো অধরাদসপত্নং ন উত্তরাৎ ।
ইন্দ্রাসপত্নং নঃ পশ্চাজ্জ্যোতিঃ শূর পুরস্কৃধি ॥ ৭ ॥
বর্ম মে দ্যাবাপৃথিবী বর্মাহর্বর্ম সূর্যঃ ।
বর্ম ম ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বর্ম ধাতা দধাতু মে ॥ ৮ ॥
ঐন্দ্রাগ্নং বর্ম বহুলং যদুগ্রং বিশ্বে দেবা নাতি বিধ্যন্তি সর্বে ।
তন্মে তন্বং ত্রায়তাং সর্বতো বৃহদায়ুষ্মাং জরদষ্টির্যথাসানি ॥ ৯ ॥
আ মারুক্ষদ্ দেবমণির্মহ্যা অরিষ্টতাতয়ে ।
ইমং মেথিমভিসংবিশধ্বং তনূপানং ত্রিবরূথমোজসে ॥ ১০ ॥
অস্মিন্নিন্দ্রো নি দধাতু নৃম্ণমিমং দেবাসো অভিসংবিশধ্বম্ ।
দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায়ায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসৎ ॥ ১১ ॥
স্বস্তিদা বিশাং পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বলী ।
ইন্দ্রো বধ্নাতু তে মণিং জিগীবাঁ অপরাজিতঃ সোমপা অভয়ংকরো বৃষা ।
স ত্বা রক্ষতু সর্বতো দিবা নক্তং চ বিশ্বতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ হে মণি, সর্বাভিমত ফলসাধক বলে ওষধির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, যেমন উপকারক গমনশীল চতুষ্পদের মধ্যে শকটবাহক ষাঁড় শ্রেষ্ঠ, যেমন শত্রুহিংসাদি ক্রুর কর্মে শ্বাপদের মধ্যে ব্যাঘ্র শ্রেষ্ঠ। এরূপ সর্বপুরুষার্থসাধক যাকে আমরা ইচ্ছা করছি, তাকে লাভ করব, সে প্রতিকূল দ্বেষ্টাকে আমরা নিকটে পাব। ১ ॥ যে পুরুষ এ মণি ধারণ করে, সে ব্যাঘ্র ও সিংহের মত শত্রুর পরাভবকারী, বৃষের মত স্বচ্ছন্দ-সঞ্চারী এবং শত্রুবিনাশক হয়। ২ ॥ যে এ মণি ধারণ করে; তাকে অপ্সরাগণ গন্ধর্বগণ ও মানুষেরা বিনাশ করতে পারে না, সে সকল দিকের অধিপতি হয়। ৩ ॥ হে মণি, প্রজাপতি কশ্যপ তোমাকে সৃষ্টি করেছে, সে কশ্যপ তোমাকে সকলের উপকারের জন্য প্রেরণ করেছে। সর্বদেবাধিপতি ইন্দ্র নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য তোমাকে পোষণ করেছে। তোমাকে যে পুরুষ ধারণ করে, সে সংগ্রামে জয়লাভ করে। অপরিমিত সামর্থযুক্ত এ মণিকে পূর্বে দেবগণ কবচরূপে ধারণ করেছিল। ৪-৫ ॥ হে শান্তিকামী পুরুষ, যে ব্যক্তি তোমাকে হিংস্র আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা বিনাশ করতে চায়, যে ব্যক্তি যজ্ঞিয় নিয়ম বিশেষের দ্বারা তোমাকে নাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি শ্যেনাদি যাগের দ্বারা তোমার বিনাশ কামনা করে, হে ইন্দ্র, তুমি সে ঘাতক পুরুষকে তোমার শতপর্বযুক্ত বজ্রের দ্বারা বিনাশ কর। ৬ ॥ এ মণি কৃত্যাদির প্রতিনিবর্তক, অতিশয় তেজস্বী ও সম্যক্ জেতা। সে আমাদের পুত্রাদি ও ধন রক্ষা করুক। সর্বতোভাবে রক্ষক এ মণি শোভন মঙ্গলসাধনরূপ। ৭ ॥ হে ইন্দ্র, (অথবা মণিকে এখানে ইন্দ্র-শব্দে বলা হয়েছে) তুমি বীর, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে শত্রু বিনাশ কর, এবং পূর্বদিকে জ্যোতির প্রকাশ কর। ৮ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী আমার বর্ম (গাত্রাবরণ) করুক, সেরূপ দিনের অভিমানী দেবতা, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধাতা আমার বর্ম করুক। ৯ ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতা সম্বন্ধীয় যে মণি প্রভূত উগ্রবলযুক্ত কবচরূপ, বিশ্বদেবগণ তাকে অতিক্রম করে না। সে মণিরূপ বর্ম আমার শরীর রক্ষা করুক ; যাতে আমি আয়ুষ্মান হয়ে জীর্ণ (বৃদ্ধ) অবস্থা পর্যন্ত ... ইন্দ্রাদির দ্বারা ধৃত দেবমণি মঙ্গলবিধানের জন্য

আমার ভুজাদি প্রদেশে উঠেছে। হে নরগণ, তোমরাও এ শত্রুবিনাশক মণির আশ্রয় গ্রহণ কর। (অথবা হে ইন্দ্রাদি দেবগণ, এ শত্রু-আলোড়নকারী মণিতে তোমরা অধিষ্ঠান কর)। শরীরের রক্ষক, ত্রিবিধ আবরণযুক্ত এ মণিকে বলবর্ধনের জন্য ধারণ কর। ১১ ॥ এ মণিতে ইন্দ্রদেব আমাদের অভিমত সুখ স্থাপন করুক। হে দেবগণ, শতবছর দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এ মণিতে অধিষ্ঠান কর, যাতে আমরা আয়ুষ্মান হয়ে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত ভক্ষণ করতে পারি। ১২ ॥ ইন্দ্রদেব তোমার মণিবন্ধন করুক। ইন্দ্র স্বভক্তগণের মঙ্গলপ্রদাতা, দেব-মনুষ্যাদি প্রজাদের পালক, বৃত্রের হন্তা, বিবিধ শত্রুবিনাশকারী, সকলের বশয়িতা, জয়শীল, অপরাজিত, সোমপায়ী, অভয়ের কারক ও অভিমত ফলের বর্ষক। সে ইন্দ্রদেব মণিবন্ধন করে তোমাকে দিনরাত সর্বদা সকল ভয় থেকে রক্ষা করুক। ১৩ ॥

টীকা ঃ ১-১২। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের মত।

তৃতীয় সূক্ত

যৌ তে মাতোন্মমার্জ জাতায়াঃ পতিবেদনৌ।
দুর্ণামা তত্র মা গৃধদলিংশ উত বৎসপঃ ॥ ১ ॥
পলালানুপলালৌ শর্কুং কোকং মলিম্লুচং পলীজকম্।
আশ্রেষং বব্রিবাসসমৃক্ষগ্রীবং প্রমীলিনম্ ॥ ২ ॥
মা সং বৃতো মোপ সৃপ ঊরূ মাব সৃপোঽন্তরা।
কৃণোম্যস্যৈ ভেষজং বজং দুর্ণামচাতনম্ ॥ ৩ ॥
দুর্ণামা চ সুনামা চোভা সংবৃতমিচ্ছতঃ।
অরায়ানপ হন্মঃ সুনামা স্ত্রৈণমিচ্ছতাম্ ॥ ৪ ॥
যঃ কৃষ্ণঃ কেশ্যসুর স্তম্বজ উত তুণ্ডিকঃ।
অরায়ানস্যা মুষ্কাভ্যাং ভংসসোঽপ হন্মসি ॥ ৫ ॥
অনুজিঘ্রং প্রমৃশন্তং ক্রব্যাদমুত রেরিহম্।
অরায়াংছ্বকিষ্কিণো বজঃ পিঙ্গো অনীনশৎ ॥ ৬ ॥
যস্ত্বা স্বপ্নে নিপদ্যতে ভ্রাতা ভূত্বা পিতেব চ।
বজস্তান্ত্সহতামিতঃ ক্লীবরূপাংস্তিরীটিনঃ ॥ ৭ ॥
যস্ত্বা স্বপন্তীং ৎসরতি যস্ত্বা দিপ্সতি জাগ্রতীম্।
ছায়ামিব প্র তান্ত্সূর্যঃ পরিক্রামন্ননীনশৎ ॥ ৮ ॥
যঃ কৃণোতি মৃতবৎসামবতোকামিমাং স্ত্রিয়ম্।
তমোষধে ত্বং নাশয়াস্যাঃ কমলমঞ্জিবম্ ॥ ৯ ॥
যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দভনাদিনঃ।
কুসূলা যে চ কুক্ষিলাঃ ককুভাঃ করুমাঃ স্রিমাঃ।
তানোষধে ত্বং গন্ধেন বিষূচীনান্ বি নাশয় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে গর্ভিণি, জাতমাত্রে তোমার জননী যে দুর্নাম ও সুনাম পরিহার করেছে, তাদের মধ্যে দুর্নাম (দোষ), অলীশ (ভ্রমর আকারে বর্তমান রোগ বা তদভিমানী দেবতা) ও বৎসের পালক দেবতা তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন না করে। ১ ॥ পলাল ও অনুপাল নামক অতিতুচ্ছ অঙ্গকে বিনাশ করছি। সেরূপ শর্কু (শরূ শরূ শব্দকারী), চক্রবাকের আকৃতি, অত্যন্ত মলিন, পলিতকারী, আলিঙ্গন করে পীড়াদায়ক, রূপযুক্ত বসনধারী, বানরের মত গ্রীবাবিশিষ্ট, অক্ষিসঙ্কোচকারী যারা গর্ভিণীদের

পীড়াদায়ক, তাদের সকলকে বিনাশ করছি। ২ ॥ হে দুর্নামাখ্য রোগাভিমানী, এ গর্ভিণীর উরুর মধ্যভাগে সংকোচ করো না। এর মধ্যে প্রবেশ করো না। এ গর্ভিণীর উদ্দেশে দুর্নামাখ্য দোষের বিনাশক শ্বেতসর্ষপরূপ ঔষধ করছি। ৩ ॥ দুর্নাম ও সুনাম দোষ একসঙ্গে থাকতে চায়, তার মধ্যে অলক্ষ্মীক দুর্নাম প্রভৃতিকে আমরা বিনাশ করছি ; অপর সুনাম স্ত্রীদের অঙ্গ ইচ্ছা করুক। ৪ ॥ কৃষ্ণবর্ণ কেশী (প্রকৃষ্ট কেশযুক্ত) নামক অসুর, স্তম্বজাত অসুর, তুণ্ডিক (কুৎসিত মুখ)—এ দুর্ভগা অসুরগুলিকে এ গর্ভিণীর মুষ্ক-প্রদেশ ও কটিদেশ থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। ৫ ॥ যারা ঘ্রাণ গ্রহণ করে হিংসা করে, যারা বলাৎকারে হত্যা করে, মাংস-ভক্ষক, লেহন করে হত্যাকারী, অলক্ষ্মীকর কিষ্-কিষ্‌শব্দ-কারী হিংসক অসুরদের পীতবর্ণ সর্ষপ বিনাশ করুক। ৬ ॥ হে গর্ভিণি, যে রাক্ষসাদি স্বপ্নে ভ্রাতা বা পিতার রূপ ধরে তোমার কাছে এসে গর্ভধ্বংস করে, তাদের এ শ্বেতসর্ষপ অভিভূত করুক। সেরূপ ক্লীবরূপ ধরে বা অন্তর্ধানে আগত রাক্ষস এ গর্ভিণীর কাছ থেকে অভিভূত হোক। ৭ ॥ হে গর্ভিণি, যে রাক্ষসাদি স্বপ্নকালে বিচরণ করে, যারা জাগ্রতাবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করতে চায়, সূর্য যেমন আকাশে ভ্রমণ করে অন্ধকার নাশ করে, সেরূপ এ সর্ষপ তাদের সকলকে আক্রমণ করে বিনাশ করুক। ৮ ॥ যে রাক্ষসাদি এ গর্ভিণীকে মৃতবৎসা করে বা এর গর্ভনাশ করে, হে ওষধি, তুমি তাকে নাশ কর এবং এর গর্ভদ্বার অভিব্যক্ত কর। ৯ ॥ যে পিশাচরা সন্ধ্যাসময়ে গর্দভের মত শব্দ করে গৃহের চারদিকে নৃত্য করে, যারা কুসূলাকৃতি, বৃহৎকুক্ষিযুক্ত, অর্জুন বৃক্ষের মত ভয়ংকর এবং যারা নানা আকারে শব্দ করে গৃহের চারদিকে নৃত্য করে, হে ওষধি (পীতবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ সর্ষপ), গন্ধের দ্বারা তুমি তাদের বিভিন্ন দিকে সরিয়ে দিয়ে বিনাশ কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'যৌ তে মাতা' ইত্যাদি তিনটি অর্থসূক্ত শান্ত্যুদক-অভিমন্ত্রণে, অদ্ভুতহোমে ও শান্তিহোমে বিনিযুক্ত হয়েছে। সীমন্তোন্নয়ন কর্মে এ সূক্তের দ্বারা শ্বেত ও পীতবর্ণ সর্ষপ অভিমন্ত্রিত করে গর্ভিণীকে বেঁধে দিতে হয়। ৫ম মন্ত্রে— 'স্ত্রীণামপি মুষ্কং অস্তি। ব্যক্তং পুংসো ন তু স্ত্রিয়াঃ' ইতি স্মরণাৎ—সায়ণাচার্য।

চতুর্থ সূক্ত

যে কুকুন্ধাঃ কুকুরভাঃ কৃত্তীর্দূর্শানি বিভ্রতি।
ক্লীবা ইব প্রনৃত্যন্তো বনে যে কুর্বতে
ঘোষং তানিতো নাশয়ামসি ॥ ১ ॥
যে সূর্যং তিতিক্ষন্ত আতপন্তমমুং দিবঃ।
অরায়ান্ বস্তবাসিনো দুর্গন্ধীংল্লোহিতাস্যান্ মককান্ নাশয়ামসি ॥ ২ ॥
য আত্মানমতিমাত্রমংস আধায় বিভ্রতি।
স্ত্রীণাং শ্রোণিপ্রতোদিন ইন্দ্র রক্ষাংসি নাশয় ॥ ৩ ॥
যে পূর্বে বধ্বো যন্তি হস্তে শৃঙ্গাণি বিভ্রতঃ।
আপাকেষ্ঠাঃ প্রহাসিন স্তম্বে যে কুর্বতে জ্যোতিস্তানিতো নাশয়ামসি ॥ ৪ ॥
যেষাং পশ্চাৎ প্রপদানি পুরঃ পার্ষ্ণীঃ পুরো মুখা।
খলজাঃ শকধূমজা উরুণ্ডা যে চ মট্‌মটাঃ কুম্ভমুষ্কা অয়াশবঃ।
তানস্যা ব্রহ্মণস্পতে প্রতীবোধেন নাশয় ॥ ৫ ॥

পর্যস্তাক্ষা অপ্রচংকশা অস্ত্রৈণাঃ সন্তু পণ্ডগাঃ।
অব ভেষজ পাদয় য ইমাং সংবিবৃৎসত্যপতিঃ স্বপতিং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥
ঊর্ধর্ষিণং মুনিকেশং জম্ভয়ন্তং মরীমৃশম্।
উপেষন্তমুদুম্বলং তুণ্ডেলমুত শালুডম্।
পদা প্র বিধ্য পাষ্ণ্যা স্থালীং গৌরিব স্পন্দনা ॥ ৭ ॥
যস্তে গর্ভং প্রতিমৃশাজ্জাতং বা মারয়াতি তে।
পিঙ্গস্তমুগ্রধন্বা কৃণোতু হৃদয়াবিধম্ ॥ ৮ ॥
যে অম্নো জাতান্ মারয়ন্তি সূতিকাঃ অনুশেরতে।
স্ত্রীভাগান্ পিঙ্গো গন্ধর্বান্ বাতো অভ্রমিবাজতু ॥ ৯ ॥
পরিসৃষ্টং ধারয়তু যদ্ধিতং মাব পাদি তৎ।
গর্ভং ত উগ্রৌ রক্ষতাং ভেষজৌ নীবিভার্যৌ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যারা কুকু শব্দ করে, যারা কুক্কুটের মত শব্দ করে দূষণীয় হিংসারূপ কর্ম করে, যারা উন্মত্তের মত নৃত্য করে, এবং বনে যারা শব্দ করে, সে পিশাচদের এ গর্ভিণীর কাছ থেকে বিনাশ করছি। ১ ॥ দ্যুলোক থেকে তাপদানকারী সূর্যকে যে পিশাচরা সহ্য করতে পারে না, সে সকল নিশ্রীক, অবি-চর্মধারী, দুর্গন্ধযুক্ত, লোহিতমুখ, কুৎসিতগতি পিশাচদের আমরা নাশ করছি। ২ ॥ যে পিশাচরা গর্ভিণীদের অতিস্থূল দেহ স্কন্ধে স্থাপন করে থাকে, যারা গর্ভিণীদের কটিপ্রদেশ ব্যথিত করে, হে ইন্দ্র, তাদের বিনাশ কর। ৩ ॥ যে পিশাচরা সস্ত্রীক গমন করে, হস্তে বিষাণ ধারণ করে যারা পাকশালায় অবস্থান করে, অট্টহাস্য করতে করতে যারা গৃহস্তম্ভে অগ্নিরূপ জ্যোতি উৎপন্ন করে, তাদের এ গর্ভিণীর কাছ থেকে বিনাশ করছি। ৪ ॥ যে রাক্ষসদের পেছন দিকে পায়ের অগ্রভাগ, সামনে পায়ের গোড়ালি ও মুখ, যারা ধান্যশোধনপ্রদেশে জাত, যারা গবাশ্বাদির পুরীষপিণ্ডে উৎপন্ন, যারা বিমস্তক, যারা মট্‌মট্ শব্দ করে, যারা কুম্ভের মত মুষ্কযুক্ত ও যারা বায়ুর মত শীঘ্রগামী, হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদরাশির অধিদেব), এ ওষধির প্রভাবে তাদের বিনষ্ট কর। ৫ ॥ যারা এদিক সেদিক চোখ ঘোড়ায়, যাদের উরুপ্রদেশ অতি ক্ষীণ, যারা পা দিয়ে চলে না, তারা স্ত্রীরহিত হোক অথবা সর্প হোক। হে ওষধি (সর্ষপ), তুমি তাদের অবাঙমুখ করে বিনাশ কর, যারা পতিরহিত নিদ্রিত গর্ভিণী স্ত্রীকে সংবৃত করতে চায়। ৬ ॥ উৎকৃষ্ট ধর্ষণ যুক্ত, মুনির মত জটাযুক্ত, হিংস্র, বারবার বলাৎকারী, গর্ভিণীকে অন্বেষণকারী উদুম্বল তুণ্ডেল, শালত নামক অসুরদের, দুষ্ট গাভী যেমন গোদোহন পাত্র পেছনের পা দিয়ে আঘাত করে, সেরূপ এ সর্ষপ (ওষধি) পা দিয়ে তাড়না করে দূরে নিক্ষেপ করুক। হে গর্ভিণি, যে রাক্ষস তোমার গর্ভের পীড়া দেয়, যারা তোমার জাত পুত্রকে বিনাশ করে, এ ওষধি তাদের পা দিয়ে আঘাত করে বিনাশ করুক। এ পীত সর্ষপ সে গর্ভঘাতক রাক্ষসকে উগ্রধন্বা হয়ে হৃদয়ে তাড়না করুক। ৭-৮ ॥ যে রাক্ষসরা অর্ধোৎপন্ন গর্ভ বিনাশ করে, যারা নিজেরা যোষিৎ-রূপে নবপ্রসূতার সঙ্গে শয়ন করে, স্ত্রী-গ্রহণকারী যে গন্ধর্ব রক্ষঃ পিশাচদের, বায়ু যেমন জলহীন মেঘকে তাড়িয়ে দেয় সেরূপ এ পীত সর্ষপ তাড়িয়ে দিক। ৯ ॥ অভিমত পুত্রাদি যাতে বিনষ্ট না হয়, সে জন্য এ পরিশিষ্ট (হোমাদি-বিনিয়োগাবশিষ্ট) সর্ষপ গর্ভিণী স্ত্রীকে ধারণ করুক, যেন পরিত্যাগ না করে। হে গর্ভিণি, নীবিদেশে বস্ত্রাঞ্চলে ধারণীয় উগ্রবলযুক্ত এ শ্বেত ও পীত সর্ষপরূপ ওষধিদ্বয় তোমার গর্ভ রক্ষা করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

পঞ্চম সূক্ত

পবীনসাৎ তঙ্গাল্বাচ্ছায়কাদুত নগ্নকাৎ ।
প্রজায়ৈ পত্যে ত্বা পিঙ্গঃ পরি পাতু কিমীদিনঃ ॥ ১ ॥
দ্ব্যাস্যাচ্চতুরক্ষাৎ পঞ্চপাদাদনঙ্গুরেঃ ।
বৃন্তাদভি প্রসর্পতঃ পরি পাহি বরীবৃতাৎ ॥ ২ ॥
য আমং মাংসমদন্তি পৌরুষেয়ং চ যে ক্রবিঃ ।
গর্ভান্ খাদন্তি কেশবাস্তানিতো নাশয়ামসি ॥ ৩ ॥
যে সূর্যাৎ পরিসর্পন্তি স্নুষেব শ্বশুরাদধি ।
বজশ্চ তেষাং পিঙ্গশ্চ হৃদয়েঽধি নি বিধ্যতাম্ ॥ ৪ ॥
পিঙ্গ রক্ষ জায়মানং মা পুমাংসং স্ত্রিয়ং ক্রন্ ।
আণ্ডাদো গর্ভান্মা দভন্ বাধস্বেতঃ কিমীদিনঃ ॥ ৫ ॥
অপ্রজাস্ত্বং মার্তবৎসমাদ্ রোদমঘমাবয়ম্ ।
বৃক্ষাদিব স্রজং কৃত্বাপ্রিয়ে প্রতি মুঞ্চ তৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ বজ্রতুল্য নাসিকাযুক্ত তঙ্গল্ব, সায়ক (বিনাশকারী), নগ্ন নামক অসুরদের কাছ থেকে হে গর্ভিণি, পুত্রলাভ ও পতির আনুকূল্যের জন্য এ পীত সর্ষপ তোমাকে রক্ষা করুক । ১ ॥ দু-মুখ, চার-চোখ, অঙ্গুলিরহিত, লতাপুঞ্জে ভ্রমণকারী, ও সর্বাঙ্গব্যাপী অসুরদের কাছ থেকে হে ওষধি, তুমি এ গর্ভিণীকে রক্ষা কর । ২ ॥ যে পিশাচরা অপক্ক মাংস ভক্ষণ করে, যারা পুরুষের মাংস খায়, প্রকৃষ্ট কেশযুক্ত যারা মায়ায় গর্ভে প্রবেশ করে ভক্ষণ করে, তাদের এ গর্ভিণীর কাছ থেকে আমরা বিনাশ করছি । ৩ ॥ শ্বশুরের আদেশে পুত্রবধূ যেমন (স্বীয় পতির নিকট) গমন করে, সেরূপ সূর্যদেবের আদেশে যে পীড়াদায়ক অসুররা ভূলোকে গমন করে, সে সূর্য থেকে আগত অসুরদের হৃদয়দেশ শ্বেত ও পীত সর্ষপ তাড়না করুক । ৪ ॥ হে পীত সর্ষপ, উৎপদ্যমান শিশুকে রক্ষা কর, জায়মান পুরুষ বা স্ত্রীকে পীড়া দিও না (অথবা পুরুষ গর্ভকে স্ত্রীগর্ভে পরিণত করো না)। [কোন কোন ভূত-বিশেষ পুংগর্ভকে স্ত্রীগর্ভে পরিণত করে]। অণ্ডভক্ষণকারী পিশাচরা গর্ভের যেন হিংসা না করে, ইতস্ততঃ বিচরণশীল রাক্ষসদের হে সর্ষপ, গর্ভিণীর কাছ থেকে দূরে পীড়াদান কর । ৫ ॥ হে পীত সর্ষপ, এ গর্ভিণীর অপুত্রত্ব, মৃত-বৎসত্ব,হৃদয়ের ক্রন্দন, পাপের ফলভূত দুঃখের আবর্তন—বৃক্ষ থেকে পুষ্পের মালার মত এগুলি মালা করে দ্বেষ্যের প্রতি সংযুক্ত কর । ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬ । এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত ।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যা বভ্রবো যাশ্চ শুক্রা রোহিণীরুত পৃশ্নয়ঃ ।
অসিক্নীঃ কৃষ্ণা ওষধীঃ সর্বা অচ্ছাবদামসি ॥ ১ ॥
ত্রায়ন্তামিমং পুরুষং যক্ষ্মাদ্ দেবেষিতাদধি ।
যাসাং দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব ॥ ২ ॥

আপো অগ্রং দিব্যা ওষধয়ঃ ।
তাস্তে যক্ষ্মমেনস্যমঙ্গাদঙ্গাদনীনশন্ ॥ ৩ ॥
প্রস্তৃণতী স্তম্বিনীরেকশুঙ্গাঃ প্রতন্বতীরোষধীরা বদামি ।
অংশুমতীঃ কাণ্ডিনীর্যা বিশাখা হ্বয়ামি তে
বীরুধো বৈশ্বাদেবীরুগ্রাঃ পুরুষজীবনীঃ ॥ ৪ ॥
যদ্ বঃ সহঃ সহমানা বীর্যং যচ্চ বো বলম্ ।
তেনেমমস্মাদ্ যক্ষ্মাৎ পুরুষং মুঞ্চতৌষধীরথো কৃণোমি ভেষজম্ ॥ ৫ ॥
জীবলাং নঘারিষাং জীবন্তীমোষধীমহম্ ।
অরুন্ধতীমুন্নয়ন্তীং পুষ্পাং মধুমতীমিহ হুবেঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৬ ॥
ইহা যন্তু প্রচেতসো মেদিনীর্বচসো মম ।
যথেমং পারয়ামসি পুরুষং দুরিতাদধি ॥ ৭ ॥
অগ্নের্ঘাসো অপাং গর্ভো যা রোহন্তি পুনর্ণবাঃ ।
ধ্রুবাঃ সহস্রনাম্নীর্ভেষজীঃ সন্ত্বাভৃতাঃ ॥ ৮ ॥
অবকোল্বা উদকাত্মান ওষধয়ঃ ।
ব্যৃষন্তু দুরিতং তীক্ষ্মশৃঙ্গ্যঃ ॥ ৯ ॥
উন্মুঞ্চন্তীর্বিবরুণা উগ্রা যা বিষদূষণীঃ ।
অথো বলাসনাশনীঃ কৃত্যাদূষণীশ্চ যাস্তা ইহা যন্ত্বোষধীঃ ॥ ১০ ॥
অপক্রীতাঃ সহীয়সীর্বীরুধো যা অভিষ্টুতাঃ ।
ত্রায়ন্তামস্মিন্ গ্রামে গামশ্বং পুরুষং পশুম্ ॥ ১১ ॥
মধুমন্মূলং মধুমদগ্রমাসাং মধুমন্মধ্যং বীরুধাং বভূব ।
মধুমৎ পর্ণং মধুমৎ পুষ্পমাসাং মধোঃ সম্ভক্তা অমৃতস্য
ভক্ষো ঘৃতমন্নং দুহ্রতাং গোপুরোগবম্ ॥ ১২ ॥
যাবতীঃ কিয়তীশ্চেমাঃ পৃথিব্যামধ্যোষধীঃ ।
তা মা সহস্রপর্ণ্যো মৃত্যোর্মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১৩ ॥
বৈয়াঘ্রো মণির্বীরুধাং ত্রায়মাণোঽভিশস্তিপাঃ ।
অমীবাঃ সর্বা রক্ষাংস্যপ হন্ত্বধি দূরমস্মৎ ॥ ১৪ ॥
সিংহস্যেব স্তনথোঃ সং বিজন্তেঽগ্নেরিব বিজন্ত আভৃতাভ্যঃ ।
গবাং যক্ষ্মঃ পুরুষাণাং বীরুদ্ভিরতিনুত্তো নাব্যা এতু স্রোত্যাঃ ॥ ১৫ ॥
মুমুচানা ওষধয়োঽগ্নের্বৈশ্বানরাদধি ।
ভূমিং সন্তন্বতীরিত যাসাং রাজা বনস্পতিঃ ॥ ১৬ ॥
যা রোহন্ত্যাঙ্গিরসীঃ পর্বতেষু সমেষু চ ।
তা নঃ পয়স্বতীঃ শিবা ওষধীঃ সন্তু শং হৃদে ॥ ১৭ ॥
যাশ্চাহং বেদ বীরুধো যাশ্চ পশ্যামি চক্ষুষা ।
অজ্ঞাতা জানীমশ্চ যা যাসু বিদ্ম চ সম্ভৃতম্ ॥ ১৮ ॥
সর্বাঃ সমগ্রা ওষধীর্বোধন্তু বচসো মম ।
যথেমং পারয়ামসি পুরুষং দুরিতাদধি ॥ ১৯ ॥
অশ্বত্থো দর্ভো বীরুধাং সোমো রাজামৃতং হবিঃ ।
ব্রীহির্যবশ্চ ভেষজৌ দিবস্পুত্রাবমর্ত্যৌ ॥ ২০ ॥
উজ্জিহীধ্বে স্তনয়ত্যভিক্রন্দত্যোষধীঃ ।
যদা বঃ পৃশ্নিমাতরঃ পর্জন্যো রেতসাবতি ॥ ২১ ॥

তস্যামৃতস্যেমং বলং পুরুষং পায়য়ামসি।
অথো কৃণোমি ভেষজং যথাসচ্ছতহায়নঃ ॥ ২২ ॥
বরাহো বেদ বীরুধং নকুলো বেদ ভেষজীম্।
সর্পা গন্ধর্বা যা বিদুস্তা অস্মা অবসে হুবে ॥ ২৩ ॥
যাঃ সুপর্ণা আঙ্গিরসীর্দিব্যা যা রঘটো বিদুঃ।
বয়াংসি হংসা বিদুর্যাশ্চ সর্বে পতত্রিণঃ।
মৃগা যা বিদুরোষধীস্তা অস্মা অবসে হুবে ॥ ২৪ ॥
যাবতীনামোষধীনাং গাবঃ প্রাশ্নন্ত্যঘ্ন্যা যাবতীনামজাবয়ঃ।
তাবতীস্তুভ্যমোষধীঃ শর্ম যচ্ছন্ত্বাভৃতাঃ ॥ ২৫ ॥
যাবতীষু মনুষ্যা ভেষজং ভিষজো বিদুঃ।
তাবতীর্বিশ্বভেষজীরা ভরামি ত্বামভি ॥ ২৬ ॥
পুষ্পবতীঃ প্রসূমতীঃ ফলিনীরফলা উত।
সংমাতর ইব দুহ্রামস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ২৭ ॥
উৎ ত্বাহার্ষং পঞ্চশলাদথো দশশলাদুত।
অথো যমস্য পড্বীশাদ্ বিশ্বস্মাদ্ দেবকিল্বিষাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকা ঃ [এখান থেকে দশম কাণ্ড পর্যন্ত সায়ণাচার্য কোন ব্যাখ্যা করেন নি। এ-গুলির ব্যাখ্যা পূর্বে পূর্বে করা হয়েছে জন্য আমরাও পৃথক ব্যাখ্যা থেকে বিরত হলাম। কেবল সায়ণানুসারে বিনিয়োগের নির্দেশ করলাম]।

যক্ষ্মাদি সকল ব্যাধির চিকিৎসা কর্মে 'যা বভ্রবঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা দশবৃক্ষখণ্ডের লাক্ষাহিরণ্যের দ্বারা বেষ্টিত মণি অভিমন্ত্রিত ও জপ করে বন্ধন করতে হবে। পলাশ, উদুম্বর, জম্বু, কাম্পীল, শিরীষ, তিলক, বরুণ, বিল্ব, জঙ্গিড়, কুটক, গৃহ্য, গলাবেল, বেতস প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষের নাম ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইন্দ্রো মন্থতু মন্থিতা শক্রঃ শূরঃ পুরন্দরঃ।
যথা হনাম সেনা অমিত্রাণাং সহস্রশঃ ॥ ১ ॥
পূতিরজ্জুরুপধ্মানী পূতিং সেনাং কৃণোত্বমূম্।
ধূমমগ্নিং পরাদৃশ্যামিত্রা হৃৎস্বা দধতাং ভয়ম্ ॥ ২ ॥
অমূনশ্বত্থ নিঃ শৃণীহি খাদামূন্ খদিরাজিরম্।
তাজদ্ভঙ্গ ইব ভজ্যন্তাং হন্ত্বেনান্ বধকো বধৈঃ ॥ ৩ ॥
পরুষানমূন্ পরুষাহবঃ কৃণোতু হন্ত্বেনান্ বধকো বধৈঃ।
ক্ষিপ্রং শর ইব ভজ্যন্তাং বৃহজ্জালেন সন্দিতাঃ ॥ ৪ ॥
অন্তরিক্ষং জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ।
তেনাভিধায় দস্যূনাং শক্রঃ সেনামপাবপৎ ॥ ৫ ॥
বৃহদ্ধি জালং বৃহতঃ শক্রস্য বাজিনীবতঃ।
তেন শত্রূনভি সর্বান্ ন্যুব্জ যথা ন মুচ্যাতৈ কতমশ্চনৈষাম্ ॥ ৬ ॥
বৃহৎ তে জালং বৃহত ইন্দ্র শূর সহস্রার্ঘস্য শতবীর্যস্য।
তেন শতং সহস্রময়ুতং ন্যর্বুদং জঘান শক্রো দস্যূনামভিধায় সেনয়া ॥ ৭ ॥

অয়ং লোকো জালমাসীচ্ছক্রস্য মহতো মহান্ ।
তেনাহমিন্দ্রজালেনামূংস্তমসাভি দধামি সর্বান্ ॥ ৮ ॥
সেদিরুগ্রা ব্যৃদ্ধিরার্তিশ্চানপবাচনা ।
শ্রমস্তন্দ্রীশ্চ মোহশ্চ তৈরমূনভি দধামি সর্বান্ ॥ ৯ ॥
মৃত্যবেঽমূন্ প্র যচ্ছামি মৃত্যুপাশৈরমী সিতাঃ ।
মৃত্যোর্যে অঘলা দূতাস্তেভ্য এনান্ প্রতি নয়ামি বদ্ধ্বা ॥ ১০ ॥
নয়তামূন্ মৃত্যুদূতা যমদূতা অপোম্ভত ।
পরঃসহস্রা হন্যন্তাং তৃণেঢ়েনান্ মর্ত্যং ভবস্য ॥ ১১ ॥
সাধ্যা একং জালদণ্ডমুদ্যত্য যন্ত্যোজসা ।
রুদ্রা একং বসব একমাদিত্যৈরেক উদ্যতঃ ॥ ১২ ॥
বিশ্বে দেবা উপরিষ্টাদুব্জন্তো যন্ত্বোজসা ।
মধ্যেন ঘ্নন্তো যন্তু সেনামঙ্গিরসো মহীম্ ॥ ১৩ ॥
বনস্পতীন্ বানস্পত্যানোষধীরুত বীরুধঃ ।
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদিষ্ণামি যথা সেনামমূং হনন্ ॥ ১৪ ॥
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্পান্ দেবান্ পুণ্যজনান্ পিতৄন্ ।
দৃষ্টানদৃষ্টানিষ্ণামি যথা সেনামমূং হনন্ ॥ ১৫ ॥
ইম উপ্তা মৃত্যুপাশা যানাক্রম্য ন মুচ্যসে ।
অমুষ্যা হন্তু সেনায়া ইদং কূটং সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥
ঘর্মঃ সমিদ্ধো অগ্নিনায়ং হোমঃ সহস্রহঃ ।
ভবশ্চ পৃশ্নিবাহুশ্চ শর্ব সেনামমূং হতম্ ॥ ১৭ ॥
মৃত্যোরাষমা পদ্যন্তাং ক্ষুধং সেদিং বধং ভয়ম্ ।
ইন্দ্রাশ্চাক্ষুজালাভ্যাং শর্ব সেনামমূং হতম্ ॥ ১৮ ॥
পরাজিতাঃ প্র ত্রসতামিত্রা নুত্তা ধাবত ব্রহ্মণা ।
বৃহস্পতিপ্রণুত্তানাং মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ১৯ ॥
অব পদ্যন্তামেষামায়ুধানি মা শকন্ প্রতিধামিষুম্ ।
অথৈষাং বহু বিভ্যতামিষবো ঘ্নন্তু মর্মণি ॥ ২০ ॥
সং ক্রোশতামেনান্ দ্যাবাপৃথিবী সমন্তরিক্ষং সহ দেবতাভিঃ ।
মা জ্ঞাতারং মা প্রতিষ্ঠাং বিদন্ত মিথো বিঘ্নানা উপ যন্তু মৃত্যুম্ ॥ ২১ ॥
দিশশ্চতস্রোঽশ্বতর্যো দেবরথস্য পুরোডাশাঃ শফা অন্তরিক্ষমুদ্ধিঃ ।
দ্যাবাপৃথিবী পক্ষসী ঋতবোঽভীশবোঽন্তর্দেশাঃ
কিংকরা বাক্ পরিরথ্যম্ ॥ ২২ ॥
সংবৎসরো রথঃ পরিবৎসরো রথোপস্থো বিরাডীষাগ্নী রথমুখম্ ।
ইন্দ্রঃ সব্যষ্ঠাশ্চন্দ্রমাঃ সারথিঃ ॥ ২৩ ॥
ইতো জয়েতো বি জয় সং জয় জয় স্বাহা ।
ইমে জয়ন্তু পরামী জয়ন্তাং স্বাহৈভ্যো দুরাহামীভ্যঃ ।
নীললোহিতেনামূনভ্যাবতনোমি ॥ ২৪ ॥

টীকা ঃ 'ইন্দ্রো মন্থতু' ইত্যাদি সূক্ত শত্রুক্ষয়, শত্রুভয়নাশ, শত্রুজয় ও নিজের বলবৃদ্ধি প্রভৃতি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। এর বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

কুতস্তৌ জাতৌ কতমঃ সো অর্ধঃ কস্মাল্লোকাৎ কতমস্যাঃ পৃথিব্যাঃ।
বৎসৌ বিরাজঃ সলিলাদুদৈতাং তৌ ত্বা পৃচ্ছামি কতরেণ দুগ্ধা ॥ ১ ॥
যো অক্রন্দয়ৎ সলিলং মহিত্বা যোনিং কৃত্বা ত্রিভুজং শয়ানঃ।
বৎসঃ কামদুঘো বিরাজঃ স গুহা চক্রে তন্বঃ পরাচৈঃ ॥ ২ ॥
যানি ত্রীণি বৃহন্তি যেষাং চতুর্থং বিযুনক্তি বাচম্।
ব্রহ্মৈনদ্ বিদ্যাৎ তপসা বিপশ্চিদ্ যস্মিন্নেকং যুজ্যতে যস্মিন্নেকম্ ॥ ৩ ॥
বৃহতঃ পরি সামানি ষষ্ঠাৎ পঞ্চাধি নির্মিতা।
বৃহদ্ বৃহত্যা নির্মিতং কুতোঽধি বৃহতী মিতা ॥ ৪ ॥
বৃহতী পরি মাত্রায়া পাতুর্মাত্রাধি নির্মিতা।
মায়া হ জজ্ঞে মায়ায়া মায়ায়া মাতলী পরি ॥ ৫ ॥
বৈশ্বানরস্য প্রতিমোপরি দ্যৌর্যাবদ্ রোদসী বিববাধে অগ্নিঃ।
ততঃ ষষ্ঠাদামুতো যন্তি স্তোমা উদিতো যন্ত্যভি ষষ্ঠমহ্নঃ ॥ ৬ ॥
ষট্ ত্বা পৃচ্ছাম ঋষয়ঃ কশ্যপেমে ত্বং হি যুক্তং যুযুক্ষে যোগ্যং চ।
বিরাজমাহুর্ব্রহ্মণঃ পিতরং তাং নো বি ধেহি যতিধা সখিভ্যঃ ॥ ৭ ॥
যাং প্রচ্যুতামনু যজ্ঞাঃ প্রচ্যবন্ত উপতিষ্ঠন্ত উপতিষ্ঠমানাম্।
যস্যা ব্রতে প্রসবে যক্ষমেজতি সা বিরাড়্‌ঋষয়ঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ৮ ॥
অপ্রাণৈতি প্রাণেন প্রাণতীনাং বিরাট্ স্বরাজমভ্যেতি পশ্চাৎ।
বিশ্বং মৃশন্তীমভিরূপাং বিরাজং পশ্যন্তি ত্বে ন ত্বে পশ্যন্ত্যেনাম্ ॥ ৯ ॥
কো বিরাজো মিথুনত্বং প্র বেদ ক ঋতূন্ ক উ কল্পমস্যাঃ।
ক্রমান্ কো অস্যাঃ কতিধা বিদুগ্ধান্ কো অস্যা ধাম কতিধা ব্যুষ্টীঃ ॥ ১০
ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদাস্বিতরাসু চরতি প্রবিষ্টা।
মহান্তো অস্যাং মহিমানো অন্তর্বধূর্জিগায় নবগজ্জনিত্রী ॥ ১১ ॥
ছন্দঃপক্ষে উষসা পেপিশানে সমানং যোনিমনু সং চরেতে।
সূর্যপত্নী সং চরতঃ প্রজানতী কেতুমতী অজরে ভূরিরেতসা ॥ ১২ ॥
ঋতস্য পন্থামনু তিস্র আগুস্ত্রয়ো ঘর্মা অনু রেত আগুঃ।
প্রজামেকা জিন্বত্যূর্জমেকা রাষ্ট্রমেকা রক্ষতি দেবয়ূনাম্ ॥ ১৩ ॥
অগ্নীষোমাবদধুর্যা তুরীয়াসীদ্ যজ্ঞস্য পক্ষাবৃষয়ঃ কল্পয়ন্তঃ।
গায়ত্রীং ত্রিষ্টুভং জগতীমনুষ্টুভং বৃহদর্কীং যজমানায় স্বরাভরন্তীম্ ॥ ১৪ ॥
পঞ্চ ব্যুষ্টীরনু পঞ্চ দোহা গাং পঞ্চনাম্নীমৃতবোঽনু পঞ্চ।
পঞ্চ দিশঃ পঞ্চদশেন ক্লৃপ্তাস্তা একমূর্ধ্নীরভি লোকমেকম্ ॥ ১৫ ॥
ষড় জাতা ভূতা প্রথমজর্তস্য ষডু সামানি ষড়হং বহন্তি।
ষড়্‌যোগং সীরমনু সামসাম ষড়াহুর্দ্যাবাপৃথিবীঃ ষড়ুর্বীঃ ॥ ১৬ ॥
ষড়াহুঃ শীতান্ ষডু মাস উষ্ণানৃতুং নো ব্রূত যতমোঽতিরিক্তঃ।
সপ্ত সুপর্ণাঃ কবয়ো নি ষেদুঃ সপ্ত চ্ছন্দাংস্যনু সপ্ত দীক্ষাঃ ॥ ১৭ ॥
সপ্ত হোমাঃ সমিধো হ সপ্ত মধূনি সপ্তর্তবো হ সপ্ত।
সপ্তাজ্যানি পরি ভূতমায়ন্ তাঃ সপ্তগৃধ্রা ইতি শুশ্রুমা বয়ম্ ॥ ১৮ ॥
সপ্ত চ্ছন্দাংসি চতুরুত্তরাণ্যন্যো অন্যস্মিন্নধ্যার্পিতানি।
কথং স্তোমাঃ প্রতি তিষ্ঠন্তি তেষু তানি স্তোমেষু কথমার্পিতানি ॥ ১৯ ॥

কথং গায়ত্রী ত্রিবৃতং ব্যাপ কথং ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চদশেন কল্পতে ।
ত্রয়স্ত্রিংশেন জগতী কথমনুষ্টুপ্ কথমেকবিংশঃ ॥ ২০ ॥
অষ্ট জাতা ভূতা প্রথমজর্তস্যাষ্টেন্দ্রর্ত্বিজো দৈব্যা যে ।
অষ্টযোনিরদিতিরষ্টপুত্রাষ্টমীং রাত্রিমভি হব্যমেতি ॥ ২১ ॥
ইত্থং শ্রেয়ো মন্যমানেদমাগমং যুষ্মাকং সখ্যে অহমস্মি শেবা ।
সমানজন্মা ক্রতুরস্তি বঃ শিবঃ স বঃ সর্বাঃ সং চরতি প্রজানন্ ॥ ২২ ॥
অষ্টেন্দ্রস্য ষড় যমস্য ঋষীণাং সপ্ত সপ্তধা ।
অপো মনুষ্যানোষধীস্তাঁ উ পঞ্চানু সেচিরে ॥ ২৩ ॥
কেবলীন্দ্রায় দুদুহে হি গৃষ্টির্বশং পীযুষং প্রথমং দুহানা ।
অথাতর্পয়চ্চতুরশ্চতুর্ধা দেবান্ মনুষ্যাঁ অসুরানুত ঋষীন্ ॥ ২৪ ॥
কো নু গৌঃ ক একঋষিঃ কিমু ধাম কা আশিষঃ ।
যক্ষং পৃথিব্যামেকবৃদেকর্তুঃ কতমো নু সঃ ॥ ২৫ ॥
একো গৌরেক একঋষিরেকং ধামৈকধাশিষঃ ।
যক্ষং পৃথিব্যামকবৃদেকর্তুর্নাতি রিচ্যতে ॥ ২৬ ॥

টীকা ঃ 'কুতস্তৌ'—ইত্যাদি সূক্তে বিরাট্ প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ ও বিচার বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূক্তের দ্বারা স্বর্গকামী জপ করবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিরাড্ বা ইদমগ্র আসীৎ তস্যা জাতায়াঃ ।
সর্বমবিভেদিয়মেবেদং ভবিষ্যতীতি ॥ ১ ॥
সোদক্রামৎ সা গার্হপত্যে ন্যক্রামৎ ॥ ২ ॥
গৃহমেধী গৃহপতির্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥
সোদক্রামৎ সাহবনীয়ে ন্যক্রামৎ ॥ ৪ ॥
যন্ত্যস্য দেবা দেবহূতিং প্রিয়ো দেবানাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥
সোদক্রামৎ সা দক্ষিণাগ্নৌ ন্যক্রামৎ ॥ ৬ ॥
যজ্ঞর্তো দক্ষিণীয়ো বাসতেয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥
সোদক্রামৎ সা সভায়াং ন্যক্রামৎ ॥ ৮ ॥
যন্ত্যস্য সভাং সভ্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥
সোদাক্রামৎ সা সমিতৌ ন্যক্রামৎ ॥ ১০ ॥
যন্ত্যস্য সমিতিং সামিত্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥
সোদক্রামৎ সামন্ত্রণে ন্যক্রামৎ ॥ ১২ ॥
যন্ত্যস্যামন্ত্রণমামন্ত্রণীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৩ ॥

টীকা ঃ 'বিরাড্ বা ইদমগ্র'—ইত্যাদি সূক্তে বিরাট্পুরুষের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। স্বর্গকামনায় এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

সোদক্রামৎ সান্তরিক্ষে চতুর্ধা বিক্রান্তাতিষ্ঠৎ ॥ ১ ॥
তাং দেবমনুষ্যা অব্রুবন্নিয়মেব তদ্ বেদ যদুভয়
উপজীবেমেমামুপ হবয়ামহা ইতি ॥ ২ ॥

তামুপাহ্বয়ন্ত ॥ ৩ ॥
ঊর্জ এহি স্বধ এহি সূনৃত এহীরাবত্যেহীতি ॥ ৪ ॥
তস্যা ইন্দ্রো বৎস আসীদ্ গায়ত্র্যভিধান্যভ্রমূধঃ ॥ ৫ ॥
বৃহচ্চ রথন্তরং চ দ্বৌ স্তনাবাস্তাং যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ দ্বৌ ॥ ৬ ॥
ওষধীরেব রথন্তরেণ দেবা অদুহ্রন্ ব্যচো বৃহতা ॥ ৭ ॥
অপো বামদেব্যেন যজ্ঞং যজ্ঞায়জ্ঞিয়েন ॥ ৮ ॥
ওষধীরেবাস্মৈ রথন্তরং দুহে ব্যচো বৃহৎ ॥ ৯ ॥
অপো বামদেব্যং যজ্ঞং যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

টীকা ঃ 'সোদক্রামৎ'—ইত্যাদি সূক্ত বিরাট্ পুরুষের বিষয়ে বিনিযুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

সোদক্রামৎ সা বনস্পতিনাগচ্ছৎ তাং বনস্পতয়োঽঘ্নত
সা সম্বৎসরে সমভবৎ ॥ ১ ॥
তস্মাদ্ বনস্পতীনাং সম্বৎসরে বৃক্‌ণমপি রোহতি
বৃশ্চতেঽস্যাপ্রিয়ো ভ্রাতৃব্যো য এবং বেদ ॥ ২ ॥
সোদক্রামৎ সা পিতৄনাগচ্ছৎ তাং পিতরোঽঘ্নত সা মাসি সমভবৎ ॥ ৩ ॥
তস্মাৎ পিতৃভ্যো মাস্যুপমাস্যং দদতি প্র পিতৃযাণং
পন্থাং জানাতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥
সোদক্রামৎ সা দেবানাগচ্ছৎ তাং দেবা অঘ্নত সার্ধমাসে সমভবৎ ॥ ৫ ॥
তস্মাদ্ দেবেভ্যোঽর্ধমাসে বষট্ কুর্বন্তি প্র দেবযানং পন্থাং
জানাতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥
সোদক্রামৎ সা মনুষ্যানাগচ্ছৎ তাং মনুষ্যা অঘ্নত সা সদ্যঃ সমভবৎ ॥ ৭ ॥
তস্মান্মনুষ্যেভ্য উভয়দ্যুরুপ হরন্ত্যুপাগ্যা গৃহে হরন্তি য এবং বেদ ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ— 'সোদক্রামৎ সা বনস্পতীনাগচ্ছৎ'—ইত্যাদি বিরাট্-পুরুষ-বিষয়ক : স্বর্গকামী জপ করবে।

পঞ্চম সূক্ত

সোদক্রামৎ সাসুরানাগচ্ছৎ তামসুরা উপাহ্বয়ন্ত মায় এহীতি ॥ ১ ॥
তস্যা বিরোচনঃ প্রাহ্রাদির্বৎস আসীদয়স্পাত্রং পাত্রম্ ॥ ২ ॥
তাং দ্বিমূর্ধার্ত্ব্যোঽধোক্ তাং মায়ামেবাধোক্ ॥ ৩ ॥
তাং মায়ামসুরা উপ জীবন্ত্যুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥
সোদক্রামৎ সা পিতৄনাগচ্ছৎ তাং পিতর উপাহ্বয়ন্ত স্বধ এহীতি ॥ ৫ ॥
তস্যা যমো রাজা বৎস আসীদ্ রজতপাত্রং পাত্রম্ ॥ ৬ ॥
তামন্তকো মার্ত্যবোঽধোক্ তাং স্বধামেবাধোক্ ॥ ৭ ॥
তাং স্বধাং পিতর উপ জীবন্ত্যুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮ ॥
সোদক্রামৎ সা মনুষ্যানাগচ্ছৎ তাং মনুষ্যা উপাহ্বয়ন্তেরাবত্যেহীতি ॥ ৯
তস্যা মনুর্বৈবস্বতো বৎস আসীৎ পৃথিবী পাত্রম্ ॥ ১০ ॥
তাং পৃথী বৈন্যোঽধোক্ তাং কৃষিং চ সস্যং চাধোক্ ॥ ১১ ॥

তে কৃষিং চ সস্যং চ মনুষ্যা উপ জীবন্তি
কৃষ্টরাধিরুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥
সোদক্রামৎ না সপ্তঋষীনাগচ্ছৎ তাং সপ্তঋষয়
উপাহ্বয়ন্ত ব্রহ্মণ্বত্যেহীতি ॥ ১৩ ॥
তস্যাঃ সোমো রাজা বৎস আসীচ্ছন্দঃ পাত্রম্ ॥ ১৪ ॥
তাং বৃহস্পতিরাঙ্গিরসোঽধোক্ তাং ব্রহ্ম চ তপশ্চাধোক্ ॥ ১৫ ॥
তদ্ ব্রহ্ম চ তপশ্চ সপ্তঋষয় উপ জীবন্তি ব্রহ্মবর্চস্যুপজীবনীয়ো
ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥

টীকা ঃ 'সোদক্রামৎ সাসুরানগচ্ছৎ'—ইত্যাদি সূক্তে বিরাট্পুরুষাদির বিচার করা হয়েছে। স্বর্গকামনায় এ সূক্তের দ্বারা জপ করতে হয়।

ষষ্ঠ সূক্ত

সোদক্রামৎ সা দেবানাগচ্ছৎ তাং দেবা উপাহ্বয়ন্তোর্জ এহীতি ॥ ১ ॥
তস্যা ইন্দ্রো বৎস আসীচ্চমসঃ পাত্রম্ ॥ ২ ॥
তাং দেবঃ সবিতাধোক্ তামূর্জামেবাধোক্ ॥ ৩ ॥
তামূর্জাং দেবা উপ জীবন্ত্যুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥
সোদক্রামৎ সা গন্ধর্বাপ্সরস আগচ্ছৎ তাং গন্ধর্বাপ্সরস
উপাহ্বয়ন্ত পুণ্যগন্ধ এহীতি ॥ ৫ ॥
তস্যাশ্চিত্ররথঃ সৌর্যবর্চসো বৎস আসীৎ পুষ্করপর্ণং পাত্রম্ ॥ ৬ ॥
তাং বসুরুচিঃ সৌর্যবর্চসোঽধোক্ তাং পুণ্যমেব গন্ধমধোক্ ॥ ৭ ॥
তৎ পুণ্যং গন্ধং গন্ধর্বাপ্সরস উপ জীবন্তি পুণ্যগন্ধিরুপজীবনীয়ো
ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮ ॥
সোদক্রামৎ সেতরজনানাগচ্ছৎ তামিতরজনা উপাহ্বয়ন্ত তিরোধ এহীতি ॥ ৯ ॥
তস্যাঃ কুবেরো বৈশ্রবণো বৎস আসীদামপাত্রং পাত্রম্ ॥ ১০ ॥
তাং রজতনাভিঃ কাবেরকোঽধোক্ তাং তিরোধামেবাধোক্ ॥ ১১ ॥
তাং তিরোধামিতরজনা উপ জীবন্তি তিরো ধত্তে সর্বং
পাপ্মানমুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥
সোদক্রামৎ সা সর্পানাগচ্ছৎ তাং সর্পা উপাহ্বয়ন্ত বিষবত্যেহীতি ॥ ১৩ ॥
তস্যাস্তক্ষকো বৈশালেয়ো বৎস আসীদলাবুপাত্রং পাত্রম্ ॥ ১৪ ॥
তাং ধৃতরাষ্ট্র ঐরাবতোঽধোক্ তাং বিষমেবাধোক্ ॥ ১৫ ॥
তদ্ বিষং সর্পা উপ জীবন্ত্যুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥

টীকা ঃ 'সোদক্রামৎ সা দেবানাগচ্ছৎ'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্বর্গকামনায় বিরাট্পুরুষবিষয়ে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

সপ্তম সূক্ত

তদ্ যস্মা এবং বিদুষেঽলাবুনাভিষিঞ্চেৎ প্রত্যাহন্যাৎ ॥ ১ ॥
ন চ প্রত্যাহন্যান্মনসা ত্বা প্রত্যাহন্মীতি প্রত্যাহন্যাৎ ॥ ২ ॥
যৎ প্রত্যাহন্তি বিষমেব তৎ প্রত্যাহন্তি ॥ ৩ ॥
বিষমেবাস্যাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যমনুবিষিচ্যতে য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ 'তদ্ যস্মা'—ইত্যাদি সূক্ত বিরাট্পুরুষবিষয়ে বিনিযুক্ত হয়েছে।

নবম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

দিবস্পৃথিব্যা অন্তরিক্ষাৎ সমুদ্রাদগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে ।
তাং চায়িত্বামৃতং বসানাং হৃদ্ভিঃ প্রজাঃ প্রতি নন্দন্তি সর্বাঃ ॥ ১ ॥
মহৎ পয়ো বিশ্বরূপমস্যাঃ সমুদ্রস্য ত্বোত রেত আহুঃ ।
যত ঐতি মধুকশা ররাণা তৎ প্রাণস্তদমৃতং নিবিষ্টম্ ॥ ২ ॥
পশ্যন্ত্যস্যাশ্চরিতং পৃথিব্যা পৃথঙ্নরো বহুধা মীমাংসমানাঃ ।
অগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে মরুতামুগ্রা নপ্তিঃ ॥ ৩ ॥
মাতাদিত্যানাং দুহিতা বসূনাং প্রাণঃ প্রজানামমৃতস্য নাভিঃ ।
হিরণ্যবর্ণা মধুকশা ঘৃতাচী মহান্ ভর্গশ্চরতি মর্ত্যেষু ॥ ৪ ॥
মধোঃ কশামজনয়ন্ত দেবাস্তস্যা গর্ভো অভবদ্ বিশ্বরূপঃ ।
তং জাতং তরুণং পিপর্তি মাতা স জাতো বিশ্বা ভুবনা বি চষ্টে ॥ ৫ ॥
কস্তং প্র বেদ ক উ তং চিকেত যো অস্যা হৃদঃ কলশঃ সোমধানো অক্ষিতঃ ।
ব্রহ্মা সুমেধাঃ সো অস্মিন্ মদেত ॥ ৬ ॥
স তৌ প্র বেদ স উ তৌ চিকেত যাবস্যাঃ স্তনৌ সহস্রধারাবক্ষিতৌ ।
ঊর্জং দুহাতে অনপস্ফুরন্তৌ ॥ ৭ ॥
হিঙ্করিক্রতী বৃহতী বয়োধা উচ্চৈর্ঘোষাভ্যেতি যা ব্রতম্ ।
ত্রীন্ ঘর্মানভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ৮ ॥
যামাপীনামুপসীদন্ত্যাপঃ শাক্করা বৃষভা যে স্বরাজঃ ।
তে বর্ষন্তি তে বর্ষয়ন্তি তদ্বিদে কামমূর্জমাপঃ ॥ ৯ ॥
স্তনয়িত্নুস্তে বাক্ প্রজাপতে বৃষা শুষ্মং ক্ষিপসি ভূম্যামধি ।
অগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে মরুতামুগ্রা নপ্তিঃ ॥ ১০ ॥
যথা সোমঃ প্রাতঃসবনে অশ্বিনোর্ভবতি প্রিয়ঃ ।
এবা মে অশ্বিনা বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১১ ॥
যথা সোমো দ্বিতীয়ে সবন ইন্দ্রাগ্ন্যোর্ভবতি প্রিয়ঃ ।
এবা ম ইন্দ্রাগ্নী বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১২ ॥
যথা সোমস্তৃতীয়ে সবন ঋভূণাং ভবতি প্রিয়ঃ ।
এবা ম ঋভবো বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১৩ ॥
মধু জনিষীয় মধু বংশিষীয় ।
পয়স্বানগ্ন আগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ১৪ ॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা ।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥ ১৫ ॥
যথা মধু মধুকৃতঃ সম্ভরন্তি মধাবধি ।
এবা মে অশ্বিনা বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১৬ ॥

যথা মক্ষা ইদং মধু ন্যঞ্জন্তি মধাবধি ।
এবা মে অশ্বিনা বর্চস্তেজো বলমোজশ্চ ধ্রিয়তাম্ ।। ১৭ ।।
যদ্ গিরিষু পর্বতেষু গোষ্বশ্বেষু যন্মধু ।
সুরায়াং সিচ্যমানায়াং যৎ তত্র মধু তন্ময়ি ॥ ১৮ ॥
অশ্বিনা সারঘেণ মা মধুনাঙ্‌ক্তং শুভস্পতী ।
যথা বর্চস্বতীং বাচমাবদানি জনাঁ অনু ॥ ১৯ ॥
স্তনয়িত্নুস্তে বাক্ প্রজাপতে বৃষা শুষ্মং ক্ষিপসি ভূম্যাং দিবি ।
তাং পশব উপ জীবন্তি সর্বে তেনো সেষমূর্জং পিপর্তি ॥ ২০ ॥
পৃথিবী দণ্ডোঽন্তরিক্ষং গর্ভো দ্যৌঃ কশা ।
বিদ্যুৎ প্রকশো হিরণ্যয়ো বিন্দুঃ ॥ ২১ ॥
যো বৈ কশায়াঃ সপ্ত মধূনি বেদ মধুমান্ ভবতি ।
ব্রাহ্মণশ্চ রাজা চ ধেনুশ্চানডবাংশ্চ ব্রীহিশ্চ যবশ্চ মধু সপ্তমম্ ॥ ২২ ॥
মধুমান্ ভবতি মধুমদস্যাহার্যং ভবতি ।
মধুমতো লোকান্ জয়তি য এবং বেদ ॥ ২৩ ॥
যদ্ বীধ্রে স্তনয়তি প্রজাপতিরেব তৎ প্রজাভ্যঃ প্রাদুর্ভবতি ।
তস্মাৎ প্রাচীনোপবীতস্তিষ্ঠে প্রজাপতেঽনু মা বুধ্যস্বেতি ।
অন্বেনং প্রজা অনু প্রজাপতির্বুধ্যতে য এবং বেদ ॥ ২৪ ॥

টীকা ঃ 'দিবস্পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি সূক্তে ২৪ টি ঋক্ রয়েছে। তারমধ্যে প্রথম ১০ টি ঋকে মধু-কশার গোরূপে বর্ণনা। দ্বিতীয় ১০ টি ঋকে অশ্বিদ্বয় ও অন্য দেবতাদের কাছ থেকে তেজের কামনা। অবশিষ্ট ঋক্‌গুলিতে আবার মধুকশার বর্ণনা করা হয়েছে। মেধাজনন কর্মে ও তেজ কামনায় এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এর বিস্তৃতি 'প্রাতরগ্নিং' (৩।১৬) ইত্যাদি সূক্তে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

সপত্নহনমৃষভং ঘৃতেন কামং শিক্ষামি হবিষাজ্যেন ।
নীচৈঃ সপত্নান্ মম পাদয় ত্বমভিষ্টুতো মহতা বীর্যেণ ॥ ১ ॥
যন্মে মনসো ন প্রিয়ং ন চক্ষুষো যন্মে বভস্তি নাভিনন্দতি ।
তদ্ দুষ্বপ্ন্যং প্রতি মুঞ্চামি সপত্নে কামং স্তুত্বোদহং ভিদেয়ম্ ২ ॥ ॥
দুষ্বপ্ন্যং কাম দুরিতং চ কামাপ্রজস্তামস্বগতামবর্তিম্ ।
উগ্র ঈশানঃ প্রতি মুঞ্চ তস্মিন্ যো অস্মভ্যমংহূরণা চিকিৎসাৎ ॥ ৩ ॥
নুদস্ব কাম প্র ণুদস্ব কামাবর্তিং যন্তু মম মে সপত্নাঃ ।
তেষাং নুত্তানামধমা তমাংস্যগ্নে বাস্তূনি নির্দহ ত্বম্ ॥ ৪ ॥
সা তে কাম দুহিতা ধেনুরুচ্যতে যামাহুর্বাচং কবয়ো বিরাজম্ ।
তয়া সপত্নান্ পরি বৃঙ্‌গ্ধি যে মম পর্যেনান্
প্রাণঃ পশবো জীবনং বৃণক্তু ॥ ৫ ॥
কামস্যেন্দ্রস্য বরুণস্য রাজ্ঞো বিষ্ণোর্বলেন সবিতুঃ সবেন ।
অগ্নেহোত্রেণ প্র ণুদে সপত্নাংছম্বীব নাবমুদকেষু ধীরঃ ॥ ৬ ॥
অধ্যক্ষো বাজী মম কাম উগ্রঃ কৃণোতু মহ্যমসপত্নমেব ।
বিশ্বে দেবা মম নাথং ভবন্তু সর্বে দেবা হবমা যন্তু ম ইমম্ ॥ ৭ ॥

ইদমাজ্যং ঘৃতবজ্জুষাণাঃ কামজ্যেষ্ঠা ইহ মাদয়ধ্বম্ ।
কৃণ্বন্তো মহ্যমসপত্নমেব ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রাগ্নী কাম সরথং হি ভূত্বা নীচৈঃ সপত্নান্ মম পাদয়াথঃ ।
তেষাং পন্নানামধমা তমাংস্যগ্নে বাস্তূন্যনুনির্দহ ত্বম্ ॥ ৯ ॥
জহি ত্বং কাম মম যে সপত্না অন্ধা তমাংস্যব পাদয়ৈনান্ ।
নিরিন্দ্রিয়া অরসাঃ সন্তু সর্বে মা তে জীবিষুঃ কতমচ্চনাহঃ ॥ ১০ ॥
অবধীৎ কামো মম যে সপত্না উরুং লোকমকরন্মহ্যমেধতুম্ ।
মহ্যং নমন্তা প্রদিশশ্চতস্রো মহ্যং ষডুর্বীর্ঘৃতমা বহন্তু ॥ ১১ ॥
তেঽধরাঞ্চঃ প্র প্লবন্তাং ছিন্না নৌরিব বন্ধনাৎ ।
ন সায়কপ্রণুত্তানাং পুনরস্তি নিবর্তনম্ ॥ ১২ ॥
অগ্নির্যব ইন্দ্রো যবঃ সোমো যবঃ ।
যবয়াবানো দেবা যাবয়ন্ত্বেনম্ ॥ ১৩ ॥
অসর্ববীরশ্চরতু প্রণুত্তো দ্বেষ্যো মিত্রাণাং পরিবর্গ্যঃ স্বানাম্ ।
উত পৃথিব্যামব স্যন্তি বিদ্যুত উগ্রো বো দেবঃ প্র মৃণৎ সপত্নান্ ১৪ ॥
চ্যুতা চেয়ং বৃহত্যচ্যুতা চ বিদ্যুদ্ বিভর্তি স্তনয়িত্নূংশ্চ সর্বান্ ।
উদ্যন্নাদিত্যো দ্রবিণেন তেজসা নীচৈঃ সপত্নান্ নুদতাং মে সহস্বান্ ॥ ১৫ ॥
যৎ তে কাম শর্ম ত্রিবরূথমুদ্ভু ব্রহ্ম বর্ম বিততমনতিব্যাধ্যং কৃতম্ ।
তেন সপত্নান্ পরি বৃঙ্গ্ধি যে মম পর্যেনান্
প্রাণঃ পশবো জীবনং বৃণক্তু ॥ ১৬ ॥
যেন দেবা অসুরান্ প্রাণুদন্ত যেনেন্দ্রো দস্যূনধমং তমো নিনায় ।
তেন ত্বং কাম মম যে সপত্নাস্তানস্মাল্লোকাৎ প্র ণুদস্ব দূরম্ ॥ ১৭ ॥
যথা দেবা অসুরান্ প্রাণুদন্ত যথেন্দ্রো দস্যূনধমং তমো ববাধে ।
তথা ত্বং কাম মম যে সপত্নাস্তানস্মাল্লোকাৎ প্র ণুদস্ব দূরম্ ॥ ১৮ ॥
কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি ॥ ১৯ ॥
যাবতী দ্যাবাপৃথিবী বরিম্ণা যাবদাপঃ সিষ্যদুর্যাবদগ্নিঃ ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি ॥ ২০ ॥
যাবতীর্দিশঃ প্রদিশো বিষূচীর্যাবতীরাশা অভিচক্ষণা দিবঃ ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি ॥ ২১ ॥
যাবতীর্ভৃঙ্গা জত্বঃ কুরূরবো যাবতীর্বঘা বৃক্ষসর্প্যো বভূবুঃ ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি ॥ ২২ ॥
জ্যায়ান্ নিমিষতোঽসি তিষ্ঠতো জ্যায়ান্ত্সমুদ্রাদসি কাম মন্যো ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি ॥ ২৩ ॥
ন বৈ বাতশ্চন কামমাপ্নোতি নাগ্নিঃ সূর্যো নোত চন্দ্রমাঃ ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি ॥ ২৪ ॥
যাস্তে শিবাস্তন্বঃ কাম ভদ্রা যাভিঃ সত্যং ভবতি যদ্ বৃণীষে ।
তাভিষ্টমস্মাঁ অভিসংবিশস্বান্যত্র পাপীরপ বেশয়া ধিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা ঃ 'সপত্নহনং' ইত্যাদি সূক্ত কামদেবতা-বিষয়ক। কাম হচ্ছে ইচ্ছারূপ দেবতা, তাকে সম্বোধন করে শত্রুক্ষয়ের প্রার্থনা করা হয়েছে। অভিচারকর্মে এ সূক্তের দ্বারা ঋষভকে অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর দিকে পাঠাতে হবে। এ কর্মে স্বয়ংপতিত অশ্বত্থের

সমিধ গ্রহণ করতে হবে। সেরূপ সোমযাগে কামদেবতার নমস্কারে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত।
শালায়া বিশ্ববারায়া নদ্ধানি বি চৃতামসি ॥ ১ ॥
যৎ তে নদ্ধং বিশ্ববারে পাশো গ্রন্থিশ্চ যঃ কৃতঃ।
বৃহস্পতিরিবাহং বলং বাচা বি স্রংসয়ামি তৎ ॥ ২ ॥
আ যযাম সং ববর্হ গ্রন্থীংশ্চকার তে দৃঢ়ান্।
পরূংষি বিদ্বাংছস্তেবেন্দ্রেণ বি চৃতামসি ॥ ৩ ॥
বংশানাং তে নহনানাং প্রাণাহস্য তৃণস্য চ।
পক্ষাণাং বিশ্ববারে তে নদ্ধানি বি চৃতামসি ।। ৪ ।।
সন্দংশানাং পলদানাং পরিষ্বঞ্জল্যস্য চ।
ইদং মানস্য পত্ন্যা নদ্ধানি চি চৃতামসি ।। ৫ ।।
যানি তেঽন্তঃ শিক্যান্যাবেধূ রণ্যায় কম্।
প্র তে তানি চৃতামসি শিবা মানস্য পত্নী ন উদ্ধিতা তন্বে ভব ॥ ৬ ॥
হবির্ধানমগ্নিশালং পত্নীনাং সদনং সদঃ।
সদো দেবানামসি দেবি শালে ॥ ৭ ॥
অক্ষুমোপশং বিততং সহস্রাক্ষং বিষূবতি।
অবনদ্ধমভিহিতং ব্রহ্মণা বি চৃতামসি ॥ ৮ ॥
যস্ত্বা শালে প্রতিগৃহ্লাতি যেন চাসি মিতা ত্বম্।
উভৌ মানস্য পত্নি তৌ জীবতাং জরদষ্টী ॥ ৯ ॥
অমুত্রৈনমা গচ্ছতাদ্ দৃঢ়া নদ্ধা পরিষ্কৃতা।
যস্যাস্তে বিচৃতামস্যঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ ॥ ১০ ॥
যস্ত্বা শালে নিমিমায় সংজভার বনস্পতীন্।
প্রজায়ৈ চক্রে ত্বা শালে পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥
নমস্তস্মৈ নমো দাত্রে শালাপতয়ে চ কৃণ্মঃ।
নমোঽগ্নয়ে প্রচরতে পুরুষায় চ তে নমঃ ॥ ১২ ॥
গোভ্যো অশ্বেভ্যো নমো যচ্ছালায়াং বিজায়তে।
বিজাবতি প্রজাবতি বি তে পাশাংশ্চৃতামসি ॥ ১৩ ॥
অগ্নিমন্তশ্ছাদয়সি পুরুষান্ পশুভিঃ সহ।
বিজাবতি প্রজাবতি বি তে পাশাংশ্চৃতামসি ॥ ১৪ ॥
অন্তরা দ্যাং চ পৃথিবীং চ যদ্ ব্যচ-
স্তেন শালাং প্রতি গৃহ্লামি ত ইমাম্।
যদন্তরিক্ষং রজসো বিমানং তৎকৃণ্বেঽহমুদরং শেবধিভ্যঃ।
স্তেন শালাং প্রতি গৃহ্লামি তস্মৈ ॥ ১৫ ॥
ঊর্জস্বতী পয়স্বতী পৃথিব্যাং নিমিতা মিতা।
বিশ্বান্নং বিভ্রতী শালে মা হিংসীঃ প্রতিগৃহ্লতঃ ॥ ১৬ ॥

তৃণৈরাবৃতা পলদান্ বসানা রাত্রীব শালা জগতো নিবেশনী।
মিতা পৃথিব্যাং তিষ্ঠসি হস্তিনীব পদ্বতী ॥ ১৭ ॥
ইটস্য তে বি চৃতাম্যপিনদ্ধমপোর্ণুবন্।
বরুণেন সমুব্জিতাং মিত্রঃ প্রাতর্ব্যুব্জতু ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মণা শালাং নিমিতাং কবিভির্নিমিতাং মিতাম্।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং শালামমৃতৌ সোম্যং সদঃ ॥ ১৯ ॥
কুলায়েঽধি কুলায়ং কোশে কোশঃ সমুব্জিতঃ।
তত্র মর্তো বি জায়তে যস্মাদ্ বিশ্বং প্রজায়তে ॥ ২০ ॥
যা দ্বিপক্ষা চতুষ্পক্ষা ষট্পক্ষা যা নিমীয়তে
অষ্টাপক্ষাং দশপক্ষাং শালাং মানস্য পত্নীমগ্নির্গর্ভ ইবা শয়ে ॥ ২১ ॥
প্রতীচীং ত্বা প্রতীচীনঃ শালে প্রৈম্যহিংসতীম্।
অগ্নির্হ্যন্তরাপশ্চর্তস্য প্রথমা দ্বাঃ ॥ ২২ ॥
ইমা আপঃ প্র ভরাম্যযক্ষ্মা যক্ষ্মনাশনীঃ।
গৃহানুপ প্র সীদাম্যমৃতেন সহাগ্নিনা ॥ ২৩ ॥
মা নঃ পাশং প্রতি মুচো গুরুর্ভারো লঘুর্ভব।
বধূমিব ত্বা শালে যত্রকামং ভরামসি ॥ ২৪ ॥
প্রাচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৫ ॥
দক্ষিণায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥
প্রতীচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥
উদীচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৮ ॥
ধ্রুবায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৯ ॥
ঊর্ধ্বায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ৩০ ॥
দিশোদিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা ঃ 'উপমিতাং' ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা স্বর্গকামী ব্যক্তি সব-যজ্ঞবিধানের দ্বারা গৃহ-দান করবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

সাহস্রস্ত্বেষ ঋষভঃ পয়স্বান্ বিশ্বা রূপাণি বক্ষণাসু বিভ্রৎ।
ভদ্রং দাত্রে যজমানায় শিক্ষন্ বার্হস্পত্য উস্রিয়স্তন্তুমাতান্ ॥ ১ ॥
অপাং যো অগ্রে প্রতিমা বভূব প্রভূঃ সর্বস্মৈ পৃথিবীব দেবী।
পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানাং সাহস্রে পোষে অপি নঃ কৃণোতু ॥ ২ ॥
পুমানন্তর্বান্ত্স্থবিরঃ পয়স্বান্ বসোঃ কবন্ধমৃষভো বিভর্তি।
তমিন্দ্রায় পথিভির্দেবযানৈর্হুতমগ্নির্বহতু জাতবেদাঃ ॥ ৩ ॥
পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাম্।
বৎসো জরায়ু প্রতিধুক্ পীযূষ আমিক্ষা ঘৃতং তদ্বস্য রেতঃ ॥ ৪ ॥
দেবানাং ভাগ উপনাহ এষোঽপাং রস ওষধীনাং ঘৃতস্য।
সোমস্য ভক্ষমবৃণীত শক্রো বৃহন্নদ্রিরভবদ্ যচ্ছরীরম্ ॥ ৫ ॥
সোমেন পূর্ণং কলশং বিভর্ষি ত্বষ্টা রূপাণাং জনিতা পশূনাম্।
শিবাস্তে সন্তু প্রজন্ব ইহ যা ইমা ন্যস্মভ্যং স্বধিতে যচ্ছ যা অমূঃ ॥ ৬

আজ্যং বিভর্তি ঘৃতমস্য রেতঃ সাহস্রঃ পোষস্তমু যজ্ঞমাহুঃ।
ইন্দ্রস্য রূপমৃষভো বসানঃ সো অস্মান্ দেবাঃ শিব ঐতু দত্তঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রস্যৌজো বরুণস্য বাহূ অশ্বিনোরংসৌ মরুতামিয়ং ককুৎ।
বৃহস্পতিং সংভৃতমেতমাহুর্যে ধীরাসঃ কবয়ো যে মনীষিণঃ ॥ ৮ ॥
দৈবীর্বিশঃ পয়স্বানা তনোষি ত্বামিন্দ্রং ত্বাং সরস্বন্তমাহুঃ।
সহস্রং স একমুখা দদাতি যো ব্রাহ্মণ ঋষভমাজুহোতি ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতিঃ সবিতা তে বয়ো দধৌ ত্বষ্টুর্বায়োঃ পর্যাত্মা ত আভৃতঃ।
অন্তরিক্ষে মনসা ত্বা জুহোমি বর্হিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ১০ ॥
য ইন্দ্র ইব দেবেষু গোষ্বেতি বিবাবদৎ।
তস্য ঋষভস্যাঙ্গানি ব্রহ্মা সং স্তৌতু ভদ্রয়া ॥ ১১ ॥
পার্শ্বে আস্তামনুমত্যা ভগস্যাস্তামনুবৃজৌ।
অষ্ঠীবন্তাবব্রবীন্মিত্রো মমৈতৌ কেবলাবিতি ॥ ১২ ॥
ভসদাসীদাদিত্যানাং শ্রোণী আস্তাং বৃহস্পতেঃ।
পুচ্ছং বাতস্য দেবস্য তেন ধূনোত্যোষধীঃ ॥ ১৩ ॥
গুদা আসন্ত্সিনীবাল্যাঃ সূর্যায়াস্ত্বচমব্রুবন্।
উত্থাতুরব্রুবন্ পদ ঋষভং যদকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥
ক্রোড় আসীজ্জামিশংসস্য সোমস্য কলশো ধৃতঃ।
দেবাঃ সঙ্গত্য যৎ সর্ব ঋষভং ব্যকল্পয়ন্ ॥ ১৫ ॥
তে কুষ্ঠিকাঃ সরমায়ৈ কূর্মেভ্যো অদধুঃ শফান্।
ঊবধ্যমস্য কীটেভ্যঃ শ্ববর্তেভ্যো অধারয়ন্ ॥ ১৬ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং রক্ষ ঋষত্যবর্তিং হন্তি চক্ষুষা।
শৃণোতি ভদ্রং কর্ণাভ্যাং গবাং যঃ পতিরঘ্ন্যঃ ॥ ১৭ ॥
শতযাজং স যজতে নৈনং দুন্বন্ত্যগ্নয়ঃ।
জিন্বন্তি বিশ্বে তং দেবা যো ব্রাহ্মণ ঋষভমাজুহোতি ॥ ১৮ ॥
ব্রাহ্মণেভ্য ঋষভং দত্ত্বা বরীয়ঃ কৃণুতে মনঃ।
পুষ্টিং সো অঘ্ন্যানাং স্বে গোষ্ঠেঽব পশ্যতে ॥ ১৯ ॥
গাবঃ সন্তু প্রজাঃ সন্ত্বথো অস্তু তনূবলম্।
তৎ সর্বমনু মন্যন্তাং দেবা ঋষভদায়িনে ॥ ২০ ॥
অয়ং পিপান ইন্দ্র ইদ্ রয়িং দধাতু চেতনীম্।
অয়ং ধেনুং সুদুঘাং নিত্যবৎসাং বশং দুহাং বিপশ্চিতং পরো দিবঃ ॥ ২১ ॥
পিশঙ্গরূপো নভসো বয়োধা ঐন্দ্রঃ শুষ্মো বিশ্বরূপো ন আগন্।
আয়ুরস্মভ্যং দধৎ প্রজাং চ রায়শ্চ পোষৈরভি নঃ সচতাম্ ॥ ২২ ॥
উপেহোপপর্চনাস্মিন্ গোষ্ঠ উপ পৃঙ নঃ।
উপ ঋষভস্য যদ্ রেত উপেন্দ্র তব বীর্যম্ ॥ ২৩ ॥
এতং বো যুবানং প্রতি দধ্মো অত্র তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরত বশাঁ অনু।
মা নো হাসিষ্ট জনুষা সুভাগা রায়শ্চ পোষৈরভি ন সচধ্বম্ ॥ ২৪ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বৃষোৎসর্গ কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'সাহস্র' ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা বৃষকে অভিমন্ত্রিত করে ছেড়ে দিতে হবে। 'রেতোধায়ৈ' ইত্যাদি ছ-টি মন্ত্রের দ্বারা বৎসের অভিমন্ত্রণ করে প্রোক্ষণ কবতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা পুষ্টিভাম ব্যক্তি বশাবিধানের দ্বারা ইন্দ্রের যাগ করবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

আ নয়ৈতমা রভস্ব সুকৃতাং লোকমপি গচ্ছতু প্রজানন্ ।
তীর্ত্বা তমাংসি বহুধা মহান্ত্যজো নাকমা ক্রমতাং তৃতীয়ম্ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রায় ভাগং পরি ত্বা নয়াম্যস্মিন্ যজ্ঞে যজমানায় সূরিম্ ।
যে নো দ্বিষন্ত্যনু তান্ রভস্বানাগসো যজমানস্য বীরাঃ ॥ ২ ॥
প্র পদোঽব নেনিগ্ধি দুশ্চরিতং যচ্চচার শুদ্ধৈঃ শফৈরা ক্রমতাং প্রজানন্ ।
তীর্ত্বা তমাংসি বহুধা বিপশ্যন্নজো নাকমা ক্রমতাং তৃতীয়ম্ ॥ ৩ ॥
অনু চ্ছ্য শ্যামেন ত্বচমেতাং বিশস্তর্যথাপর্বসিনা মাভি মংস্থাঃ ।
মাভি দ্রুহঃ পরুশঃ কল্পয়ৈনং তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়ৈনম্ ॥ ৪ ॥
ঋচা কুম্ভীমধ্যগ্নৌ শ্রয়াম্যা সিঞ্চোদকমব ধেহ্যেনম্ ।
পর্যাধত্তাগ্নিনা শমিতারঃ শৃতো গচ্ছতু সুকৃতাং যত্র লোকঃ ॥ ৫ ॥
উৎক্রামাতঃ পরি চেদতপ্তস্তপ্তাচ্চরোরধি নাকং তৃতীয়ম্ ।
অগ্নেরগ্নিরধি সং বভূবিথ জ্যোতিষ্মন্তমভি লোকং জয়ৈতম্ ॥ ৬ ॥
অজো অগ্নিরজমু জ্যোতিরাহুরজং জীবতা ব্রহ্মণে দেয়মাহুঃ ।
অজস্তমাংস্যপ হন্তি দূরমস্মিংল্লোকে শ্রদ্দধানেন দত্তঃ ॥ ৭ ॥
পঞ্চৌদনং পঞ্চধা বি ক্রমতামাক্রংস্যমানস্ত্রীণি জ্যোতীংষি ।
ঈজানানাং সুকৃতাং প্রেহি মধ্যং তৃতীয়ে
নাকে অধি বি শ্রয়স্ব ॥ ৮ ॥
অজা রোহ সুকৃতাং যত্র লোকঃ শরভো ন চত্তোঽতি দুর্গাণ্যেষঃ ।
পঞ্চৌদনো ব্রহ্মণে দীয়মানঃ স দাতারং তৃপ্ত্যা তর্পয়াতি ॥ ৯ ॥
অজস্ত্রিনাকে ত্রিদিবে ত্রিপৃষ্ঠে নাকস্য পৃষ্ঠে দদিবাংস দধাতি ।
পঞ্চৌদনো ব্রহ্মণে দীয়মানো বিশ্বরূপা ধেনুঃ কামদুঘাস্যেকা ॥ ১০ ॥
এতদ্ বো জ্যোতিঃ পিতরস্তৃতীয়ং পঞ্চৌদনং ব্রহ্মণেঽজং দদাতি ।
অজস্তমাংস্যপ হন্তি দূরমস্মিংল্লোকে শ্রদ্দধানেন দত্তঃ ॥ ১১ ॥
ঈজানানাং সুকৃতাং লোকমীপ্সন্ পঞ্চৌদনং ব্রহ্মণেঽজং দদাতি ।
স ব্যাপ্তিমভি লোকং জয়ৈতং শিবোঽস্মভ্যং প্রতিগৃহীতো অস্তু ॥ ১২ ॥
অজো হ্যগ্নেরজনিষ্ট শোকাদ বিপ্রো বিপ্রস্য সহসো বিপশ্চিৎ ।
ইষ্টং পূর্তমভিপূর্তং বষট্কৃতং তৎ দেবা ঋতুশঃ কল্পয়ন্তু ॥ ১৩ ॥
অমোতং বাসো দদ্যাদ্ধিরণ্যমপি দক্ষিণাম্ ।
তথা লোকান্ৎসমাপ্নোতি যে দিব্যা যে চ পার্থিবাঃ ॥ ১৪ ॥
এতাস্ত্বাজোপ যন্তু ধারাঃ সোম্যা দেবীর্ঘৃতপৃষ্ঠা মধুশ্চুতঃ ।
স্তভান পৃথিবীমুত দ্যাং নাকস্য পৃষ্ঠেঽধি সপ্তরশ্মৌ ॥ ১৫ ॥
অজোঽস্যজ স্বর্গোঽসি ত্বয়া লোকমঙ্গিরসঃ প্রাজানন্ ।
তং লোকং পুণ্যং প্র জ্ঞেষম্ ॥ ১৬ ॥
যেনা সহস্রং বহসি যেনাগ্নে সর্ববেদসম্ ।
তেনেমং যজ্ঞং নো বহ স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥ ১৭ ॥
অজঃ পক্বঃ স্বর্গে লোকে দধাতি পঞ্চৌদনো নির্ঋতিং বাধমানঃ ।
তেন লোকান্ৎসূর্যবতো জয়েম ॥ ১৮ ॥

যং ব্রাহ্মণে নিদধে যং চ বিক্ষু যা বিপ্রুষ ওদনানামজস্য ।
সর্বং তদগ্নে সুকৃতস্য লোকে জানীতান্নঃ সঙ্গমনে পথীনাম্ ॥ ১৯ ॥
অজো বা ইদমগ্রে ব্যক্রমত তস্যোর ইয়মভবদ্দ্যোঃ পৃষ্ঠম্ ।
অন্তরিক্ষং মধ্যং দিশঃ পার্শ্বে সমুদ্রৌ কুক্ষী ॥ ২০ ॥
সত্যং চর্তং চ চক্ষুষী বিশ্বং সত্যং শ্রদ্ধা প্রাণো বিরাট্ শিরঃ ।
এষ বা অপরিমিতো যজ্ঞো যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ॥ ২১ ॥
অপরিমিতমেব যজ্ঞমাপ্নোত্যপরিমিতং লোকমব রুন্ধে ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ২২ ॥
নাস্যাস্থীনি ভিন্দ্যান্ন মজ্জো নির্ধয়েৎ ।
সর্বমেনং সমাদায়েদমিদং প্র বেশয়েৎ ॥ ২৩ ॥
ইদমিদমেবাস্য রূপং ভবতি তেনৈনং সং গময়তি ।
ইষং মহ ঊর্জমস্মৈ দুহে যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ২৪ ॥
পঞ্চ রুক্মা পঞ্চ নবানি বস্ত্রা পঞ্চাস্মৈ ধেনবঃ কামদুঘা ভবন্তি ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ২৫ ॥
পঞ্চ রুক্মা জ্যোতিরস্মৈ ভবন্তি বর্ম বাসাংসি তন্বে ভবন্তি ।
স্বর্গং লোকমশ্নুতে যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ২৬ ॥
যা পূর্বং পতিং বিত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্ ।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥ ২৭ ॥
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ২৮ ॥
অনুপূর্ববৎসাং ধেনুমনড্বাহমুপবর্হণম্ ।
বাসো হিরণ্যং দত্ত্বা তে যন্তি দিবমুত্তমাম্ ॥ ২৯ ॥
আত্মানং পিতরং পুত্রং পৌত্রং পিতামহম্ ।
জায়াং জনিত্রীং মাতরং যে প্রিয়াস্তানুপ হবয়ে ॥ ৩০ ॥
যা বৈ নৈদাঘং নামর্তুং বেদ । এষ বৈ নৈদাঘো নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৩১ ॥
যো বৈ কুর্বন্তং নামর্তুং বেদ । কুর্বতীংকুর্বতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে ।
এষ বৈ কুর্বন্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৩২ ॥
যো বৈ সংযন্তং নামর্তুং বেদ ।
সংযতীংসংযতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে ।
এষ বৈ সংযন্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৩৩ ॥
যো বৈ পিন্বন্তং নামর্তুং বেদ ।
পিন্বতীংপিন্বতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে ।
এষ বৈ পিন্বন্নামর্তুর্যজদঃ পঞ্চৌদনঃ ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৩৪ ॥

যো বা উদ্যন্তং নামর্তুং বেদ ।
উদ্যতীমুদ্যতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে ।
এষ বা উদ্যন্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা ।
যোহজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৩৫ ॥
যো বা অভিভুবং নামর্তুং বেদ ।
অভিভবন্তীমভিভবন্তীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে ।
এষ বা অভিভূর্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা ।
যোহজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৩৬ ॥
অজং চ পচত পঞ্চ চৌদনান্ ।
সর্বা দিশঃ সম্মনসঃ সধ্রীচীঃ সান্তর্দেশাঃ
প্রতি গৃহ্ণন্তু ত এতম্ ॥ ৩৭ ॥
তাস্তে রক্ষন্তু তব তুভ্যমেতং তাভ্য আজ্যং হবিরিদং জুহোমি ॥ ৩৮ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তে পঞ্চৌদন নাম যজ্ঞে হূয়মান অজের প্রশংসা করা হয়েছে। এ সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের তর্পণ করে তৃতীয় নাক নামে স্বর্গলোকে যেতে হয়। সেখানে গমনকারী যজমানদের অন্ধকার নাশ বর্ণনা করা হয়েছে। সেরূপ বৈশ্বকর্ম হোমে এ মন্ত্রের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

যো বিদ্যাদ্ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং পরূংষি যস্য
সম্ভারা ঋচো যস্যানূক্যম্ ॥ ১ ॥
সামানি যস্য লোমানি যজুর্হৃদয়মুচ্যতে পরিস্তরণমিদ্ধবিঃ ॥ ২ ॥
যদ্ বা অতিথিপতিরতিথীন্ প্রতিপশ্যতি দেবযজনং প্রেক্ষতে ॥ ৩ ॥
যদভিবদতি দীক্ষামুপৈতে যদুদকং যাচত্যপঃ প্র ণয়তি ॥ ৪ ॥
যা এব যজ্ঞ আপঃ প্রণীয়ন্তে তা এব তাঃ ॥ ৫ ॥
যৎ তর্পণমাহরন্তি য এবাগ্নীষোমীয়ঃ পশুর্বধ্যতে স এব সঃ ॥ ৬ ॥
যদাবসথান্ কল্পয়ন্তি সদোহবির্ধানান্যেব তৎ কল্পয়ন্তি । ৭ ॥
যদুপস্তৃণন্তি বর্হিরেব তৎ ॥ ৮ ॥
যদুপরিশয়নমাহরন্তি স্বর্গমেব তেন লোকমব রুন্ধে ॥ ৯ ॥
যৎ কশিপূপবর্হণমাহরন্তি পরিধয় এব তে ॥ ১০ ॥
যদাঞ্জনাভ্যঞ্জনমাহরন্ত্যাজ্যমেব তৎ ॥ ১১ ॥
যৎ পুরা পরিবেষাৎ খাদমাহরন্তি পুরোডাশাবেব তৌ ॥ ১২ ॥
যদশনকৃতং হ্বয়ন্তি হবিষ্কৃতমেব তদ্ ধবয়ন্তি ॥ ১৩ ॥
যে ব্রীহয়ো যবা নিরুপ্যন্তেহংশব এব তে ॥ ১৪ ॥
যান্যুলূখলমুসলানি গ্রাবাণ এব তে ॥ ১৫ ॥
শূর্পং পবিত্রং তুষা ঋজিষাভিষবণীরাপঃ ॥ ১৬ ॥
স্রুগ্ দর্বির্নেক্ষণমায়বনং দ্রোণকলশাঃ কুম্ভ্যো বায়ব্যানি
পাত্রাণীয়মেব কৃষ্ণাজিনম্ ॥ ১৭ ॥

টীকা ঃ 'যো বিদ্যাৎ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্বর্গকাম ব্যক্তি জপ করবে—এরূপ

বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ এ ছ-টি সূক্তে অতিথির মাহাত্ম্য, সজ্জনের সেবা যজ্ঞ ফলতুল্য এবং আতিথ্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

যজমানব্রাহ্মণং বা এতদতিথিপতিঃ কুরুতে যদাহার্যাণি।
প্রেক্ষত ইদং ভূয়া ইদামিতি ॥ ১ ॥
যদাহ ভূয় উদ্ধরেতি প্রাণমেব তেন বর্ষীয়াংসং কুরুতে ॥ ২ ॥
উপ হরতি হবীংষ্যা সাদয়তি ॥ ৩ ॥
তেষামাসন্নানামতিথিরাত্মন্ জুহোতি ॥ ৪ ॥
স্রুচা হস্তেন প্রাণে যূপে স্রুক্কারেণ বষট্‌কারেণ ॥ ৫ ॥
এতে বৈ প্রিয়াশ্চাপ্রিয়াশ্চর্ত্বিজঃ স্বর্গং লোকং গময়ন্তি যদতিথয়ঃ ॥ ৬ ॥
স য এবং বিদ্বান্ ন দ্বিষন্নশ্নীয়ান্ন দ্বিষতোহন্নমশ্নীয়ান্ন
মীমাংসিতস্য ন মীমাংসমানস্য ॥ ৭ ॥
সর্বো বা এষ জগ্ধপাপ্মা যস্যান্নমশ্নন্তি ॥ ৮ ॥
সর্বো বা এষোহজগ্ধপাপ্মা যস্যান্নং নাশ্নন্তি ॥ ৯ ॥
সর্বদা বা এষ যুক্তগ্রাবার্দ্রপবিত্রো বিততাধ্বর
আহৃতযজ্ঞক্রতুর্য উপহরতি ॥ ১০ ॥
প্রাজাপত্যো বা এতস্য যজ্ঞো বিততো য উপহরতি ॥ ১১ ॥
প্রজাপতের্বা এষ বিক্রমাননুবিক্রমতে য উপহরতি ॥ ১২ ॥
যোহতিথীনাং স আহবনীয়ো যো বেশ্মনি স গার্হপত্যো
যস্মিন্ পচন্তি স দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্থ সূক্ত

ইষ্টং চ বা এষ পূর্তং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্নাতি ॥ ১ ॥
পয়শ্চ বা এষ রসং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্নাতি ॥ ২ ॥
ঊর্জাং চ বা এষ স্ফাতিং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্নাতি ॥ ৩ ॥
প্রজাং চ বা এষ পশূংশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্নাতি ॥ ৪ ॥
কীর্তিং চ বা এষ যশশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্নাতি ॥ ৫ ॥
শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্নাতি ॥ ৬ ॥
এষ বা অতিথির্যচ্ছ্রোত্রিয়স্তস্মাৎ পূর্বো নাশ্নীয়াৎ ॥ ৭ ॥
অশিতাবত্যতিথাবশ্নীয়াদ্ যজ্ঞস্য সাত্মত্বায়।
যজ্ঞস্যাবিচ্ছেদায় তদ্ ব্রতম্ ॥ ৮
এতদ্ বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা তদেব নাশ্নীয়াৎ ॥ ৯ ॥

পঞ্চম সূক্ত

স য এবং বিদ্বান্ ক্ষীরমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ১ ॥
যাবদগ্নিষ্টোমেনেষ্ট্বা সুসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ২ ॥
স য এবং বিদ্বান্‌ৎসর্পিরুপসিচ্যোপহরতি ॥ ৩ ॥
যাবদতিরাত্রেণেষ্ট্বা সুসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ৪ ॥
স য এবং বিদ্বান্ মধূপসিচ্যোপহরতি ॥ ৫ ॥

যাবৎ সত্রসদ্যেনেষ্টবা স্নসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ৬ ॥
স য এবং বিদ্বান্ মাংসম্পসিচ্যোপহরতি ॥ ৭ ॥
যাবদ্ দ্বাদশাহেনেষ্টবা স্নসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ৮ ॥
স য এবং বিদ্বানুদকমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ৯ ॥
প্রজানাং প্রজননায় গচ্ছতি প্রতিষ্ঠাং প্রিয়ঃ প্রজানাং ভবতি
য এবং বিদ্বানুদকমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ১০ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

তস্মা উষা হিঙ্ কৃণোতি সবিতা প্র স্তৌতি ॥ ১ ॥
বৃহস্পতিরূর্জয়োদ্গায়তি ত্বষ্টা পুষ্ট্যা প্রতি
হরতি বিশ্বে দেবা নিধনম্ ॥ ২ ॥
নিধনং ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥
তস্মা উদ্যন্ত্সূর্যো হিঙ্ কৃণোতি সঙ্গবঃ প্র স্তৌতি ॥ ৪ ॥
মধ্যন্দিন উদ্গায়ত্যপরাহ্ণঃ প্রতি হরত্যস্তংযন্নিধনম্ ।
নিধনম্ ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥
তস্মা অভ্রো ভবন্ হিঙ্ কৃণোতি স্তনয়ন্ প্র স্তৌতি ॥ ৬ ॥
বিদ্যোতমানঃ প্রতি হরতি বর্ষন্নুদ্গায়ত্যুদ্গৃহ্ণন্ নিধনম্ ।
নিধনম্ ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥
অতিথীন্ প্রতি পশ্যতি হিঙ্ কৃণোত্যভি বদতি প্র
স্তৌত্যুদকং যাচত্যুদ্গায়তি ॥ ৮ ॥
উপ হরতি প্রতি হরত্যুচ্ছিষ্টং নিধনম্ ॥ ৯ ॥
নিধনং ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

সপ্তম সূক্ত

যৎ ক্ষত্তারং হ্বয়ত্যা শ্রাবয়ত্যেব তৎ ॥ ১ ॥
যৎ প্রতিশৃণোতি প্রত্যাশ্রাবয়ত্যেব তৎ ॥ ২ ॥
যৎ পরিবেষ্টারঃ পাত্রহস্তাঃ পূর্বে চাপরে চ প্রপদ্যন্তে ।
চমসাধ্বর্যব এব তে ॥ ৩ ॥
তেষাং ন কশ্চনাহোতা ॥ ৪ ॥
যদ্ বা অতিথিপতিরতিথীন্ পরিবিষ্য গৃহানুপোদৈত্যব-
ভৃথমেব তদুপাবৈতি ॥ ৫ ॥
যৎ সভাগয়তি দক্ষিণাঃ সভাগয়তি যদনুতিষ্ঠত উদবস্যত্যেব তৎ ॥ ৬ ॥
স উপহূতঃ পৃথিব্যাং ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যৎ পৃথিব্যাং বিশ্বরূপম্ ॥ ৭ ॥
স উপহূতোঽন্তরিক্ষে ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যদন্তরিক্ষে বিশ্বরূপম্ ॥ ৮ ॥
স উপহূতো দিবি ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যদ্ দিবি বিশ্বরূপম্ ॥ ৯ ॥
স উপহূতো দেবেষু ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যদ্ দেবেষু বিশ্বরূপম্ ॥ ১০ ॥
স উপহূতো লোকেষু ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যল্লোকেষু বিশ্বরূপম্ ॥ ১১ ॥
স উপহূত উপহূতঃ ॥ ১২ ॥
আপ্নোতীমং লোকমাপ্নোত্যমুম্ ॥ ১৩ ॥
জ্যোতিষ্মতো লোকান্ জয়তি য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ শৃঙ্গে ইন্দ্রঃ শিরো অগ্নির্ললাটং যমঃ কৃকাটম্ ॥ ১ ॥
সোমো রাজা মস্তিষ্কো দ্যৌরুত্তরহনুঃ পৃথিব্যধরহনুঃ ॥ ২ ॥
বিদ্যুজ্জিহ্বা মরুতো দন্তা রেবতীর্গ্রীবাঃ কৃত্তিকা স্কন্ধা ঘর্মো বহঃ ॥ ৩ ॥
বিশ্বং বায়ুঃ স্বর্গো লোকঃ কৃষ্ণদ্রং বিধরণী নিবেষ্যঃ ॥ ৪ ॥
শ্যেনঃ ক্রোড়োঽন্তরিক্ষং পাজস্যং বৃহস্পতিঃ ককুদ্ বৃহতীঃ কীকসাঃ ॥ ৫ ॥
দেবানাং পত্নীঃ পৃষ্টয়ঃ উপসদঃ পর্শবঃ ॥ ৬ ॥
মিত্রশ্চ বরুণশ্চাংসৌ ত্বষ্টা চার্যমা চ দোষণী মহাদেবো বাহূ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রাণী ভসদ্ বায়ুঃ পুচ্ছং পবমানো বালাঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ শ্রোণী বলমূরূ ॥ ৯ ॥
ধাতা চ সবিতা চাষ্ঠীবন্তৌ জঙ্ঘা গন্ধর্বা অপ্সরসঃ কুষ্ঠিকা
আদিতিঃ শফাঃ ॥ ১০ ॥
চেতো হৃদয়ং যকৃন্মেধা ব্রতং পুরীতৎ ॥ ১১ ॥
ক্ষুৎ কুক্ষিরিরা বনিষ্ঠুঃ পর্বতাঃ প্লাশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ক্রোধো বৃক্কৌ মন্যুরাণ্ডৌ প্রজা শেপঃ ॥ ১৩ ॥
নদী সূত্রী বর্ষস্য পতয় স্তনা স্তনয়িত্নুরূধঃ ॥ ১৪ ॥
বিশ্বব্যাচাশ্চর্মৌষধয়ো লোমানি নক্ষত্রাণি রূপম্ ॥ ১৫ ॥
দেবজনা গুদা মনুষ্যা আন্ত্রাণ্যত্রা উদরম্ ॥ ১৬ ॥
রক্ষাংসি লোহিতমিতরজনা ঊবধ্যম্ ॥ ১৭ ॥
অভ্রং পীবো মজ্জা নিধনম্ ॥ ১৮ ॥
অগ্নিরাসীন উত্থিতোঽশ্বিনা ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রঃ প্রাঙ্ তিষ্ঠন্ দক্ষিণা তিষ্ঠন্ যমঃ ॥ ২০ ॥
প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্ ধাতোদঙ্ তিষ্ঠন্ত্সবিতা ॥ ২১ ॥
তৃণানি প্রাপ্তঃ সোমো রাজা ॥ ২২ ॥
মিত্র ঈক্ষমাণ আবৃত্ত আনন্দঃ ॥ ২৩ ॥
যুজ্যমানো বৈশ্বদেবো যুক্তঃ প্রজাপতির্বিমুক্ত সর্বম্ ॥ ২৪ ॥
এতদ্ বৈ বিশ্বরূপং গোরূপম্ ॥ ২৫ ॥
উপৈনং বিশ্বরূপাঃ সর্বরূপাঃ পশবস্তিষ্ঠন্তি য এবং বেদ ॥ ২৬ ॥

টীকা ঃ—'প্রজাপতিশ্চ' ইত্যাদি সূক্ত গোষ্ঠকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'এহ যন্তু পশবঃ' ইত্যাদি (২।২৬) কাণ্ডে বিশেষ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

শীর্ষক্তিং শীর্ষাময়ং কর্ণশূলং বিলোহিতম্ ।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ১ ॥
কর্ণাভ্যাং তে কংকুষেভ্যঃ কর্ণশূলং বিসল্পকম্ ।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ২ ॥
যস্য হেতোঃ প্রচ্যবতে যক্ষ্মঃ কর্ণত আস্যতঃ ।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ৩ ॥

যঃ কৃণোতি প্রমোতমন্ধং কৃণোতি পূরুষম্ ।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ।। ৪ ।।
অঙ্গভেদমঙ্গজ্বরং বিশ্বাঙ্গ্যং বিসল্পকম্ ।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ৫ ॥
যস্য ভীমঃ প্রতীকাশ উদ্বেপয়তি পূরুষম্ ।
তক্মানং বিশ্বশারদং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ৬ ॥
য ঊরূ অনুসর্পত্যথো এতি গবীনিকে ।
যক্ষ্মং তে অন্তরঙ্গেভ্যো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ৭ ॥
যদি কামাদপকামাদ্ধৃদয়াজ্জায়তে পরি ।
হৃদো বলাসমঙ্গেভ্যো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ৮ ॥
হরিমাণং তে অঙ্গেভ্যোঽপ্বামন্তরোদরাৎ ।
যক্ষ্মোধামন্তরাত্মনো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥ ৯ ॥
আসো বলাসো ভবতু মূত্রং ভবত্বাময়ৎ ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥ ১০ ॥
বহির্বিলং নির্দ্রবতু কাহাবাহং তবোদরাৎ ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥ ১১ ॥
উদরাৎ তে ক্লোম্নো নাভ্যা হৃদয়াদধি ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥ ১২ ॥
যাঃ সীমানং বিরুজন্তি মূর্ধানং প্রত্যর্ষণীঃ ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥ ১৩ ॥
যা হৃদয়মুপর্ষন্ত্যনুতন্বন্তি কীকসাঃ ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥ ১৪ ॥
যাঃ পার্শ্বে উপর্ষন্ত্যনু নিক্ষন্তি পৃষ্টীঃ ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥ ১৫ ॥
যাস্তিরশ্চীরুপর্ষন্ত্যর্ষণীর্বক্ষণাসু তে ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥ ১৬ ॥
যা গুদা অনুসর্পন্ত্যান্ত্রাণি মোহয়ন্তি চ ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥ ১৭ ॥
যা মজ্জ্ঞো নির্ধয়ন্তি পরূংষি বিরুজন্তি চ ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥ ১৮ ॥
যে অঙ্গানি মদয়ন্তি যক্ষ্মাসো রোপণাস্তব ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥ ১৯ ॥
বিসল্পস্য বিদ্রধস্য বাতীকারস্য বালজেঃ ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥ ২০ ॥
পাদাভ্যাং তে জানুভ্যাং শ্রোণিভ্যাং পরি ভংসসঃ ।
অনূকাদর্ষণীরুষ্ণিহাভ্যঃ শীর্ষ্ণো রোগমনীনশম্ ॥ ২১ ॥
সং তে শীর্ষ্ণঃ কপালানি হৃদয়স্য চ যো বিধুঃ ।
উদ্যন্নাদিত্য রশ্মিভিঃ শীর্ষ্ণো রোগমনীনশোঽঙ্গভেদমশীশমঃ ॥ ২২ ॥

টীকাঃ—শিরো-রোগাদির চিকিৎসাকর্মে 'শীর্ষক্তিং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা রে শরীর স্পর্শ করবে। 'পাদাভ্যাং' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রে আদিত্যের উপাসনা ক সকল ব্যাধির চিকিৎসাবিষয়ে এ সূক্তের বিস্তার ২।৩৩ কাণ্ডে বলা হয়েছে।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রম্ ॥ ১ ॥
সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ ॥ ২ ॥
ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভি সং নবন্ত যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নামা ॥ ৩ ॥
কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥ ৪ ॥
ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ ॥ ৫ ॥
পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্ বি তত্নিরে কবয় ওতবা উ ॥ ৬ ॥
অচিকিত্বাংশ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনো ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভ ষডিমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥ ৭ ॥
মাতা পিতরমৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ ॥ ৮ ॥
যুক্তা মাতাসীদ্ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্ গর্ভো বৃজনীষ্বন্তঃ।
অমীমেদ্ বৎসো অনু গামপশ্যদ্ বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু যোজনেষু ॥ ৯ ॥
তিস্রো মাতৃস্ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেক ঊর্ধ্বস্তস্থৌ নেমব গ্লাপয়ন্ত।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদো বাচমবিশ্ববিন্নাম্ ॥ ১০ ॥
পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে যস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন চ্ছিদ্যতে সনাভিঃ ॥ ১১ ॥
পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণে সপ্তচক্রে ষডর আহুরর্পিতম্ ॥ ১২ ॥
দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ ॥ ১৩ ॥
সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।
সূর্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতং যস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪ ॥
স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমা চিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ১৫ ॥
সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষডিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥ ১৬ ॥
অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ।
সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে নহি যূথে অস্মিন্ ॥ ১৭ ॥
অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্য বেদাবঃ পরেণ পর এনাবরেণ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্ দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্ ॥ ১৮ ॥
যে অর্বাঞ্চস্তাঁ উ পরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তাঁ উ অর্বাচ আহুঃ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তা রজসো বহন্তি ॥ ১৯ ॥

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ ২০ ॥
যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে।
তস্য যদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্যঃ পিতরং ন বেদ ॥ ২১ ॥
যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভক্ষমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
এনা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ আকাশে দ্যোতমান, আরোগ্যাথী সকলের সেবনীয়, প্রকাশ ও বৃষ্টি-দানে সকলের পালক, আহ্বানযোগ্য আদিত্যের মধ্যম ভাতৃস্থানীয় বায়ু সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে। (লোকে ভ্রাতা যেমন পিতৃধনের ভাগ হরণ করে, সেরূপ বায়ু মধ্যস্থান অন্তরিক্ষলোক হরণ করছে। আদিত্য ও অগ্নির অপেক্ষায় বায়ুর মধ্যমত্ব। অথবা বৃষ্টির জন্য রশ্মির দ্বারা আহৃত ভৌম রসের হরণের জন্য ভ্রাতা বলা হয়েছে। জগতে পিতৃধন অথবা নিজের উপার্জিত ধনের দ্বারা যেমন ভ্রাতাকে পালন করতে হয়, সেরূপ মধ্যম বায়ুও বৃষ্টির জন্য রসের দ্বারা পোষণীয়), সে আদিত্যের আহুতিরূপ ঘৃত পৃষ্ঠে যার, এরূপ ঘৃতপৃষ্ঠ (অগ্নি) নামক তৃতীয় ভ্রাতা আছে। (রাতে সবিতার তেজোভাগের হরণের জন্য এবং দিনে নিজের তেজের দ্বারা তার পোষণের জন্য ভ্রাতা বলা হয়েছে)। এ ভ্রাতাদের মধ্যে প্রজাগণের পালক অদিতির সপ্তম পুত্র আদিত্যকে আমি সাক্ষাৎ করছি। (এ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক পক্ষে পরমেশ্বরপর ব্যাখ্যা আছে)। ১ ॥ সে সূর্যের একচক্রবিশিষ্ট (তিনচক্রের একরূপত্ব বলে একচক্র বলা হয়েছে) রথে সপ্ত অশ্ব যুক্ত আছে। (এক অশ্ব সপ্ত নাম, অথবা সপ্তরূপ নমন-প্রকার কিংবা এক বায়ু সপ্তরূপে প্রবাহিত হচ্ছে)। সে রথ নাভিস্থানীয় তিনটি ছিদ্রযুক্ত, অজর ও অশিথিল, যে রথে প্রাণিসকল আশ্রয় করে অবস্থান করছে। [অথবা একচক্র অর্থাৎ একচারী অন্যের সাহায্যব্যতীত সঞ্চরণশীল, রথ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল অবলম্বন করে সপ্ত রশ্মি অর্থাৎ সপ্তপ্রকার কার্যবিশিষ্ট পরস্পরবিলক্ষণ সাতটি ঋতু যুক্ত আছে। (ছয়টি ঋতু ও একটি অধিমাসরূপে সাতটি)। সে এক ব্যাপনশীল আদিত্য সপ্ত ঋষির দ্বারা স্তুত ত্রিনাভি-বিশিষ্ট হয়ে (গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত-রূপ অথবা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ তিন কালযুক্ত) বারবার পরিভ্রমণশীল সংবৎসররূপ চক্র ঘুরাচ্ছে। সে চক্রে সমস্ত প্রাণী অবস্থিত আছে অর্থাৎ কালের অধীন বলে সকলের সেখানে স্থিতি রয়েছে। এরূপ কালের কারণভূত পরমেশ্বরের জ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয় বলে অনুক্রমণিকায় জ্ঞান মোক্ষাক্ষরের প্রশংসা করা হয়েছে]। ২ ॥ এ আদিত্যমণ্ডলরূপ (অথবা সংবৎসররূপ) রথ সপ্ত রশ্মি অবস্থান করে আছে। (সংবৎসর পক্ষে—অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত ও মুহূর্তনামক সাতটি অবয়ব রয়েছে)। সে রথ সপ্ত চক্রবিশিষ্ট, সাতটি অশ্ব তা বহন করছে, পরস্পর ভগ্নীরূপা সপ্ত রশ্মি (অথবা সপ্ত ঋতু) তাতে গমন করছে। যে রথ সপ্ত স্বরযুক্ত সামের দ্বারা স্তুত হচ্ছে। ৩ ॥ (প্রপঞ্চের কালাধীনত্ব প্রতিপাদন করে তার কারণভূত পরমেশ্বরের বিষয় বলছেন)—সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত অবস্থায় উৎপদ্যমান প্রপঞ্চকে কে দেখেছে? যেহেতু সে সময় অশরীর পরমেশ্বর অস্থিযুক্ত শরীর অর্থাৎ কার্য-ভাবাপন্ন বস্তুকে অন্তরে ধারণ করেন। (সে সময় কেবল পরমেশ্বর মায়াশক্তিতে এ জগৎ নির্মাণ করেন, সে উৎপত্তির সময় দেহবিশিষ্ট কোন প্রাণী না থাকায় কে দেখেছে —এ প্রশ্ন)। সে সময় পার্থিব স্থূলশরীর, প্রাণাদি সূক্ষ্ম শরীর, শোণিতাদি সপ্ত ধাতু-বিশিষ্ট কোন চেতন কি তখন ছিল? তখন জগৎকারণবিষয়ক জ্ঞানবান অন্য কার কাছে শিষ্য জিজ্ঞাসা করতে পারে? (সেরূপ দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট আত্মা তখন

কোথায় ছিল, প্রষ্টা ও প্রতিবক্তাও তখন ছিল না)'। ৪ ॥ যিনি জানেন তিনি শীঘ্র বলুন—এ পরিদৃশ্যমান বননীয় গমনশীল আদিত্যের স্বরূপ কোথায় নিহিত রয়েছে? মস্তকের মত উন্নত (অথবা সকলের উৎকৃষ্ট) আদিত্যের বর্ষাকালীন রশ্মিগুলি জল বর্ষণ করছে, আবার সকলের আচ্ছাদক অতিবিস্তৃত তেজে স্বসৃষ্ট জল আকর্ষণ করে ভূমিকে নিরুদক করছে, যে আদিত্যের স্বরূপ বলুন। ৫ ॥ পরিপক্কমতি আমি সুসংস্কৃত মনের দ্বারা যে অতিগহন তত্ত্ব জানতে অসমর্থ হয়ে প্রশ্ন করছি, সে তত্ত্ব দেবাদিরও গূঢ়, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে তা জিজ্ঞাসা করছি। সকলের নিবাসরূপ সত্যপ্রকাশক আদিত্যে মেধাবীগণ কোন তন্তু বিস্তার করে? (অথবা মেধাবী যজমানগণ সপ্ত সোমসংস্থারূপ যজ্ঞ নির্মাণের জন্য সপ্ত ছন্দ বিস্তার করছে, সে তত্ত্ব জানতে চাই)। ৬ ॥ দেবতাতত্ত্ব না জেনে আমি তত্ত্বজ্ঞ ক্রান্তদর্শীদের কাছে সে তত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তা কেবল পরমার্থ-জ্ঞানের জন্য অজ্ঞানবশতঃ জিজ্ঞাসা করছি, (পরাভবের জন্য নয়)। যে পরমেশ্বর ছ-টি লোক নিয়মিত করেছেন (যদিও সপ্ত লোক, তথাপি সত্যলোকের কর্মীরা অসাধারণ বলে ছ-টি লোকের কথা বলা হয়েছে), জন্মরহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মার স্বরূপে সত্যলোক নামে পুনরাবৃত্তিরহিত যে স্থান রয়েছে, সেখানে কি কেউ যেতে পারে? [অথবা ছ-টি ঋতুকে যিনি সংযত করেছেন, সে গমনশীল (অথবা জন্মরহিত) আদিত্যের দৃশ্যমান মণ্ডলে এক অদ্বিতীয় আবাঙ্মানসগোচর যে তত্ত্ব আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করছি। আদিত্যমণ্ডলে হিরন্ময় পুরুষ দৃষ্ট হচ্ছে বলে—শ্রুতি যাকে প্রতিপাদন করেছে, তাকে জানতে চাই। অথবা ত্রিবিধ ভূলোক ও ত্রিবিধ দ্যুলোক যিনি ধারণ করেছেন, সে পরব্রহ্মের নানাবিকারযুক্ত জগতে কি কোন একাত্মতা আছে?—এ প্রশ্ন। অবিশেষ নামমাত্র একরূপতা আছে—এ প্রশ্নার্থ]। ৭ ॥ সকলের নির্মাত্রী (মাতা) পৃথিবী পিতা (পালক) দ্যুলোকের (অর্থাৎ দ্যুলোকস্থিত আদিত্যের) ভজন করেছে, জলের জন্য (অথবা যজ্ঞের জন্য) যাগাদি কর্মের দ্বারা অর্থাৎ নিজ আজ্য, সোমাদি হবির দ্বারা তর্পণ করেছে। তা আগে পিতা (দ্যুলোক) এতে অভিলাষযুক্ত চিত্তে সংশ্লিষ্ট হয়ে বৃষ্টি করেছিল। তারপর মাতা (পৃথিবী) গর্ভধারণের ইচ্ছায় গর্ভোৎপত্তি-নিমিত্ত রসের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল (অর্থাৎ ওষধি প্রভৃতির উৎপাদনসমর্থ জলের দ্বারা অত্যন্ত ক্লিন্ন হয়ে পৃথিবী কৃষকের হালের দ্বারা বীজবপনের জন্য বিদারিত হচ্ছে)। ভাবী ব্রীহি প্রভৃতি অন্নযুক্ত লোকেরা শস্যগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে—এরূপ পরস্পর বাক্য লাভ করেছে (অর্থাৎ বৃষ্টি হলে শস্যাদি দ্বারা যাগানুষ্ঠান করবে)। ৮ ॥ যাতে সকল প্রাণী নির্মিত হয়, সে মাতা (দ্যুলোক) অভিমতপূরণসামর্থ পৃথিবীর ভারবহনে যুক্ত ছিল অর্থাৎ বর্ষণের জন্য সমর্থ ছিল। গর্ভস্থানীয় জলসমূহ মেঘপংক্তির মধ্যে ছিল। তারপর পুত্রস্থানীয় জলগুলি মেঘ, রশ্মি ও বায়ুর সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ করে বিশ্বরূপবতী পৃথিবীকে দেখেছিল অর্থাৎ বর্ষণ করেছিল। (অথবা মেঘ, রশ্মি ও বায়ুর সংযোগ হলে মেঘ বর্ষণের জন্য শব্দ করে। তারপর সকল লোক অনুক্রমে শস্যাদির দ্বারা নানারূপবতী ভূমিকে দেখে থাকে)। ৯ ॥ এক পুত্রস্থানীয় আদিত্য (অথবা সংবৎসররূপ কাল) তিন মাতা (শস্য বৃষ্টি প্রভৃতির উৎপাদয়িত্রী ক্ষিত্যাদি তিন লোক) ও তিন পিতাকে (জগতের পালক লোকত্রয়াভিমানী অগ্নি, বায়ু ও সূর্য) অবলম্বন করে উন্নত হয়ে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যদাদিরূপে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গ্লানি লাভ করে না। (সূর্যপক্ষে—সকলের উন্নত আদিত্য গ্লানি প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ কালস্বরূপ আদিত্য কখনও অন্যের দ্বারা পরাভূত হয় না।) দ্যুলোকের পৃষ্ঠে অন্তরিক্ষে পরস্পর মন্ত্রণা হচ্ছে—দেবতাগণ কি সবকিছু জানতে সমর্থ?—সে আদিত্য-সম্বন্ধী গর্জনরূপ বাক্য

পরস্পর আলোচনা করছে। ১০ ॥ পঞ্চ ঋতুরূপ (হেমন্ত ও শিশিরকে এক ধরে) সংবৎসরাত্মক চক্র বার বার আবর্তিত হয় বলে সে কালচক্রে সকল প্রাণীজাত অবস্থান করছে। সে চক্রের মধ্যে বর্তমান অক্ষ সকল ভুবনের পরিবহনের ভারেও পীড়িত হয় না। সনাতন সর্বদা একনাভিযুক্ত সে চক্র কখনও ভগ্ন হয় না। ১১ ॥ পঞ্চ ঋতুরূপ সকলের প্রীতিপ্রদ দ্বাদশ মাসাত্মক বৃষ্টি-জলযুক্ত সংবৎসর-চক্র দ্যুলোকের পরার্ধে অন্তরিক্ষলোকে আদিত্যে অর্পিত হয়েছে—একথা কেউ কেউ বলেন। অপর বেদবাদিগণ বলে থাকেন—সপ্তরশ্মিযুক্ত আদিত্য অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্রিরূপ সপ্তচক্রবিশিষ্ট সংবৎসরে অর্পিত হয়েছে। [অর্থাৎ এ সূর্য দক্ষিণ উত্তররূপ ভিন্নগতিতে তীব্র মন্দাদিরূপে কালের অধীন—একথা কেউ বলে, অপরে সংবৎসরাত্মক কাল সূর্যগমনসাধ্য বলে সূর্যের অধীন এ কথা বলে]। ১২ ॥ সত্যাত্মক আদিত্যের রথচক্র অন্তরিক্ষের উপর বারবার সঞ্চারিত হচ্ছে। দ্বাদশ মাসাত্মক (অথবা মেষাদি দ্বাদশ রাশ্যাত্মক) রথাঙ্গযুক্ত সে চক্র কখন জর হয় না। হে অগ্নি (অথবা সর্বদা গমনশীল আদিত্য), সে চক্রে মিথুনরূপ প্রাণিদের দুঃখত্রাতা সাতশ বিশ (৭২০) দিনরাত অবস্থান করছে (অর্থাৎ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি)। ১৩ ॥ সমাননেমিযুক্ত সংবৎসররূপ চক্র নিত্য হয়েও অজররূপে বারবার আবর্তিত হচ্ছে। উপরে বিস্তৃত ভূমিতে দশজন (ইন্দ্রাদি পঞ্চ লোকপাল এবং নিষাদের সাথে ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণ) মিলে জগৎকার্য নির্বাহ করছে। সকলের চক্ষুস্থানীয় আদিত্যমণ্ডল বৃষ্টির জলে আবৃত হয়ে আসছে। সে মণ্ডলে সকল প্রাণী অর্পিত হয়েছে। ১৪ ॥ রশ্মিসকল (স্ত্রীগণের মত উদকরূপ গর্ভধারণ করায়) স্ত্রীরূপ হলেও তাদের পুরুষ বলা হয় (প্রভূত বৃষ্টির জল সেচন করে বলে)। এ অত্যন্ত নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন কেউ কেউ জানে, কিন্তু স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন কেউ জানে না। স্ত্রীপুরুষরূপ রশ্মিদের ক্রান্তদর্শী পুত্র (পুত্রস্থানীয় জগতের ত্রাতা বৃষ্টির জল) এ অর্থ (স্ত্রীদের পুরুষভাব) জানে, অন্য কেউ জানে না। সে পিতারও পিতা অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা জগৎপালক রশ্মিসমূহ পিতা, তারও পিতা আদিত্যরূপ। [আধ্যাত্মিকপক্ষে—এক নিরুপাধিক আত্মারই উপাধিবশতঃ সেই সেই দেহে অবস্থানবশতঃ স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, কুমারত্ব, কুমারীত্ব ব্যবহার দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ আত্মার স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব কিছুই নেই। সে যে যে শরীর ধারণ করে, তদনুসারে তার নাম হয়। জ্ঞানী পুত্র বয়সে অল্প হলেও সে এ তত্ত্ব জানে অর্থাৎ পরমাত্মারই ঔপাধিক স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বাদিরূপ—এ জানে, সে পুত্র নিজের উৎপাদক জ্ঞানরহিত পিতারও পিতার মত পূজ্য]। ১৫ ॥ এক আদিত্যের সাথে উৎপন্ন সপ্ত ঋতুর মধ্যে সপ্তম ঋতু একের দ্বারা উৎপন্ন—এ কথা কালতত্ত্ববিদ্গণ বলে থাকেন। (চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে দুটি দুটি মাস মিলে বসন্তাদি ছ-টি ঋতু হয়, কিন্তু সপ্তম ঋতু অধিক মাসের একমাসে উৎপন্ন হয় বলে তার আর দ্বিতীয় মাস নেই।) ছ-টি ঋতুই আদিত্যদেব থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু সপ্তমাধার ত্রয়োদশ মাসের দেবভাব নেই। অতএব ছ-টি ঋতু দেবজাত. একটি ঋতু অ-দেবজ। সে ঋতুদের স্বরূপ সকল লোকের অভিমত, সেগুলি পৃথক পৃথক ভাবে স্থাপিত ও রূপভেদে বিবিধ আকৃতিযুক্ত। ১৬ ॥ [এখানে প্রদত্ত আহুতির গাভীরূপে স্তুতি করা হয়েছে]। গোরূপ গমনশীল এ আহুতি বৎসস্থানীয় অগ্নিকে নিম্ন দিকে দু-পা দিয়ে এবং উপর দিকে দু-পা দিয়ে ধারণ করে সূর্যের দিকে উঠেছে, এভাবে সে আহুতি কোন স্থানে গমনের নিশ্চয়তা নেই জন্য আদিত্যের কাছে যায়। ফলভাগী কোন পুরুষের প্রতি অর্ধপথে ফিরে যায়, আবার অন্য কোন প্রদেশে ফলদান করে। এ গাভী সাধারণ গাভীর মত স্বযূথের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রসব করে না। কিন্তু সৌভাগ্যবান কোন

অনুষ্ঠাতাকে ফলদান করে। [এ মন্ত্রে আদিত্য-রশ্মিসকলকে গাভীরূপে স্তুতি করা হয়েছে, সে পক্ষে ব্যাখ্যা আছে।] ১৭ ॥ নিম্নে স্থিত এ জগতের পালক অগ্নিকে ওপরের আদিত্যের সাথে অনুক্রমে যিনি জানেন এবং ওপরে স্থিত বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পালক আদিত্যকে অগ্নির সাথে যিনি উপাসনা করেন, সেরূপ পুরুষ এ লোকে নিজেকে ক্রান্তদর্শী বলতে পারেন এবং সেরূপ দ্যোতমান দেববিষয়ক অলৌকিক মন বিশেষ অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়। এ উভয়ই দুর্লভ। ১৮ ॥ সূর্য ও সোমের চক্রে বর্তমান রশ্মিসকল ও গ্রহাদি পরিভ্রমণকালে যখন অধোমুখ হয়, কালবিদ্‌গণ তাদের পরাঙ্মুখ বলেন এবং যারা প্রথমে পরাঙ্মুখ ছিল তাদের অধোমুখ বলে। হে সোম, তুমি ও ইন্দ্র যে মণ্ডপ পরিভ্রমণ করছ, সেগুলি রঞ্জনাত্মক লোক বহন করছে, যেমন শকটাদিতে সংবদ্ধ অশ্বাদি ভার বহন করে। ১৯ ॥ [এ মন্ত্রে লৌকিক পক্ষীর দৃষ্টান্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্তুতি করা হয়েছে]। দুটি বন্ধুভাবাপন্ন পক্ষী যেমন একটি বৃক্ষে আশ্রয় করে থাকে, তাদের একটি পক্ষী সে বৃক্ষের ফল খায়, অপরটি না খেয়েও সবকিছু দেখে থাকে; সেরূপ এক দেহরূপ বৃক্ষে পরস্পর মিত্র (বা অভিন্ন) জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করেন। তাদের মধ্যে একজন জীবাত্মা (দেহাদির প্রতি অধ্যাস-বশতঃ) এ দেহোত্থিত সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করে, অপরজন পরমাত্মা (মুক্ত বলে) দেহাদির সুখদুঃখাদি কিছু ভোগ করেন না, কিন্তু সব কিছু (জীবাদির অধ্যস্ত অবস্থাদি) দেখে থাকেন। ২০ ॥ [এখানে বৃক্ষের সাথে রূপক কল্পনা করে আদিত্য ও আত্মার প্রশংসা করা হয়েছে।] যে আদিত্যরূপ বৃক্ষে (বৃক্ষের মত সকল ফলের আশ্রয়রূপে) উদকের পানকারী (মধু-ভক্ষক) রশ্মিগুলি (পক্ষীগুলি) রাতে শয়ন করে এবং উদয়কালে প্রকাশ লাভ করে, সে আদিত্য থেকে বিশ্বের ওপরে আদিত্যবৃক্ষের পালকরূপ সুমিষ্ট ফল সকলের ওপরে বর্তমান—একথা তত্ত্ববিদ্‌গণ বলে থাকেন। এরূপ জগতের পালককে যে জন উপাসনা করে না, সে তার ফল পায় না। [অধ্যাত্মপক্ষে—যে পরমাত্মা-রূপ বৃক্ষে অর্থাৎ বৃক্ষের মত গমনরহিত অবিক্রিয়-তত্ত্বে শোভনগমনশীল ইন্দ্রিয়গুলি মধুরূপ জ্ঞানের দ্বারা সুষুপ্তি দশায় নিজ নিজ বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে লীন হয়ে যায়, আবার প্রবোধকালে স্ব-স্ব-বিষয়ে ফিরে আসে; সে পরমাত্মার সংসারের উদ্ধারক আস্বাদনীয় অমৃতরূপ জ্ঞানফলের আস্বাদনে আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মরণাদি থাকে না। যে ব্যক্তি সে জ্ঞানফলের আধার আত্মাকে না জানে, সে ব্যক্তি সে ফল পায় না। যে জানে সে মোক্ষরূপ ফল লাভ করে। অতএব এ পরমেশ্বরকে জেনে আমিও মুক্ত হবো]। ২১ ॥ যে আদিত্যমণ্ডলে শোভনগমন রশ্মিগুলি অমৃতরূপ জলের অংশ গ্রহণ করে অনবরত আমাদের এরূপ কর্তব্য এরূপ বুদ্ধিতে প্রেরণ করে এবং যিনি প্রাণিসকলের স্বামী ও রক্ষক, সে আদিত্যরূপ পরমেশ্বর অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত হয়ে পক্তব্য অর্থাৎ অপকপ্রজ্ঞ আমাকে নিজ মণ্ডলে প্রবেশ করিয়ে থাকেন। [অধ্যাত্মপক্ষে-—যে আত্মাতে স্ব-স্ব-বিষয় গ্রহণের জন্য গমনকুশল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ অমৃতের ভাগ অনবরত বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আবরণ সরিয়ে দিয়ে স্ফূর্তি করায় এবং যিনি দেহের স্বামী, ভুবনের রক্ষক, সে পরমেশ্বর সর্বদা অবিক্রিয় হয়ে পরিপক মনস্ক আমার চিত্তে তাদৃশ বস্তু স্ফুরণ করিয়ে দেন]। ২২ ॥

টীকা ঃ ১-২২। এ অনুবাকের সলিলগণে পাঠ থাকায় 'আপো হি ষ্টা' (১।৫) ইত্যাদি সূক্তে এর বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদের ১।১৬৪ সূক্তের সায়ণভাষ্য অবলম্বনে এর ব্যাখ্যা করা হলো।

দ্বিতীয় সূক্ত

যদ্ গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভং বা ত্রৈষ্টুভান্নিরতক্ষত ।
যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইৎ তদ্ বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ১ ॥
গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্ ।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥ ২ ॥
জগতা সিন্ধুং দিব্যস্কভায়দ্ রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ ।
গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্র রিরিচে মহিত্বা ॥ ৩ ॥
উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্ ।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচৎ ॥ ৪ ॥
হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ৫ ॥
গৌরমীমেদভি বৎসং মিষন্তং মূর্ধানং হিঙ্ঙকৃণোন্মাতবা উ ।
সৃক্কাণং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ৬ ॥
অয়ং স শিঙ্‌ক্তে যেন গৌরভীবৃতা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা ।
সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যান্ বিদ্যুদ্ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ॥ ৭ ॥
অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্ ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্ ।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ॥ ৮ ॥
বিধুং দদ্রাণং সলিলস্য পৃষ্ঠে যুবানং সন্তং পলিতো জগার ।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৯ ॥
য ঈং চকার ন সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিরা বিবেশ ॥ ১০ ॥
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্ ।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ১১ ॥
দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্নো মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ ।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥ ১২ ॥
পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ ।
পৃচ্ছামি বিশ্বস্য ভুবনস্য নাভিং পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ১৩ ॥
ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ ।
অয়ং যজ্ঞো বিশ্বস্য ভুবনস্য নাভির্ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ১৪ ॥
ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি ।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥ ১৫ ॥
অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্ ॥ ১৬ ॥
সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি ।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ ॥ ১৭ ॥
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইৎ তদ্ বিদুস্তে অমী সমাসতে ॥ ১৮ ॥
ঋচঃ পদং মাত্রয়া কল্পয়ন্তোঽর্ধর্চেন চাক্লৃপুর্বিশ্বমেজৎ ।
ত্রিপাদ্ ব্রহ্ম পুরুরূপং বি তষ্ঠে তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ১৯ ॥
সূযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অধা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম ।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ২০ ॥

গৌরির্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী ।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা ভুবনস্য পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ
সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি ।
ত আববৃত্রন্‌ৎ সদনাদৃতস্যাদিদ্‌ ঘৃতেন পৃথিবীং ব্যূদুঃ ॥ ২২ ॥
অপাদেতি প্রথমা পদ্বতীনাং কস্তদ্‌ বাং মিত্রাবরুণা চিকেত ।
গর্ভো ভারং ভরত্যা চিদস্যা ঋতং পিপর্ত্যনৃতং নি পাতি ॥ ২৩ ॥
বিরাড়্‌ বাগ্‌ বিরাট্‌ পৃথিবী বিরাডন্তরিক্ষং বিরাট্‌ প্রজাপতিঃ ।
বিরাণ্মৃত্যুঃ সাধ্যানামধিরাজো বভূব তস্য ভূতং ভব্যং বশে
স মে ভূতং ভব্যং বশে কৃণোতু ॥ ২৪ ॥
শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ ।
উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্‌ ॥ ২৫ ॥
ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্‌ ।
বিশ্বমন্যো অভিচষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্‌ ॥ ২৬ ॥
চত্বারি বাক্‌ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্‌ ।
একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ২৮ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের অনুবাক পূর্বের মত । আচার্য সায়ণ এখানে কোন ব্যাখ্যা করেন নি বলে আমরাও গ্রন্থ-বিস্তৃতি ভয়ে বিরত হলাম । তবে এগুলির ব্যাখ্যা ঋগ্বেদের ১ মণ্ডল ১৬৪ সূক্তের ২০ থেকে ৫২ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য ।

দশম কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যাং কল্পয়ন্তি বহতৌ বধূমিব বিশ্বরূপাং হস্তকৃতাং চিকিৎসবঃ।
সারাদেত্বপ নুদাম এনাম্ ॥ ১ ॥
শীর্ষণ্বতি নস্বতী কর্ণিনী কৃত্যাকৃতা সংভৃতা বিশ্বরূপা।
সারাদেত্বপ নুদাম এনাম্ ॥ ২ ॥
শূদ্রকৃতা রাজকৃতা স্ত্রীকৃতা ব্রহ্মভিঃ কৃতা।
জায়া পত্যা নুত্তেব কর্তারং বন্ধবৃচ্ছতু ॥ ৩ ॥
অনয়াহমোষধ্যা সর্বাঃ কৃত্যা অদূদুষম্।
যাং ক্ষেত্রে চক্রুর্যাং গোষু যাং বা তে পুরুষেষু ॥ ৪ ॥
অঘমস্তবঘকৃতে শপথঃ শপথীয়তে।
প্রত্যক্ প্রতিপ্রহিণ্মো যথা কৃত্যাকৃতং হনৎ ॥ ৫ ॥
প্রতীচীন আঙ্গিরসোঽধ্যক্ষো নঃ পুরোহিতঃ।
প্রতীচীঃ কৃত্যা আকৃত্যামূন্ কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৬ ॥
যস্ত্বোবাচ পরেহীতি প্রতিকূলমুদায্যম্।
তং কৃত্যেঽভিনিবর্তস্ব মাস্মানিচ্ছো অনাগসঃ ॥ ৭ ॥
যস্তে পরূংষি সন্দধৌ রথস্যেবর্ভূধিয়া।
তং গচ্ছ তত্র তেঽয়নমজ্ঞাতস্তেঽয়ং জনঃ ॥ ৮ ॥
যে ত্বা কৃত্বালেভিরে বিদ্বলা অভিচারিণঃ।
শংভ্বীদং কৃত্যাদূষণং প্রতিবর্ত্ম পুনঃসরং তেন ত্বা স্নপয়ামসি ॥ ৯ ॥
যদ্ দুর্ভগাং প্রস্নপিতাং মৃতবৎসামুপেয়িম।
অপৈতু সর্বং মৎ পাপং দ্রবিণং মোপ তিষ্ঠতু ॥ ১০ ॥
যৎ তে পিতৃভ্যো দদতো যজ্ঞে বা নাম জগৃহুঃ।
সন্দেশ্যাৎ সর্বস্মাৎ পাপাদিমা মুঞ্চন্তু ত্বৌষধীঃ ॥ ১১ ॥
দেবৈনসাৎ পিত্র্যান্নামগ্রাহাৎ সন্দেশ্যাদভিনিষ্কৃতাৎ।
মুঞ্চন্তু ত্বা বীরুধো বীর্যেণ ব্রহ্মণ ঋগ্ভিঃ পয়স ঋষীণাম্ ॥ ১২ ॥
যথা বাতশ্চ্যাবয়তি ভূম্যা রেণুমন্তরিক্ষাচ্চাভ্রম্।
এবা মৎ সর্বং দুর্ভূতং ব্রহ্মনুত্তমপায়তি ॥ ১৩ ॥
অপ ক্রাম নানদতী বিনদ্ধা গর্দভীব।
কর্তৄন্ নক্ষস্বেতো নুত্তা ব্রহ্মণা বীর্যাবতা ॥ ১৪ ॥
অয়ং পন্থাঃ কৃত্যেতি ত্বা নয়ামোঽভিপ্রহিতাং প্রতি ত্বা প্র হিণ্মঃ।
তেনাভি যাহি ভঞ্জত্যনস্বতীব বাহিনী বিশ্বরূপা কুরূটিনী ॥ ১৫ ॥
পরাক্ তে জ্যোতিরপথং তে অর্বাগন্যত্রাস্মদয়না কৃণুষ্ব।
পরেণেহি নবতিং নাব্যা অতি দুর্গাঃ স্রোত্যা
মা ক্ষণিষ্ঠাঃ পরেহি ॥ ১৬ ॥

বাত ইব বৃক্ষান্ নি মৃণীহি পাদয় মা গামশ্বং
পুরুষমুচ্ছিষ এষাম্ ।
কর্তৄন্ নিবৃত্যেতঃ কৃত্যেঽপ্রজাস্ত্বায় বোধয় ॥ ১৭ ॥
যাং তে বর্হিষি যাং শ্মশানে ক্ষেত্রে কৃত্যাং বলগং বা নিচখ্নুঃ ।
অগ্নৌ বা ত্বা গার্হপত্যেঽভিচেরুঃ পাকং সন্তং
ধীরতরা অনাগসম্ ॥ ১৮ ॥
উপাহৃতমনুবুদ্ধং নিখাতং বৈরং ৎসার্যন্ববিদাম কর্ত্রম্ ।
তদেতু যত আভৃতং তত্রাশ্ব ইব বি বর্ততাং
হন্তু কৃত্যাকৃতঃ প্রজাম্ ॥ ১৯ ॥
স্বায়সা অসয়ঃ সন্তি নো গৃহে বিদ্মা তে কৃত্যে যতিধা পরূংষি ।
উত্তিষ্ঠৈব পরেহীতোঽজ্ঞাতে কিমিহেচ্ছসি ॥ ২০ ॥
গ্রীবাস্তে কৃত্যে পাদৌ চাপি কর্ৎস্যামি নির্দ্রব ।
ইন্দ্রাগ্নী অস্মান্ রক্ষতাং যৌ প্রজানাং প্রজাবতী ॥ ২১ ॥
সোমো রাজাধিপা মৃড়িতা চ ভূতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ॥ ২২ ॥
ভবাশর্বাবস্যতাং পাপকৃতে কৃত্যাকৃতে ।
দুষ্কৃতে বিদ্যুতং দেবহেতিম্ ॥ ২৩ ॥
যদ্যেয়থ দ্বিপদী চতুষ্পদী কৃত্যাকৃতা সম্ভৃতা বিশ্বরূপা ।
সেতোঽষ্টাপদী ভূত্বা পুনঃ পরেহি দুচ্ছুনে ॥ ২৪ ॥
অভ্যক্তাক্তা স্বরঙ্কৃতা সর্বং ভরন্তী দুরিতং পরেহি ।
জানীহি কৃত্যে কর্তারং দুহিতেব পিতরং স্বম্ ॥ ২৫ ॥
পরেহি কৃত্যে মা তিষ্ঠো বিদ্ধস্যেব পদং নয় ।
মৃগঃ স মৃগয়ুস্ত্বং ন ত্বা নিকর্তুমর্হতি ॥ ২৬ ॥
উত হন্তি পূর্বাসিনং প্রত্যাদায়াপর ইষ্বা ।
উত পূর্বস্য নিঘ্নতো নি হন্ত্যপরঃ প্রতি ॥ ২৭ ॥
এতদ্ধি শৃণু মে বচোঽথেহি যত এয়থ ।
যস্ত্বা চকার তং প্রতি ॥ ২৮ ॥
অনাগোহত্যা বৈ ভীমা কৃত্যে মা নো গামশ্বং পুরুষং বধীঃ ।
যত্রযত্রাসি নিহিতা ততস্ত্বোত্থাপয়ামসি পর্ণাল্লঘীয়সী ভব ॥ ২৯ ॥
যদি স্থ তমসাবৃতা জালেনাভিহিতা ইব ।
সর্বাঃ সংলুপ্যেতঃ কৃত্যাঃ পুনঃ কর্ত্রে প্র হিণ্মসি ॥ ৩০ ॥
কৃত্যাকৃতো বলগিনোঽভিনিষ্কারিণঃ প্রজাম্ ।
মৃণীহি কৃত্যে মোচ্ছিষোঽমূন্ কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৩১ ॥
যথা সূর্যো মুচ্যতে তমসস্পরি রাত্রিং জহাত্যুষসশ্চ কেতূন্ ।
এবাহং সর্বং দুর্ভূতং কর্ত্রং কৃত্যাকৃতা কৃতং হস্তীব
রজো দুরিতং জহামি ॥ ৩২ ॥

টীকা ঃ [পূর্ব পূর্ব সূক্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জন্য সায়ণাচার্য সমগ্র দশম কাণ্ডের কোন পৃথক ব্যাখ্যা করেন নি । আমরাও আচার্যের অনুসরণ করে পৃথক্ ব্যাখ্যা থেকে বিরত হলাম । কেবল ভাষ্যানুক্রমণিকা থেকে বিষয়সূচী নির্দেশ করছি] ।

এ সূক্তের মন্ত্রগুলি কৃত্যাপরিহারের জন্য শান্ত্যুদক-কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে । 'দূষ্যা দূষিরসি' (২।১১) সূক্তে এর বিনিয়োগাদি দ্রষ্টব্য ।

দ্বিতীয় সূক্ত

কেন পার্ষ্ণী আভৃতে পুরুষস্য কেন মাংসং সম্ভৃতং কেন গুল্ফৌ।
কেনাঙ্গুলীঃ পেশনীঃ কেন খানি কেনোচ্ছ্লঙ্খৌ মধ্যতঃ কঃ প্রতিষ্ঠাম্ ॥ ১ ॥
কস্মান্নু গুল্ফাবধরাবকৃণ্বন্নষ্ঠীবন্তাবুত্তরৌ পুরুষস্য।
জঙ্ঘে নির্ঋত্য ন্যদধুঃ ক্ব স্বিজ্জানুনোঃ সন্ধী ক উ তচ্চিকেত ॥ ২ ॥
চতুষ্টয়ং যুজ্যতে সংহিতান্তং জানুভ্যামূর্ধ্বং শিথিরং কবন্ধম্।
শ্রোণী যদূরূ ক উ তজ্জজান যাভ্যাং কুসিন্ধং সুদৃঢ়ং বভূব ॥ ৩ ॥
কতি দেবাঃ কতমে ত আসন্ য উরো গ্রীবাশ্চিক্যুঃ পুরুষস্য।
কতি চ স্তনৌ ব্যদধুঃ কঃ কফোডৌ কতি স্কন্ধান্ কতি পৃষ্টীরচিন্বন্ ॥ ৪ ॥
কো অস্য বাহূ সমভরদ্ বীর্যং করবাদিতি।
অংসৌ কো অস্য তদ্ দেবঃ কুসিন্ধে অধ্যা দধৌ ॥ ৫ ॥
কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ শীর্ষণি কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষণী মুখম্।
যেষাং পুরুত্রা বিজয়স্য মহ্মনি চতুষ্পাদো দ্বিপদো যন্তি যামম্ ॥ ৬ ॥
হন্বোর্হি জিহ্বামদধাৎ পুরূচীমধা মহীমধি শিশ্রায় বাচম্।
স আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তরপো বসানঃ ক উ তচ্চিকেত ॥ ৭ ॥
মস্তিষ্কমস্য যতমো ললাটং ককাটিকাং প্রথমো যঃ কপালম্।
চিত্বা চিত্যং হন্বোঃ পুরুষস্য দিবং রুরোহ কতমঃ স দেবঃ ॥ ৮ ॥
প্রিয়াপ্রিয়ানি বহুলা স্বপ্নং সম্বাধতন্দ্র্যঃ।
আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কস্মাদ্ বহতি পুরুষঃ ॥ ৯ ॥
আর্তিরবর্তির্নির্ঋতিঃ কুতো নু পুরুষেঽমতিঃ।
রাদ্ধিঃ সমৃদ্ধিরব্যৃদ্ধির্মতিরুদিতয়ঃ কুতঃ ॥ ১০ ॥
কো অস্মিন্নাপো ব্যদধাদ্ বিষূবৃতঃ পুরূবৃত সিন্ধুসৃত্যায় জাতাঃ।
তীব্রা অরুণা লোহিনীস্তাম্রধূম্রা ঊর্ধ্বা অবাচীঃ পুরুষে তিরশ্চীঃ ॥ ১১ ॥
কো অস্মিন্ রূপমদধাৎ কো মহ্মানং চ নাম চ।
গাতুং কো অস্মিন্ কঃ কেতুং কশ্চরিত্রাণি পুরুষে ॥ ১২ ॥
কো অস্মিন্ প্রাণমবয়ৎ কো অপানং ব্যানমু।
সমানমস্মিন্ কো দেবোঽধি শিশ্রায় পুরুষে ॥ ১৩ ॥
কো অস্মিন্ যজ্ঞমদধাদেকো দেবোঽধি পুরুষে।
কো অস্মিনৎসত্যং কোঽনৃতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোঽমৃতম্ ॥ ১৪ ॥
কো অস্মৈ বাসঃ পর্যদধাৎ কো অস্যায়ুরকল্পয়ৎ।
বলং কো অস্মৈ প্রাযচ্ছৎ কো অস্যাকল্পয়জ্জবম্ ॥ ১৫ ॥
কেনাপো অন্বতনুত কেনাহরকরোদ্ রুচে।
উষসং কেনান্বৈন্দ্ধ কেন সায়ম্ভবং দদে ॥ ১৬ ॥
কো অস্মিন্ রেতো ন্যদধাৎ তন্তুরা তায়তামিতি।
মেধাং কো অস্মিন্নধ্যোহৎ কো বাণং কো নৃতো দধৌ ॥ ১৭ ॥
কেনেমাং ভূমিমৌর্ণোৎ কেন পর্যভবদ্ দিবম্।
কেনাভি মহ্না পর্বতান্ কেন কর্মাণি পুরুষঃ ॥ ১৮ ॥
কেন পর্জন্যমন্বেতি কেন সোমং বিচক্ষণম্।
কেন যজ্ঞং চ শ্রদ্ধাং চ কেনাস্মিন্ নিহিতং মনঃ ॥ ১৯ ॥
কেন শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি কেনেমং পরমেষ্ঠিনম্।
কেনেমমগ্নিং পূরুষঃ কেন সংবৎসরং মমে ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মেমং পরমেষ্ঠিনম্ ।
ব্রহ্মেমমগ্নিং পুরুষো ব্রহ্ম সম্বৎসরং মমে ॥ ২১ ॥
কেন দেবাঁ অনু ক্ষিয়তি কেন দৈবজনীর্বিশঃ ।
কেনেদমন্যন্নক্ষত্রং কেন সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥
ব্রহ্ম দেবাঁ অনু ক্ষিয়তি ব্রহ্ম দৈবজনীর্বিশঃ ।
ব্রহ্মেদমন্যন্নক্ষত্রং ব্রহ্ম সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
কেনেয়ং ভূমির্বিহিতা কেন দ্যৌরুত্তরা হিতা ।
কেনেদমূর্ধ্বং তির্যকং চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মণা ভূমির্বিহিতা ব্রহ্ম দ্যৌরুত্তরা হিতা ।
ব্রহ্মেদমূর্ধ্বং তির্যকং চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্ ॥ ২৫ ॥
মূর্ধানমস্য সংসীব্যাথর্বা হৃদয়ং চ যৎ ।
মস্তিষ্কাদূর্ধ্বঃ প্রৈরয়ৎ পবমানোঽধি শীর্ষতঃ ॥ ২৬ ॥
তদ্ বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ ।
তৎ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ ॥ ২৭ ॥
ঊর্ধ্বো নু সৃষ্টাস্তির্যঙ্ নু সৃষ্টাঃ সর্বা দিশঃ পুরুষ আ বভূবাঁ ।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদামৃতেনাবৃতং পুরম্ ।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং প্রজাং দদুঃ ॥ ২৯ ॥
ন বৈ তং চক্ষুর্জহাতি ন প্রাণো জরসঃ পুরা ।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥
অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরয়োধ্যা ।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১ ॥
তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে ।
তস্মিন যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৩২ ॥
প্রভ্রাজমানাং হরিণীং যশসা সংপরীবৃতাম্ ।
পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তে মানুষের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট মানুষকে কোন্ দেবতা সৃষ্টি করেছে—ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। যাজ্ঞিকগণ এ সূক্ত পুরুষমেধ যজ্ঞে বিনিযুক্ত করেছেন। সেরূপ শনৈশ্চর গ্রহদেবতার হোমকার্যে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অয়ং মে বরণো মণিঃ সপত্নক্ষয়ণো বৃষা ।
তেনা রভস্ব ত্বং শত্রূন্ প্র মৃণীহি দুরস্যতঃ ॥ ১ ॥
প্রৈণান্ছৃণীহি প্র মৃণা রভস্ব মণিস্তে অস্তু পুরএতা পুরস্তাৎ
অবারয়ন্ত বরণেন দেবা অভ্যাচারমসুরাণাং শ্বঃশ্বঃ ॥ ২ ॥

অয়ং মণির্বরণো বিশ্বভেষজঃ সহস্রাক্ষো হরিতো হিরণ্যয়ঃ।
স তে শত্রূনধরান্ পাদয়াতি পূর্বস্তান্ দভ্নুহি যে ত্বা দ্বিষন্তি ॥ ৩ ॥
অয়ং তে কৃত্যাং বিততাং পৌরুষেয়াদয়ং ভয়াৎ।
অয়ং ত্বা সর্বস্মাৎ পাপাদ্ বরণো বারয়িষ্যতে ॥ ৪ ॥
বরণো বারয়াতা অয়ং দেবো বনস্পতিঃ।
যক্ষ্মো যো অস্মিন্নাবিষ্টস্তমু দেবা অবীবরন্ ॥ ৫ ॥
স্বপ্নং সুপ্ত্বা যদি পশ্যাসি পাপং মৃগঃ সৃতিং যতি ধাবাদজুষ্টাম্।
পরিক্ষবাচ্ছকুনেঃ পাপবাদাদয়ং মণির্বরণো বারয়িষ্যতে ॥ ৬ ॥
অরাত্যাস্ত্বা নির্ঋত্যা অভিচারাদথো ভয়াৎ।
মৃত্যোরোজীয়সো বধাদ্ বরণো বারয়িষ্যতে ॥ ৭ ॥
যন্মে মাতা যন্মে পিতা ভ্রাতরো যচ্চ মে স্বা যদেনশ্চকৃমা বয়ম্।
ততো নো বারয়িষ্যতেয়ং দেবো বনস্পতিঃ ॥ ৮ ॥
বরণেন প্রব্যথিতা ভ্রাতৃব্যা মে সবন্ধবঃ।
অসূর্তং রজো অপ্যগুস্তে যন্ত্বধমং তমঃ ॥ ৯ ॥
অরিষ্টোঽহমরিষ্টগুরায়ুষ্মান্‌ৎসর্বপুরুষঃ।
তং মায়ং বরণো মণিঃ পরি পাতু দিশোদিশঃ ॥ ১০ ॥
অয়ং মে বরণ উরসি রাজা দেবো বনস্পতিঃ।
স মে শত্রূন্ বি বাধতামিন্দ্রো দস্যূনিবাসুরান্ ॥ ১১ ॥
ইমং বিভর্মি বরণমায়ুষ্মান্‌ছতশারদঃ।
স মে রাষ্ট্রং চ ক্ষত্রং চ পশূনোজশ্চ মে দধৎ ॥ ১২ ॥
যথা বাতো বনস্পতীন্ বৃক্ষান্ ভনক্ত্যোজসা।
এবা সপত্নান্ মে ভঙ্গ্ধি পূর্বান্ জাতাঁ উতাপরান্ বরণস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১৩ ॥
যথা বাতশ্চাগ্নিশ্চ বৃক্ষান্ প্সাতো বনস্পতীন্।
এবা সপত্নান্ মে প্সাহি পূর্বান্ জাতাঁ উতাপরান্ বরণস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১৪ ॥
যথা বাতেন প্রক্ষীণা বৃক্ষাঃ শেরে ন্যর্পিতাঃ।
এবা সপত্নাংস্ত্বং মম প্র ক্ষিণীহি ন্যর্পায় পূর্বান্ জাতাঁ
উতাপরান্ বরণস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১৫ ॥
তাংস্তং ছিন্ধি বরণ পুরা দিষ্টাৎ পুরায়ুষঃ।
য এনং পশুষু দিপ্সন্তি যে চাস্য রাষ্ট্রদিপ্সবঃ ॥ ১৬ ॥
যথা সূর্যো অভিভাতি যথাস্মিন্ তেজ আহিতম্।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ১৭ ॥
যথা যশশ্চন্দ্রমস্যাদিত্যে চ নৃচক্ষসি।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ১৮ ॥
যথা যশঃ পৃথিব্যাং যথাস্মিন্ জাতবেদসি
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ১৯ ॥
যথা যশঃ কন্যায়াং যথাস্মিন্‌ৎসম্ভৃতে রথে।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২০ ॥

যথা যশঃ সোমপীথে মধুপর্কে যথা যশঃ ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২১ ॥
যথা যশোঽগ্নিহোত্রে বষট্‌কারে যথা যশঃ ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২২ ॥
যথা যশো যজমানে যথাস্মিন্‌ যজ্ঞ আহিতম্‌ ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২৩ ॥
যথা যশঃ প্রজাপতৌ যথাস্মিন্‌ পরমেষ্ঠিনি ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২৪ ॥
যথা দেবেষ্বমৃতং যথৈষু সত্যমাহিতম্‌ ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু
তেজসা মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২৫ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তে বরণ নামক মণির প্রতাপ, বীর্য, শত্রুক্ষয়ের সামর্থ, ধারণকারীর সর্বদুঃখবিনাশ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। সেরূপ ভয়ার্তের অভয়দান কার্যে, শান্তি-কর্মে ও মণিবন্ধনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইন্দ্রস্য প্রথমো রথো দেবানামপরো রথো বরুণস্য তৃতীয় ইৎ ।
অহীনামপমা রথ স্থাণুমারদথার্ষৎ ॥ ১ ॥
দর্ভঃ শোচিস্তরূণকমশ্বস্য বারঃ পরুষস্য বারঃ । রথস্য বন্ধুরম্‌ ॥ ২ ॥
অব শ্বেত পদা জহি পূর্বেণ চাপরেণ চ ।
উদপ্লুতমিব দার্বহীনামরসং বিষং বারুগ্রম্‌ ॥ ৩ ॥
অরংঘুষো নিমজ্যোন্মজ্য পুনরব্রবীৎ ।
উদপ্লুতমিব দার্বহীনামরসং বিষং বারুগ্রম্‌ ॥ ৪ ॥
পৈদ্বো হন্তি কসর্ণীলং পৈদ্বঃ শ্বিত্রমুতাসিতম্‌ ।
পৈদ্বো রথর্ব্যাঃ শিরঃ সং বিভেদ পৃদাক্বাঃ ॥ ৫ ॥
পৈদ্ব প্রেহি প্রথমোঽনু ত্বা বয়মেমসি ।
অহীন্‌ ব্যস্যতাৎ পথো যেন স্মা বয়মেমসি ॥ ৬ ॥
ইদং পৈদ্বো অজায়তেদমস্য পরায়ণম্‌ ।
ইমান্যর্বতঃ পদাহিঘ্ন্যো বাজিনীবতঃ ॥ ৭ ॥
সংযতং ন বি ষ্পরদ্‌ ব্যাত্তং ন সং যমৎ ।
অস্মিন্‌ ক্ষেত্রে দ্বাবহী স্ত্রী চ পুমাংশ্চ তাবুভাবরসা ॥ ৮ ॥
অরসাস ইহাহয়ো যে অন্তি যে চ দূরকে ।
ঘনেন হন্মি বৃশ্চিকমহিং দণ্ডেনাগতম্‌ ॥ ৯ ॥
অঘাশ্বস্যেদং ভেষজমুভয়োঃ স্বজস্য চ ।
ইন্দ্রো মেঽহিমঘায়ন্তমহিং পৈদ্বো অরন্ধয়ৎ ॥ ১০ ॥
পৈদ্বস্য মন্মহে বয়ং স্থিরস্য স্থিরধাম্নঃ ।
ইমে পশ্চা পৃদাকবঃ প্রদীধ্যত আসতে ॥ ১১ ॥

নষ্টাসবো নষ্টবিষা হতা ইন্দ্রেণ বজ্রিণা।
জঘানেন্দ্রো জঘ্নিমা বয়ম্ ॥ ১২ ॥
হতাস্তিরশ্চিরাজয়ো নিপিষ্টাসঃ পৃদাকবঃ।
দর্বিং করিক্রতং শ্বিত্রং দর্ভেষ্বসিতং জহি ॥ ১৩ ॥
কৈরাতিকা কুমারিকা সকা খনতি ভেষজম্।
হিরণ্যয়ীভিরভ্রিভির্গিরীণামুপ সানুষু ॥ ১৪ ॥
আয়মগন্ যুবা ভিষক্ পৃশ্নিহাপরাজিতঃ।
স বৈ স্বজস্য জম্ভন উভয়োর্বৃশ্চিকস্য চ ॥ ১৫ ॥
ইন্দ্রো মেঽহিমরন্ধয়ন্মিত্রশ্চ বরুণশ্চ।
বাতাপর্জন্যোভা ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রো মেঽহিমরন্ধয়ৎ পৃদাকুং চ পৃদাক্বম্।
স্বজং তিরশ্চিরাজিং কসর্ণীলং দশোনসিম্ ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রো জঘান প্রথমং জনিতারমহে তব।
তেষামু তৃহ্যমাণানাং কঃ স্বিৎ তেষামসদ্ রসঃ ॥ ১৮ ॥
সং হি শীর্ষাণ্যগ্রভং পৌঞ্জিষ্ঠ ইব কর্বরম্।
সিন্ধোর্মধ্যং পরেত্য ব্যনিজমহের্বিষম্ ॥ ১৯ ॥
অহীনাং সর্বেষাং বিষং পরা বহন্তু সিন্ধবঃ।
হতাস্তিরশ্চিরাজয়ো নিপিষ্টাসঃ পৃদাকবঃ ॥ ২০ ॥
ওষধীনামহং বৃণ উর্বরীরিব সাধুয়া।
নয়াম্যর্বতীরিবাহে নিরৈতু তে বিষম্ ॥ ২১ ॥
যদগ্নৌ সূর্যে বিষং পৃথিব্যামোষধীষু যৎ।
কান্দাবিষং কনক্নকং নিরৈত্বৈতু তে বিষম্ ॥ ২২ ॥
যে অগ্নিজা ওষধিজা অহীনাং যে অপ্সুজা বিদ্যুত আবভূবুঃ।
যেষাং জাতানি বহুধা মহান্তি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমসা বিধেম ॥ ২৩ ॥
তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি।
অধস্পদেন তে পদমা দদে বিষদূষণম্ ॥ ২৪ ॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ প্র চ্যাবয় হৃদয়ং পরি বর্জয়।
অধা বিষস্য যৎ তেজোঽবাচীনং তদেতু তে ॥ ২৫ ॥
আরে অভূদ্ বিষমরৌদ্ বিষে বিষমপ্রাগপি।
অগ্নির্বিষমহের্নিরধাৎ সোমো নিরণয়ীৎ।
দংষ্টারমন্বগাদ্ বিষমহিরমৃত ॥ ২৬ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তে নানা সর্প, তাদের বিষ ও তার প্রতীকারের বিষয় বলা হয়েছে। সর্পবিষের চিকিৎসার মন্ত্র, চিকিৎসক ও কিছু ওষধির কথা বর্ণিত হয়েছে। 'ব্রাহ্মণো জজ্ঞে' (৪।৬) ইত্যাদি সূক্তের মত এর বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য।

নবম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ইন্দ্রস্যোজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় ব্রহ্মযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥ ১ ॥

ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় ক্ষত্রযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায়েন্দ্রযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় সোমযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায়াপসুযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্য্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় বিশ্বানি মা ভূতানুপ তিষ্ঠন্তু যুক্তা ম আপ স্থ ॥ ৬ ॥
অগ্নের্ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ৮ ॥
সোমস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ৯ ॥
বরুণস্য ভাগ স্থ। অপাং শক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ১০ ॥
মিত্রাবরুণয়োর্ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ১১ ॥
যমস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ১২ ॥
পিতৃণাং ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ১৩ ॥
দেবস্য সবিতুর্ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥ ১৪ ॥
যো ব আপোঽপাং ভাগোঽপ্স্বন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ১৫ ॥
যো ব আপোঽপামূর্মিরপ্স্বন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ১৬ ॥
যো ব আপোঽপাং বৎসোঽপ্স্বন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ১৭ ॥
যো ব আপোঽপাং বৃষভোঽপ্স্বন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ১৮ ॥

যো ব আপোঽপাং হিরণ্যগর্ভোঽপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তান্ মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ১৯ ॥
যো ব আপোঽপামশ্মা পৃশ্নির্দিব্যোঽপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ২০ ॥
যে ব আপোঽপামগ্নয়োঽপ্স্বন্তর্যজুষ্যা দেবযজনাঃ।
ইদং তানতি সৃজামি তান্ মাভ্যবনিক্ষি।
তৈস্তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥ ২১ ॥
যদর্বাচীনং ত্রৈহায়ণাদনৃতং কিং চোদিম।
আপো মা তস্মাৎ সর্বস্মাদ্ দুরিতাৎ পান্ত্বংহসঃ ॥ ২২ ॥
সমুদ্রং বঃ প্র হিণোমি স্বাং যোনিমপীতন।
অরিষ্টাঃ সর্বহায়সো মা চ নঃ কিং চনামমৎ ॥ ২৩ ॥
অরিপ্রা আপো অপ রিপ্রমস্মৎ।
প্রাস্মদেনো দুরিতং সুপ্রতীকাঃ প্র দুঃষপ্ন্যং প্র মলং বহন্তু ॥ ২৪ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা পৃথিবীসংশিতোঽগ্নিতেজাঃ।
পৃথিবীমনু বি ক্রমেঽহং পৃথিব্যাস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহান্তরিক্ষসংশিতো বায়ুতেজাঃ।
অন্তরিক্ষমনু বি ক্রমেঽহমন্তরিক্ষাৎ তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রণো জহাতু ॥ ২৬ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা দ্যৌসংশিতঃ সূর্যতেজাঃ।
দিবমনু বি ক্রমেঽহং দিবস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ২৭ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা দিক্সংশিতো মনস্তেজাঃ।
দিশোঽনু বি ক্রমেঽহং দিগ্ভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ২৮ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহাশাসংশিতো বাততেজাঃ।
আশা অনু বি ক্রমেঽহমাশাভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ২৯ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহ ঋক্সংশিতঃ সামতেজাঃ।
ঋচোঽনু বি ক্রমেঽহমৃগ্ভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা যজ্ঞসংশিতো ব্রহ্মতেজাঃ।
যজ্ঞমনু বি ক্রমেঽহং যজ্ঞাৎ তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ৩১ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহৌষধীসংশিতঃ সোমতেজাঃ।
ওষধীরনু বি ক্রমেঽহমোষধীভ্যস্তম্ নির্ভজাম যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহাপ্সুসংশিতো বরুণতেজাঃ।
অপোঽনু বি ক্রমেঽহমদ্ভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ৩৩ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা কৃষিসংশিতোঽন্নতেজাঃ।
কৃষিমনু বি ক্রমেঽহং কৃষ্যাস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ৩৪ ॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা প্রাণসংশিতঃ পুরুষতেজাঃ।
প্রাণমনু বি ক্রমেঽহং প্রাণাৎ তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ৩৫ ॥
জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমভ্যষ্ঠাং বিশ্বাঃ পৃতনা অরাতীঃ।
ইদমহমামুষ্যায়ণস্যামুষ্যাঃ পুত্রস্য বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি
বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৩৬ ॥
সূর্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে দক্ষিণামন্বাবৃতম্।
সা মে দ্রবিণং যচ্ছতু সা মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥ ৩৭ ॥
দিশো জ্যোতিষ্মতীরভ্যাবর্তে।
তা মে দ্রবিণং যচ্ছন্তু তা মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥ ৩৮ ॥
সপ্তঋষীনভ্যাবর্তে।
তে মে দ্রবিণং যচ্ছন্তু তে মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মাভ্যাবর্তে।
তন্মে দ্রবিণং যচ্ছতু তন্মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণাঁ অভ্যাবর্তে।
তে মে দ্রবিণং যচ্ছন্তু তে মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥ ৪১ ॥
যং বয়ং মৃগয়ামহে তং বধৈ স্তৃণবামহৈ।
ব্যাত্তে পরমেষ্ঠিনে ব্রহ্মণাপীপদাম তম্ ॥ ৪২ ॥
বৈশ্বানরস্য দ্রংষ্ট্রাভ্যাং হেতিস্তৎ সমসাদতি।
ইয়ং তং প্সাত্বাহুতিঃ সমিদ্ দেবী সহীয়সী ॥ ৪৩ ॥
রাজ্ঞো বরুণস্য বন্ধোঽসি।
সোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমন্নে প্রাণে বধান ॥ ৪৪ ॥
যৎ তে অন্নং ভুবস্পত আক্ষিয়তি পৃথিবীমনু।
তস্য নস্ত্বং ভুবস্পতে সম্প্রযচ্ছ প্রজাপতে ॥ ৪৫ ॥
অপো দিব্যা অচায়িষং রসেন সমপৃক্ষ্মহি।
পয়স্বানগ্ন আগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৪৬ ॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যদ্বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ৪৮ ॥
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবাং ছৃণীহি পরাসুতৃপঃ শোশুচতঃ শৃণীহি ॥ ৪৯ ॥
অপামস্মৈ বজ্রং প্র হরামি চতুর্ভৃষ্টিং শীর্ষভিদ্যায় বিদ্বান্।
সো অস্যাঙ্গানি প্র শৃণাতু সর্বা তন্মে দেবা অনু জানন্তু বিশ্বে ॥ ৫০ ॥

টীকা ঃ এটা আভিচারিক কর্ম। শত্রুনাশের জন্য সমর্থবল জলে প্রবেশ করিয়ে সে

জলে বজ্রত্ব কল্পনা করে শত্রুর দিকে তা নিক্ষেপ করতে হবে। প্রথমে জলের সম্বোধন করে বলতে হবে—যেহেতু তোমরা ইন্দ্রের ওজ-শক্তি, ইন্দ্রের সাথে থাক, অতএব ইন্দ্রবলের সাথে তোমাদের যুক্ত করছি। তারপর তোমরা ইন্দ্রের ভাগ (অংশ). সোমের ভাগ, বরুণের ভাগ, মিত্রাবরুণের ভাগ, যমের ভাগ, পিতৃগণ ও সবিতার ভাগ ইত্যাদি বলতে হবে। এরূপ বিবিধ প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

আরাতীয়োর্ভ্রাতৃব্যস্য দুর্হার্দো দ্বিষতঃ শিরঃ।
আপ বৃশ্চাম্যোজসা ॥ ১ ॥
বর্ম মহ্যময়ং মণিঃ ফালাজ্জাতঃ করিষ্যতি।
পূর্ণো মন্থেন মাগমদ্ রসেন সহ বর্চসা ॥ ২ ॥
যৎ ত্বা শিক্বঃ পরাবধীৎ তক্ষা হস্তেন বাস্যা।
আপস্ত্বা তস্মাজ্জীবলাঃ পুনন্তু শুচয়ঃ শুচিম্ ॥ ৩ ॥
হিরণ্যস্রগয়ং মণিঃ শ্রদ্ধাং যজ্ঞং মহো দধৎ।
গৃহে বসতু নোঽতিথিঃ ॥ ৪ ॥
তস্মৈ ঘৃতং সুরাং মধ্বন্নমন্নং ক্ষদামহে।
স নঃ পিতেব পুত্রেভ্যঃ শ্রেয়ঃশ্রেয়শ্চিকিৎসতু
ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বো দেবেভ্যো মণিরেত্য ॥ ৫ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তমগ্নিঃ প্রত্যমুঞ্চত সো অস্মৈ দুহ আজ্যং
ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৬ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তমিন্দ্রঃ প্রত্যমুঞ্চতৌজসে বীর্যায় কম্।
সো অস্মৈ বলমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৭ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তং সোমঃ প্রত্যমুঞ্চত মহে শ্রোত্রায় চক্ষসে।
সো অস্মৈ বর্চ ইদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৮ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তং সূর্যঃ প্রত্যমুঞ্চত তেনেমা অজয়দ্ দিশঃ।
সো অস্মৈ ভূতিমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৯ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তং বিভ্রচ্চন্দ্রমা মণিমসুরাণাং পুরোঽজয়দ্ দানবানাং হিরণ্যয়ীঃ।
যো অস্মৈ শ্রিয়মিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১০ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
সো অস্মৈ বাজিনং দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১১ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তেনেমাং মণিনা কৃষিমশ্বিনাবভি রক্ষতঃ।
স ভিষগ্‌ভ্যাং মহো দুহ ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১২ ॥
যমধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তং বিভ্রৎ সবিতা মণিং তেনেদমজয়ৎ স্বঃ।
সো অস্মৈ সূনৃতাং দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৩ ॥

যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তমাপো বিভ্রতীর্মণিং সদা ধাবন্ত্যক্ষিতাঃ।
স অভ্যোঽমৃতমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ং শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৪ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তং রাজা বরুণো মণিং প্রত্যমুঞ্চত শংভুবম্।
সো অস্মৈ সত্যমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৫ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তং দেবা বিভ্রতো মণিং সর্বাংল্লোকান্ যুধাজয়ন্।
স এভ্যো জিতিমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৬ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তমিমং দেবতা মণিং প্রত্যমুঞ্চন্ত শম্ভুবম্
স আভ্যো বিশ্বমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৭ ॥
ঋতবস্তমবধ্নতার্তবাস্তমবধ্নত।
সংবৎসরস্তং বদ্ধ্বা সর্বং ভূতং বি রক্ষতি ॥ ১৮ ॥
অন্তর্দেশা অবধ্নত প্রদিশস্তমবধ্নত।
প্রজাপতিসৃষ্টো মণির্দ্বিষতো মেঽধরাঁ অকঃ ॥ ১৯ ॥
অথর্বাণো অবধ্নতাথর্বণা অবধ্নত।
তৈর্মেদিনো অঙ্গিরসো দস্যূনাং বিভিদুঃ
পুরস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ২০ ॥
তং ধাতা প্রত্যমুঞ্চত স ভূতং ব্যকল্পয়ৎ।
তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ২১ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমদ্ রসেন সহ বর্চসা ॥ ২২ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ সহ গোভিরজাবিভিরন্নেন প্রজয়া সহ ॥ ২৩ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ সহ ব্রীহিযবাভ্যাং মহসা ভূত্যা সহ ॥ ২৪ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমন্মধোঘৃতস্য ধারয়া কীলালেন মণিঃ সহ ॥ ২৫ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমদূর্জয়া পয়সা সহ দ্রবিণেন শ্রিয়া সহ ॥ ২৬ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ তেজসা ত্বিষ্যা সহ যশসা কীর্ত্যা সহ ॥ ২৭ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ সর্বাভিভূর্তিভিঃ সহ ॥ ২৮ ॥
তমিমং দেবতা মণিং মহ্যং দদতু পুষ্টয়ে।
অভিভূং ক্ষত্রবর্ধনং সপত্নদম্ভনং মণিম্ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মণা তেজসা সহ প্রতি মুঞ্চামি মে শিবম্।
অসপত্নঃ সপত্নহা সপত্নান্ মেঽধরাঁ অকঃ ॥ ৩০ ॥
উত্তরং দ্বিষতো মাময়ং মণিঃ কৃণোতু দেবজাঃ।
যস্য লোকা ইমে ত্রয়ঃ পয়ো দুগ্ধমুপাসতে।
স মায়মধি রোহতু মণিঃ শ্রৈষ্ঠ্যায় মূর্ধতঃ ॥ ৩১ ॥

যং দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা উপজীবন্তি সর্বদা ।
স মায়মধি রোহতু মণিঃ শ্রৈষ্ঠ্যায় মূর্ধতঃ ॥ ৩২ ॥
যথা বীজমুর্বরায়াং কৃষ্টে ফালেন রোহতি ।
এবা ময়ি প্রজা পশবোঽন্নমন্নং বি রোহতু ॥ ৩৩ ॥
যস্মৈ ত্বা যজ্ঞবর্ধন মণে প্রত্যমুচং শিবম্ ।
তং ত্বং শতদক্ষিণ মণে শ্রৈষ্ঠ্যায় জিন্বতাৎ ॥ ৩৪ ॥
এতমিধ্মং সমাহিতং জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য হোমৈঃ ।
তস্মিন্ বিদেম সুমতিং স্বস্তি প্রজাং চক্ষুঃ
পশূন্ৎ সমিদ্ধে জাতবেদসি ব্রহ্মণা ॥ ৩৫ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের দ্বারা সর্বাভিলাষ প্রাপ্তি ও শত্রুনাশের জন্য খদির কাষ্ঠের বিকাররূপ মণি ধারণ করতে হবে। তার প্রয়োগ ও মন্ত্রাদির নির্দেশ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধি তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্ ।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥
কস্মাদঙ্গাদ্ দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা ।
কস্মাদঙ্গাদ্ বি মিমীতেঽধি চন্দ্রমা মহ স্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম্ ॥ ২ ॥
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যন্তরিক্ষম্ ।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যাহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যুত্তরং দিবঃ ॥ ৩ ॥
ক্ব প্রেপ্সন্ দীপ্যত ঊর্ধ্বো অগ্নিঃ ক্ব প্রেপ্সন্ পবতে মাতরিশ্বা ।
যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাবৃতঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৪ ॥
ক্বার্ধমাসাঃ ক্ব যন্তি মাসাঃ সংবৎসরেণ সহ সংবিদানাঃ ।
যত্র যন্ত্যৃতবো যত্রার্তবাঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৫ ॥
ক্ব প্রেপ্সন্তী যুবতী বিরূপে অহোরাত্রে দ্রবতঃ সংবিদানে ।
যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাপঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৬ ॥
যস্মিন্ৎস্তব্ধ্বা প্রজাপতির্লোকান্ত্সর্বাঁ অধারয়ৎ ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৭ ॥
যৎ পরমমবমং যচ্চ মধ্যমং প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপম্ ।
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ৎ তদ্ বভূব ॥ ৮ ॥
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ ভূতং কিয়ৎ ভবিষ্যদন্বাশয়েঽস্য ।
একং যদঙ্গমকৃণোৎ সহস্রধা কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র ॥ ৯ ॥
যত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ব্রহ্ম জনা বিদুঃ ।
অসচ্চ যত্র সচ্চান্ত স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১০ ॥
যত্র তপঃ পরাক্রম্য ব্রতং ধারয়ত্যুত্তরম্ ।
ঋতং চ যত্র শ্রদ্ধা চাপো ব্রহ্ম সমাহিতাঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১১

যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্নধ্যাহিতা।
যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১২ ॥
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৩ ॥
যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা ঋচঃ সাম যজুর্মহী।
একর্ষির্যস্মিন্নার্পিতঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৪ ॥
যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেঽধি সমাহিতে।
সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ পুরুষেঽধি সমাহিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৫ ॥
যস্য চতস্রঃ প্রদিশো নাড্যস্তিষ্ঠন্তি প্রথমাঃ।
যজ্ঞো যত্র পরাক্রান্তঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৬ ॥
যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।
যো বেদ পরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদ প্রজাপতিম্।
জ্যেষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিদুস্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ ॥ ১৭ ॥
যস্য শিরো বৈশ্বানরশ্চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
অঙ্গানি যস্য যাতবঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৮ ॥
যস্য ব্রহ্ম মুখমাহুর্জিহ্বাং মধুকশামুত।
বিরাজমূধো যস্যাহুঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৯ ॥
যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমান্যথর্বাঙ্গিরসো মুখং
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ২০ ॥
অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমমিব জনা বিদুঃ।
উতো সন্মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখামুপাসতে ॥ ২১ ॥
যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ।
ভূতং চ যত্র ভব্যং চ সর্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ২২ ॥
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষথ ॥ ২৩ ॥
যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মা বেদিতা স্যাৎ ॥ ২৪ ॥
বৃহন্তো নাম তে দেবা যেঽসতঃ পরি জজ্ঞিরে।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্যাসদাহুঃ পরো জনাঃ ॥ ২৫ ॥
যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্তয়ৎ।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য পুরাণমনুসংবিদুঃ ॥ ২৬ ॥
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
হিরণ্যগর্ভং পরমমনত্যুদ্যং জনা বিদুঃ।
স্কম্ভস্তদগ্রে প্রাসিঞ্চদ্ধিরণ্যং লোকে অন্তরা ॥ ২৮ ॥
স্কম্ভে লোকাঃ স্কম্ভে তপঃ স্কম্ভেঽধ্যৃতমাহিতম্।
স্কম্ভ ত্বা বেদ প্রত্যক্ষমিন্দ্রে সর্বং সমাহিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ ইন্দ্রেঽধ্যৃতমাহিতম্‌ ।
ইন্দ্রং ত্বা বেদ প্রত্যক্ষং স্কম্ভে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ৩০ ॥
নাম নাম্না জোহবীতি পুরা সূর্যাৎ পুরোষসঃ ।
যদজঃ প্রথমং সম্বভূব স হ তৎ স্বরাজ্যমিয়ায় যস্মান্নান্যৎ পরমস্তি ভূতম্‌ ॥ ৩১ ॥
যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্‌ ।
দিবং যশ্চক্রে মূর্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩২ ॥
যস্য সূর্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পনর্ণবঃ ।
অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩ ॥
যস্য বাতঃ প্রাণাপাণৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্‌ ।
দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানীস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৪ ॥
স্কম্ভো দাধার দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে স্কম্ভো দাধারোর্বন্তরিক্ষম্‌ ।
স্কম্ভো দাধার প্রদিশঃ ষড়ুর্বীঃ স্কম্ভ ইদং বিশ্বং ভুবনমা বিবেশ ॥ ৩৫ ॥
যঃ শ্রমাৎ তপসো জাতো লোকান্‌ৎ সর্বান্‌ৎসমানশে ।
সোমং যশ্চক্রে কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৬ ॥
কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তীর্নেলয়ন্তি কদা চন ॥ ৩৭ ॥
মহদ্‌ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে ।
তস্মিন্‌ চ্ছ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ ॥ ৩৮ ॥
যস্মৈ হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং বাচা শ্রোত্রেণ চক্ষুষা ।
যস্মৈ দেবাঃ সদা বলিং প্রযচ্ছন্তি বিমিতেঽমিতং
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৩৯ ॥
অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্মনা ।
সর্বাণি তস্মিন্‌ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ ॥ ৪০ ॥
যো বেতসং হিরণ্যয়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ ।
স বৈ গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪১ ॥
তন্ত্রমেকে যুবতী বিরূপে অভ্যাক্রামং বয়তঃ ষণ্ময়ূখম্‌ ।
প্রান্যা তন্তূংস্তিরতে ধত্তে অন্যা নাপ বৃঞ্জাতে ন গমাতো অন্তম্‌ ॥ ৪২ ॥
তয়োরহং পরিনৃত্যন্ত্যোরিব ন বি জানামি যতরা পরস্তাৎ ।
পুমানেনদ্‌ বয়ত্যুদ্গৃণত্তি পুমানেনদ্‌ বি জভারাধি নাকে ॥ ৪৩ ॥
ইমে ময়ূখা উপ তস্তভুর্দিবং সামানি চক্রুস্তসরাণি বাতবে ॥ ৪৪ ॥

টীকাঃ 'কস্মিন্নঙ্গে' ইত্যাদি স্কম্ভ-সূক্ত। 'স্কম্ভ' হচ্ছে সনাতনতম দেবতা, ব্রহ্মারও পূর্ববর্তী, এজন্য তাকে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম বলা হয়। তাতে সব কিছু অবস্থান করছে এবং সব কিছু এর দ্বারা আবিষ্ট রয়েছে। বিরাট্‌ পুরুষও এতে সমাহিত। তাতেই সকল দেবগণ সমাহিত ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি ।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥
স্কম্ভেনেমে বিষ্টভিতে দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তিষ্ঠতঃ ।
স্কম্ভ ইদং সর্বমাত্মন্বদ্‌ যৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ ॥ ২ ॥

তিস্রো হ প্রজা অত্যায়মায়ন্ ন্যন্যা অর্কমভিতোঽবিশন্ত।
বৃহন্ হ তস্থৌ রজসো বিমানো হরিতো হরিণীরা বিবেশ॥ ৩ ॥
দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তত্রাহতাস্ত্রীনি শতানি শঙ্কবঃ ষষ্টিশ্চ খীলা অবিচাচলা যে ॥ ৪ ॥
ইদং সবিতর্বি জানীহি ষড় যমা এক একজঃ।
তস্মিন্ হাপিত্বমিচ্ছন্তে য এষামেক একজঃ ॥ ৫ ॥
আবিঃ সন্নিহিতং গুহা জরন্নাম মহৎ পদম্।
তত্রেদং সর্বমার্পিতমেজৎ প্রাণৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬ ॥
একচক্রং বর্তত একনেমি সহস্রাক্ষরং প্র পুরো নি পশ্চা।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং ক্ব তদ্ বভূব ॥ ৭ ॥
পঞ্চবাহী বহত্যগ্রমেষাং প্রষ্টয়ো যুক্তা অনুসংবহন্তি।
অয়াতমস্য দদৃশে ন যাতং পরং নেদীয়োঽবরং দবীয়ঃ ॥ ৮ ॥
তির্যগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্।
তদাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সাকং যে অস্য গোপা মহতো বভূবুঃ ॥ ৯ ॥
যা পুরস্তাদ্ যুজ্যতে যা চ পশ্চাদ্ যা বিশ্বতো যুজ্যতে যা চ সর্বতঃ।
যয়া যজ্ঞঃ প্রাঙ্ তায়তে তাং ত্বা পৃচ্ছামি কতমা সর্চাম্ ॥ ১০ ॥
যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদ্ ভুবৎ।
তদ্ দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং তৎ সম্ভূয় ভবত্যেকমেব ॥ ১১ ॥
অনন্তং বিততং পুরুত্রানন্তবন্তা সমন্তে।
তে নাকপালশ্চরতি বিচিন্বন্ বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য ॥ ১২ ॥
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরদৃশ্যমানো বহুধা বি জায়তে।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥ ১৩ ॥
ঊর্ধ্বং ভরন্তমুদকং কুম্ভেনেবোদহার্যম্।
পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ ॥ ১৪ ॥
দূরে পূর্ণেন বসতি দূরং ঊনেন হীয়তে।
মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তস্মৈ বলিং রাষ্ট্রভৃতো ভরন্তি ॥ ১৫ ॥
যতঃ সূর্য উদেত্যস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তদেব মন্যেঽহং জ্যেষ্ঠং তদু নাত্যেতি কিং চন ॥ ১৬ ॥
যে অর্বাঙ্ মধ্য উত বা পুরাণং বেদং বিদ্বাংসমভিতো বদন্তি।
আদিত্যমেব তে পরি বদন্তি সর্বে অগ্নিং দ্বিতীয়ং ত্রিবৃতং চ হংসম্ ॥ ১৭ ॥
সহস্রাহ্ন্যং বিযতাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গম্।
স দেবান্ত্সর্বানুরস্যুপদদ্য সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৮ ॥
সত্যেনোর্ধ্বস্তপতি ব্রহ্মণার্বাঙ্ বি পশ্যতি।
প্রাণেন তির্যঙ্ প্রাণতি যস্মিন্ জ্যেষ্ঠমধি শ্রিতম্ ॥ ১৯ ॥
যো বৈ তে বিদ্যাদরণী যাভ্যাং নির্মথ্যতে বসু।
স বিদ্বান্ জ্যেষ্ঠং মন্যেত স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥ ২০ ॥
অপাদগ্রে সমভবৎ সো অগ্রে স্বরাভরৎ।
চতুষ্পাদ্ ভূত্বা ভোগ্যঃ সর্বমাদত্ত ভোজনম্ ॥ ২১ ॥
ভোগ্যো ভবদথো অন্নমদদ্ বহু।
যো দেবমুত্তরাবন্তমুপাসাতৈ সনাতনম্ ॥ ২২ ॥
সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।
অহোরাত্রে প্র জায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ ॥ ২৩ ॥

শতং সহস্রময়ুতং ন্যর্বুদমসংখ্যেয়ং স্বমস্মিন্ নিবিষ্টম্ ।
তদস্য ঘ্নন্ত্যভিপশ্যত এব তস্মাদ্ দেবো রোচত এষ এতৎ ॥ ২৪ ॥
বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকং নেব দৃশ্যতে ।
ততঃ পরিষ্বজীয়সী দেবতা সা মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥
ইয়ং কল্যাণ্যজরা মর্ত্যস্যামৃতা গৃহে ।
যস্মৈ কৃতা শয়ে স যশ্চকার জজার সঃ ॥ ২৬ ॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ২৭ ॥
উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ॥ ২৮ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে ।
উতো তদদ্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে ॥ ২৯ ॥
এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্বং বভূব ।
মহী দেব্যুষসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বি চষ্টে ॥ ৩০ ॥
অবির্বৈ নাম দেবতর্তেনাস্তে পরীবৃতা ।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ ॥ ৩১ ॥
অন্তি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি ।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ॥ ৩২ ॥
অপূর্বেণেষিতা বাচস্তা বদন্তি যথাযথম্ ।
বদন্তীর্যত্র গচ্ছন্তি তদাহুর্ব্রাহ্মণং মহৎ ॥ ৩৩ ॥
যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চারা নাভাবিব শ্রিতাঃ ।
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্মায়য়া হিতম্ ॥ ৩৪ ॥
যেভির্বাত ইষিতঃ প্রবাতি যে দদন্তে পঞ্চ দিশঃ সধ্রীচীঃ ।
য আহুতিমত্যমন্যন্ত দেবা অপাং নেতারঃ কতমে ত আসন্ ॥ ৩৫ ॥
ইমামেষাং পৃথিবীং বস্ত একোহন্তরিক্ষং পর্যেকো বভূব ।
দিবমেষাং দদতে যো বিধর্তা বিশ্বা আশাঃ প্রতি রক্ষন্ত্যেকে ॥ ৩৬ ॥
যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥ ৩৭ ॥
বেদাহং সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ ।
সূত্রং সূত্রস্যাহং বেদাথো যদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥ ৩৮ ॥
যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী অগ্নিরৈৎ প্রদহন্ বিশ্বদাব্যঃ ।
যত্রাতিষ্ঠন্নেকপত্নীঃ পরস্তাৎ ক্বেবাসীন্মাতরিশ্বা তদানীম্ ॥ ৩৯ ॥
অপ্স্বাসীন্মাতরিশ্বা প্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টা দেবাঃ সলিলান্যাসন্ ।
বৃহন্ হ তস্থৌ রজসো বিমানঃ পবমানো হরিত আ বিবেশ ॥ ৪০ ॥
উত্তরেণেব গায়ত্রীমমৃতেহধি বি চক্রমে ।
সাম্না যে সাম সংবিদুরজস্তদ্ দদৃশে ক্ব ॥ ৪১ ॥
নিবেশনঃ সঙ্গমনো বসূনাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা ।
ইন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে ধনানাম্ ॥ ৪২ ॥
পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্ ।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৪৩ ॥
অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকা ঃ 'যো ভূতং' ইত্যাদি সূক্তও স্কম্ভ-দেবতাবিষয়ক। এখানেও স্কম্ভের জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সকলের আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অঘায়তামপি নহ্যা মুখানি সপত্নেষু বজ্রমর্পয়ৈতম্।
ইন্দ্রেণ দত্তা প্রথমা শতৌদনা ভ্রাতৃব্যঘ্নী যজমানস্য গাতুঃ ॥ ১ ॥
বেদিষ্টে চর্ম ভবতু বর্হির্লোমানি যানি তে।
এষা ত্বা রশনাগ্রভীদ্ গ্রাবা ত্বৈষোঽধি নৃত্যতু ॥ ২ ॥
বালাস্তে প্রোক্ষণীঃ সন্তু জিহ্বা সং মার্ষ্টঘ্ন্যে।
শুদ্ধা ত্বং যজ্ঞিয়া ভূত্বা দিবং প্রেহি শতৌদনে ॥ ৩ ॥
যঃ শতৌদনাং পচতি কামপ্রেণ স কল্পতে।
প্রীতা হ্যস্যর্ত্বিজঃ সর্বে যন্তি যথাযথম্ ॥ ৪ ॥
স স্বর্গমা রোহতি যত্রাদস্ত্রিদিবং দিবঃ।
অপূপনাভিং কৃত্বা যো দদাতি শতৌদনাম্ ॥ ৫ ॥
স তাংল্লোকান্ৎ সমাপ্নোতি যে দিব্যা যে চ পার্থিবাঃ।
হিরণ্যজ্যোতিষং কৃত্বা যো দদাতি শতৌদনাম্ ॥ ৬ ॥
যে তে দেবি শমিতারঃ পক্তারো যে চ তে জনাঃ।
তে ত্বা সর্বে গোপ্সন্তি মৈভ্যো ভৈষীঃ শতৌদনে ॥ ৭ ॥
বসবস্ত্বা দক্ষিণত উত্তরান্মরুতস্ত্বা।
আদিত্যাঃ পশ্চাদ্ গোপ্স্যন্তি সাগ্নিষ্টোমমতি দ্রব ॥ ৮ ॥
দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যে।
তে ত্বা সর্বে গোপ্স্যন্তি সাতিরাত্রমতি দ্রব ॥ ৯ ॥
অন্তরিক্ষং দিবং ভূমিমাদিত্যান্ মরুতো দিশঃ।
লোকান্ৎস সর্বানাপ্নোতি যে দদাতি শতৌদনাম্ ॥ ১০ ॥
ঘৃতং প্রোক্ষন্তী সুভগা দেবী দেবান্ গমিষ্যতি।
পক্তারমঘ্ন্যে মা হিংসীর্দিবং প্রেহি শতৌদনে ॥ ১১ ॥
যে দেবা দিবিষদো অন্তরিক্ষসদশ্চ যে যে চেমে ভূম্যামধি।
তেভ্যস্ত্বং ধুক্ষ্ব সর্বদা ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১২ ॥
যৎ তে শিরো যৎ তে মুখং যৌ কর্ণৌ যে চ তে হনূ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৩ ॥
যৌ ত ওষ্ঠৌ যে নাসিকে যে শৃঙ্গে যে চ তেঽক্ষিণী।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৪ ॥
যৎ তে ক্লোমা যদ্ধৃদয়ং পুরীতৎ সহকণ্ঠিকা।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৫ ॥
যৎ তে যকৃদ্ যে মতস্নে যদান্ত্রং যাশ্চ তে গুদাঃ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৬ ॥
যস্তে প্লাশির্যো বনিষ্ঠুর্যৌ কুক্ষী যচ্চ চর্ম তে।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৭ ॥

যৎ তে মজ্জা যদস্থি যন্মাংসং যচ্চ লোহিতম্ ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৮ ॥
যৌ তে বাহু যে দোষণী যাবংসৌ চ তে ককুৎ ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৯ ॥
যাস্তে গ্রীবা যে স্কন্ধা যাঃ পৃষ্টীর্যাশ্চ পর্শবঃ ।
আমিক্ষং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২০ ॥
যৌ ত ঊরূ অষ্ঠীবন্তৌ যে শ্রোণী যা চ তে ভসৎ ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২১ ॥
যৎ তে পুচ্ছং যে তে বালা যদূধো যে চ তে স্তনাঃ ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২২ ॥
যাস্তে জঙ্ঘা যাঃ কুষ্ঠিকা ঋচ্ছরা যে চ তে শফাঃ ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২৩ ॥
যৎ তে চর্ম শতৌদনে যানি লোমান্যঘ্ন্যে ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২৪ ॥
ক্রোড়ৌ তে স্তাং পুরোডাশাবাজ্যেনাভিধারিতৌ ।
তৌ পক্ষৌ দেবি কৃত্বা সা পক্তারং দিবং বহ ॥ ২৫ ॥
উলূখলে মুসলে যশ্চ চর্মণি যো বা শূর্পে তণ্ডুলঃ কণঃ ।
যং বা বাতো মাতরিশ্বা পবমানো মমাথাগ্নিষ্টদ্ধোতা
সুহুতং কৃণোতু ॥ ২৬ ॥
অপো দেবীর্মধুমতীর্ঘৃতশ্চুতো ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্ সাদয়ামি ।
যৎকাম ইদমভিষিঞ্চামি বোঽহং তন্মে সর্বং সং পদ্যতাং
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ২৭ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তে শতৌদন-যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। তার বিবিধ প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদির নির্দেশ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

নমস্তে জায়মানায়ৈ জাতায়া উত তে নমঃ ।
বালেভ্যঃ শফেভ্যো রূপায়াঘ্ন্যে তে নমঃ ॥ ১ ॥
যো বিদ্যাৎ সপ্ত প্রবতঃ সপ্ত বিদ্যাৎ পরাবতঃ ।
শিরো যজ্ঞস্য যো বিদ্যাৎ স বশাং প্রতি গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ২ ॥
বেদাহং সপ্ত প্রবতঃ সপ্ত বেদ পরাবতঃ ।
শিরো যজ্ঞস্যাহং বেদ সোমং চাস্যাং বিচক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
যয়া দ্যৌর্যয়া পৃথিবী যয়াপো গুপিতা ইমাঃ ।
বশাং সহস্রাধারাং ব্রহ্মণাচ্ছাবদামসি ॥ ৪ ॥
শতং কংসাঃ শতং দোগ্ধারঃ শতং গোপ্তারো অধি পৃষ্ঠে অস্যাঃ ।
যে দেবাস্তস্যাং প্রাণন্তি তে বশাং বিদুরেকধা ॥ ৫ ॥
যজ্ঞপদীরাক্ষীরা স্বধাপ্রাণা মহীলুকা ।
বশা পর্জন্যপত্নী দেবাঁ অপ্যেতি ব্রহ্মণা ॥ ৬ ॥
অনু ত্বাগ্নিঃ প্রাবিশদনু সোমো বশে ত্বা ।
ঊধস্তে ভদ্রে পর্জন্যো বিদ্যুতস্তে স্তনা বশে ॥ ৭ ॥

অপস্ত্ব ধুক্ষে প্রথমা উর্বরা অপরা বশে ।
তৃতীয়ং রাষ্ট্রং ধুক্ষেঽন্নং ক্ষীরং বশে ত্বম্ ॥ ৮ ॥
যদাদিত্যৈর্হূয়মানোপাতিষ্ঠ ঋতাবরি ।
ইন্দ্রঃ সহস্রং পাত্রান্ৎসোমং ত্বাপায়য়দ্ বশে ॥ ৯ ॥
যদনূচীন্দ্রমৈরাৎ ত্ব ঋষভোঽহ্বয়ৎ ।
তস্মাৎ তে বৃত্রহা পয়ঃ ক্ষীরং ক্রুদ্ধোঽহরদ্ বশে ॥ ১০ ॥
যৎ তে ক্রুদ্ধো ধনপতিরা ক্ষীরমহরদ্ বশে ।
ইদং তদদ্য নাকস্ত্রিষু পাত্রেষু রক্ষতি ॥ ১১ ॥
ত্রিষু পাত্রেষু তং সোমমা দেব্যহরদ্ বশা ।
অথর্বা যত্র দীক্ষিতো বর্হিষ্যাস্ত হিরণ্যয়ে ॥ ১২ ॥
সং হি সোমেনাগত সমু সর্বেণ পদ্বতা ।
বশা সমুদ্রমধ্যষ্ঠাদ্ গন্ধর্বৈঃ কলিভিঃ সহ ॥ ১৩ ॥
সং হি বাতেনাগত সমু সর্বৈঃ পতত্রিভিঃ ।
বশা সমুদ্রে প্রানৃত্যদৃচঃ সামানি বিভ্রতী ॥ ১৪ ॥
সং হি সূর্যেণাগত সমু সর্বেণ চক্ষুষা ।
বশা সমুদ্রমত্যখ্যদ্ ভদ্রা জ্যোতীংষি বিভ্রতী ॥ ১৫ ॥
অভীবৃতা হিরণ্যেন যদতিষ্ঠ ঋতাবরি ।
অশ্বঃ সমুদ্রো ভূত্বাধ্যস্কন্দদ্ বশে ত্বা ॥ ১৬ ॥
তদ্ ভদ্রাঃ সমগচ্ছন্ত বশা দেষ্ট্র্যথো স্বধা ।
অথর্বা যত্র দীক্ষিতো বর্হিষ্যাস্ত হিরণ্যয়ে ॥ ১৭ ॥
বশা মাতা রাজন্যস্য বশা মাতা স্বধে তব ।
বশায়া যজ্ঞ আয়ুধং ততশ্চিত্তমজায়ত ॥ ১৮ ॥
ঊর্ধ্বো বিন্দুরুদচরদ্ ব্রহ্মণঃ ককুদাদধি ।
ততস্ত্বং জজ্ঞিষে বশে ততো হোতাজায়ত ॥ ১৯ ॥
আস্নস্তে গাথা অভবন্নুষ্ণিহাভ্যো বলং বশে ।
পাজস্যাজ্জজ্ঞে যজ্ঞ স্তনেভ্যো রশ্ময়স্তব ॥ ২০ ॥
ঈর্মাভ্যাময়নং জাতং সক্থিভ্যাং চ বশে তব ।
আন্ত্রেভ্যো যজ্ঞিরে অত্রা উদরাদধি বীরুধঃ ॥ ২১ ॥
যদুদরং বরুণস্যানুপ্রাবিশথা বশে ।
ততস্ত্বা ব্রহ্মোদহ্বয়ৎ স হি নেত্রমবেৎ তব ॥ ২২ ॥
সর্বে গর্ভাদবেপন্ত জায়মানাদসূস্বঃ ।
সসূব হি তামাহুর্বশেতি ব্রহ্মভিঃ ক্লৃপ্তঃ স হ্যস্যা বন্ধুঃ ॥ ২৩ ॥
যুধ একঃ সং সৃজতি যো অস্যা এক ইদ্ বশী ।
তরাংসি যজ্ঞা অভবন্ তরসাং চক্ষুরভবদ্ বশা ॥ ২৪ ॥
বশা যজ্ঞং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ বশা সূর্যমধারয়ৎ ।
বশায়ামন্তরবিশদোদনো ব্রহ্মণা সহ ॥ ২৫ ॥
বশামেবামৃতমাহুর্বশাং মৃত্যুমুপাসতে ।
বশেদং সর্বমভবদ্ দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ পিতর ঋষয়ঃ ॥ ২৬ ॥
য এবং বিদ্যাৎ স বশাং প্রতি গৃহ্ণীয়াৎ ।
তথা হি যজ্ঞঃ সর্বপাদ্ দুহে দাত্রেঽনপস্ফুরন্ ॥ ২৭ ॥
তিস্রো জিহ্বা বরুণস্যান্তর্দীদ্যত্যাসনি ।
তাসাং যা মধ্যে রাজতি সা বশা দুষ্প্রতিগ্রহা ॥ ২৮ ॥

চতুর্ধা রেতো অভবদ্ বশায়াঃ।
অপস্তুরীয়মমৃতং তুরীয়ং যজ্ঞস্তুরীয়ং পশবস্তুরীয়ম্ ॥ ২৯ ॥
বশা দ্যৌর্বশা পৃথিবী বশা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
বশায়া দুগ্ধমপিবন্‌ৎসাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ৩০ ॥
বশায়া দুগ্ধং পীত্বা সাধ্যা বসবশ্চ যে।
তে বৈ ব্রধ্নস্য বিষ্টপি পয়ো অস্যা উপাসতে ॥ ৩১ ॥
সোমমেনামেকে দুহ্রে ঘৃতমেক উপাসতে।
য এবং বিদুষে বশাং দদুস্তে গতাস্ত্রিদিবং দিবঃ ॥ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো বশাং দত্ত্বা সর্বাংল্লোকান্‌ৎসমশ্নুতে।
ঋতং হ্যস্যামার্পিতমপি ব্রহ্মাথো তপঃ ॥ ৩৩ ॥
বশাং দেবা উপ জীবন্তি বশাং মনুষ্যা উত।
বশেদং সর্বমভবদ্ যাবৎ সূর্যো বিপশ্যতি ॥ ৩৪ ॥

টীকা : 'নমস্তে জায়মানায়ৈ' ইত্যাদি সূক্তে দেবীরূপা গাভীর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

একাদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অগ্নে জায়স্বাদিতির্নাথিতেয়ং ব্রহ্মৌদনং পচতি পুত্রকামা ।
সপ্তঋষয়ো ভূতকৃতস্তে ত্বা মন্থন্তু প্রজয়া সহেহ ॥ ১ ॥
কৃণুত ধূমং বৃষণঃ সখায়োঽদ্রোঘাবিতা বাচমচ্ছ ।
অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবীরো যেন দেবা অসহন্ত দস্যূন্ ॥ ২ ॥
অগ্নেঽজনিষ্ঠা মহতে বীর্যায় ব্রহ্মৌদনায় পক্তবে জাতবেদঃ ।
সপ্তঋষয়ো ভূতকৃতস্তে ত্বাজীজনন্নস্যৈ রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছ ॥ ৩ ॥
সমিদ্ধো অগ্নে সমিধা সমিধ্যস্ব বিদ্বান্ দেবান্ যজ্ঞিয়াঁ এহ বক্ষঃ ।
তেভ্যো হবিঃ শ্রপয়ং জাতবেদ উত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৪ ॥
ত্রেধা ভাগো নিহিতো যঃ পুরা বো দেবানাং পিতৃণাং মর্ত্যানাম্ ।
অংশান্ জানীধ্বং বি ভজামি তান্ বো যো দেবানাং স ইমাং পারয়াতি ॥ ৫ ॥
অগ্নে সহস্বানভিভূরভীদসি নীচো ন্যুব্জ দ্বিষতঃ সপত্নান্ ।
ইয়ং মাত্রা মীয়মানা মিতা চ সজাতাংস্তে বলিহৃতঃ কৃণোতু ॥ ৬ ॥
সাকং সজাতৈঃ পয়সা সহৈধ্যুদুব্জৈনাং মহতে বীর্যায় ।
উর্ধ্বো নাকস্যাধি রোহ বিষ্টপং স্বর্গো লোক ইতি যং বদন্তি ॥ ৭ ॥
ইয়ং মহী প্রতি গৃহ্ণাতু চর্ম পৃথিবী দেবী সুমনস্যমানা ।
অথ গচ্ছেম সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ৮ ॥
এতৌ গ্রাবাণৌ সযুজা যুঙ্গ্ধি চর্মণি নির্ভিন্ধ্যংশূন যজমানায় সাধু ।
অবঘ্নতী নি জহি য ইমাং পৃতন্যব উর্ধ্বং প্রজামুদ্ভরন্ত্যুদূহ ॥ ৯ ॥
গৃহাণ গ্রাবাণৌ সকৃতৌ বীর হস্ত আ তে দেবা যজ্ঞিয়া যজ্ঞমগুঃ ।
ত্রয়ো বরা যতমাংস্ত্বং বৃণীষে তাস্তে সমৃদ্ধীরিহ রাধয়ামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি মন্থন থেকে উৎপন্ন হও, ইষ্টফলের আশা করে অদীনা দেবমাতা অদিতি পুত্রকামনায় জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মের উদ্দেশে স্বাহাকারে দেয় অন্ন (অথবা ব্রহ্মৌদন সবাখ্য কর্মে ব্রাহ্মণভোজনের জন্য অন্ন) পাক করছে। পৃথিব্যাদির স্রষ্টা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা মরীচি অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ হে অগ্নি, তোমাকে এ দেবযজন-স্থানে যজমানের পুত্র পৌত্রাদির সাথে মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন করুক। ১ ॥ হে কামবর্ষক সর্বজগতের মিত্ররূপ সপ্তর্ষিগণ (অথবা ঋত্বিক্‌গণ) তোমরা মন্থনের দ্বারা ধূম উৎপন্ন কর, অদ্রোহকারী সুচরিত্র যজমানের রক্ষক তোমরা মথ্যমান অগ্নির স্তুতিবাক্য বল। এ অগ্নি শত্রুসেনার পরাভবকারী, যে অগ্নির দ্বারা বিক্রান্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরদের পরাভূত করেছিল। ২ ॥ হে অগ্নি, প্রভূত সামর্থ্যের জন্য তুমি মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ। হে জাতপ্রাণীদের জ্ঞাতা অগ্নি, ব্রাহ্মণভোজনের পাকের জন্য পৃথিব্যাদির স্রষ্টা সপ্তর্ষিগণ মন্ত্রসামর্থে তোমাকে অতিশয় বীর্যযুক্ত করে উৎপন্ন করেছে। এ পত্নীর উদ্দেশে পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত ধন দাও। ৩ ॥ হে অগ্নি, দীপ্ত তুমি মন্ত্রের দ্বারা আধীয়মান পলাশাদি বৃক্ষ-সম্ভূত সমিধের দ্বারা

অলৌকিক প্রভাবে সন্দীপ্ত হয়ে যজ্ঞার্হ দেবগণকে এ দেবযজনস্থানে আন। হে জাতবেদা অগ্নি, সে দেবতাদের উদ্দেশে (ব্রহ্মৌদনরূপ) অন্ন পাক করে এ যজমানকে (দেহাবসানে) উৎকৃষ্ট দুঃখসংস্পর্শশূন্য স্বর্গলোকে নিয়ে যাও। ৪ ॥ অগ্ন্যাদি দেবগণ, পিতৃ, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি মনুষ্যগণ ও ভোক্তব্য ব্রাহ্মণদের যে ভাগ পূর্বে ব্রীহি প্রভৃতিতে নিহিত আছে, হে দেব প্রভৃতি, তোমরা তা জান। তোমাদের সে ভাগ আমি পৃথক্ করছি। দেবতাদের জন্য নির্বাপাদি কর্তব্য, পিতৃদের জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি এবং মানুষের জন্য ব্রাহ্মণভোজনাদি বিভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে দেবতাদের যে ভাগ, তা অগ্নিতে হবিরূপে হূয়মান হয়ে ইষ্টফল প্রাপ্ত করায়। ৫ ॥ হে অগ্নি, শত্রুর অভিভবনক্ষম বলযুক্ত তুমি, শত্রুর পরাভবকারী হও। আমাদের অপ্রিয়কারী শত্রুদের নীচগামী করে দাও। নির্মাতার নির্মিত এ গৃহ, হে যজমান, তোমার সহজাত পুরুষদের উপনয়নদ্রব্য আনয়ন কর। ৬ ॥ হে যজমান, সজাত পুরুষদের সাথে দুগ্ধের মত সারভূত কর্মফল লাভ কর। এ পত্নীকে অধিক শক্তি লাভের জন্য উন্নত কর। হে যজমান, দেহাবসানে তুমি ঊর্ধ্বদিকে দুঃখসংস্পর্শরহিত ঊর্ধ্বলোকে যাও, যাকে সুকৃতফলের উপভোগ্য স্থান স্বর্গলোক বলে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন। ৭ ॥ এ দেবযজনভূমি আস্তীর্ণ অজিন গ্রহণ করুক, সে পৃথিবীদেবী আমাদের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত হোক, তারপর আমরা সুকৃত লোকে (যাগাদিজন্য পুণ্যফলভূত স্থানে) যাব। ৮ ॥ এ পুরোবর্তী পাষাণের মত দৃঢ়তর উদূখল ও মুসল আস্তীর্ণ অজিনে স্থাপন কর; সোমলতাখণ্ডের মত যাগনিবর্তক ব্রীহিগুলিকে যজমানের জন্য তুষশূন্য কর। হে পত্নী, অবহনন করে তোমার পুত্রদের বিনাশ করতে যে শত্রুসেনা আসছে, তাদের বিনাশ কর এবং নিজ পুত্রদের উন্নত স্থান প্রাপ্ত করাও। ৯ ॥ হে বীর অধ্বর্যু, হস্তে উদূখল ও মুষল ধারণ কর। সে প্রসিদ্ধ যাগযোগ্য দেবগণ তোমার যজ্ঞে এসেছে। হে যজমান, যে কর্মসমৃদ্ধি এবং ঐহিক ও আমুষ্মিক সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছ, তা এ যজ্ঞে সিদ্ধ করছি। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। একাদশ কাণ্ডে পাঁচটি অনুবাক, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে সাতটি সূক্ত। 'অগ্নে জায়স্ব' ইত্যাদি চারটি সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মৌদন-যজ্ঞে দান করতে হবে। 'অস্যৈ রয়িং' ইত্যাদির দ্বারা পত্নীর জন্য ফল কামনা করে অগ্নির অনুমন্ত্রণ করতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইয়ং তে ধীতিরিদমু তে জনিত্রং গৃহ্ণাতু ত্বামদিতিঃ শূরপুত্রা।
পরা পুনীহি য ইমাং পৃতন্যবোঽস্যৈ রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছ ॥ ১ ॥
উপশ্বসে দ্রুবয়ে সীদতা যূয়ং বি বিচ্যধ্বং যজ্ঞিয়াসস্তুষৈঃ।
শ্রিয়া সমানানতি সর্বান্ৎস্যামাধস্পদং দ্বিষতস্পাদয়ামি ॥ ২ ॥
পরেহি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্রমপাং ত্বা গোষ্ঠোঽধ্যরুক্ষদ্ ভরায়।
তাসাং গৃহ্ণীতাদ্ যতমা যজ্ঞিয়া অসন্ বিভাজ্য ধীরীতরা জহীতাৎ ॥ ৩ ॥
এমা অগুর্যোষিতঃ শুম্ভমানা উত্তিষ্ঠ নারি তবসং রভস্ব।
সুপত্নী পত্যা প্রজয়া প্রজাবত্যা ত্বাগন্ যজ্ঞঃ প্রতি কুম্ভং গৃভায় ॥ ৪ ॥
ঊর্জো ভাগো নিহিতো যঃ পুরা ব ঋষিপ্রশিষ্টাপ আ ভরৈতাঃ।
অয়ং যজ্ঞো গাতুবিন্নাথবিৎ প্রজাবিদুগ্রঃ পশুবিদ্ ধীরবিদ্ বো অস্তু ॥ ৫ ॥

অগ্নে চরুর্যজ্ঞিয়স্ত্বাধ্যরুক্ষচ্ছুচিস্তপিষ্ঠস্তপসা তপৈনম্ ।
আর্ষেয়া দৈবা অভিসংগত্য ভাগমিমং তপিষ্ঠা ঋতুভিস্তপন্তু ॥ ১ ॥
শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা আপশ্চরুমব সর্পন্তু শুভ্রাঃ ।
অদুঃ প্রজাং বহুলান্ পশূন্ নঃ পক্তৌদনস্য সুকৃতামেতু লোকম্ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মণা শুদ্ধা উত পূতা ঘৃতেন সোমস্যাংশবস্তণ্ডুলা যজ্ঞিয়া ইমে ।
অপঃ প্র বিশত প্রতি গৃহ্নাতু বশ্চরুরিমং পক্ত্বা সুকৃতামেব লোকম্ ॥ ৮ ॥
উরুঃ প্রথস্ব মহতা মহিম্না সহস্রপৃষ্ঠঃ সুকৃতস্য লোকে ।
পিতামহাঃ পিতরঃ প্রজোপজাহং পক্তা পঞ্চদশস্তে অস্মি ॥ ৯ ॥
সহস্রপৃষ্ঠঃ শতধারো অক্ষিতো ব্রহ্মৌদনো দেবযানঃ স্বর্গঃ ।
অমূংস্ত আ দধামি প্রজয়া রেষয়ৈনান্ বলিহারায় মৃড়তান্মহ্যমেব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে শূর্প, তণ্ডুল থেকে তুষের পৃথক করা তোমার পানস্বরূপ, এ কর্মই তোমার উৎপত্তির কারণ। বীর মিত্র, বরুণ, ধাতা প্রভৃতি পুত্রযুক্ত অদীনা দেবমাতা অদিতি তোমাকে ধারণ করুক। যে শত্রুগণ এ পত্নীকে হিংসা করার জন্য সৈন্য ইচ্ছা করে, তাদের নিরাস করার জন্য এ আঘাতপ্রাপ্ত ব্রীহি থেকে তণ্ডুলগুলি পৃথক কর। এ পত্নীর জন্য পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন দাও। ১ ॥ স্থির সত্যফল লাভের জন্য হে তণ্ডুল, তোমাদের পৃথক্ করছি, অতএব তোমরা কূলায় অবস্থান কর, যাগযোগ্য তোমরা তুষ থেকে পৃথক হও। আমরাও তোমাদের সম্পদে সকল সমানজাত পুরুষদের অতিক্রম করব এবং শত্রুদের পদতলে নিক্ষেপ করব। ২ ॥ হে নারী, জল আনার জন্য জলাশয়ে গিয়ে জল নিয়ে শীঘ্র ফিরে এস। সে সময় গাভীর পানের জন্য জলকুম্ভ মাথায় কর। তাদের মধ্যে যা যজ্ঞের জল, তা ঘটাদিতে গ্রহণ কর, অপর অযজ্ঞীয় জল বুদ্ধিমতী তুমি পৃথক করে পরিত্যাগ কর। ৩ ॥ শোভন অলঙ্কারযুক্ত রমণীগণ জল নিয়ে এসেছে, হে নারী, আসন থেকে উঠে তা গ্রহণের জন্য উদ্যত হও। গুণবান পতি ও শোভন পুত্রযুক্ত হও। এরূপ তোমাকে যজ্ঞ লাভ করুক, তুমি জলপূর্ণ ঘট গ্রহণ কর। ৪ ॥ হে জলসকল, তোমাদের জন্য বলকর জলরাশির ভাগ পূর্বে ব্রহ্মা নিহিত করেছে। হে পত্নী, অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষির দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে এ জল স্থাপন কর। ঋষিদের দ্বারা ক্রিয়মাণ এ ব্রহ্মৌদন-সবাখ্য যজ্ঞ স্বর্গমার্গের প্রাপক, পতি ও পুত্রাদির প্রাপক, অপরের অনভিভবনীয়, গবাদি পশুর প্রাপক ও বিবিধ কর্মের প্রেরক—হে যজমানপত্নী, এ যজ্ঞ তোমাদের এরূপ ফলপ্রদ হোক। ৫ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞীয় চরু-স্থালী তোমার ওপর স্থাপিত হোক, নির্মল, তাপদায়ক তুমি, তোমার সন্তাপক তেজের দ্বারা এ চরু তপ্ত করুক। গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের জ্ঞাতা আর্ষেয় ব্রাহ্মণগণ ও হোতব্য ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ ভাগ পেয়ে বসন্তাদি কালে এ চরু তপ্ত করুক। ৬ ॥ নির্মল, পবিত্র (উৎপবনাখ্য সংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত), মিশ্রিত, যজ্ঞার্হ, শুক্লবর্ণ, আনীত এ জলসকল চরু-স্থালীতে প্রবেশ করুক। সে জলসকল আমাদের পুত্রাদি ও বহুবিধ গো-মহিষাদি পশু দিক। ব্রহ্মৌদনের পাচক যজমান পুণ্যবানদের সুখোপভোগস্থান স্বর্গলোকে গমন করুক। ৭ ॥ মন্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ, ক্ষরণশীল জলের দ্বারা প্রক্ষালিত (অথবা পাকের পর ঘৃতের দ্বারা পবিত্রীকৃত), সোমখণ্ডরূপ যজ্ঞীয় হে তণ্ডুলগুলি, তোমরা স্থালীগত জলে প্রবেশ কর এবং স্থালী তোমাদের গ্রহণ করুক। এ ওদন পাক করে (ব্রহ্মৌদন-সবাখ্য কর্ম করে) যজমান সুকৃত স্বর্গলোকে গমন করুক। ৮ ॥ হে ওদন, পুণ্যফলরূপ স্বর্গাদিলোকে অধিক মহিমায় সহস্ররূপে বিস্তৃত হও। আমাদের পিতৃ-পিতামহাদি ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ এবং পুত্র-পৌত্রাদি অধস্তন সপ্তপুরুষ হে ওদন,

তোমার দ্বারা তৃপ্ত হবে ; আর এ ব্রহ্মৌদনের পাচক আমি পঞ্চদশ সংখ্যাপূরক হবো। আমার অনুষ্ঠিত এ যজ্ঞের দ্বারা সকলে প্রীত হবে। ৯ ॥ হে যজমান, তোমার ক্রিয়মাণ ব্রহ্মৌদন নামক সব-যজ্ঞ সহস্রশরীর, শতধারাযুক্ত, অক্ষীয়মাণ, দেবত্বপ্রাপ্তির সাধনরূপ এবং স্বর্গফল-প্রাপক। তোমার উপায়ন-দ্রব্য হরণের জন্য এ সজাতদের পুত্র ভৃত্যাদির দ্বারা ক্ষীণ কর। এ যজ্ঞ আমাকে সুখী করুক (সর্বোৎকৃষ্ট করুক)। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ইয়ং তে ধীতিঃ'—ইত্যাদি সূক্ত ব্রহ্মৌদন যজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। কুলায় চাল ঝাড়া, জল আনা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

উদেহি বেদিং প্রজয়া বর্ধয়ৈনাং নুদস্ব রক্ষঃ প্রতরং ধেহ্যেনাম্।
শ্রিয়া সমানানতি সর্বান্ৎস্যামাধস্পদং দ্বিষতস্পাদয়ামি ॥ ১ ॥
অভ্যাবর্তস্ব পশুভিঃ সহৈনাং প্রত্যঙেনাং দেবতাভিঃ সহৈধি।
মা ত্বা প্রাপচ্ছপথো মাভিচারঃ স্বে ক্ষেত্রে অনমীবা বি রাজ ॥ ২ ॥
ঋতেন তষ্টা মনসা হিতৈষা ব্রহ্মৌদনস্য বিহিতা বেদিরগ্রে।
অংসদ্রীং শুদ্ধামুপ ধেহি নারি তত্রৌদনং সাদয় দৈবানাম্ ॥ ৩ ॥
অদিতের্হস্তাং স্রুচমেতাং দ্বিতীয়াং সপ্তঋষয়ো ভূতকৃতো যামকৃণ্বন্।
সা গাত্রাণি বিদুষ্যোদনস্য দর্বির্বেদ্যামধ্যেনং চিনোতু ॥ ৪ ॥
শৃতং ত্বা হব্যমুপ সীদন্তু দৈবা নিঃসৃপ্যাগ্নেঃ পুনরেনান্ প্র সীদ।
সোমেন পূতো জঠরে সীদ ব্রহ্মণামার্ষেয়াস্তে মা রিষন্ প্রাশিতারঃ ॥ ৫ ॥
সোম রাজন্ৎসংজ্ঞানমা বপেভ্যঃ সুব্রাহ্মণা যতমে ত্বোপসীদান্।
ঋষীনার্ষেয়াংস্তপসোঽধি জাতান্ ব্রহ্মৌদনে সুহবা জোহবীমি ॥ ৭ ॥
শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্ সাদয়ামি।
যৎকাম ইদমভিষিঞ্চামি বোঽহমিন্দ্রো মরুত্বান্ৎস দদাদিদং মে ॥ ৭ ॥
ইদং মে জ্যোতিরমৃতং হিরণ্যং পক্বং ক্ষেত্রাৎ কামদুঘা ম এষা।
ইদং ধনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ ॥ ৮ ॥
অগ্নৌ তুষানা বপ জাতবেদসি পরঃ কম্বূকাঁ অপ মৃড্‌ঢি দূরম্।
এতং শুশ্রুম গৃহরাজস্য ভাগমথো বিদ্ম নির্ঋতের্ভাগধেয়ম্ ॥ ৯ ॥
শ্রাম্যতঃ পচতো বিদ্ধি সুন্বতঃ পন্থাং স্বর্গমধি রোহয়ৈনম্।
যেন রোহাৎ পরমাপদ্য যদ্ বয় উত্তমং নাকং পরমং ব্যোম ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে পক্বৌদন, বেদির (হবি-স্থাপনের জন্য প্রোক্ষণাদি, বর্হি-স্থাপনাদি, সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত ভূমির) প্রতি যাও অর্থাৎ অগ্নির কাছ থেকে উঠে বেদিতে অবস্থান কর। এ পত্নীকে পুত্রাদির দ্বারা সমৃদ্ধ কর। যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসকে এ স্থান থেকে সরিয়ে দাও। এ পত্নীকে প্রকৃষ্টরূপে পোষণ কর। ঐশ্বর্যের দ্বারা সজাতদের অতিক্রম করছি এবং আমাদের দ্বেষকারী শত্রুদের পদতলে নিক্ষেপ করছি। ১ ॥ হে ব্রহ্মৌদন, গো-মহিষাদি পশুর সাথে সপত্নীক যজমানাদির আবর্তন কর, যাগযোগ্য দেবতাদের সাথে এ যজমানের সামনে এস ; হে যজমান (অথবা পত্নী), পরকৃত শপথ (আক্রোশ) যেন তোমাকে স্পর্শ না করে, পরের অভিচার কর্ম যেন তোমাকে না পায়। তুমি নিজ স্থানে নীরোগ হয়ে বিরাজ

কর। ২ ॥ সত্যের (ব্রহ্মার) দ্বারা নির্মিত, প্রথমসৃষ্ট হিরণ্যগর্ভের দ্বারা ধৃত বেদি ব্রহ্মৌদন স্থাপনের জন্য পূর্বে মহর্ষিগণ স্থির করেছেন। হে পত্নী, দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের ভাগ ধারণকারী সে শুদ্ধ বেদির কাছে যাও এবং সে বেদিতে দেবগণের পক্ক অন্ন স্থাপন কর। ৩ ॥ দেবমাতা অদিতির দ্বিতীয় হস্তরূপ, হোমসাধনভূত যে স্রুক্ প্রাণিগণের স্রষ্টা সপ্তর্ষিগণ সৃষ্টি করেছেন, সে দর্বি (হোমসাধনরূপ স্রুক্) পক্ক ওদনের শরীর জেনে বেদিতে ব্রহ্মৌদন স্থাপন করুক। ৪ ॥ হে ওদন, তুমি পক্ক হয়েছ, অতএব হবনযোগ্য তোমার কাছে যষ্টব্য দেবগণ আসুক। তুমি অগ্নির কাছ থেকে নির্গত হয়ে এদের লাভ কর। অমৃতময় ক্ষীর দধি প্রভৃতিরূপে সোমরসের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণদের উদরে প্রবেশ কর। ওদনের ভোক্তা সে আর্ষেয় ব্রাহ্মণদের উদরে প্রবেশ করে তুমি তাদের হিংসা করো না। ৫ ॥ হে রাজা সোমাত্মক ব্রহ্মৌদন, ভোক্তা এ ব্রাহ্মণদের সম্যক্ জ্ঞান দাও, এদের বিমোহিত করো না। যে সুব্রাহ্মণগণ তোমাকে গ্রহণ করছে, তারা দীক্ষারূপ তপস্যায় জাত আর্ষেয় ঋষি, শোভন আহ্বানযুক্ত এদের বারবার আহ্বান করছি। ৬ ॥ নির্মল পাপরহিত পবিত্রকারক মিশ্রণশীল যজ্ঞার্হ জলগুলি পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণদের হাতে প্রক্ষালনের জন্য পৃথকরূপে দিচ্ছি। হে জলসকল, যে কামনায় আমি তোমাদের সিঞ্চন করছি, সে ফল মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্র আমাকে দিক। ৭ ॥ এ নিধীয়মান হিরণ্য অবিনশ্বর. আমার স্বর্গমার্গের প্রকাশক দীপরূপ, এ পক্ক (পাকের দ্বারা সংস্কৃত) অন্ন ব্রীহিযবাদি শস্যরূপে ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন কামদোগ্ধ্রী ধেনুর মত, দক্ষিণারূপে দীয়মান এ ধন ব্রাহ্মণদের দিচ্ছি, যাতে স্বর্গলোকে কোটি গুণিত হয়। সেরূপ আমাদের পিতা-পিতামহাদির অভিলষিত পুণ্য স্বর্গলোকের পথ করছি। ৮ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, জাতবেদা অগ্নিতে তুষগুলি নিক্ষেপ কর এবং কম্বুকদের দূরে নিক্ষেপ কর, গৃহাধিপতি বাস্তুদেবের এ ভাগ—এ কথা অভিজ্ঞদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি এবং পাপদেবতা নির্ঋতির এটা হবির ভাগ—এ কথা জানি। ৯ ॥ হে ব্রহ্মৌদন, দীক্ষাজনিত শ্রমের পর ব্রাহ্মণদের জন্য অন্নপাককারী, সোমাভিষবকারী, সবযজ্ঞের (সোমযাগের) অনুষ্ঠাতা যজমানদের জান, তারপর এ যজমানদের স্বর্গপ্রাপক পথে তুলে নাও। উত্তম, দুঃখসংস্পর্শরহিত সকলের ওপরে স্বর্গনামক যে ব্যোম আছে, সে পথে এ যজমান উৎকৃষ্ট শ্যেনপক্ষী-রূপে আরোহণ করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'উদেহি বেদিং' ইত্যাদি সূক্ত ব্রহ্মৌদন যজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। বেদিতে চরু-স্থাপন. চারজন আর্ষেয় ঋত্বিক্‌দের আহ্বান প্রভৃতি বিবিধ কর্মের কথা এ সূক্তে বলা হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

বভ্রেরধ্বর্যো মুখমেতদ্ বি মৃড্‌ঢ্যাজ্যায় লোকং কৃণুহি প্রবিদ্বান্।
ঘৃতেন গাত্রানু সর্বা বি মৃড্‌ঢি কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ ॥ ১ ॥
বভ্রে রক্ষঃ সমদমা বপেভ্যোঽব্রাহ্মণা যতমে ত্বোপসীদান্।
পুরীষিণঃ প্রথমানাঃ পুরস্তাদার্ষেয়াস্তে মা রিষন্ প্রাশিতারঃ ॥ ২ ॥
আর্ষেয়েষু নি দধ ওদন ত্বা নানার্ষেয়াণামপ্যস্ত্যত্র।
অগ্নির্মে গোপ্তা মরুতশ্চ সর্বে বিশ্বে দেবা অভি রক্ষন্তু পক্কম্ ॥ ৩ ॥
যজ্ঞং দুহানং সদমিৎ প্রপীনং পুমাংসং ধেনুং সদনং রয়ীণাম্।
প্রজামৃতত্বমুত দীর্ঘমায়ু রায়শ্চ পোষৈরুপ ত্বা সদেম ॥ ৪ ॥

বৃষভোঽসি স্বর্গ ঋষীনার্ষেয়ান্ গচ্ছ।
সুকৃতাং লোকে সীদ তত্র নৌ সংস্কৃতম্ ॥ ৫ ॥
সমাচিনুষ্বানুসম্প্রয়াহ্যগ্নে পথঃ কল্পয় দেবযানান্।
এতৈঃ সুকৃতৈরনু গচ্ছেম যজ্ঞং নাকে তিষ্ঠন্তমধি সপ্তরশ্মৌ ॥ ৬ ॥
যেন দেবা জ্যোতিষা দ্যামুদায়ন্ ব্রহ্মৌদনং পক্‌ত্বা সুকৃতস্য লোকম্।
তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং স্বরারোহন্তো অভি নাকমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে অধ্বর্যু, পোষক পক্ক ওদনের উপরিভাগ বিশেষরূপে শোধন কর, ঘৃত রাখবার জন্য তার মধ্যে গর্তের মত স্থান কর, এরূপে স্থালীর সকল অন্নের গাত্র ঘৃত-সংলগ্ন কর (অর্থাৎ ঘি মাখিয়ে দাও)। এ অন্নের দ্বারা পিতৃ-পিতামহাদির অভিলষিত স্বর্গলোক প্রাপ্তির পথ করছি। ১ ॥ হে ভরণশীল ব্রহ্মৌদন, অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি, যারা তোমার ভক্ষণের জন্য উপস্থিত হয়েছে, এদের রাক্ষসদের সাথে কলহে নিযুক্ত কর, তারা রাক্ষসকৃত পীড়া লাভ করুক। আর পূর্বোক্ত আর্ষেয় (ঋষি গোত্র প্রবর বিষয়ে অভিজ্ঞ) পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা লোকে বিস্তৃত, ভৃগু অঙ্গিরার বেত্তা ব্রাহ্মণগণ, হে ওদন, তোমাকে ভক্ষণ করে সমৃদ্ধ হোক। ২ ॥ হে ওদন, তোমাকে পূর্বোক্ত আর্ষেয় ব্রাহ্মণদের কাছে স্থাপন করছি, এ ব্রহ্মৌদনে অনার্ষেয় (ঋষি গোত্র প্রবরবিষয়ে অনভিজ্ঞ) পুরুষদের কোন স্থান নেই। অগ্নিদেব, সকল মরুদ্গণ, মিত্র, বরুণ, অর্যমাদি সকল দেবগণ এ পক্ক (পাকের দ্বারা সংস্কৃত) ব্রহ্মৌদন রক্ষা করুক। ৩ ॥ এ ব্রহ্মৌদন (অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাসাদি) যজ্ঞের উৎপাদক, সদা প্রপীন ধেনুর মত ধনের আশ্রয়স্থল। হে ওদন, তোমার ভোগকারী আমরা পুত্রপৌত্রাদিরূপে অমরত্ব (অমরণধর্মত্ব), দীর্ঘ আয়ু, ধন সমৃদ্ধি ও পুষ্টির সাথে অমৃতত্ব লাভ করব। ৪ ॥ হে ব্রহ্মৌদন, তুমি কামবর্ষক ও স্বর্গলোকের প্রাপক, অতএব আমাদের দ্বারা প্রদত্ত হয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের কাছে যাও। তাদের দ্বারা উপভুক্ত হয়ে অদৃষ্টরূপে পুণ্যবানদের ফলরূপ স্বর্গে অবস্থান কর। তারপর সে লোকে আমাদের উভয়ের ভোক্তৃ ভোক্তব্যরূপে সংস্কার উৎপন্ন হবে। ৫ ॥ হে ওদন, তুমি সকল অঙ্গে একত্র হও, তারপর গন্তব্যস্থলে যাও। হে অগ্নি, তুমি এ ওদনের গমনের জন্য দেবযান পথ রচনা কর। আমরাও এ দেবযানপথে পুণ্যফল-প্রাপক স্বর্গলোকের ওপরে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত যজ্ঞের পশ্চাৎ গমন করব। ৬ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ যে জ্যোতির (সূর্যরশ্মিরূপ তেজের) পথে ব্রহ্মৌদন-সব নামক কর্ম করে পুণ্যকর্মের ফলরূপ দ্যুলোকে গমন করে, সে দেবযান পথে আমরাও সবযজ্ঞাত্মক সুকৃত কর্মের ফলরূপ লোক লাভ করব। সে লোক উৎকৃষ্ট নাকপৃষ্ট নামক স্থানবিশেষ, সেখানে যাবার জন্য প্রথমে স্বর্গলোকে আরোহণ করব। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি ব্রহ্মৌদন-সবে বিনিযুক্ত হয়েছে। অন্ন একত্র করে তার ওপর ঘি দেবার জন্য গর্ত করতে হবে এবং থালার সমস্ত অন্ন ঘি দিয়ে মাখিয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রাহ্মণদের দিতে হবে—ইত্যাদি বিবিধ বিধানের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

ভবাশর্বৌ মৃড়তং মাভি যাতং ভূতপতী পশুপতী নমো বাম্।
প্রতিহিতামায়তাং মা বি স্রাষ্টং মা নো হিংসিষ্টং দ্বিপদো মা চতুষ্পদঃ ॥ ১ ॥

শুনে ক্রোষ্ট্রে মা শরীরাণি কর্তমলিক্লবেভ্যো গৃধ্রেভ্যো যে চ কৃষ্ণা অবিষ্যবঃ।
মক্ষিকাস্তে পশুপতে বয়াংসি তে বিঘসে মা বিদন্ত ॥ ২ ॥
ক্রন্দায় তে প্রাণায় যাশ্চ তে ভব রোপয়ঃ।
নমস্তে রুদ্র কৃন্মঃ সহস্রাক্ষায়ামর্ত্য ॥ ৩ ॥
পুরস্তাৎ তে নমঃ কৃন্ম উত্তরাদধরাদুত।
অভীবর্গাদ্ দিবস্পর্যন্তরিক্ষায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥
মুখায় তে পশুপতে যানি চক্ষুংষি তে ভব।
ত্বচে রূপায় সন্দৃশে প্রতীচীনায় তে নমঃ ॥ ৫ ॥
অঙ্গেভ্যস্ত উদরায় জিহ্বায়া আস্যায় তে।
দদ্ভ্যো গন্ধায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥
অস্ত্রা নীলশিখণ্ডেন সহস্রাক্ষেণ বাজিনা।
রুদ্রেণার্ধকঘাতিনা তেন মা সমরামহি ॥ ৭ ॥
স নো ভবঃ পরি বৃণক্তু বিশ্বত আপ ইবাগ্নিঃ পরি বৃণক্তু নো ভবঃ।
মা নোঽভি মাংস্ত নমো অস্ত্বস্মৈ ॥ ৮ ॥
চতুর্নমো অষ্টকৃত্বো ভবায় দশ কৃত্বঃ পশুপতে নমস্তে।
তবেমে পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ ॥ ৯ ॥
তব চতস্রঃ প্রদিশস্তব দ্যৌস্তব পৃথিবী তবেদমুগ্রোর্বন্তরিক্ষম্।
তবেদং সর্বমাত্মন্বদ্ যৎ প্রাণৎ পৃথিবীমনু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভব ও শর্বদেব, তোমরা আমাদের সুখী কর, রক্ষার জন্য আমাদের কাছে এস, হিংসার জন্য নয়। হে ভূতপতি ও পশুপতি, তোমাদের উদ্দেশে আমাদের নমস্কার। তোমাদের জ্যা-যুক্ত ধনু আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করো না। ১ ॥ হে ভব ও শর্বদেব, আমাদের শরীর যেন কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য না হয়। সেরূপ গৃধ্র কাকাদির ভক্ষণের জন্য আমাদের শরীর নিযুক্ত করো না। হে পশুপতি, তোমার মক্ষিকা ও পক্ষিগুলি তাদের খাদ্য হিসাবে আমাদের শরীর যেন লাভ না করে অর্থাৎ ভক্ষণ না করে। ২ ॥ হে ভব, অন্তকালে সকলের ক্রন্দনকারক ও সকল প্রাণীর প্রাণরূপ তোমাকে নমস্কার। হে ভব, তোমার যে বিমোহক তনু আছে, জগতের সাক্ষী, অমরণধর্ম তোমাকে নমস্কার। ৩ ॥ হে রুদ্র, পূর্বদিকে তোমাকে আমরা নমস্কার করছি, সেরূপ দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার করছি। আকাশ-মণ্ডলের মধ্যে অন্তরিক্ষের নিয়ামকরূপে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার। ৪ ॥ হে পশুপতি, তোমার মুখের উদ্দেশে নমস্কার। হে ভব, তোমার যত চক্ষু আছে, তাদের উদ্দেশে নমস্কার। সেরূপ তোমার শরীরের চর্ম, নীল-পীতাদি বর্ণ, সম্যক্ দর্শন ও প্রত্যগাত্মরূপী তোমাকে নমস্কার। ৫ ॥ হে পশুপতি, তোমার হস্তপাদাদি অঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার। লীলাবিগ্রহধারী তোমার উদর, জিহ্বা, মুখ, দাঁত ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উদ্দেশে নমস্কার। ৬ ॥ ক্ষেপণকারী, নীলবর্ণকেশযুক্ত, সহস্রাক্ষ, বেগবান অর্ধ-ঘাতক সেনাযুক্ত রুদ্রের দ্বারা আমরা যেন আর্ত না হই। ৭ ॥ সে ভব আমাদের সকল উপদ্রব থেকে বর্জন করুক। দাহক অগ্নি যেমন জল পরি-ত্যাগ করে, সেরূপ ভব আমাদের ত্যাগ করুক, আমাদের যেন হিংসা না করে। সে ভবের উদ্দেশে নমস্কার। ৮ ॥ শর্বের উদ্দেশে চারবার নমস্কার, সেরূপ ভবের উদ্দেশে আটবার এবং পশুপতির উদ্দেশে দশবার নমস্কার থাকুক। হে পশুপতি, যেহেতু গাভী, অশ্ব, মনুষ্য, অজ ও অবি—এ গুলি তোমার শরীরজাত, অতএব তাদের রক্ষা কর—এ প্রার্থনা। ৯ ॥ হে উগ্র রুদ্রদেব, চারদিক ও দ্যুলোক তোমার

বশে ; ভূলোক ও পরিদৃশ্যমান এ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ তোমার অধীন—এরূপ দিগ্বলয় ও লোকত্রয়, এ পরিদৃশ্যমান সব কিছু ভোক্তৃরূপে অধিষ্ঠিত তোমার শরীর-জাত। সেরূপ পৃথিবীর যে প্রাণব্যাপার, তাও তোমার প্রশাসনে বর্তমান। অতএব সকলের প্রতি তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমাকে নমস্কার। ১০ ॥

টীকা : ১-১০। 'ভবাশর্বৌ মৃড়তং' ইত্যাদি তিনটি অর্থসূক্তের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন কামনায় আজ্য সমিৎ পুরোডাশাদি ত্রয়োদশ দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে হবে। সেরূপ ভূত প্রেত রাক্ষসাদির অত্যাচারের শান্তির জন্য সরূপ-বৎসা গাভীর দুগ্ধ দ্বারা চরু পাক করে তিন ভাগ করে অর্থসূক্তের দ্বারা রুদ্রদেবতার উদ্দেশে তিনটি আহুতি দিতে হবে। সেরূপ মাংস মুখাগ্র পতন প্রভৃতি শান্তি কর্মে এ অর্থসূক্তের দ্বারা রুদ্রের উদ্দেশে আজ্যাহুতি দিতে হবে। সেরূপ সমস্ত কামনা বা শান্তিকর্মে এ অর্থসূক্ত দ্বারা লক্ষ হোম করতে হবে—একথা আথর্বণ-পরিশিষ্টে বলা হয়েছে। এ তিনটি সূক্তের দ্বারা ভৌম অন্তরিক্ষাদির উৎপাত দোষ নিবৃত্তির জন্য মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রার্থনা করা হয়েছে। পরমেশ্বরের সে অষ্টমূর্তি হচ্ছে—শর্ব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, ভব, ঈশ্বর, মহাদেব ও ভীম। শতপথ ব্রাহ্মণের ৬ষ্ঠ কাণ্ডে এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা আছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

উরুঃ কোশো বসুধানস্তবায়ং যস্মিন্নিমা বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ।
স নো মৃড় পশুপতে নমস্তে পরঃ ক্রোষ্টারো অভিভাঃ
শ্বানঃ পরো যন্ত্বঘরুদো বিকেশ্যঃ ॥ ১ ॥
ধনুর্বিভর্ষি হরিতং হিরণ্যয়ং সহস্রঘ্নি শতবধং শিখণ্ডিনম্।
রুদ্রস্যেষুশ্চরতি দেবহেতিস্তস্যৈ নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥ ২ ॥
যোঽভিযাতো নিলয়তে ত্বাং রুদ্র নিচিকীর্ষতি।
পশ্চাদনুপ্রযুঙ্ক্ষে তং বিদ্ধস্য পদনীরিব ॥ ৩ ॥
ভবারুদ্রৌ সযুজা সংবিদানাবুভাবুগ্রৌ চরতো বীর্যায়।
তাভ্যাং নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥ ৪ ॥
নমস্তেঽস্ত্বায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে রুদ্র তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥ ৫ ॥
নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর্নমো রাত্র্যা নমো দিবা।
ভবায় চ শর্বায় চোভাভ্যামকরং নমঃ ॥ ৬ ॥
সহস্রাক্ষমতিপশ্যং পুরস্তাদ্ রুদ্রমস্যন্তং বহুধা বিপশ্চিতম্।
মোপারাম জিহ্বয়েয়মানম্ ॥ ৭ ॥
শ্যাবাশ্বং কৃষ্ণমসিতং মৃণন্তং ভীমং রথং কেশিনঃ পাদয়ন্তম্।
পূর্বে প্রতীমো নমো অস্ত্বস্মৈ ॥ ৮ ॥
মা নোঽভি স্রা মত্যং দেবহেতিং মা নঃ ক্রুধঃ পশুপতে নমস্তে।
অন্যত্রাস্মদ্ দিব্যাং শাখাং বি ধূনু ॥ ৯ ॥
মা নো হিংসীরধি নো ব্রূহি পরি ণো বৃঙ্গ্ধি মা ক্রুধঃ।
মা ত্বয়া সমরামহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে পশুপালক মহাদেব, বিস্তীর্ণ পাপপুণ্যরূপ কর্মের ধারক অণ্ডকটাহাত্মক কোশ তোমার শরীর, যে অণ্ডকটাহরূপ মহান কোশের মধ্যে এ পরিদৃশ্যমান

সকল প্রাণী বর্তমান। সে তুমি আমাদের সুখী কর, তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে পরাভবকারী শৃগালেরা ও মাংসভক্ষক কুকুরেরা আমাদের কাছ থেকে দূরে যাক। সেরূপ অমঙ্গলরূপ রোদনকারী বিকীর্ণকেশ পিশাচীগণ দূরদেশে চলে যাক। ১ ॥ হে রুদ্র, মহাপ্রলয়ে বিশ্বসংহারের জন্য তুমি ধনু ধারণ কর। সে ধনু হরিতবর্ণ, স্বর্ণময়, এক সঙ্গে সহস্রের বিনাশক, শত প্রাণীর মারক (অথবা অপরিমিত বিশ্বের সংহারক), এবং ময়ূরপুচ্ছনির্মিত শিখণ্ডযুক্ত, তোমার সে ধনুর উদ্দেশে নমস্কার। রুদ্রের বাণ সর্বত্র অপ্রতিহতগতিতে বিচরণ করছে, তা দেবতাদের হনন-সাধন শক্তিবিশেষ, সে বাণের উদ্দেশে নমস্কার। আমাদের স্থান থেকে দূরে যেখানে সে বাণ রয়েছে, তার উদ্দেশে নমস্কার। ২ ॥ হে রুদ্র, যে পুরুষ তোমার সামনে থাকতে অসমর্থ হয়ে পলায়ন করে এবং তোমাকে হিংসা করে, হে দেব, সে অপরাধীর অনুরূপ দণ্ড তুমি দিয়ে থাক, যেমন শস্ত্রহত পুরুষের পা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। (যেখানে শত্রু বাস করে, সে পর্যন্ত গিয়ে লুক্কায়িত পুরুষকে খুঁজে বার করে যেমন বিধ্য করা হয় সেরূপ)। ৩ ॥ ভব ও রুদ্রদেব পরস্পর বন্ধুরূপে ঐকমত্য লাভ করেছে, তারা উভয়ে উগ্র, অপরের অপ্রধৃষ্য হয়ে স্ববীর্য প্রকটনের জন্য বিচরণ করছে, তাদের উদ্দেশে নমস্কার। আমাদের আবাস-স্থান থেকে তারা যে-দিকে অবস্থান করছে, সেখানকার তাদের উদ্দেশে নমস্কার। ৪ ॥ হে রুদ্র, আমাদের দিকে আগমনকারী তোমাকে নমস্কার, আমাদের পরাঙ্মুখে গমনকারী তোমাকে নমস্কার। সেরূপ আগমন পরাগমন ছাড়া যেখানে তুমি আছ, সে তোমার উদ্দেশে নমস্কার এবং স্বস্থানে উপবিষ্ট তোমাকে নমস্কার। ৫ ॥ হে রুদ্র, সন্ধ্যাকালে তোমাকে নমস্কার, সেরূপ প্রাতঃকালে তোমাকে নমস্কার। রাত ও দিনে তোমাকে নমস্কার। ভব ও শর্বকে নমস্কার, পরস্পর অনুরাগে সংযুক্ত উভয়ের উদ্দেশে নমস্কার। ৬ ॥ সহস্রাক্ষ, সামনে অতিদর্শনশীল, বহুপ্রকার শরনিক্ষেপকারী, সূক্ষ্মদর্শী, জিহ্বায় সমগ্র জগৎ গ্রাসকারী রুদ্রের কাছে আমরা যাব না। ৭ ॥ যার কপিল বর্ণ অশ্ব, সে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণপরিচ্ছদ-বিশিষ্ট, হিংসাকারী, ভয়ংকর, কেশী নামক অসুরের রথ ভূমিতে নিক্ষেপকারী দেবকে অন্য স্তোতাদের পূর্বে আমরা রক্ষক বলে জেনেছি. সে রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। ৮ ॥ হে রুদ্র, দেবতার বজ্ররূপ আয়ুধ (অথবা তোমার বাণ) মর্ত্য আমাদের প্রতি পরিত্যাগ করো না। হে পশুপতি, আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না, তোমাকে নমস্কার। আমাদের থেকে অন্য দেশে শাখার মত বিস্তৃতিযুক্ত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ কর। ৯ ॥ হে রুদ্র, আমাদের হিংসা করো না, অনুগ্রাহ্য বলে আমাদের অধিক বল। তোমার অস্ত্রের বিষয় থেকে আমাদের পরিত্যাগ কর (অর্থাৎ তোমার অস্ত্র আমাদের ছাড়া অন্যত্র প্রবর্তিত হোক)। আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না, এরূপ ক্রুদ্ধ তোমার সাথে আমরা মিলিত হবো না। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

সপ্তম সূক্ত

মা নো গোষু পুরুষেষু মা গৃধো নো অজাবিষু।
অন্যত্রোগ্র বি বর্তয় পিয়ারুণাং প্রজাং জহি ॥ ১ ॥
যস্য তক্মা কাসিকা হেতিরেকমশ্বস্যেব বৃষণঃ ক্রন্দ এতি।
অভিপূর্বং নির্ণয়তে নমো অস্ত্বস্মৈ ॥ ২ ॥

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠতি বিষ্টভিতোঽযজ্বনঃ প্রমৃণন্ দেবপীয়ূন্।
তস্মৈ নমো দশভিঃ শক্করীভিঃ ॥ ৩ ॥
তুভ্যমারণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতা হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
তব যক্ষং পশুপতে অপ্স্বন্তস্তুভ্যং ক্ষরন্তি দিব্যা আপো বৃধে ॥ ৪ ॥
শিংশুমারা অজগরাঃ পুরীকয়া জষা মৎস্যা রজসা যেভ্যো অস্যসি।
ন তে দূরং ন পরিষ্ঠাস্তি তে ভব সদ্যঃ সর্বান্ পরি
পশ্যসি ভূমিং পূর্বস্মাদ্ধংস্যুত্তরস্মিন্ সমুদ্রে ॥ ৫ ॥
মা নো রুদ্র তক্মনা মা বিষেণ মা নঃ সং স্রা দিব্যেনাগ্নিনা।
অন্যত্রাস্মদ্ বিদ্যুতং পাতয়ৈতাম্ ॥ ৬ ॥
ভবো দিবো ভব ঈশে পৃথিব্যা ভব আ পপ্র উর্বন্তরিক্ষম্।
তস্মৈ নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥ ৭ ॥
ভব রাজন্ যজমানায় মৃড় পশূনাং হি পশুপতির্বভূথ।
যঃ শ্রদ্দধাতি সন্তি দেবা ইতি চতুষ্পদে দ্বিপদেঽস্য মৃড় ॥ ৮ ॥
মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা নো
বহন্তমুত মা নো বক্ষ্যতঃ।
মা নো হিংসীঃ পিতরং মাতরং চ স্বাং তন্বং রুদ্র মা রীরিষো নঃ ॥ ৯ ॥
রুদ্রস্যৈলবকারেভ্যোঽসংসূক্তগিলেভ্যঃ।
ইদং মহাস্যেভ্যঃ শ্বভ্যো অকরং নমঃ ॥ ১০ ॥
নমস্তে ঘোষিণীভ্যো নমস্তে কেশিনীভ্যঃ।
নমো নমস্কৃতাভ্যো নমঃ সম্ভুঞ্জতীভ্যঃ।
নমস্তে দেব সেনাভ্যঃ স্বস্তি নো অভয়ং চ নঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে রুদ্র, আমাদের গাভী ও পুত্র ভৃত্যাদি পুরুষদের হিংসা করতে আকাঙ্ক্ষা করো না। সেরূপ আমাদের অজ ও অবির প্রতি হিংসার অভিলাষ করো না। হে উগ্র, তোমার হেতি আমাদের ছাড়া অন্যত্র দেবহিংসক প্রজার প্রতি নিক্ষেপ করে তাদের বিনাশ কর। ১ ॥ কৃচ্ছ্র জীবনপ্রাপিকা, কুৎসিত শব্দকারিণী জ্বরাদি পীড়া যে রুদ্রের হেতি (হননসাধন আয়ুধ), তা অপকারী পুরুষের কাছে সেচন-সমর্থ অশ্বের হ্রেষাশব্দের মত আসে। সে হেতি পূর্ব পূর্ব লোকদের নিঃশেষে বিনাশ করে। সে জ্বরাদি উপদ্রবকারী রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। ২ ॥ যারা দর্শপূর্ণ-মাসাদি যাগ করে না, যারা দেবহিংসক, তাদের হিংসা করার জন্য যে রুদ্র অন্তরিক্ষ-প্রদেশে স্তব্ধ হয়ে অবস্থান করছে, সে রুদ্রের উদ্দেশে দশ অঙ্গুলির দ্বারা অঞ্জলি-বন্ধনে আমরা নমস্কার করছি। ৩ ॥ হে পশুপতি, তোমার জন্য অরণ্যের পশুগুলি নির্দিষ্ট রয়েছে, তাদের যথেচ্ছ গ্রহণ কর (গ্রাম্য পশু বধ করো না)। অরণ্যে বিধাতার দ্বারা স্থাপিত হরিণ, শার্দূল, সিংহাদি, হংস, শ্যেন ও অন্য বনচর পক্ষী তোমার ভাগরূপে কল্পিত হয়েছে। তোমার যে পূজ্য স্বরূপ জলের মধ্যে বর্তমান, তার অভিষেকের জন্য দিব্য জলগুলি ক্ষরিত হচ্ছে। (আমাদের উপভোগ্য জল স্পর্শ করো না)। ৪ ॥ হে রুদ্র, শিংশুমার (নক্রবিশেষ), অজগর, পুলীকয়াদি জলচর প্রাণিগুলি তোমার উদ্দেশে কল্পিত হয়েছে, তোমার নিজতেজে যাদের প্রতি তুমি অস্ত্রনিক্ষেপ করছ। হে ভব, সর্বগত তোমার দূর বলে কিছু নেই, তোমাকে পরিত্যাগ করে অবস্থিত কোন প্রজাও নেই, যেহেতু তুমি সদ্য সকল ভূমি অবলোকন করে থাক। সেরূপ পূর্ব সমুদ্র থেকে উত্তর জলধি পর্যন্ত তুমি ক্ষণকালে গমন করে থাক (অতএব সর্বগত তোমার দূর বলে কিছু নেই, শিংশুমারাদি তোমার অতি-

সন্নিকটে) । ৫ ॥ হে রুদ্র, কষ্টদায়ক জ্বরাদি রোগরূপ তোমার আয়ুধের দ্বারা আমাদের যুক্ত করো না। সেরূপ স্থাবর-জঙ্গমোদ্ভব প্রাণাপহারী বিষের দ্বারা এবং দিব্য বিদ্যুৎরূপ তোমার তেজের দ্বারা আমাদের যুক্ত করো না। আমাদের থেকে অন্যত্র আরণ্যপশু প্রভৃতিতে তোমার এ বিদ্যোতমান বজ্র নিক্ষেপ কর। ভব দ্যুলোকের ঈশ্বর ও পৃথিবীর নিয়ামক এবং সে ভব নিজ তেজে অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ করে। সে ত্রিলোকব্যাপী ভব যে দিকে অবস্থিত, তাঁর উদ্দেশে নমস্কার। ৭ ॥ হে সকলের অধিপতি ভব, যাগকারী যজমানকে সুখী কর। তুমি পশুপতিরূপে গবাদি পশুর পালক। যে আস্তিক ব্যক্তি 'ইন্দ্রাদি দেবতারা রক্ষক' বলে বিশ্বাস করে, সে শ্রদ্ধাশীল জনের চতুষ্পদ গবাদি ও দ্বিপদ পুত্রভৃত্যাদিকে সুখী কর। ৮ ॥ হে রুদ্র, আমাদের বৃদ্ধদের হিংসা করো না, সেরূপ আমাদের শিশু, ভারবহনক্ষম যুবক ও বহনকারী পুরুষদের হিংসা করো না। সেরূপ আমাদের পিতা, মাতাকে হিংসা করো না। হে রুদ্র, আমাদের শরীরের হিংসা করো না। ৯ ॥ রুদ্রের ভৃত্য প্রমথগণের উদ্দেশে নমস্কার। অশোভন-ভাষীদের ভক্ষণকারী রুদ্রগণের উদ্দেশে নমস্কার। মৃগয়া-বিহারী কিরাতবেশধারী মহাদেবের মহান মুখরূপ কুকুরদের উদ্দেশে নমস্কার করছি। ১০ ॥ হে রুদ্র, তোমার প্রভূত শব্দকারী সেনাদের উদ্দেশে নমস্কার। সেরূপ তোমার চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি সেনাদের উদ্দেশে এবং সহ-ভোজনকারী ও অন্যান্য সেনাদের উদ্দেশে নমস্কার। হে দেব, তোমার প্রসাদে আমাদের মঙ্গল ও অভয় হোক। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। 'মা নো গোষু' ইত্যাদি সূক্ত স্বস্ত্যয়নাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। এখানে রুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপের স্তুতি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

তস্যৌদনস্য বৃহস্পতিঃ শিরো ব্রহ্ম মুখম্ ॥ ১ ॥
দ্যাবাপৃথিবী শ্রোত্রে সূর্য চন্দ্রমসাবক্ষিণী সপ্তঋষয়ঃ প্রাণাপানাঃ ॥ ২ ॥
চক্ষুর্মুসলং কাম উলূখলম্ ॥ ৩ ॥
দিতিঃ শূর্পমদিতিঃ শূর্পগ্রাহী বাতোঽপাবিনক্ ॥ ৪ ॥
অশ্বাঃ কণা গাবস্তণ্ডুলা মশকাস্তুষাঃ ॥ ৫ ॥
কব্রু ফলীকরণাঃ শরোঽভ্রম্ ॥৬ ॥
শ্যামময়োঽস্য মাংসানি লোহিতমস্য লোহিতম্ ॥ ৭ ॥
ত্রপু ভস্ম হরিতং বর্ণঃ পুষ্করমস্য গন্ধঃ ॥ ৮ ॥
খলঃ পাত্রং স্ফ্যাবংসাবীষে অনূক্যে ॥ ৯ ॥
আন্ত্রাণি জত্রবো গুদা বরত্রাঃ ॥ ১০ ॥
ইয়মেব পৃথিবী কুম্ভী ভবতি রাধ্যমানস্যৌদনস্য দ্যৌরপিধানম্ ॥ ১১ ॥
সীতাঃ পর্শবঃ সিকতা ঊবধ্যম্ ॥ ১২ ॥
ঋতং হস্তাবনেজনং কুল্যোপসেচনম্ ॥ ১৩ ॥
ঋচা কুম্ভ্যধিহিতার্ত্বিজ্যেন প্রেষিতা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণা পরিগৃহীতা সাম্না পর্যূঢ়া ॥ ১৫ ॥
বৃহদায়বনং রথন্তরং দর্বিঃ ॥ ১৬ ॥

ঋতবঃ পক্তার আর্তবাঃ সমিন্ধতে ॥ ১৭ ॥
চরুং পঞ্চবিলমুখং ঘর্মোঽভীন্ধে ॥ ১৮ ॥
ওদনেন যজ্ঞবচঃ সর্বে লোকাঃ সমাপ্যাঃ ॥ ১৯ ॥
যস্মিন্‌ৎসমুদ্রো দ্যৌর্ভূমিস্ত্রয়োঽবরপরং শ্রিতাঃ ॥ ২০ ॥
যস্য দেবা অকল্পন্তোচ্ছিষ্টে ষড়শীতয়ঃ ॥ ২১ ॥
তং ত্বৌদনস্য পৃচ্ছামি যো অস্য মহিমা মহান্‌ ॥ ২২ ॥
স য ওদনস্য মহিমানং বিদ্যাৎ ॥ ২৩ ॥
নাল্প ইতি ব্রয়ান্নানুপসেচন ইতি নেদং চ কিং চেতি ॥ ২৪ ॥
যাবদ্‌ দাতাভিমনস্যেত তন্নাতি বদেৎ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি পরাঞ্চমোদনং প্রাশীঃ প্রত্যঞ্চামিতি ॥ ২৬ ॥
ত্বমোদনং প্রাশীস্ত্বমোদনা ইতি ॥ ২৭ ॥
পরাঞ্চং চৈনং প্রাশীঃ প্রাণাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ ॥ ২৮ ॥
প্রত্যঞ্চং চৈনং প্রাশীরপানাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ ॥ ২৯ ॥
নৈবাহমোদনং ন মামোদনঃ ॥ ৩০ ॥
ওদন এবৌদনং প্রাশীৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ঃ যে বিরাডাত্মক ওদনের বৃহস্পতিদেব মস্তক, তার কারণভূত ব্রহ্ম সে ওদনের মুখ। সেরূপ দ্যাবাপৃথিবী বিরাডাত্মক ওদনের কর্ণদ্বয়, সূর্য ও চন্দ্র তার চক্ষুদ্বয় এবং সপ্তর্ষিগণ প্রাণ ও অপানবায়ু। ১-২ ॥ সে ওদনের উপাদানভূত ব্রীহির বহনের জন্য যে মুসল, তা হচ্ছে তার চক্ষুরিন্দ্রিয়, উদূখল হচ্ছে কাম (অভিলাষ), অসুরমাতা দিতি সূর্প এবং দেবমাতা অদিতি সে সূর্পের গ্রহণকারী এবং বায়ু হচ্ছে ব্রীহি থেকে তণ্ডুলের পৃথক্‌কারী। ৩-৪ ॥ সে ওদনের কণা হচ্ছে অশ্ব, তণ্ডুল হচ্ছে গাভীগণ এবং তুষ হচ্ছে মশক। ফলীকরণ হচ্ছে কভ্রু (অর্থাৎ যে প্রাণীর মস্তক ও ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না), অন্তরিক্ষে সঞ্চারী মেঘ হচ্ছে এর মস্তক। শ্যামবর্ণ লোহ এ বিরাডাত্মক ওদনের মাংস এবং লোহিতবর্ণ তাম্র এর রক্ত। ৫-৭ ॥ ওদনপাকের পর যে ভস্ম, তা হচ্ছে ত্রপু, স্বর্ণ হচ্ছে ওদনের বর্ণ, কমল হচ্ছে এর গন্ধ। ব্রীহি প্রভৃতি ধান্যের পলাল থেকে পৃথক করার স্থান হচ্ছে এর পাত্র, ধান্যের আধার শকটের অবয়ব-দুটি এ ওদনের স্কন্ধ, শকটের ঈষদ্বয় এ ওদনের স্কন্ধের সন্ধিস্থল। বলদের গ্রীবাদেশে শকটযোজনের রজ্জুগুলি হচ্ছে এর আন্ত্র এবং শকট লাঙ্গল যোজনের চর্মময় রজ্জুগুলি এর গুহ্যস্থান। ৮-১০ ॥ এ পরিদৃশ্যমান বিস্তীর্ণ পৃথিবী হচ্ছে পচ্যমান ওদনের পাক করার স্থালী, দ্যুলোক হচ্ছে তার আচ্ছাদক পাত্র। (দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে এ ওদন ব্যাপ্ত রয়েছে)। ১১ ॥ বীজ বপনের জন্য লাঙ্গলপদ্ধতি এ ওদনের পার্শ্বের অস্থিসকল। নদীর বালুগুলি হচ্ছে এর অর্ধজীর্ণ তৃণাত্মক উদরগত শকৃৎ। ১২ ॥ লোকে বিদ্যমান সমস্ত জল এ ওদনের হস্তপ্রক্ষালনের জন্য এবং সেখানের অল্প জলাশয়ের সমস্ত জল হচ্ছে উপসেচন অর্থাৎ মিশ্রণসাধন। ১৩ ॥ এ ওদনপাকের জন্য স্থালী ঋগ্বেদের দ্বারা অগ্নিতে স্থাপিত হয়েছে, যজুর্বেদের দ্বারা প্রেরিত হয়েছে, আথর্বণের দ্বারা পরিগৃহীত হয়েছে এবং সামবেদের দ্বারা অঙ্গারে পরিবেষ্টিত হয়েছে। ১৪-১৫ ॥ বৃহৎসাম হচ্ছে জলে প্রক্ষিপ্ত তণ্ডুলের মিশ্রণসাধন কাষ্ঠ এবং রথন্তর সাম হচ্ছে দর্বি (হাতা)। ১৬ ॥ ঋতুগুলি এ ওদনের পাককর্তা (সর্বজগদাত্মক ওদনপাকের কালাধীনত্ব বলে অপর কেউ পাক করতে সমর্থ হয় না)। ঋতুসম্বন্ধী দিনরাতগুলি (অথবা সেই সেই ঋতুতে জায়মান প্রাণিবিশেষ) সম্যক দীপ্তি পাচ্ছে। ১৭ ॥ চরুর (এ ওদন অথবা

ওদনপাকের স্থালীর) পাঁচটি বিভিন্ন মুখ (গাভী, অশ্ব, মানুষ, অজ ও অবি—এ পাঁচটি পশুর উৎপত্তির হেতু বলে), তাকে তীক্ষ্ম আদিত্য তাপ দিচ্ছে। ১৮ ॥ এ মহাপ্রভাবযুক্ত ওদনের দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের প্রাপ্তব্য ভূমি, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গাদি সকল লোক লাভ হয়। ১৯ ॥ যে ওদনে সমুদ্র, আকাশ ও পৃথিবী—এ তিনটি উত্তর অধরভাবে স্থিত রয়েছে। ২০ ॥ যে ওদনের উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ যাগাবশিষ্ট অংশে ষড়শীতি (৮৬) সংখ্যক দেবগণ বীর্যযুক্ত হয়েছে। ২১ ॥ হে গুরুদেব, তোমাকে এ ওদনের মহিমা জিজ্ঞাসা করছি, এ ওদনের মহিমা অধিকতর। ২২ ॥ যে গুরু সে ওদনের মাহাত্ম্য জানে, সে উপদেশ-সময়ে মহিমার অল্পত্ব বলে না। ক্ষীর, ঘৃত, দধি প্রভৃতি রহিত—তাও বলে না। এটা সামনের বস্তু, এ বলেও নির্দেশ করে না কিংবা অনির্দিষ্টরূপেও বলে না। ২৩-২৪ ॥ সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যে ফল পেতে ইচ্ছা করে, তার অধিক বলে না। ২৫ ॥ ব্রহ্মবাদিগণ বলে থাকেন—(হে দেবদত্ত), তুমি এ ওদন পরাঙমুখ বা অভিমুখরূপে ভক্ষণ করেছ ? (ভক্ষণকারী তোমার এ ওদন পরাঙমুখ অথবা অভিমুখ—এ হচ্ছে প্রশ্ন)। তুমি ওদন ভক্ষণ করেছ অথবা ওদন তোমাকে ভক্ষণ করেছে ?। ২৬-২৭ ॥ পরাঙমুখ-স্থিত এ ওদন যদি ভক্ষণ করে থাক, তবে প্রাণবায়ুসকল তোমাকে ত্যাগ করবে—একথা ভক্ষণকারীকে বলুক। (বহির্মুখ প্রাণ বহির্মুখ ওদনভক্ষণে শরীর থেকে বিনির্গত হয়ে থাকে)। ২৮ ॥ প্রতিমুখ-স্থিত এ ওদন যদি ভক্ষণ করে থাক, তা হলে অপান বায়ু তোমাকে ত্যাগ করবে—একথা ভক্ষণকারীকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলুক। ২৯ ॥ আমি ওদন ভক্ষণ করি নি, কিংবা ওদনও আমাকে ভক্ষণ করে নি। ৩০ ॥ ওদনই (কর্তা) ওদনকে ভক্ষণ করেছে। ৩১ ॥

টীকা ঃ ১-৩১। দ্বিতীয় অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার মধ্যে 'তসৌদনসা' ইত্যাদি তিনটি সূক্ত অর্থসূক্ত। এর দ্বারা বৃহস্পতিসবাখ্য সবযজ্ঞে হবির অভিমর্শন, সম্পাত, দাতৃবাচনাদি কর্ম করতে হবে। সেরূপ অভিচার কর্মে সব-বিধানের দ্বারা ওদন পাক করে এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে দ্বেষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ততশ্চৈনমন্যেন শীর্ষ্ণা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
জ্যেষ্ঠতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
বৃহস্পতিনা শীর্ষ্ণা। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
বধিরো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ২ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামক্ষীভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
অন্ধো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ :
সূর্যাচন্দ্রমসাভ্যামক্ষীভ্যাম্। তাভ্যামেনং প্রাশিসং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

ততশ্চৈনমন্যেন মুখেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
মুখতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্।
ব্রহ্মণা মুখেন। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥
ততশ্চৈনমন্যয়া জিহ্বয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
জিহ্বা তে মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
অগ্নের্জিহ্বয়া।
তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্।
এব বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥
ততশ্চৈনমন্যৈর্দন্তৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
দন্তাস্তে শৎস্যন্তীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
ঋতুভির্দন্তৈঃ। তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥
ততশ্চৈনমন্যৈঃ প্রাণাপানৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
প্রাণাপানাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
সপ্তর্ষিভিঃ প্রাণাপানৈঃ।
তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন ব্যচসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
রাজযক্ষ্মস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
অন্তরিক্ষেণ ব্যচসা।
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন পৃষ্ঠেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
বিদ্যুৎ ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
দিবা পৃষ্ঠেন। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥
ততশ্চৈনমন্যেনোরসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
কৃষ্যা ন রাৎস্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
পৃথিব্যোরসা। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

ততশ্চৈনমন্যেনোদরেণ প্রাশীর্বেন চৈতং পূর্বং ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
উদরদারস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
সত্যেনোদরেণ । তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সংভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন বস্তিনা প্রাশীর্বেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
অপ্সু মরিষ্যসীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
সমুদ্রেণ বস্তিনা । তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামূরুভ্যাং প্রাশীর্বাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
ঊরূ তে মরিষ্যত ইত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
মিত্রাবরুণয়োরূরুভ্যাম্ । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৩ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামষ্ঠীবদ্ভ্যাং প্রাশীর্বাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
স্রামো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
ত্বষ্টুরষ্ঠীবদ্ভ্যাং । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং পাদাভ্যাং প্রাশীর্বাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
বহুচারী ভবিষ্যসীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
অশ্বিনোঃ পাদাভ্যাং । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৫ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং প্রপদাভ্যাং প্রাশীর্বাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
সর্পস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
সবিতুঃ প্রপদাভ্যাং । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং হস্তাভ্যাং প্রাশীর্বাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
ব্রাহ্মণং হনিষ্যসীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
ঋতস্য হস্তাভ্যাং । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৭ ॥
ততশ্চৈনমন্যয়া প্রতিষ্ঠয়া প্রাশীর্বয়া চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ।
অপ্রতিষ্ঠানোঽনায়তনো মরিষ্যসীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং ।
সত্যে প্রতিষ্ঠায় । তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ প্রথম অনুষ্ঠাতা ঋষিগণ যে মস্তকের দ্বারা এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, হে দেবদত্ত, তা ছাড়া অন্য মস্তকের দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তোমার পুত্রাদি মারা যাবে—এ কথা অভিজ্ঞজন ভোজনকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। বৃহস্পতির মস্তকের দ্বারা (পূর্বে ঋষি এ মস্তক দ্বারা এ ওদন ভক্ষণ করেছিল) এ ওদন ভক্ষণ করেছি, সে মস্তক দিয়েই এ ওদন (গন্তব্য দেশ) লাভ করেছি। ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত, সর্ব অবয়ব-সন্ধি-যুক্ত এবং সম্পূর্ণ শরীর। যে পুরুষ উক্তপ্রকারে এ ওদনের ভক্ষণ জানে, সে সর্বাঙ্গত্বাদিরূপ ফল লাভ করে পুণ্য-রূপ স্বর্গাদিলোকে উৎপন্ন হয়। ১ ॥ যে কাণ দিয়ে পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য লৌকিক কাণ দিয়ে যদি এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে তুমি বধির হবে—এ কথা অভিজ্ঞজন ভোজনকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। দ্যাবাপৃথিবীরূপ কর্ণদ্বয় দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২ ॥ যে চোখ দিয়ে পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য চোখ দিয়ে যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে তুমি অন্ধ হবে—এ কথা অভিজ্ঞজন ভোজনকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। সূর্য ও চন্দ্ররূপ চোখ-দুটি দিয়ে সে ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩ ॥ যে ব্রহ্মাত্মক মুখের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য মুখ দিয়ে যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে তোমার পুত্রাদি বিনষ্ট হবে—এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। জগৎকারণ যে ব্রহ্ম (অথবা যিনি বেদাত্মক), সে ব্রহ্মাত্মক মুখে এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪ ॥ যে জিহ্বার দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তাছাড়া অন্য জিহ্বার দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে তোমার জিহ্বা প্রাণত্যাগ করবে—এ কথা অভিজ্ঞজন ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। অগ্নির অবয়বরূপ জিহ্বার দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫ ॥ যে দাঁত দিয়ে পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য দাঁত দিয়ে যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে তোমার দাঁত বিশীর্ণ হয়ে পড়ে যবে—এ কথা অভিজ্ঞজন ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুরূপ দাঁতের দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬ ॥ যে ঋষ্যাত্মক প্রাণ ও অপানের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য প্রাণ ও অপানের দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে প্রাণাপানরূপ-মুখ্য প্রাণের বৃত্তিগুলি তোমাকে পরিত্যাগ করবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণ-কারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। সপ্ত ঋষিরূপ প্রাণ ও অপানের দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি

পূর্ববৎ)। ৭ ॥ সর্বশরীরবর্তী ব্যাপ্তির দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্যের দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে রাজযক্ষ্মা তোমাকে বিনাশ করবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। অন্তরিক্ষরূপ ব্যাপ্তির দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮ ॥ দ্যুলোকাত্মক পৃষ্ঠভাগের দ্বারা এ ওদন পূর্বে ঋষিগণ ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া শরীরের অন্যভাগ দিয়ে যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে বিদ্যুৎ-রূপ বজ্র তোমাকে বিনাশ করবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। দ্যুলোকাত্মক শরীরের অপরভাগের দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯ ॥ যে বক্ষের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য স্তনমণ্ডলের ওপরের পূর্বভাগের দ্বারা যদি এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে ব্রীহিযবাদি শস্যের দ্বারা সমৃদ্ধি হবে না—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। পৃথিবীরূপ বক্ষের দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০ ॥ পূর্বে ঋষিগণ যে উদরের দ্বারা এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তুমি যদি তা ছাড়া অন্য উদরের দ্বারা এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে উদরবিদারক অতিসার রোগ তোমাকে বিনাশ করবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে বা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। যথার্থকথনাত্মক সত্যরূপ উদরের দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১১ ॥ যে বস্তির (মূত্রাশয়ের) দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তুমি যদি তাছাড়া অন্য উদরের দ্বারা এ ওদন ভক্ষণ কর, তাহলে তুমি জলে মারা যাবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। সমুদ্ররূপ বস্তির দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১২ ॥ যে ঊরুদ্বয়ের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য ঊরুর দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে তোমার ঊরুদ্বয় শুষ্ক হবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে বা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। মিত্র ও বরুণের ঊরুদ্বয় দ্বারা এ ওদন আমি ভক্ষণ কারছি, তা দিয়ে এ ওদন আমি লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৩ ॥ ঊরুর অধঃপ্রদেশবর্তী জানুদ্বয় দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য জানুদ্বয় দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, ত হলে তোমার জঙ্ঘাদেশ শুষ্ক হয়ে যাবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। ত্বষ্টাদেবের জঙ্ঘাদ্বয়ের দ্বারা আমি এ ওদন ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৪ ॥ জঙ্ঘার অধোবর্তী যে পাদদ্বয়ের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য পাদদ্বয় দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে সর্বদা প্রবাসশীল বহুচারী হবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি

অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। অশ্বিদ্বয়ের পাদযুগলের দ্বারা আমি এ ওদন ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৫ ॥ যে পাদের অগ্রভাগদ্বয়ের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য পাদাগ্রভাগের দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে সর্পগণ তোমাকে বিনাশ করবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। সর্বপ্রেরক সবিতা দেবের পাদাগ্রভাগদ্বয়ের দ্বারা আমি এ ওদন ভক্ষণ করেছি; তা দিয়ে এ ওদন লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৬ ॥ যে হস্তদ্বয়ের দ্বারা পূর্বে ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য হস্তদ্বয়ের দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে তোমার ব্রহ্মহত্যা করা হবে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। সে ওদন আমি অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ করি নি। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের হস্তদ্বয়ের দ্বারা আমি এ ওদন ভক্ষণ করেছি, তা দিয়ে এ ওদন লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৭ ॥ যে সত্য ব্রহ্মাত্মক প্রতিষ্ঠার দ্বারা পূর্ববর্তী ঋষিগণ এ ওদন ভক্ষণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা যদি তুমি এ ওদন ভক্ষণ কর, তা হলে তুমি অপ্রতিষ্ঠ হয়ে ভূমিরহিত হবে —একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষণকারীকে বলে থাকেন। অবাঙমুখে, পরাঙমুখে অথবা আত্মাভিমুখে আমি এ ওদন ভক্ষণ করি নি। সত্যস্বরূপ আনন্দময় সর্বজগতের আধার ব্রহ্মের আশ্রয় করে সর্বজগতের প্রতিষ্ঠাত্মকরূপে আমি এ ওদন ভক্ষণ করেছি, সে সত্যের দ্বারা এ ওদন লাভ করেছি। (ভক্ষিত এ ওদন সর্ব অবয়বযুক্ত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৮ ॥

টীকা ঃ ১-১৮। এ সূক্তে ওদনের ভক্তৃত্ব ভোজ্যত্বের বিপক্ষে বাধপুরঃসর সমর্থন করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

এতদ্ বৈ ব্রধ্নস্য বিষ্টপং যদোদনঃ ॥ ১ ॥
ব্রধ্নলোকো ভবতি ব্রধ্নস্য বিষ্টপি শ্রয়তে য এবং বেদ ॥ ২ ॥
এতস্মাদ্ বা ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতং লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ ॥ ৩ ॥
তেষাং প্রজ্ঞানায় যজ্ঞমসৃজত ॥ ৪ ॥
স য এবং বিদুষ উপদ্রষ্টা ভবতি প্রাণং রুণদ্ধি ॥ ৫ ॥
ন চ প্রাণং রুণদ্ধি সর্বজ্যানিং জীয়তে ॥ ৬ ॥
ন চ সর্বজ্যানিং জীয়তে পুরৈনং জরসঃ প্রাণো জহাতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত মহিমাযুক্ত এ ওদন হচ্ছে সর্বজগৎস্রষ্টা সূর্যমণ্ডলবর্তী ঈশ্বর অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলাত্মক এ ওদন। ১ ॥ যে পুরুষ সূর্যমণ্ডলাত্মক ওদন জানে অর্থাৎ মণ্ডলাভিমানী সূর্যরূপে ওদনের উপাসনা করে, সে সূর্যলোকবর্তী হয় (অথবা সূর্যের মত দর্শনীয় হয়) এবং সূর্যের মণ্ডলাত্মক স্থানের সেবা করা অর্থাৎ সূর্যাত্মক হয়। ২ ॥ এ সূর্যাত্মক ওদনের দ্বারা প্রজাপতি দেব অধিষ্ঠাতার সাথে তেত্রিশ লোক সৃষ্টি করেছেন। (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার —শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এ তেত্রিশ দেবতা)। ৩ ॥ সে দেবলোকের জ্ঞানের জন্য অর্থাৎ সে সে লোকের উপভোগ্য সুখের সাক্ষাৎকারের জন্য তাদের সাধনরূপে এ যজ্ঞ সৃষ্টি

করেছেন। ৪॥ যে পুরুষ উক্তপ্রকারে উপাসকের সাক্ষাৎকর্তা হয়, সে প্রাণনিরোধ করতে পারে। ৫॥ কেবল প্রাণরোধ করে, তা নয়, সকল অভিমত বস্তুর হানি হয়। কেবল সর্বহানি হয় এ নয়, জরা অবস্থার পূর্বে মৃত্যু হয়। (বিদ্বানের ব্যতিক্রম দেখে নিন্দাকারী পুরুষের প্রথমে প্রাণরোধ, তারপর সকল বস্তুর হানি, তারপর অকাল মরণ হয়)। ৬-৭॥

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্‌ৎসর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১॥
নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে নমস্তে প্রাণ বর্ষতে॥ ২॥
যৎ প্রাণ স্তনয়িত্নুনাভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
প্র বীয়ন্তে গর্ভান্ দধতেঽথো বহ্বীর্বি জায়ন্তে॥ ৩॥
যৎ প্রাণ ঋতাবাগতেঽভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
সর্বং তদা প্র মোদতে যৎ কিং চ ভূম্যামধি॥ ৪॥
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
পশবস্তৎ প্র মোদন্তে মহো বৈ নো ভবিষ্যতি॥ ৫॥
অভিবৃষ্টা ওষধয়ঃ প্রাণেন সমবাদিরন্।
আয়ুর্বৈ নঃ প্রাতীতরঃ সর্বা নঃ সুরভীরকঃ॥ ৬॥
নমস্তে অস্ত্বায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ॥ ৭॥
নমস্তে প্রাণ প্রাণতে নমো অস্ত্বপানতে।
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতীচীনায় তে নমঃ সর্বস্মৈ ত ইদং নমঃ॥ ৮॥
যা তে প্রাণ প্রিয়া তনূর্যো তে প্রাণ প্রেয়সী।
অথো যদ্ ভেষজং তব তস্য নো ধেহি জীবসে॥ ৯॥
প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্।
প্রাণো হ সর্বস্যেশ্বরো যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ সকল প্রাণীর শরীর ব্যেপে যে থাকে, সমষ্টিশরীরাভিমানী প্রথমসৃষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপ সে প্রাণের উদ্দেশে নমস্কার। যে প্রাণের বশে এ চরাচরাত্মক জগৎ বর্তমান, সে প্রাণ ভূতকালাবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ সর্বদা লব্ধসত্তাক)। যিনি সকল প্রাণিসমূহের ঈশ্বর, যে পরব্রহ্মাত্মক প্রাণে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সে প্রাণের উদ্দেশে নমস্কার। ১॥ হে প্রাণ, ক্রন্দনশীল (শব্দকারী) তোমাকে নমস্কার, মেঘজালে প্রবেশ করে গর্জনকারী তোমাকে নমস্কার। হে প্রাণ, বিদ্যুৎ-রূপে বিদ্যোতমান তোমাকে নমস্কার, তারপর বৃষ্টিদানকারী তোমাকে নমস্কার। ২॥ সর্বজগতের প্রাণরূপ সূর্যাত্মক দেব যখন মেঘধ্বনির দ্বারা ব্রীহিযবাদি গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধির উদ্দেশে শব্দ করে, তখন ওষধিগুলি গর্ভ ধারণ করে। (বর্ষাকাল সকল ওষধির গর্ভধারণ কাল, তখন তারা গর্ভধারণ করে)। তারপর বহুরূপে উৎপন্ন হয়। ৩ প্রাণদেব ঋতুকালে (বর্ষাঋতুতে) যখন ওষধির উদ্দেশে শব্দ করে, তখন সকলে হৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে যে-সকল প্রাণী থাকে, তারা সকলে আনন্দিত হয়। ৪॥ যখ

প্রাণদেব বিস্তীর্ণ পৃথিবী বৃষ্টির দ্বারা সিক্ত করে, তখন 'আমাদের উৎসব হবে' বলে গবাদি সকল পশু আনন্দিত হয়। (বৃষ্টির ফলে পৃথিবীতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে, তার ভক্ষণের দ্বারা আমাদের পুষ্টি হবে—এ বলে তারা নৃত্য করে)। ৫ ॥ প্রাণদেবের দ্বারা অভিষিক্ত ওষধিসকল সে প্রাণের সাথে সম্ভাষণ করে—'হে প্রাণ, তুমি আমাদের জীবন বর্ধন কর, আমাদের সকলকে সুগন্ধিযুক্ত কর'। ৬ ॥ হে প্রাণ, আগমনকারী তোমার উদ্দেশে নমস্কার। সেরূপ পরাঙমুখে গমনকারী তোমাকে নমস্কার, অবস্থিত ও উপবিষ্ট তোমার উদ্দেশে নমস্কার। ৭ ॥ হে প্রাণদেব, প্রাণ-ব্যাপারকারী তোমার উদ্দেশে নমস্কার। সেরূপ অপানব্যাপারকারী অপানবৃত্ত্যাত্মক তোমার উদ্দেশে নমস্কার। পরাগমনস্বভাব দেহের বাইরে অবস্থিত তোমার উদ্দেশে নমস্কার, সেরূপ দেহের মধ্যে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার। অধিক কি, সকল ব্যাপারের কর্তা, সকল প্রাণীর শরীরান্তর্বর্তী তোমার উদ্দেশে নমস্কার। ৮ ॥ হে প্রাণ, তোমার যে প্রিয় শরীর আছে, যে দুটি প্রিয়তম প্রাণ ও অপানবৃত্তিদ্বয় (অথবা অগ্নি ও সোমরূপ) আছে, তোমার যে অমৃতপ্রাপক ঔষধ আছে, সে সকলের কাছ থেকে আমাদের জীবনের জন্য অমৃতসাধন ঔষধ দাও। ৯ ॥ পিতা যেমন প্রিয় পুত্রকে নিজ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করে, সেরূপ প্রাণদেব দেব, তির্যক, মনুষ্যাদি সকল প্রজাকে অনুক্রমে আচ্ছন্ন করেছে (অর্থাৎ নাড়ীর দ্বারা তাদের শরীর ব্যেপে আছে)। সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের প্রাণই ঈশ্বর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'প্রাণায় নমঃ' ইত্যাদি তিনটি সূক্ত অর্থসূক্ত। এ সূক্তের দ্বারা উপনয়নকর্মে মাণবকের নাভি স্পর্শ করে আচার্য জপ করবে। সেরূপ আয়ুষ্কাম ব্যক্তি এ অর্থসূক্তের দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ অনুমন্ত্রণ করবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণো হ সত্যবাদিনমুত্তমে লোক আ দধৎ ॥ ১ ॥
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ২ ॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবাবনড্বান্ প্রাণ উচ্যতে।
যবে হ প্রাণ আহিতোঽপানো ব্রীহিরুচ্যতে ॥ ৩ ॥
অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা।
যদা ত্বং প্রাণ জিন্বস্যথ স জায়তে পুনঃ ॥ ৪ ॥
প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানং বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫ ॥
আথর্বণীরাঙ্গিরসীর্দৈবীর্মনুষ্যজা উত।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে যদা ত্বং প্রাণ জিন্বসি ॥ ৬ ॥
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তেঽথো যাঃ কাশ্চ বীরুধঃ ॥ ৭ ॥
যস্তে প্রাণেদং বেদ যস্মিংশ্চাসি প্রতিষ্ঠিতঃ।
সর্বে তস্মৈ বলিং হরানমুষ্মিংল্লোক উত্তমে ॥ ৮ ॥

যথা প্রাণ বলিহৃতস্তুভ্যং সর্বাঃ প্রজা ইমাঃ।
এবা তস্মৈ বলিং হরান্ যস্ত্বা শৃণবৎ সুশ্রবঃ ॥ ৯ ॥
অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ।
স ভূতো ভব্যং ভবিষ্যৎ পিতা পুত্রং প্র বিবেশা শচীভিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ প্রাণ সকল প্রাণীর মরণের কর্তা, প্রাণই কৃচ্ছ্র জীবনকর জ্বরাদি রোগ। দেহমধ্যবর্তী সে প্রাণকে ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণ নিজ নিজ বিষয় উপভোগের জন্য সেবা করে (অথবা সমষ্ট্যাত্মক হিরণ্যগর্ভ প্রাণকে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ উপাসনা করে)। সে প্রাণই সত্যবাদীকে উত্তম লোকে স্থাপন করে। ১ ॥ প্রাণদেব হচ্ছে বিরাট্, স্থূল-প্রপঞ্চের অভিমানী দেবতা, সে প্রাণই নিজ নিজ ব্যাপারে সকলের প্রেরক পরদেবতা; সে প্রাণকে সকল জন নিজ নিজ অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্য সেবা করে থাকে। প্রাণই সকলের প্রেরক আদিত্য ও অমৃতময় সোমরূপ চন্দ্রমা। অভিজ্ঞেরা সে প্রাণকেই প্রজাপতি (প্রজাদের স্রষ্টা) বলে থাকে। ২ ॥ প্রাণ ও অপান হচ্ছে মুখ্য প্রাণের প্রধান বৃত্তিবিশেষ, তারাই ব্রীহি ও যব (অর্থাৎ প্রাণ ও অপানাত্মক হচ্ছে ব্রীহি ও যব)। মুখ্য প্রাণকে বলীবর্দ বলা হয়। ব্রীহিযবের কর্ষণের দ্বারা উৎপাদক বলীবর্দ প্রাণরূপ। যবে প্রাণবৃত্ত্যাত্মক বায়ু স্থাপিত হয়েছে এবং ব্রীহিতে অপান-বৃত্ত্যাত্মক বায়ু। অতএব ওষধির মধ্যে ব্রীহি ও যব পুষ্টিকররূপে সকল প্রাণীর উপজীব্য। এজন্য লোকরক্ষণের হেতু প্রাণকেই ব্রীহি, যব ও বলীবর্দ বলা হয়। ৩ ॥ প্রাণের অন্নাত্মকত্ব বলা হয়েছে, অন্নরসের পরিণামরূপ শরীরধারী পুরুষ স্ত্রীর গর্ভাশয়ে হে প্রাণ, তোমার প্রবেশের দ্বারা অপান-ব্যাপার করে। হে প্রাণ, শুক্র-শোণিতাবস্থায় পুরুষশরীরে প্রবেশ করে তার পরিণামের জন্য প্রাণ ও অপানবৃত্তি তুমি উৎপন্ন কর। হে প্রাণ, যে কালে তুমি গর্ভস্থ জীবকে মাতৃভুক্ত অন্নরসে পুষ্ট কর, তখন সে পুরুষ আবার জন্ম লাভ করে। ৪ ॥ অন্তরিক্ষাধিপতি বায়ুকে প্রাণ-রূপ বলা হয়েছে, সকল জগতের আধাররূপ সূত্রাত্মা সদা গমনশীল যে বায়ু, তাকে প্রাণ বলা হয়েছে। সে বায়ুরূপ প্রাণে ভূতকালের উৎপন্ন জগৎ ও ভবিষ্যৎকালের উৎ-পস্যমান জগৎ উভয়ে আশ্রয় করে আছে, অধিক কি সে প্রাণে এ সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ৫ ॥ হে প্রাণ, যখন তুমি বৃষ্টিপ্রদানে প্রীত কর, তখন অথর্বা মহর্ষির সৃষ্ট, অঙ্গিরা ঋষির সৃষ্ট, দৈব ও মনুষ্য সৃষ্ট সকল প্রাণী এবং নানাবিধ ওষধিগুলি উৎপন্ন হয়। ৬ ॥ যখন প্রাণ বৃষ্টির দ্বারা মহান পৃথিবীকে সিক্ত করে, তখন ব্রীহি যবাদি ওষধিগুলি ও অন্যান্য আরণ্য লতাগুলি উৎপন্ন হয়। ৭ ॥ হে প্রাণ, যে তোমার উক্ত মহিমা জানে, যে বিদ্বানে তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তাকে সকল দেবগণ উত্তম লোকে অমৃতময় ভাগ প্রদান করে। ৮ ॥ হে প্রাণ, দৈব তির্যক্ মনুষ্যাদি প্রজাগণ যে প্রকারে তোমার উদ্দেশে বলি আহরণ করে থাকে, সেরূপ সে বিদ্বানের উদ্দেশে তারা বলি প্রদান করুক। হে শ্রবণীয় প্রাণ, তোমার মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক মন্ত্র যারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে, তাদের উদ্দেশে সে প্রজাগণ বলি প্রদান করুক। ৯ ॥ দেবতাদের মধ্যে গর্ভরূপে প্রাণ বিচরণ করে, সর্বত্র ব্যাপ্ত নিত্যরূপ সে প্রাণ আবার জন্মগ্রহণ করে (অর্থাৎ সে সে শরীরের সাথে আবার উৎপন্ন হয়)। পিতা যেমন নিজপুত্রে স্বাবয়বের দ্বারা প্রবেশ করে, সেরূপ নিত্য-বর্তমান প্রাণ ভূত ও ভবিষ্যৎ বস্তুতে নিজ শক্তির দ্বারা প্রবেশ করে। (অথবা প্রাণই সকল লোকের পিতা, সে প্রাণ নিজ থেকে উৎপন্ন পুত্ররূপ সকল জগতে প্রবেশ করে)। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'প্রাণো মৃত্যুঃ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

ষষ্ঠ সূক্ত

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্ ।
যদঙ্গ স তমুৎখিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন
রাত্রী নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদা চন ॥ ১ ॥
অষ্টাচক্রং বর্তত একনেমি সহস্রাক্ষরং প্র পুরো নি পশ্চা ।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥ ২ ॥
যো অস্য বিশ্বজন্মন ঈশে বিশ্বস্য চেষ্টতঃ ।
অন্যেষু ক্ষিপ্রধন্বনে তস্মৈ প্রাণ নমোঽস্তু তে ॥ ৩ ॥
যো অস্য সর্বজন্মন ঈশে সর্বস্য চেষ্টতঃ ।
অতন্দ্রো ব্রহ্মণা ধীরঃ প্রাণো মানু তিষ্ঠতু ॥ ৪ ॥
ঊর্ধ্বঃ সুপ্তেষু জাগার ননু তির্যঙ্ নি পদ্যতে ।
ন সুপ্তমস্য সুপ্তেষ্বনু শুশ্রাব কশ্চন ॥ ৫ ॥
প্রাণ মা মৎ পর্যাবৃতো ন মদন্যো ভবিষ্যসি ।
অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণ বধ্নামি ত্বা ময়ি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : জগৎপ্রাণরূপ সূর্য সলিল থেকে উঠে এক পা স্থাপন করে অন্য একটি পায়ে পরিভ্রমণ করছে। হে দেবদত্ত, সে সূর্য যদি নিহিত পা ক্ষেপণ করে, তবে দুটি পায়ে আমাদের মত যেখানে সেখানে যেতে পারত বা বলতে পারত; তা হলে কাল-পরিচ্ছেদক সূর্যের পরিস্পন্দের অভাবে আজ, কাল, রাত, দিন—এরূপ ব্যবহার হতো না। সূর্যোদয়ের অভাবে, তার পুরোবর্তী ঊষারও উদয় হতো না; তা হলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতো। (সমগ্রশরীরব্যাপী প্রাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ থেকে প্রাণবৃত্তিরূপে ঊর্ধ্বে উঠে অপানবৃত্তিরূপ এক পা নিক্ষেপ করে না। যদি প্রাণ সে অপানাত্মক পা শরীর থেকে উৎক্ষেপণ করে, তবে প্রাণের সমগ্র শরীর থেকে নির্গমের ফলে সে মৃত শরীরের আজ, কাল, রাত, দিন ইত্যাদি কালবিভাগ থাকবে না। কখনও তার অন্ধকারের নিবৃত্তি হবে না। অতএব জগৎকে সজীব করার জন্য এক পা নিক্ষেপ করে না)। ১ ॥ অষ্ট চক্ররূপ শরীর এক প্রাণরূপ নেমির দ্বারা বেষ্টিত। (ত্বক্, রক্ত প্রভৃতি সাতটি ধাতু, ওজ হচ্ছে অষ্টম ধাতু—এ গুলিকে রথরূপে বর্ণনীয় শরীরের চক্র বলে বলা হয়েছে। আটটি চক্র যার, সে অষ্টাচক্র শরীর। লোকে রথচক্র নেমিবেষ্টিত হয়ে প্রবর্তিত হয়, সেরূপ এখানে অষ্টচক্র-বিশিষ্ট শরীরকে এক প্রাণরূপ নেমি আবেষ্টন করে আছে।) এ বহু অক্ষের দ্বারা যুক্ত (অথবা প্রাণপরিস্পন্দনের জন্য বহুবিধ শব্দরূপ বর্ণাত্মক অক্ষর যার এমন) রথরূপ শরীর পূর্বে ও পশ্চাদ্ভাগে যাতায়াত করছে। এরূপ মহানুভব প্রাণ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উৎপন্ন করছে। সূত্রাত্মরূপে অবস্থিত এ প্রাণ নিজের অর্ধাংশে প্রাণবায়ুরূপে প্রবেশ করে সকল প্রাণী উৎপন্ন করেছে। এ সূত্রাত্ম প্রাণের অপর অর্ধাংশ অপরিচ্ছিন্ন। পরব্রহ্মাত্মক প্রাণের একদেশে সকল জগৎ ব্যাপ্ত, অবশিষ্ট স্বরূপ অনন্ত বলে, এটা এ প্রকার—এরূপ নির্ধারণ করা যায় না। ২ ॥ যে প্রাণ নানারূপে জন্ম লাভ করে ব্যাপ্রিয়মাণ সকল জগতের নিয়মন করছে এবং অন্য প্রাণিশরীরে ক্ষিপ্র গমন করছে, হে প্রাণ, সেরূপ তোমাকে নমস্কার। ৩ ॥ যে প্রাণ নানারূপে জন্মলাভ করে, ব্যাপ্রিয়মাণ সকল জগতের নিয়মন করেছে, সে সে জগদীশ্বররূপ প্রাণ আলস্যরহিত হয়ে সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণশীল, জ্ঞানশক্তির দ্বারা যুক্ত হয়ে অনবচ্ছিন্নরূপে আমার অনুবর্তন করুক। ৪ ॥ হে প্রাণ, উত্থিত হয়ে নিদ্রাপরবশ প্রাণীর রক্ষার জন্য জাগ্রত হও। সুপ্ত প্রাণী

তির্যগবস্থিত হয়ে শয়ন করে, তাকে জাগাও। প্রাণিগণ সুপ্ত হলেও তাদের শরীর-মধ্যবর্তী এ প্রাণের নিদ্রার কথা কেউ কখন শোনে নি। ৫॥ হে প্রাণ, আমার কাছ থেকে পরাঙ্মুখ হয়ো না, আমা থেকে অন্য হয়ো না অর্থাৎ আমার সাথে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান কর। জলের গর্ভভূত বৈশ্বানর অগ্নিকে যেমন দেহ-মধ্যে ধারণ করা হয়, সেরূপ হে প্রাণ, জীবন ধারণের জন্য তোমাকে আমার শরীরে যুক্ত করছি। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রহ্মচারীষ্ণংশ্চরতি রোদসী উভে তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি।
স দাধার পৃথিবীং দিবং চ স আচার্যং তপসা পিপর্তি ॥ ১ ॥
ব্রহ্মচারিণং পিতরো দেবজনাঃ পৃথগ্ দেবা অনুসংযন্তি সর্বে।
গন্ধর্বা এনমন্বায়ন্ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ত্রিশতাঃ ষট্সহস্রাঃ
সর্বান্ৎস দেবাংস্তপসা পিপর্তি ॥ ২ ॥
আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ ॥ ৩ ॥
ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌর্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাংস্তপসা পিপর্তি ॥ ৪ ॥
পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ঘর্মং বসানস্তপসোদতিষ্ঠৎ।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্ ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মচার্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।
স সদ্য এতি পূর্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্ৎসংগৃভ্য-মুহুরাচরিক্রৎ ॥ ৬
ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্।
গর্ভো ভূত্বামৃতস্য যোনাবিন্দ্রো হ ভূত্বাসুরাংস্ততর্হ ॥ ৭ ॥
আচার্যস্ততক্ষ নভসী উভে ইমে উর্বী গম্ভীরে পৃথিবীং দিবং চ।
তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি ॥ ৮ ॥
ইমাং ভূমিং পৃথিবীং ব্রহ্মচারী ভিক্ষামা জভার প্রথমো দিবং চ।
তে কৃত্বা সমিধাবুপাস্তে তয়োরার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৯ ॥
অর্বাগন্যঃ পরো অন্যো দিবস্পৃষ্ঠাদ্ গুহা নিধী নিহিতৌ ব্রাহ্মণস্য।
তৌ রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তৎ কেবলং কৃণুতে ব্রহ্ম বিদ্বান্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী (যিনি বেদাত্মক ব্রহ্মে বিচরণশীল) নিজ তপস্যা দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করতে করতে স্বনিয়মে প্রবর্তিত হচ্ছে। সে ব্রহ্মচারীতে ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত হয়। সে ব্রহ্মচারী নিজ তপস্যায় পৃথিবী ও দ্যুলোক পোষণ করছে এবং সন্মার্গবৃত্তির দ্বারা নিজ গুরুকে পালন করছে। ১॥ পিতৃগণ, দেবজন নামক দেবগণ ও ইন্দ্রাদি অন্য দেবসকল ব্রহ্মচারীর রক্ষার জন্য পৃথক পৃথক তার অনুগমন করে। সেরূপ অন্তরিক্ষচারী বসুপ্রভৃতি

গন্ধর্বগণ এ ব্রহ্মচারীর অনুগমন করে। তেত্রিশ দেবতা (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার), তার বিভূতিরূপ তিনশ তেত্রিশ দেবতা এবং তার বিভূতিরূপ ষট্‌-সহস্র সকল দেবতাকে সে ব্রহ্মচারী পালন করে (অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি সকল জগৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ধারণ করে)। ২ ॥ উপনয়নকালে ব্রহ্মচারী মাণবককে নিজের কাছে এনে অচার্য বিদ্যাশরীরের মধ্যে গর্ভ সঞ্চার করে তিন রাত্রি নিজ উদরে ধারণ করেন। চতুর্থ দিবসে বিদ্যাময় শরীর থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মচারীকে দেখার জন্য দেবতারা তার অভিমুখে আসেন। ৩ ॥ এ পৃথিবী ব্রহ্মচারীর প্রথম সমিৎ, দ্যুলোক দ্বিতীয় সমিৎ এবং অন্তরিক্ষ অগ্নিতে আধীয়মান সমিধের দ্বারা পূর্ণ হয়। এরূপে ব্রহ্মচারী সমিধ, মেখলা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ শ্রম ও দেহসন্তাপক অন্যান্য নিয়মের দ্বারা পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদির পালন করে। (অতএব সমিদাধানাদি কর্ম এ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য)। ৪ ॥ সর্বজগতের কারণ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মচারী প্রথমে উৎপন্ন হয়েছে। সে উৎপন্ন হয়ে দীপ্ত রূপ আচ্ছাদন করে সমিদাধানাদি তপস্যার সাথে উত্থিত হয়েছে। অতএব ব্রহ্মচর্যাত্মক তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের জ্যেষ্ঠ (অথবা বেদাত্মক ব্রহ্ম) উৎপন্ন হয়েছে। তার প্রতিপাদ্য অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবগণ অমৃতত্বপ্রাপক সেবোপভোগ্যের সাথে উৎপন্ন হয়েছে। ৫ ॥ সকাল সন্ধ্যায় অগ্ন্যাধান-জনিত তেজে সন্দীপ্ত, কৃষ্ণাজিন-পরিহিত, দীক্ষিত (ভিক্ষাচরণাদি নিয়মযুক্ত), দীর্ঘ-শ্মশ্রু ব্রহ্মচারী পূর্ব সমুদ্র থেকে উত্তর সমুদ্রে গমন করে অর্থাৎ তাহার তপস্যার মহিমা ব্যাপ্ত হয়। তিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষাদি লোক হাতে ধরে চলেন অর্থাৎ সকল লোক তার বশীভূত হয়। ৬ ॥ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য মহিমার দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতি, স্নানপানাদির জন্য গঙ্গাদি নদী, স্বর্গাদি লোক, প্রজাদের স্রষ্টা অবান্তর সৃষ্টিকারী প্রজাপতি, সত্যলোকে অবস্থানকারী আদি ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী ও স্থূল-প্রপঞ্চ শরীরাভিমানী বিরাট্‌ পুরুষকে উৎপন্ন করেছে। (স্ব-স্ব-কারণ—থেকে উৎপন্ন এঁদের ব্রহ্মচর্যই নিমিত্ত কারণ বলে তাদের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মচারীতে আরোপ করা হয়েছে)। অমরণশীল ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মিকা প্রকৃতিতে প্রথম ব্রহ্মচারী গর্ভ লাভ করে সব কিছু উৎপন্ন করেছে, (এখানে সর্বজগৎ-কর্তৃত্ব-রূপে ব্রহ্মচারীর স্তুতি করা হয়েছে)। ৭ ॥ এ পরিদৃশ্যমান বিস্তীর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন দ্যুলোক ও ভূলোক আচার্য উৎপন্ন করেছেন। সে দ্যাবাপৃথিবীর উৎপাদক আচার্যকে ব্রহ্মচারী নিজ তপস্যার (ব্রহ্মচর্য নিয়মের) দ্বারা পালন করে। ৮ ॥ এ বিস্তীর্ণ পৃথিবী ব্রহ্মচারী প্রথম ভিক্ষারূপে সংগ্রহ করেছে, পরে দ্বিতীয় ভিক্ষারূপে দ্যুলোক সংগ্রহ করেছে। ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ এ দ্যাবাপৃথিবীকে সমিধ-রূপে অগ্নির পরিচর্যা করছে। সকল প্রাণী এ দ্যাবাপৃথিবী আশ্রয় করে রয়েছে। ৯ ॥ দ্যুলোকের উপরিভাগ থেকে অধো ভূলোকে এক বেদরূপ নিধি আচার্যহৃদয়রূপ গুহায় নিহিত হয়েছে। তার প্রতিপাদ্য দেবতারূপ অপর নিধি ওপরে অজ্ঞাত গুহায় নিক্ষিপ্ত রয়েছে। বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণের সে নিক্ষিপ্ত নিধি-দুটি ব্রহ্মচারী তপস্যার দ্বারা (ব্রহ্মচর্য-নিয়মের দ্বারা) রক্ষা করছে। বেদার্থ-রহস্যাভিজ্ঞ বিদ্বান শব্দ ও তদর্থাত্মক বেদরাশির অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করে থাকেন। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। তৃতীয় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম তিনটি সূক্তে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য বলা হয়েছে। এ সূক্ত গুলি ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

অর্বাগন্য ইতো অন্যঃ পৃথিব্যা অগ্নী সমেতো নভসী অন্তরেমে।
তয়োঃ শ্রয়ন্তে রশ্ময়োঽধি দৃঢ়াস্তানা তিষ্ঠতি তপসা ব্রহ্মচারী ॥ ১ ॥
অভিক্রন্দন্ স্তনয়ন্নরুণঃ শিতিঙ্গো বৃহচ্ছেপোঽনু ভূমৌ জভার।
ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাঃ তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ২ ॥
অগ্নৌ সূর্যে চন্দ্রমসি মাতরিশ্বন্ ব্রহ্মচার্যপ্সু সমিধমা দধাতি।
তাসামর্চীংষি পৃথগভ্রে চরন্তি তাসামাজ্যং পুরুষো বর্ষমাপঃ ॥ ৩ ॥
আচার্যো মৃত্যুর্বরুণঃ সোম ওষধয়ঃ পয়ঃ।
জীমূতা আসন্ৎসত্বানস্তৈরিদং স্বরাভৃতম্ ॥ ৪ ॥
অমা ঘৃতং কৃণুতে কেবলমাচার্যো ভূত্বা বরুণো যদ্যদৈচ্ছৎ প্রজাপতৌ।
তদ্ ব্রহ্মচারী প্রাযচ্ছৎ স্বান্ মিত্রো অধ্যাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
আচার্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতির্বি রাজতি বিরাডিন্দ্রোঽভবদ্ বশী ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি।
আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্ব রাভরৎ ॥ ৯ ॥
ওষধয়ো ভূতভব্যমহোরাত্রে বনস্পতিঃ।
সম্বৎসরঃ সহর্তুভিস্তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ এ পৃথিবীর অধোদেশে অপর এক অগ্নি (অপ্রকাশ সূর্য) আছে, অন্য এক পার্থিব অগ্নি পৃথিবীর ওপরে আছে। সূর্য উদিত হলে এ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে সে অগ্নি-দুটি পরস্পর মিলিত হয়। সে সূর্য ও অগ্নির রশ্মিগুলি পরস্পর মিলনে অতি দৃঢ় হয়ে দ্যাবাপৃথিবী আশ্রয় করে। ব্রহ্মচারী তার তপোমহিমায় এ অগ্নিদ্বয়যুক্ত ভূমিতে অধিষ্ঠান করে অর্থাৎ অগ্নিরূপে তার অধিদেবতা হয়। ১ ॥ চারদিকে শব্দ করে গর্জনকারী জলপূর্ণ মেঘকে লাভ করে বরুণ প্রভৃতি নিজ প্রজনন শক্তি পৃথিবীর উদ্দেশে নিক্ষেপ করেছে। ব্রহ্মচারী নিজের তপোমহিমায় সকল জগতের উৎপাদক জলরূপ বরুণের সে তেজ পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে বর্ষণ করে। সে বৃষ্টির দ্বারা পূর্বাদি চার দিকের প্রাণিগণ প্রাণ ধারণ করে অর্থাৎ সমৃদ্ধ হয়। ২ ॥ ব্রহ্মচর্য-নিয়মযুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে অবস্থিত অগ্নিতে, অন্তরিক্ষ-গত সূর্যে, চন্দ্রে, বায়ুতে ও জলে সমিধ নিক্ষেপ করে। সে অগ্নি প্রভৃতির দীপ্তিগুলি অন্তরিক্ষে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে। অগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর সমিধের দ্বারা আজ্য, পুরুষ, বর্ষ ও জল উৎপন্ন করে। (আজ্য বলতে এখানে গোসমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, এরূপ পুরুষ বলতে পুত্রাদিসমৃদ্ধি, বর্ষ বলতে বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ও জল বলতে বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতির সমৃদ্ধি বোঝাচ্ছে)। ৩ ॥ আচার্যই মৃত্যুরূপ (অপরাধ করলে রুষ্ট হয়ে জীবন অপহরণ করে), তিনিই বরুণ (পরিচর্যাকারী ব্রহ্মচারীর পাপের নিবারক), তিনিই চন্দ্র (তার মত আহ্লাদক), ওষধি (ব্রীহি যবাদি) ও দুগ্ধ—এগুলি তার প্রসাদে লভ্য বলে আচার্যাত্মক। [অথবা মৃত্যু (যম) নচিকেতাকে উপদেশ করে আচার্য হয়েছে, সেরূপ বরুণ ভৃগুকে উপদেশ করে আচার্য হয়েছে—এরূপ সর্বদেবতাত্মক আচার্য]। আচার্যরূপ

বরুণের অনুচর হচ্ছে জলপূর্ণ মেঘগুলি; তারাই বৃষ্টির জন্য জল ধারণ করেছে। ৪॥ বরুণদেব আচার্য হয়ে ক্ষরণশীল জল নিজের সাথে অনন্যসাধারণরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে বরুণ স্বজনক প্রজাপতির কাছে যে যে ফল কামনা করেছিলেন, মিত্রদেব ব্রহ্মচারী হয়ে নিজ ব্রহ্মচর্য-মাহাত্ম্যে নিজ শরীর থেকে সে সকল আচার্যরূপ বরুণকে দিয়েছিলেন। (এ দ্বারা শিষ্য ব্রহ্মচারী উপদেষ্টা গুরুর প্রীতিকর ধন প্রদান করবে—এ একটি ব্রহ্মচারীর নিয়ম বলা হল)। ৫॥ আচার্য প্রথম বিদ্যা উপদেশ করে ব্রহ্মচারী হন। তিনি ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্যার দ্বারা অধিক মহিমা লাভ করে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি হন। সে প্রজাপতি বিরাট্ (স্থূলপ্রপঞ্চ শরীরাভিমানী ঈশ্বর) হন। সে বিরাট্ পুরুষ স্বতন্ত্র পরম ঐশ্বর্যযুক্ত সকল জগতের স্রষ্টা পরমাত্মা হন। (অতএব আচার্য পরম্পরাক্রমে সর্বদেবতাত্মক—তার মহিমা বর্ণনা করতে কে সমর্থ?)। ৬॥ (ব্রহ্ম হচ্ছে বেদ, তার অধ্যয়নের জন্য আচরণীয় সমিধাদান, ভিক্ষা আচরণ, ঊর্ধ্বরেতস্ক প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠীয়মান কর্ম ব্রহ্মচর্য)। সে ব্রহ্মচর্য এবং তপস্যার (অর্থাৎ উপবাসাদি ব্রতনিয়ম) দ্বারা রাজা নিজ রাষ্ট্র পালন করেন। (যে রাজার জনপদে ব্রহ্মচারী পুরুষ তপস্যা করেন, তার রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হয়। অথবা রাজার কর্তব্য হিসাবে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করে রাজা—রাষ্ট্র পালন করেন।) আচার্যও ব্রহ্মচর্য নিয়মের দ্বারা ব্রহ্মচারী শিষ্যকে ইচ্ছা করেন। ৭॥ কন্যা (অবিবাহিত) ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে উত্তম যুবা পতি লাভ করে। (অধিক কি পশুজাতিও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অভিলষিত ফল লাভ করে)—শকট-বহনকারী বলীবর্দ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা স্বকার্য সাধন করে উৎকৃষ্ট পতি (প্রভু) লাভ করে। সেরূপ অশ্ব ব্রহ্মচর্যের দ্বারা তৃণাদি ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করে। ৮॥ ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্যার দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরণ জয় করে অমর্ত্য হয়েছে। ইন্দ্রও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতাদের জন্য স্বর্গ লাভ করেছেন। ৯॥ ব্রীহি-যবাদি ওষধিসকল, ভূত ভবিষ্যৎ চরাচর, দিন রাত, বনস্পতি এবং বসন্তাদি ঋতুর সাথে সংবৎসর ব্রহ্মচারীর তপোমাহাত্ম্যে উৎপন্ন হয়েছে। ১০॥

টীকা: ১-১০। এ সূক্তে পূর্ব সূক্তের মত ব্রহ্মচারীর মহিমা বলা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১ ॥
পৃথক্ সর্বে প্রাজাপত্যাঃ প্রাণানাত্মসু বিভ্রতি।
তান্‌ৎসর্বান্ ব্রহ্ম রক্ষতি ব্রহ্মচারিণ্যাভৃতম্ ॥ ২ ॥
দেবানামেতৎ পরিষূতমনভ্যারূঢং চরতি রোচমানম্।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্ বিভর্তি তস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে সমোতাঃ।
প্রাণাপানৌ জনয়ন্নাদ্ ব্যানং বাচং মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধাম্ ॥ ৪ ॥
চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশো অস্মাসু ধেহ্যন্নং রেতো লোহিতমুদরম্ ॥ ৫ ॥
তানি কল্পদ্ ব্রহ্মচারী সলিলস্য পৃষ্ঠে তপোঽতিষ্ঠৎ তপ্যমানঃ সমুদ্রে।
স স্নাতো বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ পৃথিব্যাং বহু রোচতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ: পার্থিব, দিব্য, আরণ্য, গ্রাম্য পশু, পক্ষরহিত প্রাণিগণ ও পক্ষিগণ—

সকলে ব্রহ্মচর্যের প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে। ১॥ প্রজাপতির সৃষ্ট দেব মনুষ্যাদি সকলে নিজ শরীরে পৃথক রূপে প্রাণ ধারণ করছে। আচার্য মুখ থেকে আহৃত অধ্যয়নের দ্বারা নিষ্পন্ন বেদরূপ ব্রহ্ম সে-সকল প্রাণ রক্ষা করে। ২ ॥ এ পরব্রহ্ম দেবতাদের পরিগৃহীত (আত্মরূপে সাক্ষাৎকৃত), স্বপ্রকাশ চিদ্রূপে দীপ্যমান, অন্যের দ্বারা অনাক্রান্ত হয়ে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছেন। তার কাছ থেকে ব্রাহ্মণের প্রশস্যতম বেদ-রূপ ব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েছে। তৎপ্রতিপাদ্য অগ্ন্যাদি সকল দেবগণ অমৃতের সাথে উৎপন্ন হয়েছে। ৩ ॥ ব্রহ্মচারী দীপ্যমান বেদাত্মক ব্রহ্ম ধারণ করে। তাতে সকল দেবগণ অবস্থান করেন। সকল দেবগণের নিবাসরূপ ব্রহ্মচারী সকল প্রাণীর প্রাণ ও অপান উৎপন্ন করেন। সেরূপ ব্যান বায়ু, বাগিন্দ্রিয়, বাক্য, মন, অন্তঃকরণ,, বেদাত্মক ব্রহ্ম, বুদ্ধি—এ সকল ব্রহ্মচারী উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। ৪ ॥ হে ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচর্যযুক্ত ব্রাহ্মণ), চক্ষু, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল, কীর্তি আমাদের স্থাপন কর (আন্ধ্যত্বাদি ব্যাধি যেন কখনও আমাদের না হয়)। সেরূপ অন্ন, রেতঃ, শরীরের রক্ত ও উদরাদি সমস্ত শরীর আমাদের দাও। ব্রহ্মচারী এগুলি সৃষ্টি করে জলের মধ্যে তপস্যা করে সমুদ্রে অবস্থান করছে। সে তপস্বী ব্রহ্মচারী সর্বদা স্নানের দ্বারা পবিত্র ও পিঙ্গলবর্ণ হয়ে পৃথিবীতে দীপ্তি পাচ্ছে। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৬ । এ সূক্তেও পূর্ব সূক্তের মত ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

অগ্নিং ব্রূমো বনস্পতীনোষধীরুত বীরুধঃ।
ইন্দ্রং বৃহস্পতিং সূর্যং তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
ব্রূমো রাজানং বরুণং মিত্রং বিষ্ণুমথো ভগম্ ।
অংশং বিবস্বন্তং ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২ ॥
ব্রূমো দেবং সবিতারং ধাতারমুত পূষণম্ ।
ত্বষ্টারমগ্রিয়ং ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্তংহসঃ ॥ ৩ ॥
গন্ধর্বাপ্সরসো ব্রূমো অশ্বিনা ব্রহ্মণস্পতিম্ ।
অর্যমা নাম যে দেবস্তে নো মুঞ্চন্তংহসঃ ॥ ৪ ॥
অহোরাত্রে ইদং ব্রূমঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভা ।
বিশ্বানাদিত্যান্ ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥
বাতং ব্রূমঃ পর্জন্যমন্তরিক্ষমথো দিশঃ ।
আশাশ্চ সর্বা ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদহোরাত্রে অথো উষাঃ ।
সোমো মা দেবো মুঞ্চতু যমাহুশ্চন্দ্রমা ইতি ॥ ৭ ॥
পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা উত যে মৃগাঃ ।
শকুন্তান্ পক্ষিণো ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৮ ॥
ভবাশর্বাবিদং ব্রূমো রুদ্রং পশুপাতিশ্চ যঃ ।
ইষূর্যা এযাং সংবিদ্ম তা নঃ সন্তু সদা শিবাঃ ॥ ৯ ॥
দিবং ব্রূমো নক্ষত্রাণি ভূমিং যক্ষাণি পর্বতান্ ।
সমুদ্রা নদ্যো বেশন্তাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সকল দেবতাদের অগ্রণী অগ্নিদেবের স্তুতি করছি (অথবা তার কাছে

ইষ্ট-ফল লাভের জন্য যাচ্ঞা করছি)। সেরূপ বনস্পতি, ওষধি ও বীরুধের স্তুতি করছি। দ্যুলোকের অধিপতি ইন্দ্র, দেবতাদের পতি বৃহস্পতিদেব ও সকলের প্রেরক আদিত্যের কাছে প্রার্থনা করছি—তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ১॥ রাজমান বরুণদেবের স্তুতি করছি। সেরূপ মিত্রদেব, বিষ্ণু, ভগ-দেব, অংশদেব ও বিবস্বান্ দেবের স্তুতি করছি—তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ২॥ দানাদি গুণযুক্ত, সকলের প্রেরক সবিতা দেবের স্তুতি করছি। সেরূপ ধাতা, পূষাদেব ও প্রথম-গণ্য ত্বষ্টাদেবের স্তুতি করছি—তারা সকলে আমাদের পাপা থেকে মুক্ত করুক। ৩॥ গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের স্তুতি করছি। সেরূপ অশ্বিদ্বয়, বেদরাশির পতি (ব্রহ্মণস্পতি) ও অর্যমাদেবের স্তুতি করছি। তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৪॥ দিন ও রাতের উদ্দেশে এ কথা বলছি—তাদের অধিষ্ঠাতৃদেব সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের স্তুতি করছি। সেরূপ সকল আদিত্যদের (অদিতির পুত্রদের) স্তুতি করছি। তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৫॥ বায়ুকে স্তুতি করছি। সেরূপ পর্জন্যদেব, অন্তরিক্ষ, দিগ্দেবতা ও বিদিক্-দেবতাসকলের স্তুতি করছি। তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৬॥ অহোরাত্রির ও উষাকালের অভিমানী দেবগণ আমাকে শপথকৃত পাপ থেকে মুক্ত করুক। সেরূপ সোমদেব সে পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করুক। যে সোমদেবকে অভিজ্ঞজন চন্দ্রমা বলে থাকেন। ৭॥ পার্থিব ও দিব্য জন-সকল, গ্রাম্য গবাদি ও আরণ্য হরিণ, শার্দুল, সিংহ প্রভৃতি পশুগণ ও পিঙ্গলাদি পক্ষিগণের কাছে যাচ্ঞা করছি, তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৮॥ ভব ও শর্বদেবের উদ্দেশে এ স্তুতিবাক্য বলছি, সেরূপ রুদ্রের স্তুতি করছি এবং যিনি পশুপতিদেব, তাঁরও স্তুতি করছি। এ দেবতাদের যে ইষুগুলি আমরা জানি, সেগুলি সব সময় আমাদের সুখকর হোক। ৯॥ দ্যোতমান দ্যুলোকের স্তুতি করছি এবং তদাশ্রিত পুণ্যবানদের ধাম নক্ষত্রদের স্তুতি করছি। সেরূপ ভূমি, পূজা পুণ্যক্ষেত্র, হিমালয় প্রভৃতি পর্বত, সপ্ত সমুদ্র, নদী ও অল্প জলাশয়ের স্তুতি করছি। তারা সকলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ১০॥

টীকাঃ ১-১০। 'অগ্নিং ব্রূমঃ' ইত্যাদি দুটি সূক্ত অর্থসূক্ত, এ সূক্ত-দুটি শান্ত্যুদক অভিমন্ত্রণাদিতে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

সপ্তর্ষীন্ বা ইদং ব্রূমোঽপো দেবীঃ প্রজাপতিম্।
পিতৄন্ যমশ্রেষ্ঠান্ ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
যে দেবা দিবিষদো অন্তরিক্ষসদশ্চ যে।
পৃথিব্যাং শক্রা যে শ্রিতাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২ ॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবো দিবি দেবা অথর্বাণঃ।
অঙ্গিরসো মনীষিণস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
যজ্ঞং ব্রূমো যজমানমৃচঃ সামানি ভেষজা।
যজূংষি হোত্রা ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥
পঞ্চ রাজ্যানি বীরুধাং সোমশ্রেষ্ঠানি ব্রূমঃ।
দর্ভো ভঙ্গো যবঃ সহস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥

অরায়ান্ ব্রূমো রক্ষাংসি সর্পান্ পুণ্যজনান্ পিতৄন্ ।
মৃত্যূনেকশতং ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥
ঋতূন্ ব্রূম ঋতুপতীনার্তবানুত হায়নান্ ।
সমাঃ সম্বৎসরান্ মাসাংস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৭ ॥
এত দেবা দক্ষিণতঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চ উদেত ।
পুরস্তাদুত্তরাচ্ছক্রা বিশ্বে দেবাঃ সমেত্য তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৮ ॥
বিশ্বান্ দেবানিদং ব্রূমঃ সত্যসন্ধানৃতাবৃধঃ ।
বিশ্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৯ ॥
সর্বান্ দেবানিদং ব্রূমঃ সত্যসন্ধানৃতাবৃধঃ ।
সর্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১০ ॥
ভূতং ব্রূমো ভূতপতিং ভূতানামুত যো বশী ।
ভূতানি সর্বা সঙ্গত্য তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১১ ॥
যা দেবীঃ পঞ্চ প্রদিশো যে দেবা দ্বাদশর্তবঃ ।
সম্বৎসরস্য যে দংষ্ট্রাস্তে নঃ সন্তু সদা শিবাঃ ॥ ১২ ॥
যন্মাতলী রথক্রীতমমৃতং বেদ ভেষজম্ ।
তদিন্দ্রো অপ্সু প্রাবেশয়ৎ তদাপো দত্ত ভেষজম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তর্ষির উদ্দেশে এ স্তুতিবাক্য বলছি, তাদের কাছে এ ফল প্রার্থনা করছি। সেরূপ জলদেবীগণ, প্রজাপতি, যমশ্রেষ্ঠ পিতৃগণের স্তুতি করছি, তারা সকলে আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত করুক। ১ ॥ যে দেবগণ দ্যুলোকে বাস করেন, যারা অন্তরিক্ষলোকে থাকেন এবং পৃথিবীতে যে সমর্থ দেবগণ আছেন, তারা সকলে আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত করুক। ২ ॥ আদিত্যগণ (অদিতির দ্বাদশ পুত্রগণ), রুদ্রগণ (একাদশ), বসুগণ (অষ্ট), যারা দ্যুলোকে বর্তমান দেবতা এবং বেদদ্রষ্টা অথর্বাণ ও অঙ্গিরা মনীষিগণ আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩ ॥ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের আমরা স্তুতি করছি, সেরূপ তার ফলভাগী যজমানের স্তুতি করছি। সে যজ্ঞের অবয়বসকল—ঋক্, সাম, ওষধ, যজু, হোত্রা (সোমযাগে হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক, আগ্নীধ্র—এরা সপ্ত বষট্‌কার, তাদের কর্ম হোত্রা)--এদের সকলকে স্তুতি করছি, তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৪ ॥ সোম যাদের রাজা, ভিষক্‌দের দ্বারা বিনিযুজ্যমান ওষধিদের (পত্র, কাণ্ড, পুষ্প, ফল ও মূলরূপ) পঞ্চ রাজ্যের আমরা স্তুতি করছি। সেরূপ দর্ভ (কুশময়), শণ, যব, সহ (ওষধিবিশেষ)—এরাও আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫ ॥ দানপ্রতিবন্ধক হিংসকদের স্তুতি করছি। সেরূপ রাক্ষসদের, সর্পদের, যাতুধানদের, পিতৃ-পুরুষদের ও একশ মারক দেবতাদের স্তুতি করছি, তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৬ ॥ বসন্তাদি ঋতুসকলের স্তুতি করছি। সেরূপ তাদের অধিপতি বসু, রুদ্র প্রভৃতির স্তুতি করছি। এরূপ সে সে ঋতুর পদার্থদের, সংবৎসরদের ও মাসদের স্তুতি করছি, তারা সকলে আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭ ॥ হে দেবগণ, দক্ষিণ দিকে স্থিত তোমরা এস। সেরূপ পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর. সামনে ও পেছনে অবস্থিত সকল দেবগণ এসে আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৮ ॥ বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে এ স্তুতিবাক্য বলছি (অথবা তাদের কাছে এ ফল যাচ্ঞা করছি) —তারা সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যের (অথবা যজ্ঞের) বর্ধক, বিশ্বা নামক দেবীগণের সাথে তাদের স্তুতি করছি,

তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৯ ॥ সকল দেবগণের উদ্দেশে এ স্তুতিবাক্য বলছি, তারা সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যবর্ধক, সকল পত্নীগণের সাথে তারা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত করুক। ১০ ॥ ভূত বস্তুমাত্রের স্তুতি করছি, ভূতপতিকে এবং সকল ভূতদের যিনি নিয়ামক, তাকে স্তুতি করছি। তারা সকলে মিলিত হয়ে আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ১১ ॥ যে পঞ্চ-সংখ্যক প্রধান দিকের দেবীগণ আছেন, দ্বাদশ-সংখ্যক যে ঋতু-দেবতা আছেন, সংবৎসররূপ প্রজাপতির দন্তবিশেষ (বিষ্ট্যাদি দুষ্ট কালাত্মক) আছে—তারা সকলে সর্বদা আমাদের মঙ্গলকর হোক। ১২ ॥ ইন্দ্রসারথি মাতলী রথক্রয়ের দ্বারা লব্ধ অমরণসাধন যে ঔষধ জানে, রথাধিপতি ইন্দ্র যে ঔষধ জলে নিক্ষেপ করেছে, হে জলসকল, তোমরা তা আমাদের দাও। ১৩ ॥

টীকা ঃ ১-১৩। 'সপ্ত ঋষীন্ বা ইদং ব্রুমঃ'-ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ৭ম সূক্তে—বসন্ত ঋতুর অধিপতি বসুগণ, সেরূপ গ্রীষ্মের রুদ্রগণ, বর্ষার আদিত্যগণ, শরতের ঋভবগণ, হেমন্ত ও শিশিরের অধিপতি মরুদ্গণ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২। ৬। ১৯। ২ দ্রষ্টব্য)।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উচ্ছিষ্টে নাম রূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ।
উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বিশ্বমন্তঃ সমাহিতম্ ॥ ১ ॥
উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতম্।
আপঃ সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিতঃ ॥ ২ ॥
সন্নুচ্ছিষ্টে অসংশ্চোভৌ মৃত্যুর্বাজঃ প্রজাপতিঃ।
লৌক্যা উচ্ছিষ্ট আয়ত্তা ব্রশ্চ দ্রশ্চাপি শ্রীর্ময়ি ॥ ৩ ॥
দৃঢ়ো দৃংহস্থিরো ন্যো ব্রহ্ম বিশ্বসৃজো দশ।
নাভিমিব সর্বতশ্চক্রমুচ্ছিষ্টে দেবতাঃ শ্রিতাঃ ॥ ৪ ॥
ঋক্ সাম যজুরুচ্ছিষ্ট উদ্গীথঃ প্রস্তুতং স্তুতম্।
হিঙ্কার উচ্ছিষ্টে স্বরঃ সাম্নো মেড়িশ্চ তন্ময়ি ॥ ৫ ॥
ঐন্দ্রাগ্নং পাবমানং মহানাম্নীর্মহাব্রতম্।
উচ্ছিষ্টে যজ্ঞস্যাঙ্গান্যন্তর্গর্ভ ইব মাতরি ॥ ৬ ॥
রাজসূয়ং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমস্তদধ্বরঃ।
অর্কাশ্বমেধাবুচ্ছিষ্টে জীববর্হির্মদিন্তমঃ ॥ ৭ ॥
অগ্ন্যাধেয়মথো দীক্ষা কামপ্রশ্ছন্দসা সহ।
উৎসন্না যজ্ঞাঃ সত্রাণ্যুচ্ছিষ্টেঽধি সমাহিতাঃ ॥ ৮ ॥
অগ্নিহোত্রং চ শ্রদ্ধা চ বষট্কারো ব্রতং তপঃ।
দক্ষিণেষ্টং পূর্তং চোচ্ছিষ্টেঽধি সমাহিতাঃ ॥ ৯ ॥
একরাত্রো দ্বিরাত্রঃ সদ্যঃক্রীঃ প্রক্রীরুক্থ্যঃ।
ওতং নিহিতমুচ্ছিষ্টে যজ্ঞস্যাণূনি বিদ্যয়া ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হোমের পর হুতাবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) অন্নে নামরূপ শব্দপ্রপঞ্চ ও নিরূপণীয় অর্থপ্রপঞ্চ আহিত হয়েছে (অর্থাৎ নাম-রূপাত্মক প্রপঞ্চ সে কারণরূপ

অন্নে আশ্রিত হয়ে লব্ধসত্তাক হয়ে অবস্থান করছে)। [অথবা 'নেতি নেতি' করে এ দৃশ্যপ্রপঞ্চের নিষেধ করে যা অবশিষ্ট থাকে, সে পরব্রহ্মে শুক্তি-রজতের ন্যায় নাম ও রূপ-বিশিষ্ট সমস্ত জগৎ আরোপিত হয়েছে]। ব্রহ্মাভিন্ন কারণরূপ সে ওদনে পৃথিব্যাদি সকল লোক আহিত হয়েছে। সে উচ্ছিষ্টে দ্যুলোকাধিপতি ইন্দ্র ও পৃথিবীর অধিপতি অগ্নি আহিত রয়েছে। অধিক কি সমগ্র জগৎ তার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। ১॥ সে ব্রহ্মে (অথবা হুতাবশিষ্ট ওদনে) দ্যাবাপৃথিবী সমাহিত হয়েছে এবং সেখানকার সকল প্রাণী তাতে নিহিত রয়েছে। সেরূপ ব্যাপনশীল প্রথম সৃষ্ট জগৎকারণরূপে জলসকল ও সমুদ্র সে উচ্ছিষ্টে সমাহিত রয়েছে। সে সমুদ্র থেকে উত্থিত চন্দ্র এবং অন্তরিক্ষাধিপতি বায়ুদেবতা তাতে আশ্রিত রয়েছে। ২॥ সৎ ও অসৎ (ভাব ও অভাব) উভয়ে সে উচ্ছিষ্টে কার্যরূপে বর্তমান। সে সদসদাত্মক প্রপঞ্চের মৃত্যু, তার বল এবং সকলের স্রষ্টা প্রজাপতিও সেখানে রয়েছে। সেরূপ লৌকিক প্রজাগণ সে উচ্ছিষ্টে স্থাপিত হয়েছে। আবরক বরুণ ও অমৃতময় সোমদেব তাতে আহিত হয়েছে। তাদের প্রসাদে আমাতে সম্পদ আহিত হোক। ৩॥ দৃঢ়াঙ্গ প্রবৃদ্ধশরীর দেব, স্থিরীকৃত লোক, সেখানের প্রাণিগণ, জগৎকারণ অব্যক্তাত্মক ব্রহ্ম ও দশ সংখ্যক বিশ্বের স্রষ্টা (নয়জন বিশ্বের স্রষ্টা এবং তাদের স্রষ্টা একজন। অথবা নয়টি প্রাণ এবং এক মুখ্য প্রাণ এ দশজন। এরা প্রথম সৃষ্ট বিশ্বের স্রষ্টা)—এরা সকলে সে উচ্ছিষ্টে সমাহিত। রথচক্র যেমন তার মধ্যস্থ নাভি আবেষ্টন করে থাকে, সেরূপ ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ সে উচ্ছিষ্ট (অর্থাৎ কারণরূপ ব্রহ্ম) আশ্রয় করে আছে। ৪॥ ঋক্, সাম ও যজুঃ মন্ত্রগুলি উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্মে সমাশ্রিত রয়েছে। সেরূপ উদ্গীথ (উদ্গাতার দ্বারা গীয়মান ভাগ), প্রস্তুত (প্রস্তোতার দ্বারা গীয়মান প্রস্তাব নামক আরম্ভ-দ্যোতক ভাগ), স্তোত্র ও হিংকার (উদ্গাতাদের দ্বারা প্রথম প্রযুজ্যমান 'হিং' এই শব্দ), স্বর (সপ্ত স্বর) ও ঋগক্ষরের সাথে গান-বিশেষের মিলন—এ সমস্ত সে উচ্ছিষ্টে সমাশ্রিত। এ সকল যজ্ঞ-সমৃদ্ধি আমার হোক। ৫॥ ঐন্দ্রাগ্ন (ইন্দ্র ও অগ্নিবিষয়ক প্রাতঃসবনে গীয়মান সাম), পবমান (তিনটি সবনের আদিতে গীয়মান পবমান-সোমদেব-বিষয়ক সাম), মহানাম্নী ঋক্, মহাব্রত—এ যজ্ঞের অঙ্গগুলি, মাতার উদরে আশ্রিত গর্ভ যেমন বর্ধিত হয়, সেরূপ সকলের কারণরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করে যজ্ঞকে ফলসমৃদ্ধ করে। ৬॥ রাজসূয়, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, হিংসাপ্রত্যবায়রহিত যজ্ঞ, চিত্যাগ্নি (অর্ক) ও অশ্বমেধ (বিরাট্‌রূপ অশ্বের উপাসনারূপ যজ্ঞ)—এগুলি সমস্ত নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মে (অথবা ব্রহ্মৌদনে) সমাশ্রিত রয়েছে। সেরূপ জীববর্হি যাগ ও দেবতাদের তৃপ্তিকর অন্যান্য যাগ সে ব্রহ্মে আশ্রিত রয়েছে। ৭॥ গার্হপত্যাদি অগ্নির আধানের পর সোমযাগের দীক্ষণীয়েষ্টি যজমানের অভিলষিত ফলদায়ক, তা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দের সাথে নিষ্পন্ন হয়। আজকাল অনুষ্ঠানের অভাবে লুপ্তপ্রায় এ যজ্ঞগুলিকে উৎসন্নযজ্ঞ বলা হয়েছে। বহু যজমান কর্তৃক অনুষ্ঠেয় সোমযাগকে সত্র বলে—এ সকল যজ্ঞ সে ব্রহ্মে সমাহিত আছে। ৮॥ অগ্নিহোত্র (অগ্নির উদ্দেশে হোম যে কর্মে করা হয়), শ্রদ্ধা (অনুষ্ঠান-বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি), বষট্‌কার, ব্রত (মিথ্যা কথা বলা বর্জনাদি কর্ম), তপস্যা (শরীর-সন্তাপকর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি), দক্ষিণা, শ্রুতিবিহিত যাগহোমাদি কর্ম ও পূর্তকর্ম—এগুলি উচ্ছিষ্যমাণ প্রপঞ্চা-সংস্পৃষ্ট ব্রহ্মে সমাশ্রিত রয়েছে। ৯॥ একারাত্র, দ্বিরাত্র (অহীন সোমযাগ বিশেষ), সদ্যঃক্রী, প্রক্রী (একাহ সোমযাগ বিশেষ), উক্থ্য (অগ্নিষ্টোম সংস্থা প্রভৃতি সোমযাগ)—এগুলি উক্ত ব্রহ্মে আবদ্ধ রয়েছে। এ প্রকার যজ্ঞের সূক্ষ্ম রূপগুলি ভাবনার দ্বারা সে কারণরূপ ব্রহ্মে নিহিত আছে। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। চতুর্থ অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার মধ্যে তিনটি সূক্তে ব্রহ্মৌদনাখ্য সবযজ্ঞে হুতাবশিষ্ট ওদনের সর্বজগৎকারণ ব্রহ্মের সাথে অভিন্নরূপে স্তুতি করা হয়েছে। '৩য় মন্ত্রে'—'ব্রঃ' অর্থ আবরক বরুণদেব এবং 'দ্রঃ' অর্থ দ্রাবক অমৃতময় সোমদেব।

দ্বিতীয় সূক্ত

চতুরাত্রঃ পঞ্চরাত্রঃ ষড়্রাত্রশ্চোভয়ঃ সহ।
ষোড়শী সপ্তরাত্রশ্চোচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে
যে যজ্ঞা অমৃতে হিতাঃ ॥ ১ ॥
প্রতীহারো নিধনং বিশ্বজিচ্চাভিজিচ্চ যঃ।
সাহ্নাতিরাত্রাবুচ্ছিষ্টে দ্বাদশাহোঽপি তন্ময়ি ॥ ২ ॥
সূনৃতা সন্নতিঃ ক্ষেমঃ স্বধোর্জামৃতং সহঃ।
উচ্ছিষ্টে সর্বে প্রত্যঞ্চঃ কামাঃ কামেন তাতৃপুঃ ॥ ৩ ॥
নব ভূমীঃ সমুদ্রা উচ্ছিষ্টেঽধি শ্রিতা দিবঃ।
আ সূর্যো ভাত্যুচ্ছিষ্টেঽহোরাত্রে অপি তন্ময়ি ॥ ৪ ॥
উপহব্যং বিষুবন্তং যে চ যজ্ঞা গুহা হিতাঃ।
বিভর্তি ভর্তা বিশ্বস্যোচ্ছিষ্টো জনিতুঃ পিতা ॥ ৫ ॥
পিতা জনিতুরুচ্ছিষ্টোঽসোঃ পৌত্রঃ পিতামহঃ।
স ক্ষিয়তি বিশ্বস্যেশানো বৃষা ভূম্যামতিঘ্ন্যঃ ॥ ৬ ॥
ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে ॥ ৭ ॥
সমৃদ্ধিরোজ আকূতিঃ ক্ষত্রং রাষ্ট্রং ষডুর্ব্যঃ।
সম্বৎসরোঽধ্যুচ্ছিষ্ট ইড়া প্রৈষা গ্রহা হবিঃ ॥ ৮ ॥
চতুর্হোতার আপ্রিয়শ্চাতুর্মাস্যানি নীবিদঃ।
উচ্ছিষ্টে যজ্ঞা হোত্রাঃ পশুবন্ধাস্তদিষ্টয়ঃ ॥ ৯ ॥
অর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চার্তবা ঋতুভিঃ সহ।
উচ্ছিষ্টে ঘোষিণীরাপঃ স্তনয়িত্নুঃ শ্রুতির্মহী ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ চার রাতে আবর্তমান সোমযাগ চতুরাত্র, এরূপ পঞ্চরাত্র, ষট্‌রাত্র, সপ্তরাত্র, অষ্টরাত্র, দশরাত্র, দ্বাদশরাত্র, ষোড়শী এবং অন্যান্য অমৃতফলোৎপাদক যজ্ঞগুলি সে সর্বজগৎকারণ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ১ ॥ প্রতীহার (প্রতিহারের দ্বারা বক্তব্য সাম), নিধন (সামের সমাপ্তিসূচক সকল উদ্গাতার বক্তব্য), বিশ্বজিৎ, অভিজিৎ (এ দুটি সোমযাগ অগ্নিষ্টোম-সংস্থা), সাহ্ন (একদিনে সমাপ্য সবনত্রয়াত্মক সোমযাগ), অতিরাত্র (রাত্রি অতিক্রম করে বর্তমান একোনত্রিংশ শস্ত্রযুক্ত সোমযাগ) এবং দ্বাদশাহ (বার দিনে সমাপ্য ক্রতু)—এগুলি সেই ব্রহ্মে আশ্রিত রয়েছে। (এ যজ্ঞগুলি আমার হোক)। ২ ॥ সুনৃত (প্রিয় ও সত্য বাক্য), ফলের প্রাপ্তি ও তার রক্ষা, পিতৃপুরুষের তৃপ্তিকর অন্ন, সকল প্রাণীর উপভোগ্য অন্ন, প্রাণের বলকর অন্ন, দেবতার উপভোগ্য অমৃত, অন্যের পরাভবকারী বল—এ কাম্য ফলগুলি সে ব্রহ্মে আশ্রিত রয়েছে, তারা আত্মাভিমুখে এসে অভিলষিত ফলের সাথে যজমানকে তৃপ্ত করে। ৩ ॥ নয়টি খণ্ডাত্মক পৃথিবী, সপ্ত সমুদ্র ও দ্যুলোক সে ব্রহ্মে আশ্রয় করে আছে। এ সূর্য সে স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে আশ্রয় করে সর্বত্র দীপ্ত হচ্ছে; দিনরাতও

তাকে আশ্রয় করে আছে। এগুলি সবকিছু আমার হোক। ৪॥ উপহব্য নামক সোমযাগ, বিষুবান নামক সোমযাগ এবং অপর যে অজ্ঞাত যজ্ঞ রয়েছে, সেগুলির সে পরমাত্মা পোষণ করে। তিনি সকল জগতের ভর্তা ও জগতের সকল পিতার পিতা। ৫॥ হুতাবশিষ্ট ওদন নিজের উৎপাদকের পিতা (অর্থাৎ লোকান্তরে দিব্য শরীরের উৎপাদক), প্রাণের পৌত্র, পিতামহ। সে উচ্ছিষ্ট ওদন (অথবা পরমাত্মা) সকল জগতের ঈশ্বর, কামবর্ষক, অবধ্য হয়ে পৃথিবীতে সকল প্রাণীর শরীরে বাস করছে। ৬॥ ঋত (মনের দ্বারা যথার্থ সংকল্প), সত্য (বাক্যের দ্বারা যথার্থ ভাষণ), তপ (শরীর সন্তাপকর ব্রতোপবাস-নিয়মাদি), রাজ্য, বিষয় উপভোগের বিরতি, ধর্ম, কর্ম (বর্ণাশ্রমানুসারে বিহিত যাগ, দান, হোমাদি), উৎপন্ন ও উৎপৎস্যমান জগৎ—এ সকল সে উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মে (অথবা তদাত্মক ওদনে) কার্যরূপে নিত্য আশ্রিত আছে। সেরূপ বীর্য, সর্ববস্তু-সম্পত্তি, শারীরিক বল সে বলবান ব্রহ্মে অবস্থান করছে। ৭॥ সমৃদ্ধি, ওজ, ইষ্টফলবিষয়ক সংকল্প, ক্ষাত্র তেজ, রাজ্য, ষট্ উর্বী (দ্যৌ, পৃথিবী, দিন, রাত, জল ও ওষধি), সংবৎসর, ইড়া নামক দেবতা (যার প্রীতির জন্য যজ্ঞে হুতশিষ্ট থেকে পুরোডাশাদির ভাগ দেয়া হয়), কর্মে ঋত্বিক্‌দের প্রেরক মন্ত্র, গ্রহ (বায়ব্যের দ্বারা গৃহ্যমাণ সোমবিশেষ), চরু পুরোডাশাদিরূপ হবি—এগুলি সে ব্রহ্মের আধারে অবস্থান করছে। ৮॥ চতুর্হোতৃ নামক মন্ত্রগুলি, আপ্রী নামক পশুযাগের যাজ্যা, চাতুর্মাস্য (চারটি মাসে ক্রিয়মাণ বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীরীয় নামক চারটি পর্ব), নিবিধ (স্তোতব্য, গুণপ্রকর্ষ ও নিবেদনরূপ মন্ত্রগুলি), যাগ, হোতৃপ্রমুখ সাতটি বষট্‌কার, পশুবন্ধ (অগ্নীষোমীয়, সবনীয় ও অনুবন্ধাত্মক সোমাঙ্গভূত পশুযাগ) ও ইষ্টি—এ সকল উচ্ছিষ্যমাণ ব্রহ্মে (অথবা তদাত্মক ওদনে) আশ্রিত আছে। ৯॥ অর্ধমাস, মাস, ঋতুদের সাথে প্রতি ঋতুর পদার্থ—এগুলি সে ব্রহ্মে সমাশ্রিত। সেরূপ শব্দযুক্ত জল, গর্জনকারী মেঘ, শুদ্ধা মহতী ভূমি—এগুলি সে ব্রহ্মে সমাশ্রিত রয়েছে। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। পূর্ব সূক্তের মত এ সূক্তেও সকল জগতের কারণ ব্রহ্মের সাথে অভিন্নরূপে হুতাবশিষ্ট অন্নের স্তুতি করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

শর্করাঃ সিকতা অশ্মান ওষধয়ো বীরুধস্তৃণা।
অভ্রাণি বিদ্যুতো বর্ষমুচ্ছিষ্টে সংশ্রিতা শ্রিতা॥ ১॥
রাদ্ধিঃ প্রাপ্তিঃ সমাপ্তির্ব্যাপ্তির্মহ এধতুঃ।
অত্যাপ্তিরুচ্ছিষ্টে ভূতিশ্চাহিতা নিহিতা হিতা॥ ২॥
যচ্চ প্রাণতি প্রাণেন যচ্চ পশ্যতি চক্ষুষা।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ ৩॥
ঋচঃ সামানি চ্ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ ৪॥
প্রাণাপানৌ চক্ষুঃ শ্রোত্রমক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ ৫॥
আনন্দা মোদাঃ প্রমুদোঽভীমোদমুদশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ ৬॥
দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ ৭॥

অনুবাদ ঃ শর্করা (ক্ষুদ্র পাষাণবিশেষ), বালুকা, পাষাণ, ব্রীহিযবাদি ওষধি, বীরুধ (বিরোহণশীল লতা), তৃণ, জলপূর্ণ মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি—এ সকল সে ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। ১ ॥ সম্যক্ নিষ্পত্তি, প্রাপ্তি, সমাপ্তি, বিবিধ প্রাপ্তি, উৎসব, অভিবৃদ্ধি, অতিশয় প্রাপ্তি, সমৃদ্ধি—এগুলি সব সে ব্রহ্মে নিহিত আছে। ২ ॥ যে প্রাণিগণ প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে (অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘ্রাণ গ্রহণ করে), চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখে, সে সকল প্রাণী সে ব্রহ্মের কাছ থেকে জন্ম লাভ করেছে। সেরূপ যারা দ্যুলোকে স্থিত এবং অন্য দ্যুলোকে বর্তমান যে দেবগণ, তারা সকলে সে ব্রহ্ম থেকে জন্ম লাভ করেছে। ৩ ॥ ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুর মন্ত্রগুলি পুরাণ আখ্যানের সাথে সে ব্রহ্ম থেকে জাত হয়েছে। সেরূপ যারা দ্যুলোকে স্থিত এবং অন্য দ্যুলোকে বর্তমান যে দেবগণ, তারা সকলে সে ব্রহ্ম থেকে জন্ম লাভ করেছে। ৪ ॥ প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, ক্ষয়াভাব ও ক্ষয় (অথবা অক্ষীয়মাণ দেবতা ও ক্ষয়াভিমানী দেবতা)—এ সকল পদার্থ সে ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (সেরূপ যারা দ্যুলোকে স্থিত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫ ॥ বিষয় উপভোগজনিত সুখ, বিষয় দর্শনজাত হর্ষ, বিষয় লাভ জন্য হর্ষ, অভিমুখে বর্তমান আনন্দ এবং সন্নিহিত সুখহেতু পদার্থগুলি সে ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (সেরূপ দ্যুলোকে স্থিত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬ ॥ দেবগণ, পিতৃলোক-নিবাসী পূর্বপুরুষগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি সকলে সে ব্রহ্ম থেকে (অথবা সে ব্রহ্মৌদন থেকে) উৎপন্ন হয়েছে। (সেরূপ যারা দ্যুলোকে স্থিত ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। পূর্ব সূক্তের মত এ সূক্তেও ব্রহ্মের সাথে অভিন্নরূপে ব্রহ্মৌদনের স্তুতি করা হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

যন্মন্যুর্জায়ামাবহৎ সঙ্কল্পস্য গৃহাদধি।
ক আসং জন্যাঃ কে বরাঃ ক উ জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ ॥ ১ ॥
তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।
ত আসং জন্যাস্তে বরা ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ ॥ ২ ॥
দশ সাকমজায়ন্ত দেবা দেবেভ্যঃ পুরা।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স বা অদ্য মহদ্ বদেৎ ॥ ৩ ॥
প্রাণাপানৌ চক্ষুঃ শ্রোত্রমক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা।
ব্যানোদানৌ বাঙ্ মনস্তে বা আকূতিমাবহন্ ॥ ৪ ॥
অজাতা আসন্নৃতবোঽথো ধাতা বৃহস্পতিঃ।
ইন্দ্রাগ্নী অশ্বিনা তর্হি কং তে জ্যেষ্ঠমুপাসত ॥ ৫ ॥
তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।
তপো হ জজ্ঞে কর্মণস্তৎ তে জ্যেষ্ঠমুপাসত ॥ ৬ ॥
যেত আসীদ্ ভূমিঃ পূর্বা যামদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ।
যো বৈ তাং বিদ্যান্নামথা স মন্যেত পুরাণবিৎ ॥ ৭ ॥
কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতো অগ্নিরজায়ত।
কুতস্ত্বষ্টা সমভবৎ কুতো ধাতাজায়ত ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টুর্ধাতুর্ধাতাজায়ত ॥ ৯ ॥

যে ত আসন্ দশ জাতা দেবা দেবেভ্যঃ পুরা।
পুত্রেভ্যো লোকং দত্ত্বা কস্মিংস্তে লোক আসতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ (নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত পরব্রহ্মের এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণাত্মিকা মায়াশক্তির প্রাণিকর্মপরিপাকজনিত সম্বন্ধবশতঃ জায়মান যে সৃষ্টির ইচ্ছা, তাই এখানে লৌকিক বিবাহরূপে আরোপ করা হয়েছে)। নিরাবরণ-জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর তার সংকল্প থেকে মায়াশক্তিকে জায়ারূপে লাভ করেছিলেন (অর্থাৎ যাতে সকল জগৎ উৎপন্ন হয় তিনি জায়া, সিসৃক্ষাবস্থাপন্না পারমেশ্বরী মায়াশক্তি, তাকে ভার্যারূপে মনে করেছিলেন। জগতে যেমন কোন শ্বশুরের গৃহ থেকে জায়া আনতে হয়, সেরূপ এখানে ঈশ্বরকৃত প্রাথমিক সংকল্পরূপ গৃহ থেকে জায়া লাভ করেছিলেন। তদ্বশেই এ সিসৃক্ষাবস্থা উৎপন্ন হয়েছিল।) সে জায়া গ্রহণকালে বধূ ও বরপক্ষীয় বান্ধবেরা কে ছিল ? (সৃষ্টির পূর্বে কেউ ছিল না যে জন্য এ প্রশ্ন করা হয়েছে)। কে কন্যাবরণ করেছিল ? আর উদ্বাহকর্তা প্রধানরূপ বর কে ছিল ? ১ ॥ সে সৃষ্টিসময়ে প্রলয়কালীন মহাসমুদ্রের মধ্যে স্রষ্টা পরমেশ্বরের তপস্যা ও কর্ম ছিল। (তপ হচ্ছে স্রষ্টব্য পর্যালোচনরূপ এবং প্রাণিদের অনুষ্ঠিত পুণ্য ও অপুণ্যাত্মক সুখদুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম)। সে তপস্যা ও কর্মের প্রকাশ হচ্ছে বন্ধুজন ও বরণকর্তা। সিসৃক্ষাবস্থ জগৎকারণ ব্রহ্মই মায়াশক্তিরূপা জায়ার বিবাহে প্রধান বর ছিল। ২ ॥ সে সশক্তিক ব্রহ্ম থেকে— অধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি থেকে উৎপত্তির পূর্বে দশ-সংখ্যক দেবতা একসঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে। (দেবতা হচ্ছে নিজ নিজ বিষয়ের প্রকাশক জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়গুলি, অথবা সপ্ত শীর্ষণ্য প্রাণ, অবাঞ্চ দুটি ও একটি মুখ্য প্রাণ, কিম্বা প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি বক্ষমাণ দশ-সংখ্যক দেব)। যে উপাসক এ দেবতাদের প্রত্যক্ষরূপে জানে, সে বিদ্বান এখন দেশকালের পরিচ্ছেদরহিত সর্বগত মহৎ ব্রহ্মের উপদেশ করবেন। ৩ ॥ হৃদয়কমল মধ্যে অবস্থিত ক্রিয়াশক্ত্যাত্মক মুখ্য প্রাণের বৃত্তিগুলি হচ্ছে—প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, অক্ষীয়মাণ জ্ঞানশক্তি, ক্ষীয়মাণ ক্রিয়াশক্তি (জ্ঞানশক্তি আত্মস্বরূপত্বরূপে নিত্য বলে কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ক্রিয়াশক্তি অপবর্গ সময়ে লিঙ্গ শরীরের সাথে নিবর্তিত হয়---এজন্য ক্ষিতি বলা হয়েছে), ব্যান, উদান, বাক্ ও মন—এ দশ দেব পুরুষের অভিমত প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে। ৪ ॥ সৃষ্টির সময়ে বসন্তাদি ঋতুগুলি উৎপন্ন হয় নি, তখন ঋতুদের অধিপতি—অদিতির পুত্র ধাতা, দেবপতি বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও অগ্নি, অশ্বিনীদ্বয়—এরা নিজেদের উৎপত্তির জন্য কোন বৃদ্ধতম কারণরূপ উৎপাদকের উপাসনা করেছিল ? (এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী মন্ত্রে)। ৫ ॥ সৃষ্টির সময়ে প্রলয়কালীন মহাসমুদ্রের মধ্যে স্রষ্টা পরমেশ্বরের তপ ও কর্ম ছিল। জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের স্রষ্টব্য পর্যালোচনাত্মক তপস্যা কল্পান্তরে প্রাণীদের অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যরূপ পরিপক্ক কর্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে। (স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অসঙ্গ উদাসীন ব্রহ্মের সৃষ্ট্যুন্মুখত্ব প্রাণিগণের কর্ম-পরিপাককৃত, এজন্য তার তপস্যার কারণও কর্মই)। অতএব সে ধাতা প্রভৃতি বৃদ্ধতম সৃষ্টির কারণরূপ পরিপক্ক স্বকৃত কর্মের উপাসনা করেছে অর্থাৎ নিজেদের উৎপত্তির জন্য প্রার্থনা করেছে। (দেব মনুষ্যাদি সমস্ত জগতের কর্মই মূল কারণ)। ৬ ॥ এ পুরোবর্তী ভূমির পূর্বে অতীতকল্পস্থা যে ভূমি ছিল, যে ভূমিকে অতীতানাগতজ্ঞ মহর্ষিগণ জানেন। সে অতীতকল্পের ভূমি ও সেখানকার প্রতিটি বস্তুর নামাদি যিনি জানেন, সে পুরাণবিৎ এখনকার সকল ভূমি জানতে সমর্থ হন। ৭ ॥ কোথা থেকে ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছে ? এরূপ সোম, অগ্নি, ত্বষ্টা ও ধাতা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ? (এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী মন্ত্রে বলা হয়েছে)। ৮ ॥ পূর্ব-

কল্পের ইন্দ্র থেকে ইদানীন্তন ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছে। এরূপ সোম থেকে সোম, অগ্নি থেকে অগ্নি, ত্বষ্টা থেকে ত্বষ্টা এবং ধাতা থেকে ধাতা উৎপন্ন হয়েছে। (পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির অনুসারে এখনকার ইন্দ্রাদি দেবগণ সৃষ্ট হয়েছেন)। ৯ ॥ অধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবতা থেকে পূর্বে যে প্রাণ, অপানাদি দশ-সংখ্যক দেবতা উৎপন্ন হয়েছে, তারা নিজ পুত্রদের নিজ স্থান দিয়ে কোন লোকে অবস্থান করেছে? (যেমন লৌকিক জন পুত্রাদি উৎপন্ন করে তাদের নিজস্থান দিয়ে স্থানান্তরে বাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে, সেরূপ এ সৃষ্ট ইন্দ্রাদি ও তার অধিষ্ঠাতা দেবতাদের নিবাসস্থান কোথায়—এ হলো প্রশ্নার্থ। এর উত্তর পরবর্তী 'দেবাঃ পুরুষং আবিশন্'' (৩) ইত্যাদি মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে)। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'যন্মন্যুর্জায়াং' ইত্যাদি তিনটি অর্থ-সূক্ত। এগুলি ব্রহ্মযজ্ঞ-জপে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ তিনটি সূক্তে শরীরের মধ্যে আত্মা-রূপে প্রবিষ্ট ব্রহ্মের উপদেশ প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

যদা কেশানস্থি স্নাব মাংসং মজ্জানমাভরৎ।
শরীরং কৃত্বা পাদবৎ কং লোকমনু প্রাবিশৎ ॥ ১ ॥
কুতঃ কেশান্ কুতঃ স্নাব কুতো অস্থীন্যাভরৎ।
অঙ্গা পর্বাণি মজ্জানং কো মাংসং কুত আভরৎ ॥ ২ ॥
সংসিচো নাম তে দেবা যে সম্ভারান্ৎসমভরন্।
সর্বং সংসিচ্য মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥ ৩ ॥
ঊরূ পাদাবষ্ঠীবন্তৌ শিরো হস্তাবথো মুখম্।
পৃষ্টীর্বর্জহ্যে পার্শ্বে কস্তৎ সমদধাদৃষিঃ ॥ ৪ ॥
শিরো হস্তাবথো মুখং জিহ্বাং গ্রীবাশ্চ কীকসাঃ।
ত্বচা প্রাবৃত্য সর্বং তৎ সন্ধা সমদধান্মহী ॥ ৫ ॥
যত্তচ্ছরীরমশয়ৎ সন্ধয়া সংহিতং মহৎ।
যেনেদমদ্য রোচতে কো অস্মিন্ বর্ণমাভরৎ ॥ ৬ ॥
সর্বে দেবা উপাশিক্ষন্ তদজানাদ্ বধূঃ সতী।
ঈশা বশস্য যা জায়া সাস্মিন্ বর্ণমাভরৎ ॥ ৭ ॥
যদা ত্বষ্টা ব্যতৃণৎ পিতা ত্বষ্টুর্য উত্তরঃ।
গৃহং কৃত্বা মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥ ৮ ॥
স্বপ্নো বৈ তন্দ্রীর্নির্ঋতিঃ পাপ্মানো নাম দেবতাঃ।
জরা খালত্যং পালিত্যং শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ৯ ॥
স্তেয়ং দুষ্কৃতং বৃজিনং সত্যং যজ্ঞো যশো বৃহৎ।
বলং চ ক্ষত্রমোজশ্চ শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ঈশ্বর সৃষ্টিকালে কেশ, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, মজ্জা একত্র করে হস্ত-পাদাদি অঙ্গ উপাঙ্গের সাথে শরীর নির্মাণ করে আত্মরূপে সে শরীরে প্রবেশ করেছেন। ১ ॥ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কোন উপাদান কারণ থেকে কেশ সংগ্রহ করেছিলেন? (কোন পৃথক উপাদান ছিল না, তিনি এক অদ্বিতীয়, নিজ থেকে কেশাদি সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য ঈশ্বরের অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব শ্রুত হয়। নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তিনি নিজেই)। এরূপ স্নায়ু, অস্থি, অঙ্গ, সন্ধিস্থল,

মজ্জা, মাংস প্রভৃতি ঈশ্বর ছাড়া আর কে একত্র সংগ্রহ করেছেন ? (অন্য কেউ না, বিচিত্রশক্তিযোগে একই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব দৃষ্ট হয়। অথবা এ প্রশ্নগুলির উত্তর পরবর্তী মন্ত্রে দেয়া হচ্ছে)। ২ ॥ পূর্বোক্ত জ্ঞান কর্মেন্দ্রিয়াত্মক অধিষ্ঠাতৃ যে দেবগণ (অথবা প্রাণ অপানাদি) পূর্বোক্ত কেশাদি একত্র করেছিল, তারা সংসেচনসমর্থ অর্থাৎ সন্ধায়ক। তারা মর্ত্য (মরণধর্মা) শরীর রক্তের সাথে আর্দ্র করে পুরুষাকৃতি করে তাতে প্রবেশ করেছিল। (যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ প্রাণাধিষ্ঠিত শরীর সকল বিষয়ে ব্যবহারক্ষম হয়। অতএব প্রাণদেবগণ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমাত্র থেকে সমুদ্ভূত পূর্বোক্ত কেশ অস্থি প্রভৃতি ধাতুময় পুরুষশরীরে প্রবেশ করে অবস্থান করে)। ৩ ॥ উরুদ্বয়, পাদদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, হস্তদ্বয়, মুখ, পৃষ্ঠবংশের অবয়ব, উভয় পার্শ্ব—এ সমস্ত অঙ্গ কোন ঋষি পরস্পর যুক্ত করেছে ? (এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী মন্ত্রে দেয়া হয়েছে)। ৪ ॥ মস্তক, হস্তদ্বয়, মুখ, জিহ্বা, গ্রীবা, অস্থি প্রভৃতি এবং পূর্বোক্ত অস্থি, স্নায়ু, উরু, পাদাদি সমস্ত অঙ্গ চর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন করে মহতী সন্ধানকর্ত্রী দেবতা পরস্পর সংশ্লিষ্ট করেছেন অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপারক্ষম করেছেন। ৫ ॥ সন্ধায়ক দেবতা যে শরীরে অবয়বগুলি যুক্ত করে শয়ন করে আছেন, সে শরীর কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি বর্ণে দীপ্ত পাচ্ছে। এ শরীরে কোন দেবতা বর্ণযুক্ত করেছেন ? (পরবর্তী মন্ত্রে এর উত্তর দেয়া হয়েছে)। ৬ ॥ ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ সমর্থ হতে ইচ্ছা করেছিল। পরমেশ্বর কর্তৃক পরিণীত ভগবতী আদ্যা পরা চিদ্রূপিণী শক্তি দেবতাদের কৃত সে ইচ্ছা জেনেছিলেন। যিনি এ সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রী মায়াশক্তি, সে পরমেশ্বরী শক্তি এ শরীরে গৌর, পীত, নীলাদি বর্ণ উৎপন্ন করেছেন। ৭ ॥ অধ্যাত্মে অবস্থিত মনুষ্য গবাদিরূপের বিকর্তা যে ত্বষ্টাদেব, তার যিনি উৎপাদক পিতা উৎকৃষ্টতর যে ত্বষ্টা, অধিদৈবে স্থিত বিচিত্র জগতের নির্মাতা দেব, তিনি যখন পুরুষশরীরে চক্ষু শ্রোত্রাদি বিবিধ ছিদ্র করেছিলেন, তখন ত্বষ্টাদেবের দ্বারা কৃত বহু ছিদ্রযুক্ত মর্ত্য (মরণধর্মক) পুরুষশরীর আবাসস্থল করে ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণাপানাদি (দেবগণ) সে পুরুষে প্রবেশ করেছিল। ৮ ॥ নিদ্রা, অলসতা, পাপদেবতা নির্ঋতি (দুর্গতি), ব্রহ্মহত্যাদি পাপ-দেবতা পুরুষ শরীরে প্রবেশ করেছে। সেরূপ জরা, চিত্ত ও চক্ষুরাদির স্খলন, পলিতত্ব প্রভৃতির অভিমানী দেবগণ শরীরে প্রবেশ করেছিল। ৯ ॥ চৌর্য, সুরাপানাদি দুষ্কর্ম ও তজ্জনিত পাপ, সত্য, যজ্ঞ, প্রভূত যশ, বল, ক্ষাত্রিয় তেজ, ওজ—এগুলি পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

ষষ্ঠ সূক্ত

ভূতিশ্চ বা অভূতিশ্চ রাতয়োঽরাতয়শ্চ যাঃ।
ক্ষুধশ্চ সর্বাস্তৃষ্ণাশ্চ শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ১ ॥
নিন্দাশ্চ বা অনিন্দাশ্চ যচ্চ হন্তেতি নেতি চ।
শরীরং শ্রদ্ধা দক্ষিণাশ্রদ্ধা চানু প্রাবিশন্ ॥ ২ ॥
বিদ্যাশ্চ বা অবিদ্যাশ্চ যচ্চান্যদুপদেশ্যম্।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশদৃচঃ সামাথো যজুঃ ॥ ৩ ॥
আনন্দা মোদাঃ প্রমুদোঽভীমোদমুদশ্চ যে।
হসো নরিষ্টা নৃত্তানি শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ৪ ॥

আলাপাশ্চ প্রলাপাশ্চাভীলাপলপশ্চ যে।
শরীরং সর্বে প্রাবিশন্নাযুজঃ প্রযুজো যুজঃ ॥ ৫ ॥
প্রাণাপানৌ চক্ষুঃ শ্রোত্রমক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা।
ব্যানোদানৌ বাঙ্মনঃ শরীরেণ ত ঈয়ন্তে ॥ ৬ ॥
আশিষশ্চ প্রশিষশ্চ সংশিষো বিশিষশ্চ যাঃ।
চিত্তানি সর্বে সংকল্পাঃ শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ৭ ॥
আস্তেয়ীশ্চ বাস্তেয়ীশ্চ ত্বরণাঃ কৃপণাশ্চ যাঃ।
গহ্যাঃ শুক্রা স্থূলা অপস্তা বীভৎসাবসাদয়ন্ ॥ ৮ ॥
অস্থি কৃত্বা সমিধং তদষ্টাপো অসাদয়ন্।
রেতঃ কৃত্বাজ্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥ ৯ ॥
যা আপো যাশ্চ দেবতা যা বিরাড্ ব্রহ্মণা সহ।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশচ্ছরীরেঽধি প্রজাপতিঃ ১০ ॥
সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণং পুরুষস্য বি ভেজিরে।
অথাস্যেতরমাত্মানং দেবাঃ প্রাযচ্ছন্নগ্নয়ে ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে ॥ ১২ ॥
প্রথমেন প্রমারেণ ত্রেধা বিষ্বঙ্ বি গচ্ছতি।
অদ একেন গচ্ছত্যদ একেন গচ্ছতীহৈকেন নি ষেবতে ॥ ১৩ ॥
অপ্সু স্তীমাসু বৃদ্ধাসু শরীরমন্তরা হিতম্।
তস্মিংচ্ছবোঽধ্যন্তরা তস্মাচ্ছবোঽধ্যুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ সমৃদ্ধি, অসমৃদ্ধি, মিত্রতা, শত্রুতা—এগুলি এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা—এ সব পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। ১।। নিন্দা, অনিন্দা, হর্ষজনক, শোকদায়ক, শ্রদ্ধা, ধনসমৃদ্ধি (দীক্ষা), অশ্রদ্ধা—এগুলি পুরুষের শরীর আশ্রয় করে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। ২ ।। বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত জ্ঞান), অজ্ঞান এবং অন্য যে বস্তু উপদেশগম্য বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপ শব্দব্রহ্ম, তাও পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছে। আর ঋক্, সাম ও যজু-রূপ অক্ষরাত্মক তিনটি বেদও পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছে। (ঋক্ প্রভৃতির পৃথক্ গ্রহণ করায় তার অঙ্গরূপ পুরাণাদি বিদ্যা-শব্দে বিবক্ষিত হয়েছে। অবিদ্যা-শব্দে বেদবিরুদ্ধ আগমকে বোঝান হয়েছে)। ৩ ।। বিষয় উপভোগজনিত সুখ, বিষয়দর্শন জনিত হর্ষ, প্রমুদ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বিষয়লাভ-জনিত হর্ষ, অভিমোদ (অভিমুখে বর্তমান যে মোদ) ও তার সন্নিহিত সুখকর পদার্থগুলি, হাস্য, মানুষের ইচ্ছাগোচর শব্দস্পর্শাদি বিষয়, নৃত্য—এগুলি পরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। ৪ ।। আলাপ (সার্থক বচন), প্রলাপ (নিরর্থক বচন), অভিলাপলপ (উক্তবিধ শব্দের উচ্চারয়িতা)—এগুলি পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। আয়োজন, প্রয়োজন ও যোজন ক্রিয়াগুলি পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। ৫ ।। প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, অক্ষিতি (ক্ষয়াভাব), ক্ষিতি (ক্ষয়), ব্যান, উদান, বাক্য, মন—এগুলি পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে স্ব-স্ব-ব্যাপারে প্রবর্তিত করে। ৬ ॥ আশীষ (ইষ্টফলপ্রার্থনা), প্রশিষ, সংশিষ, বিশিষ—এ আশীর্বাদগুলি এবং চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও সংকল্পাদি অন্তঃকরণবৃত্তিসকল পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। ৭ ॥ অবগাহন-পূর্বক স্নানের জন্য জল, সামান্য স্নানের জল, দ্রুতগামী জল, অল্প জল, গুহাতে উৎপন্ন জল, শুক্লবর্ণ জল, স্থলে ব্যাপনশীল নদ্যাদি-রূপে বর্তমান জল—এ-সকল জল

নিন্দনীয় পুরুষশরীরে অবস্থান করছে। ৮ ॥ প্রাণিশরীরের অস্থিগুলি শরীর-পরিপাকের নিমিত্ত করে সে শরীরে পূর্বোক্ত অষ্ট-সংখ্যক জল স্থাপন করেছে। আজ্যকে রেত কল্পনা করে দেবগণ (ইন্দ্রিয়সকল বা তার অধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি) পুরুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। (এখানে পুরুষের শরীরান্তর্গত অস্থিগুলি শরীরবৃদ্ধির হেতু বলে সমিধ-রূপে এবং স্বশরীরবৃদ্ধি ও পুত্রাদি উৎপত্তির কারণ বলে রেত-কে আজ্য-রূপে আরোপ করা হয়েছে)। ৯ ॥ পূর্বোক্ত জলগুলি, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবগণ ও বিরাট্-সংজ্ঞক দেবতা ব্রাহ্মণতেজের সাথে শরীরে প্রবেশ করেছিল। তারপর যিনি জগৎকারণ পরব্রহ্ম, তিনিও অন্তর্যামীরূপে সে শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। সে শরীরে প্রজাপতি (প্রজাদের পালক, পুত্রাদির উৎপাদক জীব) অবস্থান করছে। ১০ ॥ চক্ষুরভিমানী সূর্যদেব পুরুষের চক্ষুরিন্দ্রিয়কে নিজের ভাগ বলে স্বীকার করেছেন। এরূপ বায়ুদেবতা ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির সেই সেই অধিদেবতা ভাগ করে নিজের বলে স্বীকার করেছেন। তারপর প্রাণেন্দ্রিয় ছাড়া স্থূলশরীরকে সকল দেবগণ অগ্নির ভাগ বলে দিয়েছেন। (মরণের পর অগ্নি কেবল স্থূল শরীরকে দগ্ধ করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন—এ সপ্তদশ লিঙ্গশরীরের মুক্তি পর্যন্ত বিনাশ হয় না বলে সে সে দেবতারূপে অবস্থান বলা হয়েছে)। ১১ ॥ এ জন্য বিদ্বান ব্যক্তি পুরুষ-শরীরকে অপরোক্ষ (ভেতরে ও বাইরে ব্যেপে অবস্থিত) ব্রহ্ম বলে জানে। যেহেতু সকল দেবতা (প্রাণ অপানাদি বায়ু, সকল ইন্দ্রিয়গুলি ও তাদের অধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবতা) এ শরীরে বাস করে। গাভীগণ যেমন গোষ্ঠে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করে, সেরূপ সকল দেবতার দ্বারা আশ্রিত জীবরূপে ও অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্ম কর্তৃক তাদাত্ম্যভাবে প্রবিষ্ট পুরুষশরীরকে বিদ্বান ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে। ১২ ॥ স্থূল শরীর বিনষ্ট হলে (অর্থাৎ ভোগায়তন শরীরের তদারম্ভক কর্মক্ষয়বশতঃ) ত্যক্তশরীর সে জীবাত্মা তিন প্রকার গতি লাভ করে। পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গস্থান, পাপের ফলে নরক এবং পাপ-পুণ্যাত্মক মিশ্রিত কর্মের ফলে এ ভূলোক সুখ-দুঃখরূপ ভোগ লাভ করে। ১৩ ॥ সকল জগৎ আদ্র করে প্রবৃদ্ধ জলের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডাত্মক সমষ্টি-শরীর নিহিত আছে। সে ব্রহ্মাণ্ডশরীরের ওপরে ও মধ্যে বলাত্মক সূত্রাত্মা সর্বাধাররূপ পরমেশ্বর অবস্থান করেন। সে সমষ্টিশরীর থেকে অধিকরূপে বলাত্মক সূত্রাত্মা কথিত হয়। ১৪ ॥

টীকা —১-১৪। এ সূক্তের অনুবাক পূর্ব সূক্তের মত।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যে বাহবো যা ইষবো ধন্বনাং বীর্যাণি চ।
অসীন্ পরশূনায়ুধং চিত্তাকূতং চ যদ্ধৃদি।
সর্বং তদর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরুদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ১ ॥
উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বং মিত্রা দেবজনা যূয়ম্।
সন্দৃষ্টা গুপ্তা বঃ সন্তু যা নো মিত্রাণ্যর্বুদে ॥ ২ ॥
উত্তিষ্ঠতমা রভেথামাদানসন্দানাভ্যাম্।
অমিত্রাণাং সেনা অভি ধত্তমর্বুদে ॥ ৩ ॥

অর্বুদির্নাম যো দেব ঈশানশ্চ ন্যর্বুদিঃ।
যাভ্যামন্তরিক্ষমাবৃতমিয়ং চ পৃথিবী মহী।
তাভ্যামিন্দ্রমেদিভ্যামহং জিতমন্বেমি সেনয়া ॥ ৪ ॥
উত্তিষ্ঠ ত্বং দেবজনার্বুদে সেনয়া সহ।
ভঞ্জন্নমিত্রাণাং সেনাং ভোগেভিঃ পরি বারয় ॥ ৫ ॥
সপ্ত জাতান্ ন্যর্বুদ উদারাণাং সমীক্ষয়ন্।
তেভিষ্টমাজ্যে হুতে সর্বৈরুত্তিষ্ঠ সেনয়া ॥ ৬ ॥
প্রতিঘ্নানাশ্রুমুখী কৃধুকর্ণী চ ক্রোশতু।
বিকেশী পুরুষে হতে রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৭ ॥
সংকর্ষন্তী করূকরং মনসা পুত্রমিচ্ছন্তী।
পতিং ভ্রাতরমাৎস্বান্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৮ ॥
অলিক্লবা জাষ্কমদা গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষাঃ শকুনয়স্তৃপ্যন্ত্বমিত্রেষু সমীক্ষয়ন্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৯ ॥
অথো সর্বং শ্বাপদং মক্ষিকা তৃপ্যতু ক্রিমিঃ।
পৌরুষেয়েঽধি কুণপে রদিতে অর্বুদে তব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের যোদ্ধাদের অস্ত্রগ্রহণযোগ্য হস্তগুলি, বাণগুলি, ধনুর্ধারীদের শত্রুনিপাত-সামর্থ—এ সকল বাহু, খড়্গ, কুঠার ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র এবং যোদ্ধাদের শত্রুমারণবিষয়ে যে সংকল্প, হে অর্বুদ নামক সর্পঋষির পুত্র, তুমি শত্রুদের ভয় জন্মানোর জন্য সে-সকল যুদ্ধোপকরণাদি তাদের দেখাও। সেরূপ মন্ত্রসামর্থে উদ্ভাবিত অন্তরিক্ষচারী রক্ষঃপিশাচদের দেখাও (অথবা সূর্যরশ্মিজাত উল্কা প্রভৃতি অন্তরিক্ষের উৎপাতগুলি তাদের দেখাও)। ১ ॥ হে মিত্ররূপ দেবগণ, তোমরা এ সেনানিবাস থেকে ওঠ, যুদ্ধের জন্য সন্নদ্ধ হও ; তোমাদের দৃষ্টে আমাদের সৈন্যেরা রক্ষিত হোক। হে অর্বুদি (সর্প), শত্রুর সাথে যুদ্ধের জন্য আগত আমাদের মিত্রদের রক্ষা কর। ২ ॥ হে অর্বুদি, তুমি ও ন্যর্বুদি দু-জনে এ স্থান থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য উপক্রম কর। আদান ও সন্দান নামক রজ্জুযন্ত্র ও বন্ধন রজ্জুর দ্বারা শত্রুসেনাদের বন্ধন কর। ৩ ॥ অর্বুদি নামক যে সর্পরূপ দেব এবং সকলের বশয়িতা ন্যর্বুদি নামক যে সর্প, যাদের দ্বারা অন্তরিক্ষ ও এ পৃথিবী আবৃত হয়েছে, সে দেবদ্বয় সংগ্রামজয়-কর্মে সর্বোৎকর্ষে অবস্থান করছে। ইন্দ্রের স্নিগ্ধ সে অর্বুদি ও ন্যর্বুদির দ্বারা জিত শত্রুসেনার পেছনে আমি সেনার সাথে অনুগমন করছি। হে দেবজাতীয় অর্বুদি, তুমি নিজ সেনার সাথে ওঠ, শত্রুসেনাদের ভগ্নবীর্য করে তোমার শরীরের দ্বারা তাদের বেষ্টন কর ; যাতে শত্রুসেনা আমাদের না দেখতে পায়, সেরূপ তাদের চোখ বন্ধ করে দাও। ৪-৫ ॥ হে ন্যর্বুদি, পূর্বোক্ত সপ্তসংখ্যক জাত দৃষ্টি-তিরোধায়কদের, শত্রুদের দেখিয়ে আজ্যাহুতি দেয়া হলে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের সেনার সাথে উত্থিত হও। ৬ ॥ হে অর্বুদি, তোমার দাঁতে শত্রু মারা গেলে, তার স্ত্রী বক্ষতাড়না করে অশ্রুমুখী হয়ে কর্ণাভরণ পরিত্যাগ করে বিকেশী হয়ে রোদন করুক। ৭ ॥ হে অর্বুদি, তোমার দাঁতের বিষে শত্রু আহত হলে, তার স্ত্রী উভয় হস্তের অঙ্গুলি নিপীড়ন করে কর্ কর্ শব্দ করে পুত্র, পতি, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনদের বিষপ্রতিকারের জন্য ইচ্ছা করুক অর্থাৎ কিংকর্তব্য-বিমূঢ়া হোক। ৮ ॥ শরীরের অবসাদ-দায়ক ধৃষ্ট পক্ষিগণ ও মাংসভক্ষক গৃধ্র, শ্যেন, কাক, শকুনি প্রভৃতি তোমার বিষ-দাঁতে আহত শত্রুদের মরণ প্রতীক্ষা করুক এবং

মরণের পর তাদের ভক্ষণ করে তৃপ্ত হোক। ৯ ॥ শৃগাল, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, মক্ষিকা ও ক্রিমিগুলি তোমার বিষদাঁতে নিহত শত্রুর মৃতশরীর ভক্ষণ করে তৃপ্ত হোক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। পঞ্চম অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার মধ্যে 'যে বাহবঃ' ইত্যাদি তিনটি সূক্ত এবং 'উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বম্' ইত্যাদি তিনটি সূক্ত অর্থসূক্ত। এ সূক্তগুলির দ্বারা জয়কাম রাজা যুদ্ধকালে নিজ সৈন্যদের প্রেরণ করবে এবং জপ করবে। সেরূপ শত্রুজয় কর্মে 'যে বাহবঃ' ইত্যাদি অনুবাকের দ্বারা পৃষদাজ্য ও সক্তু হোম করতে হবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

আ গৃহ্ণীতং সং বৃহতং প্রাণাপানান্ ন্যর্বুদে।
নিবাশা ঘোষাঃ সং যন্ত্বমিত্রেষু সমীক্ষয়ন্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ১ ॥
উদ্ বেপয় সং বিজন্তাং ভিয়ামিত্রান্ৎসং সৃজ।
উরুগ্রাহৈর্বাহ্বঙ্কৈর্বিধ্যামিত্রান্ ন্যর্বুদে ॥ ২ ॥
মুহ্যন্ত্বেষাং বাহবশ্চিত্তাকূতং চ যদ্ধৃদি।
মৈষামুচ্ছেষি কিং চন রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৩ ॥
প্রতিঘ্নানাঃ সং ধাবন্তূরঃ পটূরাবাঘ্নানাঃ।
অঘারিণীর্বিকেশ্যো রুদত্যঃ পুরুষে হতে রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৪ ॥
শ্বন্বতীরপ্সরসো রূপকা উতার্বুদে।
অন্তঃপাত্রে রেরিহতীং রিশাং দুর্ণিহিতৈষিণীম্।
সর্বাস্তা অর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ৫ ॥
খড়ূরেঽধিচঙ্ক্রমাং খর্বিকাং খর্ববাসিনীম্।
য উদারা অন্তর্হিতা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যে।
সর্পা ইতরজনা রক্ষাংসি ॥ ৬ ॥
চতুর্দংষ্ট্রাঞ্ছ্যাবদতঃ কুম্ভমুষ্কাঁ অসৃঙ্মুখান্।
স্বভ্যসা যে চোদ্ভ্যসাঃ ॥ ৭ ॥
উদ্ বেপয় ত্বমর্বুদেঽমিত্রানামমূঃ সিচঃ।
জয়াংশ্চ জিষ্ণুশ্চামিত্রাঁ জয়তামিন্দ্রমেদিনৌ ॥ ৮ ॥
প্রব্লীনো মৃদিতঃ শয়াং হতোঽমিত্রো ন্যর্বুদে।
অগ্নিজিহ্বা ধূমশিখা জয়ন্তীর্যন্তু সেনয়া ॥ ৯ ॥
তয়ার্বুদে প্রণুত্তানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্।
অমিত্রাণাং শচীপতির্মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ১০ ॥

অনুবাদ — হে ন্যর্বুদি, তুমি ও অর্বুদি—তোমরা দুজন শত্রুর প্রাণ ও অপান গ্রহণ করে সমূলে উৎপাটিত কর। হে অর্বুদি, তোমার বিষদাঁতে নিপীড়িত শত্রুদের আর্তস্বর উৎপন্ন হোক। ১ ॥ হে ন্যর্বুদি, আমাদের শত্রুদের কাঁপিয়ে দাও, তারা উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের ভয়ে ভীত হোক। উরু ও বাহুবন্ধনের দ্বারা আমাদের শত্রুদের তাড়না কর। ২ ॥ হে অর্বুদি, তোমার দংশনে শত্রুদের বাহুগুলি অবশ হোক, তাদের চিত্তের সংকল্প বিস্মৃত হোক এবং এ শত্রুদের রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি কিছু যেন অবশিষ্ট না থাকে (অর্থাৎ তুমি সবাইকে বিনাশ কর)। ৩ ॥ হে অর্বুদি, তোমার দংশনে শত্রুরা নিহত হলে তাদের স্ত্রীগণ মুখ, বক্ষ তাড়না করে, বিকীর্ণকেশে আর্তস্বরে রোদন করতে করতে মৃত স্বামীর কাছে

যাক। ৪॥ হে অর্বুদি, মায়াবশে সেনারূপ ধারণকারী কুকুরের সাথে গন্ধর্ব-স্ত্রীদের শত্রুদের দেখাও। সেরূপ পাত্রে বার বার লেহনকারী গাভীদের এবং উল্কাপাতাদি অদ্ভুত বিকৃতদর্শন যক্ষরাক্ষসদের শত্রুদের দেখাও। ৫॥ আকাশের দূরদেশে মায়ায় ইতস্ততঃ বিচরণশীল খর্বাকৃতি শব্দায়মান গাভীদের শত্রুদের দেখাও। সেরূপ যে যক্ষরাক্ষস মায়ায় অন্তর্হিত আছে, তাদের শত্রুদের দেখাও। যারা সর্পরূপ ও ইতর দেবতা, রাক্ষস, চতুর্দংষ্ট্রযুক্ত, শ্যামবর্ণ-দন্তযুক্ত, কুম্ভাকৃতি মুষ্ক-যুক্ত, রক্তমুখ, ভীতিজনক ভয়ংকর রাক্ষসদের শত্রুদের দেখাও। ৬-৭॥ হে অর্বুদি, শত্রুসেনাদের বিষাবেশে শোকার্ত করে কম্পিত কর। শত্রুদের পরাজিত করে জয়শীল অর্বুদি ও নির্বুদি ইন্দ্রের সাথে স্নেহযুক্ত হয়ে আমাদের জয় করিয়ে দিক। ৮॥ হে ন্যর্বুদি, আমাদের শত্রু ভয়ে গতাসু হয়ে শয়ন করুক। মায়ায় তোমার উৎপাদিত অগ্নির জ্বালা ও ধূমশিখা শত্রুসৈন্য জয় করতে করতে আমাদের সেনার সাথে গমন করুক। ৯॥ হে অর্বুদি, তোমার দ্বারা যুদ্ধভূমি থেকে বিতাড়িত শত্রু প্রধানদের শচীপতি ইন্দ্র বিনাশ করুক, তাদের কেউ যেন ছাড়া না পায় অর্থাৎ ক্রমশঃ সবাইকে মারুক। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। 'আ গৃহ্নীত' ইত্যাদি সূক্ত শত্রুজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

উৎকসন্তু হৃদয়ান্যূর্ধ্বঃ প্রাণ উদীষতু।
শৌষ্কাস্যমনু বর্ততামমিত্রান্ মোত মিত্রিণঃ ॥ ১ ॥
যে চ ধীরা যে চাধীরাঃ পরাঞ্চো বধিরাশ্চ যে।
তমসা যে চ তূপরা অথো বস্তাভিবাসিনঃ।
সর্বাংস্তাঁ অর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ২ ॥
অর্বুদিশ্চ ত্রিষন্ধিশ্চামিত্রান্ নো বি বিধ্যতাম্।
যথৈষামিন্দ্র বৃত্রহন্ হনাম শচীপতেঽমিত্রাণাং সহস্রশঃ ॥ ৩ ॥
বনস্পতীন্ বানস্পত্যানোষধীরুত বীরুধঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্পান্ দেবান্ পুণ্যজনান্ পিতৄন্।
সর্বাংস্তাঁ অর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ৪ ॥
ঈশাং বো মরুতো দেব আদিত্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
ঈশাং ব ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ ধাতা মিত্রঃ প্রজাপতিঃ।
ঈশাং ব ঋষয়শ্চক্রুরমিত্রেষু সমীক্ষয়ন্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৫ ॥
তেষাং সর্বেষামীশানা উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বং মিত্রা দেবজনা যূয়ম্।
ইমং সংগ্রামং সঞ্জিত্য যথালোকং বি তিষ্ঠধ্বম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ শত্রুদের হৃদয় শরীর থেকে চলে যাক, তাদের প্রাণবায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে শরীর থেকে নির্গত হোক। ভয়ে শত্রুদের মুখ শুকিয়ে যাক, আমাদের মিত্রদের মুখ যেন না শুকোয়। ১॥ যারা বীর, যারা কাতর সৈন্য, যারা যুদ্ধ থেকে পলায়মান, যারা মোহে শৃঙ্গহীন পশুর মত অবস্থিত এবং ছাগলের মত শব্দকারী যারা, হে অর্বুদি, তোমার মায়ায় উদ্ভাবিত তাদের শত্রুর দর্শনযোগ্য কর। ২॥ ত্রিষন্ধি নামক সেনামোহক দেবতা ও অর্বুদি, তোমরা দুজন আমাদের শত্রুদের তাড়না কর। হে বৃত্রহন্তা শচীপতি ইন্দ্র, যেভাবে শত্রুসেনাদের সহস্রসংখ্যক একযোগে মারতে পারি, সেভাবে তাড়না কর। ৩॥ হে অর্বুদি, তোমার মায়ায় উদ্ভূত বনস্পতি, তার বিকার, ওষধি, বীরুধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প, যক্ষ ও পিতৃপুরুষদের

শত্রুদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত কর। ৪॥ হে শত্রুগণ, মরুৎ দেবগণ, আদিত্যগণ ও ব্রহ্মণস্পতি তোমাদের নিয়ন্ত্রিত করুক। সেরূপ ইন্দ্র, অগ্নি, ধাতা, মিত্র ও প্রজাপতি তোমাদের নিয়ামক হোক এবং অথর্বা, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তোমাদের নিয়ন্ত্রিত করুক। হে অর্বুদি, তোমার দংশনে আহত শত্রুদের দৃষ্টিগোচর হয়ে পূর্বোক্ত দেবগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত করুক। ৫॥ হে মিত্ররূপ দেবজন, তোমরা আমাদের নিয়ামক হয়ে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য উঠে সন্নদ্ধ হও এবং এ যুদ্ধ জয় করে তোমাদের স্বস্থানে গমন কর। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। পূর্বের মত এ সূক্তটিও শত্রুজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বমুদারাঃ কেতুভিঃ সহ।
সর্পা ইতরজনা রক্ষাংস্যমিত্রাননু ধাবত ॥ ১ ॥
ঈশাং বো বেদ রাজ্যং ত্রিষন্ধে অরুণৈঃ কেতুভিঃ সহ।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি পৃথিব্যাং যে চ মানবাঃ।
ত্রিষন্ধেস্তে চেতসি দুর্ণামান উপাসতাম্ ॥ ২ ॥
অয়োমুখাঃ সূচীমুখা অথো বিকঙ্কতীমুখাঃ।
ক্রব্যাদো বাতরংহস আ সজন্ত্বমিত্রান্ বজ্রেণ ত্রিষন্ধিনা ॥ ৩ ॥
অন্তর্ধেহি জাতবেদ আদিত্য কুণপং বহু।
ত্রিষন্ধেরিয়ং সেনা সুহিতাস্তু মে বশে ॥ ৪ ॥
উত্তিষ্ঠ ত্বং দেবজনার্বুদে সেনয়া সহ।
অয়ং বলির্ব আহুতস্ত্রিষন্ধেরাহুতিঃ প্রিয়া ॥ ৫ ॥
শিতিপদী সং দ্যতু শরব্যেহয়ং চতুষ্পদী।
কৃত্যেঽমিত্রেভ্যো ভব ত্রিষন্ধেঃ সহ সেনয়া ॥ ৬ ॥
ধূমাক্ষী সং পততু কৃধুকর্ণী চ ক্রোশতু।
ত্রিষন্ধেঃ সেনয়া জিতে অরুণাঃ সন্তু কেতবঃ ॥ ৭ ॥
অবায়ন্তাং পক্ষিণো যে বয়াংস্যন্তরিক্ষে দিবি যে চরন্তি।
শ্বাপদো মক্ষিকাঃ সং রভন্তামামাদো গৃধ্রাঃ কুণপে রদন্তাম্ ॥ ৮ ॥
যামিন্দ্রেণ সন্ধাং সমধথা ব্রহ্মণা চ বৃহস্পতে।
তয়াহমিন্দ্রসন্ধয়া সর্বান্ দেবানিহ হুব ইতো জয়ত মামুত ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতিরাঙ্গিরস ঋষয়ো ব্রহ্মসংশিতাঃ।
অসুরক্ষয়ণং বধং ত্রিষন্ধিং দিব্যাশ্রয়ন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে উদার সেনানায়কগণ, আমাদের ধ্বজার সাথে ওঠ, কবচাদির দ্বারা সন্নদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ কর। হে সর্পাকৃতি ও অন্যান্য দেবগণ, রাক্ষসগণ, তোমরাও আমাদের শত্রুদের অনুধাবন কর। ১॥ হে শত্রুগণ, ত্রিসন্ধি নামক বজ্রাভিমানী দেব তোমাদের রাজ্য অপহরণ করে বশীভূত করুক। হে বজ্রাত্মক দেবতা, অরুণবর্ণ তোমার কেতুর সাথে এবং যে কেতু অন্তরিক্ষে উৎপাতরূপে প্রাদুর্ভূত, দ্যুলোক ও ভূলোকে যে কেতু আছে, তাদের সাথে উত্থিত হও। হে ত্রিসন্ধি, তোমার মনে বর্তমান আমাদের দুষ্ট শত্রুদের পক্ষিগণ সেবা করুক। অয়োমুখ, সূচীমুখ, বহুকণ্টকযুক্ত মুখ, মাংসভক্ষক গৃধ্রাদি ও বায়ুর মত গতিশীল পক্ষিগণ ত্রিসন্ধি নামক বজ্রাভিমানী দেবতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমাদের শত্রুর প্রতি

আসক্ত হোক। (যার নিকট এ পক্ষিগণ যায়, তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—এটা শাকুনিক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ)। ২-৩ ॥ হে জাতবেদা আদিত্য, মৃত শরীরের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক আচ্ছন্ন কর। ত্রিসন্ধি দেবতার এ সেনাগণ আমার বশে নিহিত হোক (তার দ্বারা আমরা শত্রুদের জয় করব)। ৪ ॥ হে দেবজাতীয় অর্বুদি, তোমার নিজ সেনার সাথে উত্থিত হও। এ আহুতি (হূয়মান পৃষদাজ্যহোম) তোমাদের তৃপ্তিকর বলি (হবির ভাগ)। যেহেতু তোমার সর্পগণ বলিপ্রিয়, অতএব আমাদের আহুতি গ্রহণ করে আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। ৫ ॥ শ্বেতবর্ণপাদ-বিশিষ্ট চতুষ্পদী গাভী বাণরূপ হয়ে শত্রুদের কাছে যাক। হে গাভী, কৃত্যারূপ হয়ে শত্রুর উদ্দেশে ত্রিসন্ধি দেবের সেনার সাথে সংহন্ত্রী হও। ৬ ॥ শত্রুসেনার চোখগুলি মায়াময় ধূমের দ্বারা আবৃত হোক এবং তারা পটহধ্বনিতে শ্রবণসামর্থ্য হারিয়ে ইতিকর্তব্যমূঢ় হোক। ত্রিসন্ধি দেবের সেনার দ্বারা শত্রুসেনা জিত হলে ধ্বজাগুলি (রক্তের দ্বারা) অরুণবর্ণ হোক। ৭ ॥ আকাশে ও দ্যুলোকে যে পক্ষিগণ বিচরণ করছে, তারা শত্রুসেনা মৃত হলে মাংসভক্ষণের জন্য নিম্নভাগে পতিত হোক। সেরূপ কুকুর, শৃগাল ও মক্ষিকাসকল মৃতদেহ ভক্ষণ করতে আরম্ভ করুক। কাঁচা মাংসভক্ষণকারী গৃধ্রাদি পক্ষিগণ শত্রুসেনার মৃত শরীরে দাঁত ও পা দিয়ে রেখাপাত করুক অর্থাৎ ভক্ষণের উদ্যোগ করুক। ৮ ॥ হে বৃহস্পতি দেব, দেবাধিপতি ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও তার স্রষ্টা প্রজাপতির সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, হে ইন্দ্র, সে প্রতিজ্ঞার দ্বারা সকল দেবতাদের এ সংগ্রামে আহ্বান করছি। হে দেবগণ, আমাদের সেনাদের জয়যুক্ত কর, শত্রুসেনাদের নয়। ৯ ॥ আঙ্গিরস, দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি, মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত অন্যান্য ঋষিগণ অসুরদের ক্ষয়কর আয়ুধ দ্যুলোকে স্থিত ত্রিসন্ধি দেবতার সেবা করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'উত্তিষ্ঠত' ইত্যাদি সূক্ত শত্রুজয়কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

যেনাসৌ গুপ্ত আদিত্য উভাবিন্দ্রশ্চ তিষ্ঠতঃ।
ত্রিষন্ধিং দেবা অভজন্তৌজসে চ বলায় চ ॥ ১ ॥
সর্বাংল্লোকান্ৎসমজয়ন্ দেবা আহুত্যানয়া।
বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো বজ্রং যমসিঞ্চতাসুরক্ষয়ণং বধম্ ॥ ২ ॥
বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো বজ্রং যমসিঞ্চতাসুরক্ষয়ণং বধম্।
তেনাহমমুং সেনাং নি লিম্পামি বৃহস্পতেঽমিত্রান্ হন্ম্যোজসা ॥ ৩ ॥
সর্বে দেবা অত্যায়ন্তি যে অশ্নন্তি বষট্‌কৃতম্।
ইমাং জুষধ্বমাহুতিমিতো জয়তঃ মামুতঃ ॥ ৪ ॥
সর্বে দেবা অত্যায়ন্তু ত্রিষন্ধেরাহুতিঃ প্রিয়া।
সন্ধাং মহতীং রক্ষত যয়াগ্রে অসুরা জিতাঃ ॥ ৫ ॥
বায়ুরমিত্রাণামিষ্বগ্রাণ্যাঞ্চতু।
ইন্দ্র এষাং বাহূন্ প্রতি ভনক্তু মা শকন্ প্রতিধামিষুম্ ॥ ৬ ॥
আদিত্য এষামস্ত্রং বি নাশয়তু চন্দ্রমা যুতামগতস্য পন্থাম্ ॥ ৭ ॥
যদি প্রেয়ুর্দেবপুরা ব্রহ্ম বর্মাণি চক্রিরে।
তনূপানং পরিপাণং কৃণ্বানা যদুপোচিরে সর্বং তদরসং কৃধি ॥ ৮ ॥
ক্রব্যাদানুবর্তয়ন্ মৃত্যুনা চ পুরোহিতম্।
ত্রিষন্ধে প্রেহি সেনয়া জয়ামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব ॥ ৯ ॥

ত্রিষন্ধে তমসা ত্বমমিত্রান্ পরি বারয় ।
পৃষদাজ্যপ্রণুত্তানাং মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ১০ ॥
শিতিপদী সং পতত্বমিত্রাণামমূঃ সিচঃ ।
মুহ্যন্ত্বদ্যামূঃ সেনা অমিত্রাণাং ন্যর্বুদে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ যার দ্বারা ঐ দ্যুলোকে দৃশ্যমান আদিত্য অসুরকৃত উপদ্রব থেকে রক্ষিত হয়েছে, যে বজ্রের দ্বারা আদিত্য ও ইন্দ্র স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে অসুরক্ষয়কারী ত্রিসন্ধি দেবের (আয়ুধরূপ বজ্রের) সকল দেবগণ ওজ ও বল-লাভের জন্য সেবা করে থাকে । ১ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ এ আহুতির দ্বারা (পৃষদাজ্য হোমের দ্বারা) অসুরদের বিনাশ করে সকল লোক জয় করেছিল । অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি অসুরদের ক্ষয়কারক এ বজ্র সেচনের দ্বারা নির্মাণ করেছিল (অর্থাৎ পৃষদাজ্যাহুতি বজ্ররূপে পরিণত হয়েছিল) । ২ ॥ আঙ্গিরস বৃহস্পতি অসুরক্ষয়কারক যে বজ্র নির্মাণ করেছিল, হে বৃহস্পতি, তোমার নির্মিত বজ্রের দ্বারা আমি শত্রুসেনা ছিন্ন করব, তারপর শত্রুদের নিজ বলে বিনাশ করব । ৩ ॥ যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ শত্রুদের অতিক্রম করে আমাদের দিকে আসছে, তারা বষট্কারের দ্বারা দত্ত হবি ভোজন করে । সে তোমরা আমাদের আহুতি গ্রহণ কর এবং তাতে প্রীত হয়ে আমাদের সেনাদের জয়যুক্ত কর ও অসুরসেনাদের পরাজিত কর । ৪ ॥ সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ শত্রুদের অতিক্রম করে আমাদের দিকে আসুক । সেনামোহক ত্রিসন্ধি-দেবতার আমাদের দত্ত এ আহুতি প্রীতিকর হোক । হে দেবগণ, যে প্রতিজ্ঞার দ্বারা পূর্বে অসুরদের জয় করেছিলে, সে জয়বিষয়ক প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর । ৫ ॥ বায়ুদেব শত্রুদের বাণের অগ্রে গমন করুক (অর্থাৎ প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তির পূর্বেই তা পতিত হোক) । ইন্দ্রদেব শত্রুদের বাহুগুলি ভগ্ন করুক, যাতে তারা ধনুতে বাণ যোজনা করতে না পারে । এ শত্রুদের অস্ত্রগুলি সূর্যদেব বিনাশ করুক এবং চন্দ্র (সোমদেব) শত্রুদের পথগুলি পৃথক করুক (যাতে তারা আমাদের কাছে আসতে না পারে) । ৬-৭ ॥ শত্রুদের বর্ম, তাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ ও অন্নরসাদি শুষ্ক করে দাও । ৮ ॥ হে ত্রিসন্ধি দেব, কাঁচামাংস ভক্ষণকারী রাক্ষস ও মৃত্যুদেবের অনুবর্তী হয়ে নিজ সেনার সাথে পুরোবর্তী শত্রুর কাছে যাও, তাদের জয় কর এবং তার জন্য শত্রুমধ্যে প্রবেশ কর । ৯ ॥ হে ত্রিসন্ধি দেব, তুমি মায়াময় অন্ধকারের দ্বারা শত্রুদের আবৃত কর । দধিমিশ্র আজ্যের (পৃষদাজ্যের) দ্বারা হোমের ফলে প্রক্ষিপ্ত শত্রুদের কেউ যেন মুক্ত না হয় (অর্থাৎ সকলকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে মার) । ১০ ॥ শ্বেতপাদবিশিষ্ট (শিতিপদী) গাভী আমাদের অস্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত শত্রুসেনার সাথে যুক্ত হোক । হে ন্যর্বুদি (সর্প), দূরে দৃশ্যমান শত্রুসেনা এ যুদ্ধকালে বিমূঢ় হোক (অর্থাৎ তোমার মায়ায় তাদের বিমোহিত কর) । ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১ । 'যেনাসৌ গুপ্ত আদিত্যঃ' ইত্যাদি সূক্ত অসুরজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে ।

ষষ্ঠ সূক্ত

মূঢ়া অমিত্রা ন্যর্বুদে জহ্যেষাং বরংবরম্ ।
অনয়া জহি সেনয়া ॥ ১ ॥

যশ্চ কবচী যশ্চাকবচোঽমিত্রো যশ্চাজ্মনি।
জ্যাপাশৈঃ কবচপাশৈরজ্মনাভিহতঃ শয়াম্ ॥ ২ ॥
যে বর্মিণো যেঽবর্মাণো অমিত্রা যে চ বর্মিণঃ।
সর্বাংস্তাঁ অর্বুদে হতাংছ্বানোঽদন্তু ভূম্যাম্ ॥ ৩ ॥
যে রথিনো যে অরথা অসাদা যে চ সাদিনঃ।
সর্বানদন্তু তান্ হতান্ গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥
সহস্রকুণপা শেতামামিত্রী সেনা সমরে বধানাম্।
বিবিদ্ধা ককজাকৃতা ॥ ৫ ॥
মর্মাবিধং রোরুবতং সুপর্ণৈরদন্তু দুশ্চিতং মৃদিতং শয়ানম্।
য ইমাং প্রতীচীমাহুতিমমিত্রো নো যুযুৎসতি ॥ ৬ ॥
যাং দেবা অনুতিষ্ঠন্তি যস্যা নাস্তি বিরাধনম্।
তয়েন্দ্রো হন্তু বৃত্রহা বজ্রেণ ত্রিষন্ধিনা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ন্যর্বুদি, তুমি তোমার মায়ার দ্বারা আমাদের শত্রুদের মোহ উৎপন্ন কর, এ শত্রুদের মধ্যে যারা প্রধান, তাদের বিনাশ কর। তোমার প্রসাদে আমাদের সেনা জয়লাভ করুক। ১ ॥ যে শত্রু কবচের দ্বারা শরীর বন্ধন করেছে, যারা কবচরহিত ও যারা রথাদি যানে অবস্থান করছে, সে সকল শত্রু নিজ নিজ ধনুর জ্যা-পাশে, বর্ম বন্ধনের পাশে ও রথাদির পাশের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে শয়ন করুক (অর্থাৎ নিজরক্ষণের জন্য যে যে ধনুকবচাদি ধারণ করেছে, সেগুলিই তাদের প্রতিবন্ধক হোক)। ২ ॥ যে শত্রুগণ বর্মধারী, যারা বর্মরহিত এবং যারা কবচ ছাড়া অন্য শস্ত্র-নিবারক যুক্ত, হে অর্বুদি, তোমার দ্বারা নিহত ভূপতিত তাদের কুকুর শৃগালেরা ভক্ষণ করুক। ৩ ॥ যে শত্রুগণ রথারূঢ়, যারা রথরহিত, যারা পদাতিক ও যারা অশ্বারোহী, হে অর্বুদি, তোমার প্রসাদে আমাদের দ্বারা নিহত সে শত্রুদের গৃধ্র, শ্যেন প্রভৃতি পক্ষিরা নখ মুখ দিয়ে ছিন্ন করে ভক্ষণ করুক। ৪ ॥ শত্রুসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনাদের বিবিধ শস্ত্রপাতে হত হয়ে অসংখ্য মৃতদেহে কুৎসিত জন্ম লাভ করুক। ৫ ॥ শোভনপতন শরের দ্বারা মর্মবিদ্ধ হয়ে শব্দকারী, দুঃখিত, চূর্ণীকৃত ও ভূমিতে শয়নকারী শত্রুকে কুকুর শৃগালেরা ভক্ষণ করুক। যে শত্রু আমাদের এ পৃষদাজ্যের আহুতি প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তাদের কুকুর শৃগালেরা ভক্ষণ করুক। ৬ ॥ দেবগণ বজ্র উৎপাদনের জন্য যে পৃষদাজ্যাহুতির অনুষ্ঠান করেছে, যে আহুতির অপ্রতিহত শক্তি, সে আহুতির দ্বারা উৎপন্ন ত্রিসন্ধিযুক্ত বজ্রের দ্বারা বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আমাদের শত্রুদের বিনাশ করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'মূঢ়া অমিত্রা ন্যর্বুদে' ইত্যাদি সূক্ত শত্রুজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে

[দ্বিতীয় অনুবাক ॥ দ্বিতীয় পর্যায়]

ততশ্চৈনমন্যেন শীর্ষ্ণা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ১ ॥
জ্যেষ্ঠতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ ॥ ২ ॥
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতিনা শীর্ষ্ণা ॥ ৪ ॥ তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ॥ ৫ ॥
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ ॥ ৬ ॥
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৮ ॥
বধিরো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৯ ॥
দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাম্ ॥ ১০ ॥
তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামক্ষীভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ১২ ॥
অন্ধো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১৩ ॥
সূর্যাচন্দ্রমসাভ্যামক্ষীভ্যাম্ ॥ ১৪ ॥
তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৫ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন মুখেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ১৬ ॥
মুখতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মণা মুখেন ॥ ১৮ ॥
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৯ ॥
ততশ্চৈনমন্যয়া জিহ্বয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ২০ ॥
জিহ্বা তে মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ২১ ॥
অগ্নের্জিহ্বয়া ॥ ২২ ॥
তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্। এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৩ ॥
ততশ্চৈনমন্যৈর্দন্তৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ২৪ ॥
দন্তাস্তে শৎস্যন্তীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ২৫ ॥
ঋতুভির্দন্তৈঃ ॥ ২৬ ॥
তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৭ ॥
ততশ্চৈনমন্যৈঃ প্রাণাপানৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয় প্রাশ্নন্ ॥ ২৮ ॥

প্রাণাপানাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ২৯ ॥
সপ্তর্ষিভিঃ প্রাণাপানৈঃ ॥ ৩০ ॥
তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩১ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন ব্যচসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৩২ ॥
রাজযক্ষ্মস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৩৩ ॥
অন্তরিক্ষেণ ব্যচসা ॥ ৩৪ ॥
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩৫ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন পৃষ্ঠেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৩৬ ॥
বিদ্যুৎ ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৩৭ ॥
দিবা পৃষ্ঠেন । তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥
ততশ্চৈনমন্যেনোরসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৩৯ ॥
কৃষ্যা ন রাৎস্যসীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৪০ ॥
পৃথিব্যোরসা । তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪১ ॥
ততশ্চৈনমন্যেনোদরেণ প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৪২ ॥
উদরদারস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৪৩ ॥
সত্যেনোদরেণ । তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৪ ॥
ততশ্চৈনমন্যেন বস্তিনা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৪৫ ॥
অপ্সু মরিষ্যসীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৪৬ ॥
সমুদ্রেণ বস্তিনা ॥ ৪৭ ॥
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৮ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামূরুভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৪৯ ॥
ঊরূ তে মরিষ্যত ইত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৫০ ॥
মিত্রাবরুণয়োরূরুভ্যাম্ ॥ ৫১ ॥

তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫২ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামষ্ঠীবদ্ভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্বে ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৫৩ ॥
স্রামো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ । তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৫৪ ॥
ত্বষ্টুরষ্ঠীবদ্ভ্যাম্ । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫৫ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং পাদাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্বে ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৫৬ ॥
বহুচারী ভবিষ্যসীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৫৭ ॥
অশ্বিনোঃ পাদাভ্যাম্ । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫৮ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং প্রপদাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্বে ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৫৯ ॥
সর্পস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৬০ ॥
সবিতুঃ প্রপদাভ্যাম্ । তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬১ ॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং হস্তাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্বে ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৬২ ॥
ব্রাহ্মণং হনিষ্যসীত্যেনমাহ ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৬৩ ॥
ঋতস্য হস্তাভ্যাম্ ॥ ৬৪ ॥
তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্ ।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৫ ॥
ততশ্চৈনমন্যয়া প্রতিষ্ঠয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পূর্বে ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৬৬ ॥
অপ্রতিষ্ঠানোঽনায়তনো মরিষ্যসীত্যেনমাহ ॥ ৬৭ ॥
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৬৮ ॥
সত্যে প্রতিষ্ঠায় ॥ ৬৯ ॥
তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্ ॥ ৭০ ॥
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ ॥ ৭১ ॥
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭২ ॥

*টীকা ঃ ১১ কাণ্ড, ২য় অনুবাক, দ্বিতীয় পর্যায়—অথর্ববেদের অনুক্রমণিকা অংশে একাদশ কাণ্ড দ্বিসপ্তিতি অবসানে বিভক্ত হয়েছে। এ দ্বিতীয় পর্যায় তার অন্তর্ভুক্ত বলে উক্ত হয়। এ স্থলে সে দ্বিতীয় পর্যায় দেওয়া হল। অন্যত্র এ অনুবাক ষোড়শ কাণ্ডের পর মুদ্রিত আছে। এ গ্রন্থের ৩৭৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩৭৮ পৃষ্ঠায় এর ব্যাখ্যা দেখুন।

দ্বাদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥ ১ ॥
অসম্বাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং বহু।
নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ ॥ ২ ॥
যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু ॥ ৩ ॥
যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভুবুঃ।
যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদেজৎ সা নো ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে দধাতু ॥ ৪ ॥
যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্।
গবামশ্বানাং বয়সশ্চ বিষ্ঠা ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু ॥ ৫ ॥
বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥ ৬ ॥
যাং রক্ষন্ত্যস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা ভূমিং পৃথিবীমপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা ॥ ৭ ॥
যার্ণবেঽধি সলিলমগ্র আসীৎ যাং মায়াভিরন্বচরন্ মনীষিণঃ।
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ৎসত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ।
সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলং রাষ্ট্রে দধাতূত্তমে ॥ ৮ ॥
যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা ॥ ৯ ॥
যামশ্বিনাবমিমাতাং বিষ্ণুর্যস্যাং বিচক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্র আত্মনেঽনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ ॥ ১০ ॥
গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্ ॥ ১১ ॥
যৎ তে মধ্যং পৃথিবি যচ্চ নভ্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু ॥ ১২ ॥
যস্যাং বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি ভূম্যাং যস্যাং যজ্ঞং তন্বতে বিশ্বকর্মাণঃ।
যস্যাং মীয়ন্তে স্বরবঃ পৃথিব্যামূর্ধ্বাঃ শুক্রা আহুত্যাঃ পুরস্তাৎ।
সা নো ভূমির্বর্ধয়দ্ বর্ধমানা ॥ ১৩ ॥
যো নো দ্বেষৎ পৃথিবি যঃ পৃতন্যাৎ যোঽভিদাসান্মনসা যো বধেন।
তং নো ভূমে রন্ধয় পূর্বকৃত্বরি ॥ ১৪ ॥

ত্বজ্জাতাস্ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদঃ।
তবেমে পৃথিবি পঞ্চ মানবা যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং
মর্ত্যেভ্য উদ্যন্‌ৎসূর্যো রশ্মিভিরাতনোতি ॥ ১৫ ॥
তা নঃ প্রজাঃ সং দুহ্রতাং সমগ্রা বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্ ॥ ১৬ ॥
বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা ॥ ১৭ ॥
মহৎ সধস্থং মহতী বভূবিথ মহান্ বেগ এজথুর্বেপথুষ্টে।
মহাংস্ত্বেন্দ্রো রক্ষত্যপ্রমাদম্।
সা নো ভূমে প্র রোচয় হিরণ্যস্যেব সন্দৃশি মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ১৮ ॥
অগ্নির্ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।
অগ্নিরন্তঃ পুরুষেষু গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়ঃ ॥ ১৯ ॥
অগ্নির্দিব আ তপত্যগ্নের্দেবস্যোর্বন্তরিক্ষম্।
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞুস্ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কণোতু ॥ ২১ ॥
ভূম্যাং দেবেভ্যো দদাতি যজ্ঞং হব্যমরংকৃতম্।
ভূম্যাং মনুষ্যা জীবন্তি স্বধয়ান্নেন মর্ত্যাঃ।
সা নো ভূমিঃ প্রাণমায়ুর্দধাতু জরদষ্টিং মা পৃথিবী কৃণোতু ॥ ২২ ॥
যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৩ ॥
যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৪ ॥
যস্তে গন্ধঃ পুরুষেষু স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ।
যো অশ্বেষু বীরেষু যো মৃগেষূত হস্তিষু।
কন্যায়াং বর্চো যদ্ ভূমে তেনাস্মাঁ অপি সং সৃজ মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৫ ॥
শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ সা ভূমিঃ সন্ধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ ॥ ২৬ ॥
যস্যাং বৃক্ষা বানস্পত্যা ধ্রুবাস্তিষ্ঠন্তি বিশ্বহা।
পৃথিবীং বিশ্বধায়সং ধৃতামচ্ছাবদামসি ॥ ২৭ ॥
উদীরাণা উতাসীনাস্তিষ্ঠন্তঃ প্রক্রামন্তঃ।
পদ্ভ্যাং দক্ষিণসব্যাভ্যাং মা ব্যথিষ্মহি ভূম্যাম্ ॥ ২৮ ॥
বিমৃগ্বরীং পৃথিবীমা বদামি ক্ষমাং ভূমিং ব্রহ্মণা বাবৃধানাম্।
উর্জং পুষ্টং বিভ্রতীমন্নভাগং ঘৃতং ত্বাভি নি ষীদেম ভূমে ॥ ২৯ ॥
শুদ্ধা ন আপস্তন্বে ক্ষরন্তু যো নঃ সেদুরপ্রিয়ে তং নি দধ্মঃ।
পবিত্রেণ পৃথিবি মোৎ পুনামি ॥ ৩০ ॥
যাস্তে প্রাচীঃ প্রদিশো যা উদীচীর্যাস্তে ভূমে অধরাৎ যাশ্চ পশ্চাৎ।
স্যোনাস্তা মহ্যং চরতে ভবন্তু মা নি পপ্তং ভুবনে শিশ্রিয়াণঃ ॥ ৩১ ॥
মা নঃ পশ্চান্মা পুরস্তান্নুদিষ্ঠা মোত্তরাদধরাদুত।
স্বস্তি ভূমে নো ভব মা বিদন্ পরিপন্থিনো বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৩২ ॥
যাবৎ তেঽভি বিপশ্যামি ভূমে সূর্যেণ মেদিনা।
তাবন্মে চক্ষুর্মা মেষ্টোত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ৩৩ ॥

যচ্ছয়ানঃ পর্যাবর্তে দক্ষিণং সব্যমভি ভূমে পার্শ্বম্ ।
উত্তানাস্ত্বা প্রতীচীং যৎ পৃষ্টীভিরধিশেমহে ।
মা হিংসীস্তত্র নো ভূমে সর্বস্য প্রতিশীবরি ॥ ৩৪ ॥
যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু ।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি মা তে হৃদয়মর্পিপম্ ॥ ৩৫ ॥
গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্ ॥ ৩৬ ॥
যাপ সর্পং বিজমানা বিমৃগ্বরী যস্যামাসন্নগ্নয়ো যে অপ্স্বন্তঃ ।
পরা দস্যূন্ দদতী দেবপীযূনিন্দ্রং বৃণানা পৃথিবী ন বৃত্রম্ ।
শক্রায় দধ্রে বৃষভায় বৃষ্ণে ॥ ৩৭ ॥
যস্যাং সদোহবির্ধানে যূপো যস্যাং নিমীয়তে ।
ব্রহ্মাণো যস্যামর্চন্ত্যৃগ্ভিঃ সাম্না যজুর্বিদঃ ।
যুজ্যন্তে যস্যামৃত্বিজঃ সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩৮ ॥
যস্যাং পূর্বে ভূতকৃত ঋষয়ো গা উদানৃচুঃ ।
সপ্ত সত্রেণ বেধসো যজ্ঞেন তপসা সহ ॥ ৩৯ ॥
সা নো ভূমিরা দিশতু যদ্ধনং কাময়ামহে ।
ভগো অনুপ্রযুঙ্‌ক্তামিন্দ্র এতু পুরোগবঃ ॥ ৪০ ॥
যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ ।
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নানসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু ॥ ৪১ ॥
যস্যামন্নং ব্রীহিযবৌ যস্যা ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ ।
ভূম্যৈ পর্জন্যপত্ন্যৈ নমোহস্তু বর্ষমেদসে ॥ ৪২ ॥
যস্যাঃ পুরো দেবকৃতাঃ ক্ষেত্রে যস্যা বিকুর্বতে ।
প্রজাপতিঃ পৃথিবীং বিশ্বগর্ভামাশামাশাং রণ্যাং নঃ কৃণোতু ॥ ৪৩ ॥
নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে ।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু সুমনস্যমানা ॥ ৪৪ ॥
জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্ ।
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং ধ্রুবেব ধেনুরনপস্ফুরন্তী ॥ ৪৫ ॥
যস্তে সর্পো বৃশ্চিকস্তৃষ্টদংশ্মা হেমন্তজব্ধো ভৃমলো গুহা শয়ে ।
ক্রিমির্জিন্বৎ পৃথিবি যদ্যদেজতি প্রাবৃষি তন্নঃ সর্পন্মোপ
সৃপদ্ যচ্ছিবং তেন নো মৃড় ॥ ৪৬ ॥
যে তে পন্থানো বহবো জনায়না রথস্য বর্ত্মানসশ্চ যাতবে ।
যৈঃ সঞ্চরন্ত্যুভয়ে ভদ্রপাপাস্তং পন্থানং জয়েমানমিত্রমতস্করং
যচ্ছিবং তেন নো মৃড় ॥ ৪৭ ॥
মল্বং বিভ্রতী গুরুভৃৎ ভদ্রপাপস্য নিধনং তিতিক্ষুঃ ।
বরাহেণ পৃথিবী সংবিদানা সূকরায় বি জিহীতে মৃগায় ॥ ৪৮ ॥
যে ত আরণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতাঃ সিংহা ব্যাঘ্রাঃ পুরুষাদশ্চরন্তি ।
উলং বৃকং পৃথিবি দুচ্ছুনামিত ঋক্ষীকাং রক্ষো অপ বাধয়াস্মৎ ॥ ৪৯ ॥
যে গন্ধর্বা অপ্সরসো যে চারায়াঃ কিমীদিনঃ ।
পিশাচান্‌ৎসর্বা রক্ষাংসি তানস্মৎ ভূমে যাবয় ॥ ৫০ ॥

যাং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সম্পতন্তি হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
যস্যাং বাতো মাতরিশ্বেয়তে রজাংসি কৃণ্বংশ্চ্যাবয়ংশ্চ বৃক্ষান্।
বাতস্য প্রবামুপবামনু বাত্যর্চিঃ ॥ ৫১ ॥
যস্যাং কৃষ্ণমরুণং চ সংহিতে অহোরাত্রে বিহিতে ভূম্যামধি।
বর্ষেণ ভূমিঃ পৃথিবী বৃতাবৃতা সা নো দধাতু ভদ্রয়া প্রিয়ে ধামনিধামনি ॥ ৫২ ॥
দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ মে ব্যচঃ।
অগ্নিঃ সূর্য আপো মেধাং বিশ্বে দেবাশ্চ সং দদুঃ ॥ ৫৩ ॥
অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহিঃ ॥ ৫৪ ॥
অদো যৎ দেবি প্রথমানা পুরস্তাৎ দেবৈরুক্তা ব্যসর্পো মহিত্বম্।
আ ত্বা সুভূতমবিশৎ তদানীমকল্পয়থাঃ প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৫৫ ॥
যে গ্রামা যদরণ্যং যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে ॥ ৫৬ ॥
অশ্ব ইব রজো দুধুবে বি তান্ জনান্ য আক্ষিয়ন্ পৃথিবীং যাদজায়ত।
মন্দ্রাগ্রেত্বরী ভুবনস্য গোপা বনস্পতীনাং গৃভিরোষধীনাম্ ॥ ৫৭ ॥
যৎ বদামি মধুমৎ তৎ বদামি যদীক্ষে তৎ বনন্তি মা।
ত্বিষীমানস্মি জূতিমানবান্যান্ হন্মি দোধতঃ ॥ ৫৮ ॥
শন্তিবা সুরভিঃ স্যোনা কীলালোঘ্নী পয়স্বতী।
ভূমিরধি ব্রবীতু মে পৃথিবী পয়সা সহ ॥ ৫৯ ॥
যামন্বৈচ্ছদ্ধবিষা বিশ্বকর্মান্তরর্ণবে রজসি প্রবিষ্টাম্।
ভুজিষ্যং পাত্রং নিহিতং গুহা যদাবির্ভোগে অভবন্মাতৃমদ্ভ্যঃ ॥ ৬০ ॥
ত্বমস্যাবপনী জনানামদিতিঃ কামদুঘা পপ্রথানা।
যৎ তে ঊনং তৎ ত আ পূরয়াতি প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য ॥ ৬১ ॥
উপস্থাস্তে অনমীবা অযক্ষ্মা অস্মভ্যং সন্তু পৃথিবি প্রসূতাঃ।
দীর্ঘং ন আয়ুঃ প্রতিবুধ্যমানা বয়ং তুভ্যং বলিহৃতঃ স্যাম ॥ ৬২ ॥
ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ॥ ৬৩ ॥

টীকা ঃ [দ্বাদশ কান্ড হতে ষোড়শ কান্ড পর্যন্ত সায়ণাচার্য কোন ব্যাখা করেন নি। এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে জন্য আমরাও ব্যাখ্যা করলাম না। কেবল বিষয়সূচীর নির্দেশ করা হচ্ছে।]

এ সূক্তটি 'পৃথিবীসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। এতে পৃথিবীর বহু স্বাভাবিক বর্ণনা আছে। কোন কোন পৌরাণিক কথার মূল এতে লক্ষ্য করা যায়। ঋষিগণ বহুবার পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। বহু বিষয়ে এ সূক্তের বিনিয়োগ আছে। 'সত্যং বৃহৎ' ইত্যাদি অনুবাক বাস্তোষ্পত্যগণে পঠিত হয়েছে, এর বিনিয়োগ 'ইহৈব ধ্রুবং' (৩।১২) সূক্তে দ্রষ্টব্য। সেরূপ এ অনুবাকের দ্বারা কৃষিকর্মের বিধান আছে, 'সীরা যুঞ্জন্তি' (৩।১৭) সূক্তে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। সেরূপ পুত্র, ধনাদি, ব্রীহি ও যবাদি লাভের জন্য 'যস্যামন্নং' (৪২) ঋকে এবং মণি হিরণ্যাদি কামনায় 'নিধিং বিভ্রতী' (৪৪।৪৫) ইত্যাদি দুটি ঋকে পৃথিবীর উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। সেরূপ গ্রাম পত্তনাদি রক্ষার জন্য এ অনুবাকের বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

নডমা রোহ ন তে অত্র লোক ইদং সীসং ভাগধেয়ং ত এহি ।
যো গোষু যক্ষ্মঃ পুরুষেষু যক্ষ্মস্তেন ত্বং সাকমধরাঙ্ পরেহি । ১ ॥
অঘশংসদুঃশংসাভ্যাং করেণানুকরেণ চ ।
যক্ষ্মং চ সর্বং তেনেতো মৃত্যুং চ নিরজামসি । ২ ॥
নিরিতো মৃত্যুং নির্ঋতিং নিররাতিমজামসি ।
যো নো দ্বেষ্টি তমদ্ধ্যগ্নে অক্রব্যাৎ যমু
দ্বিষ্মস্তমু তে প্র সুবামসি ॥ ৩ ॥
যদ্যগ্নিঃ ক্রব্যাদ্ যদি বা ব্যাঘ্র ইমং গোষ্ঠং প্রবিবেশান্যোকাঃ ।
তং মাষাজ্যং কৃত্বা প্র হিণোমি দূরং স গচ্ছত্বপ্সুষদোঽপ্যগ্নীন্ ॥ ৪ ॥
যৎ ত্বা ক্রুদ্ধাঃ প্রচক্রুর্মন্যুনা পুরুষে মৃতে ।
সুকল্পমগ্নে তৎ ত্বয়া পুনস্ত্বোদ্দীপয়ামসি ॥ ৫ ॥
পুনস্ত্বাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ পুনর্ব্রহ্মা বসুনীতিরগ্নে ।
পুনস্ত্বা ব্রহ্মণস্পতিরাধাদ্ দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৬ ॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ নো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্ ।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দূরং স ঘর্মমিন্ধাং পরমে সধস্থে ॥ ৭ ॥
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ।
ইহায়মিতরো জাতবেদা দেবো দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৮ ॥
ক্রব্যাদমগ্নিমিষিতো হরামি জনান্ দৃংহন্তং বজ্রেণ মৃত্যুম্ ।
নি তং শাস্মি গার্হপত্যেন বিদ্বান্ পিতৃণাং
লোকেঽপি ভাগো অস্তু ॥ ৯ ॥
ক্রব্যাদমগ্নিং শশমানমুক্থ্যং প্র হিণোমি পথিভিঃ পিতৃযাণৈঃ ।
মা দেবযানৈঃ পুনরা গা অত্রৈবৈধি পিতৃষু জাগৃহি ত্বম্ ॥ ১০ ॥
সমিন্ধতে সংকসুকং স্বস্তয়ে শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ ।
জহাতি রিপ্রমত্যেন এতি সমিদ্ধো অগ্নিঃ সুপুনা পুনাতি ॥ ১১ ॥
দেবো অগ্নিঃ সংকসুকো দিবস্পৃষ্ঠান্যারুহৎ ।
মুচ্যমানো নিরেণসোঽমোগস্মাঁ অশস্ত্যাঃ ॥ ১২ ॥
অস্মিন্ বয়ং সংকসুকে অগ্নৌ রিপ্রাণি মৃজ্মহে ।
অভূম যজ্ঞিয়াঃ শুদ্ধাঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১৩ ॥
সংকসুকো বিকসুকো নির্ঋথো যশ্চ নিস্বরঃ ।
তে তে যক্ষ্মং সবেদসো দূরাদ্ দূরমনীনশন্ ॥ ১৪ ॥
যো নো অশ্বেষু বীরেষু যো নো গোষ্বজাবিষু ।
ক্রব্যাদং নির্ণুদামসি যো অগ্নির্জনয়োপনঃ ॥ ১৫ ॥
অন্যেভ্যস্ত্বা পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যস্ত্বা ।
নিঃ ক্রব্যাদং নুদামসি যো অগ্নির্জীবিতয়োপনঃ ॥ ১৬ ॥
যস্মিন্ দেবা অমৃজত যস্মিন্মনুষ্যা উত ।
তস্মিন্ ঘৃতস্তাবো মৃষ্টা ত্বমগ্নে দিবং রুহ ॥ ১৭ ॥
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত স নো মাভ্যপক্রমীঃ ।
অত্রৈব দীদিহি দ্যবি জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ১৮ ॥

সীসে মৃড়্ঢ়্বং নড়ে মৃড়্ঢ়্বমগ্নৌ সঙ্কসুকে চ যৎ।
অথো অব্যাং রামায়াং শীর্ষক্তিমুপবর্হণে ॥ ১৯ ॥
সীসে মলং সাদয়িত্বা শীর্ষক্তিমুপবর্হণে।
অব্যামসিক্ন্যাং মৃষ্টবা শুদ্ধা ভবত যজ্ঞিয়াঃ ॥ ২০ ॥
পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্ত এষ ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমীহেমে বীরা বহবো ভবন্তু ॥ ২১ ॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ২২ ॥
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্।
শতং জীবন্তঃ শরদঃ পুরূচীস্তিরো মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ২৩ ॥
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি স্থ।
তান্ বস্তৃষ্টা সুজনিমা সজোষাঃ সর্বমায়ুর্নয়তু জীবনায় ॥ ২৪ ॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথর্তব ঋতুভির্যন্তি সাকম্।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাম্ ॥ ২৫ ॥
অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বং বীরয়ধ্বং প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহীত যে অসন্ দুরেবা অনমীবানুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ২৬ ॥
উত্তিষ্ঠতা প্র তরতা সখায়োঽশ্মন্বতী নদী স্যন্দত ইয়ম্।
অত্রা জহীত যে আসন্নশিবাঃ শিবান্ৎস্যোনানুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ২৭ ॥
বৈশ্বদেবীং বর্চস আ রভধ্বং শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
অতিক্রামন্তো দুরিতা পদানি শতং হিমাঃ সর্ববীরা মদেম ॥ ২৮ ॥
উদীচীনৈঃ পথিভির্বায়ুমদ্ভিরতিক্রামন্তোঽবরান্ পরেভিঃ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্ব ঋষয়ঃ পরেতা মৃত্যুং প্রত্যৌহন্ পদয়োপনেন ॥ ২৯ ॥
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্ত এত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আসীনা মৃত্যুং নুদতা সধস্থেঽথ জীবাসো বিদথমা বদেম ॥ ৩০ ॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং স্পৃশন্তাম্।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৩১ ॥
ব্যাকরোমি হবিষাহমেতৌ তৌ ব্রহ্মণা ব্যহং কল্পয়ামি।
স্বধাং পিতৃভ্যো অজরাং কৃণোমি দীর্ঘেণায়ুষা সমিমান্ৎসৃজামি ॥ ৩২ ॥
যো নো অগ্নিঃ পিতরো হৃৎস্বন্তরাবিবেশামৃতো মর্ত্যেষু।
ময্যহং তং পরি গৃহ্ণামি দেবং মা সো অস্মান্ দ্বিক্ষত মা বয়ং তম্ ॥ ৩৩ ॥
অপাবৃত্য গার্হপত্যাৎ ক্রব্যাদা প্রেত দক্ষিণা।
প্রিয়ং পিতৃভ্য আত্মনে ব্রহ্মভ্যঃ কৃণুতা প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
দ্বিভাগধনমাদায় প্র ক্ষিণাত্যবর্ত্যা।
অগ্নিঃ পুত্রস্য জ্যেষ্ঠস্য যঃ ক্রব্যাদনিরাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥
যৎ কৃষতে যদ্ বনুতে যচ্চ বস্নেন বিন্দতে।
সর্বং মর্ত্যস্য তন্নাস্তি ক্রব্যাচ্চেদনিরাহিতঃ ॥ ৩৬ ॥
অযজ্ঞিয়ো হতবর্চা ভবতি নৈনেন হবিরত্তবে।
ছিনত্তি কৃষ্যা গোর্ধনাদ্ যং ক্রব্যাদনুবর্ততে ॥ ৩৭ ॥
মুহুর্গৃধ্যৈঃ প্র বদত্যার্তিং মর্তো নীত্য।
ক্রব্যাৎ যানগ্নিরন্তিকাদনুবিদ্বান্ বিতাবতি ॥ ৩৮ ॥
গ্রাহ্যা গৃহাঃ সং সৃজ্যন্তে স্ত্রিয়া যন্ম্রিয়তে পতিঃ।
ব্রহ্মৈব বিদ্বানেষ্যো যঃ ক্রব্যাদং নিরাদধৎ ॥ ৩৯ ॥

যৎ রিপ্রং শমলং চকৃম যচ্চ দুষ্কৃতম্ ।
আপো মা তস্মাচ্ছুম্ভন্ত্বগ্নেঃ সংকসুকাচ্চ যৎ ॥ ৪০ ॥
তা অধরাদুদীচীরাববৃত্রন্ প্রজানতীঃ পথিভির্দেবযানৈঃ ।
পর্বতস্য বৃষভস্যাধি পৃষ্ঠে নবাশ্চরন্তি সরিতঃ পুরাণীঃ ॥ ৪১ ॥
অগ্নে অক্রব্যান্নিঃ ক্রব্যাদং নুদা দেবযজনং বহ ॥ ৪২ ॥
ইমং ক্রব্যাদা বিবেশায়ং ক্রব্যাদমন্বগাৎ ।
ব্যাঘ্রৌ কৃত্বা নানানং তং হরামি শিবাপরম্ ॥ ৪৩ ॥
অন্তর্ধির্দেবানাং পরিধির্মনুষ্যাণামগ্নির্গার্হপত্য উভয়ানন্তরা শ্রিতঃ ॥ ৪৪ ॥
জীবানামায়ুঃ প্র তির ত্বমগ্নে পিতৃণাং লোকমপি গচ্ছন্তু যে মৃতাঃ ।
সুগার্হপত্যো বিতপন্নরাতিমুষামুষাং শ্রেয়সীং ধেহ্যস্মৈ ॥ ৪৫ ॥
সর্বানগ্নে সহমানঃ সপত্নানৈষামূর্জং রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ৪৬ ॥
ইমমিন্দ্রং বহ্নিং পপ্রিমন্বারভধ্বং স বো নির্বক্ষদ্ দুরিতাদবদ্যাৎ ।
তেনাপ হত শরুমাপতন্তং তেন রুদ্রস্য পরি পাতাস্তাম্ ॥ ৪৭ ॥
অনড্বাহং প্লবমন্বারভধ্বং স বো নির্বক্ষদ্ দুরিতাদবদ্যাৎ ।
আ রোহত সবিতুর্নাবমেতাং ষড়্ভিরুর্বীভিরমতিং তরেম ॥ ৪৮ ॥
অহোরাত্রে অন্বেষি বিভ্রৎ ক্ষেম্যস্তিষ্ঠন্ প্রতরণঃ সুবীরঃ ।
অনাতুরান্ৎসুমনসস্তল্প বিভ্রজ্জ্যোগেব নঃ পুরুষগন্ধিরেধি ॥ ৪৯ ॥
তে দেবেভ্য আ বৃশ্চন্তে পাপং জীবন্তি সর্বদা ।
ক্রব্যাদ্ যানগ্নিরন্তিকাদশ্ব ইবানুবপতে নড়ম্ ॥ ৫০ ॥
যেঽশ্রদ্ধা ধনকাম্যা ক্রব্যাদা সমাসতে ।
তে বা অন্যেষাং কুম্ভীং পর্যাদধতি সর্বদা ॥ ৫১ ॥
প্রেব পিপতিষতি মনসা মুহুরা বর্ততে পুনঃ ।
ক্রব্যাৎ যানগ্নিরন্তিকাদনুবিদ্বান্ বিতাবতি ॥ ৫২ ॥
অবিঃ কৃষ্ণা ভাগধেয়ং পশূনাং সীসং ক্রব্যাদপি চন্দ্রং ত আহুঃ ।
মাষাঃ পিষ্টা ভাগধেয়ং তে হব্যমরণ্যান্যা গহ্বরং সচস্ব ॥ ৫৩ ॥
ইষীকাং জরতীমিষ্টবা তিল্পিঞ্জং দণ্ডনং নড়ম্ ।
তমিন্দ্র ইধ্মং কৃত্বা যমস্যাগ্নিং নিরাদধৌ ॥ ৫৪ ॥
প্রত্যঞ্চমর্কং প্রত্যর্পয়িত্বা প্রবিদ্বান্ পন্থাং বি হ্যাবিবেশ ।
পরামীষামসূন্ দিদেশ দীর্ঘেণায়ুষা সমিমান্ৎসৃজামি ॥ ৫৫ ॥

টীকা ঃ ক্রব্যাদ নামক যে অগ্নি, তদ্বিষয়ক এ সূক্ত। অগ্নি তিন প্রকার—আমাদ, ক্রব্যাদ ও হব্যবাহ। আম অর্থাৎ অপক্ক যে ভক্ষণ করে, লৌকিক অগ্নি, যার দ্বারা মনুষ্যগণ পাক করে। শবদাহকালে মাংস ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তা ক্রব্যাদ ঘোরস্বরূপ চিতাগ্নি, যার দ্বারা পুরুষকে দাহ করা হয়। আর হব্য অর্থাৎ পক্ক দেবযজন কার্যে আহুত অন্ন যে ভক্ষণ করে কিংবা দেবতার প্রতি সে অন্ন যে বহন করে, সে সমিন্ধ যাগযোগ্য অগ্নি হচ্ছে হব্যবাট্। এর মধ্যে আমাদ ও ক্রব্যাদ অগ্নি যাগযোগ্য হয় না। এখানে ঘোরস্বরূপ ক্রব্যাদ অগ্নির উদ্দেশে এ সূক্ত প্রবর্তিত হয়েছে। ক্রব্যাদ অগ্নি কেবল যে শবদাহে মৃতমাংস ভক্ষণ করে, তা নয়, কিন্তু এ অগ্নি ঘোররূপ বলে যক্ষ্মাদি বহু রোগ ও বহুবিধ মৃত্যু বহন করে থাকে। সেরূপ এ অগ্নি নানা প্রকার আপৎ-কারক। সে সকল বিপদ, রোগ ও মৃত্যুর পরিহারের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। আর ক্রব্যাদ অগ্নি ঘোররূপ, এজন্য শত্রুমারণ কার্যে এর প্রার্থনা করেছেন। সকল পাপ ক্রব্যাদ অগ্নি অপহরণ করুক—এ আশা করা

হয়েছে। ক্রব্যাদ অগ্নির নাশের জন্য গার্হপত্য অগ্নির কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে। যাজ্ঞিকগণ ক্রব্যাদ অগ্নির উপশমের জন্য এ সূক্তের দ্বারা কর্ম করে থাকেন। এগুলি 'পিত্র্যমগ্নিং শময়িষ্যন্ জ্যেষ্ঠস্য চাবিভক্তিনঃ' ইত্যাদি চতুর্থ কাণ্ডের নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

পুমান্ পুংসোঽধি তিষ্ঠ চর্মেহি তত্র হ্বয়স্ব যতমা প্রিয়া তে।
যাবন্তাবগ্রে প্রথমং সমেয়থুস্তদ্ বাং বয়ো যমরাজ্যে সমানম্ ॥ ১ ॥
তাবদ্ বাং চক্ষুস্তুতি বীর্যাণি তাবৎ তেজস্ততিধা বাজিনানি।
অগ্নিঃ শরীরং সচতে যদৈধোঽধা পক্বান্মিথুনা সং ভবাথঃ ॥ ২ ॥
সমস্মিংল্লোকে সমু দেবযানে সং স্মা সমেতং যমরাজ্যেষু।
পূতৌ পবিত্রৈরুপ তদ্ধ্বয়েথাং যদ্যদ্ রেতো অধি বাং সম্বভূব ॥ ৩ ॥
আপস্পুত্রাসো অভি সং বিশধ্বমিমং জীবং জীবধন্যাঃ সমেত্য।
তাসাং ভজধ্বমমৃতং যমাহুর্যমোদনং পচতি বাং জনিত্রী ॥ ৪ ॥
যং বাং পিতা পচতি যং চ মাতা রিপ্রান্নির্মুক্ত্যৈ শমলাচ্চ বাচঃ।
স ওদনঃ শতধারঃ স্বর্গ উভে ব্যাপ নভসী মহিত্বা ॥ ৫ ॥
উভে নভসী উভয়াংশ্চ লোকান্ যে যজ্বনামভিজিতাঃ স্বর্গাঃ।
তেষাং জ্যোতিষ্মান্ মধুমান্ যো অগ্রে তস্মিন্
পুত্রৈর্জরসি সং শ্রয়েথাম্ ॥ ৬ ॥
প্রাচীং প্রাচীং প্রদিশমা রভেথামেতং লোকং শ্রদ্দধানাঃ সচন্তে।
যদ্ বাং পক্বং পরিবিষ্টমগ্নৌ তস্য গুপ্তয়ে দম্পতী সং শ্রয়েথাম্ ॥ ৭ ॥
দক্ষিণাং দিশমভি নক্ষমাণৌ পর্য্যাবর্তেথামভি পাত্রমেতৎ।
তস্মিন্ বাং যমঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ পক্বায় শর্ম বহুলং নি যচ্ছাৎ ॥ ৮ ॥
প্রতীচী দিশামিয়মিদ্ বরং যস্যাং সোমো অধিপা মৃড়িতা চ।
তস্যাং শ্রয়েথাং সুকৃতঃ সচেথামধা পক্বান্মিথুনা সং ভবাথঃ ॥ ৯ ॥
উত্তরং রাষ্ট্রং প্রজয়োত্তরাবদ্ দিশামুদীচী কৃণবন্নো অগ্রম্।
পাঙ্ক্তং ছন্দঃ পুরুষো বভূব বিশ্বৈর্বিশ্বাঙ্গৈঃ সহ সং ভবেম ॥ ১০ ॥
ধ্রুবেয়ং বিরাণ্নমো অস্ত্বস্যৈ শিবা পুত্রেভ্য উত মহ্যমস্তু।
সা নো দেব্যদিতে বিশ্ববার ইর্য ইব গোপা অভি রক্ষ পক্বম্ ॥ ১১ ॥
পিতেব পুত্রানভি সং স্বজস্ব নঃ শিবা নো বাতা ইহ বান্তু ভূমৌ।
যমোদনং পচতো দেবতে ইহ তং নস্তপ উত সত্যং চ বেত্তু ॥ ১২ ॥
যদ্যৎ কৃষ্ণঃ শকুন এহ গত্বা ৎসরন্ বিষক্তং বিল আসসাদ।
যদ্বা দাস্যার্দ্রহস্তা সমঙ্‌ক্ত উলূখলং মুসলং শুম্ভতাপঃ ॥ ১৩ ॥
অয়ং গ্রাবা পৃথুবুধ্নো বয়োধাঃ পূতঃ পবিত্রৈরপ হন্তু রক্ষঃ।
আ রোহ চর্ম মহি শর্ম যচ্ছ মা দম্পতী পৌত্রমঘং নি গাতাম্ ॥ ১৪ ॥
বনস্পতিঃ সহ দেবৈর্ন আগন্ রক্ষঃ পিশাচাঁ অপবাধমানঃ।
স উচ্ছ্রয়াতৈ প্র বদাতি বাচং তেন লোকাঁ অভি সর্বান্ জয়েম ॥ ১৫ ॥
সপ্ত মেধান্ পশবঃ পর্য্যগৃহ্নন্ য এষাং জ্যোতিষ্মাঁ উত যশ্চকর্শ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবতাস্তান্ৎসচন্তে স নঃ স্বর্গমভি নেষ লোকম্ ॥ ১৬ ॥

স্বর্গং লোকমভি নো নয়াসি সং জায়য়া সহ পুত্রৈঃ স্যাম।
গৃহ্ণামি হস্তমনু মৈত্বত্র মা নস্তারীন্নির্ঋতির্মো অরাতিঃ ॥ ১৭ ॥
গ্রাহিং পাপ্মানমতি তাঁ অয়াম তমো ব্যস্য প্র বদাসি বল্গু।
বানস্পত্য উদ্যতো মা জিহিংসীর্মা তণ্ডুলং বি শরীদেবয়ন্তম্ ॥ ১৮ ॥
বিশ্বব্যচা ঘৃতপৃষ্ঠো ভবিষ্যন্ৎসযোনির্লোকমুপ যাহ্যেতম্।
বর্ষবৃদ্ধমুপ যচ্ছ শূর্পং তুষং পলাবানপ তৎ বিনক্তু ॥ ১৯ ॥
ত্রয়ো লোকাঃ সংমিতা ব্রাহ্মণেন.দ্যৌরেবাসৌ পৃথিব্যন্তরিক্ষম্।
অংশূন্ গৃভীত্বান্বারভেথামা প্যায়ন্তাং পুনরা যন্তু শূর্পম্ ॥ ২০ ॥
পৃথগ্রূপাণি বহুধা পশূনামেকরূপো ভবসি সং সমৃদ্ধ্যা।
এতাং ত্বচং লোহিনীং তাং নুদস্ব গ্রাবা শুম্ভাতি মলগ ইব বস্ত্রা ॥ ২১ ॥
পৃথিবীং ত্বা পৃথিব্যামা বেশয়ামি তনুঃ সমানী বিকৃতা ত এষা।
যদ্যদ্ দ্যুত্তং লিখিতমর্পণেন তেন মা সুস্রোর্ব্রহ্মণাপি তদ্ বপামি ॥ ২২ ॥
জনিত্রীব প্রতি হর্যাসি সূনুং সং ত্বা দধামি পৃথিবীং পৃথিব্যা।
উখা কুম্ভী বেদ্যাং মা ব্যথিষ্ঠা যজ্ঞায়ুধৈরাজ্যেনাতিষক্তা ॥ ২৩ ॥
অগ্নিঃ পচন্ রক্ষতু ত্বা পুরস্তাদিন্দ্রো রক্ষতু দক্ষতু দক্ষিণতো মরুত্বান্।
বরুণস্ত্বা দৃংহাদ্ধরুণে প্রতীচ্যা উত্তরাৎ ত্বা সোমঃ সং দদাতৈ ॥ ২৪ ॥
পূতাঃ পবিত্রৈঃ পবন্তে অভ্রাদ্ দিবং চ যন্তি পৃথিবীং চ লোকান্।
তা জীবলা জীবধন্যাঃ প্রতিষ্ঠাঃ পাত্র আসিক্তাঃ পর্যগ্নিরিন্ধাম্ ॥ ২৫ ॥
আ যন্তি দিবঃ পৃথিবীং সচন্তে ভূম্যাঃ সচন্তে অধ্যন্তরিক্ষম্।
শুদ্ধাঃ সতীস্তা উ শুম্ভন্ত এব তা নঃ স্বর্গমভি লোকং নয়ন্তু ॥ ২৬ ॥
উতেব প্রভ্বীরুত সংমিতাস উত শুক্রাঃ শুচয়শ্চামৃতাসঃ।
তা ওদনং দম্পতিভ্যাং প্রশিষ্টা আপঃ শিক্ষন্তীঃ পচতা সুনাথাঃ ॥ ২৭ ॥
সংখ্যাতা স্তোকাঃ পৃথিবী সচন্তে প্রাণাপানৈঃ সংমিতা ওষধীভিঃ।
অসংখ্যাতা ওপ্যমানাঃ সুবর্ণাঃ সর্বং ব্যাপুঃ শুচয়ঃ শুচিত্বম্ ॥ ২৮ ॥
উদ্যোধন্ত্যভি বল্গন্তি তপ্তাঃ ফেনমস্যন্তি বহুলাংশ্চ বিন্দূন্।
যোষেব দৃষ্ট্বা পতিমৃত্বিয়ায়ৈতৈস্তণ্ডুলৈর্ভবতা সমাপঃ ॥ ২৯ ॥
উত্থাপয় সীদতো বুধ্ন এনানদ্ভিরাত্মানমভি সং স্পৃশন্তাম্।
অমাসি পাত্রৈরুদকং যদেতন্মিতাস্তণ্ডুলাঃ প্রদিশো যদীমাঃ ॥ ৩০ ॥
প্র যচ্ছ পর্শুং ত্বরয়া হরৌষমহিংসন্ত ওষধীর্দান্তু পর্বন্।
যাসাং সোমঃ পরি রাজ্যং বভূবামন্যুতা নো বীরুধো ভবন্তু ॥ ৩১ ॥
নবং বর্হিরোদনায় স্তৃণীত প্রিয়ং হৃদশ্চক্ষুষো বল্গ্বস্তু।
তস্মিন্ দেবাঃ সহ দৈবীর্বিশন্ত্বিমং প্রাশ্নন্ত্বৃতুভির্নিষদ্য ॥ ৩২ ॥
বনস্পতে স্তীর্ণমা সীদ বর্হিরগ্নিষ্টোমৈঃ সংমিতো দেবতাভিঃ।
ত্বষ্ট্রেব রূপং সুকৃতং স্বধিত্যেনা এহাঃ পরি পাত্রে দদৃশ্রাম্ ॥ ৩৩ ॥
ষষ্ট্যাং শরৎসু নিধিপা অভীচ্ছাৎ স্বঃ পক্বেনাভ্যশ্নবাতৈ।
উপৈনং জীবান্ পিতরশ্চ পুত্রা এতং স্বর্গং গময়ান্তমগ্নেঃ ॥ ৩৪ ॥
ধর্তা ধ্রিয়স্ব ধরুণে পৃথিব্যা অচ্যুতং ত্বা দেবতাশ্চ্যাবয়ন্তু।
তং ত্বা দম্পতী জীবন্তৌ জীবপুত্রাবুদ্ বাসয়াতঃ পর্যগ্নিধানাৎ ॥ ৩৫ ॥
সর্বান্ৎসমাগা অভিজিত্য লোকান্ যাবন্তঃ কামাঃ সমতীতৃপস্তান্।
বি গাহেথামাযবনং চ দর্বিরেকস্মিন্ পাত্রে অধ্যুদ্ধরৈনম্ ॥ ৩৬ ॥
উপ স্তৃণীহি প্রথয় পুরস্তাদ্ ঘৃতেন পাত্রমভি ঘারয়ৈতৎ।
বাশ্রেবোস্রা তরুণং স্তনস্যুমিমং দেবাসো অভিহিঙ্কৃণোত ॥ ৩৭ ॥

উপাস্তরীরকরো লোকমেতমুরুঃ প্রথতামসমঃ স্বর্গঃ ।
তস্মিং ছয়াতে মহিষঃ সুপর্ণো দেবা এনং দেবতাভ্যঃ প্র যচ্ছান্ ॥ ৩৮ ॥
যদ্যঞ্জায়া পচতি ত্বৎ পরঃপরঃ পতির্বা জায়ে ত্বৎ তিরঃ ।
সং তৎ সৃজেথা সহ বাং তদস্তু সম্পাদয়ন্তৌ সহ লোকমেকম্ ॥ ৩৯ ॥
যাবন্তো অস্যাঃ পৃথিবীং সচন্তে অস্মৎ পুত্রাঃ পরি যে সম্বভূবুঃ ।
সর্বাংস্তাঁ উপ পাত্রে হ্বয়েথাং নাভিং জানানাঃ শিশবঃ সমায়ান্ ॥ ৪০ ॥
বসোর্যা ধারা মধুনা প্রপীনা ঘৃতেন মিশ্রা অমৃতস্য নাভয়ঃ ।
সর্বাস্তা অব রুন্ধে স্বর্গঃ ষষ্ট্যাং শরৎসু নিধিপা অভীচ্ছাৎ ॥ ৪১ ॥
নিধিং নিধিপা অভ্যেনমিচ্ছাদনীশ্বরা অভিতঃ সন্তু যেঽন্যে ।
অস্মাভির্দত্তো নিহিতঃ স্বর্গস্ত্রিভিঃ কাণ্ডৈস্ত্রীন্ৎস্বর্গানরুক্ষৎ ॥ ৪২ ॥
অগ্নী রক্ষস্তপতু যদ্ বিদেবং ক্রব্যাৎ পিশাচ ইহ মা প্র পাস্ত ।
নুদাম এনমপ রুধ্মো অস্মদাদিত্যা এনমঙ্গিরসঃ সচন্তাম্ ॥ ৪৩ ॥
আদিত্যেভ্যো অঙ্গিরোভ্যো মধিদং ঘৃতেন মিশ্রং প্রতি বেদয়ামি ।
শুদ্ধহস্তৌ ব্রাহ্মণস্যানিহত্যৈতং স্বর্গং সুকৃতাবপীতম্ ॥ ৪৪ ॥
ইদং প্রাপমুত্তমং কাণ্ডমস্য যস্মাল্লোকাৎ পরমেষ্ঠী সমাপ ।
আ সিঞ্চ সর্পির্ঘৃতবৎ সমঙ্‌গ্ধ্যেষ ভাগো অঙ্গিরসো নো অত্র ॥ ৪৫ ॥
সত্যায় চ তপসে দেবতাভ্যো নিধিং শেবধিং পরি দদ্ম এতম্ ।
মা নো দ্যূতেব গান্মা সমিত্যাং মা স্মান্যস্মা উৎসৃজতা পুরা মৎ ॥ ৪৬ ॥
অহং পচাম্যহং দদামি মমেদু কর্মন্ করুণেঽধি জায়া ।
কৌমারো লোকো অজনিষ্ট পুত্রোঽন্বারভেথাং বয় উত্তরাবৎ ॥ ৪৭ ॥
ন কিল্বিষমত্র নাধারো অস্তি ন যন্মিত্রৈঃ সমমমান এতি ।
অনূনং পাত্রং নিহিতং ন এতৎ পক্তারং পক্বঃ পুনরা বিশাতি ॥ ৪৮ ॥
প্রিয়ং প্রিয়াণাং কৃণবাম তমস্তে যন্তু যতমে দ্বিষন্তি ।
ধেনুরনড্বান্ বয়োবয় আযদেব পৌরুষেয়মপ মৃত্যুং নুদন্তু ॥ ৪৯ ॥
সমগ্নয়ো বিদুরন্যো অন্যং য ওষধীঃ সচতে যশ্চ সিন্ধূন্ ।
যাবন্তো দেবা দিব্যাঽতপন্তি হিরণ্যং জ্যোতিঃ পচতো বভূব ॥ ৫০ ॥
এষা ত্বচাং পুরুষে সং বভূবানগ্নাঃ সর্বে পশবো যে অন্যে ।
ক্ষত্রেণাত্মানং পরি ধাপয়াথোমোতং বাসো মুখমোদনস্য ॥ ৫১ ॥
যদক্ষেষু বদা যৎ সমিত্যাং যদ্বা বদা অনৃতং বিত্তকাম্যা ।
সমানং তন্তুমভি সংবসানৌ তস্মিন্ৎ সর্বং শমলং সাদয়াথঃ ॥ ৫২ ॥
বর্ষং বনুষ্বাপি গচ্ছ দেবাংস্ত্বচো ধূমং পর্যুৎপাতয়াসি ।
বিশ্বব্যচা ঘৃতপৃষ্ঠো ভবিষ্যন্ৎসযোনির্লোকমুপ যাহ্যেতম্ ॥ ৫৩ ॥
তন্বং স্বর্গো বহুধা বি চক্রে যথা বিদ আত্মন্নন্যবর্ণাম্ ।
অপাজৈৎ কৃষ্ণাং রুশতীং পুনানো যা লোহিনী তাং তে অগ্নৌ জুহোমি ॥ ৫৪ ॥
প্রাচ্যৈ ত্বা দিশেঽগ্নয়েঽধিপতয়েঽসিতায় রক্ষিত্র আদিত্যায়েষুমতে ।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৫৫ ॥
দক্ষিণায়ৈ ত্বা দিশ ইন্দ্রায়াধিপতয়ে তিরশ্চিরাজয়ে রক্ষিত্রে যমায়েষুমতে ।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৫৬ ॥

প্রতীচ্যৈ ত্বা দিশে বরুণায়াধিপতয়ে পৃদাকবে রক্ষিত্রেঽন্নায়েষুমতে।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো।
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৫৭ ॥
উদীচ্যৈ ত্বা দিশে সোমায়াধিপতয়ে স্বজায় রক্ষিত্রেঽশন্যা ইষুমত্যৈ।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৫৮ ॥
ধ্রুবায়ৈ ত্বা দিশে বিষ্ণবেঽধিপতয়ে কল্মাষগ্রীবায় রক্ষিত্র ওষধীভ্য ইষুমতীভ্যঃ।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো।
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৫৯ ॥
ঊর্ধ্বায়ৈ ত্বা দিশে বৃহস্পতয়েঽধিপতয়ে শ্বিত্রায় রক্ষিত্রে বর্ষায়েষুমতে।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ৬০ ॥

টীকা ঃ 'পুমান্ পুংসোঽধি তিষ্ঠ চর্ম" ইত্যাদি সূক্ত স্বর্গৌদন-বিষয়ক। ঋষি এখানে কোথাও ওদন, কোথাও দম্পতিকে সম্বোধন করেছেন। পক্ক স্বর্গৌদনের প্রতাপ ও তার প্রাপ্য ফলসমূহের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গলোকে এ ওদনের দ্বারা পুত্রাদির সাথে মিলন হয়ে থাকে। স্বর্গৌদন থেকে ক্রব্যাদ, রাক্ষস ও পিশাচদের পরিহার করা হয়েছে। আদিত্যগণ ও অঙ্গিরাগণ এ অন্নকে ক্রব্যাদ প্রভৃতি থেকে রক্ষা করুক—এরূপ আশা পোষণ করা হয়েছে। স্বর্গৌদন ষাট বছর পর ফলপ্রদ হয়। পূর্বাদি সকল দিক থেকে রক্ষার জন্য এ ওদন ধারণ করছি, এ আমাদের রক্ষা করুক এবং জরা অবস্থায় মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ভাগ দিক—এ আশা করে সূক্তের উপসংহার করা হয়েছে। সবযজ্ঞের বিধান অনুসারে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

দদামীত্যেব ব্রূয়াদনু চৈনামভুৎসত।
বশাং ব্রহ্মভ্যো যাচদ্ভ্যস্তৎ প্রজাবদপত্যবৎ ॥ ১ ॥
প্রজয়া স বি ক্রীণীতে পশুভিশ্চোপ দস্যতি।
য আর্ষেয়েভ্যো যাচদ্ভ্যো দেবানাং গাং ন দিৎসতি ॥ ২ ॥
কূটয়াস্য সং শীর্যন্তে শ্লোণয়া কাটমর্দতি।
বণ্ডয়া দহ্যন্তে গৃহাঃ কাণয়া দীয়তে স্বম্ ॥ ৩ ॥
বিলোহিতো অধিষ্ঠানাচ্ছক্নো বিন্দতি গোপতিম্।
তথা বশায়াঃ সংবিদ্যং দুরদভ্না হ্যুচ্যসে ॥ ৪ ॥
পদোরস্যা অধিষ্ঠানাদ্ বিক্লিন্দুর্নাম বিন্দতি।
অনামনাৎ সং শীর্যন্তে যা মুখেনোপজিঘ্রতি ॥ ৫ ॥

যো অস্যাঃ কর্ণাবাস্কুনোত্যা স দেবেষু বৃশ্চতে।
লক্ষ্ম কুর্ব ইতি মন্যতে কনীয়ঃ কৃণুতে স্বম্ ॥ ৬ ॥
যদস্যাঃ কস্মৈ চিদ্ ভোগায় বালান্ কশ্চিৎ প্রকৃন্ততি।
ততঃ কিশোরা ম্রিয়ন্তে বৎসাংশ্চ ঘাতুকো বৃকঃ ॥ ৭ ॥
যদস্যা গোপতৌ সত্যা লোম ধ্বাঙ্ক্ষো অজীহিডৎ।
ততঃ কুমারা ম্রিয়ন্তে যক্ষ্মো বিন্দত্যনামনাৎ ॥ ৮ ॥
যদস্যাঃ পল্পূলনং শকৃদ্ দাসী সমস্যতি।
ততোঽপরূপং জায়তে তস্মাদব্যেষ্যদেনসঃ ॥ ৯ ॥
জায়মানাভি জায়তে দেবান্‌ৎসব্রাহ্মণান্ বশা।
তস্মাৎ ব্রহ্মভ্যো দেয়ৈষা তদাহুঃ স্বস্য গোপনম্ ॥ ১০ ॥
য এনাং বনিমায়ন্তি তেষাং দেবকৃতা বশা।
ব্রহ্মজ্যেয়ং তদব্রুবন্ য এনাং নিপ্রিয়ায়তে ॥ ১১ ॥
য আর্ষেয়েভ্যো যাচদ্ভ্যো দেবানাং গাং ন দিৎসতি।
আ স দেবেষু বৃশ্চতে ব্রাহ্মণানাং চ মন্যবে ॥ ১২ ॥
যো অস্য স্যাদ্ বশাভোগো অন্যামিচ্ছেত তর্হি সঃ।
হিংস্তে অদত্তা পুরুষং যাচিতাং চ ন দিৎসতি ॥ ১৩ ॥
যথা শেবধির্নিহিতো ব্রাহ্মণানাং তথা বশা।
তামেতদচ্ছায়ন্তি যস্মিন্ কস্মিংশ্চ জায়তে ॥ ১৪ ॥
স্বমেতদচ্ছায়ন্তি যদ্ বশাং ব্রাহ্মণা অভি।
যথৈনানন্যস্মিন্ জিনীয়াদেবাস্যা নিরোধনম্ ॥ ১৫ ॥
চরেদেবা ত্রৈহায়ণাদবিজ্ঞাতগদা সতী।
বশাং চ বিদ্যান্নারদ ব্রাহ্মণাস্তর্হ্যেষ্যাঃ ॥ ১৬ ॥
য এনামবশামাহ দেবানাং নিহিতং নিধিম্।
উভৌ তস্মৈ ভবাশর্বৌ পরিক্রম্যেষুমস্যতঃ ॥ ১৭ ॥
যো অস্যা ঊধো ন বেদাথো অস্যা স্তনানুত।
উভয়েনৈবাস্মৈ দুহে দাতুং চেদশকদ্ বশাম্ ॥ ১৮ ॥
দুরদভ্নৈনমা শয়ে যাচিতাং চ ন দিৎসতি।
নাস্মৈ কামাঃ সমৃধ্যন্তে যামদত্ত্বা চিকীর্ষতি ॥ ১৯ ॥
দেবা বশামযাচন্ মুখং কৃত্বা ব্রাহ্মণম্।
তেষাং সর্বেষামদদদ্ধেড়ং ন্যেতি মানুষঃ ॥ ২০ ॥
হেড়ং পশূনাং ন্যেতি ব্রাহ্মণেভ্যোঽদদৎ বশাম্।
দেবানাং নিহিতং ভাগং মর্ত্যশ্চেন্নিপ্রিয়ায়তে ॥ ২১ ॥
যদন্যে শতং যাচেয়ুর্ব্রাহ্মণা গোপতিং বশাম্।
অথৈনাং দেবা অব্রুবন্নেবং হ বিদুষো বশা ॥ ২২ ॥
য এবং বিদুষেঽদত্ত্বাথান্যেভ্যো দদদ্ বশাম্।
দুর্গা তস্মা অধিষ্ঠানে পৃথিবী সহদেবতা ॥ ২৩ ॥
দেবা বশামযাচন্ যস্মিন্নগ্রে অজায়ত।
তামেতাং বিদ্যান্নারদঃ সহ দেবৈরুদাজত ॥ ২৪ ॥
অনপত্যমল্পপশুং বশা কৃণোতি পুরুষম্।
ব্রাহ্মণৈশ্চ যাচিতামথৈনাং নিপ্রিয়ায়তে ॥ ২৫ ॥
অগ্নীষোমাভ্যাং কামায় মিত্রায় বরুণায় চ।
তেভ্যো যাচন্তি ব্রাহ্মণাস্তেষ্বা বৃশ্বতেঽদদৎ ॥ ২৬ ॥

যাবদস্যা গোপতির্নোপশৃণুয়াদৃচঃ স্বয়ম্।
চরেদস্য তাবদ্ গোষু নাস্য শ্রুত্বা গৃহে বসেৎ ॥ ২৭ ॥
যো অস্যা ঋচ উপশ্রুত্যাথ গোষ্বচীচরৎ।
আয়ুশ্চ তস্য ভূতিং চ দেবা বৃশ্চন্তি হীড়িতাঃ ॥ ২৮ ॥
বশা চরন্তী বহুধা দেবানাং নিহিতো নিধিঃ।
আবিষ্কৃণুষ্ব রূপাণি যদা স্থাম জিঘাংসতি ॥ ২৯ ॥
আবিরাত্মানং কৃণুতে যদা স্থাম জিঘাংসতি।
অথো হ ব্রহ্মভ্যো বশা যাচ্ঞ্যায় কৃণুতে মনঃ ॥ ৩০ ॥
মনসা সং কল্পয়তি তদ্ দেবাঁ অপি গচ্ছতি।
ততো হ ব্রহ্মাণো বশামুপপ্রযন্তি যাচিতুম্ ॥ ৩১ ॥
স্বধাকারেণ পিতৃভ্যো যজ্ঞেন দেবতাভ্যঃ।
দানেন রাজন্যো বশায়া মাতুর্হেড়ং ন গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥
বশা মাতা রাজন্যস্য তথা সম্ভূতমগ্রশঃ।
তস্যা আহুরনর্পণং যদ্ ব্রহ্মভ্যঃ প্রদীয়তে ॥ ৩৩ ॥
যথাজ্যং প্রগৃহীতমালুম্পেৎ স্রুচো অগ্নয়ে।
এবা হ ব্রহ্মভ্যো বশামগ্নয় আ বৃশ্চতেঽদদৎ ॥ ৩৪ ॥
পুরোডাশবৎসা সুদুঘা লোকেঽস্মা উপ তিষ্ঠতি।
সাস্মৈ সর্বান্ কামান্ বশা প্রদদুষে দুহে ॥ ৩৫ ॥
সর্বান্ কামান্ যমরাজ্যে বশা প্রদদুষে দুহে।
অথাহুর্নারকং লোকং নিরুন্ধানস্য যাচিতাম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রবীয়মানা চরতি ক্রুদ্ধা গোপতয়ে বশা।
বেহতং মা মন্যমানো মৃত্যোঃ পাশেষু বধ্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥
যো বেহতং মন্যমানোঽমা চ পচতে বশাম্।
অপ্যস্য পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ যাচয়তে বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৮ ॥
মহদেষাব তপতি চরন্তী গোষু গৌরপি।
অথো হ গোপতয়ে বশাদদুষে বিষং দুহে ॥ ৩৯ ॥
প্রিয়ং পশূনাং ভবতি যদ্ ব্রহ্মভ্যঃ প্রদীয়তে।
অথো বশায়াস্তৎ প্রিয়ং যদ্ দেবত্রা হবিঃ স্যাৎ ॥ ৪০ ॥
যা বশা উদকল্পয়ন্ দেবা যজ্ঞাদুদেত্য।
তাসাং বিলিপ্ত্যং ভীমামুদাকুরুত নারদঃ ॥ ৪১ ॥
তাং দেবা অমীমাংসন্ত বশেয়াম্‌বশেতি।
তামব্রবীন্নারদ এষা বশানাং বশতমেতি ॥ ৪২ ॥
কতি নু বশা নারদ যাস্ত্বং বেথ মনুষ্যজাঃ।
তাস্ত্বা পৃচ্ছামি বিদ্বাংসং কস্যা নাশ্নীয়াদব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৩ ॥
বিলিপ্ত্যা বৃহস্পতে যা চ সূতবশা বশা।
তস্যা নাশ্নীয়াদব্রাহ্মণো য আশংসেত ভূত্যাম্ ॥ ৪৪ ॥
নমস্তে অস্তু নারদানুষ্ঠু বিদুষে বশা।
কতমাসাং ভীমতমা যামদত্ত্বা পরাভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
বিলিপ্তী যা বৃহস্পতেঽথো সূতবশা বশা।
তস্যা নাশ্নীয়াদব্রাহ্মণো য আশংসেত ভূত্যাম্ ॥ ৪৬ ॥
ত্রীণি বৈ বশাজাতানি বিলিপ্তী সূতবশা বশা।
তাঃ প্র যচ্ছেদ্ ব্রহ্মভ্যঃ সোঽনাব্রস্কঃ প্রজাপতৌ ॥ ৪৭ ॥

এতদ্ বো ব্রাহ্মণা হবিরিতি মন্বীত যাচিতঃ।
বশাং চেদেনং যাচেয়ুর্যা ভীমাদদুষো গৃহে ॥ ৪৮ ॥
দেবা বশাং পর্যবদন্ ন নোহদাদিতি হীড়িতাঃ।
এতাভিঋগ্‌ভিভেদং তস্মাদ্ বৈ স পরাভবৎ ॥ ৪৯ ॥
উতৈনাং ভেদো নাদদাদ্ বশামিন্দ্রেণ যাচিতঃ।
তস্মাৎ তং দেবা আগসোহবৃশ্চন্নহমুত্তরে ॥ ৫০ ॥
যে বশায়া অদানায় বদন্তি পরিরাপিণঃ।
ইন্দ্রস্য মন্যবে জাল্মা আ বৃশ্চন্তে অচিত্ত্যা ॥ ৫১ ॥
যে গোপতিং পরাণীয়াথাহুর্মা দদা ইতি।
রুদ্রস্যাস্তাং তে হেতিং পরি যন্ত্যচিত্ত্যা ॥ ৫২ ॥
যদি হুতাং যদ্যহুতামমা চ পচতে বশাম্।
দেবান্ৎসব্রাহ্মণানৃত্বা জিহ্মো লোকান্নির্ঋচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তটি বশা-বিষয়ক। 'বশা' হচ্ছে স্বাভাবিক বন্ধ্যা গাভী। যার গৃহে বশা জন্মে, না জানার জন্য তিন বছর পালন করতে হয় এবং তারপর যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। তা হলে প্রজাবৃদ্ধি হয়, দান না করলে বহু বিপদ আসে। না দেওয়ার জন্য কোন অঙ্গ থেকে কি জাতীয় বিপদ আসে, তা বলা হয়েছে। প্রার্থিত ব্রাহ্মণকে বশা গাভী দান না করলে ব্রহ্মোপদ্রবাদি পাপ উৎপন্ন হয়—ইত্যাদি বিষয় এ সূক্তে বলা হয়েছে।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

শ্রমেণ তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বিত্তর্তে শ্রিতা ॥ ১ ॥
সত্যেনাবৃতা শ্রিয়া প্রাবৃতা যশসা পরীবৃতা ॥ ২ ॥
স্বধয়া পরিহিতা শ্রদ্ধয়া পর্যূঢ়া দীক্ষয়া গুপ্তা
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা লোকো নিধনম্ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্ম পদবায়ং ব্রাহ্মণোহধিপতিঃ ॥ ৪ ॥
তামাদদানস্য ব্রহ্মগবীং জিনতো ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৫ ॥
অপ ক্রামতি সূনৃতা বীর্যং পুণ্যা লক্ষ্মীঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলং চ বাক্ চেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ ॥ ১ ॥
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ রাষ্ট্রং চ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ যশশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণং চ ॥ ২ ॥
আয়ুশ্চ রূপং চ নাম চ কীর্তিশ্চ প্রাণশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ ॥ ৩ ॥
পয়শ্চ রসশ্চান্নং চান্নাদ্যং চর্তং চ সত্যং
চেষ্টং চ পূর্তং চ প্রজা চ পশবশ্চ ॥ ৪ ॥
তানি সর্বাণ্যপ ক্রামন্তি ব্রহ্মগবীমাদদানস্য জিনতো ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৫ ॥

তৃতীয় সূক্ত

সৈষা ভীমা ব্রহ্মগব্যঘবিষা সাক্ষাৎ কৃত্যা কূল্বজমাবৃতা ॥ ১ ॥
সর্বাণ্যস্যাং ঘোরাণি সর্বে চ মৃত্যবঃ ॥ ২ ॥
সর্বাণ্যস্যাং ক্রূরাণি সর্বে পুরুষবধাঃ ॥ ৩ ॥
সা ব্রহ্মজ্যং দেবপীয়ুং ব্রহ্মগব্যাদীয়মানা
মৃত্যোঃ পড্বীশ আ দ্যতি ॥ ৪ ॥
মেনিঃ শতবধা হি সা ব্রহ্মজ্যস্য ক্ষিতির্হি সা ॥ ৫ ॥
তস্মাদ্ বৈ ব্রাহ্মণানাং গৌর্দুরাধর্ষা বিজানতা ॥ ৬ ॥
বজ্রো ধাবন্তী বৈশ্বানর উদ্বীতা ॥ ৭ ॥
হেতিঃ শফানুৎখিদন্তী মহাদেবোঽপেক্ষমাণা ॥ ৮ ॥
ক্ষুরপবিরীক্ষমাণা বাশ্যমানাভি স্ফূর্জতি ॥ ৯ ॥
মৃত্যুর্হিঙ্কৃণ্বত্যুগ্রো দেবঃ পুচ্ছং পর্যস্যন্তী ॥ ১০ ॥
সর্বজ্যানিঃ কর্ণৌ বরীবর্জয়ন্তী রাজযক্ষ্মো মেহন্তী ॥ ১১ ॥
মেনির্দুহ্যমানা শীর্ষক্তির্দুগ্ধা ॥ ১২ ॥
সেদিরুপতিষ্ঠন্তী মিথোযোধঃ পরামৃষ্টা ॥ ১৩ ॥
শরব্যা মুখেঽপিনহ্যমান ঋতির্হন্যমানা ॥ ১৪ ॥
অঘবিষা নিপতন্তী তমো নিপতিতা ॥ ১৫ ॥
অনুগচ্ছন্তী প্রাণানুপ দাসয়তি ব্রহ্মগবী ব্রহ্মজ্যস্য ॥ ১৬ ॥

চতুর্থ সূক্ত

বৈরং বিকৃত্যমানা পৌত্রাদ্যং বিভাজ্যমানা ॥ ১ ॥
দেবহেতির্হ্রিয়মাণা ব্যৃদ্ধির্হৃতা ॥ ২ ॥
পাপ্মাধিধীয়মানা পারুষ্যমবধীয়মানা ॥ ৩ ॥
বিষং প্রয়স্যন্তী তক্মা প্রয়স্তা ॥ ৪ ॥
অঘং পচ্যমানা দুষ্বপ্ন্যং পক্বা ॥ ৫ ॥
মূলবর্হণী পর্যাক্রিয়মাণা ক্ষিতিঃ পর্যাকৃতা ॥ ৬ ॥
অসংজ্ঞা গন্ধেন শুগুদ্ধ্রিয়মাণাশীবিষ উদ্ধৃতা ॥ ৭ ॥
অভূতিরুপহ্রিয়মাণা পরাভূতিরুপহৃতা ॥ ৮ ॥
শর্বঃ ক্রুদ্ধঃ পিশ্যমানা শিমিদা পিশিতা ॥ ৯ ॥
অবর্তিরশ্যমানা নির্ঋতিরশিতা ॥ ১০ ॥
অশিতা লোকাচ্ছিনত্তি ব্রহ্মগবী ব্রহ্মজ্যমস্মাচ্চামুষ্মাচ্চ ॥ ১১ ॥

পঞ্চম সূক্ত

তস্যা আহননং কৃত্যা মেনিরাশসনং বলগ ঊবধ্যম্ ॥ ১ ॥
অস্বগতা পরিহ্নুতা ॥ ২ ॥
অগ্নিঃ ক্রব্যাদ্ ভূত্বা ব্রহ্মগবী ব্রহ্মজ্যং প্রবিশ্যাত্তি ॥ ৩ ॥
সর্বাস্যাঙ্গা পর্বা মূলানি বৃশ্চতি ॥ ৪ ॥
ছিনত্ত্যস্য পিতৃবন্ধু পরা ভাবয়তি মাতৃবন্ধু ॥ ৫ ॥
বিবাহাং জ্ঞাতীন্ৎসর্বানপি ক্ষাপয়তি ব্রহ্মগবী
ব্রহ্মজ্যস্য ক্ষত্রিয়েণাপুনর্দীয়মানা ॥ ৬ ॥

অবাস্তুমেনমস্বগমপ্রজসং করোত্যপরাপরণো ভবতি ক্ষীয়তে ॥ ৭ ॥
য এবং বিদুষো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়ো গামাদত্তে ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

ক্ষিপ্রং বৈ তস্যাহননে গৃধ্রাঃ কুর্বত ঐলবম্ ॥ ১ ॥
ক্ষিপ্রং বৈ তস্যাদহনং পরি নৃত্যন্তি কেশিনীরাঘ্নানাঃ
পাণিনোরসি কুর্বাণাঃ পাপমৈলবম্ ॥ ২ ॥
ক্ষিপ্রং বৈ তস্য বাস্তুষু বৃকাঃ কুর্বত ঐলবম্ ॥ ৩ ॥
ক্ষিপ্রং বৈ তস্য পৃচ্ছন্তি যৎ তদাসীদিদং নু তাদিতি ॥ ৪ ॥
ছিন্ধ্যা ছিন্ধি প্র চ্ছিন্ধ্যপি ক্ষাপয় ক্ষাপয় ॥ ৫ ॥
আদদানমাঙ্গিরসি ব্রহ্মজ্যমুপ দাসয় ॥ ৬ ॥
বৈশ্বদেবী হ্যুচ্যসে কৃত্যা কূল্বজমাবৃতা ॥ ৭ ॥
ওষন্তী সমোষন্তী ব্রহ্মণো বজ্রঃ ॥ ৮ ॥
ক্ষুরপবির্মৃত্যুর্ভূত্বা বি ধাব ত্বম্ ॥ ৯ ॥
আ দৎসে জিনতাং বর্চ ইষ্টং পূর্তং চাশিষঃ ॥ ১০ ॥
আদায় জীতং জীতায় লোকেঽমুষ্মিন্ প্র যচ্ছসি ॥ ১১ ॥
অঘ্ন্যে পদবীর্ভব ব্রাহ্মণস্যাভিশস্ত্যা ॥ ১২ ॥
মেনিঃ শরব্যা ভবাঘাদঘবিষা ভব ॥ ১৩ ॥
অঘ্ন্যে প্র শিরো জহি ব্রহ্মজ্যস্য কৃতাগসো দেবপীয়োররাধসঃ ॥ ১৪ ॥
ত্বয়া প্রমূর্ণং মৃদিতমগ্নির্দহতু দুশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥

সপ্তম সূক্ত

বৃশ্চ প্র বৃশ্চ সং বৃশ্চ দহ প্র দহ সং দহ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মজ্যং দেব্যঘ্ন্য আ মূলাদনুসংদহ ॥ ২ ॥
যথাযাদ্ যমসাদনাৎ পাপলোকান্ পরাবতঃ ॥ ৩ ॥
এবা ত্বং দেব্যঘ্ন্যে ব্রহ্মজ্যস্য কৃতাগসো দেবপীয়োররাধসঃ ॥ ৪ ॥
বজ্রেণ শতপর্বণা তীক্ষ্ণেন ক্ষুরভৃষ্টিনা ॥ ৫ ॥
প্র স্কন্ধান্ প্র শিরো জহি ॥ ৬ ॥
লোমান্যস্য সং ছিন্ধি ত্বচমস্য বি বেষ্টয় ॥ ৭ ॥
মাংসান্যস্য শাতয় স্নাবান্যস্য সং বৃহ ॥ ৮ ॥
অস্থীন্যস্য পীড়য় মজ্জানমস্য নির্জহি ॥ ৯ ॥
সর্বাস্যাঙ্গা পর্বাণি বি শ্রথয় ॥ ১০ ॥
অগ্নিরেনং ক্রব্যাৎ পৃথিব্যা নুদতামুদোষতু
বায়ুরন্তরিক্ষান্মহতো বরিমণঃ ॥ ১১ ॥
সূর্য এনং দিবঃ প্র ণুদতাং ন্যোষতু ॥ ১২ ॥

টীকা : এ সূক্তটি ব্রহ্মগবী'—বিষয়ক। ব্রাহ্মণের গাভীকে 'ব্রহ্মগবী' বলা হয়। ক্ষত্রিয় সে গাভী গ্রহণ করবে না; যদি গ্রহণ করে, তবে তাদের বাক্য, বীর্য, ঐশ্বর্য ও ওজ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ক্ষত্রিয় কখনও সে গাভীকে হত্যা করবে না। সে গাভী অপহৃত হলে নানাবিধ আপদ, মৃত্যু ও ঐহিক পারত্রিক নানাবিধ দুঃখ আনয়ন করে। এ সূক্তের বিনিয়োগ 'নৈতাং তে দেবাঃ' (৫।১৮) ইত্যাদি সূক্তে দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উদেহি বাজিন্ যো অপ্স্বন্তরিদং রাষ্ট্রং প্র বিশ সূনৃতাবৎ ।
যো রোহিতো বিশ্বমিদং জজান স ত্বা রাষ্ট্রায় সুভৃতং বিভর্তু ॥ ১ ॥
উদ্বাজ আ গন্ যো অপ্স্বন্তর্বিশ আ রোহ ত্বদ্যোনয়ো যাঃ ।
সোমং দধানোঽপ ওষধীর্গাশ্চতুষ্পদো দ্বিপদ আ বেশয়েহ ॥ ২ ।
যূয়মুগ্রা মরুতঃ পৃশ্নিমাতর ইন্দ্রেণ যুজা প্র মৃণীত শত্রূন্ ।
আ বো রোহিতঃ শৃণবৎ সুদানবস্ত্রিষপ্তাসো মরুতঃ স্বাদুসংমুদঃ ॥ ৩ ॥
রুহো রুরোহ রোহিত আ রুরোহ গর্ভো জনীনাং জনুষামুপস্থম্ ।
তাভিঃ সংরব্ধমন্ববিন্দন্ ষডুর্বীর্গাতুং প্রপশ্যন্নিহ রাষ্ট্রমাহাঃ ॥ ৪ ॥
আ তে রাষ্ট্রমিহ রোহিতোঽহার্ষীদ্ ব্যাস্থন্মৃধো অভয়ং তে অভূৎ ।
তস্মৈ তে দ্যাবাপৃথিবী রেবতীভিঃ কামং
দুহাথামিহ শক্বরীভিঃ ॥ ৫ ॥
রোহিতো দ্যাবাপৃথিবী জজান তত্র তন্তুং পরমেষ্ঠী ততান ।
তত্র শিশ্রিয়েঽজ একপাদোঽদৃংহদ্ দ্যাবাপৃথিবী বলেন ॥ ৬ ॥
রোহিতো দ্যাবাপৃথিবী অদৃংহৎ তেন স্ব স্তভিতং তেন নাকঃ ।
তেনান্তরিক্ষং বিমিতা রজাংসি তেন দেবা অমৃতমন্ববিন্দন্ ॥ ৭ ॥
বি রোহিতো অমৃশদ্ বিশ্বরূপং সমাকুর্বাণঃ প্ররুহো রুহশ্চ ।
দিবং রূঢ্বা মহতা মহিম্না সং তে রাষ্ট্রমনক্তু পয়সা ঘৃতেন ॥ ৮ ॥
যাস্তে রুহঃ প্ররুহো যাস্ত আরুহো যাভিরাপৃণাসি দিবমন্তরিক্ষম্ ।
তাসাং ব্রহ্মণা পয়সা বাবৃধানো বিশি রাষ্ট্রে জাগৃহি রোহিতস্য ॥ ৯ ॥
যাস্তে বিশস্তপসঃ সম্বভূবুর্বৎসং গায়ত্রীমনু তা ইহাগুঃ ।
তাস্ত্বা বিশন্তু মনসা শিবেন সম্মাতা বৎসো অভ্যেতু রোহিতঃ ॥ ১০ ॥
ঊর্ধ্বো রোহিতো অধি নাকে অস্থাদ্
বিশ্বা রূপাণি জনয়ন্ যুবা কবিঃ ।
তিগ্মেনাগ্নির্জ্যোতিষা বি ভাতি তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ১১ ॥
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো জাতবেদা ঘৃতাহুতঃ সোমপৃষ্ঠঃ সুবীরঃ ।
মা মা হাসীন্নাথিতো নেৎ ত্বা জহানি
গোপোষং চ মে বীরপোষং চ ধেহি ॥ ১২ ॥
রোহিতো যজ্ঞস্য জনিতা মুখং চ রোহিতায় বাচা শোত্রেণ মনসা জুহোমি ।
রোহিতং দেবা যন্তি সুমনস্যমানা স মা রোহৈঃ সামিত্যৈ রোহয়তু ॥ ১৩ ॥
রোহিতো যজ্ঞং ব্যদধাদ্ বিশ্বকর্মণে তস্মাৎ তেজাংস্যুপ মেমান্যাগুঃ ।
বোচেয়ং তে নাভিং ভুবনস্যাধি মজ্মনি ॥ ১৪ ॥
আ ত্বা রুরোহ বৃহত্যুত পঙ্ক্তিরা ককুব্ বর্চসা জাতবেদঃ ।
আ ত্বা রুরোহোষ্ণিহাক্ষরো বষট্কার
আ ত্বা রুরোহ রোহিতো রেতসা সহ ॥ ১৫ ॥

অয়ং বস্তে গর্ভং পৃথিব্যা দিবং বস্তেঽয়মন্তরিক্ষম্ ।
অয়ং ব্রধ্নস্য বিষ্টপি স্বর্লোকান্ ব্যানশে ॥ ১৬ ॥
বাচস্পতে পৃথিবী নঃ স্যোনা স্যোনা যোনিস্তল্পা নঃ সুশেবা ।
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু তং ত্বা পরমেষ্ঠিন্
পর্যগ্নিরায়ুষা বর্চসা দধাতু ॥ ১৭ ॥
বাচস্পত ঋতবঃ পঞ্চ যে নৌ বৈশ্বকর্মণাঃ পরি যে সম্বভূবুঃ ।
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু তং ত্বা পরমেষ্ঠিন্
পরি রোহিত আয়ুষা বর্চসা দধাতু ॥ ১৮ ॥
বাচস্পতে সৌমনসং মনশ্চ গোষ্ঠে নো গা জনয় যোনিষু প্রজাঃ ।
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু তং ত্বা পরমেষ্ঠিন্
পর্যহমায়ুষা বর্চসা দধামি ॥ ১৯ ॥
পরি ত্বা ধাৎ সবিতা দেবো অগ্নির্বর্চসা মিত্রাবরুণাবভি ত্বা ।
সর্বা অরাতীরবক্রামন্নেহীদং রাষ্ট্রমকরঃ সূনৃতাবৎ ॥ ২০ ॥
যং ত্বা পৃষতী রথে প্রষ্টির্বহতি রোহিত ।
শুভা যাসি রিণন্নপঃ ॥ ২১ ॥
অনুব্রতা রোহিণী রোহিতস্য সূরিঃ সুবর্ণা বৃহতী সুবর্চাঃ ।
তয়া বাজান্ বিশ্বরূপাং জয়েম তয়া বিশ্বাঃ পৃতনা অভি ষ্যাম ॥ ২২ ॥
ইদং সদো রোহিণী রোহিতস্যাসৌ পন্থাঃ পৃষতী যেন যাতি ।
তাং গন্ধর্বাঃ কশ্যপা উন্নয়ন্তি তাং রক্ষন্তি কবয়োঽপ্রমাদম্ ॥ ২৩ ॥
সূর্যস্যাশ্বা হরয়ঃ কেতুমন্তঃ সদা বহন্ত্যমৃতাঃ সুখং রথম্ ।
ঘৃতপাবা রোহিতো ভ্রাজমানো দিবং দেবঃ পৃষতীমা বিবেশ ॥ ২৪ ॥
যো রোহিতো বৃষভস্তিগ্মশৃঙ্গঃ পর্যগ্নিং পরি সূর্যং বভূব ।
যো বৃষ্টভ্যাতি পৃথিবীং দিবং চ
তস্মাদ্ দেবা অধি সৃষ্টীঃ সৃজন্তে ॥ ২৫ ॥
রোহিতো দিবমারুহন্মহতঃ পর্যর্ণবাৎ ।
সর্বা রুরোহ রোহিতো রুহঃ ॥ ২৬ ॥
বি মিমীষ্ব পয়স্বতীং ঘৃতাচীং দেবানাং ধেনুরনপস্পৃগেষা ।
ইন্দ্রঃ সোমং পিবতু ক্ষেমো অস্ত্বগ্নিঃ প্র স্তৌতু বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২৭ ॥
সমিদ্ধো অগ্নিঃ সমিধানো ঘৃতবৃদ্ধো ঘৃতাহুতঃ ।
অভীষাড্ বিশ্বাষাডগ্নিঃ সপত্নান্ হন্তু যে মম ॥ ২৮ ॥
হন্ত্বেনান্ প্র দহত্বরির্যো নঃ পৃতন্যতি ।
ক্রব্যাদাগ্নিনা বয়ং সপত্নান্ প্র দহামসি ॥ ২৯ ॥
অবাচীনানব জহীন্দ্র বজ্রেণ বাহুমান্ ।
অধা সপত্নান্ মামকানগ্নেস্তেজোভিরাদিষি ॥ ৩০ ॥
অগ্নে সপত্নানধরান্ পাদয়াস্মদ্ ব্যথয়া সজাতমুৎপিপানং বৃহস্পতে ।
ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাবধরে পদ্যন্তামপ্রতিমন্যূয়মানাঃ ॥ ৩১ ॥
উদ্যংস্ত্বং দেব সূর্য সপত্নানব মে জহি ।
অবৈনানশ্মনা জহি তে যন্ত্বধমং তমঃ ॥ ৩২ ॥
বৎসো বিরাজো বৃষভো মতীনামা রুরোহ শুক্রপৃষ্ঠোঽন্তরিক্ষম্ ।
ঘৃতেনার্কমভ্যর্চন্তি বৎসং ব্রহ্ম সন্তং ব্রহ্মণা বর্ধয়ন্তি ॥ ৩৩
দিবং চ রোহ পৃথিবীং চ রোহ রাষ্ট্রং চ রোহ দ্রবিণং চ রোহ ।
প্রজাং চ রোহামৃতং চ রোহ রোহিতেন তন্বং সং স্পৃশস্ব ॥ ৩৪ ॥

যে দেবা রাষ্ট্রভৃতোঽভিতো যন্তি সূর্যম্ ।
তৈষ্টে রোহিতঃ সম্বিদানো রাষ্ট্রং দধাতু সুমনস্যমানঃ ॥ ৩৫ ॥
উৎ ত্বা যজ্ঞা ব্রহ্মপূতা বহন্ত্যধ্বগতো হরয়স্ত্বা বহন্তি ।
তিরঃ সমুদ্রমতি রোচসেঽর্ণবম্ ॥ ৩৬ ॥
রোহিতে দ্যাবাপৃথিবী অধি শ্রিতে বসুজিতি গোজিতি সন্ধনাজিতি ।
সহস্রং যস্য জনিমানি সপ্ত চ বোচেয়ং তে
নাভিং ভুবনস্যাধি মজ্মনি ॥ ৩৭ ॥
যশা যাসি প্রদিশো দিশশ্চ যশাঃ পশূনামুত চর্ষণীনাম্ ।
যশাঃ পৃথিব্যা আদিত্যা উপস্থেঽহং ভূয়াসং সবিতেব চারুঃ ॥ ৩৮ ॥
অমুত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্থানি পশ্যসি ।
ইতঃ পশ্যন্তি রোচনং দিবি সূর্যং বিপশ্চিতম্ ॥ ৩৯ ॥
দেবো দেবান্ মর্চয়স্যন্তশ্চরস্যর্ণবে ।
সমানমগ্নিমিন্ধতে তং বিদুঃ কবয়ঃ পরে ॥ ৪০ ॥
অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ ।
সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে
নহি যূথে অস্মিন্ ॥ ৪১ ॥
একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদ্যষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী ।
সহস্রাক্ষরা ভুবনস্য পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি ॥ ৪২ ॥
আরোহন্ দ্যামমৃতঃ প্রাব মে বচঃ
উৎ ত্বা যজ্ঞা ব্রহ্মপূতা বহন্ত্যধ্বগতো হরয়স্ত্বা বহন্তি ॥ ৪৩ ॥
বেদ তৎ তে অমর্ত্য যৎ ত আক্রমণং দিবি ।
যৎ তে সধস্থং পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪৪ ॥
সূর্যো দ্যাং সূর্যঃ পৃথিবীং সূর্য আপোঽতি পশ্যতি ।
সূর্যো ভূতস্যৈকং চক্ষুরা রুরোহ দিবং মহীম্ ॥ ৪৫ ॥
উর্বীরাসন্ পরিধয়ো বেদির্ভূমিরকল্পত ।
তত্রৈতাবগ্নী আধত্ত হিমং ঘ্রংসং চ রোহিতঃ ॥ ৪৬ ॥
হিমং ঘ্রংসং চাধায় যূপান্ কৃত্বা পর্বতান্ ।
বর্ষাজ্যাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৪৭ ॥
স্বর্বিদো রোহিতস্য ব্রহ্মণাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।
তস্মাদ্ ঘ্রংসস্তস্মাদ্ধিমস্তস্মাদ্ যজ্ঞোঽজায়ত ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মণাগ্নী বাবৃধানৌ ব্রহ্মবৃদ্ধৌ ব্রহ্মাহুতৌ ।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৪৯ ॥
সত্যে অন্যঃ সমাহিতোঽপ্স্বন্যঃ সমিধ্যতে ।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৫০ ॥
যং বাতঃ পরি শুম্ভতি যং বেন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ ।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৫১ ॥
বেদিং ভূমিং কল্পয়িত্বা দিবং কৃত্বা দক্ষিণাম্ ।
ঘ্রংসং তদগ্নিং কৃত্বা চকার বিশ্বমাত্মন্বদ্ বর্ষেণাজ্যেন রোহিতঃ ॥ ৫২ ॥
বর্ষমাজ্যং ঘ্রংসো অগ্নির্বেদির্ভূমিরকল্পত ।
তত্রৈতান্ পর্বতানগ্নির্গীর্ভিরূর্ধ্বাঁ অকল্পয়ৎ ॥ ৫৩ ॥
গীর্ভিরূর্ধ্বান্ কল্পয়িত্বা রোহিতো ভূমিমব্রবীৎ ।
ত্বয়ীদং সর্বং জায়তাং যদ্ ভূতং যচ্চ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্ ॥ ৫৪ ॥

স যজ্ঞঃ প্রথমো ভূতো ভব্যো অজায়ত।
তস্মাদ্ধ জজ্ঞ ইদং সর্বং যৎ কিং চেদং বিরোচতে
রোহিতেন ঋষিণাভৃতম্ ।। ৫৫ ।।
যশ্চ গাং পদা স্ফুরতি প্রত্যঙ্ সূর্যং চ মেহতি।
তস্য বৃশ্চামি তে মূলং ন ছায়াং করবোঽপরম্ ।। ৫৬ ।।
যো মাভিচ্ছায়মত্যেষি মাং চাগ্নিং চান্তরা।
তস্য বৃশ্চামি তে মূলং ন চ্ছায়াং করবোঽপরম্ ।। ৫৭ ।।
যো অদ্য দেব সূর্য ত্বং চ মাং চান্তরায়তি।
দুষ্বপ্ন্যং তস্মিংছমলং দুরিতানি চ মৃজ্মহে ।। ৫৮ ।।
মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ।
মান্ত স্থুর্নো অরাতয়ঃ ।। ৫৯ ।।
যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেষ্বাততঃ।
তমাহুতমশীমহি ।। ৬০ ।।

টীকা ঃ 'উদেহি বাজিন্' ইত্যাদি সূক্ত রোহিত-দেবতাবিষয়ক। রোহিত হচ্ছে উদিত সূর্যাত্মক। রোহিতের সাথে মরুদ্গণ, ইন্দ্র, একপাদ অজ, অগ্নি, সবিতা, মিত্রাবরুণ, ক্রব্যাদ অগ্নি, সূর্য ইত্যাদি দেবগণ আহুত ও বর্ণিত হয়েছে। এদের বর্ণনার প্রয়োজন হচ্ছে রাজার রাজ্য-পোষণের জন্য—একথা এ সূক্তের বহুস্থানে বলা হয়েছে। কোন কোন মন্ত্রে রোহিতপদের নির্বাচন করা হয়েছে—দ্যাবাপৃথিবী থেকে যা উৎপন্ন হয়। যাজ্ঞিকগণ অর্থকামনায় 'উদেহি বাজিন্' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আদিত্যের উপাসনা করে থাকেন। 'যো রোহিতঃ' ইত্যাদি মন্ত্র সলিলগণে পাঠ করা হয়েছে। 'আপো হি ষ্ঠা' (১।৫) সূক্তে এর বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উদস্য কেতবো দিবি শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।
আদিত্যস্য নৃচক্ষসো মহিব্রতস্য মীঢ়ুষঃ ॥ ১ ॥
দিশাং প্রজ্ঞানাং স্বরয়ন্তমর্চিষা সুপক্ষমাশুং পতয়ন্তমর্ণবে।
স্তবাম সূর্যং ভুবনস্য গোপাং যো রশ্মিভির্দিশ আভাতি সর্বাঃ ॥ ২ ॥
যৎ প্রাঙ্ প্রত্যঙ্ স্বধয়া যাসি শীভং নানারূপে অহনী কর্ষি মায়য়া।
তদাদিত্য মহি তৎ তে মহি শ্রবো যদেকো বিশ্বং পরি ভূম জায়সে ॥ ৩ ॥
বিপশ্চিতং তরণিং ভ্রাজমানং বহন্তি যং হরিতঃ সপ্ত বহ্বীঃ।
স্রুতাদ্ যমত্রির্দিবমুন্নিনায় তং ত্বা পশ্যন্তি পরিযান্তমাজিম্ ॥ ৪ ॥
মা ত্বা দভন্ পরিযান্তমাজিং স্বস্তি দুর্গাঁ অতি যাহি শীভম্।
দিবং চ সূর্য পৃথিবীং চ দেবীমহোরাত্রে বিমিমানো যদেষি ॥ ৫ ॥
স্বস্তি তে সূর্য চরসে রথায় যেনোভাবন্তৌ পরিযাসি সদ্যঃ।
যং তে বহন্তি হরিতো বহিষ্ঠাঃ শতমশ্বা যদি বা সপ্ত বহ্বীঃ ॥ ৬ ॥
সুখং সূর্য রথমংশুমন্তং স্যোনং সুবহ্নিমধি তিষ্ঠ বাজিনম্।
যং তে বহন্তি হরিতো বহিষ্ঠাঃ শতমশ্বা যদি বা সপ্ত বহ্বীঃ ॥ ৭ ॥

সপ্ত সূর্যো হরিতো যাতবে রথে হিরণ্যত্বচসো বৃহতীরযুক্ত ।
অমোচি শুক্রো রজসঃ পরস্তাদ্ বিধূয় দেবস্তমো দিবমারুহৎ ॥ ৮ ॥
উৎ কেতুনা বৃহতা দেব আগন্নপাবৃক্ তমোঽভি জ্যোতিরশ্রৈৎ ।
দিব্যঃ সুপর্ণঃ স বীরো ব্যখ্যদদিতেঃ পুত্রো ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৯ ॥
উদ্যান্ রশ্মীনা তনুষে বিশ্বা রূপাণি পুষ্যসি ।
উভা সমুদ্রৌ ক্রতুনা বি ভাসি সর্বাংল্লোকান্ পরিভূর্ভ্রাজমানঃ ॥ ১০ ॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতোঽর্ণবম্ ।
বিশ্বান্যো ভুবনা বিচষ্টে হৈরণ্যৈরন্যং হরিতো বহন্তি ॥ ১১ ॥
দিবি ত্বাত্রিরধারয়ৎ সূর্য মাসায় কর্তবে ।
স এষি সুধৃতস্তপন্ বিশ্বা ভূতাবচাকশৎ ॥ ১২ ॥
উভাবন্তৌ সমর্ষসি বৎসঃ সম্মাতরাবিব ।
নন্বেতদিতঃ পুরা ব্রহ্ম দেবা অমী বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
যৎ সমুদ্রমনু শ্রিতং তৎ সিষাসতি সূর্যঃ ।
অধ্বাস্য বিততো মহান্ পূর্বশ্চাপরশ্চ যঃ ॥ ১৪ ॥
তং সমাপ্নোতি জূতিভিস্ততো নাপ চিকিৎসতি ।
তেনামৃতস্য ভক্ষং দেবানাং নাব রুন্ধতে ॥ ১৫ ॥
উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১৬ ॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ১৭ ॥
অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু ।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ১৮ ॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য ।
বিশ্বমা ভাসি রোচন ॥ ১৯ ॥
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষীঃ ।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্ব দৃশে ॥ ২০ ॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু ।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ২১ ॥
বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহর্মিমানো অক্তুভিঃ ।
পশ্যন্ জন্মানি সূর্য ॥ ২২ ॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য ।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণম্ ॥ ২৩ ॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ২৪ ॥
রোহিতো দিবমারুহৎ তপসা তপস্বী ।
স যোনিমৈতি স উ জায়তে পুনঃ স দেবানামধিপতির্বভূব ॥ ২৫ ॥
যো বিশ্বচর্ষণিরুত বিশ্বতোমুখো যো বিশ্বতস্পাণিরুত বিশ্বতস্পৃথঃ
সং বাহুভ্যাং ভরতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ২৬ ॥
একপাদ্ দ্বিপদো ভূয়ো বি চক্রমে দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ ।
দ্বিপাদ্ধ ষট্‌পদো ভূয়ো বি চক্রমে ত একপদস্তন্বং সমাসতে ॥ ২৭ ॥
অতন্দ্রো যাস্যন্ হরিতো যদাস্থাদ্ দ্বে রূপে কৃণুতে রোচমানঃ ।
কেতুমানুদ্যন্‌ৎসহমানো রজাংসি বিশ্বা আদিত্য প্রবতো বি ভাসি ॥ ২৮ ॥

বণ্মহাঁ অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি।
মহাংস্তে মহতো মহিমা ত্বমাদিত্য মহাঁ অসি ॥ ২৯ ॥
রোচসে দিবি রোচসে অন্তরিক্ষে পতঙ্গ পৃথিব্যাং
রোচসে রোচসে অপ্স্বন্তঃ।
উভা সমুদ্রৌ রুচ্যা ব্যাপিথ দেবো দেবাসি মহিষঃ স্বর্জিৎ ॥ ৩০ ॥
অর্বাঙ্ পরস্তাৎ প্রযতো ব্যধ্ব আশুর্বিপশ্চিৎ পতয়ন্ পতঙ্গঃ।
বিষ্ণুর্বিচিত্তঃ শবসাধিতিষ্ঠন্ প্র কেতুনা সহতে বিশ্বমেজৎ ॥ ৩১ ॥
চিত্রশ্চিকিত্বান্ মহিষঃ সুপর্ণ আরোচয়ন্ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
অহোরাত্রে পরি সূর্যং বসানে প্রাস্য বিশ্বা তিরতো বীর্যাণি ॥ ৩২ ॥
তিগ্মো বিভ্রাজন্ তন্বং শিশানোঽরঙ্গমাসঃ প্রবতো ররাণঃ।
জ্যোতিষ্মান্ পক্ষী মহিষো বয়োধা বিশ্বা
আস্থাৎ প্রদিশঃ কল্পমানঃ ॥ ৩৩ ॥
চিত্রং দেবানাং কেতুরনীকং জ্যোতিষ্মান্ প্রদিশঃ সূর্য উদ্যন্।
দিবাকরোঽতি দ্যুম্নৈস্তমাংসি বিশ্বাতারীদ্ দুরিতানি শুক্রঃ ॥ ৩৪ ॥
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ৩৫ ॥
উচ্চা পতন্তমরুণং সুপর্ণং মধ্যে দিবস্তরণিং ভ্রাজমানম্।
পশ্যাম ত্বা সবিতারং যমাহুরজস্রং জ্যোতির্যদবিন্দদত্রিঃ ॥ ৩৬ ॥
দিবস্পৃষ্ঠে ধাবমানং সুপর্ণমদিত্যাঃ পুত্রং নাথকাম উপ যামি ভীতঃ।
স নঃ সূর্য প্র তির দীর্ঘমায়ুর্মা রিষাম সুমতৌ তে স্যাম ॥ ৩৭ ॥
সহস্রাহ্ণ্যং বিযতাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গম্।
স দেবান্সর্বানুরস্যুপদদ্য সংপশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৩৮ ॥
রোহিতঃ কালো অভবদ্ রোহিতোঽগ্রে প্রজাপতিঃ।
রোহিতো যজ্ঞানাং মুখং রোহিতঃ স্বরাভরৎ ॥ ৩৯ ॥
রোহিতো লোকো অভবদ্ রোহিতোঽত্যতপদ্ দিবম্।
রোহিতো রশ্মিভির্ভূমিং সমুদ্রমনু সং চরৎ ॥ ৪০ ॥
সর্বা দিশঃ সমচরদ্ রোহিতোঽধিপতির্দিবঃ।
দিবং সমুদ্রমাদ্ ভূমিং সর্বং ভূতং বি রক্ষতি ॥ ৪১ ॥
আরোহন্ছুক্রো বৃহতীরতন্দ্রো দ্বে রূপে কৃণুতে রোচমানঃ।
চিত্রশ্চিকিত্বান্ মহিষো বাতমায়া যাবতো লোকানভি যদ্ বিভাতি ॥ ৪২ ॥
অভ্যন্যদেতি পর্যন্যদস্যতেঽহোরাত্রাভ্যাং মহিষঃ কল্পমানঃ।
সূর্যং বয়ং রজসি ক্ষিয়ন্তং গাতুবিদং হবামহে নাধমানাঃ ॥ ৪৩ ॥
পৃথিবীপ্রো মহিষো নাধমানস্য গাতুরদব্ধচক্ষুঃ পরি বিশ্বং বভূব।
বিশ্বং সম্পশ্যন্ৎসুবিদত্রো যজত্র ইদং শৃণোতু যদহং ব্রবীমি ॥ ৪৪ ॥
পর্যস্য মহিমা পৃথিবীং সমুদ্রং জ্যোতিষা বিভ্রাজন্ পরি দ্যামন্তরিক্ষম্।
সর্বং সম্পশ্যন্ৎসুবিদত্রো যজত্র ইদং শৃণোতু যদহং ব্রবীমি ॥ ৪৫ ॥
অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

টীকা ঃ 'উদস্য কেতবঃ' ইত্যাদি সূক্ত সবিতা-দেবতা-বিষয়ক। এ অনুবাকের সলিলগণে পাঠ হওয়ায় এর বিনিয়োগ ১।৫ সূক্তে দ্রষ্টব্য। সেরূপ উপনয়নে আয়ু-বর্ধনের জন্য এ অনুবাকের দ্বারা মাণবক ত্রিকালে আদিত্যের উপাসনা

করবে। সেরূপ চাতুর্মাস্যে সাকমেধপর্বে পিত্র্যেষ্টিতে আদিত্যোপস্থাপনে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান যো দ্রাপিং কৃত্বা ভুবনানি বস্তে।
যস্মিন্ ক্ষিয়ন্তি প্রদিশঃ ষড়ুর্বীর্যাঃ পতঙ্গো অনু বিচাকশীতি।
তস্য দেবস্য ক্রুদ্ধস্যৈতদাগো য এবং বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং জিনাতি।
উদ্ বেপয় রোহিত প্র ক্ষিণীহি ব্রহ্মজ্যস্য প্রতি মুঞ্চ পাশান্ ।। ১ ।।
যস্মাৎ বাতা ঋতুথা পবন্তে যস্মাৎ সমুদ্রা অধি
বিক্ষরন্তি। তস্য দেবস্য* ।। ২ ।।
যো মারয়তি প্রাণয়তি যস্মাৎ প্রাণন্তি ভুবনানি বিশ্বা। তস্য* ।। ৩ ।।
যঃ প্রাণেন দ্যাবাপৃথিবী তর্পয়ত্যপানেন সমুদ্রস্য জঠরং যঃ পিপর্তি। তস্য*॥ ৪।
যস্মিন্ বিরাট্ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিরগ্নির্বৈশ্বানরঃ সহ পঙ্‌ক্ত্যা শ্রিতঃ।
যঃ পরস্য প্রাণং পরমস্য তেজ আদদে। তস্য* ॥ ৫ ॥
যস্মিন্ ষড়ুর্বীঃ পঞ্চ দিশো অধি শ্রিতাশ্চতস্র
আপো যজ্ঞস্য ত্রয়োক্ষরাঃ।
যো অন্তরা রোদসী ক্রুদ্ধশ্চক্ষুষৈক্ষত। তস্য* ॥ ৬ ॥
যো অন্নাদো অন্নপতির্বভূব ব্রহ্মণস্পতিরুত যঃ।
ভূতো ভবিষ্যদ্ ভুবনস্য যস্পতিস্তস্য* ॥ ৭ ॥
অহোরাত্রৈর্বিমিতং ত্রিংশদঙ্গং ত্রয়োদশং মাসং
যো নির্মিমীতে। তস্য* ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎ পতন্তি।
ত আববৃত্রন্ৎসদনাদৃতস্য। তস্য* ॥ ৯ ॥
যৎ তে চন্দ্রং কশ্যপ রোচনাবদ্ যৎ সংহিতং পুষ্কলং চিত্রভানু।
যস্মিন্ৎসূর্যা আর্পিতাঃ সপ্ত সাকং। তস্য* ॥ ১০ ॥
বৃহদেনমনু বস্তে পুরস্তাদ্ রথন্তরং প্রতি গৃহ্ণাতি পশ্চাৎ
জ্যোতির্বসানে সদমপ্রমাদং। তস্য* ॥ ১১ ॥
বৃহদন্যতঃ পক্ষ আসীদ্ রথন্তরমন্যতঃ সবলে সধ্রীচী।
যদ্ রোহিতমজনয়ন্ত দেবাস্তস্য* ॥ ১২ ॥
স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্
স সবিতা ভূত্বান্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি
মধ্যতো দিবং। তস্য* ॥ ১৩ ॥
সহস্রাহ্ন্যং বিযতাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গম্।
স দেবান্ৎসর্বানুরস্যুপদদ্য সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা। তস্য* ॥ ১৪ ॥
অয়ং স দেবো অপ্স্বন্তঃ সহস্রমূলঃ পুরুশাকো অত্রিঃ।
যঃ ইদং বিশ্বং ভুবনং জজান। তস্য* ॥ ১৫ ॥
শুক্রং বহন্তি হরয়ো রঘুষ্যদো দেবং দিবি বর্চসা ভ্রাজমানম্।
যস্যোর্ধ্বা দিবং তন্বস্তপন্ত্যর্বাঙ্ সুবর্ণৈঃ পটরৈর্বি ভাতি। তস্য* ॥ ১৬ ॥

যেনাদিত্যান্ হরিতঃ সংবহন্তি যেন যজ্ঞেন বহবো যন্তি প্রজানন্তঃ ।
যদেকং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি । তস্য* ॥ ১৭ ॥
সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা ।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ । তস্য* ॥ ১৮ ॥
অষ্টধা যুক্তো বহতি বহ্নিরুগ্রঃ পিতা দেবানাং জনিতা মতীনাম্ ।
ঋতস্য তন্তুং মনসা মিমানঃ সর্বা দিশঃ পবতে মাতরিশ্বা । তস্য* ॥ ১৯ ॥
সম্যঞ্চং তন্তুং প্রদিশোঽনু সর্বা অন্তর্গায়ত্র্যামমৃতস্য গর্ভে । তস্য* ॥ ২০ ॥
নিম্রুচস্তিস্রো ব্যুষো হ তিস্রস্ত্রীণি রজাংসি দিবো অঙ্গ তিস্রঃ ।
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা জনিত্রং ত্রেধা দেবানাং জনিমানি বিদ্ম । তস্য* ॥ ২১ ॥
বি য ঔর্ণোৎ পৃথিবীং জায়মান আ সমুদ্রমদধাদন্তরিক্ষে । তস্য* ॥ ২২ ॥
ত্বমগ্নে ক্রতুভিঃ কেতুভির্হিতোঽর্কঃ সমিদ্ধ উদরোচথা দিবি ।
কিমভ্যার্চন্মরুতঃ পৃশ্নিমাতরো যদ্ রোহিতমজনয়ন্ত দেবাঃ । তস্য* ॥ ২৩ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ ।
যোঽস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদঃ । তস্য* ॥ ২৪ ॥
একপাদ্ দ্বিপদো ভূয়ো বি চক্রমে দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ ।
চতুষ্পাচ্চক্রে দ্বিপদামভিস্বরে সম্পশ্যন্ পঙ্‌ক্তিমুপতিষ্ঠমানঃ ।
তস্য দেবস্য ক্রুদ্ধস্যৈতদাগো য এবং বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং জিনাতি ।
উদ্ বেপয় রোহিত প্র ক্ষিণীহি ব্রহ্মজ্যস্য প্রতি মুঞ্চ পাশান্ ॥ ২৫ ॥
কৃষ্ণায়াঃ পুত্রো অর্জুনো রাত্র্যা বৎসোঽজায়ত ।
স হ দ্যামধি রোহতি রুহো রুরোহ রোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

টীকাঃ এ সূক্ত উদীয়মান সূর্যরূপ রোহিত-দেবতা বিষয়ক, অথবা রোহিত নামক সূর্যের যে অশ্ব আছে, তদ্রূপে এর কল্পনা করা হয়েছে। এর পারমার্থিকরূপ তের থেকে বিশ মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যাজ্ঞিকগণ আভিচারিক কর্মে এ সূক্ত বিনিযুক্ত করেছেন। *'তস্য দেবস্য' থেকে 'প্রতি মুঞ্চ পাশান্' ইত্যাদি ১ম মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

স এতি সবিতা স্বর্দিবস্পৃষ্ঠেঽবচাকশৎ ॥ ১ ॥
রশ্মিভির্নভ আভৃতং মহেন্দ্র এত্যাবৃতঃ ॥ ২ ॥
স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩ ॥
সোঽর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ ॥ ৪ ॥
সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ ॥ ৫ ॥
তং বৎসা উপ তিষ্ঠন্ত্যেকশীর্ষাণো যুতা দশ ॥ ৬ ॥
পশ্চাৎ প্রাঞ্চ আ তন্বন্তি যদুদেতি বি ভাসতি ॥ ৭ ॥
তস্যৈষ মারুতো গণঃ স এতি শিক্যাকৃতঃ ॥ ৮ ॥
রশ্মিভির্নভ আভৃতং মহেন্দ্র এত্যাবৃতঃ ॥ ৯ ॥
তস্যেমে নব কোশা বিষ্টম্ভা নবধা হিতাঃ ॥ ১০ ॥

স প্রজাভ্যো বি পশ্যতি যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন ॥ ১১ ॥
তমিদং নির্গতং সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব ॥ ১২ ॥
এতে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

কীর্তিশ্চ যশশ্চাম্ভশ্চ নভশ্চ ব্রাহ্মণবর্চসং চান্নং চান্নাদ্যং চ ॥ ১ ॥
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ২ ॥
ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে* ॥ ৩ ॥
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে* ॥ ৪ ॥
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে* ॥ ৫ ॥
স সর্বস্মৈ বি পশ্যতি যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন* ॥ ৬ ॥
তমিদং নিগতং সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব* ॥ ৭ ॥
সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি* ॥ ৮ ॥

তৃতীয় সূক্ত

ব্রহ্ম চ তপশ্চ কীর্তিশ্চ যশশ্চাম্ভশ্চ নভশ্চ ব্রাহ্মণবর্চসং
চান্নং চান্নাদ্যং চ। য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ১ ॥
ভূতং চ ভব্যং চ শ্রদ্ধা চ রুচিশ্চ স্বর্গশ্চ স্বধা চ ॥ ২ ॥
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৩ ॥
স এব মৃত্যুঃ সোঽমৃতং সোঽভ্বং স রক্ষঃ ॥ ৪ ॥
স রুদ্রো বসুবনির্বসুদেয়ে নমোবাকে বষট্কারোঽনু সংহিতঃ ॥ ৫ ॥
তস্যেমে সর্বে যাতব উপ প্রশিষমাসতে ॥ ৬ ॥
তস্যামূ সর্বা নক্ষত্রা বশে চন্দ্রমসা সহ ॥ ৭ ॥

চতুর্থ সূক্ত

স বা অহ্নোঽজায়ত তস্মাদহরজায়ত ॥ ১ ॥
স বৈ রাত্র্যা অজায়ত তস্মাদ্ রাত্রিরজায়ত ॥ ২ ॥
স বা অন্তরিক্ষাদজায়ত তস্মাদন্তরিক্ষমজায়ত ॥ ৩ ॥
স বৈ বায়োরজায়ত তস্মাদ্ বায়ুরজায়ত ॥ ৪ ॥
স বৈ দিবোঽজায়ত তস্মাদ্ দ্যৌরধ্যজায়ত ॥ ৫ ॥
স বৈ দিগ্ভ্যোঽজায়ত তস্মাদ্ দিশোঽজায়ন্ত ॥ ৬ ॥
স বৈ ভূমেরজায়ত তস্মাদ্ ভূমিরজায়ত ॥ ৭ ॥
স বা অগ্নেরজায়ত তস্মাদগ্নিরজায়ত ॥ ৮ ॥
স বা অদ্ভ্যোঽজায়ত তস্মাদাপোঽজায়ন্ত ॥ ৯ ॥
স বা ঋগ্ভ্যোঽজায়ত তস্মাদৃচোঽজায়ন্ত ॥ ১০ ॥
স বৈ যজ্ঞাদজায়ত তস্মাদ্ যজ্ঞোঽজায়ত ॥ ১১ ॥
স যজ্ঞস্তস্য যজ্ঞঃ স যজ্ঞস্য শিরস্কৃতম্ ॥ ১২ ॥
স স্তনয়তি স বি দ্যোততে স উ অশ্মানমস্যতি ॥ ১৩ ॥
পাপায় বা ভদ্রায় বা পুরুষায়াসুরায় বা ॥ ১৪ ॥
যদ্বা কৃণোষ্যোষধীর্যদ্বা বর্ষসি ভদ্রয়া যদ্বা জন্যমবীবৃধঃ ॥ ১৫ ॥

তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্ ॥ ১৬ ॥
উপো তে বধ্বে বদ্ধানি যদি বাসি ন্যর্বুদম্ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চম সূক্ত

ভূয়ানিন্দ্রো নমুরাদ্ ভূয়ানিন্দ্রাসি মৃত্যুভ্যঃ ॥ ১ ॥
ভূয়ানরাত্যাঃ শচ্যাঃ পতিস্ত্বমিন্দ্রাসি বিভূঃ প্রভূরিতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ ॥ ২ ॥
নমস্তে অস্তু পশ্যত পশ্য মা পশ্যত ॥ ৩ ॥
অন্নাদ্যেন যশসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ৪ ॥
অম্ভো অমো মহঃ সহ ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্* ॥ ৫ ॥
অম্ভো অরুণং রজতং রজঃ সহ ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্* ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

উরুঃ পৃথুঃ সুভূর্ভুব ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্* ॥ ১ ॥
প্রথো বরো ব্যচো লোক ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্* ॥ ২ ॥
ভবদ্বসুরিদদ্বসুঃ সংযদ্বসুরায়দ্বসুরিতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ ॥ ৩ ॥
নমস্তে অস্তু পশ্যত পশ্য মা পশ্যত ॥ ৪ ॥
অন্নাদ্যেন যশসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তও রোহিত দেবতা-বিষয়ক। 'জপতি স্বর্গকামঃ' এ বিনিয়োগমালায় এর বিনিয়োগ বলা হয়েছে। *২য় সূক্তে 'য এতং দেবমেকবৃতং বেদ'—এ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। ৫ম সূক্তে ও ৬ষ্ঠ সূক্তে 'নমস্তে অস্তু পশ্যত পশ্য মা পশ্যত' এবং 'অন্নাদ্যেন যশসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন'—এ দুটি মন্ত্রের পুররাবৃত্তি হবে।

চতুর্দশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥
সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৩ ॥
যৎ ত্বা সোম প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৪ ॥
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাবণামিচ্ছৃণ্বন্ তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৫ ॥
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্ যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ৬ ॥
রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্ বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতা ॥ ৭ ॥
স্তোমা আসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ।
সূর্যায় অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ ॥ ৮ ॥
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎ পত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্ দ্যৌরাসীদুত চ্ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ১০ ॥
ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবৈতাম্।
শ্রোত্রে তে চক্রে আস্তাং দিবি পন্থাশ্চরাচরঃ ॥ ১১ ॥
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎ প্রযতী পতিম্ ॥ ১২ ॥
সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
মঘাসু হন্যন্তে গাবঃ ফল্গুনীষু ব্যুহ্যতে ॥ ১৩ ॥
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবযাতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎ ক্ব দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৪ ॥
যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্ বামজানন্ পুত্রঃ পিতরমবৃণীত পূষা ॥ ১৫ ॥
দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ ॥ ১৬ ॥
অর্যমণং যজামহে সুবন্ধুং পতিবেদনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ ॥ ১৭ ॥

প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্ ।
যথেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ১৮ ॥
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবাঃ ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং তে অস্তু সহসম্ভলায়ৈ ॥ ১৯ ॥
ভগস্ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন ।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২০ ॥
ইহ প্রিয়ং প্রজায়ৈ তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি ।
এনা পত্যা তন্বং সং স্পৃশস্বাথ জির্বির্বিদথমা বদাসি ॥ ২১ ॥
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্ ।
ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বস্তকৌ ॥ ২২ ॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতোঽর্ণবম্ ।
বিশ্বান্যো ভুবনা বিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়সে নবঃ ॥ ২৩ ॥
নবোনবো ভবসি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেষ্যগ্রম্ ।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাস্যায়ন্ প্র চন্দ্রমস্তিরসে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৪ ॥
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু ।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূত্বা জায়া বিশতে পতিম্ ॥ ২৫ ॥
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে ।
এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতির্বন্ধেষু বধ্যতে ॥ ২৬ ॥
অশ্লীলা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া ।
পতির্যদ্ বধ্বো বাসসঃ স্বমঙ্গমভ্যূর্ণুতে ॥ ২৭ ॥
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনম্ ।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মোত শুম্ভতি ॥ ২৮ ॥
তৃষ্টমেতৎ কটুকমপাষ্ঠবদ্ বিষবন্নৈতদত্তবে ।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বেদ স ইদ্ বাধূয়মর্হতি ॥ ২৯ ॥
স ইৎ তৎ স্যোনং হরতি ব্রহ্মা বাসঃ সুমঙ্গলম্ ।
প্রায়শ্চিত্তিং যো অধ্যেতি যেন জায়া ন রিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
যুবং ভগং সং ভরতং সমৃদ্ধমৃতং বদন্তাবৃতোদ্যেষু ।
ব্রহ্মণস্পতে পতিমস্যৈ রোচয় চারু সম্ভলো বদতু বাচমেতাম্ ॥ ৩১ ॥
ইহেদসাথ ন পরো গমাথেমং গাবঃ প্রজয়া বর্ধয়াথ ।
শুভং যতীরুস্রিয়াঃ সোমবর্চসো বিশ্বে দেবাঃ ক্রন্নিহ বো মনাংসি ॥ ৩২ ॥
ইমং গাবঃ প্রজয়া সং বিশাথায়ং দেবানাং ন মিনাতি ভাগম্ ।
অস্মৈ বঃ পূষা মরুতশ্চ সর্বে অস্মৈ বো ধাতা সবিতা সুবাতি ॥ ৩৩ ॥
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থানো যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্ ।
সং ভগেন সমর্যম্ণা সং ধাতা সৃজতু বর্চসা ॥ ৩৪ ॥
যচ্চ বর্চো অক্ষেষু সুরায়াং চ যদাহিতম্ ।
যদ্ গোষ্বশ্বিনা বর্চস্তেনেমাং বর্চসাবতম্ ॥ ৩৫ ॥
যেন মহানঘ্ন্যা জঘনমশ্বিনা যেন বা সুরা ।
যেনাক্ষা অভ্যষিচ্যন্ত তেনেমাং বর্চসাবতম্ ॥ ৩৬ ॥
যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বন্তর্যং বিপ্রাস ঈড়তে অধ্বরেষু ।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যাবান্ ॥ ৩৭ ॥
ইদমহং রুশন্তং গ্রাভং তনূদূষিমপোহামি ।
যো ভদ্রো রোচনস্তমুদচামি ॥ ৩৮ ॥

আস্যৈ ব্রাহ্মণাঃ স্নপনীর্হরন্ত্ববীরঘ্নীরুদজন্ত্বাপঃ ।
অর্যম্ণো অগ্নিং পর্যেতু পূষন্ প্রতীক্ষন্তে শ্বশুরো দেবরশ্চ ॥ ৩৯ ॥
শং তে হিরণ্যং শমু সন্ত্বাপঃ শং মেথির্ভবতু শং যুগস্য তর্দ্ম ।
শং ত আপঃ শতপবিত্রা ভবন্তু শমু পত্যা তন্বং সং স্পৃশস্ব ॥ ৪০ ॥
খে রথস্য খেঽনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো ।
অপালামিন্দ্র ত্রিষ্পূত্বাকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ॥ ৪১ ॥
আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং রয়িম্ ।
পত্যুরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যস্বামৃতায় কম্ ॥ ৪২ ॥
যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা ।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুরস্তং পরেত্য ॥ ৪৩ ॥
সম্রাজ্ঞ্যেধি শ্বশুরেষু সম্রাজ্ঞ্যুত দেবৃষু ।
ননান্দুঃ সম্রাজ্ঞ্যেধি সম্রাজ্ঞ্যুত শ্বশ্র্বাঃ ॥ ৪৪ ॥
যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যাশ্চ তত্নিরে যা দেবীরন্তাঁ অভিতোঽদদন্ত ।
তাস্ত্বা জরসে সং ব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরি ধৎস্ব বাসঃ ॥ ৪৫ ॥
জীবং রুদন্তি বি নয়ন্ত্যধ্বরং দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধ্যুর্নরঃ ।
বামং পিতৃভ্যো য ইদং সমীরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ে পরিষ্বজে ॥ ৪৬ ॥
স্যোনং ধ্রুবং প্রজায়ৈ ধারয়ামি তেঽশ্মানং দেব্যাঃ পৃথিব্যা উপস্থে ।
তমা তিষ্ঠানুমাদ্যা সুবর্চা দীর্ঘং ত আয়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥ ৪৭ ॥
যেনাগ্নিরস্যা ভূম্যা হস্তং জগ্রাহ দক্ষিণম্ ।
তেন গৃহ্ণামি তে হস্তং মা ব্যথিষ্ঠা ময়া সহ প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ৪৮ ॥
দেবস্তে সবিতা হস্তং গৃহ্ণাতু সোমো রাজা সুপ্রজসং কৃণোতু ।
অগ্নিঃ সুভগাং জাতবেদাঃ পত্যে পত্নীং জরদষ্টিং কৃণোতু ॥ ৪৯ ॥
গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৫০ ॥
ভগস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ ।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহপতিস্তব ॥ ৫১ ॥
মমেয়মস্তু পোষ্যা মহ্যং ত্বাদাদ্ বৃহস্পতিঃ ।
ময়া পত্যা প্রজাবতি সং জীব শরদঃ শতম্ ॥ ৫২ ॥
ত্বষ্টা বাসো ব্যদধাচ্ছুভে কং বৃহস্পতেঃ প্রশিষা কবীনাম্ ।
তেনেমাং নারীং সবিতা ভগশ্চ সূর্যামিব পরি ধত্তাং প্রজয়া ॥ ৫৩ ॥
ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী মাতরিশ্বা মিত্রাবরুণা ভগো অশ্বিনোভা ।
বৃহস্পতির্মরুতো ব্রহ্ম সোম ইমাং নারীং প্রজয়া বর্ধয়ন্তু ॥ ৫৪ ॥
বৃহস্পতিঃ প্রথমঃ সূর্যায়াঃ শীর্ষে কেশাঁ অকল্পয়ৎ ।
তেনেমামশ্বিনা নারীং পত্যে সং শোভয়ামসি ॥ ৫৫ ॥
ইদং তদ্রূপং যদবস্ত যোষা জায়াং জিজ্ঞাসে মনসা চরন্তীম্ ।
তামন্বর্তিষ্যে সখিভির্নবগ্বৈঃ ক ইমান্ বিদ্বান্ বি চচর্ত পাশান্ ॥ ৫৬ ॥
অহং বি ষ্যামি ময়ি রূপমস্যা বেদদিৎ পশ্যন্ মনসঃ কুলায়ম্ ।
ন স্তেয়মদ্মি মনসোদমুচ্যে স্বয়ং শ্রথ্নানো বরুণস্য পাশান্ ॥ ৫৭ ॥
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবাঃ ।
উরুং লোকং সুগমত্র পন্থাং কৃণোমি তুভ্যং সহপত্ন্যৈ বধু ॥ ৫৮ ॥
উদ্যচ্ছধ্বমপ রক্ষো হনাথেমাং নারীং সুকৃতে দধাত ।
ধাতা বিপশ্চিৎ পতিমস্যৈ বিবেদ ভগো রাজা পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৫৯ ॥

ভগস্ততক্ষ চতুরঃ পাদান্ ভগস্ততক্ষ চত্বার্যুষ্পলানি।
ত্বষ্টা পিপেশ মধ্যতোঽনু বর্ধ্রান্ৎসা নো অস্তু সুমঙ্গলী ॥ ৬০ ॥
সুকিংশুকং বহতুং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পতিভ্যো বহতুং কৃণু ত্বম্ ॥ ৬১ ॥
অভ্রাতৃঘ্নীং বরুণাপশুঘ্নীং বৃহস্পতে।
ইন্দ্রাপতিঘ্নীং পুত্রিণীমাস্মভ্যং সবিতর্বহ ॥ ৬২ ॥
মা হিংসিষ্টং কুমার্যং স্থূণে দেবকৃতে পথি।
শালায়া দেব্যা দ্বারং স্যোনং কৃণ্মো বধূপথম্ ॥ ৬৩ ॥
ব্রহ্মাপরং যুজ্যতাং ব্রহ্ম পূর্বং ব্রহ্মান্ততো মধ্যতো ব্রহ্ম সর্বতঃ।
অনাব্যাধাং দেবপুরাং প্রপদ্য শিবা স্যোনা পতিলোকে বি রাজ ॥ ৬৪ ॥

টীকা : এ চতুর্দশ কাণ্ড বিবাহ-বিষয়ক। সূক্তের আরম্ভে সবিতৃপুত্রী সূর্যা-দেবীর বিবাহের কথা বলা হয়েছে। পিতৃগৃহে কুমারীর বিবাহ, অষ্টাদশ মন্ত্রে আজ্যহোম। বরের কাছে অনুচরের দ্বারা শরাবসম্পুট পাঠিয়ে দিতে হয়। ব্রাহ্মণ প্রেরণ, কুমারী রক্ষার জন্য পালক প্রেরণ, জল আনার জন্য গমন, জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ, অবগাহন, জল দ্বারা ঘটপূর্ণ করা, জলপূর্ণ ঘট আনয়ন, সে ঘট স্থাপন, তার জল দিয়ে সব কাজ করা, আজ্যহোম ইত্যাদি বহুবিষয় মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কুমারীর স্নান, বস্ত্রপরিধান, অলঙ্কার ধারণ ইত্যাদি কার্য বলা হয়েছে। তারপর কন্যা দান, বরের পাণিগ্রহণ, অগ্নির পরিক্রমা, সপ্তলেখা লেখন, তল্পে উপবেশন ইত্যাদি বিবাহের বিষয় ক্রমপ্রাপ্ত প্রতি মন্ত্রে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ৎসূর্যাং বহতুনা সহ।
স নঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ১ ॥
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ২ ॥
সোমস্য জায়া প্রথমং গন্ধর্বস্তেপরঃ পতিঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৩ ॥
সোমো দদদ্ গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥ ৪ ॥
আ বামগন্ৎসুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অরংসত।
অভূতং গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যমণো দুর্যাঁ অশীমহি ॥ ৫ ॥
সা মন্দসানা মনসা শিবেন রয়িং ধেহি সর্ববীরং বচস্যম্।
সুগং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথিষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্ ॥ ৬ ॥
যা ওষধয়ো যা নদ্যো যানি ক্ষেত্রাণি যা বনা।
তাস্ত্বা বধু প্রজাবতীং পত্যে রক্ষন্তু রক্ষসঃ ॥ ৭ ॥
এমং পন্থামরুক্ষাম সুগং স্বস্তিবাহনম্।
যস্মিন্ বীরো ন রিষ্যত্যন্যেষাং বিন্দতে বসু ॥ ৮ ॥

ইদং সু মে নরঃ শৃণুত যয়াশিষা দম্পতী বামমশ্নুতঃ।
যে গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ দেবীরেষু বানস্পত্যেষু যেঽধি তস্থুঃ।
স্যোনাস্তে অস্যৈ বধ্বৈ ভবন্তু মা হিংসিষুর্বহতুমুহ্যমানম্ ॥ ৯ ॥
যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যন্তি জনাঁ অনু।
পুনস্তান্ যজ্ঞিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ১০ ॥
মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেন দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ১১ ॥
সং কাশয়ামি বহতুং ব্রহ্মণা গৃহৈরঘোরেণ চক্ষুষা মিত্রিয়েণ।
পর্যাণদ্ধং বিশ্বরূপং যদস্তি স্যোনং পতিভ্যঃ সবিতা তৎ কৃণোতু ॥ ১২ ॥
শিবা নারীয়মস্তমাগন্নিমং ধাতা লোকমস্যৈ দিদেশ।
তামর্যমা ভগো অশ্বিনোভা প্রজাপতিঃ প্রজয়া বর্ধয়ন্তু ॥ ১৩ ॥
আত্মন্বত্যুর্বরা নারীয়মাগন্ তস্যাং নরো বপত বীজমস্যাম্।
সা বঃ প্রজাং জনয়দ্ বক্ষণাভ্যো বিভ্রতী দুগ্ধমৃষভস্য রেতঃ ॥ ১৪ ॥
প্রতি তিষ্ঠ বিরাডসি বিষ্ণুরিবেহ সরস্বতি।
সিনীবালি প্র জায়তাং ভগস্য সুমতাবসৎ ॥ ১৫ ॥
উদ্ ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসাবঘ্ন্যাবশুনমারতাম্ ॥ ১৬ ॥
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী স্যোনা শগ্মা সুশেবা সুযমা গৃহেভ্যঃ।
বীরসূর্দেবৃকামা সং ত্বয়ৈধিষীমহি সুমনস্যমানা ॥ ১৭ ॥
অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুযমা সুবর্চাঃ।
প্রজাবতী বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য ॥ ১৮ ॥
উত্তিষ্ঠেতঃ কিমিচ্ছন্তীদমাগা অহং ত্বেড়ে অভিভূঃ স্যাদ্ গৃহাৎ।
শূন্যৈষী নির্ঋতে যাজগন্থোত্তিষ্ঠারাতে প্র পত মেহ রংস্থাঃ ॥ ১৯ ॥
যদা গার্হপত্যমসপর্যৈৎ পূর্বমগ্নিং বধূরিয়ম্।
অধা সরস্বত্যৈ নারি পিতৃভ্যশ্চ নমস্কুরু ॥ ২০ ॥
শর্ম বর্মৈতদা হরাস্যৈ নার্যা উপস্তরে।
সিনীবালি প্র জায়তাং ভগস্য সুমতাবসৎ ॥ ২১ ॥
যং বল্বজং ন্যস্যথ চর্ম চোপস্তৃণীথন।
তদা রোহতু সুপ্রজা যা কন্যা বিন্দতে পতিম্ ॥ ২২ ॥
উপ স্তৃণীহি বল্বজমধি চর্মণি রোহিতে।
তত্রোপবিশ্য সুপ্রজা ইমমগ্নিং সপর্যতু ॥ ২৩ ॥
আ রোহ চর্মোপ সীদাগ্নিমেষ দেবো হন্তি রক্ষাংসি সর্বা।
ইহ প্রজাং জনয় পত্যে অস্মৈ সুজ্যৈষ্ঠ্যো ভবৎ পুত্রস্ত এষঃ ॥ ২৪ ॥
বি তিষ্ঠন্তাং মাতুরস্যা উপস্থান্নানারূপাঃ পশবো জায়মানাঃ।
সুমঙ্গল্যুপ সীদেমমগ্নিং সম্পত্নী প্রতি ভূষেহ দেবান্ ॥ ২৫ ॥
সুমঙ্গলী প্রতরণী গৃহাণাং সুশেবা পত্যে শ্বশুরায় শম্ভূঃ।
স্যোনা শ্বশ্রৈ প্র গৃহান্ বিশেমান্ ॥ ২৬ ॥
স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ।
স্যোনাস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে স্যোনা পুষ্টায়ৈষাং ভব ॥ ২৭ ॥
সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা দৌর্ভাগ্যৈর্বিপরেতন ॥ ২৮ ॥

যা দুর্হার্দো যুবতয়ো যাশ্চেহ জরতীরপি ।
বর্চো ন্বস্যৈ সং দত্তাথাস্তং বিপরেতন ॥ ২৯ ॥
রুক্মপ্রস্তরণং বহ্যং বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতম্ ।
আরোহৎ সূর্য্যা সাবিত্রী বৃহতে সৌভগায় কম্ ॥ ৩০ ॥
আ রোহ তল্পং সুমনস্যমানেহ প্রজাং জনয় পত্যে অস্মৈ ।
ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা জ্যোতিরিগ্রা উষসঃ প্রতিঃ জাগরাসি ॥ ৩১ ॥
দেবা অগ্রে ন্যপদ্যন্ত পত্নীঃ সমস্পৃশন্ত তন্ব স্তনূভিঃ ।
সূর্যেব নারি বিশ্বরূপা মহিত্বা প্রজাবতী পত্যা সং ভবেহ ॥ ৩২ ॥
উত্তিষ্ঠেতো বিশ্বাবসো নমসেড়ামহে ত্বা ।
জামিমিচ্ছ পিতৃযদং ন্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥ ৩৩ ॥
অপ্সরসঃ সধমাদং মদন্তি হবির্ধানমন্তরা সূর্যং চ ।
তাস্তে জনিত্রমভি তাঃ পরেহি নমস্তে গন্ধর্বর্তুনা কৃণোমি ॥ ৩৪ ॥
নমো গন্ধর্বস্য নমসে নমো ভামায় চক্ষুষে চ কৃন্মঃ ।
বিশ্বাবসো ব্রহ্মণা তে নমোভি জায়া অপ্সরসঃ পরেহি ॥ ৩৫ ॥
রায়া বয়ং সুমনসঃ স্যামোদিতো গন্ধর্বমাবীবৃতাম্ ।
অগন্ৎস দেবঃ পরমং সধস্থমগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ৩৬ ॥
সং পিতরাবৃত্বিয়ে সৃজেথাং মাতা পিতা চ রেতসো ভবাথঃ ।
মর্য ইব যোষামধিরোহয়ৈনাং প্রজাং কৃণ্বাথামিহ পুষ্যতং রয়িম্ । ৩৭ ॥
তাং পূষং ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি ।
যা ন ঊরু উশতী বিশ্রয়াতি যস্যামুশন্তঃ প্রহরেম শেপঃ ॥ ৩৮ ॥
আ রোহোরুমুপ ধৎস্ব হস্তং পরি ষ্বজস্ব জায়াং সুমনস্যমানঃ ।
প্রজাং কৃণ্বাথামিহ মোদমানৌ দীর্ঘং বামায়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥ ৩৯ ॥
আ বাং প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরহোরাত্রাভ্যাং সমনক্তর্বর্যমা ।
অদুর্মঙ্গলী পতিলোকমা বিশেমং শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪০ ॥
দেবৈর্দত্তং মনুনা সাকমেতদ্ বাধূয়ং বাসো বধ্বশ্চ বস্ত্রম্ ।
যো ব্রহ্মণে চিকিতুষে দদাতি স ইদ্ রক্ষাংসি তল্পানি হন্তি ॥ ৪১ ॥
যং মে দত্তো ব্রহ্মভাগং বধূয়োর্বাধূয়ং বাসো বধ্বশ্চ বস্ত্রম্ ।
যুবং ব্রহ্মণেনুমন্যমানৌ বৃহস্পতে সাকমিন্দ্রশ্চ দত্তম্ ॥ ৪২ ॥
স্যোনাদ্যোনেরধি বুধ্যমানৌ হসামুদৌ মহসা মোদমানৌ ।
সুগূ সুপুত্রৌ সুগৃহৌ তরাথো জীবাবুষসো বিভাতীঃ ॥ ৪৩ ॥
নবং বসানঃ সুরভিঃ সুবাসা উদাগাং জীব উষসো বিভাতীঃ ।
আণ্ডাৎ পতত্রীবামুক্ষি বিশ্বাস্মাদেনসস্পরি ॥ ৪৪ ॥
শুম্ভনী দ্যাবাপৃথিবী অন্তিসুম্নে মহিব্রতে ।
আপঃ সপ্ত সুস্রুবুর্দেবীস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪৫ ॥
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ ।
যে ভুতস্য প্রচেতসস্তেভ্য ইদমকরং নমঃ ॥ ৪৬ ॥
য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ ।
সন্ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুর্নিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
অপাস্মাৎ তম উচ্ছতু নীলং পিশঙ্গমুত লোহিতং যৎ ।
নির্দহনী যা পৃষাতক্যস্মিন্ তাং স্থাণাবধ্যা সজামি ॥ ৪৮ ॥
যাবতীঃ কৃত্যা উপবাসনে যাবন্তো রাজ্ঞো বরুণস্য পাশাঃ ।
ব্যৃদ্ধয়ো যা অসমৃদ্ধয়ো যো অস্মিন তা স্থাণাবধি সাদয়ামি ॥ ৪৯ ॥

যা মে প্রিয়তমা তনূঃ সা মে বিভায় বাসসঃ।
তস্যাগ্রে ত্বং বনস্পতে নীবিং কৃণুষ্ব মা বয়ং রিষাম ॥ ৫০ ॥
যে অন্তা যাবতীঃ সিচো য ওতবো যে চ তন্তবঃ।
বাসো যৎ পত্নীভিরুতং তন্নঃ স্যোনমুপ স্পৃশাৎ ॥ ৫১ ॥
উশতীঃ কন্যলা ইমাঃ পিতৃলোকাৎ পতিং যতীঃ।
অব দীক্ষামসৃক্ষত স্বাহা ॥ ৫২ ॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
বর্চো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৩ ॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
তেজো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৪ ॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
ভগো গোষু প্রবিষ্টো যস্তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৫ ॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
যশো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৬ ॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
পয়ো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৭ ॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
রসো গোষু প্রবিষ্টো যস্তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৮ ॥
যদীমে কেশিনো জনা গৃহে তে সমনর্তিষু রোদেন কৃণ্বন্তোঽঘম্।
অগ্নিষ্টবা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৫৯ ॥
যদীয়ং দুহিতা নব বিকেশ্যরুদদ্ গৃহে রোদেন কৃণ্বত্যঘম্।
অগ্নিষ্টবা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৬০ ॥
যজ্জাময়ো যদ্যুবতয়ো গৃহে তে সমনর্তিষু রোদেন কৃণ্বতীরঘম্।
অগ্নিষ্টবা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৬১ ॥
যৎ তে প্রজায়াং পশুষু যদ্বা গৃহেষু নিষ্ঠিতমঘকৃদ্ভিরঘং কৃতম্।
অগ্নিষ্টবা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৬২ ॥
ইয়ং নার্যুপ ব্রূতে পূল্যান্যাবপন্তিকা।
দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ৬৩ ॥
ইহেমাবিন্দ্র সং নুদ চক্রবাকেব দম্পতী।
প্রজয়ৈনৌ স্বস্তকৌ বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতাম্ ॥ ৬৪ ॥
যদাসন্দ্যামুপধানে যদ্ বোপবাসনে কৃতম্।
বিবাহে কৃত্যাং যাং চক্রুরাস্নানে তাং নি দধ্মসি ॥ ৬৫ ॥
যদ্ দুষ্কৃতং যচ্ছমলং বিবাহে বহতৌ চ যৎ।
তৎ সম্ভলস্য কম্বলে মৃজ্মহে দুরিতং বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥
সম্ভলে মলং সাদয়িত্বা কম্বলে দুরিতং বয়ম্।
অভূম যজ্ঞিয়াঃ শুদ্ধাঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৬৭ ॥
কৃত্রিমঃ কণ্টকঃ শতদন্ য এষঃ।
অপাস্যাঃ কেশ্যং মলমপ শীর্ষণ্যং লিখাৎ ॥ ৬৮ ॥
অঙ্গাদঙ্গাদ্ বয়মস্যা অপ যক্ষ্মং নি দধ্মসি।
তন্মা প্রাপৎ পৃথিবীং মোত দেবান্ দিবং মা প্রাপদুর্বন্তরিক্ষম্।
অপো মা প্রাপন্মলমেতদগ্নে যমং মা প্রাপৎ পিতৄংশ্চ সর্বান্ ॥ ৬৯ ॥

সং ত্বা নহ্যামি পয়সা পৃথিব্যাঃ সং ত্বা নহ্যামি পয়সৌষধীনাম্ ।
সং ত্বা নহ্যামি প্রজয়া ধনেন সা সন্নদ্ধা সনুহি বাজমেমম্ ॥ ৭০ ॥
অমোঽহমস্মি সা ত্বং সামাহমস্ম্যৃক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্ ।
তাবিহ সং ভবাব প্রজামা জনয়াবহৈ ॥ ৭১ ॥
জনিষন্তি নাবগ্রবঃ পুত্রিয়ন্তি সুদানবঃ ।
অরিষ্টাসূ সচেবহি বৃহতে বাজসাতয়ে ॥ ৭২ ॥
যে পিতরো বধূদর্শা ইমং বহতুমাগমন্ ।
তে অস্যৈ বধ্বৈ সম্পত্ন্যৈ প্রজাবচ্ছর্ম যচ্ছন্তু ॥ ৭৩ ॥
যেদং পূর্বাগন্ রশনায়মানা প্রজামস্যৈ দ্রবিণং চেহ দত্ত্বা ।
তাং বহন্ত্বগতস্যানু পন্থাং বিরাড়িয়ং সুপ্রজা অত্যজৈষীৎ ॥ ৭৪ ॥
প্র বুধ্যস্ব সুবুধা বধ্যমানা দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো দীর্ঘং ত আয়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥ ৭৫ ॥

টীকা ঃ এ সূক্ত বিবাহ-বিষয়ক। এখানে উদ্বাহবিধি বলা হয়েছে। বিবাহের পর বরের নিজগৃহে বধূর আনয়ন, বর-বধূর যানে আরোহণ, কর্তার অগ্রে গমন, দক্ষিণ পা আগে দিয়ে গমন আরম্ভ, উভয়ের শুভকামনা করে মন্ত্রাদি জপ। বরের পিতৃগৃহে এলে বর-বধূর যান থেকে অবতরণ ও মন্ত্রজপাদি। দক্ষিণ দিকে গৃহের পার্শ্বে গোময় পিণ্ডের ওপর প্রস্তর স্থাপন, তার ওপর তিনটি পলাশপর্ণের মধ্যম পত্র গ্রহণ করে তার উপর ঘৃত, ঘৃতের উপর চারটি দূর্বার অগ্রভাগ স্থাপন করে বধূকে রাখতে হবে। তারপর পূর্ণপাত্র কুম্ভ-ফল ও খৈ-এর সাথে বর-বধূর প্রবেশ। অগ্নি প্রজ্বলিত করে কন্যার হস্তগ্রহণ করে বর বধূকে পরিণয় করবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি এ সূক্তে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে স্বজনদের সাথে মিষ্টান্নভোজনও বাদ যায় নি।

পঞ্চদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ ॥ ১ ॥
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ ॥ ২ ॥
তদেকমভবৎ তল্ললামমভবৎ তন্মহদভবৎ ।
তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ তদ্ ব্রহ্মাভবৎ তৎ
তপোঽভবৎ তৎ সত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ত ॥ ৩ ॥
সোঽবর্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
স দেবানামীশাং পর্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ ॥ ৫ ॥
স একব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ ॥ ৬ ॥
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্ ॥ ৭ ॥
নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১ ॥
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্ ॥ ২ ॥
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরায় চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ৩ ॥
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাং চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি ॥ ৪ ॥
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ৫ ॥
ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ॥ ৬ ॥
মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী
রেষ্মা প্রতোদঃ ॥ ৭ ॥
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ৮ ॥
স উদতিষ্ঠৎ স দক্ষিণাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ৯ ॥
তং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ যজ্ঞশ্চ
যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যচলন্ ॥ ১০ ॥
যজ্ঞাযজ্ঞিয়ায় চ বৈ স বামদেব্যায় চ যজ্ঞায় চ
যজমানায় চ পশুভ্যশ্চা বৃশ্চতে য এবং
বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ১১ ॥

যজ্ঞাযজ্ঞিয়স্য চ বৈ স বামদেব্যস্য চ যজ্ঞস্য চ
যজমানস্য চ পশূনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি
তস্য দক্ষিণায়াং দিশি ॥ ১২ ॥
উষাঃ পুংশ্চলী মন্ত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ১৩ ॥
অমাবাস্যা চ পৌর্ণমাসী চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ।
মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ ।
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥
স উদতিষ্ঠৎ স প্রতীচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১৫ ॥
তং বৈরূপং চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্ ॥ ১৬ ॥
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ১৭ ॥
বৈরূপস্য চ বৈ স বৈরাজস্য চাপাং চ বরুণস্য চ
রাজ্ঞঃ প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রতীচ্যাং দিশি ॥ ১৮ ॥
ইরা পুংশ্চলী হসো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ১৯ ॥
অহশ্চ রাত্রী চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্
মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ ।
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ২০ ॥
স উদতিষ্টং স উদীচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ২১ ॥
তং শ্যৈতং চ নৌধসং চ সপ্তর্ষয়শ্চ সোমশ্চ রাজানুব্যচলন্ ॥ ২২ ॥
শ্যৈতায় চ বৈ স নৌধসায় চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ সোমায়
চ রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ২৩ ॥
শ্যৈতস্য চ বৈ স নৌধসস্য চ সপ্তর্ষীণাং চ সোমস্য
চ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্যোদীচ্যাং দিশি ॥ ২৪ ॥
বিদ্যুৎ পুংশ্চলী স্তনয়িত্নুর্মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ২৫ ॥
শ্রুতং চ বিশ্রুতং চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ॥ ২৬ ॥
মাতরিশ্বা চ পাবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ ॥ ২৭ ॥
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পরিঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ২৮ ॥

তৃতীয় সূক্ত

স সম্বৎসরমূর্ধ্বোঽতিষ্ঠৎ তং দেবা অব্রুবন্ ব্রাত্য
কিং নু তিষ্ঠসীতি ॥ ১ ॥
সোঽব্রবীদাসন্দীং মে সং ভরন্ত্বিতি ॥ ২ ॥
তস্মৈ ব্রাত্যায়াসন্দীং সমভরন্ ॥ ৩ ॥
তস্যা গ্রীষ্মশ্চ বসন্তশ্চ দ্বৌ পাদাবাস্তাং শরচ্চ বর্ষাশ্চ দ্বৌ ॥ ৪ ॥
বৃহচ্চ রথন্তরং চানূচ্যেত আস্তাং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ তিরশ্চ্যে ॥ ৫ ॥

ঋচঃ প্রাঞ্চস্তন্তবো যজূংষি তির্যঞ্চঃ ॥ ৬ ॥
বেদ আস্তরণং ব্রহ্মোহপবর্হণম্ ॥ ৭ ॥
সামাসাদ উদ্গীথোহপশ্রয়ঃ ॥ ৮ ॥
তামাসন্দীং ব্রাত্য আরোহৎ ॥ ৯ ॥
তস্য দেবজনাঃ পরিষ্কন্দা আসন্‌ৎসংকল্পাঃ প্রহায্যা
বিশ্বানি ভূতান্যুপসদঃ ॥ ১০ ॥
বিশ্বান্যেবাস্য ভূতান্যুপসদো ভবন্তি য এবং বেদ ॥॥ ১১ ॥

চতুর্থ সূক্ত

তস্মৈ প্রাচ্যা দিশঃ ॥ ১ ॥
বাসন্তৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ বৃহচ্চ রথন্তরং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ২ ॥
বাসন্তাবেনং মাসৌ প্রাচ্যা দিশো গোপায়তো বৃহচ্চ
রথন্তরং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ৩ ॥
তস্মৈ দক্ষিণায়া দিশঃ ॥ ৪ ॥
গ্রৈষ্মৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ৫ ॥
গ্রৈষ্মাবেনং মাসৌ দক্ষিণায়া দিশো গোপায়তো যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং
চ বামদেব্যং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ৬ ॥
তস্মৈ প্রতীচ্যা দিশঃ ॥ ৭ ॥
বার্ষিকৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ বৈরূপং চ বৈরাজং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ৮ ॥
বার্ষিকাবেনং মাসৌ প্রতীচ্যা দিশো গোপায়তো বৈরূপং
চ বৈরাজং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ৯ ॥
তস্মা উদীচ্যা দিশঃ ॥ ১০ ॥
শারদৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বংশ্ছ্যৈতং চ নৌধসং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ১১ ॥
শারদাবেনং মাসাবুদীচ্যা দিশো গোপায়তঃ শ্যৈতং
চ নৌধসং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ১২ ॥
তস্মৈ ধ্রুবায়া দিশঃ ॥ ১৩ ॥
হৈমনৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ ভূমিং চাগ্নিং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ১৪ ॥
হৈমনাবেনং মাসৌ ধ্রুবায়া দিশো গোপায়তো ভূমিশ্চাগ্নিশ্চানু
তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ১৫ ॥
তস্মা উর্ধ্বায়া দিশঃ ॥ ১৬ ॥
শৈশিরৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ দিবং চাদিত্যং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ১৭ ॥
শৈশিরাবেনং মাসাবূর্ধ্বায়া দিশো গোপায়তো দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চানু
তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥

পঞ্চম সূক্ত

তস্মৈ প্রাচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদ্ ভবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১ ॥
ভব এনমিষ্বাসঃ প্রাচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদনুষ্ঠাতানু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ২ ॥
নাস্য পশূন্ ন সমানান্ হিনস্তি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥
তস্মৈ দক্ষিণায়া দিশো অন্তর্দেশাচ্ছর্বমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ৪ ॥

শর্ব এনমিষ্বাসো দক্ষিণায়া দিশো অন্তর্দেশাদনুষ্ঠাতানু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ৫ ॥
তস্মৈ প্রতীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাৎ পশুপতিমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ৬ ॥
পশুপতিরেনমিষ্বাসঃ প্রতীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ৭ ॥
তস্মা উদীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদুগ্রং দেবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ৮ ॥
উগ্র এনং দেব ইষ্বাস উদীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ৯ ॥
তস্মৈ ধ্রুবায়া দিশো অন্তর্দেশাদ্ রুদ্রমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১০ ॥
রুদ্র এনমিষ্বাসো ধ্রুবায়া দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ১১ ॥
তস্মা ঊর্ধ্বায়া দিশো অন্তর্দেশান্মহাদেবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ২২ ॥
মহাদেব এনমিষ্বাস ঊর্ধ্বায়া দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ১৩ ॥
তস্মৈ সর্বেভ্যো অন্তর্দেশেভ্য ঈশানমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১৪ ॥
ঈশান এনমিষ্বাসঃ সর্বেভ্যো অন্তর্দেশেভ্যোঽনুষ্ঠাতানু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ১৫ ॥
নাস্য পশূন্ ন সমানান্ হিনস্তি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

সং ধ্রুবাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১ ॥
তং ভূমিশ্চাগ্নিশ্চৌষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ বানস্পত্যাশ্চ বীরুধশ্চানুব্যচলন্ ॥ ২ ॥
ভূমেশ্চ বৈ সোঽগ্নেশ্চৌষধীনাং চ বনস্পতীনাং চ
বানস্পত্যানাং চ বীরুধাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥
স ঊর্ধ্বাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ৪ ॥
তমৃতং চ সত্যং চ সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ নক্ষত্রাণি চানুব্যচলন্ ॥ ৫ ॥
ঋতস্য চ বৈ স সত্যস্য চ সূর্যস্য চ চন্দ্রস্য চ
নক্ষত্রাণাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥
স উত্তমাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ৭ ॥
তমৃচশ্চ সামানি চ যজূংষি চ ব্রহ্ম চানুব্যচলন্ ॥ ৮ ॥
ঋচাং চ বৈ স সাম্নাং চ যজুষাং চ ব্রহ্মণশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥
স বৃহতীং দিশমনুব্যচলৎ ॥ ১০ ॥
তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্ ॥ ১১ ॥
ইতিহাসস্য চ বৈ স পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারাশংসীনাং
চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥
স পরমাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১৩ ॥
তমাহবনীয়শ্চ গার্হপত্যশ্চ দক্ষিণাগ্নিশ্চ যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যচলন্ ॥ ১৪
আহবনীয়স্য চ বৈ স গার্হপত্যস্য চ দক্ষিণাগ্নেশ্চ যজ্ঞস্য
চ যজমানস্য চ পশূনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৫ ॥
সোঽনাদিষ্টাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১৬ ॥

তমৃতবশ্চার্তবাশ্চ লোকাশ্চ লৌক্যাশ্চ
মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চাহোরাত্রে চানুব্যচলন্ ॥ ১৭ ॥
ঋতূনাং চ বৈ স আর্তবানাং চ লোকানাং চ লৌক্যানাং
চ মাসানাং চার্ধমাসানাং চাহোরাত্রয়োশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥
সোহনাবৃত্তাং দিশমনু ব্যচলৎ ততো নাবৎস্যন্নমন্যত ॥ ১৯ ॥
তং দিতিশ্চাদিতিশ্চেড়া চেন্দ্রাণী চানুব্যচলন্ ॥ ২০ ॥
দিতেশ্চ বৈ সোহদিতেশ্চেড়ায়াশ্চেন্দ্রাণ্যাশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২১ ॥
স দিশোহনু ব্যচলৎ তং বিরাডনু ব্যচলৎ সর্বে চ দেবাঃ সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২২ ॥
বিরাজশ্চ বৈ স সর্বেষাং চ দেবানাং সর্বাসাং চ
দেবতানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৩ ॥
স সর্বানন্তর্দেশাননু ব্যচলৎ ॥ ২৪ ॥
তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চানুব্যচলন্ ॥ ২৫ ॥
প্রজাপতেশ্চ বৈ স পরমেষ্ঠিনশ্চ পিতুশ্চ পিতামহস্য চ
প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৬ ॥

সপ্তম সূক্ত

স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বান্তং পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোহভবৎ ॥ ১ ॥
তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষং ভূত্বানুব্যবর্তয়ন্ত ॥ ২ ॥
ঐনমাপো গচ্ছন্ত্যৈনং শ্রদ্ধা গচ্ছত্যৈনং বর্ষং গচ্ছতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥
তং শ্রদ্ধা চ যজ্ঞশ্চ লোকশ্চান্নং চান্নাদ্যং চ ভূত্বাভিপর্যাবর্তন্ত ॥ ৪ ॥
ঐনং শ্রদ্ধা গচ্ছত্যৈনং যজ্ঞো গচ্ছত্যৈনং লোকো গচ্ছত্যৈনমন্নং
গচ্ছত্যৈনমন্নাদ্যং গচ্ছতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

টীকা : সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্য-মহিমা বলা হয়েছে। উপনয়নাদি সংস্কারহীন পুরুষকে ব্রাত্য বলে। সে বেদবিহিত কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়া করার অধিকারী নয়। সে ব্যবহারযোগ্য নয়—ইত্যাদি জনমত মনে করে ব্রাত্যে অধিকারী পুরুষের কথা এখানে বলা হয়েছে। এ ব্রাত্য পুরুষ মহানুভব, দেবপ্রিয়, ব্রাহ্ম ও ক্ষত্রিয় তেজের মূল, অধিক কি এ ব্রাত্য পুরুষ দেবাধিদেব—এভাবে এখানে ব্রাত্যের মহিমা বলা হয়েছে। যেখানে সে ব্রাত্য পুরুষ গমন করে, সমগ্র জগৎ ও সকল দেবগণ তার অনুগমন করে, তাতে দেবগণ অবস্থান করে, তারা তার সাথে চলে, যেমন রাজার সাথে তার অনুচরেরা অনুগমন করে। [ব্রাত্য—একটি দোষ, তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এখানে যে ব্রাত্য পুরুষের কথা বলা হয়েছে, তা সকল ব্রাত্যের পক্ষে মোটেই প্রযোজ্য নয়। এ ব্রাত্য পুরুষ এমন একজন, যিনি বিদ্বত্তম, মহাধিকারী, পুণ্যবান ও সকল বিশ্বের মান্য—এরূপ ব্রাত্যাধিকারীর এখানে প্রশংসা করা হয়েছে]।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সোহরজ্যত ততো রাজন্যোহজায়ত ॥ ১ ॥
স বিশঃ সবন্ধূনন্নমন্নাদ্যমভ্যুদতিষ্ঠৎ ॥ ২ ॥

বিশাং চ বৈ স সবন্ধূনাং চান্নস্য চান্নাদ্যস্য চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

স বিশোঽনু ব্যচলৎ ॥ ১ ॥
তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যচলন্ ॥ ২ ॥
সভায়াশ্চ বৈ স সমিতেশ্চ সেনায়াশ্চ সুরায়াশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

তৃতীয় সূক্ত

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১ ॥
শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে ॥ ২ ॥
অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্র বিশাবেতি ॥ ৩ ॥
অতো বৈ বৃহস্পতিমেব ব্রহ্ম প্র বিশত্বিন্দ্রং ক্ষত্রং তথা বা ইতি ॥ ৪ ॥
অতো বৈ বৃহস্পতিমেব ব্রহ্ম প্রাবিশদিন্দ্রং ক্ষত্রম্ ॥ ৫ ॥
ইয়ং বা উ পৃথিবী বৃহস্পতির্দ্যৌরেবেন্দ্রঃ ॥ ৬ ॥
অয়ং বা উ অগ্নির্ব্রহ্মাসাবাদিত্যঃ ক্ষত্রম্ ॥ ৭ ॥
ঐনং ব্রহ্ম গচ্ছতি ব্রহ্মবর্চসী ভবতি ॥ ৮ ॥
যঃ পৃথিবীং বৃহস্পতিমগ্নিং ব্রহ্ম বেদ ॥ ৯ ॥
ঐনমিন্দ্রিয়ং গচ্ছতীন্দ্রিয়বান্ ভবতি ॥ ১০ ॥
য আদিত্যং ক্ষত্রং দিবমিন্দ্রং বেদ ॥ ১১ ॥

চতুর্থ সূক্ত

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১ ॥
স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাঽবাৎসীর্ব্রাত্যোদকং ব্রাত্য
তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে
বশস্তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি ॥ ২ ॥
যদেনমাহ ব্রাত্য ক্বাঽবাৎসীরিতি পথ এব তেন দেবযানানব রুন্দ্ধে ॥ ৩ ॥
যদেনমাহ ব্রাত্যোদকমিত্যপ এব তেনাব রুন্দ্ধে ॥ ৪ ॥
যদেনমাহ ব্রাত্য তর্পয়ন্ত্বিতি প্রাণমেব তেন বর্ষীয়াংসং কুরুতে ॥ ৫ ॥
যদেনমাহ ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্ত্বিতি প্রিয়মেব তেনাব রুন্দ্ধে ॥ ৬ ॥
ঐনং প্রিয়ং গচ্ছতি প্রিয়ঃ প্রিয়স্য ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥
যদেনমাহ ব্রাত্য যথা তে বশস্তথাস্ত্বিতি বশমেব তেনাব রুন্দ্ধে ॥ ৮ ॥
ঐনং বশো গচ্ছতি বশী বশিনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥
যদেনমাহ ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি নিকামমেব তেনাব রুন্দ্ধে ॥ ১০ ॥
ঐনং নিকামো গচ্ছতি নিকামে নিকামস্য ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

পঞ্চম সূক্ত

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য
উদ্ধৃতেষ্বগ্নিষ্বধিশ্রিতেঽগ্নিহোত্রেঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১ ॥
স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্যাতি সৃজ হোষ্যামীতি ॥ ২ ॥
স চাতিসৃজেজ্জুহুয়ান্ন চাতিসৃজেন্ন জুহুয়াৎ ॥ ৩ ॥

স য এবং বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৪॥
প্র পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি প্র দেবযানম্ ॥ ৫ ॥
ন দেবেষ্বা বৃশ্চতে হুতমস্য ভবতি ॥ ৬ ॥
পর্যস্যাস্মিংল্লোক আয়তনং শিষ্যতে য এবং
বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৭ ॥
অথ য এবং বিদুষা ব্রাত্যেনানতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৮ ॥
ন পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি ন দেবযানম্ ॥ ৯ ॥
আ দেবেষু বৃশ্চতে অহুতমস্য ভবতি ॥ ১০ ॥
নাস্যাস্মিংল্লোক আয়তনং শিষ্যতে য এবং
বিদুষা ব্রাত্যেনানতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ১১ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ১ ॥
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ২ ॥
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৩ ॥
যেঽন্তরিক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ৪ ॥
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যস্তৃতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৫ ॥
যে দিবি পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ৬ ॥
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যশ্চতুর্থীং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৭ ॥
যে পুণ্যানাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনব রুন্ধে ॥ ৮ ॥
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽপরিমিতা রাত্রীরতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৯ ॥
য এবাপরিমিতাঃ পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ১০ ॥
অথ যস্যাব্রাত্যো ব্রাত্যব্রুবো নামবিভ্রত্যতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১১ ॥
কর্ষেদেনং ন চৈনং কর্ষেৎ ॥ ১২ ॥
অস্যৈ দেবতায়া উদকং যাচামীমাং দেবতাং বাসয় ইমামিমাং দেবতাং
পরি বেবেষ্মীত্যেনং পরি বেবিষ্যাৎ ॥ ১২ ॥
তস্যামেবাস্য তদ্ দেবতায়াং হুতং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥

সপ্তম সূক্ত

স যৎ প্রাচীং দিশমনু ব্যচলন্মারুতং শর্ধো ভূত্বা নুব্যচলন্মনোঽন্নাদং কৃত্বা ॥ ১ ॥
মনসান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২ ॥
স যদ্ দক্ষিণাং দিশমনু ব্যচলদিন্দ্রো
ভূত্বানুব্যচলদ্ বলমন্নাদং কৃত্বা ॥ ৩ ॥
বলেনান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥
স যৎ প্রতীচীং দিশমনু ব্যচলদ্ বরুণো রাজা
ভূত্বানুব্যচলদপোঽন্নাদীঃ কৃত্বা ॥ ৫ ॥
অদ্ভিরন্নাদীভিরন্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥
স যদুদীচীং দিশমনু ব্যচলৎ সোমো রাজা ভূত্বানুব্যচলৎ
সপ্তর্ষিভির্হুত আহুতিমন্নাদীং কৃত্বা ॥ ৭ ॥
আহুত্যান্নাদ্যান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ৮ ॥
স যদ্ ধ্রুবাং দিশমনু ব্যচলদ্ বিষ্ণুর্ভূত্বানুব্যচলদ্ বিরাজমন্নাদীং কৃত্বা ॥ ৯ ॥

বিরাজান্নাদ্যান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥
স যৎ পশূননু ব্যচলদ্ রুদ্রো ভূত্বানুব্যচলদোষধীরন্নাদীঃ কৃত্বা ॥ ১১ ॥
ওষধীভিরন্নাদীভিরন্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥
স যৎ পিতৄননু ব্যচলদ্ যমো রাজা ভূত্বানুব্যচলৎ স্বধাকারমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৩ ॥
স্বধাকারেণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥
স যন্মনুষ্যাননু ব্যচলদগ্নির্ভূত্বানুব্যচলৎ স্বাহাকারমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৫ ॥
স্বাহাকারেণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥
স যদূর্ধ্বাং দিশমনু ব্যচলদ্ বৃহস্পতির্ভূত্বানুব্যচলদ্
বষট্‌কারমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৭ ॥
বষট্‌কারেণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥
স যদ্ দেবাননু ব্যচলদীশানো ভূত্বানুব্যচলন্মন্যুমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৯ ॥
মন্যুনান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২০ ॥
স যৎ প্রজা অনু ব্যচলৎ প্রজাপতির্ভূত্বানুব্যচলৎ প্রাণমন্নাদং কৃত্বা ॥ ২১ ॥
প্রাণেনান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২২ ॥
স যৎ সর্বানন্তর্দেশাননু ব্যচলৎ পরমেষ্ঠী ভূত্বানুব্যচলদ্ ব্রহ্মান্নাদং কৃত্বা ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২৪ ॥

অষ্টম সূক্ত

তস্য ব্রাত্যস্য ॥ ১ ॥
সপ্ত প্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ ॥ ২ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ ঊর্ধ্বো নামায়ং সো অগ্নিঃ ॥ ৩ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥ ৪ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য চতুর্থঃ প্রাণো বিভূর্নামায়ং স পবমানঃ ॥ ৬ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য পঞ্চমঃ প্রাণো যোনির্নাম তা ইমা আপঃ ॥ ৭ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়ো নাম ত ইমে পশবঃ ॥ ৮ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য সপ্তমঃ প্রাণোঽপরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৯ ॥

নবম সূক্ত

তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য প্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী ॥ ১ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য দ্বিতীয়োঽপানঃ সাষ্টকা ॥ ২ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য তৃতীয়োঽপানঃ সামাবাস্যা ॥ ৩ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য চতুর্থোঽপানঃ সা শ্রদ্ধা ॥ ৪ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য পঞ্চমোঽপানঃ সা দীক্ষা ॥ ৫ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য ষষ্ঠোঽপানঃ স যজ্ঞঃ ॥ ৬ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য সপ্তমোঽপানস্তা ইমা দক্ষিণাঃ ॥ ৭ ॥

দশম সূক্ত

তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য প্রথমো ব্যানঃ সেয়ং ভূমিঃ ॥ ১ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য । যোঽস্য দ্বিতীয়ো ব্যানস্তদন্তরিক্ষম্ ॥ ২ ॥

তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য তৃতীয়ো ব্যানঃ সা দ্যৌঃ ॥ ৩ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য চতুর্থো ব্যানস্তানি নক্ষত্রাণি ॥ ৪ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য পঞ্চমো ব্যানস্ত ঋতবঃ ॥ ৫ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য ষষ্ঠো ব্যানস্ত আর্তবাঃ ॥ ৬ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য সপ্তমো ব্যানঃ স সম্বৎসরঃ ॥ ৭ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য। সমানমর্থং পরি যন্তি দেবাঃ সম্বৎসরং বা
এতদৃতবোঽনুপরিযন্তি ব্রাত্যং চ ॥ ৮ ॥
তস্য ব্রাতস্য। যদাদিত্যমভিসংবিশন্ত্যমাবাস্যাং চৈব তৎপৌর্ণমাসীং চ ॥ ৯ ॥
তস্য ব্রাত্যস্য। একং তদেষামমৃতত্বমিত্যাহুতিরেব ॥ ১০ ॥

একাদশ সূক্ত

তস্য ব্রাতস্য ॥ ১ ॥
যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ ২ ॥
যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সো অগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ ॥ ৩ ॥
অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সম্বৎসরঃ শিরঃ ॥ ৪ ॥
অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায় ॥ ৫ ॥

টীকা : ১-১১। এ সূক্তেও পূর্ব সূক্তের মত ব্রাত্য-বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ষোড়শ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অতিসৃষ্টো অপাং বৃষভোঽতিসৃষ্টা অগ্নয়ো দিব্যাঃ ॥ ১ ॥
রুজন্ পরিরুজন্ মৃণন্ প্রমৃণন্ ॥ ২ ॥
ম্রোকো মনোহা খনো নির্দাহ আত্মদূষিস্তনূদূষিঃ ॥ ৩ ॥
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি ॥ ৪ ॥
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥
অপামগ্রমসি সমুদ্রং বোঽভ্যবসৃজামি ॥ ৬ ॥
যোঽপ্স্বগ্নিরতি তং সৃজামি ম্রোকং খনিং তনূদূষিম্ ॥ ৭ ॥
যো ব আপোঽগ্নিরাবিবেশ স এষ যদ্ বো ঘোরং তদেতৎ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রস্য ব ইন্দ্রিয়েণাভি ষিঞ্চেৎ ॥ ৯ ॥
অরিপ্রা আপো অপ রিপ্রমস্মৎ ॥ ১০ ॥
প্রাস্মদেনো বহন্তু প্র দুষ্বপ্ন্যং বহন্তু ॥ ১১ ॥
শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া তন্বোপ স্পৃশত ত্বচং মে ॥ ১২ ॥
শিবানগ্নীনপ্সুষদো হবামহে ময়ি ক্ষত্রং বর্চ আ ধত্ত দেবীঃ ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

নির্দুরর্মণ্য ঊর্জা মধুমতী বাক্ ॥ ১ ॥
মধুমতী স্থ মধুমতীং বাচমুদেয়ম্ ॥ ২ ॥
উপহূতো মে গোপা উপহূতো গোপীথঃ ॥ ৩ ॥
সুশ্রুতৌ কর্ণৌ ভদ্রশ্রুতৌ কর্ণৌ ভদ্রং শ্লোকং শ্রূয়াসম্ ॥ ৪ ॥
সুশ্রুতিশ্চ মোপশ্রুতিশ্চ মা হাসিষ্টাং সৌপর্ণং চক্ষুরজস্রং জ্যোতিঃ ॥ ৫ ॥
ঋষীণাং প্রস্তরোঽসি নমোঽস্তু দৈবায় প্রস্তরায় ॥ ৬ ॥

তৃতীয় সূক্ত

মূর্ধাহং রয়ীণাং মূর্ধা সমানানাং ভূয়াসম্ ॥ ১ ॥
রুজশ্চ মা বেনশ্চ মা হাসিষ্টাং মূর্ধা চ মা বিধর্মা চ মা হাসিষ্টাম্ ॥ ২ ॥
উর্বশ্চ মা চমসশ্চ মা হাসিষ্টাং ধর্তা চ মা ধরুণশ্চ মা হাসিষ্টাম্ ॥ ৩ ॥
বিমোকশ্চ মার্দ্রপবিশ্চ মা হাসিষ্টামার্দ্রদানুশ্চ মা মাতরিশ্বা চ মা হাসিষ্টাম্ ॥ ৪ ॥
বৃহস্পতির্ম আত্মা নৃমণা নাম হৃদ্যঃ ॥ ৫ ॥
অসন্তাপং মে হৃদয়মুর্বী গব্যূতিঃ সমুদ্রো অস্মি বিধর্মণা ॥ ৯ ॥

চতুর্থ সূক্ত

নাভিরহং রয়ীণাং নাভিঃ সমানানাং ভূয়াসম্ ॥ ১ ॥
স্বাসদসি সূষা অমৃতো মর্ত্যেষ্বা ॥ ২ ॥

মা মাং প্রাণো হাসীন্মো অপানোঽবহায় পরা গাৎ ॥ ৩ ॥
সূর্যো মাহ্নঃ পাত্বগ্নিঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষাদ্
যমো মনুষ্যেভ্যঃ সরস্বতী পার্থিবেভ্যঃ ॥ ৪ ॥
প্রাণাপানৌ মা মা হাসিষ্টং মা জনে প্র মেষি ॥ ৫ ॥
স্বস্ত্যদ্যোষসো দোষসশ্চ সর্ব আপঃ সর্বগণো অশীয় ॥ ৬ ॥
শক্বরী স্থ পশবো মোপ স্থেষুর্মিত্রাবরুণৌ মে
প্রাণাপানাবগ্নির্মে দক্ষং দধাতু ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ কোন কোন কাজে শান্ত্যুদক বিহিত হয়েছে। তাতে আচমন, প্রোক্ষণ, অবসেচন, আসেচন, আপ্লাবন প্রভৃতি কর্তব্য কর্ম করতে হয়। সে শান্ত্যুদক কোন কোন শান্তিনামক সূক্তের দ্বারা কর্তব্য। তা কাংস্যপাত্রে করতে হয়। তা করার পূর্বে 'অতিসৃষ্টো অপাং বৃষভঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা জল বিসর্জন করতে হয়। কাংস্যপাত্রে জল নিক্ষেপের ফলে তার মধ্যগত মল নির্গত হয়—ইত্যাদি যাজ্ঞিকগণ বলে থাকেন। এ কাণ্ডে দু-টি অনুবাক এবং কয়েকটি পর্যায়-সূক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং গ্রাহ্যাঃ পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ ॥ ১ ॥
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি ॥ ২ ॥
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুষ্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ৩ ॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং নির্ঋত্যাঃ পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ* ॥ ৪ ॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রমভূত্যাঃ পুত্রোঽসি* ॥ ৫ ॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং নির্ভূত্যাঃ পুত্রোঽসি* ॥ ৬ ॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং পরাভূত্যাঃ পুত্রোঽসি* ॥ ৭ ॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং দেবজামীনাং পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ ॥ ৮ ॥
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি ॥ ৯ ॥
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুষ্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

অজৈষ্মাদ্যাসনামাদ্যাভূমানাগসো বয়ম্ ॥ ১ ॥
উষো যস্মাদ্ দুষ্বপ্ন্যাদভৈষ্মাপ তদুচ্ছতু ॥ ২ ॥
দ্বিষতে তৎ পরা বহ শপতে তৎ পরা বহ ॥ ৩ ॥
যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তস্মা এনদ্ গময়ামঃ ॥ ৪ ॥
উষা দেবী বাচা সংবিদানা বাগ্দেব্যুষসা সংবিদানা ॥ ৫ ॥
উষস্পতির্বাচস্পতিনা সংবিদানো বাচস্পতিরুষস্পতিনা সংবিদানঃ ॥ ৬ ॥
তেঽমুষ্মৈ পরা বহন্ত্বরায়ান্ দুর্ণাম্নঃ সদান্বাঃ ॥ ৭ ॥
কুম্ভীকা দূষীকাঃ পীয়কান্ ॥ ৮ ॥
জাগ্রদ্দুষ্বপ্ন্যং স্বপ্নে দুষ্বপ্ন্যম্ ॥ ৯ ॥

আনাগমিষ্যতো বরানবিত্তেঃ সঙ্কল্পানমুচ্যা দ্রুহঃ পাশান্ ॥ ১০ ॥
তদমুষ্মা অগ্নে দেবাঃ পরা বহন্তু বধ্রির্যথাসদ্ বিথুরো ন সাধুঃ ॥ ১১ ॥

তৃতীয় সূক্ত

তেনৈনং বিধ্যাম্যভূত্যৈনং বিধ্যামি নির্ভূত্যৈনং বিধ্যামি
পরাভূত্যৈনং বিধ্যামি গ্রাহ্যৈনং বিধ্যামি তমসৈনং বিধ্যামি ॥ ১ ॥
দেবানামেনং ঘোরৈঃ ক্রূরৈঃ প্রৈষৈরভিপ্রেষ্যামি ॥ ২ ॥
বৈশ্বানরস্যৈনং দংষ্ট্রয়োরপি দধামি ॥ ৩ ॥
এবানেবাব সা গরৎ ॥ ৪ ॥
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি তমাত্মা দ্বেষ্টু যং বয়ং দ্বিষ্মঃ স আত্মানং দ্বেষ্টু ॥ ৫ ॥
নির্দ্বিষন্তং দিবো নিঃ পৃথিব্যা নিরন্তরিক্ষাদ্ ভজাম ॥ ৬ ॥
সুযামংশ্চাক্ষুষ ॥ ৭ ॥
ইদমহমামুষ্যায়ণেঽমুষ্যাঃ পুত্রে দুষ্বপ্ন্যং মৃজে ॥ ৮ ॥
যদদোঅদো অভ্যগচ্ছন্ যদ্ দোষা যৎ পূর্বাং রাত্রিম্ ॥ ৯ ॥
যজ্জাগ্রদ্ যৎ সুপ্তো যদ্ দিবা যন্নক্তম্ ॥ ১০ ॥
যদহরহরভিগচ্ছামি তস্মাদেনমব দয়ে ॥ ১১ ॥
তং জহি তেন মন্দস্ব তস্য পৃষ্টীরপি শৃণীহি ॥ ১২ ॥
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ১৩ ॥

চতুর্থ সূক্ত

জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমৃতমস্মাকং তেজোঽস্মাকং
ব্রহ্মাস্মাকং স্বরস্মাকং যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকং
প্রজা অস্মাকং বীরা অস্মাকম্ ॥ ১ ॥
তস্মাদমুং নির্ভজামোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমসৌ যঃ ॥ ২ ॥
স গ্রাহ্যাঃ পাশান্মা মোচি ॥ ৩ ॥
তস্যেদং বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৪ ॥
জিতম্ । স নির্ঋত্যাঃ পাশান্মা মোচি ॥ ৫ ॥
জিতম্ । সোঽভূত্যাঃ পাশান্মা মোচি ॥ ৬ ॥
জিতম্ । স নির্ভূত্যাঃ পাশান্মা মোচি ॥ ৭ ॥
জিতম্ । স পরাভূত্যাঃ পাশান্মা মোচি ॥ ৮ ॥
জিতম্ । স দেবজামীনাং পাশান্মা মোচি ॥ ৯ ॥
জিতম্ । স বৃহস্পতেঃ পাশান্মা মোচি ॥ ১০ ॥
জিতম্ । স প্রজাপতেঃ পাশান্মা মোচি ॥ ১১ ॥
জিতম্ । স ঋষীণাং পাশান্মা মোচি ॥ ১২ ॥
জিতম্ । স আর্ষেয়াণাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৩ ॥
জিতম্ । সোঽঙ্গিরসাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৪ ॥
জিতম্ । স আঙ্গিরসানাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৫ ।
জিতম্ । সোঽথর্বণাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৬ ॥
জিতম্ । স আথর্বণানাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৭ ॥
জিতম্ । স বনস্পতীনাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৮ ॥
জিতম্ । স বানস্পত্যানাং পাশান্মা মোচি ॥ ১৯ ॥

জিতম্ । স ঋতূনাং পাশান্মা মোচি ॥ ২০ ॥
জিতম্ । স আর্তবানাং পাশান্মা মোচি ॥ ২১ ॥
জিতম্ । স মাসানাং পাশান্মা মোচি ॥ ২২ ॥
জিতম্ । সোঽর্ধমাসানাং পাশান্মা মোচি ॥ ২৩ ॥
জিতম্ । সোঽহোরাত্রয়োঃ পাশান্মা মোচি ॥ ২৪ ॥
জিতম্ । সোঽহ্নোঃ সংযতোঃ পাশান্মা মোচি ॥ ২৫ ॥
জিতম্ । স দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পাশান্মা মোচি ॥ ২৬ ॥
জিতম্ । স ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ পাশান্মা মোচি ॥ ২৭ ॥
জিতম্ । স মিত্রাবরুণয়োঃ পাশান্মা মোচি ॥ ২৮ ॥
জিতম্ । স রাজ্ঞো বরুণস্য পাশান্মা মোচি ॥ ২৯ ॥
জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমৃতমস্মাকং তেজোঽস্মাকং ব্রহ্মাস্মাকং
স্বরস্মাকং যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকং
প্রজা অস্মাকং বীরা অস্মাকম্ ॥ ৩০ ॥
তস্মাদমুং নির্ভজামোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমসৌ যঃ ॥ ৩১ ॥
স মৃত্যোঃ পড্বীশাৎ পাশান্মা মোচি ॥ ৩২ ॥
তস্যেদং বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৩৩

পঞ্চম সূক্ত

জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমভ্যষ্ঠাং বিশ্বাঃ পৃতনা অরাতীঃ ॥ ১ ॥
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ পূষা মা ধাৎ সুকৃতস্য লোকে ॥ ২ ॥
অগন্ম স্বঃ স্বরগন্ম সং সূর্যস্য জ্যোতিষাগন্ম ॥ ৩ ॥
বস্যোভূয়ায় বসুমান্ যজ্ঞো বসু বংশিষীয় বসুমান্ ভূয়াসং
বসু ময়ি ধেহি ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ *১ম সূক্তে 'যমস্য করণঃ' থেকে 'দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি' ইত্যাদি প্রতি মন্ত্রে পুনরাবৃত্তি হবে। *চতুর্থ সূক্তের প্রতি মন্ত্রে 'জিতম্' ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রের মত এবং 'মোচি' ইত্যাদি থেকে 'পাদয়ামি' পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রের মত পুনরাবৃত্তি হবে। দুঃস্বপ্নদর্শনে তার শান্তির জন্য এ পর্যায় সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। যেমন 'বিদ্ম তে স্বপ্ন'—এ পর্যায়সূক্তের দ্বারা দুঃস্বপ্ন দেখলে মুখ মার্জনা করতে হবে সেরূপ অতি ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখলে এ সূক্তের দ্বারা পুরোডাশ আহুতি দিতে হবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি নির্দিষ্ট হয়েছে।

সপ্তদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্ ।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্ ।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রমায়ুষ্মান্ ভূয়াসম্ ॥ ১ ॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্ ।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্ ।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ো দেবানাং ভূয়াসম্ ॥ ২ ॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্ ।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ঃ প্রজানাং ভূয়াসম্ ॥ ৩ ॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্ ।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্ ।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ঃ পশূনাং ভূয়াসম্ ॥ ৪ ॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্ ।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্ ।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ঃ সমানানাং ভূয়াসম্ ॥ ৫ ॥
উদিহ্যুদিহি সূর্য বর্চসা মাভ্যুদিহি ।
দ্বিষংশ্চ মহ্যং রধ্যতু মা চাহং দ্বিষতে রধং তবেদ্
বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি ।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬ ॥
উদিহ্যুদিহি সূর্য বর্চসা মাভ্যুদিহি ।
যাংশ্চ পশ্যামি যাংশ্চ ন তেষু মা সুমতিং কৃধি তবেদ
বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি ।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৭ ॥
মা ত্বা দভন্ৎ সলিলে অপস্বন্তর্যে পাশিন উপতিষ্ঠন্ত্যত্র ।
হিত্বাশস্তিং দিবমারুক্ষ এতাং স নো মৃড়
সুমতৌ তে স্যাম তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি ।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৮ ॥
ত্বং ন ইন্দ্র মহতে সৌভগায়াদব্ধেভিঃ পরি
পাহ্যক্তুভিস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি ।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৯ ॥

ত্বং ন ইন্দ্রোতিভিঃ শিবাভিঃ শন্তমো ভব।
আরোহংস্ত্রিদিবং দিবো গৃণানঃ সোমপীতয়ে প্রিয়ধামা
স্বস্তয়ে তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ আরোগ্যার্থী সকল প্রাণিগণের স্তুত্য, পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্ররূপ আদিত্যের আহ্বান করছি। শত্রুরা যাতে না উঠতে পারে, সেভাবে তাদের বিনাশক, শত্রু-বিনাশ হচ্ছে যার স্বভাব, পরাভবকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এরূপ মহানুভাব ইন্দ্রশব্দাভিধেয় আদিত্যের আহ্বান করছি। যিনি শত্রুর বলাপহারক, তাদের সুখনাশক, শত্রুর গো-মহিষাদির ও স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদির জেতা (অথবা নিজের উপাসকদের গবাদি সকল বস্তুর প্রাপক)। ইন্দ্র-শব্দবাচ্য ভগবান সূর্যের প্রসাদে আমি আয়ুষ্মান হবো। ১ ॥ এ মন্ত্রে বিষাসহি ইত্যাদির পূর্ববৎ ব্যাখ্যা, কেবল আয়ুষ্মান্ স্থানে সকল দেবগণের প্রিয় হবো—এ প্রার্থনা জানান হয়েছে। (সকল দেবতাত্মক সূর্যের প্রীতিতে অন্যান্য দেবগণের প্রীতির আশা করা হয়েছে)। ২ ॥ বিষাসহি ইত্যাদি পূর্ববৎ, সকল পুত্র ভৃত্যাদির প্রিয় হবো—এটুকু পার্থক্য। ৩ ॥ অন্য সমস্ত পূর্ববৎ. গো-মহিষাদি পশুর প্রিয় হবো—এটুকু বিশেষ। (আয়ু না থাকলে সমস্ত কিছু পেলেও বৃথা হয়ে যাবে জন্য প্রথম আয়ুলাভের প্রার্থনা, পরে তা ভোগের জন্য পুত্রাদি ও তাদের পালনের জন্য পশু প্রভৃতি ও শেষে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রার্থনা করা হয়েছে)। ৪ ॥ বিষাসহি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ, কেবল স্বজাতিদের যাতে প্রিয় হই—এ পার্থক্য। ৫ ॥ সতত গমনশীল অথবা উদয়ের দ্বারা নিজ নিজ কার্যে সকল প্রাণীর প্রেরক হে সূর্য, তুমি উদিত হও, উদিত হও। (তোমার উদয়ে রাক্ষসকৃত প্রতিবন্ধক যেন না হয়)। তুমি তেজের সাথে আমার কাছে উদয় লাভ কর (অথবা আমার তেজ লাভের জন্য উদিত হও)। হে সূর্য, অপ্রতিবন্ধরূপে তুমি উদিত হলে তোমার অনুগ্রহে আমার বিদ্বেষকারী শত্রু যেন আমার বশীভূত হয় এবং আমি যেন কখন তার বশীভূত না হই। স্ব-রশ্মির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরাল ব্যাপ্তকারী হে বিষ্ণু (আদিত্য), তোমার বহু প্রকার বীর্য। (যেহেতু তুমি বিষ্ণু, অতএব তোমার অনন্ত বীর্য। বিষ্ণুর মহিমা শ্রুতি-স্মৃতিতে সুপ্রসিদ্ধ। সাক্ষাৎ সূর্যরূপ ভগবানের জগতের অন্ধকার বিনাশ, সকল পদার্থের প্রকাশ, নিখিল লৌকিক ও বৈদিক কর্মের নিবর্তন, সময়মত বৃষ্টি প্রদান, আরোগ্যকরণ ও মোক্ষাদি কার্য লোকপ্রসিদ্ধ। যেহেতু তোমার লোকহিতকর বহুবিধ বীর্য আছে), অতএব তুমি গো মহিষ অজা অবি প্রভৃতি পশুর দ্বারা আমাদের পূর্ণ কর। সেরূপ দেহাবসানে আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত অমৃতময় পরম ব্যোমে স্থাপন কর। ৬ ॥ হে সূর্য, তুমি ওঠ, তোমার তেজের সাথে আমার কাছে এস। যাদের দেখছি ও যাদের দেখছি না, সে সকল প্রাণীর সম্বন্ধে আমাকে শোভন-বুদ্ধিযুক্ত কর (অর্থাৎ তাদের প্রতি আমার চিত্ত যেন দ্রোহরহিত হয়। সেরূপ বুদ্ধি শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী হয় এবং পরমেশ্বরের প্রীতির কারণ হয়)। হে বিষ্ণু, তোমার অনন্ত বীর্য, তুমি গবাদি পশুর দ্বারা আমাদের পূর্ণ কর এবং দেহাবসানে আমাকে অমৃতময় পরম ব্যোমে স্থাপন কর। ৭ ॥ হে সূর্য, অন্তরিক্ষস্থ জলমধ্যে পাশহস্তে অবস্থিত মায়াবী প্রচ্ছন্নচারী রাক্ষসগণ যেন তোমাকে হিংসা না করে। (পরব্রহ্মের সগুণ মূর্তি ভগবান সূর্যের গতি রাক্ষসরা প্রতিরোধ করেছে, এরূপ) নিন্দা পরিহার করে তুমি অন্তরিক্ষে আরূঢ় হয়েছ, তুমি আমাদের সুখী কর;

আমরা তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধিতে থাকব। হে বিষ্ণু, তোমার অনন্ত বীর্য, বিবিধ পশুর দ্বারা আমাদের পূর্ণ কর, তারপর দেহাবসানে অমৃতময় পরম ব্যোমে স্থাপন কর। ৮ ॥ হে পরমেশ্বর সূর্য, তুমি আমাদের মহান ঐশ্বর্য সিদ্ধির জন্য ব্যাধি, সর্প, অগ্নি, তস্করাদি-জনিত হিংসারহিত দিনগুলিতে রক্ষা কর। হে বিষ্ণু, তোমার অনন্ত বীর্য, বিবিধ পশুর দ্বারা আমাদের পূর্ণ কর, তারপর দেহাবসানে অমৃতময় পরম ব্যোমে স্থাপন কর। ৯ ॥ হে ইন্দ্র, বার বার জন্ম মরণাদি ক্লেশরহিত মঙ্গলরূপ রক্ষার দ্বারা তুমি আমাদের সুখপ্রদ হও। সোমপানের জন্য অর্থাৎ যাগাদি কর্ম সিদ্ধির জন্য আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তোমার প্রিয় স্থান দ্যুলোকে আরোহণ করে জগতের মঙ্গলবিধায়ক হও। হে বিষ্ণু, তোমার অনন্ত বীর্য, বিবিধ পশুর দ্বারা আমাদের পূর্ণ কর, তারপর দেহাবসানে অমৃতময় পরম ব্যোমে আমাদের স্থাপন কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। সপ্তদশ কাণ্ডে একটি মাত্র অনুবাক এবং তাতে তিনটি সূক্ত রয়েছে। সর্বকামনায় এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। উপনয়ন কর্মে আচার্য ব্রহ্মচারীর নাভিদেশ স্পর্শ করে এ অনুবাক জপ করবেন। সেরূপ আয়ুবৃদ্ধির জন্য এ অনুবাকের দ্বারা মাণবক ত্রিকালে আদিত্যের উপাসনা করবে। সেরূপ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে শান্তির জন্য এ অনুবাকের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ আয়ুলাভের জন্য, সূর্যের প্রীতির জন্য এ অনুবাকের প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ত্বমিন্দ্রাসি বিশ্বজিৎ সর্ববিৎ পুরুহূতস্তমিন্দ্র।
ত্বমিন্দ্রেমং সুহবং স্তোমমেরয়স্ব স নো মৃড়
সুমতৌ তে স্যাম তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ১ ॥
অদব্ধো দিবি পৃথিব্যামুতাসি ন ত আপুর্মহিমানমন্তরিক্ষে।
অদব্ধেন ব্রহ্মণা বাবৃধানঃ স ত্বং ন ইন্দ্র দিবি
ষংছর্ম যচ্ছ তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ২ ॥
যা ত ইন্দ্র তনূরপ্সু যা পৃথিব্যাং যান্তরগ্নৌ যা ত ইন্দ্র পবমানে স্বর্বিদ।
যয়েন্দ্র তন্বাহন্তরিক্ষং ব্যাপিথ তয়া ন ইন্দ্র তন্বা শর্ম যচ্ছ
তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৩ ॥
ত্বামিন্দ্র ব্রহ্মণা বর্ধয়ন্তঃ সত্রং নি ষেদুর্ঋষয়ো
নাধমানাস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪ ॥
ত্বং তৃতং ত্বং পর্যেষ্যুৎসং সহস্রধারং বিদথং
স্বর্বিদং তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৫ ॥

ত্বং রক্ষসে প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বং শোচিষা নভসী বি ভাসি।
ত্বমিমা বিশ্বা ভুবনানু তিষ্ঠস ঋতস্য পন্থামন্বেষি
বিদ্বাংস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬ ॥
পঞ্চভিঃ পরাঙ্ তপস্যেকয়ার্বাঙশস্তিমেষি
সুদিনে বাধমানস্তবেদ্ বিষ্ণু বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৭ ॥
ত্বমিন্দ্রস্ত্বং মহেন্দ্রস্ত্বং লোকস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
তুভ্যং যজ্ঞো বি তায়তে তুভ্যং জুহ্বতি
জুহ্বতস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৮ ॥
অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতং তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৯ ॥
শুক্রোঽসি ভ্রাজোঽসি।
স যথা ত্বং ভ্রাজতা ভ্রাজোঽস্যেবাহং ভ্রাজতা ভ্রাজ্যাসম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ হে পরমৈশ্বর্যবিশিষ্ট সূর্য (অথবা সূর্যরূপী ইন্দ্র), তুমি বিশ্বের অধিপতি, সকলের প্রেরক ও সর্বাত্মক বলে তুমি সর্ববিৎ। হে ইন্দ্র, বহু যজমানের দ্বারা নিজ নিজ যাগসিদ্ধির জন্য তুমি আহূত হয়েছ। হে ইন্দ্র, এখন ক্রিয়মাণ শোভন আহ্বানযুক্ত স্তুতির প্রেরণা দাও। তুমি আমাদের সুখী কর, তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমরা থাকব। হে বিষ্ণু, তোমার অনন্ত বীর্য, গবাদি বিবিধ পশুর দ্বারা আমাদের পূর্ণ কর, তারপর দেহাবসানে অমৃতময় পরম ব্যোমে আমাদের স্থাপন কর। ১॥ হে ইন্দ্র, দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকে কোন রাক্ষসাদির দ্বারা তুমি হিংসিত হও নি। অতি কঠোর তেজোরূপ বলে লোকত্রয়ে তোমার সন্তাপরূপ মহিমা কেউ লাভ করতে পারে না, আর হিংসা করবে কি করে? যেহেতু তুমি অকুণ্ঠিত-সামর্থযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত, অতএব সর্বত্র অন্যের দ্বারা অপ্রাপ্ত-মাহাত্ম্যযুক্ত হে ইন্দ্র, আমাদের দ্যুলোকে সুখ দাও। (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২॥ (এ প্রকার মণ্ডলাভিমানী সূর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বহুবিধ নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা করে এখন পঞ্চ মহাভূতে সূর্যের যে মূর্তি রয়েছে তার কাছে অভীষ্ট প্রার্থনা করছেন)। হে ইন্দ্র, (পরম ঐশ্বর্যযুক্ত সূর্য অথবা প্রসিদ্ধ ইন্দ্র), জলে তোমার যে তনু আছে, তার দ্বারা আমাদের সুখ দাও। এরূপ পৃথিবীতে, অগ্নিতে, স্বর্গের জ্ঞাতা প্রবহমান বায়ুতে এবং অন্তরিক্ষে তোমার যে তনু আছে, তার দ্বারা আমাদের সুখ দাও। (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩॥ হে ইন্দ্র (সূর্য), পূর্বে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তোমার কাছে ফল প্রার্থনা করে স্তোত্র-শস্ত্রাদিরূপ মন্ত্রের দ্বারা (অথবা সোম-পশ্বাদিরূপ হবির দ্বারা) বর্ধিত হয়ে গবাময়নাদি রূপ সত্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন। (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ ব্যাপ্ত করেছ (অথবা মেঘের দ্বারা আবৃত জল ব্যাপ্ত করেছ)। সেরূপ অপরিমিত ধারাযুক্ত স্বর্গ-সুখপ্রাপক যজ্ঞরূপ উৎস (জলের

নিষ্যন্দন) ব্যাপ্ত করেছ। (ওষধি বনস্পতি প্রভৃতির বৃদ্ধির দ্বারা যজ্ঞ-সাধন হয় বলে উৎসকে যজ্ঞ বলা হয়েছে)। (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫॥ হে সূর্য, তুমি পূর্বাদি চার দিক রক্ষা করছ (সেখানকার লোকদের পালনের দ্বারা দিকের রক্ষার কথা বলা হয়েছে)। তুমি তোমার কিরণে অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক (অথবা দ্যাবা-পৃথিবী) প্রকাশ করছ। অধিক কি, সকল ভুবন তুমি একাই প্রকাশ করছ। এরূপ যজ্ঞের (অথবা জলের) অবস্থিতি জেনে অনুক্রমে তা ব্যাপ্ত করছ। (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬॥ হে সূর্য, তুমি পাঁচটি কিরণের দ্বারা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উপরিতন লোকে প্রকাশ পাও এবং একটি কিরণে অধোমুখ হতে তাপ দিয়ে থাক। (অন্তরিক্ষস্থ সূর্যের ওপরে প্রকাশ্য স্ব, মহ, জন, তপ, ও সত্য এ পাঁচটি লোকের জন্য পাঁচটি কিরণের কথা বলা হয়েছে এবং নিম্নে প্রকাশ্য ভূলোকের একত্ব বলে একটি কিরণের কথা বলা হল)। এরূপ নীহার, মেঘাদির উপদ্রবরহিত সুদিনে একটি কিরণে তাপ দিয়ে নিন্দা লাভ করছ। (অথবা পাঁচটি কিরণে ওপর দিকে এবং একটি কিরণে নিম্ন দিকে তাপ দিচ্ছ -এ কথায় চক্ষুর বিষয়ীভূত তেজ একদেশ এবং ওপরের তেজ নিরবধিক—এরূপ স্তুতি লাভ করছ)। (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭॥ হে সূর্য, তুমি ইন্দ্র, তুমিই মহেন্দ্র (মহত্বগুণবিশিষ্ট ইন্দ্র)। [বস্তুতঃ এখানে দেবতার ঐক্য থাকলেও বিশেষণ ভেদে দেবতার ভেদ করা হয়েছে]। তুমি সুকৃতি-জনের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক (অথবা পরব্রহ্মস্বরূপ বলে সর্বলোকাত্মক তুমিই)। এরূপ প্রজাগণের স্রষ্টা প্রজাপতি-দেব তুমি। তোমার প্রীতির জন্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তৃত হচ্ছে, তোমার জন্য যজমানরা হোম করছে। (যাজ্যা-পুরোনুবাক্যা যুক্ত আহুতিকে যাগ বলে এবং তদ্রহিত আহুতিকে হোম বলে—এ প্রভেদ। হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। [নামরূপাদি-রহিত অসৎ-প্রায় নিরস্তসমস্তোপাধিক সন্মাত্র ব্রহ্মকে এখানে অসৎ শব্দে বলা হয়েছে। দৃশ্যপদার্থ নামরূপাদিঘটিত বলে সৎ বলে ব্যবহৃত হয়। এরূপ নামরূপাদির অভাববশতঃ চক্ষুরাদির অবিষয় বলে দর্শনের অযোগ্য বলে ব্রহ্মকে অসৎ বলা হচ্ছে। সৎ-শব্দের দ্বারা অসৎ প্রপঞ্চের সত্ত্বের দ্বারা অবভাসক বলে এবং নিজেও তদ্রূপ সত্ত্বের দ্বারা অবভাসক জন্য তমঃ, নীহার, মায়া প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অজ্ঞানকে বলা হয়েছে। যদিও বস্তুতঃ সৎ-শব্দে একমাত্র ব্রহ্মই বক্তব্য, তথাপি প্রতীতি অনুসারে এরূপ বলা হল]। সে অসৎ ব্রহ্মে সৎ অজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আশ্রিত। শুক্তিতে রজত এবং রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে অজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। উক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট অজ্ঞানে অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতি-বিম্বিত অজ্ঞানে ভূত অর্থাৎ ভূতকালাবচ্ছিন্ন পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, যা সকল সৃষ্টির উপাদানরূপ, তা সে অজ্ঞানকে আশ্রয় করে বর্তমান রয়েছে অর্থাৎ তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। [যদিও 'আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম থেকে ভূতাদির উৎপত্তি বলা হয়েছে, মায়া থেকে নয়, তথাপি অবিক্রিয় কেবল সন্মাত্র ব্রহ্মের অকার্যত্ব ও অকারণত্ববশতঃ মায়া থেকে তাদের উৎপত্তির কথা বলা হল। তার অধিষ্ঠানত্বরূপে ব্রহ্ম থেকে উৎপত্তি বলা হয়। অথবা সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রধানকে এখানে অসৎ শব্দে বলা হয়েছে। তা থেকে মহত্তত্ত্ব; মহত্তত্ত্বে ভূতপঞ্চক প্রতিষ্ঠিত]। সে ভূতপঞ্চক, যা সকল কার্যপ্রপঞ্চের উপাদান-ভূত, ভব্যে অর্থাৎ কার্যজাতে অনুগত রয়েছে এবং সে কার্যজাত স্বকারণরূপ ভূতপঞ্চকে নিয়ত বর্তমান। কারণ ব্যতিরেকে কার্যের পৃথক স্থিতি নেই: (হে বিষ্ণু ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯॥ হে সূর্য, তুমি স্বচ্ছ প্রকাশরূপ অতি নির্মল-স্বরূপ, সকল লৌকিক বস্তুর প্রকাশক তেজের দ্বারা তুমি যুক্ত। এরূপ তুমি তোমার তেজোময় রূপের দ্বারা দীপ্ত হয়েছ, সেরূপ তোমার উপাসক আমিও উজ্জ্বল

শরীরকান্তির দ্বারা দীপ্ত হবো। (তেজোগুণ-সম্পন্ন সূর্যের উপাসনার দ্বারা উপাসকেরও তেজোগুণযুক্তত্ব যুক্তিযুক্ত)। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত।

তৃতীয় সূক্ত

রুচিরসি রোচোঽসি।
স যথা ত্বং রুচ্যা রোচোঽস্যেবাহং পশুভিশ্চ
ব্রাহ্মণবর্চসেন চ রুচিষীয় ॥ ১ ॥
উদ্যতে নম উদায়তে নম উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ ॥ ২ ॥
অস্তংয়তে নমোঽস্তমেষ্যতে নমোঽস্তমিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ ॥ ৩ ॥
উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন তপসা সহ।
সপত্নান্ মহ্যং রন্ধয়ন্ মা চাহং দ্বিষতে রধং
তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪ ॥
আদিত্য নাবমারুক্ষঃ শতারিত্রাং স্বস্তয়ে।
অহর্মাত্যপীপরো রাত্রিং সত্রাতি পারয় ॥ ৫ ॥
সূর্য নাবমারুক্ষ শতারিত্রাং স্বস্তয়ে।
রাত্রিং মাত্যপীপরোঽহঃ সত্রাতি পারয় ॥ ৬ ॥
প্রজাপতেরাবৃতো ব্রহ্মণা বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।
জরদষ্টিঃ কৃতবীর্যো বিহায়াঃ সহস্রায়ুঃ সুকৃতশ্চরেয়ম্ ॥ ৭ ॥
পরীবৃতো ব্রহ্মণা বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।
মা মা প্রাপন্নিষবো দৈব্যা যা মা মানুষীরবসৃষ্টা বধায় ॥ ৮ ॥
ঋতেন গুপ্ত ঋতুভিশ্চ সর্বৈর্ভূতেন গুপ্তো ভব্যেন চাহম্।
মা মা প্রাপৎ পাপ্মা মোত মৃত্যুরন্তর্দধেঽহং সলিলেন বাচঃ ॥ ৯ ॥
অগ্নির্মা গোপ্তা পরি পাতু বিশ্বত উদ্যন্ৎসূর্যো নুদতাং মৃত্যুপাশান্।
ব্যুচ্ছন্তীরুষসঃ পর্বতা ধ্রুবাঃ সহস্রং প্রাণা ময্যা যতন্তাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে সূর্য, তুমি দীপ্তিমান, সকল ভুবনের দীপক। তুমি যেমন বিশ্বপ্রকাশক দীপ্তির দ্বারা দীপ্ত হয়েছ, সেরূপ আমিও গো-মহিষাদি পশু এবং ব্রহ্মবর্চের (বেদাধ্যয়ন ও তপস্যাদির দ্বারা উৎপন্ন তেজোবিশেষ) দ্বারা দীপ্ত হবো। ১॥ হে সূর্য, উদীয়মান তোমাকে নমস্কার, অর্ধোদিত তোমাকে নমস্কার এবং উদিত তোমাকে নমস্কার। (উক্ত অবস্থাত্রয়ের যথাক্রমে তিনটি পৃথক মূর্তির নমস্কার করছেন--) বিরাডাত্মক, স্বরাট্‌রূপ ও সম্রাট্‌-রূপ অর্থাৎ অতিশয় প্রকাশমান উদিত অবস্থাপন্ন তোমাকে নমস্কার করছি। (অথবা বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাট্—এ তিনটি হচ্ছে পরমেশ্বরের সোপাধিক মূর্তি)। ২॥ অস্তাচলে গমনকারী (ঈষৎ অস্তমিত) তোমাকে নমস্কার, অর্ধাস্তমিত তোমাকে নমস্কার এবং সম্পূর্ণ অস্তমিত তোমাকে নমস্কার। (বিরাডাত্মক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩॥ সকল লোক-সন্তাপক রশ্মিনিচয়ের সাথে সকলের পরিদৃশ্যমান এ আদিত্য উদিত হয়েছে। হে সূর্য,

তোমার অনুগ্রহে আমার শত্রুগণ আমার বশীভূত হোক, আমি যেন তাদের বশীভূত না হই। হে বিষ্ণু, তোমার অনন্ত বীর্য, তুমি আমাদের নানাবিধ পশুর দ্বারা পূর্ণ কর এবং অমৃতময় পরম ব্যোমে স্থাপন কর। ৪॥ হে আদিত্য, সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য আকাশরূপ সমুদ্র পার হবার উদ্দেশে তুমি শত-সংখ্যক অরিত্রযুক্ত নৌকারূপ রথে আরোহণ করেছ। (অরিত্র হচ্ছে জল আকর্ষণ সাধন কাষ্ঠবিশেষ, বৈঠা ; এখানে গ্রহমণ্ডলাকর্ষক বায়ুসমূহ হচ্ছে অরিত্র)। এরূপ নৌকায় আরূঢ় তুমি আমাদের দিন পার কর (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ বিপদ পরিহার করে দিনের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও)। সেরূপ রাতও পার কর (দিন ও রাতের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান না রেখে আমাদের পার কর)। ৫॥ এ মন্ত্রের পূর্বের মত ব্যাখ্যা, কেবল দিনের স্থানে রাত ও রাতের স্থানে দিন—এ পার্থক্য আছে। পূর্ব মন্ত্রে সূর্যের অনুগ্রহে দিনে সুখে জীবনযাপনের কথা বলে সন্দিগ্ধ হয়ে রাতের সাথে পার কর—এ বলা হয়েছে। এ মন্ত্রে রাতে সূর্যের অনুগ্রহে পার হয়ে বলছেন—হে সূর্য, তুমি আমাকে রাত পার করেছ, এবার দিনও অব্যবধানে পার কর। মন্ত্রদ্বয়ে দিন রাতে সুখে জীবনযাপনের প্রার্থনা করা হয়েছে। ৬॥ প্রকাশ, বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজাগণের পালক আদিত্যের তেজোময় স্বরূপের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে (অথবা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের অপর মূর্তি আদিত্যের মন্ত্রময় বর্মের দ্বারা রক্ষিত হয়ে), সূর্যের অপর রূপ কশ্যপের অন্ধকার নিবারক প্রকাশের দ্বারা আবৃত হয়ে, জরাকাল পর্যন্ত ভোজন গ্রহণ করে অর্থাৎ নীরোগ ও দৃঢ়গাত্র হয়ে বহুবিধ ভোগ চিরকাল উপভোগ করে, অপরিমিত আয়ু লাভ করে লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম করে কৃতকৃত্য হবো। ৭॥ সূর্যের জ্যোতি ও বর্চ-রূপ বর্মের দ্বারা আমি আবৃত, অতএব দৈব বাণগুলি আমার প্রতি প্রেরিত না হোক, সেরূপ মানুষের প্রেরিত বাণসকলও যেন আমার কাছে না আসে। ৮॥ আমি সত্যের দ্বারা (অথবা আদিত্যরূপ ব্রহ্মের দ্বারা) রক্ষিত, সেরূপ সকল ঋতু, ভূত ও ভব্য (উৎপস্যমান) পদার্থ সকলের দ্বারা রক্ষিত হয়েছি, অতএব নরকের হেতুরূপ পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে এবং মৃত্যুদেবও যেন আমার কাছে না আসে। আমি মন্ত্রাত্মা জলের দ্বারা রক্ষা কামনায় অন্তর্ধান করব। (জলে অন্তর্হিত প্রাণীকে যেমন কেউ দেখতে পায় না, সেরূপ আমি মন্ত্রময় জলের দ্বারা পাপাদি রহিত হয়ে নিজেকে রক্ষা করব)। ৯॥ অগ্নিদেব স্বাশ্রিতরক্ষক হয়ে সকল ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুক। সূর্যদেব উদয়কালেই (সর্প, অগ্নি, ব্যাঘ্র, কণ্টকাদিরূপ) মৃত্যুর পাশগুলিকে অপসারিত করুক, যাতে আমাকে স্পর্শ না করে। রাতের অন্ধকার-নিবারক উষাদেবতাসকল (উষার অভিমানী দেবগণ) এবং স্থির (হিমালয়াদি) পর্বতসকল মৃত্যুর পাশগুলি অপসারিত করুক (অথবা আমাকে অনুগ্রহ করুক)। তাদের অনুগ্রহে সহস্র প্রাণ আমাতে কার্য করুক। (এখানে ব্যাপারভেদে প্রাণের অপরিমিতত্ব বলা হয়েছে অথবা চক্ষুরাদিতেও প্রাণশব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় জন্য মুখ্য প্রাণের মত ইন্দ্রিয়াদির স্থৈর্য আশা করে তাদের ব্যাপার-বাহুল্যে এখানে সহস্র প্রাণের কথা বলা হয়েছে)। ১০॥

টীকা : ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত।

অষ্টাদশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ও চিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্ ।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১ ॥
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎ সলক্ষ্মা যদ্ বিষুরূপা ভবাতি ।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২ ॥
উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিৎ ত্যজসং মর্ত্যস্য ।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩ ॥
ন যৎ পুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতং বদন্তো অনৃতং রপেম ।
গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নৌ নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪ ॥
গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥
কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্ ।
আসন্নিষূন্ হৃৎস্বসো ময়োভূন্ য এষাং ভৃত্যামৃণধৎ স জীবাৎ ॥ ৬ ॥
কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ইহ প্র বোচৎ ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ ॥ ৭ ॥
যমস্য মা যম্যং কাম আগন্‌ৎসমানে যোনৌ সহশেয্যায় ।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্ বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৮ ॥
ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি ।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৯ ॥
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ যমীর্যমস্য বিবৃহাদজামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : (যমীর বাক্য—) গর্ভবাস প্রভৃতিতে একসঙ্গে অবস্থান করায় মিত্ররূপ যমকে সম্ভোগাদির জন্য বিস্তীর্ণ সমুদ্র প্রদেশে আমার অনুকূল করব। তারপর পিতার পৌত্রকে যম আমার গর্ভে উৎপন্ন করবে। সে যম কেবল নিজ লোকে দীপ্যমান নয়, ভূলোকেও সকল প্রাণীর সংহারকরূপে খ্যাতিসম্পন্ন। ১ ॥ (যমের বাক্য—) তোমার সাথে এক উদরে উৎপন্ন বলে মিত্ররূপ যম এরূপ ভ্রাতা-ভগ্নীর (সম্ভোগরূপ) সখ্য কামনা করে না। সহজাতা কখনও ভগ্নীত্বরূপ সম্বন্ধ ত্যাগ করে ভার্যা হয় না। দ্যুলোকের পালক, সর্বত্র ব্যাপ্ত, বিক্রমশীল রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণও তা নিবারণ করবে। ২ ॥ (যমীবাক্য) হে যম, রুদ্রপুত্রগণ নিবারণ করবে—এ কথা বলো না, অমর মরুদ্দেবগণ আমার প্রার্থমান কর্ম কামনা করে। অসাধারণ মানুষের গর্ভ থেকে উৎপত্তি তারা চায়। অতএব তোমার মন আমাতে স্থাপন কর, আমাদের মন এক হোক। তারপর পুত্রের জনক তুমি আমার পতি হয়ে ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ করে আমার তনুতে প্রবেশ কর। ৩ ॥ (যমবাক্য) পূর্বে কোন কালে এরূপ কর্ম করিনি, এখন কিজন্য এরূপ নিন্দিত কর্ম করব ?

আমরা সত্যবাদী, কখনও অসত্য আচরণ চিন্তাও করি না। অন্তরিক্ষলোকে জলের ধারক (গন্ধর্ব) আদিত্য সাক্ষিরূপে অবস্থান করছে এবং সেখানে আদিত্য-ভার্যাও আছে, তারা আমাদের উভয়ের উৎপত্তিস্থান। যেহেতু আমাদের মাতাপিতা এক এবং তাঁরা সন্নিহিত রয়েছেন, অতএব, তোমার অভীষ্ট কার্য আমি করতে পারি না। ৪ ॥ (যমীবাক্য) স্রষ্টাদেব গর্ভেই আমাদের দম্পতীরূপে সৃষ্টি করেছেন, তিনি বিশ্বকর্মা সকলের প্রেরক বিশ্বস্রষ্টা সবিতা দেব। সে সবিতা দেবের কর্ম কেউ অতিক্রম করে না। এ আমি স্বকার্য-সিদ্ধির জন্য বলছি না, ত্বষ্টার এ কর্ম (দম্পতিকরণ-রূপ) পৃথিবী দেবী ও দ্যুলোকের দেবগণ জানেন। ৫ ॥ (যমবাক্য) আজকাল সত্যের ভার বহনকার্যে বলীবর্দ-স্থানীয় কে সত্যবাক্য যুক্ত করে? অর্থাৎ কেউ সত্য বলে না। জগতে সত্য বাক্য জয়লাভ করে, সত্য কথায় ক্রোধ ও লজ্জা নেই। সর্বদা সত্যসংকল্পযুক্ত ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে নির্গত বাক্য সকলের সুখকর হয়, অসত্য বাক্য কারও প্রীতিকর হয় না। মহান পুরুষ সত্যবাক্যে বর্ধন করে এবং তার মহিমার চিরকাল জীবিত থাকে। ৬ ॥ (যমীবাক্য) আমাদের সঙ্গম-দিবস কে জানে, এ কর্ম কে দেখবে, দেখে কে অপরকে বলবে, এর কোন জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও বক্তা নেই। মিত্রদেবের স্থান দিন ও বরুণের স্থান রাত, এর মধ্যে কোন সময় সম্ভোগের জন্য নির্দিষ্ট? হে ক্লেশদানকারী, বিবিধ সঞ্চরণশীল মানুষরা রয়েছে, একথা কেন বলছ? । ৭ ॥ যমী আমার যমবিষয়ে অভিলাষ হয়েছে, জায়া যেমন পতির জন্য দেহবিস্তার করে, সেরূপ আমি যমের জন্য দেহ দান করছি, রথচক্র যেমন অক্ষের সাথে যুক্ত হয়, সেরূপ আমাদের মিলন হোক। ৮ ॥ এ লোকে যে দেবতার চরেরা ভ্রমণ করে তাদের কেউ একত্র অবস্থান করে না, তাদের নিমেষ পড়ে না, তারা সদা জাগরূক। হে ক্লেশদানকারী, আমাকে ত্যাগ করে অপরের সাথে সঙ্গম কর, শীঘ্র গিয়ে তার সাথে মিলিত হও, যেমন রথের চাকা অক্ষের সাথে যুক্ত হয়। ৯ ॥ এ যমের উদ্দেশে যজমান দিন রাত হবি প্রদান করুক, এজন্য সূর্যদেবের চক্ষু (প্রকাশক তেজ) উন্মীলিত হোক অর্থাৎ এর ভোগের জন্য সূর্যোদয় হোক। দ্যুলোক পৃথিবীর সাথে মিথুনভাবে যুক্ত হোক, যমী যমের ভগিনীরূপ বন্ধুত্ব পরিহার করে মিলিত হোক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। অষ্টাদশ কাণ্ডে চারটি অনুবাক, এ কাণ্ডে শবদাহে অগ্নি দানের পর সাত, নয়, বা একাদশ এরূপ বিষম সংখ্যক ব্রাহ্মণগণ পূর্ব মুখ হয়ে মন্ত্রাদি জপ করবে। তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার প্রথম দুটি সূক্তে বৈবস্বত যম ও যমীর সংবাদ আছে। যমী সম্ভোগের জন্য যমের কাছে প্রার্থনা করেছে, কিন্তু যম তা অনুচিত বলে নানা যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রথম চারটি সূক্তের কাণ্ডানুযায়ী বিনিয়োগ।

দ্বিতীয় সূক্ত

আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১ ॥
কিং ভ্রাতাসদ্ যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নির্ঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বেতদ্ রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ২ ॥
ন তে নাথং যম্যত্রাহমস্মি ন তে তনূং তন্বা সং পপৃচ্যাম্।
অন্যেন মৎ প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ৩ ॥

ন বা উ তে তনূং তন্বা সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ ।
অসংযদেতন্মনসো হৃদো মে ভ্রাতা স্বসুঃ শয়নে যচ্ছয়ীয় ॥ ৪ ॥
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম ।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতৈ লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ৫ ॥
অন্যমূ ষু যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতৈ লিবুজেব বৃক্ষম্ ।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সম্বিদং সুভদ্রাম্ ॥ ৬ ॥
ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যেতিরে পুরুরূপং দর্শতং বিশ্বচক্ষণম্ ।
আপো বাতা ওষধয়স্তান্যেকস্মিন্ ভুবন আর্পিতানি ॥ ৭ ॥
বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ ।
বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া স যজ্ঞিয়ো যজাতি যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ ॥ ৮ ॥
রপদ্ গন্ধর্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু নো মনঃ ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বি বোচতি ॥ ৯ ॥
সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্বতী ।
যদীমুশন্তমুশতামনু ক্রতুমগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ (যমবাক্য) আগামী কালে অহোরাত্রির যুগলরূপে দিনগুলি আসুক যখন ভগ্নীরা অবন্ধুর মত (অর্থাৎ ভার্যার মত) ব্যবহার করবে। হে যমী, তুমি সম্ভোগের জন্য অপরের প্রতি তোমার বাহু বিস্তার কর। হে কামিনি, আমি ছাড়া অন্যকে পতিরূপে কামনা কর। ১ ॥ (যমীবাক্য) সে ভাই না থাকার মত, যার বর্তমানে ভগ্নী অনাথ হয় (অর্থাৎ অপেক্ষিত কামশূন্য হয়); সে ভগ্নী নিন্দনীয় যার বর্তমানে ভ্রাতা দুঃখ লাভ করে। যেহেতু আমি অনাথা, অতএব বহুবিধ কামযুক্ত হয়ে এরূপ প্রলাপ করছি, আমার প্রলাপের সার্থকতার জন্য তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর সম্পর্ক-যুক্ত কর। ২ ॥ (যমবাক্য) হে যমী, এ বিষয়ে আমি তোমার অভিমতার্থ-সম্পাদক ভ্রাতা নই, তোমার শরীরের সাথে সংস্পর্শ করব না, এটা নিশ্চিত। অতএব আমি ছাড়া অন্য পুরুষের সাথে প্রমোদ লাভ কর। হে সুভগে, তোমার এ ভ্রাতা কখনও এ কর্ম কামনা করে না। ৩ ॥ হে যমী, তোমার দেহের সাথে আমার দেহের কখনও সম্পর্ক করতে পারি না। ধর্মরহস্যবিদগণ ভ্রাতা ভগ্নীর সম্ভোগ করবে— এরূপ পাপ নিষেধ করেছেন। এ কর্ম কেবল পারলৌকিক পাপ নয়, কিন্তু এতে দৃষ্ট বাধা আছে। এ কর্ম মনের সাথে প্রাণ অপহরণ করে, যে কর্মে ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে একশয্যায় শয়ন করে। ৪ ॥ (যমীবাক্য) হে যম, তুমি অতি দুর্বল, তোমার মন আমাতে নেই, তুমি উদাসীন তোমার হৃদয় আমরা জেনেছি। অপর কোন কামিনী তোমাকে আলিঙ্গন করেছে, এজন্য আমাকে অবজ্ঞা করলে। তুমি পরাধীন, অতএব তুমি দুর্বল। অশ্বের বক্ষ-প্রদেশের রজ্জু যেমন অশ্বকে আলিঙ্গন করে, লতা (লতান গাছ) যেমন বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন করে (অর্থাৎ মূল থেকে অগ্রভাগ পর্যন্ত বেষ্টন করে) সেরূপ অপর কোন কামিনী তোমাকে অধীন করে রেখেছে। ৫ ॥ (যমবাক্য) যমী, লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেরূপ তুমি অন্য কোন পুরুষকে আলিঙ্গন কর, সেও তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তোমার মন তার অনুসরণ করুক, তার মন তোমার অনুকূলে ভজন করুক। তারপর অত্যন্ত কল্যাণকর সুখানুভব লাভ কর। ৬ ॥ ক্রান্তপ্রজ্ঞ মহর্ষিগণ জগতের নির্বাহের জন্য তিনটি ছন্দ নির্দেশ করেছেন— জল, বায়ু ও ওষধি; তার মধ্যে জল নানারূপে দর্শনীয়, স্পৃহনীয় রূপে প্রিয়দর্শন ও বিশ্বের দ্রষ্টা। এরূপ বায়ু প্রাণরূপে বহুরূপ, দর্শনীয়

সূত্রাত্মারূপে বিশ্বের দ্রষ্টা এবং ওষধিসকলও এরূপ। তাদের দ্বারা এ ভূলোক আচ্ছন্ন হয়েছে। ৭ ॥ কাম ও জলবর্ষক মহান অগ্নি ঘৃত দুগ্ধাদি প্রদানকারী যজমানের ভোগের জন্য অখণ্ডনীয় দ্যুলোক থেকে জল বর্ষণ করে। সে অগ্নি অন্যের দ্বারা অহিংসিত হয়ে সব কিছু প্রজ্ঞানের দ্বারা জানে. যেমন বরুণদেব বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু জানে। সে যজ্ঞিয়াহ অগ্নি যথাকালে যষ্টব্য দেবতাদের যাগ করে। ৮ ॥ জলের ধারক আদিত্যোৎপন্না ভারতী ও জলস্থায়িনী সরস্বতী আমার দ্বারা অগ্নির স্তুতি করুক। স্তোতা আমার নাদরূপ ধ্বনিতে আমার মন রক্ষা করুক। তারপর দেবমাতা অদিতিদেবী আমাদের ইষ্টফলে (অথবা যাগে) স্থাপন করুক। ভ্রাতার মত পোষক হিতকারী মুখ্য অগ্নি 'এ সাধু যাগকারী' এ কথা আমাকে বলুক। ৯ ॥ সে কল্যাণী মন্ত্ররূপ শব্দযুক্তা, মানুষের উপভোগের জন্য হবিরূপ অন্নযুক্তা ও আদিত্যের সাথে যুক্তা উষা মানুষের ব্যবহারের জন্য (অথবা যজমানের অগ্নিহোত্রাদির জন্য) প্রাদুর্ভূত হয়েছে অর্থাৎ অন্ধকার দূর করেছে। যে-কালে কাময়মান, দেবতাদের আহ্বাতা, হোমনিষ্পাদক অগ্নিকে যজ্ঞের জন্য কামনাকারী যজমানদের প্রদত্ত হবি দেবতাদের কাছে নেবার জন্য অধ্বর্যুগণ উৎপন্ন করেন। ১০ ॥

তৃতীয় সূক্ত

অব ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে।
যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত ॥ ১ ॥
সদাসি রণ্বো যবসেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ।
বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্থ্যো বাজং সসবাঁ উপযাসি ভূরিভিঃ ॥ ২ ॥
উদীরয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্যতো হৃত্ত ইষ্যতি।
বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখস্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী ॥ ৩ ॥
যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্তো অখ্যৎ সহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে।
ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈরা স দ্যুমাঁ। অমবান্ ভূষতি দ্যূন্ ॥ ৪ ॥
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৫ ॥
যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
রত্না চ যদ্ বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ ॥ ৬ ॥
অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
অনু সূর্য উষসো অনু রশ্মীননু দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৭ ॥
প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যৎ প্রত্যহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
প্রতি সূর্যস্য পুরুধা চ রশ্মীন্ প্রতি দ্যাবাপৃথিবী আ ততান ॥ ৮ ॥
দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা।
দেবো যন্মর্তান্ যজথায় কৃণ্বাৎসীদদ্ধোতা প্রত্যঙ্ স্বমসুং যন্ ॥ ৯ ॥
দেবো দেবান্ পরিভূর্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্।
ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকো মন্দ্রো হোতা নিত্যো বাচা যজীয়ান্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্ন্যাদি দেবতার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে পক্ষী (গায়ত্রী) দেবতা ও মানুষের ভক্ষণীয় মহান বিচক্ষণ সোম আহরণ করেছিল। (গায়ত্রী পক্ষী-রূপ ধরে দ্যুলোক থেকে সোম এনেছিল)। সোম আনা হলে আর্য যজমানগণ যখন দর্শনীয় হোমনিষ্পাদক অগ্নিকে হোতারূপে বরণ করে, তখন অগ্নিষ্টোমাদি

কর্ম সম্পন্ন হয়। (অগ্নি ছাড়া কোন কাজ সিদ্ধ হয় না জন্য যখন যজমানেরা তার বরণ করে, তখন কর্ম নিষ্পন্ন হয়—এ কথা বলায় হোতৃত্বের উপযোগীরূপে অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে)। ১॥ হে অগ্নি, তুমি সুষ্ঠু যাগনিবর্তক, হোমসাধন আজ্যাদির দ্বারা পোষণকারী যজমানের কাছে তুমি সর্বদা দর্শনীয় হও, হরিত তৃণাদির দ্বারা গবাদি পশু যেমন প্রভুর কাছে রমণীয় হয়। যে তুমি যজমানের প্রশংসা করে স্তুত হয়ে মেধাবী যজমানের হবিরূপ অন্নাদি ভক্ষণ করে বহু কামের দ্বারা (অথবা বহু দেবতার সাথে) এসে থাক, অতএব তুমি সর্বদা যজমানের রমণীয়। ২॥ হে অগ্নি, তুমি মাতা পিতার কাছে (মাতা পৃথিবী, পিতা দ্যুলোক, তাদের কাছে) তোমার তেজ প্রকাশ কর অর্থাৎ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হও, রাত্রির জারক আদিত্য যেমন নিজ প্রকাশ দ্যাবাপৃথিবীর প্রতি প্রেরণ করে, সেরূপ তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকে তোমার তেজ ছড়িয়ে দাও। যজমান যে দেবতাদের যাগ করতে ইচ্ছা করে, স্পৃহণীয় অগ্নি হৃদয় থেকে নিজেই তাদের যাগ করতে ইচ্ছা করে। হবির বাহক, মখসাধন (অথবা পূজনীয়) অগ্নি শোভন কর্ম করতে ইচ্ছুক যজমানকে 'তোমার অভিলষিত ফল দেব' এ কথা বলে। বর্ধিষ্ণু যজমানের উদ্দেশে বলবান অগ্নি যাগকর্মের জন্য আসে। ৩॥ হে অগ্নি, তোমার শোভন বুদ্ধির (অনুগ্রহের) কথা মরণশীল মানুষ অপরকে বলে থাকে। হে বলপুত্র অগ্নি, তোমার অনুগৃহীত যজমান সর্বত্র বিশ্রুত হয় এবং সকলের আকাঙ্ক্ষিত অন্ন লাভ করে, বহু অশ্বের দ্বারা বাহিত রথে গমন করে, দীপ্তিমান ও বলবান হয়ে বহুদিন অবস্থান করে। ৪॥ হে অগ্নি, দেবতাদের সাধারণ যাগগৃহে তুমি আমাদের আহ্বান শোন। তার জন্য জলের লোক রথ যুক্ত কর। তার আমাদের জন্য দেবগণ যাদের পুত্র, সে দ্যাবাপৃথিবীকে (তদ্রূপা দেবীকে) যজ্ঞের জন্য আনয়ন কর। তুমি দেবতাদের সাথে চলে যেয়ো না, সর্বদা আমাদের যাগগৃহে থাক। (অথবা দেবতাদের মধ্যে কেউ যেন চলে না যায়, সকলেই যেন থাকে।। ৫॥ হে স্রষ্টা অগ্নি, যখন দেবতাদের মধ্যে পূজনীয়া দৈবী সমিতি হয়, হে অন্নবান অগ্নি, যখন তুমি রমণীয় ধনাদি স্তোতাদের মধ্যে ভাগ কর, তখন আমাদের প্রভূত ধনযুক্ত ভাগ দাও। ৬॥ উষার আগে প্রথম জাতবেদা অগ্নি সূর্য, উষা, রশ্মি ও দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করে। সকল দেবতা ও মানুষের আশ্রয়রূপে, সকলের উপকারকরূপে দ্যাব্যাপৃথিবী স্তুতিযুক্ত হয়ে যজ্ঞের জন্য স্তোতার শ্রবণযোগ্য হয়, যখন দ্যোতমান অগ্নি মানুষদের যাগের জন্য হোতা-রূপে যজমানের সামনে নিজের (জ্বালারূপ) যাগবিষয়ক বল প্রকাশ করে অবস্থান করে। ৭॥ হে অগ্নি, দ্যোতমান তুমি যজ্ঞের দ্বারা যষ্টব্য দেবতাদের তোমার অধীন করে, তাদের প্রধানরূপে 'এরা যাগযোগ্য'—এ জেনে আমাদের প্রদত্ত হবি সে দেবতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। তুমি ধূমের দ্বারা জ্ঞাত, সমিধের দ্বারা দীপ্ত, আনন্দপ্রদ, দেবতাদের আহ্বাতা, অবিনাশী ও স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা যাগযোগ্য। ১০॥

চতুর্থ সূক্ত

অর্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে।
অহা যদ্ দেবা অসুনীতিমায়ন্ মধ্বা নো অত্র পিতরা শিশীতাম্॥ ১॥
স্বাবৃগ্ দেবস্যামৃতং যদী গোরতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্বী।
বিশ্বে দেবা অনু তৎ তে যজুর্গুর্দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ॥ ২॥

কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদ।
মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাংছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি ॥ ৩ ॥
দুর্মন্ত্বত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্ বিষুরূপা ভবাতি।
যমস্য যো মনবতে সুমন্ত্বগ্নে তমৃষ্ব পাহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৪ ॥
যস্মিন্ দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ন্তে।
সূর্যে জ্যোতিরদধুর্মাস্যক্তূন্ পরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা ॥ ৫ ॥
যস্মিন্ দেবা মন্মনি সঞ্চরন্ত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম।
মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্‌ৎসবিতা দেবো বরুণায় বোচৎ ॥ ৬ ॥
সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে।
স্তুষ উ ষু নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥ ৭ ॥
শবসা হ্যসি শ্রুতো বৃত্রহত্যেন বৃত্রহা।
মঘৈর্মঘোনো অতি শূর দাশসি ॥ ৮ ॥
স্তেগো ন ক্ষামত্যেষি পৃথিবীং মহী নো বাতা ইহ বান্তু ভূমৌ।
মিত্রো নো অত্র বরুণো যুজ্যমানো অগ্নির্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকম্ ॥ ৯ ॥
স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং জনানাং রাজানং ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্।
মৃড়া জরিত্রে রুদ্র স্তবানো অন্যমস্মৎ তে নি বপন্তু সেন্যম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলের ধারক দ্যাবাপৃথিবী, তোমার কর্মবৃদ্ধির জন্য স্তুতি করছি। হে দ্যাবাপৃথিবী, সকল প্রাণীর নিরোধক বলে (অথবা বৃষ্টি ও ফলের প্রতিবন্ধক-রূপে তাদের রোদনকর্তা বলে) তোমরা আমার স্তুতি শোন। যে দিন তোমাদের স্তোতা ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞের জন্য বল সঞ্চয় করবে, তখন মাতা পিতা (পৃথিবী মাতা, দ্যুলোক পিতা) তোমরা জলদানে আমাদের বর্ধন কর। ১ ॥ সকল প্রাণীর জন্য আহৃত, অমৃতের মত উপকারক জল যখন দ্যোতমান অগ্নির রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়, তখন অমৃতরূপে বৃষ্টির জলের দ্বারা জাত ওষধিগুলি দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করে। (পৃথিবীস্থ ও দ্যুলোকস্থ প্রাণীদের তিল, ব্রীহি প্রভৃতি ওষধিগুলি উপজীব্য বলে সে লোক-নিবাসীদের ধারণের দ্বারা এখানে দ্যাবাপৃথিবীর ধারকত্ব উপচারিত হয়েছে)। শুভ্রবর্ণ তোমার দীপ্তি দ্যুলোক থেকে ক্ষরিত হয়ে সর্বলোকের আচ্ছাদক জল দোহন করে, হে অগ্নি এ তোমার কর্ম (যজুঃ), সে কর্মজনিত জলের সকল দেবগণ অনুগমন করে। (অথবা যজুঃ-শব্দ এখানে দানার্থে, তোমার জলরূপে দান স্তোতা ঋত্বিক্‌গণ লাভ করে থাকে)। ২ ॥ দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতি রাজা যম কি আমাদের হবি প্রভৃতি গ্রহণ করে? কখন যমের প্রীতিকর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম অতিক্রম করেছি, কে জানে? যমের নিকট অপরাধ পরিহারের জন্য দেবতাদের আহ্বায়ক, মিত্রের মত হিতকারী অগ্নি আছে। আমাদের রক্ষার জন্য স্তুতি ও হবির দ্বারা অগ্নিকে পরিতুষ্ট করে যমের কাছে অপরাধ পরিহার করব। ৩ ॥ যমের কাছে স্ত্রীর সম্ভোগ প্রার্থনায় যে নিন্দা আছে এবং যে ব্যক্তি যমরাজের স্তুতি করে, হে দর্শনীয় অগ্নি, তুমি সে স্তোতাকে বিস্মৃত না হয়ে রক্ষা কর। ৪ ॥ যজ্ঞনির্বর্তক যে অগ্নির বর্তমানে ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞে আনন্দ লাভ করে, যার বর্তমানে মানুষেরা সূর্যলোকে কর্মফলভোগ করে সুখে অবস্থান করে, যে অগ্নির দ্বারা দেবগণ সূর্যে লোকত্রয়-প্রকাশক তেজ এবং চন্দ্রে তমোনিবর্তক রশ্মি স্থাপন করেছে, সে দ্যোতমান অগ্নির চারদিকে সূর্য ও চন্দ্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করছে। ৫ ॥ বরুণের যে অন্তর্হিত স্থানে দেবগণ বিচরণ করে, সে স্থান আমরা জানি না। অন্তর্হিত স্থানে স্থিত বরুণের কাছে সবিতাদেব, দেবমাতা অদিতি ও মিত্রদেব

হে অগ্নি, তোমার অনুগ্রহে নিরপরাধ আমাদের কথা বলুক। ৬ ॥ হে বন্ধুগণ, আমরা বজ্রধারী ইন্দ্রের কর্ম করতে ইচ্ছা করছি। সকল দেবগণের মুখ্য, শত্রুদের ধর্ষক ইন্দ্রের প্রীতির জন্য স্তুতি করছি। ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃত্রহন্তা, বৃত্রাদি অসুরবিনাশ-সামর্থ্যে তুমি বিশ্রুত। হে শূর, বহুবিধ ধনযুক্ত তুমি, আমাদের ধন দাও। ৮ ॥ বর্ষাকালে মণ্ডুক যেমন সকল পৃথিবীতে ভ্রমণ করে, সেরূপ মহান বায়ু অগ্নি-সহায়ে আমাদের সুখের জন্য এ ভূমিতে প্রবাহিত হোক। সকল প্রাণীর মিত্ররূপ মিত্রদেব ও বরুণদেব, বনে অগ্নি যেমন তৃণগুল্মাদি দগ্ধ করে, সেরূপ এ কর্মে যুক্ত হয়ে আমাদের শোক নাশ করুক। ৯ ॥ হে স্তোতা, তুমি শ্মশান-সঞ্চারী, কিরাত-পিশাচাদি জনের রাজা, ভীতিজনক, বিনাশকারী, বলশালী মহানুভাব রুদ্রের স্তুতি কর। সকলের দুঃখহরণকারী হে রুদ্র, আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের সুখ দাও, তোমার সৈন্যগণ আমাদের ছাড়া অন্য বিদ্বেষকারীর কাছে যাক। ১০ ॥

পঞ্চম সূক্ত

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো হবন্তে সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ১ ॥
সরস্বতীং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বমনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ২ ॥
সরস্বতি যা সরথং যযাথোক্থৈঃ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
সহস্রার্ঘমিড়ো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি ॥ ৩ ॥
উদীরতামবর উৎ পরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ৪ ॥
আহং পিতৃন্ৎসুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো যে অপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু দিক্ষু ॥ ৬ ॥
মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবাংস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ৭ ॥
স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ম্।
উতো ন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু ॥ ৮ ॥
পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরিতি বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা সপর্যত ॥ ৯ ॥
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেতা এনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : শ্মশানাগ্নির (বা যমের) প্রীতির জন্য বাগ্দেবতার আহ্বান করা হয়, সেরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের আরম্ভ হলে সরস্বতীর আহ্বান করা হয়। সুকৃত জনগণ স্বাভিমত ফল লাভের জন্য সরস্বতীর আহ্বান করছে। সরস্বতী দেবী হবিদানকারী যজমানকে বরণীয় বস্তু দিক। ১ ॥ বেদির দক্ষিণভাগে ব্যাপ্ত পিতৃপুরুষগণ সরস্বতীদেবীর আহ্বান করে। (বেদির দক্ষিণদিকে সমস্ত পৌত্রক কর্ম করা হয়। পিতৃগণেরও স্বধালাভের জন্য সরস্বতীর অপেক্ষা আছে)। হে পিতৃগণ, তোমরা এ যজ্ঞে উপবেশন করে আমাদের দত্ত স্বধার দ্বারা তৃপ্ত হও। হে সরস্বতি, পিতৃগণের

দ্বারা আহূত হয়ে তুমি ব্যাধিরহিত অভিমত অন্ন আমাদের দাও। ২॥ হে দেবি সরস্বতি, শস্য ও স্বধা অন্নে তৃপ্ত হয়ে তুমি পিতৃগণের সাথে একরথে যাচ্ছ। তুমি বহুমূল্য অন্নের ভাগ ও গবাদি ধনের পুষ্টি যজমানকে (আমাকে) দাও। ৩॥ কনিষ্ঠ পুত্র পৌত্রাদি, উৎকৃষ্ট বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ও মধ্যম পিতৃ-পিতামহাদি (অথবা তপ আদি মহত্বের তারতম্যে কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম অঙ্গিরা প্রভৃতি পূর্বতন পিতৃগণ), সোম-সম্পাদক তোমরা উত্থিত হও। যারা লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যারা অহিংসক ও সত্যবিৎ, সে পিতৃগণ এ আহ্বানে আমাদের রক্ষা করুক। ৪॥ আমি কল্যাণকারী পিতৃগণকে জেনেছি, সেরূপ যজ্ঞনির্বাহক অগ্নি ও সবনত্রয়ের ক্রম জেনেছি। যে বর্হিষদ পিতৃগণ স্বধা ও অভিষুত সোমের ভজনকারী, তারা নিকটে আসুক। ৫॥ সে সকল পিতৃগণের উদ্দেশে আজ নমস্কার-বাণী উচ্চারিত হচ্ছে—যারা পূর্বে পিতৃলোকে গিয়েছেন, যারা পরে গিয়েছেন, যারা এ ভূলোকে স্থিত এবং যারা পূর্বাদি নানা দিকে অবস্থান করছেন। ৬॥ (মাতলী, যম ও বৃহস্পতি পিতৃগণের নেতা ও দেবতা)। মাতলী দেব পিতৃগণের সাথে যজমান-প্রদত্ত হবির দ্বারা বর্ধিত হচ্ছে, সেরূপ যমদেব অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃগণের সাথে এবং বৃহস্পতিদেব অর্চনীয় ঋক্ক নামক পিতৃগণের সাথে বর্ধিত হচ্ছে। যে দেবগণ যজ্ঞে পিতৃগণের বর্ধন করছে এবং যে পিতৃগণ স্বধাপ্রদানে দেবগণের বর্ধন করছে, সে পিতৃগণ এ আহ্বানে আমাদের রক্ষা করুক। ৭॥ এ অভিষুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র মদযুক্ত ও বহু রসযুক্ত। এ সোমপানকারী ইন্দ্রকে সংগ্রামে কেউ সহ্য করতে পারে না। ৮॥ সকল ভূমি অতিক্রম করে বর্তমান, পিতৃলোকগত সকলের জ্ঞাতা, মৃতজনের প্রাপ্তিস্থানরূপ, বৈবস্বত রাজা যমকে হবির দ্বারা পূজা কর। ৯॥ যমদেব আমাদের মৃতদের গমনপথ পূর্বগামী হয়ে জানে, যমের নেতব্য, মৃতের গন্তব্য পথ দেবতা বা মানুষ কেউ পরিহার করতে পারে না। (আত্মসাক্ষাৎকার-রহিত সকল পুরুষের নিজ নিজ কর্মফল ভোগের জন্য পিতৃলোক-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী)। যে পথে আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ গিয়েছেন এবং যে পথে আবার ফিরে এসে নিজ কর্মানুযায়ী হিতকর পথ লাভ করেছেন, তা যম জানে। (স্ব-স্ব-কর্মোপার্জিত স্থানগুলি সকলের হিতকর হয়)। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। পিতৃমেধকর্মে 'সরস্বতীং দেবয়ন্তঃ'—ইত্যাদি সূক্তে অগ্নিদাতা কনিষ্ঠ পুত্র চিতার দক্ষিণভাগে আজ্যের দ্বারা সারস্বত হোম করবে। সেরূপ শবদাহ স্থান প্রক্ষালন করবে এবং পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞে এ ঋক্‌মন্ত্রে গর্ত খুঁড়বে—ইত্যাদি বিবিধ বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ সূক্ত

বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্‌।
ত আ গতাবসা শন্তমেনাধা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ১ ॥
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেদং নো হবিরভি গৃণন্তু বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ২ ॥
ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি তেনেদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ৩ ॥
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্যাণৈর্যেনা তে পূর্বে পিতরঃ পরেতাঃ।
উভা রাজানৌ স্বধয়া মদন্তৌ যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্‌ ॥ ৪ ॥

অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্ ।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৫ ॥
উশন্তস্ত্বেধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি ।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৬ ॥
দ্যুমন্তস্ত্বেধীমহি দ্যুমন্তঃ সমিধীমহি ।
দ্যুমান্ দ্যুমত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৭ ॥
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৮ ॥
অঙ্গিরোভির্যজ্ঞিয়ৈরা গহীহ যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব ।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্ বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৯ ॥
ইমং যম প্রস্তরমা হি রোহাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষো মাদয়স্ব ॥ ১০ ॥
ইত এত উদারুহন্ দিবস্পৃষ্ঠান্যারুহন্ ।
প্র ভূর্জয়ো যথা পথা দ্যামঙ্গিরসো যযুঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে বর্হিষদ পিতৃগণ, আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের কাছে এস। তোমাদের জন্য এ হব্য তৈরী করেছি, তা তোমরা সেবা কর। আমাদের ক্লেশরহিত সুখতম রক্ষার জন্য এস এবং আমাদের নীরোগ ও নিষ্পাপ কর। ১ ॥ হে পিতৃগণ, তোমরা সকলে জানুপ্রদেশ কুঞ্চিত করে (ভোজনোচিত হয়ে) বেদির দক্ষিণদিকে উপবেশন করে আমাদের প্রদত্ত এ হবি স্বীকার কর। হে পিতৃগণ, মানুষ বলে আমরা যদি কোন অপরাধ করে থাকি, সে অল্প বা মহৎ অপরাধের জন্য তোমরা আমাদের হিংসা করো না। ২ ॥ ত্বষ্টাদেব নিজ কন্যা সরণ্যুকে সূর্যের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন, যে জন্য এ প্রাণিসকল সঙ্গত হয়েছিল। যমদেবের মাতা সরণ্যু বিবাহের পর অতিশয় প্রভাববিশিষ্ট সূর্যের কাছ থেকে তিরোহিত হয়েছিলেন। ৩ ॥ হে প্রেত, তুমি যমলোকে যাও, যাও, যে পথে মানুষ যমলোকে যায়, সে পথে যাও, যে পথে তোমার পিতৃপিতামহগণ পিতৃলোকে গিয়েছেন। সেখানে ক্ষত্রিয় জাতীয় দুজন রাজা আমাদের দত্ত স্বধার দ্বারা তৃপ্ত হয়ে আছেন. সে লোকে যম ও বরুণদেবকে দেখবে. অতএব সেখানে যাও। ৪ ॥ হে রাক্ষস প্রভৃতি, তোমরা এ দহনস্থান থেকে দূরে চলে যাও। যারা পূর্বে ছিলে এবং যারা নূতন এসেছ, সকলে এ স্থান থেকে চলে যাও। পিতৃগণ এ প্রেত পুরুষকে এ স্থান দিয়েছে এবং ক্ষালনসাধন জলের দ্বারা দিন রাত যমদেব এ প্রেত পুরুষকে অবসান দিয়েছে. অতএব তোমরা চলে যাও। ৫ ॥ হে অগ্নি, এ পিতৃযজ্ঞে যজ্ঞনির্বাহের জন্য তোমার কামনা করে আহ্বান করছি। কামনাকারী আমরা তোমাকে দীপ্ত করছি। যজ্ঞের (অথবা স্বধার) কামনা করে তুমি হবি-স্বীকার ও তা ভক্ষণের জন্য স্বধা-কামনাকারী পিতৃগণকে নিয়ে এস। ৬ ॥ হে অগ্নি, তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিমান আমরা তোমার আহ্বান করছি ; অতি তেজস্বী আমরা তোমাকে দীপ্ত করছি। দীপ্ত তুমি, দীপ্তিমান পিতৃগণকে হবি স্বীকার ও ভক্ষণের জন্য নিয়ে এস। ৭ ॥ অঙ্গিরা প্রভৃতি পূর্বতন মহর্ষিগণ আমাদের পিতৃপুরুষ, নূতন স্তুতিযোগ্য অথর্বগণ ও ভৃগুগণ আমাদের পিতৃপুরুষ, এরা সকলে সোম-সম্পাদক। যজ্ঞার্হ তাদের অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমরা থাকব এবং তাদের কল্যাণকর শুভবুদ্ধি আমরা লাভ করব। ৮ ॥ হে যম, অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃগণের সাথে এবং যজ্ঞার্হ বিরূপ নামক মহর্ষির গোত্রীয়দের সাথে এ যজ্ঞে এসে তৃপ্ত হও। তোমার যে পিতা বিবস্বান, তাকেও আহ্বান করছি, যাতে

তিনি এ আস্তীর্ণ বর্হিতে উপবেশন করে হবি স্বীকার করেন ৯ ॥ হে যম, সামনে আস্তীর্ণ দর্ভে অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃগণের সাথে একমত হয়ে উপবেশন কর। হে রাজা, ক্রান্তপ্রজ্ঞ মহর্ষিগণের স্তুত মন্ত্রগুলি তোমার আহ্বান করুক এবং আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তুমি তৃপ্ত হও। ১০ ॥ শব-সংস্কর্তা পুরুষেরা এ মৃত শরীর ভূপ্রদেশ থেকে ঊর্ধ্বে শকট প্রভৃতিতে তুলেছে, তারপর দ্যুলোকের উপরিতন ভোগ্যস্থানে আরোহণ করাবে, যে পথে ভরণশীল (অথবা পৃথিবীর জয়কারী) অঙ্গিরাগণ দ্যুলোকে গিয়েছেন। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১০। পিণ্ড পিতৃযজ্ঞে এ সূক্তের বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যমায় সোমঃ পবতে যমায় ক্রিয়তে হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১ ॥
যমায় মধুমত্তমং জুহোতা প্র চ তিষ্ঠত।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ২ ॥
যমায় ঘৃতবৎ পয়ো রাজ্ঞে হবির্জুহোতন।
স নো জীবেষ্বা যমেদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ৩ ॥
মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শূশুচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃঁরুপ ॥ ৪ ॥
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমমেনং পরি দত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদো গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথ দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ৫ ॥
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পবতে ষড়ুর্বীরেকমিদ্ বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আর্পিতা ॥ ৬ ॥
সূর্যং চক্ষুষা গচ্ছ বাতমাত্মনা দিবং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মভিঃ।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৭ ॥
অজো ভাগস্তপসস্তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৮ ॥
যাস্তে শোচয়ো রংহয়ো জাতবেদো যাভিরাপৃণাসি দিবমন্তরিক্ষম্।
অজং যন্তমনু তাঃ সমৃণ্বতামথেতরাভিঃ শিবতমাভিঃ শৃতং কৃধি ॥ ৯ ॥
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাবান্।
আয়ুর্বসান উপ যাতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যমদেবের উদ্দেশে (সোমযাগে যজমান কর্তৃক) সোম অভিষুত হচ্ছে। [সোমসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি অনুষ্ঠিত না হলে যম নরকে পতন করাবে—এ ভয়ে যমের প্রীতির জন্য সোম অভিষুত হয়। অথবা পিতৃগণের সাহচর্যে যমের জন্যও সোম অভিষুত হচ্ছে]। যমের জন্য হবির সংস্কার করা হচ্ছে। অগ্নিদূত, স্তোত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা অলংকৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ যমের উদ্দেশে যাচ্ছে। (দূত যেমন প্রভুর প্রদত্ত ধনাদি যথাযথ দাতব্য পুরুষদের দেয়, সেরূপ অগ্নিও যজমানের প্রদত্ত

হবি দেবতাদের প্রদান করে বলে অগ্নিদূত বলা হয়েছে অর্থাৎ অগ্নি যে যজ্ঞের দূত)। ১ ॥ হে যজমানগণ, যমদেবের উদ্দেশে মধুরতম সোম আজ্যাদি হবি অর্পণ কর এবং যমের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা (সমাপ্তি) কর। পূর্বজাত পূর্বতন পথিকৃৎ মন্ত্রদ্রষ্টা অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের উদ্দেশে নমস্কার কর। ২ ॥ হে যজমানগণ, রাজা যমের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ ও হবি অর্পণ কর। হবি লাভ করে যম জীবিত আমাদের যাতে মৃত্যু না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করুক এবং আমাদের জন্য দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করুক। ৩ ॥ হে অগ্নি, এ প্রেতকে তুমি অতিমাত্রায় দগ্ধ করো না, অত্যন্ত শোক দিও না, এর ত্বক্ ভেদ করো না এবং শরীর ছিন্ন করো না। যখন তুমি এর শরীর হবি-যোগ্য পক্ক কর, হে জাতবেদা অগ্নি, তারপর একে তুমি পিতৃগণের কাছে পাঠিয়ে দাও। ৪ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি একে পক্ক করে, দাহের দ্বারা সংস্কৃত পুরুষকে পিতৃগণের কাছে রক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দাও। তারপর এ দ্যোতমান সূর্যাদি দেবতাদের (ইন্দ্রিয়ের) বশীভূত হবে। ৫ ॥ জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম—এই ত্রিকদ্রুক নিষ্পন্ন করার জন্য যমের উদ্দেশে সোম অভিষুত হচ্ছে। সেরূপ ছ-টি উর্বী অর্থাৎ দ্যৌ, পৃথিবী, দিন, রাত, জল ও ওষধিগুলি—এক মহান যমের উদ্দেশে প্রবর্তিত হচ্ছে। সেরূপ বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দের মন্ত্রগুলি যমের উদ্দেশে অর্পিত হচ্ছে। ৬ ॥ হে মৃত পুরুষ, তুমি চক্ষুর দ্বারে সূর্যের কাছে যাও (সূর্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে চক্ষুই দ্বার-স্বরূপ), মুখ্য প্রাণের দ্বারা সূত্রাত্মা বায়ুর নিকট যাও। এরূপ শরীর-ধারক অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকে যাও, সে অন্তরিক্ষলোকে জলে তোমার হিত হবে। স্থূল শরীরের দ্বারা ব্রীহি যবাদি ওষধির কাছে যাও। অর্থাৎ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হও। ৭ ॥ হে অগ্নি, এ অজ তোমার ভাগ, একে তোমার তেজের দ্বারা সন্তপ্ত কর। তোমার দীপ্তি তোমার এ ভাগকে তাপ দিক, তোমার জ্বালা এ অজকে তপ্ত করুক। হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার যে সুখকর তনু আছে, তা দিয়ে এ প্রেতকে সুকৃত লোকে অর্থাৎ পুণ্যকারী জনের প্রাপ্য স্থানে নিয়ে যাও। ৮ ॥ হে জাতবেদা, তোমার যে শোককর ও বেগযুক্ত তনু আছে, যা দিয়ে তুমি দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোক পূর্ণ কর, তা দিয়ে এ গমনশীল অজকে ব্যাপ্ত কর। আর অন্যান্য সুখকর তনুর দ্বারা এ প্রেতকে পক্ক হবি-যোগ্য কর। ৯ ॥ হে অগ্নি, তোমার হবিরূপে কল্পিত এ প্রেতকে পিতৃলোক-স্থানে ছেড়ে দাও; যে প্রেতপুরুষ তোমার কাছে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়েছে এবং আমাদের দত্ত হবি স্বধাযুক্ত হয়ে গমন করছে। আর পুত্রাদি আয়ুষ্মান হয়ে গৃহে ফিরে যাক এবং সে প্রেত শোভন কান্তিতে পিতৃলোকের অবস্থানযোগ্য শরীরে যুক্ত হোক। (অথবা পুত্রাদি শোভন কান্তিযুক্ত হোক অর্থাৎ পিতার মরণ দুঃখ ভুলে তারা পূর্ণ শরীর লাভ করুক)। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। দ্বিতীয় অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার মধ্যে 'যমায় সোমঃ' ইত্যাদি প্রথম সূক্ত প্রেতের উত্থাপনকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'মৈনমগ্নে' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে কনিষ্ঠ পুত্র প্রেতের শরীরে অগ্নি দেবার পর আত্মীয়-স্বজনরা অগ্নিদান করবে—ইত্যাদি বিবিধ বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

অতি দ্রব শ্বানৌ সারমেয়ৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অধা পিতৄনৎসুবিদত্রাঁ অপীহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥ ১ ॥

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিষদী নৃচক্ষসা।
তাভ্যাং রাজন্ পরি ধেহ্যেনং স্বস্ত্যস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ২ ॥
উরূণসাবসুতৃপাবুদুম্বলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥৩ ॥
সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে।
যেভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৪ ॥
যে চিৎ পূর্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৫ ॥
তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৬ ॥
যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৭ ॥
সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্যম্।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৮ ॥
স্যোনাস্মৈ ভব পৃথিব্যনৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছাস্মৈ শর্ম্ম সপ্রথাঃ ॥ ৯ ॥
অসম্বাধে পৃথিব্যা উরৌ লোকে নি ধীয়স্ব।
স্বধা যাশ্চকৃষে জীবন্ তাস্তে সন্তু মধুশ্চুতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে পিতৃলোকে গমনকারী প্রেত, চারটি চক্ষু-বিশিষ্ট শ্যাম ও শবল নামক সারমেয়-দ্বয়কে (সরমা নামক দেব-কুক্কুরীর পুত্রদ্বয়কে) সমীচীন পথে অতিক্রম করে শোভন হবি-রূপ অন্নযুক্ত (অথবা জ্ঞান যুক্ত) পিতৃগণের কাছে যাও, যে পূর্বতন পিতৃগণ যমরাজের সাথে তৃপ্ত হয়ে অবস্থান করছে। ১ ॥ যমপুরীর রক্ষক, চারটি চক্ষু-যুক্ত যে কুকুর দুটি পিতৃলোকে যাবার পথে অবস্থান করছে, তারা গমনশীল মানুষের দ্রষ্টা। হে পিতৃগণের অধিপতি যমরাজ, তোমার কুকুর দুটি এ প্রেত-পুরুষকে রক্ষা করুক। তোমার লোকে গমনকারী এ পুরুষের অবিনাশ ও বাধাহীন স্থান দাও। ২ ॥ বিস্তীর্ণ নাসিকাযুক্ত, প্রাণীদের প্রাণাপহারক, প্রভূত বলযুক্ত, যমের দুটি দূত প্রাণীদের প্রাণ অপহরণ করার জন্য সর্বত্র সঞ্চরণ করছে, তারা আজ সূর্য দর্শনের জন্য আমাদের শরীরে আবার (পঞ্চবৃত্তিক) প্রাণ দান করুক। ৩ ॥ কোন কোন পিতৃগণের কাছে তাদের উপভোগের জন্য সোম কুল্যারূপে প্রবাহিত হয় (যাদের পুত্রগণ ব্রহ্মযজ্ঞ-সময়ে সাম গান করে), কোন কোন পিতৃগণের কাছে ঘৃত কুল্যারূপে প্রবাহিত হয় (যাদের আত্মীয়গণ ব্রহ্মযজ্ঞে যজুঃ পাঠ করে), অপর পিতৃগণের কাছে মধু প্রবাহরূপে গমন করে (যাদের আত্মীয়গণ ব্রহ্মযজ্ঞে আথর্বাণ মন্ত্র অধ্যয়ন করে), হে ম্রিয়মাণ যজমান (অথবা প্রেত), তুমি সে সকল পিতৃগণের কাছে যাও। ৪ ॥ যে পূর্বপুরুষগণ সত্য (বা যজ্ঞ) ভোগ করেছে, যারা সত্যে উৎপন্ন এবং সত্যের বর্ধক, যারা তপোযুক্ত ও তপস্যার দ্বারা উৎপন্ন, সে অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিদের কাছে, হে যমের দ্বারা নীয়মান প্রেত, তুমি যাও। ৫ ॥ যে লোকেরা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করে পাপ-স্পৃষ্ট হয় নি, যারা যাগাদি সাধনের দ্বারা স্বর্গে গিয়েছে, যারা রাজসূয়াদি মহৎ তপস্যা করেছে, এরা যে লোকে অবস্থান করছে, হে প্রেত, তুমি তাদের কাছে যাও। ৬ ॥ সংগ্রামে যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শরীর ত্যাগ করেছে, যারা সহস্রদক্ষিণাযুক্ত ক্রতুর অনুষ্ঠান করেছে, তারা যে উত্তম লোকে বাস করছে, হে প্রেত, তুমি তাদের কাছে

যাও। ৭॥ সহস্রনয়ন, ক্রান্তদর্শী যারা সূর্য রক্ষা করেছে, যারা তপোযুক্ত ও তপস্যা থেকে উৎপন্ন, সে ঋষিদের কাছে, হে প্রেত, তুমি যাও। ৮॥ হে পৃথিবী (বেদি-রূপা ভূমি) তুমি অনধিকা শয়নযোগ্যা হয়ে এ মুমূর্ষু জনের সুখকরী হও এবং বিস্তীর্ণা হয়ে একে সুখ দাও। ৯॥ হে মুমূর্ষু (অথবা প্রেত), তুমি বাধারহিত বিস্তীর্ণ স্থানে স্থাপিত হও। তুমি জীবিতাবস্থায় দেবতাদের উদ্দেশে যে হবি এবং পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে যে স্বধা অন্ন অর্পণ করেছ, সে স্বধা তোমার মধু-প্রবাহ ক্ষরণ করুক। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। 'অতি দ্রব' ইত্যাদি আটটি ঋক দহ্যমান প্রেতশরীরের উদ্দেশে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

হবয়ামি তে মনসা মন ইহেমান্ গৃহাঁ উপ জুজুষাণ এহি।
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপ বান্তু শগ্মাঃ ॥ ১ ॥
উৎ ত্বা বহন্তু মরুত উদবাহা উদপ্রুতঃ।
অজেন কৃণ্বন্তঃ শীতং বর্ষেণোক্ষন্তু বালিতি ॥ ২ ॥
উদহ্বমায়ুরায়ুষে ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে।
স্বান্ গচ্ছতু তে মনো অধা পিতৄঁরুপ দ্রব ॥ ৩ ॥
মা তে মনো মাসোর্মাঙ্গানাং মা রসস্য তে।
মা তে হাস্ত তন্বঃ কিং চনেহ ॥ ৪ ॥
মা ত্বা বৃক্ষঃ সং বাধিষ্ট মা দেবী পৃথিবী মহী।
লোকং পিতৃষু বিত্ত্বৈধস্ব যমরাজসু ॥ ৪ ॥
যৎ তে অঙ্গমতিহিতং পরাচৈরপানঃ প্রাণো য উ বা তে পরেতঃ।
তৎ তে সঙ্গত্য পিতরঃ সনীড়া ঘাসাদ্ ঘাসং পুনরা বেশয়ন্তু ॥ ৬ ॥
অপেমং জীবা অরুধন্ গৃহেভ্যস্তং নির্বহত পরি গ্রামাদিতঃ।
মৃত্যুর্যমস্যাসীদ্ দূতঃ প্রচেতা অসূন্ পিতৃভ্যো গময়াং চকার ॥ ৭ ॥
যে দস্যবঃ পিতৃষু প্রবিষ্টা জ্ঞাতিমুখা অহুতাদশ্চরন্তি।
পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টানস্মাৎ প্র ধমাতি যজ্ঞাৎ ॥ ৮ ॥
সং বিশন্ত্বিহ পিতরঃ স্বা নঃ স্যোনং কৃণ্বন্তঃ প্রতিরন্ত আয়ুঃ।
তেভ্যঃ শকেম হবিষা নক্ষমাণা জ্যোগ্ জীবন্তঃ শরদঃ পুরূচীঃ ॥ ৯ ॥
যাং তে ধেনুং নিপৃণামি যমু তে ক্ষীর ওদনম্।
তেনা জনস্যাসো ভর্তা যোঽত্রাসদজীবনঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রেত পুরুষ, তোমার মন আমাদের মনের সাথে এ লোকে আহ্বান করছি। আমাদের গৃহে তোমার উদ্দেশে যে ঔর্ধ্বদৈহিক কর্ম করা হচ্ছে, তাতে প্রীত হয়ে এস। সংস্কারের পর পিতৃ, পিতামহ, প্রপিতামহদের সাথে এবং পিতৃগণের অধিপতি যমের সাথে মিলিত হও। পিতৃলোকে গমনকালে তোমার যে পথশ্রম হয়েছে, তা অপনোদনের জন্য নিরন্তর সুখকর বায়ু তোমার কাছে প্রবাহিত হোক। ১॥ হে প্রেত, মরুদ্দেবগণ তোমাকে ঊর্ধ্ব আকাশে নিয়ে যাক। জল-বাহক, ভূমি-প্লাবক, শৈত্য-সম্পাদক মেঘগুলি (সমীপবদ্ধ) অজের সাথে তোমাকে অনুকরণ শব্দে জলবর্ষণে সিক্ত করুক। ২॥ হে প্রেত, তোমার আয়ুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করছি—জীবন, যজ্ঞাদিকর্মে বল ও প্রাণের জন্য (অথবা প্রাণ ও অপান

বায়ুর সঞ্চারের জন্য)। তোমার মন সংস্কার-জন্য অভিনব শরীরে গমন করুক, তারপর বসু প্রভৃতি পিতৃগণের উদ্দেশে যাক। ৩॥ হে প্রেত পুরুষ, তোমার মানস ইন্দ্রিয় তোমাকে যেন পরিত্যাগ না করে, সেরূপ তোমার প্রাণ, হস্তপাদাদি শরীরাবয়ব ও রুধিরাদি কিছুই যেন তোমাকে ত্যাগ না করে। এ লোকে তোমার শরীরের কোন অঙ্গ যেন তোমাকে ত্যাগ না করে অর্থাৎ লোকান্তরে মন, প্রাণাদি সকল অঙ্গের সাথে শরীরযুক্ত হও। ৪॥ হে প্রেত, তোমার আশ্রয়রূপ বৃক্ষ যেন তোমাকে হিংসা না করে, দ্যোতমানা মহতী পৃথিবী (তোমার আশ্রয় রূপ ভূমি) যেন তোমার হিংসা না করে। যম যাদের রাজা, সে পিতৃদেবতাদের লোকে গিয়ে তুমি বর্ধিত হও। ৫॥ হে প্রেত, তোমার যে শরীর অতিক্রম করে চলে গেছে, তোমার অপান বায়ু, প্রাণ বায়ু এবং চক্ষু, শ্রোত্রাদি রূপ (সপ্ত শীর্ষযুক্ত) অন্য প্রাণ, যারা শরীর থেকে নির্গত হয়েছে, তারা পিতৃ দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে ভোগায়তন শরীর থেকে অন্য ভোজনাধিকরণ শরীরে আবার গমন করুক। ৬॥ জীবিত বান্ধবগণ এ প্রেত পুরুষকে গৃহ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। হে বান্ধবগণ, এ গ্রাম থেকে সে মৃতদেহ নিয়ে যাও, যেহেতু প্রাজ্ঞ যমরাজের দূত মৃত্যু (মারক পুরুষ) এ ম্রিয়মাণ পুরুষের প্রাণ পিতৃপুরুষে প্রবেশ করানোর জন্য নিয়ে গিয়েছে। ৭॥ উপক্ষয়কারী, জ্ঞাতিগণের প্রতিরূপ যে রাক্ষসরা পিতৃ-পিতামহাদির মধ্যে প্রবেশ করে অহুত লৌকিক অন্ন ভক্ষণ করে (অথবা অহুত অবস্থায় মায়া দ্বারা হবি ভক্ষণ করে পিতৃগণের মধ্যে বিচরণ করে), পিণ্ডদাতা পুত্র ও পৌত্রাদিকে যারা নাশ করে, সে মায়াবী রাক্ষসদের অগ্নিদেব এ পিতৃগণের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ যজ্ঞ থেকে সরিয়ে দিক। ৮॥ এ যজ্ঞে আমাদের সগোত্র পিতৃ, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ উপবেশন করে আমাদের সুখ-বিস্তার করুন এবং আমাদের আয়ু-বর্ধন করুন। বর্ধমান আমরা পিতৃপুরুষদের হবির (চরু পুরোডাশাদির) দ্বারা পরিচর্যা করতে সক্ষম হবো এবং তাদের প্রসাদে বহু বছর (চিরকাল) জীবিত থাকব। ৯॥ হে প্রেত, তোমার উদ্দেশে দুগ্ধবতী ধেনু ও দুগ্ধপক্ক ওদন দিচ্ছি, যে জন এ লোকে জীবন-রহিত হবে, তাদের তুমি সে ধেনুসহ ওদনের দ্বারা পোষক হবে। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

অশ্বাবতীং প্র তর যা সুশেবাক্ষাকং বা প্রতরং নবীয়ঃ।
যস্ত্বা জঘান বধ্যঃ সো অস্তু মা সো অন্যদ্ বিদৎ ভাগধেয়ম্ ॥ ১ ॥
যমঃ পরোঽবরো বিবস্বান্ ততঃ পরং নাতি পশ্যামি কিং চন।
যমে অধ্বরো অধি মে নিবিষ্টো ভুবো বিবস্বানন্বাততান ॥ ২ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্তেভ্যঃ কৃত্বা সবর্ণামদধুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যৎ তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যুঃ ॥ ৩ ॥
যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ।
সর্বাংস্তানগ্ন আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৪ ॥
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
ত্বং তান্ বেত্থ যদি তে জাতবেদঃ স্বধয়া যজ্ঞং স্বধিতিং জুষন্তাম্ ॥ ৫
শং তপ মাতি তপো অগ্নে মা তন্বং তপ।
বনেষু শুষ্মো অস্তু তে পৃথিব্যামস্তু যদ্ধরঃ ॥ ৬ ॥

দদাম্যস্মা অবসানমেতদ্ য এষ আগন্ মম চেদভূদিহ।
যমশ্চিকিত্বান্ প্রত্যেতদাহ মমৈষ রায় উপ তিষ্ঠতামিহ ॥ ৭ ॥
ইমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৮ ॥
প্রেমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৯ ॥
অপেমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রেত, অশ্বের আকারভূত নদী পার করিয়ে দাও, সে নদী আমাদের সুখদ হোক। ভল্লুকযুক্ত নূতন অরণ্যও আমি পার হবো। হে প্রেত, তোমাকে যে ব্যক্তি বধ করেছে, সে বধার্হ হোক। সে ঘাতক পুরুষ যেন আর উপভোগ্য বস্তু না পায় অর্থাৎ নির্ধন হোক। ১ ॥ সূর্যপুত্র যম তেজে আধিক্যলাভ করেছে, যমের পিতা আদিত্য তেজে নিকৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ যম তেজের দ্বারা নিজ পিতা থেকেও অধিক হয়েছে। এজন্য যম ছাড়া উৎকৃষ্ট কোন প্রাণীকে জানি না। সে সর্বোৎকৃষ্ট যমের জন্য আমার যজ্ঞ অবস্থান করুক অর্থাৎ তার প্রীতিকর হোক। যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য তার পিতা সূর্য ভূপ্রদেশে নিজ কিরণ বিস্তার করেছে। ২ ॥ মরণশীল মানুষের কাছ থেকে দেবগণ তাদের অমৃতত্ব-প্রাপক রূপ আচ্ছন্ন করেছে। সবর্ণা নামক (সমানরূপ) অন্য স্ত্রীকে আদিত্যের উদ্দেশে দিয়ে সরণ্যু যে অশ্বরূপ ধারণ করেছিল, তাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হয়। ৩ ॥ যে পিতৃপুরুষগণ ভূমিতে নিখনন-সংস্কারে সংস্কৃত হয়েছে, যাদের দূরদেশে কাষ্ঠের গর্ত পরিত্যাগ করে সংস্কার করা হয়েছে, যারা অগ্নির দ্বারা সংস্কার লাভ করেছে; যারা সংস্কারের পর পিতৃলোকে অবস্থান করছে, এ সকল পিতৃগণের উদ্দেশে আমাদের দত্ত হবি, হে অগ্নি, তুমি বহন কর। ৪ ॥ যে পিতৃগণ অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে, এবং যারা অগ্নিদাহরহিত হয়ে খননাদি সংস্কার লাভ করে দ্যুলোকে পুত্রাদির দত্ত পিণ্ডাদি দানে তৃপ্ত হয়েছে, হে জাতবেদ অগ্নি, তুমি তাদের নিশ্চিত জান, তারা আমাদের এ স্বধা-যুক্ত যজ্ঞের সেবা করুক। ৫ ॥ হে অগ্নি, সুখে প্রেতশরীর দগ্ধ কর, অতি তাপ দিও না। (অতি দাহে অস্থিগুলিও ভস্ম হয়ে যাবে, তাতে অস্থি-সংস্কার কর্ম করা যাবে না)। সেরূপ আমাদের শরীরেরও তাপ দিও না, তোমার জ্বালাসমূহ অরণ্যে থাক, তোমার রসহরণকারী তেজ পৃথিবীতে থাক। ৬ ॥ (যম বলেন—) যেহেতু এ পুরুষ আমার কাছে এ লোকে এসেছে, অতএব একে এ স্থান দিচ্ছি, এ পুরুষ আমার পরিচর্যা করুক। এরূপ জেনে যম মৃত পুরুষের প্রতি একথা বলছেন—আমার কাছে আগত পুরুষ আমার স্তোতা হয়ে আমার লোকে সেবা করুক। ৭ ॥ এ শ্মশানপ্রদেশের অরত্নি-পরিমিত দণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করছি, যাতে এখানে অন্যের শ্মশানকর্ম না হয়। ব্রহ্মা আমাদের শতবছর পরমায়ু দিয়েছেন, তার পূর্বে যেন আমাদের অকালমৃত্যু না হয়। ৮ ॥ এ শ্মশানদেশের পরিমাপ করছি, যাতে অপর কেউ না আসে। ব্রহ্মা আমাদের শতবছর পরমায়ু দিয়েছেন, তার পূর্বে যেন আমাদের অকালমৃত্যু না হয়। ৯ ॥ এ পরিমাপের দ্বারা শ্মশানগত দোষ নষ্ট হয়, এ জন্য এর পরিমাপ করছি, যাতে অপর কেউ যেন না আসে। ব্রহ্মা আমাদের শতবছর পরমায়ু দিয়েছেন, তার পূর্বে যেন আমাদের অকালমৃত্যু না হয়। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'অশ্বাবতীং' ইত্যাদি মন্ত্র শবদাহের পর স্নান করে নদী পার হবার সময় পড়তে হয়। 'শং তপ' ইত্যাদি ঋকে প্রেতশরীরে পুত্র অগ্নি দেবার পর

সগোত্রীয় অন্যেরা অগ্নি-সংযোগ করবে ইত্যাদি বিবিধ বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে।

৩য় ঋকে একটি আখ্যান স্মরণ করান হয়েছে। ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু সূর্য থেকে যে যমজ উৎপন্ন করে, তারা যম ও যমী নামে প্রসিদ্ধ। সরণ্যু সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সবর্ণা (সমানরূপা) অপর স্ত্রীকে প্রতিনিধি দিয়ে নিজে স্ত্রী-অশ্বরূপে পলায়ন করে, সূর্য তা জেনে অশ্বরূপে তাতে মিলিত হয় এবং তাদের মিলনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হয়। আর আদিত্য থেকে সবর্ণার গর্ভে মনুর জন্ম হয়।

পঞ্চম সূক্ত

ঈমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ১ ॥
নিরিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ২ ॥
উদিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৩ ॥
সমিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৪ ॥
অমাসি মাত্রাং স্বরগামায়ুষ্মান্ ভূয়াসম্।
যথাপরং ন মাসাতৈ শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৫ ॥
প্রাণো অপানো ব্যান আয়ুশ্চক্ষুর্দৃশয়ে সূর্যায়।
অপরিপরেণ পথা যমরাজ্ঞঃ পিতৄন্ গচ্ছ ॥ ৬ ॥
যে অগ্রবঃ শশমানাঃ পরেয়ুর্হিত্বা দ্বেষাংস্যনপত্যবন্তঃ।
তে দ্যামুদিত্যাবিদন্ত লোকং নাকস্য পৃষ্ঠে অধি দীধ্যানাঃ ॥ ৭ ॥
উদন্বতী দ্যৌরবমা পীলুমতীতি মধ্যমা।
তৃতীয়া হ প্রদ্যৌরিতি যস্যাং পিতর আসতে ॥ ৮ ॥
যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা য আবিবিশুরুর্বন্তরিক্ষম্।
য আক্ষিয়ন্তি পৃথিবীমুত দ্যাং তেভ্যঃ পিতৃভ্যো নমসা বিধেম ॥ ৯ ॥
ইদমিদ্ বা উ নাপরং দিবি পশ্যাসি সূর্যম্।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : এ শ্মশানপ্রদেশের পরিমাপ করছি, যাতে আর কেউ এখানে না আসে, ব্রহ্মা আমাদের শত বছর পরমায়ু দিয়েছেন, তার আগে যেন আমাদের অকালমৃত্যু না হয়। [প্রথম চারটি সূক্তের এক জাতীয় অর্থ]। ১-৪ ॥ শ্মশানপ্রদেশের পরিমাপ করা হয়েছে, তাতে আমি (পরে) স্বর্গে যাব। এর দ্বারা আমি আয়ুষ্মান হয়ে শতায়ু হবো। [যাতে আর কেউ না আসে ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৫ ॥ প্রাণ, অপান, ব্যান ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূর্যদর্শনের জন্য চিরকাল আমরা অবস্থান করব। হে মৃতপুরুষ, যমরাজের তস্কর-রহিত পথে তুমি পিতৃলোকে যাও। ৬ ॥ দ্রুতগমনশীল, অগ্রগামী যে পিতৃগণ অপত্যরহিত হয়ে পাপ পরিহার করে চলে গেছেন, তারা অন্তরিক্ষলোকের ঊর্ধ্বে দুঃখ-সংস্পর্শরহিত স্থানের উপরিভাগে দীপ্যমান হয়ে সুকৃতফলের উপভোগস্থান প্রাপ্ত হয়েছেন। ৭ ॥ দ্যুলোকের অধোভাগে জলভরা

মেঘ বর্ষণ করে, মধ্যম কক্ষায় নক্ষত্ররাজি বিরাজ করে, প্রকৃষ্টফলযুক্ত নাকপৃষ্ঠ নামক উৎকৃষ্ট তৃতীয় স্থানে পিতৃ-দেবতাগণ বাস করে। ৮ ॥ আমাদের পিতার যারা পিতা, যারা পিতামহ, যারা বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে অবস্থান করছেন, যারা এ পৃথিবীতে আছেন এবং যারা স্বর্গলোকে বাস করছেন, তাদের সকলের হবিরূপ অন্নের দ্বারা পরিচর্যা করছি (অথবা সকলকে নমস্কার করছি)। ৯ ॥ হে মৃতপুরুষ, শ্রাদ্ধে আমাদের প্রদত্ত বস্তুই তোমার জীবন, অপর কিছু নয়। এ শ্মশানে থেকে আকাশে সূর্য দেখ। মা যেমন বস্ত্রাঞ্চলে নিজ পুত্রকে আচ্ছন্ন করে, সেরূপ হে পৃথিবী, তুমি শ্মশানস্থ মৃতকে নিজ তেজের দ্বারা আচ্ছন্ন কর, যাতে শীত বায়ু উষ্ণাদি এ ভোগ না করে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। শ্মশান কর্মবিষয়ে এ সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

ইদমিদ্ বা উ নাপরং জরস্যান্যদিতোঽপরম্।
জায়া পতিমিব বাসসাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১ ॥
অভি ত্বোর্ণোমি পৃথিব্যা মাতুর্বস্ত্রেণ ভদ্রয়া।
জীবেষু ভদ্রং তন্ময়ি স্বধা পিতৃষু সা ত্বয়ি ॥ ২ ॥
অগ্নীষোমা পথিকৃতা স্যোনং দেবেভ্যো রত্নং দধথুর্বি লোকম্।
উপ প্রেষ্যন্তং পূষণং যো বহাত্যঞ্জোযানৈঃ পথিভিস্তত্র গচ্ছতম্ ॥ ৩ ॥
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ৪ ॥
আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরি পাতু ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র ত ঈয়ুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ৫ ॥
ইমৌ যুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীতায় বোঢ়বে।
তাভ্যাং যমস্য সাদনং সমিতীশ্চাব গচ্ছতাৎ ॥ ৬ ॥
এতৎ ত্বা বাসঃ প্রথমং ন্বাগন্নপৈতদূহ যদিহাবিভঃ পুরা।
ইষ্টাপূর্তমনুসংক্রাম বিদ্বান্ যত্র তে দত্তং বহুধা বিবন্ধুষু ॥ ৭ ॥
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব মেদসা পীবসা চ।
নেৎ ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্ বিধক্ষন্ পরীঙ্খয়াতে ॥ ৮ ॥
দণ্ডং হস্তাদাদদানো গতাসোঃ সহ শ্রোত্রেণ বর্চসা বলেন।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বা মৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্য সহ ক্ষত্রেণ বর্চসা বলেন।
সমাগৃভায় বসু ভূরি পুষ্টমর্বাঙ্ ত্বমেহ্যুপ জীবলোকম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মৃতপুরুষ, জরা অবস্থায় যে অন্নাদি ভোগ করেছ, তা ছাড়া আর কোন ভোজ্য তোমার নেই, এ শ্মশান ছাড়া অন্য স্থানও তোমার নেই, কোন কাজও তোমার নেই। হে পৃথিবী, শ্মশানে পরিত্যক্ত এ জনকে স্ত্রী যেমন পতিকে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করে, সেরূপ একে তোমার তেজে আচ্ছন্ন কর। ১ ॥ হে মৃতপুরুষ, সকলের জননীরূপে কল্যাণময়ী পৃথিবীর বস্ত্রের দ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন করছি। জীবিত আমাদের কল্যাণ হোক, স্বধার দ্বারা আহূত হবিরূপ অন্ন তোমার হোক (অথবা পুত্রাদির দ্বারা প্রদত্ত পিতৃগণের তৃপ্তিকর পিণ্ডোদকাদি তোমার হোক)। ২ ॥ পুণ্যলোকগমনের পথিকৃৎ অগ্নি ও সোমদেব দেবতাদের জন্য রমণীয় (অথবা রত্নের

মত উৎকৃষ্ট) স্বর্গলোক তৈরী করেছে, যে লোক গমনশীল পূষাদেবকে (অথবা সকল প্রাণীর পোষক সূর্যদেবকে) ধারণ করেছে, হে অগ্নি ও সোমদেব, সহজে গমনযোগ্য সে পথে এ প্রেতকে প্রেরণ কর। ৩ ॥ হে প্রেত, গবাদি পশুর পোষক, প্রাণিসমূহের রক্ষক পূষাদেব তোমাকে এস্থান থেকে নিয়ে যাক এবং তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে রক্ষার জন্য দান করুক। অগ্নিদেব শোভনবিজ্ঞানপ্রদ (অথবা সুখলব্ধ ধনদাতা) দেবতাদের কাছে তোমাকে রক্ষার জন্য দান করুক। ৪ ॥ বিশ্বায়ু (সকলের জীবনরূপ) আয়ুনামক জীবনাভিমানী দেব তোমাকে রক্ষা করুক, জীবের পোষক পূষাদেব পূর্বদিকে গমনপথের প্রারম্ভে তোমাকে রক্ষা করুক। যে স্বর্গলোকে পুণ্যবানেরা অবস্থান করে, যে নাকপৃষ্ঠ নামক স্বর্গলোকে দেবগণ অবস্থান করে, হে প্রেত, সর্বপ্রেরক সবিতাদেব তোমাকে সে স্বর্গলোকে স্থাপন করুক। ৫ ॥ হে মৃতপুরুষ, তোমার প্রাণহীন দেহ বহনের জন্য এ বলদ দু-টি নিযুক্ত করছি, এর দ্বারা যমগৃহ তুমি জানতে পারবে। ৬ ॥ এ সন্নিহিত মুখ্য বাস আজ তুমি লাভ করছ, অতএব ভূলোকে জীবিতকালে পূর্বে যে বাস তুমি পরতে, তা পরিত্যাগ কর। তুমি মোহরহিত হয়ে তোমার পূর্বকৃত ইষ্ট (শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি) ও পূর্ত (স্মৃত্যুক্ত বাপীকূপ তড়াগাদি নির্মাণ) কর্ম লক্ষ্য করে যাও, যে কর্মে তুমি বান্ধবদের বহু ধন বিতরণ করেছ। ৭ ॥ হে প্রেত, তুমি গাভীর অবয়বের দ্বারা দাহক অগ্নির আচ্ছাদক বর্ম ধারণ কর, মেদ ও অন্যান্য স্থূল অঙ্গের দ্বারা নিজেকে আচ্ছন্ন কর, তা না হলে ধর্ষক, স্বতেজে রসহরণশীল অগ্নি তোমাকে দাহ করবার জন্য ফেলে দেবে। ৮ ॥ মৃত ব্রাহ্মণের হস্ত থেকে এ বেণুদণ্ড গ্রহণ করছি, যাতে আমি শ্রুতি অধ্যয়ন-সম্ভূত তেজ ও বলের দ্বারা যুক্ত হবো। হে প্রেত, তুমি এ দহনপ্রদেশে থাক, আমরা এ ভূলোকে সুখী হয়ে সকল সংগ্রাম ও হিংসক শত্রুদের জয় করব। ৯ ॥ মৃত ক্ষত্রিয়ের হস্ত থেকে এ ধনু গ্রহণ করছি, যাতে আমি ক্ষত্রিয়জাতির অসাধারণ তেজ ও বলের দ্বারা যুক্ত হবো। হে প্রেত, আমাদের দেবার জন্য বহু পোষক ধন গ্রহণ করে এ ভূলোকে আমাদের কাছে এসে তা দাও। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ইদমিৎ বৈ' ইত্যাদি ঋক্ শ্মশানপ্রদেশে-শলাকার দ্বারা চয়ন কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি ॥ ১ ॥
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ২ ॥
অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্।
অন্ধেন যৎ তমসা প্রাবৃতাসীৎ প্রাক্তো অপাচীমনয়ং তদেনাম্ ॥ ৩ ॥
প্রজানত্যঘ্ন্যে জীবলোকং দেবানাং পন্থামনুসঞ্চরন্তী।
অয়ং তে গোপতিস্তং জুষস্ব স্বর্গং লোকমধি রোহয়ৈনম্ ॥ ৪ ॥
উপ দ্যামুপ বেতসমবত্তরো নদীনাম্।
অগ্নে পিত্তমপামসি ॥ ৫ ॥

যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
ক্যাম্বূরত্র রোহতু শাণ্ডদূর্বা ব্যল্কশা ॥ ৬ ॥
ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্বা চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সধস্থে ॥ ৭ ॥
উত্তিষ্ঠ প্রেহি প্র দ্রবৌকঃ কৃণুষ্ব সলিলে সধস্থে।
তত্র ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদানঃ সং সোমেন মদস্ব সং স্বধাভিঃ ॥ ৮ ॥
প্র চ্যবস্ব তন্বং সং ভরস্ব মা তে গাত্রা বি হায়ি মো শরীরম্।
মনো নিবিষ্টমনুসংবিশস্ব যত্র ভূমের্জুষসে তত্র গচ্ছ ॥ ৯ ॥
বর্চসা মাং পিতরঃ সোম্যাসো অঞ্জন্তু দেবা মধুনা ঘৃতেন।
চক্ষুষে মা প্রতরং তারয়ন্তো জরসে মা জরদষ্টিং বর্ধন্তু ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ এ পুরোবর্তিনী স্ত্রী সহধর্মচারিণী বলে পতির অনুষ্ঠিত যাগাদি কর্মের ফলরূপে স্বর্গাদি লোক বরণ করতে চায়। হে মরণশীল মানুষ, এ স্ত্রী ভূলোক থেকে নির্গত তোমার কাছে অনুমরণের জন্য পুরাতন (স্মৃতি-পুরাণাদি প্রসিদ্ধ) ধর্ম অনুপালনের জন্য যাচ্ছে। সে অনুমরণে গমনশীল স্ত্রীর জন্য জন্মান্তরেও এ ভূলোকে পুত্রপৌত্রাদি ও ধন দাও। ১ ॥ হে ধর্মপত্নী, এ জীবলোকের উদ্দেশে পতির কাছ থেকে উঠে এস। যে মৃত পতির কাছে শয়ন করেছ, সেখানে দৃষ্ট প্রয়োজনের অভাবে তার কাছে থেকে চলে এস। তোমার পাণিগ্রহণকর্তা পতি অপত্যাদিরূপে জন্মলাভ করেছে। ২ ॥ মৃতদেহের কাছে নীয়মান জীবিত যুবতী নারীর জন্য গাভীর আস্তরণ দেখছি। (জীবিত যুবতীর মৃত গোদেহের আস্তরণ অযুক্ত—এ জেনেছি)। গাভী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অতএব এ গাভীকে মৃতদেহের কাছ থেকে আমাদের দিকে নিয়ে আসব। ৩ ॥ হে অবধ্য গাভী, ভূলোক জেনে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে যাগের জন্য দধি দুগ্ধ হবি প্রভৃতির নিষ্পাদন-কর্ত্রী তুমি এস, তোমার পালকের সেবা কর, এ মৃত পুরুষকে স্বর্গলোকে প্রেরণ কর। ৪ ॥ নদীর জলের ওপর প্ররূঢ় ভূমিসংস্পর্শরহিত অবকা ও নদীতীরবর্তী বেতসে রক্ষণসমর্থ সারভূতাংশ বিদ্যমান। (বেতস ও অবকার অপসরত্ব তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে)। হে অগ্নি, তুমি জলের পিত্তরূপ অবকা ও বেতস প্রভৃতির দ্বারা তোমার উপশম করছি। ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি যে পুরুষকে দগ্ধ করছ, তাকে দাহ-জনিত উষ্ণতা পরিহার করে আবার সুখী কর। (এ জন্য পূর্বে জলের পিত্তরূপে অগ্নির জলকার্যত্ব বলা হয়েছে)। এ দহনপ্রদেশে কাম্বু নামক ওষধি ও বিবিধ শাখাযুক্ত দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট দূর্বা উৎপন্ন হোক। ৬ ॥ হে প্রেত, তোমার পরলোক গমনের জন্য গার্হপত্য জ্যোতি, অপর আহার্য-পচনাখ্য জ্যোতি, তৃতীয় আহবনীয় জ্যোতির সাথে তুমি মিলিত হও, অগ্নিসংস্কারজনিত দেবশরীরের দ্বারা তুমি শোভন হও, তারপর উৎকৃষ্ট দেবলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রীতির বিষয় হও। ৭ ॥ হে প্রেত, তুমি এ স্থান হতে ওপরে উঠে দ্রুত গমন কর। অলৌকিক অন্তরিক্ষলোকে তোমার আবাসস্থান (গৃহ) কর। সেখানে বর্হিষদ অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃদেবতার সাথে একমত হয়ে সোমপানে তৃপ্ত হয়। (সোমযাগে নরাশংস নামক সোমরসের ভাগ পিতৃগণের, তা উপভোগ করে হৃষ্ট হও)। ৮ ॥ হে প্রেত, এখান থেকে প্রচ্যুত হও, তার জন্য হস্তপাদাদির সাথে শরীর একত্র কর, তোমার হস্তপাদাদি যেন পরিত্যক্ত না হয়, সেরূপ শরীরের অবয়ব মধ্যদেহও যেন ত্যাগ না কর। যে স্থানে তোমার মন নিবিষ্ট হয়েছে, সে স্বর্গাদি লোকে প্রবিষ্ট হও। সেরূপ যে ভূপ্রদেশে তুমি প্রীত হও, সে স্থান লাভ কর। ৯ ॥ সোম্য (সোমার্হ) পিতৃদেবগণ

যজমান আমাকে তেজের সাথে যুক্ত করুক। সেরূপ সকল দেবগণ মাধুর্যযুক্ত ঘৃতের দ্বারা আমাকে লিপ্ত করুক, দীর্ঘকাল দর্শনের জন্য রোগাদি থেকে আমাকে পার করুক এবং জরাকাল পর্যন্ত আমার অন্ন জীর্ণ করে আমার বর্ধন করুক। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। তৃতীয় অনুবাকে সাতটি সূক্ত, তার প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে ভার্যার সহমরণের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী সূক্তে যদি এ জগতের ভোগাকাঙ্ক্ষী থাকে, তা হলে তাকে নিবৃত্ত হতে বলেছে। এ দেখে মনে হয়—এ সহমরণ প্রথা ছিল একেবারেই ঐচ্ছিক। 'সতীদাহ' প্রথায় পরবর্তী কালে কোথাও কোথাও অত্যাচার হয়েছে সত্য, কিন্তু তা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, কারণ বিধবাদের অনুষ্ঠেয় বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। সহমরণ ঐচ্ছিক না হলে বিধবাগণের আচরণের বিধান শাস্ত্রে থাকত না। তবুও ঐচ্ছিক সহমরণ আমাদের কাছে নিষ্ঠুর কার্য মনে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

বর্চসা মাং সমনক্ত্বগ্নির্মেধাং মে বিষ্ণুর্ন্যনক্ত্বাসন্।
রয়িং মে বিশ্বে নি যচ্ছন্তু দেবাঃ স্যোনা মাপঃ পবনৈঃ পুনন্তু॥ ১॥
মিত্রাবরুণা পরি মামধাতামাদিত্যা মা স্বরবো বর্ধয়ন্তু।
বর্চো ম ইন্দ্রো ন্যনক্তু হস্তয়োর্জরদষ্টিং মা সবিতা কৃণোতু॥ ২॥
যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা সপর্যত॥ ৩॥
পরা যাত পিতর আ চ যাতায়ং বো যজ্ঞো মধুনা সমক্তঃ।
দত্তো অস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িং চ নঃ সর্ববীরং দধাত॥ ৪॥
কণ্বঃ কক্ষীবান্ পুরুমীঢ়ো অগস্ত্যঃ শ্যাবাশ্বঃ সোভর্যর্চনানাঃ।
বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরত্রিরবন্তু নঃ কশ্যপো বামদেবঃ॥ ৫॥
বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেব।
শর্দির্নো অত্রিরগ্রভীন্নমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো মৃড়তা নঃ॥ ৬॥
কস্যে মৃজানা অতি যন্তি রিপ্রমায়ুর্দধানাঃ প্রতরং নবীয়ঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেনাধ স্যাম সুরভয়ো গৃহেষু॥ ৭॥
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃহ্নতে॥ ৮॥
যদ্ বো মুদ্রং পিতরঃ সোম্যং চ তেনো সচধ্বং স্বযশসো হি ভূত।
তে অর্বাণঃ কবয় আ শৃণোত সুবিদত্রা বিদথে হূয়মানাঃ॥ ৯॥
যে অত্রয়ো অঙ্গিরসো নবগ্বা ইষ্টাবন্তো রাতিষাচো দধানাঃ।
দক্ষিণাবন্তঃ সুকৃতো য উ স্থাসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ অগ্নিদেব আমাকে তেজের সাথে যুক্ত করুক, বিষ্ণু আমার মুখে মেধা-যুক্ত করুক, বিশ্বদেবগণ সুখকর ধন আমাকে দিক, এবং জলগুলি শোধনসাধন অংশের দ্বারা আমার পবিত্র করুক। ১॥ মিত্র ও বরুণদেব (দিন ও রাতের অভিমানী দেবদ্বয়) আমাকে ধারণ করুক (অথবা বস্ত্রাদি পরিধান করাক), আদিত্যগণ (অদিতির পুত্রগণ) শোভন শব্দ করে আমার বর্ধন করুক, ইন্দ্রদেব আমার হস্তদ্বয়ে বল দিক এবং সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাকে জরাকাল পর্যন্ত ভোজন করাক অর্থাৎ দীর্ঘায়ু করুক। ২॥ যে রাজা যম মরণধর্মশীল মানুষের

মধ্যে নিজেই প্রথম মৃত্যু বরণ করেছেন এবং যিনি প্রথম এ লোক থেকে লোকান্তরে গিয়েছেন, সে বৈবস্বত (আদিত্য-পুত্র) যম জন্মধারী সকল প্রাণীর প্রাপ্য। অতএব হে ঋত্বিক্‌গণ, সে যমরাজের হবির (আজ্যপুরোডাশাদির) দ্বারা পূজা কর। ৩ ॥ হে পিতৃগণ, আমাদের কৃত পিতৃযজ্ঞরূপ কর্মে তুষ্ট হয়ে তোমরা স্বস্থানে যাও, আবার যাগের জন্য আহূত হয়ে এস। আমাদের প্রদত্ত মধুর আজ্যযুক্ত যজ্ঞ গ্রহণ করে আমাদের জন্য কল্যাণকর ধন এ গৃহে স্থাপন কর। সেরূপ পুত্র পৌত্রাদিরূপ প্রজা ও পশ্বাদিরূপ ধন আমাদের দাও। ৪ ॥ কণ্ব প্রভৃতি দ্বাদশজন ঋষি আমাদের রক্ষা করুন। তাঁরা—কক্ষীবান্, কণ্ব, পুরুমীঢ় (প্রভূত ধনযুক্ত), অগস্ত্য, শ্যাবাশ্ব (কৃষ্ণবর্ণ অশ্বযুক্ত), সোভরী, অর্চনানা, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বামদেব। ৫ ॥ হে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গোতম ও বামদেব, তোমরা আমাদের সুখদান কর। হে অত্রি, আমাদের গৃহ রক্ষা কর (অথবা আমাদের আত্মীয় বলে গ্রহণ কর; কিম্বা শর্দি নামক কোন ঋষি)। নমস্কারের দ্বারা অথবা আমাদের প্রদত্ত কব্য অন্নের দ্বারা, হে পিতৃদেবগণ, তোমরা আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের সুখী কর। ৬ ॥ দহনদেশে বান্ধবের মৃত্যুজনিত দুঃখ ও শবস্পর্শজনিত পাপ অতিক্রম করে আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করব। তারপর পুত্রপৌত্রাদি ও গবাদি ধনে বর্ধিত হয়ে শ্লাঘ্য গুণযুক্ত হবো। ৭ ॥ (পিতৃলোকপ্রাপ্ত কর্মিগণ ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে গিয়ে যাগহোমাদির পুণ্যফল ভোগ করে—এজন্য এখানে সোমের স্তুতি করা হয়েছে)। সোমযাগ আরম্ভ করিয়ে ঋত্বিকরা প্রথমে যজমানকে অঞ্জনের দ্বারা সংস্কার করায়, তারপর লৌকিক অঞ্জন ভিন্ন অন্য প্রকারে যজমানের চোখের অঞ্জন করে। তারপর যজমানকে সোমযাগের আস্বাদন করায় অর্থাৎ 'সোমের দ্বারা যজ্ঞ করব' এরূপ সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করায়, তারপর মাধুর্যযুক্ত নবনীতের দ্বারা তার শরীর লিপ্ত করে। স্যন্দনশীল সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে উদ্গত, অমৃতময় কিরণে অভিষিক্ত, স্বকিরণে সকল জগতের প্রকাশক রসাত্মক সোম, হিরণ্যপাণি ঋত্বিক্‌গণ স্থালীতে গ্রহণ করছে। ৮ ॥ হে পিতৃগণ, তোমাদের প্রীতিকর সোমযোগ্য যে ধন আছে, সে ধনের সাথে আমাদের সঙ্গে মিলিত হও অর্থাৎ সে ধন আমাদের দিয়ে যশস্বী হও। যে তোমরা গমনশীল, ক্রান্তদর্শী, শোভনপ্রজ্ঞ, এ যজ্ঞে আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে আমাদের আহ্বান শোন। ৯ ॥ হে পিতৃগণ, তোমরা অত্রিগোত্রোৎপন্ন, যারা অঙ্গিরাগোত্রীয়, যারা নবাগত (অথবা অঙ্গিরাগোত্রীয় কেউ কেউ ন-মাসে সত্রযাগ করে স্বর্গলোকে যায়, তারা 'নবগ্বা' এবং যারা দশ মাসে সত্রযাগ করে যায় তারা 'দশগ্বা' বলে কথিত, তারা), যারা দর্শপূর্ণমাসাদি যাগকারী, যারা দানযুক্ত এবং হে পিতৃগণ, অপরে যারা দক্ষিণাদানযুক্ত হয়ে পুণ্যবান হয়েছে, সে তোমরা এ যজ্ঞে (অথবা আস্তীর্ণ দর্ভে) উপবেশন করে আমাদের দত্ত হবির দ্বারা তৃপ্ত হও। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তে পিতৃযজ্ঞে তাদের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশশানাঃ।
শুচীদয়ন্ দীধ্যত উক্থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্ ॥ ১ ॥
সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তো অয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ।
শুচন্তো অগ্নিং বাবৃধন্ত ইন্দ্রমুর্বীং গব্যাং পরিষদং নো অক্রন্ ॥ ২ ॥

আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্ দেবানাং জনিমান্ত্যুগ্রঃ।
মর্তাসশ্চিদুর্বশীরকৃপ্রন্ বৃধে চিদর্য উপরস্যায়োঃ ॥ ৩ ॥
অকর্ম তে স্বপসো অভূম ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ।
বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রো মা মরুত্বান্ প্রাচ্যা দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৫ ॥
ধাতা মা নির্ঋত্যা দক্ষিণায়া দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৬ ॥
অদিতির্মাদিত্যৈঃ প্রতীচ্যা দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৭ ॥
সোমো মা বিশ্বৈর্দেবৈরুদীচ্যা দিশঃ পাতু
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৮ ॥
ধর্তা হ ত্বা ধরুণো ধারয়াতা ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৯ ॥
প্রাচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যে প্রকারে আমাদের পূর্বতন উৎকৃষ্ট পিতৃ-পিতামহগণ (অথবা আমাদের পিতৃতুল্য অঙ্গিরাগণ) হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে যজ্ঞ-বিস্তার করে দীপ্ত নাকপৃষ্ঠে নামক স্থানে গিয়েছেন, উক্থ মন্ত্রের বক্তা সে পিতৃপুরুষগণ নিজ তেজে বাহিরে অন্ধকার ভেদ করে অরুণবর্ণ উষার প্রকাশ করেছিলেন। (অথবা এখানে একটি অখ্যায়িকার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে— পণি নামক অসুরগণ অঙ্গিরার যজ্ঞসাধনভূত গাভীগণকে অপহরণ করে মাটির নীচে একটি গর্তে রেখে দিয়েছিল। অঙ্গিরাগণ তা জানতে পেরে ইন্দ্রের সাহায্যে গর্তদ্বার উন্মোচন করে তা লাভ করেছিল। এজন্য এখানে বলা হচ্ছে—ভূমি বিদীর্ণ করে গর্তের দ্বার উন্মোচন করে অরুণবর্ণ গাভী লাভ করেছিল)। ১ ॥ শোভনকর্মা, সুদীপ্ত পিতৃগণ দেবত্ব কামনা করে, স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের পরিশুদ্ধি করে, সেরূপ তপস্যার দ্বারা নিজের জন্ম শোধন করে দেবত্ব লাভ করে, গার্হপত্যাদি অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রের বর্ধন করেছেন, তাদের মহতী গাভীগণ আমাদের চারদিকে অবস্থান করছে। ২ ॥ অতিশয় বলশালী এ অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবতাদের জন্ম জানতে পারে। শব্দকারী গাভীদের যূথের মধ্যে নিজের গাভীদের যেমন তাদের অধিপতি জানে, সেরূপ এ অগ্নি দেবতাদের মধ্যে যষ্টব্য দেবতাদের জানে। (অথবা এখানে দাহক অগ্নির সম্বোধন করা হয়েছে। হে অগ্নি, তোমার দ্বারা দহ্যমান এ যজমান তোমার প্রসাদে উগ্র বল লাভ করে শব্দায়মান পশুসঙ্ঘের মধ্যে পশুস্বামী যেমন নিজের গাভীদের জানে, সেরূপ এ যজমান দেবতাদের প্রাদুর্ভাব জানতে পারে অর্থাৎ দেবলোকে গত এ যজমানের কাছে দেবগণ প্রাদুর্ভূত হয়)। মানুষও তোমার প্রসাদে উর্বশীদের লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তোমার প্রসাদে দেবত্ব লাভ করে স্বামী হয়ে মানুষের বর্ধক হয়। পিতার প্রসাদে পুত্র পৌত্রাদির অভিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। ৩ ॥ হে পালক অগ্নি, তোমার পরিচর্যা করব। তোমার প্রসাদে আমরা শোভনকর্মা হবো অর্থাৎ আমাদের কৃত যাগহোমাদি কর্ম যাতে শোভন ফলযুক্ত হয় সেরূপ

করবো। সেরূপ প্রকাশক উষার সত্য যাগদানাদি কর্ম আমরা করবো। যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম দেবগণ রক্ষা করেন, তা কল্যাণকর হয়। আমরা শোভন পুত্রাদি যুক্ত হয়ে যজ্ঞে মহৎ স্তোত্র বলবো। ৪॥ ভূমির দাতা ও প্রতিগ্রহীতা যেমন স্বর্গলোকে পালিত হয়, সেরূপ মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্র, সংস্কারকর্তা আমাকে পূর্বাদিকের ভয় থেকে রক্ষা করুক। হে দেবগণ, যে তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতার সাথে হবির ভাগ লাভ করে থাক, যারা এ পিতৃমেধকর্মে এসেছ, যারা পুণ্যফলরূপ স্বর্গাদির এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথের কর্তা, সে তোমাদের আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। ৫॥ সকল জগতের ধারক, আর্তিকরী পাপদেবতা নির্ঋতি দক্ষিণ দিকস্থ রাক্ষস-পিশাচাদি থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (হে দেবগণ, ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭॥ দেবমাতা অদিতি স্বপুত্র আদিত্যগণের সাথে পশ্চিম দিকস্থ রাক্ষসাদি থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (হে দেবগণ, ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮॥ সকল দেবগণের সাথে সোমদেব উত্তর দিকস্থ শ্মশানবাসী রাক্ষসদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (হে দেবগণ, ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯॥ সকল জগতের ধারক ধর্তা নামক ঊর্ধ্ব-দিগভিমানী দেবতা, হে প্রেত, ঊর্ধ্বলোকে গমনোদ্যত তোমাকে ধারণ করুক, যেমন সর্বপ্রেরক সবিতা দীপ্ত দ্যুলোককে ওপরে ধারণ করেছে। (হে দেবগণ ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯॥ দহনদেশ থেকে পূর্বদিকে কম্বলের দ্বারা আবৃত দেহ আমি, হে প্রেত, তোমাকে পিতৃগণের তৃপ্তিকরী স্বধাতে স্থাপন করছি অর্থাৎ সংস্কার কর্মের দ্বারা তোমার প্রেতত্ব ঘুচিয়ে পিতৃদেবত্ব সম্পাদন করব। (হে দেবগণ, ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। 'অধা যথা নঃ' ইত্যাদি সূক্ত প্রয়োগস্থানে বিনিযুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

দক্ষিণায়াং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১॥
প্রতীচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ২॥
উদীচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৩॥
ধ্রুবায়াং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৪॥
ঊর্ধ্বায়াং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি
বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৫॥
(ষষ্ঠীসপ্তমৌ দ্বৌ যজুর্মন্ত্রৌ)।
ধর্তাসি ধরুণোঽসি বংসগোঽসি ॥ ৬॥
উদপূরসি মধুপূরসি বাতপূরসি ॥ ৭॥

ইতশ্চ মামুতশ্চাবতাং যমে ইব যতমানে যদৈতম্ ।
প্র বাং ভরন্ মানুষা দেবয়ন্তো আ সীদতাং স্বমু লোকং বিদানে ॥ ৮ ॥
স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নো যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ ।
বি শ্লোক এতি পথ্যেব সূরিঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতাস এতৎ ॥ ৯ ॥
ত্রীণি পদানি রূপো অন্বরোহচ্চতুষ্পদীমন্বৈতদ্ব্রতেন ।
অক্ষরেণ প্রতি মিমীতে অর্কমৃতস্য নাভাবভি সং পুনাতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রেত, আত্মরক্ষার জন্য পূর্বে কম্বলাদির দ্বারা আবৃত দেহ আমি, দক্ষিণ দিকে তোমাকে স্বধাভোজনকারী পিতৃদেবরূপে স্থাপন করব। (হে দেবগণ, ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১ ॥ দহনদেশ থেকে পশ্চিমদিকে, কম্বলাদির দ্বারা আবৃত দেহ আমি তোমাকে স্বধাভোজীরূপে স্থাপন করছি। (অন্যান্য পূর্ববৎ)। ২ ॥ পূর্বে কম্বলাদির দ্বারা আবৃতদেহ আমি তোমাকে উত্তরদিকে স্বধাভোজীরূপে স্থাপন করছি। (অন্যান্য পূর্ববৎ)। ৩ ॥ স্থির নিম্নদিকে তোমাকে স্বধাভোজীরূপে স্থাপন করছি (অন্যান্য পূর্ববৎ)। ৪ ॥ হে প্রেত, ঊর্ধ্বদিকে তোমাকে স্বধাভোজীরূপে স্থাপন করছি। (অন্যান্য পূর্ববৎ)। ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি সকলের ধারক, গার্হপত্যাদিরূপে সকলে তোমাকে ধারণ করে, তুমি ঋষভ-রূপ। হে অগ্নি, তুমি জলের পূরক, মধুর পূরয়িতা ও প্রাণবায়ুর পূরণকর্তা, তুমি এ জনকে পালন কর। (এ দুটি যজুর্মন্ত্র)। ৬-৭ ॥ ভূলোক ও স্বর্গলোকের ভয় থেকে আমাকে (যজমান) হবির্ধানীদ্বয় রক্ষা করুক। হে হবির্ধানীদ্বয়, তোমরা যমক পুত্রের মত সমান কার্যে ব্যাপৃত হয়ে জগতের পোষণকার্যে যত্নবান হও। তোমাদের দু-জনের উদ্দেশে দেবত্ব কামনা করে মানুষ ঋত্বিক যজমানরা হবি সংগ্রহ করেছে, তোমরা নিজ স্থান জেনে উপবেশন কর। ৮ ॥ হে হবির্ধানীদ্বয়, আমাদের সোমের জন্য তোমরা সুখাসনে সুস্থির হও। আমি তোমাদের নমস্কারের সাথে চিরন্তন স্তুতি করছি। ধর্মপথে বিদ্বান যেমন অভিমত ফল লাভ করে, সেরূপ স্তুতিসমূহ তোমাদের কাছে যাক। আমাদের এ স্তোত্র অমর দেবগণ শ্রবণ করুক। ৯ ॥ এ অনুষ্ঠীয়মান পৈতৃমেধিক সংস্কারের দ্বারা অনুস্তরণাখ্য গাভী বর্ণনীয় দ্যুলোকের তিন স্থান ক্রমে আরোহণ করে। সংস্কারের জন্য মৃত ব্যক্তি লোকত্রয় ব্যেপে থাকে। এ শরীর পরিত্যাগ করে অবিনশ্বর আত্মস্বরূপের দ্বারা বর্ণনীয় সুকৃতফল লাভ করে (অথবা সূর্যসদৃশ হয়)। সত্যের উৎপত্তিস্থান সূর্যমণ্ডলের চারদিকে সম্যক্ পবিত্র হয়ে অবস্থান করে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'দক্ষিণায়াং ত্বা দিশি' ইত্যাদি সূক্ত আজ্যহোম ও অভিমন্ত্রণে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কিমমৃতং নাবৃণীত ।
বৃহস্পতির্যজ্ঞমতনুত ঋষিঃ প্রিয়াং যমস্তন্ব মা রিরেচ ॥ ১ ॥
ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদোহবাড়্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বা ।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ২ ॥
অসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায় ।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৩ ॥

অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তো হবীংষি প্রয়তানি বর্হিষি রয়িং চ নঃ সর্ববীরং দধাত ॥ ৪ ॥
উপহূতা নঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥
যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা অনূজহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৬ ॥
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ সত্যৈঃ কবিভিঋষিভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৭ ॥
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেণ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ পরৈঃ পূর্বৈঋষিভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৮ ॥
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদাঃ পৃথিবী দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপসর্পণা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সৃষ্টির আদিতে বিধাতা ইন্দ্রাদি দেবতাদের জন্য কোন মৃত্যুর বিধান করেছেন কি? কিংবা মানুষাদি প্রজাদের জন্য অমৃতের (অমরণধর্মের) নির্ধারণ করেছেন কি? অর্থাৎ বিধাতা দেবতাদের অমৃত এবং মানুষাদির জন্য মৃত্যুর বিধান করেছেন, সে বিষয়ে কোন কারণ নেই। মহান বৃহস্পতি অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা ঋষি সোমযাগের সৃষ্টি করেছেন। (ভূলোকে ঋষিরূপে অবস্থিত বৃহস্পতি নিজের ঐহিক আয়ুষ্মিক ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞ করেছিলেন)। বৃহস্পতির প্রেমাস্পদ মানুষরূপ শরীর বৈবস্বত যম নিঃসার (অর্থাৎ মৃত্যু) করেছিল। (ঋষিরূপে অবস্থিত বৃহস্পতিরও প্রাণ যম অপহরণ করেছিল। আর অন্য মানুষাদির প্রাণ যে অপহরণ করবে এতে কি বক্তব্য থাকতে পারে)? ১ ॥ জাতপ্রাণীদের জ্ঞাতা হে অগ্নি, তুমি আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের প্রদত্ত চরুপুরোডাশাদি হব্য সুগন্ধী করে দেবতাদের কাছে বহন করে থাক; সেরূপ পিতৃদেবতাদের স্বধাকার কব্য হবি দিয়ে থাক। সে পিতৃগণ তোমার দত্ত হবি ভক্ষণ করে। হে দেব অগ্নি, তুমিও আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ কর। ২ ॥ হে পিতৃগণ, অরুণবর্ণ মাতৃদের ক্রোড়ে উপবেশন করে হবি-দানকারী মর্ত যজমানকে ধন দাও, পুত্র আমাদের সে প্রসিদ্ধ ধন দাও। হে পিতৃগণ, এ ভূলোকে বলকর অন্ন আমাদের জন্য স্থাপন কর। ৩ ॥ হে অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ, এ যজ্ঞে এস। হে প্রকৃষ্ট ফলদায়ক, তোমরা এসে নিজ নিজ স্থানে উপবেশন কর, যজ্ঞে প্রদত্ত শুদ্ধ হবি ভক্ষণ কর। তাতে তৃষ্ট হয়ে আমাদের জন্য পুত্রপৌত্রাদির সাথে ধন দাও। ৪ ॥ আমাদের আহূত সোমার্হ পিতৃগণ যজ্ঞের হবিতে প্রীত হয়ে আসুন, এ যজ্ঞে সে পিতৃগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন, আমাদের অধিক বলুন এবং ঐহিক ও আমুষ্মিক ফলপ্রদানে আমাদের রক্ষা করুক। ৫ ॥ আমাদের পিতার যারা পিতা, তাদের যারা পিতা অধিক ধনশালী, যে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহগণ সোমপান আত্মসাৎ করে থাক, সে কাময়মান পিতৃগণের সাথে প্রীত যম স্বেচ্ছানুসারে আমাদের প্রদত্ত চরুপুরোডাশাদি হবি ভক্ষণ করুক। ৬ ॥ দেবকার্যে যত্নশীল, হোত্রাদের (বষট্‌কর্তাদের) কৃত যাগে অভিজ্ঞ, অর্চনীয় স্তোত্রের কর্তা যে পিতৃগণ পিপাসার্ত, সে দেবতার বন্দনাকারী, সত্যরূপ, ক্রান্তদর্শী, সোমযাগকারী পিতৃগণের সাথে হে অগ্নি, তুমি অপরিমিত ধন নিয়ে এস এবং আমাদের হবির দ্বারা পিতৃগণের তৃষ্ণা

নিবারণ কর। ৭ ॥ যে পিতৃগণ সত্যবাদী, যারা হবির ভক্ষক ও সোমপায়ী, যারা শত্রুহিংসক ইন্দ্রের সাথে সমান রথে অবস্থান করছে, সে শোভনপ্রজ্ঞ, অতীন্দ্রিয়দর্শী, যজ্ঞ অবস্থানকারী উৎকৃষ্ট পিতৃ-পিতামহাদি পূর্বপুরুষদের সাথে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের কাছে এস। ৮ ॥ হে প্রেত, জননীতুল্য, সুখদায়ী, বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কাছে যাও, এ পৃথিবী বহুযজ্ঞে দক্ষিণাদানকারী তোমার প্রতি মৃদু কম্বলের ন্যায় সুখকারী হয়ে পূর্বদিকে পথপ্রান্তে বর্তমান তোমাকে রক্ষা করুক। ৯ ॥ হে পৃথিবী, তুমি পুলকিতা হও, এ পুরুষের প্রতি কঠোর হয়ো না, সহজে এর কাছে যাও, মা যেমন নিজ পুত্রকে বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, সেরূপ হে ভূমি, এ আগত পুরুষকে আচ্ছন্ন কর, এর যাতে শীতোষ্ণাদি দুঃখ না হয়, সেভাবে একে রক্ষা কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'দেবেভ্যঃ কং' ইত্যাদি সূক্ত পিতৃযজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। ৩য় ঋকে 'অগ্নিষ্বাত্তা'—পিতৃগণ দু-প্রকার—বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্তা। যে পিতৃগণ সোমযাগ করেছে তারা বর্হিষদ এবং যারা সোমযাগ করে নি, তারা অগ্নিষ্বাত্তা।

ষষ্ঠ সূক্ত

উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতঃ স্যোনা বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥ ১ ॥
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎ পরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্।
এতাং স্থূণং পিতরো ধারয়ন্তি তে তত্র যমঃ
সাদনা তে কৃণোতু। ২ ॥
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
অয়ং যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্ দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ৩ ॥
অথর্বা পূর্ণং চমসং যমিন্দ্রায়াবিভর্বাজিনীবতে।
তস্মিন্ কৃণোতি সুকৃতস্য ভক্ষং তস্মিন্নিন্দুঃ পবতে বিশ্বদানীম্। ৪ ॥
যৎ তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্ বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৫ ॥
পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং পয়ঃ।
অপাং পয়সো যৎ পয়স্তেন মা সহ শুম্ভতু ॥ ৬ ॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং স্পৃশন্তাম্।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বাবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছতাং তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮ ॥
যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা য আবিবিশুরুর্বন্তরিক্ষম্।
তেভ্যঃ স্বরাডসুনীতির্নো অদ্য যথাবশং তন্বঃ কল্পয়াতি ॥ ৯ ॥
শং তে নীহারো ভবতু শং প্রুষ্বাব শীয়তাম্।
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডূক্যপ্সু শং ভুব ইমং স্বগ্নিং শময় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ পুলকিতশরীরা পৃথিবী সুখে অবস্থান করুক, শ্মশানদেশে হাজার হাজার (অপরিমিত) ওষধি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হোক। সে ওষধি বনস্পতি থেকে ঘৃতস্রাবী সুখকর গৃহগুলি এ মৃতপুরুষের সর্বকালের রক্ষক হোক। ১॥

হে মৃতপুরুষ, তোমার জন্য এ পৃথিবী ঊর্ধ্বে ধারণ করছি, তোমার চারদিকে সকল প্রাণী অধিষ্ঠিত এ ভূলোক নিক্ষেপ করে আমি যেন হিংসার পাত্র না হই। তোমার গৃহ নির্মাণের জন্য পিতৃদেবগণ স্থূনা স্থাপন করেছে, সেখানে যম তোমার গৃহ নির্মাণ করুক। ২ ॥ হে অগ্নি, এ চমসের (ভক্ষণসাধন ইড়াপাত্রের) প্রতি কুটিল হয়ো না, সে চমস দেবগণ ও সোমাহ, পিতৃগণের প্রীতিকর। দেবগণ যাতে অমৃত পান করে, সে চমস পাত্রে অমর দেবগণ হবির আস্বাদনে তৃপ্ত হোক। ৩ ॥ অথর্বা নামক কোন ঋষি যজ্ঞক্রিয়াযুক্ত ইন্দ্রের প্রীতির জন্য হবিপূর্ণ যে চমস সংগ্রহ করেছিলেন, সে চমসে ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞের হুতশিষ্ট হবির ভক্ষণ করে থাকে। সে অথর্বকৃত চমসে সর্বদা অমৃতরসাত্মক সোম ক্ষরিত হয়। ৪ ॥ হে পুরুষ, তোমার যে অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী (কাকাদি) দংশন করেছে। সেরূপ বিষদ্রংষ্ট্র পিপীলিকা, অথবা সর্প কিম্বা ব্যাঘ্রাদি আহত করেছে, সে সর্বভক্ষক অগ্নি আরোগ্য করুক। যে সোম ঋত্বিক্ যজমানদের অন্তরে রসরূপে প্রবেশ করেছে সোমও তোমার সে অঙ্গ আরোগ্য করুক। ৫ ॥ ব্রীহি যবাদি ও অন্যান্য ওষধিগুলি আমাদের জন্য সারবতী হোক, আমাদের শরীরস্থিত বল সারবান হোক। সেরূপ জলের সারভূত অংশের যে উৎকৃষ্ট অংশ, তা ওষধিগত সারের সাথে আমাকে দীপ্ত করুক। (জলাভিমানী বরুণদেব স্নানের দ্বারা আমাকে শোধন করুক)। ৬ ॥ এ নারীগণ বৈধব্যরহিত হয়ে সুপতি লাভ করে ঘৃতমিশ্রিত অঞ্জনযুক্ত হোক। অশ্রুহীন অরোগ শোভনাভরণা জননীগণ সন্তান লাভ করুক। ৭ ॥ হে মৃতপুরুষ, তুমি এ পৈতৃমেধিক সংস্কারের দ্বারা পিতৃপুরুষদের সাথে এবং তাদের রাজা যমের সাথে মিলিত হও। সেরূপ ইষ্ট ও পূর্ত কর্মের ফল স্বরূপ পিতৃলোকের ঊর্ধ্ব দ্যুলোকে তার ফল উপভোগ কর। পাপ পরিহার করে উত্তম লোকস্থিত গৃহ পুনরায় প্রাপ্ত হও। শোভন দীপ্ত হয়ে স্বর্গলোকের উপভোগযোগ্য শরীরের দ্বারা যুক্ত হও। ৮ ॥ আমাদের পিতার যিনি পিতা, তার যিনি পিতা অর্থাৎ আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহগণ এবং অপর যারা গোত্রজ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে প্রবেশ করেছেন, এখন স্বরাট্ অসুনীতি (প্রাণের নেতা) নামক দেবতা আমাদের অভিলাষ অনুসারে তাদের শরীর ফলভোগের জন্য সম্পাদন করুক। ৯ ॥ হে প্রেতপুরুষ, নীহার তোমার সুখকর হোক। শিশিররূপে উৎস তোমার সুখকর হোক। হে শীতিকা (শীতকারী ওষধি), শীতিকা ওষধিযুক্ত ও আনন্দদায়ক ওষধি যুক্ত পৃথিবী, মণ্ডূক পর্ণা নামক ওষধির সাথে এ দগ্ধ পুরুষের মঙ্গলকর হোক। তার জন্য এ দাহক অগ্নি শান্ত কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'উচ্ছ্বঞ্চমান' ইত্যাদি ঋকের বিনিয়োগ পূর্বের মত। পাত্রচয়ন-কর্মে 'ইমং অগ্নে' ইত্যাদির দ্বারা অনুমন্ত্রণ করতে হবে। যদি কেউ সর্প ব্যাঘ্রাদির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সে আহত স্থানে 'যৎ তে কৃষ্ণ শকুনঃ' ইত্যাদি অগ্নির দ্বারা শোধন করতে হবে। 'পয়স্বতী' ইত্যাদি মন্ত্রে শবদাহের পর স্নান করবে। 'শং তে নীহারঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অস্থি সিক্ত করতে হবে।

সপ্তম সূক্ত

বিবস্বান্ নো অভয়ং কৃণোতু যঃ সুত্রামা জীরদানুঃ সুদানুঃ।
ইহেমে বীরা বহবো ভবন্তু গোমদশ্ববন্ময্যস্তু পুষ্টম্ ॥ ১ ॥
বিবস্বান্ নো অমৃতত্বে দধাতু পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন ঐতু।
ইমান্ রক্ষতু পুরুষানা জরিমণো মো ষ্বেষামসবো যমং গুঃ ॥ ২ ॥

যে দধে অন্তরিক্ষে ন মহ্না পিতৃণাং কবিঃ প্রমতির্মতীনাম্ ।
তমর্চত বিশ্বমিত্রা হবির্ভিঃ স নো যমঃ প্রতরং জীবসে ধাৎ ॥ ৩ ॥
আ রোহত দিবমুত্তমামৃষয়ো মা বিভীতন ।
সোমপাঃ সোমপায়িন ইদং বঃ ক্রিয়তে হবিরগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
প্র কেতুনা বৃহতা ভাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি ।
দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদানডপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ৫ ॥
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা ।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা ।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ৭ ॥
অপূপাপিহিতান্ কুম্ভান্ যাংস্তে দেবা অধারয়ন্ ।
তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ৮ ॥
যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ ।
তাস্তে সন্তু বিভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ ॥ ৯ ॥
পুনর্দেহি বনস্পতে য এষ নিহিতস্ত্বয়ি ।
যথা যমস্য সাদন আসাতৈ বিদথা বদন্ ॥ ১০ ॥
আ রভস্ব জাতবেদস্তেজস্বদ্ধরো অস্তু তে ।
শরীরমস্য সং দহাথৈনং ধেহি সুকৃতামু লোকে ॥ ১১ ॥
যে তে পূর্বে পরাগতা অপরে পিতরশ্চ যে ।
তেভ্যো ঘৃতস্য কুল্যৈতু শতধারা ব্যুন্দতী ॥ ১২ ॥
এতদা রোহ বয় উন্মৃজানঃ স্বা ইহ বৃহদু দীদয়ন্তে ।
অভি প্রেহি মধ্যতো মাপ হাস্থাঃ পিতৃণাং লোকং
প্রথমো যো অত্র ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ আদিত্য আমাদের মরণজনিত ভীতি দূর করুক। সেরূপ জীবদানু (জীবনের কর্তা), সুদানু (শোভন দাতা) সুত্রামা (শোভন ত্রাতা) দেব আমাদের অভয় করুক। এ লোকে আমাদের বহু পুত্র পৌত্রাদি হোক। সেরূপ বহু গাভী অশ্বযুক্ত পোষক ধন আমার হোক। (মরণজনিত ভীতি পরিহারের দ্বারা পুত্র পৌত্রাদি ও ধনসমৃদ্ধি আমাদের হোক)। ১ ॥ আদিত্য আমাদের অমৃতত্বে (অমরণত্বে) স্থাপন করুক (অর্থাৎ আমাদের অমর করুক), তার প্রসাদে মৃত্যুদেব পরাঙ্মুখ হয়ে চলে যাক, অমৃত (অমরণ) আমাদের হোক। জরা পর্যন্ত আমাদের পুত্র পৌত্রাদির রক্ষা করুক। এ পুরুষদের প্রাণ যেন যমের কাছে না যায়। ২ ॥ ক্রান্তদর্শী, প্রকৃষ্টবুদ্ধি যে যম স্বমহিমায় স্তোতা পিতৃপুরুষদের অন্তরিক্ষ লোকে স্থাপন করেছে, হে সর্বজনের মিত্ররূপ ব্রাহ্মণগণ, চরু পুরোডাশ প্রভৃতি হবির দ্বারা সে যমের অর্চনা কর। অর্চিত যম জীবনলাভের জন্য আমাদের ধারণ করুক। ৩ ॥ হে মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ, যজ্ঞদানাদি সৎকর্মের দ্বারা উৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে আরোহণ কর, ভয় পেয়ো না। স্বয়ং সোমযাগকারী ও যজমানদের সোমযাগ-কারক, স্বর্গে আরূঢ় তোমাদের উদ্দেশে এ হবি প্রদান করা হচ্ছে, সে হবির দ্বারা তোমরা সুখে দ্যুলোকে অবস্থান কর। তোমাদের প্রসাদে আমরা চিরকাল জীবন লাভ করব। ৪ ॥ এ অগ্নি ধ্বজা-রূপ মহান ধূমে দীপ্তি পাচ্ছে। দ্যাবাপৃথিবী লক্ষ্য করে, কামবর্ষক এ অগ্নির শব্দ করছে। আমার কাছে আকাশ পর্যন্ত এ অগ্নি ব্যাপ্ত হয়েছে, তারপর জলের উপস্থানে অন্তরিক্ষে মহান হয়ে প্রবৃদ্ধ হয়েছে। ৫ ॥

হে প্রেত, দুঃখরহিত স্বর্গলোকে গমনকারী তোমাকে মনে মনে কামনাকারী জনগণ বরুণের দূতরূপে ও যমগৃহে শকুনির মত বর্তমান ভর্তার মত দেখে থাকে। ৬ ॥ হে ইন্দ্রদেব, পিতা যেমন পুত্রের অভিমত ফল দেয়, সেরূপ আমাদের সোমযাগাদি রূপ কর্ম (অথবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান) প্রদান কর। হে পুরুহূত (বহু যজমানের দ্বারা আহূত), এ সংসার যাত্রায় আমাদের শিক্ষা দাও। তোমার প্রসাদে আমরা যেন চিরকাল ইহলোকের সুখ অনুভব করি। ৭ ॥ হে প্রেত, তোমার জন্য অপূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ঘৃত মধ্বাদি পূর্ণ যে কুম্ভসকল দেবগণ ধারণ করেছে, সেগুলি তোমার কাছে অন্ন, মধু ও ঘৃত ক্ষরণ করুক। ৮ ॥ হে প্রেত, তোমার উদ্দেশে তিলমিশ্র, স্বধাযুক্ত যে ধনগুলি (ভৃষ্ট যব) অর্পণ করছি, তারা প্রভূতরূপে তোমার তৃপ্তিজনক হোক। রাজা যম তা ভোগের জন্য তোমাকে অনুমতি দিক। ৯ ॥ হে বনস্পতি, তোমাতে অস্থিরূপ যে পুরুষ পূর্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তা আবার আমাদের দিয়ে দাও, তাতে যমরাজের গৃহে স্বার্জিত যজ্ঞাদি কর্মের কথা প্রকাশ করে এ পুরুষ উপবেশন করতে পারে। ১০ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, এ মৃতকে দগ্ধ করতে আরম্ভ কর, তোমার জ্বালাযুক্ত রসহরণশীল দহনসামর্থ হোক। এ মৃতের শরীর সম্যক ভস্মীভূত কর, তারপর এ পুরুষকে সুকৃত লোকে অর্থাৎ পুণ্যবানদের নিবাসস্থল স্বর্গলোকে স্থাপন কর। ১১ ॥ পূর্বতন যে জ্যেষ্ঠ পিতৃগণ অপুনরাবৃত্তির জন্য চলে গেছে, পশ্চাৎ উৎপন্ন যে পিতৃগণ চলে গেছে, তাদের সকলের জন্য শতধারাযুক্ত, সকল দিক সিক্তকারী, ঘৃতপূর্ণ কুল্যা (কৃত্রিম নদী) প্রবাহিত হোক। ১২ ॥ হে মৃত পুরুষ, শরীর থেকে উৎক্রমের দ্বারা আত্মাকে শোধন করে এ পরিদৃশ্যমান অন্তরিক্ষলোকে আরোহণ কর। তোমার জ্ঞাতিগণ এ লোকে সমৃদ্ধ হয়ে বাস করুক। আরোহণের জন্য বন্ধুজনের মধ্য থেকে লোকান্তর লক্ষ্য করে যাও। এ দ্যুলোকে পিতৃপুরুষদের মুখ্য লোক যেন তুমি পরিত্যাগ না কর অর্থাৎ সেখানে চিরকাল তুমি বাস কর। ১৩ ॥

টীকা : ১-১৩। 'বিবস্বান্ নঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্মশানচয়নকর্মে কর্তা ও অন্যান্য গোত্রীয়গণ শ্মশানের পেছন দিক থেকে প্রেতের সেবা করবে—ইত্যাদি বিবিধ বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

আ রোহত জনিত্রীং জাতবেদসঃ পিতৃযাণৈঃ সং ব আ রোহয়ামি।
অবাড্ঢব্যেষিতো হব্যবাহ ঈজানং যুক্তাঃ সুকৃতাং ধত্ত লোকে ॥ ১ ॥
দেবা যজ্ঞমৃতবঃ কল্পয়ন্তি হবিঃ পুরোডাশং স্রুচো যজ্ঞায়ুধানি।
তেভির্যাহি পথিভির্দেবযানৈর্যৈরীজানাঃ স্বর্গং যন্তি লোকম্ ॥ ২ ॥
ঋতস্য পন্থামনু পশ্য সাধ্বঙ্গিরসঃ সুকৃতো যেন যন্তি।
তেভির্যাহি পথিভিঃ স্বর্গং যত্রাদিত্যা মধু ভক্ষয়ন্তি
তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়স্ব ॥ ৩ ॥
ত্রয়ঃ সুপর্ণা উপরস্য মায়ূ নাকস্য পৃষ্ঠে অধি বিষ্টপি শ্রিতাঃ।
স্বর্গা লোকা অমৃতেন বিষ্ঠা ইষমূর্জং যজমানায় দুহ্রাম্ ॥ ৪ ॥

জুহূর্দাধার দ্যামুপভৃদন্তরিক্ষং ধ্রুবা দাধার পৃথিবীং প্রতিষ্ঠাম্ ।
প্রতীমাং লোকা ঘৃতপৃষ্ঠাঃ স্বর্গাঃ কামংকামং যজমানায় দুহ্রাম্ ॥ ৫ ॥
ধ্রুব আ রোহ পৃথিবীং বিশ্বভোজসমন্তরিক্ষমুপভৃদা ক্রমস্ব ।
জুহূ দ্যাং গচ্ছ যজমানেন সাকং স্রুবেণ বৎসেন
দিশঃ প্রপীনাঃ সর্বা ধুক্ষ্বাহৃণীয়মানঃ ॥ ৬ ॥
তীর্থৈস্তরন্তি প্রবতো মহীরিতি যজ্ঞকৃতঃ সুকৃতো যেন যন্তি ।
অত্রাদধুর্যজমানায় লোকং দিশো ভূতানি যদকল্পয়ন্ত ॥ ৭ ॥
আঙ্গিরসাময়নং পূর্বো অগ্নিরাদিত্যানাময়নং গার্হপত্যো
দক্ষিণানাময়নং দক্ষিণাগ্নিঃ ।
মহিমানমগ্নের্বিহিতস্য ব্রহ্মণা সমঙ্গঃ সর্ব উপ যাহি শগ্মঃ ॥ ৮ ॥
পূর্বো অগ্নিষ্টবা তপতু শং পুরস্তাচ্ছং পশ্চাৎ তপতু গার্হপত্যঃ ।
দক্ষিণাগ্নিষ্টে তপতু শর্ম বর্মোত্তরতো মধ্যতো অন্তরিক্ষাদ্
দিশোদিশো অগ্নে পরি পাহি ঘোরাৎ ॥ ৯ ॥
যূয়মগ্নে শন্তমাভিস্তনুভিরীজানমভি লোকং স্বর্গম্ ।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ যত্র দেবৈঃ সধমাদং মদন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে জাতবেদা অগ্নিসকল, তোমরা অরণিতে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের পিতৃযান পথে বিধিপূর্বক অরণিদ্বয়ে আরোপণ করছি। হব্যবাহক অগ্নি দেবগণের উদ্দেশে যজমানের প্রদত্ত হবি বহন করুক। হে অগ্নিসকল, তোমরা পরস্পর মিলিত হয়ে এ যাগকারীকে (দেশান্তরে মৃত যজমানকে) সুকৃত লোকে (পুণ্যবানদের গন্তব্য স্থানে) স্থাপন কর। ১ ॥ দেবগণ ও বসন্তাদি ঋতুসকল হবিগ্রহণ ও যাগকারিদের ফলসিদ্ধির জন্য যজ্ঞের বিস্তার করেছে। হবি (চরু, আজ্য, সোমাদি), পুরোডাশ, স্রুক্ (জুহূ প্রভৃতি যজ্ঞের উপযুক্ত দ্রব্য), আয়ুধের মত যজ্ঞের পাত্রগুলির নির্মাতা হে আহিতাগ্নি, তুমি দেবযান পথে যাও, যে পথে যজ্ঞকারী পুরুষেরা সুখাত্মক স্বর্গলোকে গিয়ে থাকে। ২ ॥ সত্যরূপ যজ্ঞের পথ (সমীচীন অর্চিরাদি মার্গ) সম্যক্‌রূপে জান। অঙ্গিরা-বংশোৎপন্ন কর্মিগণ যে পথে স্বর্গলোকে গিয়েছেন, হে প্রেত, সে পথে স্বর্গে যাও। যে স্বর্গে আদিত্যগণ (অদিতির পুত্রগণ) মধুর মত প্রীতিকর অমৃত আস্বাদন করছেন। স্বর্গের সে দুঃখরহিত তৃতীয় স্থানে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। ৩ ॥ তিনটি শোভনপতনযোগ্য অগ্নি, সূর্য ও সোম স্বর্গলোকে এবং শব্দকারী বায়ু ও মেঘ অন্তরিক্ষ লোকে অধিষ্ঠিত রয়েছে। স্বকর্মের দ্বারা অর্জিত অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠিত সুখাত্মক স্বর্গলোক অমৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ। তারা যজমান এ প্রেতের উদ্দেশে অন্ন ও বলকর অন্নরস প্রদান করুক। ৪ ॥ জুহূ (হোমসাধন পাত্রবিশেষ) দ্যুলোক ধারণ করেছে, উপভৃৎ (পাত্রবিশেষ) অন্তরিক্ষলোক এবং ধ্রুবা (বর্হিতে স্থাপন থেকে যজ্ঞের সমাপ্তি পর্যন্ত স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত) স্রুক্ পৃথিবী ধারণ করেছে। এ পৃথিবীর দীপ্তির উপরিভাগে সুখাত্মক স্বর্গলোক যজমানের সকল কামনা প্রদান করুক। ৫ ॥ হে ধ্রুবা (স্রুক্), যজমানের সাথে সকল ভোগাধিকরণরূপ পৃথিবীতে অধিষ্ঠান কর। (ধ্রুবা নামক স্রুক্ বর্হি-স্থাপন থেকে যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত আজ্যপূর্ণ হয়ে অবিচল থাকে, পৃথিবীও স্থির, পৃথিবীকে তার অধিষ্ঠাত্রী বলা হয়)। হে উপভৃৎ, তুমি মধ্যম অন্তরিক্ষলোক আক্রমণ কর। (অধ্বর্যু যজ্ঞকালে ডানহাতে জুহূ এবং বামহাতে উপভৃৎ ধারণ করে)। হে জুহূ, তুমি যজমানের সাথে দ্যুলোকে যাও। হে যজমান, বৎসরূপ স্রুবের দ্বারা দশদিকে অভিলষিত ফল দোহন কর। ৬ ॥ মহান্ আপদুদ্ধারক যজ্ঞাদি—এ বুদ্ধিতে

যারা যজ্ঞ করে এবং যারা সুকৃত কর্ম করে যে পথে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েছে, সে পথ অনুসরণকারী যজমানের উদ্দেশে দশ দিক এবং তত্রস্থ প্রাণিগণ সে পুণ্যার্জিত লোক বিধান করুক। ৭ ॥ পূর্বদিকে অবস্থিত অঙ্গিরাদের সত্রাত্মক আহবনীয় অগ্নি, আদিত্যগণের সত্ররূপ গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষদের সত্রবিশেষ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দক্ষিণাগ্নি এ মন্ত্রের দ্বারা (অথবা মন্ত্রসাধ্য সত্রযাগের দ্বারা) নির্মিত পৃথক পৃথক আয়তনে স্থাপিত অগ্নির মহিমা সম্পূর্ণাবয়ব হয়েছে। অতএব হে প্রেত, তুমি সুখে তাদের কাছে যাও। ৮ ॥ হে অগ্নির দ্বারা দহ্যমান প্রেত, পূর্ব দিকে দীপ্যমান আহবনীয় অগ্নি পূর্ব দিকে তোমাকে সুখে তাপ দিক, সেরূপ গার্হপত্য অগ্নি (গৃহপতি যজমানের অগ্নি) পশ্চিম দিকে সুখে তোমাকে দগ্ধ করুক। দক্ষিণাগ্নি সুখে কবচের মত তোমাকে তাপ দিক (কবচ যেমন সর্বাবরক ও সর্বাচ্ছাদক, সেরূপ তোমার শরীর আবৃত করে দগ্ধ করুক)। হে অগ্নি, উত্তর, মধ্য, অন্তরিক্ষ ও অবান্তর দশ দিক থেকে ও ক্রূর হিংসক থেকে রক্ষা কর। ৯ ॥ হে অগ্নি, বিবিধ আয়তনে স্থাপিত তোমাদের মঙ্গলকর তনুর দ্বারা তোমার যাগকারীকে সুখে স্বর্গলোকে প্রেরণ কর। তিনটি অশ্বযুক্ত দৈবরথ বহনকারী অশ্বরূপে এ যজমানকে স্বর্গে নিয়ে যাও, যে স্বর্গলোকে অমৃতপায়ী দেবগণের সাথে যুক্ত হবো। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। চতুর্থ অনুবাকে নয়টি সূক্ত, তার মধ্যে 'আ রোহত জনিত্রীং জাতবেদসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে চিতাস্থিত প্রেতের অগ্নি, কাষ্ঠ ও যজ্ঞ-পাত্রাদি দানের কথা বলা হয়েছে।

১ম মন্ত্রে—দুটি পথ—দেবযান ও পিতৃযান, দেবলোকের প্রাপ্তিসাধন দেবযান এবং পিতৃলোকের প্রাপ্তিসাধন পিতৃযান। দু-প্রকার হবি—হব্য ও কব্য, দেবতাদের দেয় হব্য এবং পিতৃপুরুষের দেয় কব্য। অগ্নিও দু-প্রকার—হব্যবাহ ও কব্যবাহ। দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য বহনকারী অগ্নিকে হব্যবাহ এবং পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় কব্য বহনকারী অগ্নিকে কব্যবাহ বলে।

দ্বিতীয় সূক্ত

শমগ্নে পশ্চাৎ তপ শং পুরস্তাচ্ছমুত্তরাচ্ছমধরাৎ তপৈনম্।
একস্ত্রেধা বিহিতো জাতবেদঃ সম্যগেনং ধেহি সুকৃতামু লোকে ॥ ১ ॥
শমগ্নয়ঃ সমিদ্ধা আ রভন্তাং প্রাজাপত্যং মেধ্যং জাতবেদসঃ।
শৃতং কৃণ্বন্ত ইহ মাব চিক্ষিপন্ ॥ ২ ॥
যজ্ঞ এতি বিততঃ কল্পমান ঈজানমভি লোকং স্বর্গম্।
তমগ্নয়ঃ সর্বহুতং জুষন্তাং প্রাজাপত্যং মেধ্যং জাতবেদসঃ।
শৃতং কৃণ্বন্ত ইহ মাব চিক্ষিপন্ ॥ ৩ ॥
ঈজানশ্চিতমারুক্ষদগ্নিং নাকস্য পৃষ্ঠাদ্ দিবমুৎপতিষ্যন্।
তস্মৈ প্র ভাতি নভসো জ্যোতিষীমানৎস্বর্গঃ পন্থাঃ সুকৃতে দেবযানঃ ॥ ৪ ॥
অগ্নির্হোতাধ্বর্যুষ্টে বৃহস্পতিরিন্দ্রো ব্রহ্মা দক্ষিণতস্তে অস্তু।
হুতোঽয়ং সংস্থিতো যজ্ঞ এতি যত্র পূর্বময়নং হুতানাম্ ॥ ৫ ॥
অপূপবান্ ক্ষীরবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৬ ॥
অপূপবান্ দধিবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৭ ॥

অপূপবান্ দুগ্ধবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৮ ॥
অপূপবান্ ঘৃতবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৯ ॥
অপূপবান্ মাংসবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, পশ্চিম দিকে গার্হপত্য অগ্নিরূপে সুখে তুমি একে তাপ দাও, সেরূপ পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সুখে একে দগ্ধ কর। হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি এক হয়েও তিনরূপে যজ্ঞকারী এ প্রেতকে সুকৃত লোকে স্থাপন কর। ১ ॥ হে জাতবেদা অগ্নিসবল, তোমরা সমিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি-দেবতা পিতৃমেধ যজ্ঞে প্রেতরূপ এ পশুকে সম্যক্‌রূপে দগ্ধ কর। এ দহন কর্মে প্রজাপতির যজ্ঞার্হ এ পশুকে পাক করে নিক্ষেপ করো না, নিঃশেষে দগ্ধ কর। ২ ॥ বিস্তৃত এ পিতৃমেধ নামক যজ্ঞ যাগকারী এ প্রেতকে সুখরূপ স্বর্গলোকে নিয়ে যায়। অগ্নিসকল মেধ্য এ প্রেতরূপ পশুকে নিঃশেষে দগ্ধ করে সেবা করুক। [প্রজাপতির যজ্ঞার্হ ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩ ॥ যজ্ঞকারী পুরুষ দুঃখরহিত স্বর্গের উপরিভাগে তৃতীয়কক্ষারূপ দ্যুলোকে যাবার জন্য চিতাগ্নিতে আরোহণ করেছে। সুকৃতকারী তার উদ্দেশে মধ্যাকাশের প্রকাশক দেবযান পথ দীপ্ত হোক। ৪ ॥ হে প্রেত, এ পিতৃমেধ যজ্ঞে অগ্নি তোমার হোতা হোক। সেরূপ বৃহস্পতি অধ্বর্যু এবং দক্ষিণ দিকস্থ ইন্দ্র তোমার ব্রহ্মা হোক। তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এ পিতৃমেধাখ্য যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে পূর্বকালীন যজ্ঞের প্রাপ্তিস্থানে অর্থাৎ স্বর্গলোকে যাচ্ছে। ৫ ॥ পিষ্টক, গোদুগ্ধ ও চরু এ সঞ্চয়নকর্মে (অস্থির নিকট পশ্চিম দিকে) একত্র করা হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক দেবতাদের তুষ্ট করছি। যষ্টব্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যে যারা তোমরা হবির ভাগের অধিকারী এখানে আছ, তাদের যাগ করছি। ৬ ॥ অপূপ (পিষ্টক), দধি ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে একত্র করা হোক। (স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭ ॥ পিষ্টক, দধিকণা ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে সংগ্রহ করা হোক। (স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮ ॥ পিষ্টক, ঘৃত ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে একত্র করা হোক। (স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯ ॥ পিষ্টক, মাংস ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে একত্র করা হোক। (স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০ ॥

টীকা : ১-১০। 'শমগ্নে' ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্ত চিতাস্থ আহিতাগ্নির উপস্থাপনে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

অপূপবানন্নবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১ ॥
অপূপবান্ মধুমাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ২ ॥
অপপূবান্ রসবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৩ ॥

অপূপবানপবাংশ্চরুরেহ সীদতু ।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৪ ॥
অপূপাপিহিতান্ কুম্ভান্ যাংস্তে দেবা অধারয়ন্ ।
তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ৫ ॥
যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ ।
তাস্তে সন্তূদ্ভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ ॥ ৬ ॥
অক্ষিতিং ভূয়সীম্ ॥ ৭ ॥
দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমং যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ ।
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ৮ ॥
শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে রয়িম্ ।
যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সর্বদা তে দুহ্রতে দক্ষিণাং সপ্তমাতরম্ ॥ ৯ ॥
কোশং দুহন্তি কলশং চতুর্বিলমিড়াং ধেনুং মধুমতীং স্বস্তয়ে ।
ঊর্জং মদন্তীমদিতিং জনেষ্বগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ পিষ্টক, অন্ন ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে একত্র করা হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক দেবতাদের প্রীতি-বিধান করছি। যষ্টব্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যে যারা তোমরা এ সঞ্চয়ন কর্মে বর্তমান আছ, তাদের যাগ করছি। ১ ॥ পিষ্টক, মধু ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে একত্র করা হোক। (স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২ ॥ পিষ্টক, রসযুক্ত দ্রব্য ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে একত্র করা হোক। (স্বর্গলোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩ ॥ পিষ্টক, ভিন্নপ্রকৃতির পিষ্টক ও চরু এ সঞ্চয়ন কর্মে মধ্যপ্রদেশে একত্র করা হোক। (স্বর্গ-লোকের পথপ্রদর্শক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪ ॥ পিষ্টকের দ্বারা আচ্ছাদিত চরুপূর্ণ যে নয়টি কলশ দেবগণ স্বকীয় ভাগরূপে স্বীকার করেছে, হে প্রেত (সঞ্চিত অস্থিরূপ), সে চরুগুলি পরলোকে গমনকারী তোমার অন্নরূপ, মধুযুক্ত ঘৃতক্ষরণরূপ হোক। (তোমার অস্থিসমীপে স্থাপিত চরুগুলি পরলোক-প্রাপ্ত তোমার প্রীতির জন্য বহু অন্নরাশি, মধু ও ঘৃতের কুল্যাযুক্ত হোক)। ৫ ॥ হে সঞ্চিত অস্থিরূপ প্রেত, তোমার উদ্দেশে যে কৃষ্ণ তিলযুক্ত অন্ন ও ভৃষ্ট যব অনুক্রমে নিক্ষেপ করেছি, সেগুলি পরলোক-প্রাপ্ত তোমার প্রীতির জন্য মহৎ ও প্রভূত হোক। পিতৃগণের নিয়ন্তা যম বহুকাল পর্যন্ত সেগুলি তোমার ভোগের জন্য অনুমোদন করুক। ৬-৭ ॥ (ধূমাদি মার্গে পিতৃলোক-প্রাপ্ত জন সোমযাগজনিত সুকৃত ফল ভোগ করে—এ জন্য এ পিতৃ-প্রকরণে সোমস্থিত জলকণা বা সোমের স্তুতি করা হচ্ছে)। সোমরস-স্থিত জলকণা পৃথিবী ও দ্যুলোকে বিপ্রকীর্ণ হয়েছে। (প্রস্তরে অভিষবকালে সোমরস ভূমিতে পড়ে এবং দশাপবিত্র থেকে দ্রোণ-কলশে ধারা নিক্ষেপের সময় অন্তরিক্ষলোকে সোমকণা ছড়িয়ে পড়ে—এ জন্য বলা হচ্ছে)। চরাচরাত্মক সকল জগতের কারণরূপ পৃথিবী ও পূর্বোৎপন্ন দ্যুলোক-স্থান লক্ষ্য করে সঞ্চারিত সোমরসকণা সপ্ত হোত্রার উদ্দেশে অগ্নিতে নিক্ষেপ করছি। (হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, অচ্ছাবাক—এ সাত জন বষট্‌কর্তাকে 'সপ্ত হোত্রা' বলা হয়। বাজসনেয় ব্রাহ্মণে এ সোমরসকণা আদিত্যরূপে স্তুত হয়েছে)। হে প্রেত, শতধারাযুক্ত, বায়ুর মত সঞ্চরণশীল, অর্চনীয়, স্বর্গপ্রাপক এ কুম্ভকে দেবতাগণ তোমার ধন বলে জানে। যে সংস্কারকরা অস্থিরূপ তোমাকে কলশজলে প্রীত করে এবং কলশজল দেয়, তারা সপ্ত-হোত্রাদি কর্মে সর্বদা দক্ষিণা দোহন করে। (জলের দ্বারা অাপ্লাপন হচ্ছে দক্ষিণাদোহন)। ৯ ॥ ধন-কনকাদিপূর্ণ কোশের মত, চারটি ছিদ্রযুক্ত দুগ্ধপূর্ণ

কলশের মত চারটি উধ (বাট, স্তন) যুক্ত মধুমতী (মধুররস ক্ষীরযুক্ত) ইড়া নামক ধেনুকে (অথবা ইড়া ভূমি, ভূমিরূপা ধেনুকে) প্রেতের সর্বদা পরলোক-নিবাসের জন্য দোহন করছে। (চারটি ছিদ্রযুক্ত কলশের জলে আপ্লাবন হচ্ছে এখানে চতুঃস্তনযুক্ত ধেনুর দোহন)। হে অগ্নি, পিতৃলোক প্রাপ্ত জনের ভোগের জন্য তৃপ্তিদায়ক, অখণ্ডনীয়, বলকর অন্নের ছেদ করো না। উৎকৃষ্ট আকাশে শতছিদ্র কলশ দোহন করছে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'অপূপবান্' ইত্যাদি ঋক্ অস্থিসমীপে মন্ত্রোক্ত চরু-স্থাপন কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

এতৎ তে দেবঃ সবিতা বাসো দদাতি ভর্তবে।
তৎ ত্বং যমস্য রাজ্যে বসানস্তার্প্যং চর ॥ ১ ॥
ধানা ধেনুরভবদ্ বৎসো অস্যাস্তিলোঽভবৎ।
তাং বৈ যমস্য রাজ্যে অক্ষিতামুপ জীবতি ॥ ২ ॥
এতাস্তে অসৌ ধেনবঃ কামদুঘা ভবন্তু ॥
এনীঃ শ্যেনীঃ সরূপা বিরূপাস্তিলবৎসা উপ তিষ্ঠন্তু ত্বাত্র ॥ ৩ ॥
এনীর্ধানা হরিণীঃ শ্যেনীরস্য কৃষ্ণা ধানা রোহিণীর্ধেনবস্তে।
তিলবৎসা ঊর্জমস্মৈ দুহানা বিশ্বাহা সন্ত্বনপস্ফুরন্তীঃ ॥ ৪ ॥
বৈশ্বানরে হবিরিদং জুহোমি সাহস্রং শতধারমুৎসম্।
স বিভর্তি পিতরং পিতামহান্ প্রপিতামহান্ বিভর্তি পিন্বমানঃ ॥ ৫ ॥
সহস্রধারং শতধারমুৎসমক্ষিতং ব্যচ্যমানং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
ঊর্জং দুহানমনপস্ফুরন্তমুপাসতে পিতরঃ স্বধাভিঃ ॥ ৬ ॥
ইদং কসাম্বু চয়নেন চিতং তৎ সজাতা অব পশ্যতেত।
মর্ত্যোঽয়মমৃতত্বমেতি তস্মৈ গৃহান্ কৃণুত যাবৎসবন্ধু ॥ ৭ ॥
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহচিত্ত ইহক্রতুঃ।
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ ॥ ৮ ॥
পুত্রং পৌত্রমভিতর্পয়ন্তীরাপো মধুমতীরিমাঃ।
স্বধাং পিতৃভ্যো অমৃতং দুহানা আপো দেবীরুভয়াংস্তর্পয়ন্তু ॥ ৯ ॥
আপো অগ্নিং প্র হিণুত পিতৃঁরুপেমং যজ্ঞং পিতরো মে জুষন্তাম্।
আসীনামূর্জমুপ যে সচন্তে তে নো রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছান্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রেত, সর্বপ্রেরক সবিতা দেব, এ বস্ত্র তোমার আচ্ছাদনের জন্য দিচ্ছে। সে প্রীতিকর বস্ত্র পরিধান করে তুমি যমরাজ্যে বিচরণ কর। ১ ॥ ধানগুলি (ভ্রষ্ট যব) ধেনু-সদৃশ এবং তিলগুলি বৎস-সদৃশ। সে বৎসরূপ তিলের সাথে ধেনুরূপ ধান যমরাজ্যে অক্ষয়কাল পর্যন্ত এ প্রেত ভোগ করুক। ২ ॥ হে প্রেত, এ ধানগুলি তোমার কামদুঘ (অর্থাৎ ইষ্টফলপ্রদ ধেনুরূপ) হোক। সন্ধ্যাবর্ণ, শুভ্র অরুণবর্ণ, ধবলবর্ণ, সমানরূপ, বিবিধরূপ তিলরূপ বৎসের সাথে ধেনুরূপ ধানগুলি এ যমরাজ্যে অভিমত ফল প্রদানের জন্য তোমার পরিচর্যা করুক। ৩ ॥ হে প্রেত, সন্ধ্যাবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, হরিতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অরুণবর্ণ ধেনুরূপ ধানগুলি তোমার হোক। সে তিলরূপ বৎসের সাথে ধেনুগুলি চিরকাল অবিনশ্বর হয়ে অস্থিরূপ তোমার উদ্দেশে বলকর অন্ন প্রদান করুক। ৪ ॥ বৈশ্বানর অগ্নিতে

দুগ্ধরূপ (অথবা স্থালীপাকরূপ) হবি নিক্ষেপ করছি। এ হবি সহস্র জলপ্রবাহযুক্ত, শতধারাযুক্ত প্রস্রবণ-সদৃশ। (যেরূপ উৎস সেবাপজীবিদের প্রীত করে, সেরূপ এ হবি নানাপ্রকারে পিতৃপুরুষদের পুষ্ট করে)। হবির দ্বারা প্রীত সে বৈশ্বানর অগ্নি পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহাদির পোষণ করে। ৫ ॥ সহস্রধারা, শতধারাযুক্ত প্রস্রবণের মত ক্ষয়রহিত, অন্তরিক্ষের উপরিভাগে আকাশে স্থিত, বলকর, অন্ন-সাধনরূপ জল ক্ষরণকারী, বহুছিদ্রযুক্ত শোভমান কলশের পিতৃগণ সেবা করে। ৬ ॥ হে সমান কুলে জাত গোত্রীয়গণ, তোমরা চয়নকর্মের একত্রীকৃত উদকপ্লাবিত অস্থিগুলি দেখ, এগিয়ে এস। এ মর্ত্য (মরণ-ধর্মা) প্রেত অমৃতত্ব (অমরণ-ধর্ম) লাভ করছে। তার জন্য তোমরা সকলে স্থান করে দাও। (তার অস্থি-নিরীক্ষণ হচ্ছে পরলোকে স্থানকরণ)। ৭ ॥ হে দীপ্ত পাংসুতে আহিত, উল্মুক তুমি এ পাংসুরূপ প্রদেশেই থাক, আমাদের ধনদাতা হও, এখানে প্রজ্ঞাতা হও, এখানে আমাদের কর্ম-সম্পাদক হও, এখানে বলবান অন্নের বিধাতা হও ও শত্রুর দ্বারা অপরাজিত হয়ে অবস্থান কর। ৮ ॥ এ মধুররসযুক্ত আচমনযোগ্য জলগুলি পুত্র, পৌত্রদের প্রীতিকর। অতএব পিণ্ডোপজীবী স্বীয় পিতৃগণের উদ্দেশে অমৃতরূপ স্বধা (অমরণসাধন আত্মপ্রীতিকর অন্ন) প্রদানকারী দ্যোতমান আচমনীয় জলগুলি পুত্র পৌত্রদের বর্ধন করুক (অথবা পিণ্ডদানের পর এ আচমন কর্মের দ্বারা উভয় পিতৃ ও মাতৃকুলের তৃপ্তিসম্পাদন করুক)। ৯ ॥ হে জলগুলি, তোমরা তোমাদের অবসিচ্যমান দক্ষিণাগ্নিকে বর্হিতে দত্ত পিণ্ড দেবার জন্য পিতৃপিতামহাদির কাছে প্রেরণ কর। আমাদের অনুষ্ঠীয়মান পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক যজ্ঞের পিতৃগণ সেবা করুন অর্থাৎ পিণ্ডের আস্বাদন করুন। যে পিতৃগণ বলকর পিণ্ডরূপ অন্ন গ্রহণের জন্য কুশে উপবেশন করে আছেন, তারা আমাদের কর্মকুশল পুত্রপৌত্রাদির সাথে অবিনশ্বর ধন দিন। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'এতৎ তে দেবঃ' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রেতের উদ্দেশে বস্ত্র, তিলমিশ্র ধান, গোদুগ্ধ প্রভৃতি প্রদানকার্যে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

সমিন্ধতে অমর্ত্যং হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্।
স বেদ নিহিতান্ নিধীন্ পিতৄন্ পরাবতো গতান্ ॥ ১ ॥
যং তে মন্থং যমোদনং যন্মাংসং নিপৃণামি তে।
তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ২ ॥
যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ।
তাস্তে সন্তূদ্ভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ ॥ ৩ ॥
ইদং পূর্বমপরং নিযানং যেনা তে পূর্বে পিতরঃ পরেতাঃ।
পুরোগবা যে অভিশাচো অস্য তে ত্বা বহন্তি সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৪ ॥
সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো হবন্তে সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৫ ॥
সরস্বতীং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বমনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৬ ॥
সরস্বতি যা সরথং যয়াথোক্থৈঃ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
সহস্রার্ঘমিড়ো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি ॥ ৭ ॥
পৃথিবী ত্বা পৃথিব্যামা বেশয়ামি দেবো নো ধাতা প্র তিরাত্যায়ুঃ।
পরাপরৈতা বসুবিদ্ বো অস্ত্বধা মৃতাঃ পিতৃষু সং ভবন্তু ॥ ৮ ॥

আ প্র চ্যবেথামপ তন্মৃজেথাং যদ্ বামভিভা অত্রোচুঃ।
অস্মাদেতমঘ্ন্যৌ তদ্ বশীয়ো দাতুঃ পিতৃষ্বিহভোজনৌ মম ॥ ৯ ॥
এয়মগন্ দক্ষিণা ভদ্রতো নো অনেন দত্তা সুদুঘা বয়োধাঃ।
যৌবনে জীবানুপপৃঞ্চতী জরা পিতৃভ্য উপসংপরাণয়াদিমান্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ অনুষ্ঠাতারা অমর্ত্য,ঘৃতপ্রিয়, হবির বাহক অগ্নি কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বলিত করছে। সে অগ্নি ভূমিতে নিহিত নিধির মত অতি দূরদেশ-গত পিতৃগণকে জানে। ১ ॥ হে প্রেত, তোমার প্রীতির জন্য যে মন্থ, জল ও মাংসাদি প্রদান করছি, সেগুলি তোমার অন্নযুক্ত, মধুযুক্ত ও ঘৃতযুক্ত হোক। ২ ॥ হে প্রেত, তোমার উদ্দেশে যে তিলমিশ্র ধান (ভৃষ্ট যব) নিক্ষেপ করছি, সেগুলি তোমার মহৎ ও প্রভূতরূপ হোক, পিতৃগণের রাজা যম তা তোমার ভোগের জন্য অনুমোদন করুক। ৩ ॥ পূর্ববর্তী মৃতদের বহনের জন্য যে শকট, ইদানীন্তন মৃতদের বহনের জন্যও সে শকট অবস্থান করছে, যে শকটে তোমার পূর্বতন পিতৃগণ গমন করেছে। এর সামনে নিযুক্ত বলদগুলি তোমাকে সুকৃত লোকে নিয়ে যাক। ৪ ॥ মৃতশরীরের সংস্কারক অগ্নির (অথবা যমের) প্রীতির জন্য বাগ্দেবী সরস্বতীর আহ্বান করে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তৃত হলে সরস্বতীর আহ্বান করে। (যজ্ঞে সারস্বত হোম আছে জন্য, স্তোত্রশাস্ত্রাদি যাগাত্মক জন্য, তার সিদ্ধির নিমিত্ত সরস্বতীর আহ্বান করা হয়)। শোভন কর্মকর্তাগণ স্বাভিমত ফলের জন্য পূর্বে সরস্বতীর আহ্বান করেছে, এখন সরস্বতী হবিদানকারী যজমানকে বরণীয় বস্তু দিক। ৫ ॥ বেদির দক্ষিণদিকে ব্যাপ্ত পিতৃপুরুষগণ সরস্বতী দেবীর আহ্বান করে। হে পিতৃগণ, তোমরা এ যজ্ঞে উপবেশন করে আমাদের দত্ত স্বধার দ্বারা তৃপ্ত হও। হে সরস্বতি, পিতৃগণের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি ব্যাধিরহিত স্বাভিমত অন্ন আমাদের দাও। ৬ ॥ হে দেবি সরস্বতি, উক্থ-শস্ত্র ও স্বধা অন্নে তৃপ্ত হয়ে তুমি পিতৃগণের সাথে একরথে যাচ্ছ। তুমি বহুমূল্য অন্নের ভাগ ও গবাদি ধনের পুষ্টি যজমানকে (আমাকে) দাও। ৭ ॥ মৃত্তিকা, গোময়াদির লেপনের দ্বারা এ চরুস্থালী দৃঢ় করছি। ধাতা (সকলের ধারক) দেব সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমাদের আয়ু বর্ধন করুক। হে অতি দূরদেশ-গত পিতৃগণ, এ মৃত্তিকালিপ্ত চরুকুম্ভী তোমাদের অন্নরূপ ধনপ্রাপক হোক। চরুদান, স্বাহাকার প্রভৃতির পর ইদানীন্তন মৃত পিতৃগণ পূর্বতন পিতৃগণের সাথে মিলিত হোক। ৮ ॥ হে প্রেতের বহনকারী বৃষভদ্বয়, তোমরা শকট থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের দিকে এস। সে নিন্দার শোধন কর, নিন্দুকেরা তোমাদের উদ্দেশে যা বলেছে ; 'অস্পৃশ্য অদৃশ্য প্রেতকে এ বৃষভদ্বয় বহন করছে'—এ নিন্দাবাক্যের শোধন কর। অতএব হে অবধ্য বৃষভদ্বয়, তোমরা এ শকট থেকে চলে এস। সে আগমন তোমাদের শ্রেয়স্কর হবে। এ পিতৃমেধ যজ্ঞে অগ্নির প্রদাতা (অথবা হবিপ্রদাতা) আমার তোমরা পালক হও। ৯ ॥ এ গোরূপা দক্ষিণা সংস্কার কর্তা আমাদের কল্যাণ থেকে এসেছে। এ প্রেত কর্তৃক প্রদত্তা দুগ্ধবতী অন্নপ্রদাত্রী গোরূপা দক্ষিণা বার্ধক্যে জরাযুক্ত হয়েও যৌবনের মত জীবন লাভ করুক। এ গোরূপা দক্ষিণা অধুনা সংস্ক্রিয়মাণ পিতৃদের পূর্বপুরুষদের সাথে যুক্ত করুক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'সমিন্ধতে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে সমিদাধান, তিলমিশ্র ধানাদি নিক্ষেপ, সরস্বতী হোম প্রভৃতি বিবিধ বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ সূক্ত

ইদং পিতৃভ্যঃ প্র ভরামি বর্হির্জীবং দেবেভ্য উত্তরং স্তৃণামি।
তদা রোহ পুরুষ মেধ্যো ভবন্ প্রতি ত্বা জানন্তু পিতরঃ পরেতম্ ॥ ১ ॥
এদং বর্হিরসদো মেধ্যোঽভূঃ প্রতি ত্বা জানন্তু পিতরঃ পরেতম্।
যথাপরু তন্বং সং ভরস্ব গাত্রাণি তে ব্রহ্মণা কল্পয়ামি ॥ ২ ॥
পর্ণো রাজাপিধানং চরূণামূর্জো বলং সহ ওজো ন আগন্।
আয়ুর্জীবেভ্যো বিদধদ্ দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৩ ॥
ঊর্জো ভাগো য ইমং জজানাশ্মান্নানামাধিপত্যং জগাম।
তমর্চ্চত বিশ্বমিত্রা হবির্ভিঃ স নো যমঃ প্রতরং জীবসে ধাৎ ॥ ৪ ॥
যথা যমায় হর্ম্যমবপন্ পঞ্চ মানবাঃ।
এবা বপামি হর্ম্যং যথা মে ভূরয়োঽসত ॥ ৫ ॥
ইদং হিরণ্যং বিভৃহি যৎ তে পিতাবিভঃ পুরা।
স্বর্গং যতঃ পিতুর্হস্তং নির্মৃড্ঢি দক্ষিণম্ ॥ ৬ ॥
যে চ জীবা যে চ মৃতা যে জাতা যে চ যজ্ঞিয়াঃ।
তেভ্যো ঘৃতস্য কুল্যৈ তু মধুধারা ব্যুন্দতী ॥ ৭ ॥
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সূরো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ।
প্রাণঃ সিন্ধূনাং কলশাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দিমাবিশন্মনীষয়া ॥ ৮ ॥
ত্বেষস্তে ধূম ঊর্ণোতু দিবি ষংছুক্র আততঃ।
সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ॥ ৯ ॥
প্র বা এতীন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতিং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরঃ।
মর্য ইব যোষাঃ সমর্ষসে সোমঃ কলশে শতযামনা পথা ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে এ বর্হি (কুশ) বিস্তার করছি। সংস্কারকর্তা আমি সে বিস্তীর্ণ কুশের ওপর দেবতাদের উদ্দেশে অপর কুশ আচ্ছাদন করছি। হে পুরুষ, তুমি পিতৃমেধ নামক যজ্ঞের যোগ্য হয়ে সে কুশে আরোহণ কর। পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ পরলোকগত তোমাকে অনুমোদন করুক অর্থাৎ বর্হিতে আরোহণের জন্য আমাদের এ লোক পিতৃলোক লাভ করুক—এ কথা স্মরণ করুক। ১ ॥ হে প্রেত, এ চিতায় বিছান কুশে আরোহণ কর এবং পিতৃমেধ যজ্ঞের যোগ্য হও অর্থাৎ দহনের দ্বারা সংস্কৃত হও। পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ তোমার অনুমোদন করুক। পূর্বে জীবিতাবস্থায় তোমার অস্থির পর্বগুলি যেরূপ সংহত ছিল, এ মন্ত্র প্রভাবে আমি (কুলের জ্যেষ্ঠ) তা পূর্বের মত সংহত করছি। ২ ॥ চরুর আচ্ছাদনরূপে সকল বৃক্ষের অধিপতি পলাশ বৃক্ষ আমাদের বলকারক অন্নরস, শারীরিক ও মনুষ্যসম্পদাদি বল, শত্রুধর্ষণ-সামর্থ, শরীরকান্তি দেবার জন্য আসুক এবং জীবিত আমাদের শত বছর দীর্ঘ জীবন প্রদান করুক। ৩ ॥ অস্থি-সমীপে স্থাপিত চরুর ভোক্তা যম এ প্রেতকে উৎপন্ন করেছে। যমের দ্বারা চরুর আচ্ছাদক পাষাণ চরুর আধিপত্য (ওপরে স্থায়িত্ব) লাভ করেছে। হে সকলের উপকারক বান্ধবগণ, সে যমকে হবির দ্বারা তুষ্ট কর। সে যম আমাদের দীর্ঘায়ু প্রদান করুক। ৪ ॥ পঞ্চসংখ্যক মানুষ (নিষাদের সাথে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ অথবা দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বাপ্সরা, সর্প ও পিতৃগণ) যে প্রকারে প্রেতাধিপতি যমের উদ্দেশে সৌধ নির্মাণ করেছে, সেরূপ প্রেতের নিবাসের জন্য আমি উন্নত পিতৃগৃহ মৃত্তিকার দ্বারা সম্পন্ন করছি, যাতে আমার বান্ধবগণ বহু হয়। (প্রেতের জন্য উন্নত স্থান না করা হলে বান্ধবদের প্রত্যবায় হয় বলে উন্নত পিতৃগৃহ তৈরী করা হয়)। ৫ ॥

হে প্রেত, এ স্বর্ণনির্মিত-অঙ্গুলীয় (আঙ্‌টি) ধারণ কর, যা তোমার পিতা পূর্বে হস্তে ধারণ করতেন। কর্মার্জিত স্বর্গলোকে গমনকারী পিতার দক্ষিণ হস্ত মার্জন করে দাও। ৬ ॥ যারা জীবিত আছে, যারা মৃত, যারা জাত এবং যারা জনিষ্যমাণ—তাদের সকলের প্রীতির জন্য মধুধারা বর্ষণকারী ঘৃতকুল্যা (ঘৃতের কৃত্রিম নদী) আগমন করুক। ৭ ॥ (ধূমাদি মার্গে পিতৃলোক-প্রাপ্ত পিতৃপুরুষগণ সোমযাগাদি জনিত সুকৃত ফল ভোগ করে। এ জন্য এ প্রকরণে সোমের স্তুতি করা হয়েছে)। স্তোতাদের অভিমত ফলবর্ষক, স্তুতিবিষয়ে বিচক্ষণ, সকলের দ্রষ্টা সোম দশাপবিত্র থেকে ক্ষরিত হচ্ছে। অহোরাত্রির প্রেরক, উষা ও দ্যুলোকের বর্ধক, স্যন্দমান বসতীবরী জলের প্রাণরূপ সোমকলশগুলির (অথবা ঐন্দ্রবায়বাদিগ্রহের) উদ্দেশে শব্দ করছে (অথবা ধারাপতনের শব্দে তাদের শব্দায়িত করছে)। তারপর সবনত্রয়ে যষ্টব্য ইন্দ্রের জঠরে যথেচ্ছ প্রবেশ করছে। ৮ ॥ হে প্রেতাগ্নি, তোমার দীপ্ত ধূম আচ্ছন্ন করুক অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোক মেঘরূপে পরিণত হোক। অন্তরিক্ষে শুভ্ররূপে বিস্তীর্ণ হে পাবক (শোধক, দাহক প্রেতাগ্নি), তুমি সূর্যের মত স্তূয়মান হয়ে দীপ্ত হচ্ছ। ৯ ॥ স্যন্দমান সোম ইন্দ্রের জঠর স্থানে প্রবেশ করছে, সখা যেমন সখার কাম্য বস্তু প্রদান করে (অথবা সখা সোম সখা ইন্দ্রের উদর শূন্য করছে না, নিজের দ্বারা সর্বদা পূর্ণ করছে)। মানুষরা যেমন যুবতীর সাথে মিলিত হয়, সেরূপ সোম দ্রোণকলশে শতধারায় পতিত হচ্ছে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ইদং পিতৃভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে চিতাকাষ্ঠে দর্ভবিস্তার, প্রেতের শয়ন, অস্থি-স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ কর্মের বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

সপ্তম সূক্ত

অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়াঁ অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা যবিষ্ঠা ঈমহে ॥ ১ ॥
আ যাত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পিতৃযাণৈঃ।
আয়ুরস্মভ্যং দধতঃ প্রজাং চ রায়শ্চ পোষৈরভি নঃ সচধ্বম্ ॥ ২ ॥
পরা যাত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পূর্যাণৈঃ।
অধা মাসি পুনরা যাত নো গৃহান্ হবিরত্তুং সুপ্রজসঃ সুবীরাঃ ॥ ৩ ॥
যদ্ বো অগ্নিরজহাদেকমঙ্গং পিতৃলোকং গময়ং জাতবেদাঃ।
তদ্ ব এতৎ পুনরা প্যায়য়ামি সাঙ্গাঃ স্বর্গে পিতরো মাদয়ধ্বম্ ॥ ৪ ॥
অভূদ্ দূতঃ প্রহিতো জাতবেদাঃ সায়ং ন্যহ্ন উপবন্দ্যো নৃভিঃ।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রযতা হবীংষি ॥ ৫ ॥
অসৌ হা ইহ তে মনঃ ককুৎসলমিব জাময়ঃ।
অভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ৬ ॥
শুম্ভন্তাং লোকাঃ পিতৃষদনাঃ পিতৃষদনে ত্বা।
লোক আ সাদয়ামি ॥ ৭ ॥
(একপদাষ্টমী ঋক্ এবং আম্নায়তে)।
যেঽস্মাকং পিতরস্তেষাং বর্হিরসি ॥ ৮ ॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অধা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ৯ ॥
প্রাস্মৎ পাশান্ বরুণ মুঞ্চ সর্বান্ যৈঃ সমামে বধ্যতে যৈর্ব্যামে।
অধা জীবেম শরদং শতানি ত্বয়া রাজন্ গুপিতা রক্ষমাণাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ বর্হিতে (কুশের ওপরে) প্রদত্ত পিণ্ড ভক্ষণ করে তুষ্ট পিতৃগণ নিজেদের দেহ কম্পন করেছে। স্বায়ত্ত দীপ্তি সম্পন্ন পিতৃগণ ভাল কাজ করা হয়েছে বলে আমাদের প্রশংসা করেছে। পিণ্ডভক্ষণে তৃপ্ত পিতৃদের কাছে মেধাবী যুবতম আমরা ইষ্টফল প্রার্থনা করছি। ১ ॥ হে পিতৃপুরুষগণ, সোমার্হ তোমরা গম্ভীর পিতৃযান পথে এস। পিণ্ডদানের জন্য বিস্তীর্ণ কুশের ওপর তিল বিকিরণকারী আমাদের দীর্ঘায়ু ও পুত্রপৌত্রাদি দাও এবং আমাদের সমৃদ্ধ ধনপুষ্টির সাথে সংযুক্ত কর। ২ ॥ হে পিতৃগণ, সোমার্হ (সোমপানের যোগ্য অথবা সোমযাগকারী) তোমরা গম্ভীর পিতৃযান পথে স্বস্থানে ফিরে যাও। আবার এক মাস পরে (অমাবস্যায়) হবি-ভক্ষণ স্থানরূপে, শোভন পুত্র যুক্ত ও কর্মকুশল পৌত্রাদিযুক্ত আমাদের গৃহে এস। ৩ ॥ হে প্রেতপুরুষগণ, পিতৃলোকের প্রাপক, জাত প্রাণীর পুণ্যাপুণ্যের জ্ঞাতা অগ্নি তোমাদের যে এক অঙ্গ পরিত্যাগ করেছে, সে অঙ্গ আবার অগ্নিতে প্রক্ষেপ করছি। তোমরা সম্পূর্ণাবয়ব পিতৃপুরুষ হয়ে স্বর্গলোকে তৃপ্ত হও। ৪ ॥ সন্ধ্যা ও সকালে মানুষের উপাসনীয়, জাতবেদা, পিতৃপুরুষদের প্রতি দূতরূপে নিযুক্ত হে অগ্নি, আমাদের প্রদত্ত হবি পিতৃপুরুষদের দাও। তারা স্বধাকারে দত্ত হবি ভক্ষণ করুক। তারপর হে দেব অগ্নি, তুমিও আমাদের সংযতচিত্তে প্রদত্ত হবি ভক্ষণ কর। ৫ ॥ হে প্রেত, তোমার মন এ ইষ্টকচিত প্রদেশে অবস্থান করছে। হে ভূমি, এ শ্মশানদেশে অবস্থিত এ প্রেতকে আবৃত কর, যেমন মা প্রভৃতি নিজ পুত্রদের শীতাতপ থেকে নিজের বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন করে। ৬ ॥ হে প্রেত, তোমার পিতৃগণ যেখানে থাকেন, সে লোক প্রকাশিত হোক। আমি (সংস্কার কর্তা) পিতৃগণের অধিষ্ঠিত লোকে তোমাকে স্থাপন করছি। ৭ ॥ হে বর্হি (পিণ্ডদানের জন্য বিছানো কুশ), যারা আমাদের পূর্ব পিতৃপুরুষ, তুমি তাদের বসবার আসনরূপে। ৮ ॥ হে বরুণ, তোমার উত্তম পাশ আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বদিকে উন্মুক্ত কর, অধম (নিকৃষ্ট) পাশ নিম্ন দিকে মুক্ত কর এবং মধ্যম পাশের বিশ্লেষ কর। আমরা তোমার পাশ থেকে মুক্ত হয়ে, হে অদিতিপুত্র বরুণ, তোমার পরিচর্যারূপ কর্মে প্রত্যবায়রহিত হয়ে অহিংসার জন্য নিযুক্ত হবো। ৯ ॥ হে বরুণদেব, তোমার সকল পাশ থেকে আমাদের মুক্ত কর, যে পাশের দ্বারা সন্নিহিত ও দূরপ্রদেশে লোকে বদ্ধ হয়। তোমার পাশ থেকে মুক্ত হয়ে, হে রাজা বরুণ, তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা শত বছর (বহুকাল) জীবিত থাকব। ১০ ॥

টীকা ঃ পিণ্ড পিতৃযজ্ঞে 'তক্ষন্নমীমদন্ত' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পিণ্ডোপস্থানের ও উত্তরপরিষেক, পিণ্ডদানের জন্য বিস্তীর্ণ বর্হিতে তিলক্ষেপণ, তণ্ডুলহোম, সমিদাধান, অগ্নিদান, শবদাহের পর সকল ব্রাহ্মণদের স্নান, দশ রাত্রি পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যায় স্বস্ত্যয়নের জন্য 'প্রাস্মৎ পাশান্' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম ভাষ্যানুক্রমিকায় দৃষ্ট হয়।

অষ্টম সূক্ত

(তত্র প্রথমাদিতো মন্ত্রচতুষ্টয়পাঠস্তু) ঃ

অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ ॥ ১ ॥
সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ ॥ ২ ॥
পিতৃভ্যঃ সোমবদ্ভ্যঃ স্বধা নমঃ ॥ ৩ ॥
যমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ ॥ ৪ ॥

(পিণ্ডপ্রদানমন্ত্রা এবং আম্নায়ন্তে)।
এতৎ তে প্রততামহ স্বধা যে চ ত্বামনু ॥ ৫ ॥
এতৎ তে ততামহ স্বধা যে চ ত্বামনু ॥ ৬ ॥
এতৎ তে তত স্বধা ॥ ৭ ॥
(অষ্টমাদিমন্ত্রাস্ত্রয় এবং আম্নায়ন্তে)।
স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবিষদ্ভ্যঃ ॥ ৮ ॥
স্বধা পিতৃভ্যো অন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ ॥ ৯ ॥
স্বধা পিতৃভ্যো দিবিষদ্ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ কব্যবহনকারী অগ্নির উদ্দেশে স্বধাকারের দ্বারা এ হবি অর্পিত হোক, তাকে নমস্কার। সোমরূপ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে স্বধামন্ত্রে হবি অর্পিত হোক, তাকে নমস্কার। সোমযুক্ত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে স্বধা মন্ত্রে হবি অর্পিত হোক, তাকে নমস্কার। পিতৃগণের অধিপতি যমের উদ্দেশে স্বধামন্ত্রে হবি অর্পিত হোক, তাকে নমস্কার* । ১-৪ ॥ হে প্রপিতামহ, এ পিণ্ডরূপ হবি তোমার উদ্দেশে স্বধামন্ত্রে অর্পিত হোক এবং তোমার অনুসরণ করে যে পিতৃগণ অবস্থান করছে, তাদের উদ্দেশেও স্বধাকারে হবি অর্পিত হোক অর্থাৎ তারাও এর অংশভাগী হোক। এরূপ হে পিতামহ, তোমার উদ্দেশে স্বধা মন্ত্রে হবি অর্পিত হোক এবং তোমার যারা অনুসরণ করছে তাদের উদ্দেশেও স্বধামন্ত্রে হবি অর্পিত হোক। এরূপ হে পিতঃ, স্বধামন্ত্রে তোমার উদ্দেশে হবি অর্পিত হোক। (তৃতীয় মন্ত্রে মন্ত্রপ্রদাতা পুত্র জীবিত বলে তার অনুগামী অন্যের অভাবে 'যারা তোমার অনুগামী'—এ কথা বলা হয় নি)। ৫-৭ ॥ পৃথিবীতে যে পিতৃগণ অবস্থান করছেন, যে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে এ হবি স্বধাকারে অর্পিত হোক। এরূপ অন্তরিক্ষ লোক ও দ্যুলোকে যে পিতৃপুরুষগণ অবস্থান করছেন, তাদের উদ্দেশে স্বধামন্ত্রে এ হবি অর্পিত হোক। ৮-১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদানের কথা বলা হয়েছে। এ সূক্ত সমগ্র যজুর্মন্ত্রাত্মক। *দৈব হবি-প্রাপক অগ্নি হব্যবাহন এবং পিতৃগণের উদ্দেশে হবিপ্রাপক অগ্নি কব্যবাহন নামে অভিহিত। স্বাহা ও বষট্‌কারের দ্বারা দেবতাদের হবি প্রদান করা হয় এবং স্বধা ও নমঃ শব্দের দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে হবি প্রদান করা হয়।

নবম সূক্ত

নমো বঃ পিতর ঊর্জে নমো বঃ পিতরো রসায় ॥ ১ ॥
নমো বঃ পিতরো ভামায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে ॥ ২ ॥
নমো বঃ পিতরো যদ্ ঘোরং তস্মৈ নমো বঃ পিতরো যৎ ক্রূরং তস্মৈ ॥ ৩ ॥
নমো বঃ পিতরো যচ্ছিবং তস্মৈ নমো বঃ পিতরো যৎ স্যোনং তস্মৈ ॥ ৪ ॥
নমো বঃ পিতরঃ স্বধা বঃ পিতরঃ ॥ ৫ ॥
যেঽত্র পিতরঃ পিতরো যেঽত্র যূয়ং স্থ যুষ্মাংস্তেঽনু
যূয়ং তেষাং শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্থ ॥ ৬ ॥
য ইহ পিতরো জীবা ইহ বয়ং স্মঃ।
অস্মাংস্তেঽনু বয়ং তেষাং শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্ম ॥ ৭ ॥

আ ত্বাগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্ ।
যদ্ ঘ সা তে পনীয়সী সমিদ্ দীদয়তি দ্যবি ।
ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৮ ॥
চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি ।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : (এ মন্ত্রগুলির দ্বারা পিতৃগণের নমস্কার করা হচ্ছে। নমস্কারের ফলপ্রতিপাদক ঊর্জ (অন্ন) ইত্যাদি অথবা পিতৃগণের উদ্দেশে দীয়মান অন্নাদির নমস্কার করা হচ্ছে, এরূপ সর্বত্র)। হে পিতৃগণ, তোমাদের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের নমস্কার করছি, এরূপ অন্নরসের নমস্কার করছি। হে পিতৃগণ, তোমাদের ক্রোধের উদ্দেশে নমস্কার করছি, তোমাদের মানস ক্রোধের নমস্কার করছি। হে পিতৃগণ, তোমাদের উদ্দেশে নমস্কার এবং তোমাদের যে ঘোর ভয়ঙ্কর ও ক্রূর রূপ আছে, তার উদ্দেশে নমস্কার। হে পিতৃগণ, তোমাদের যে মঙ্গলময় রূপ আছে, তার উদ্দেশে নমস্কার। হে পিতৃগণ, তোমাদের যে সুখপ্রদ রূপ আছে, তার উদ্দেশে নমস্কার। হে পিতৃগণ, তোমাদের উদ্দেশে নমস্কার। হে পিতৃগণ, স্বধামন্ত্রে এ হবি তোমাদের উদ্দেশে অর্পিত হোক। ১-৫ ॥ এ পিণ্ডদানরূপ পিতৃযজ্ঞে যে পিতৃগণ, তোমরা দেবত্ব লাভ করেছ, তোমাদের অনুগামী যে পিতৃগণ আছে, তাদের মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ হও, তোমাদের কৃপায় তারা পিণ্ডাংশের ভাগী হোক। এ যজ্ঞে যারা পিতৃত্ব লাভ করেছে, তাদের শ্রেষ্ঠ হও। এ লোকে পিণ্ডদাতা আমরা যেন দীর্ঘায়ু লাভ করি, আমাদের অনুগামীদের মধ্যে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ হই। ৬-৭ ॥ হে দ্যোতমান অগ্নি, দীপ্তিমান, অজর তোমাকে সমিধের দ্বারা দীপ্ত করছি। তোমার স্তুতিরূপ প্রকাশিকা দীপ্তি অন্তরিক্ষলোকে দীপ্তি পাচ্ছে। হে অগ্নি, তুমি সমিদ্ধ হয়ে স্তুতিকারী আমাদের জন্য অন্ন (অথবা অভিলষিত ফল) আহরণ কর। ৮ ॥ অন্তরিক্ষের জলময় মণ্ডলের মধ্যে শোভনপতন, সকল জগতের আহ্লাদক চন্দ্রমা দ্যুলোকে শীঘ্র গমন করছে। সে চন্দ্রমার স্বর্ণতুল্য নেমিগুলি, হে বিদ্যোতমান রশ্মিগুলি, তোমাদের পাদস্থানীয় অগ্রভাগ কূপে আবৃত থাকার জন্য আমার ইন্দ্রিয়গুলি দেখতে পাচ্ছে না। (এটা অনুচিত, অতএব আমাকে কূপ থেকে উদ্ধার কর)। হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা আমার এ স্তোত্র জান। (অথবা আমার কূপে পতনরূপ এ দুঃখ জান। আমার স্তোত্র শুনে, আমার দুঃখ জেনে আমাকে কূপ থেকে উদ্ধার কর)। ৯ ॥

টীকা : ১-৯। 'নমো বঃ পিতরঃ'—এ আটটি যজুর্মন্ত্রে বর্হিতে পিণ্ডদানের পর পিতৃপুরুষদের নমস্কার করা হয়েছে; সেরূপ 'আ ত্বাগ্নে', ইত্যাদি মন্ত্রে সমিদ্ধ অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। ৯ম মন্ত্রে 'চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা' ইত্যাদি মন্ত্রে শাট্যায়নিগণ একটি ইতিহাস বলেছেন। পূর্বকালে একত, দ্বিত এবং ত্রিত নামে তিনজন ঋষি ছিলেন। তারা একসময় মরুভূমির কোন অরণ্যের ভেতর যেতে যেতে পিপাসায় কাতর হয়ে একটি কূপ দেখতে পান। তখন তাদের মধ্যে ত্রিত নামক ঋষি জলপানের জন্য কূপে প্রবেশ করেন এবং নিজে জল পান করে অপর দু'জনের জন্য কূপ থেকে জল তুলে দেন। তারা দুজন জল পান করেন এবং ত্রিতকে কূপে ফেলে তার ধন অপহরণ করতঃ কূপের মুখ একটি রথচক্রের দ্বারা আচ্ছাদন করে চলে যান। তারপর কূপে পতিত ত্রিত কূপ থেকে উঠতে অসমর্থ হয়ে 'সকল দেবতারা আমাকে উদ্ধার করুক' এই বলে মনে মনে স্মরণ করেন। তারপর রাত্রিকালে ত্রিত কূপের মধ্যে চন্দ্রের রশ্মি দেখে এই ঋকের দ্বারা পরিতাপ করেন।

ঊনবিংশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সং সং স্রবন্তু নদ্যঃ সং বাতাঃ সং পতত্রিণঃ।
যজ্ঞমিমং বর্ধয়তা গিরঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ১ ॥
ইমং হোমা যজ্ঞমবতেমং সংস্রাবণা উত।
যজ্ঞমিমং বর্ধয়তা গিরঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ২ ॥
রূপংরূপং বয়োবয়ঃ সংরভ্যৈনং পরি ষ্বজে।
যজ্ঞমিমং চতস্রঃ প্রদিশো বর্ধয়ন্তু সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ নদীগুলি সম্যক্ প্রবাহিত হোক, বায়ু অনুকূলে প্রবাহিত হোক এবং পক্ষিসকল অনুকূলভাবে বিচরণ করুক। এ সকল নদী প্রভৃতি আমাদের অভিলষিত ফল প্রদান করুক। হে স্তূয়মান দেবগণ, তোমরা এ হবি-প্রদ যজমানকে, যার জন্য পুণ্যাদি শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, সে যজমানকে পশুপুত্রাদির দ্বারা সমৃদ্ধ কর। সম্যক্ ক্ষরণশীল আজ্যাদি হবি দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে নিক্ষেপ করছি। ১ ॥ হে আহুতিসকল, তোমরা এ প্রবর্ত্যমান যজ্ঞের রক্ষা কর। (কতগুলি আহুতির পরিত্যাগ বা বিপর্যয়ে সে সমষ্টিরূপ কর্মের বৈগুণ্য হয়, এজন্য বিচ্ছিন্ন আহুতিদের পৃথক্‌ভাবে প্রার্থনা করা হচ্ছে। যেমন বনাদিতে মাঝে মাঝে বৃক্ষাদির অভাব হলেও সমষ্টিগতভাবে বনের অভাব হয় না, সেরূপ এখানেও বুঝতে হবে)। হে ক্ষরণশীল ঘৃতদুগ্ধাদি, তোমরা এ যজ্ঞকে রক্ষা কর। হে হোতব্য দেবতাগণ, তোমরা এ যজ্ঞকারী যজমানকে রক্ষা কর, পশুপুত্রাদি সকল ফলের দ্বারা একে সমৃদ্ধ কর। তোমাদের উদ্দেশে ক্ষরণশীল হবির দ্বারা যাগ করছি। ২ ॥ সমস্ত পশু-পুত্রাদি অভিলষিত ফল একত্র করে কর্মের প্রযোজক এ যজমানকে পশুপুত্রাদি ফলের দ্বারা সমৃদ্ধ করবো—একথা প্রযোক্তা বলে। পূর্বাদি সকল দিকস্থ জনগণ এ যজমানের বর্ধন করুক। হে দেবগণ, তোমাদের উদ্দেশে ক্ষরণশীল হবির দ্বারা যাগ করছি। ৩ ॥

টীকা ঃ ১-৩। এই ঊনবিংশ কাণ্ডে সাতটি অনুবাক আছে, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে দশটি সূক্ত। 'সং সং স্রবন্তু' ইত্যাদি প্রথম সূক্ত সকল পুষ্টিকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ সৌভাগ্যোদয় কর্মে ও শান্তিকর্মে বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানু-ক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

শং তে আপো হৈমবতীঃ শমু তে সন্তুৎস্যাঃ।
শং তে সনিষ্যদা আপঃ শমু তে সন্তু বর্ষ্যাঃ ॥ ১ ॥
শং তে আপো ধন্বন্যাঃ শং তে সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং তে খনিত্রিমা আপঃ শং যাঃ কুম্ভেভিরাভৃতাঃ ॥ ২ ॥

অনন্বয়ঃ খনমানা বিপ্রা গম্ভীরে অপসঃ।
ভিষগ্‌ভ্যো ভিষক্তরা আপো অচ্ছা বদামসি ॥ ৩ ॥
অপামহ দিব্যানামপাং স্রোতস্যানাম্‌।
অপামহ প্রণেজনেঽশ্বা ভবথ বাজিনঃ ॥ ৪ ॥
তা অপঃ শিবা অপোঽযক্ষ্মঙ্করণীরপঃ।
যথৈব তৃপ্যতে ময়স্তাস্ত আ দত্ত ভেষজীঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ: হে যজমান, হিমালয় থেকে আগত জলগুলি তোমার সুখকর হোক, প্রসবণ থেকে উৎপন্ন জলগুলি তোমার সুখকর হোক, সতত ক্ষরণশীল জলগুলি তোমার সুখকর হোক এবং বর্ষাকালীন জলগুলি তোমার সুখকর হোক। ১ ॥ মরুদেশে উৎপন্ন জলগুলি তোমার সুখকর হোক, অনূপ (জলসম্বন্ধ) দেশোৎপন্ন জলগুলি তোমার কল্যাণকর হোক, খননের দ্বারা নিবর্তনীয় কূপ ও তড়াগাদির জলগুলি তোমার মঙ্গলদায়ক হোক এবং কুম্ভে আনীত জলগুলি তোমার সুখকর হোক। ২ ॥ কোদাল প্রভৃতি খননদ্রব্য ছাড়াই দু-তটের বিদারণকারী, মহা হ্রদাদির অগাধ স্থানে যার ব্যাপ্তি, এরূপ ব্যাপনশীল যে জলগুলি বৈদ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত হিতকারী, তাদের আমরা স্তুতি করছি। (চিকিৎসকরা অন্যস্থান থেকে ঔষধ এনে চিকিৎসা করে, কিন্তু জলের মধ্যে ঔষধ আছে, এজন্য লৌকিক চিকিৎসক থেকেও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হচ্ছে জল, এজন্য তাদের আমরা স্তুতি করছি)। ৩ ॥ দ্যুলোকোৎপন্ন ও স্রোতোৎপন্ন জল ছাড়া অন্য জলের শোধন বিষয়ে অশ্বের মত বেগশালী হও। (একথা ঋত্বিকরা পরস্পর বলছে অথবা যজমান ঋত্বিক্‌দের বলছে —আমার জন্য ব্যাপৃত তোমরা শান্ত্যুদককর্মে ত্বরমাণ হও)। ৪ ॥ যে জলগুলি মঙ্গলময় ও অরোগ্যকারক, সে ঔষধরূপ হিতকারী জলগুলি তোমরা আন। সুখ যে-প্রকারে তৃপ্তিদায়ক হয় অর্থাৎ অধিক সুখলাভের জন্য শান্ত্যুদক আন। ৫ ॥

টীকা: ১-৫। 'শং তে আপঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা মহাশান্তিকর্মে নদ্যাদির আনীত জল অভিমন্ত্রিত করা হয়।

তৃতীয় সূক্ত

দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ বনস্পতিভ্যো অধ্যোষধীভ্যঃ।
যত্রযত্র বিভৃত্যা জাতবেদাস্তত স্তুতো জুষমাণো ন এহি ॥ ১ ॥
যস্তে অপ্সু মহিমা যো বনেষু য ওষধীষু পশুষ্বপ্সন্তঃ।
অগ্নে সর্বাস্তন্বঃ সং রভস্ব তাভির্ন এহি দ্রবিণোদা অজস্রঃ ॥ ২ ॥
যস্তে দেবেষু মহিমা স্বর্গো যা তে তনূঃ পিতৃষ্বাবিবেশ।
পুষ্টির্যা তে মনুষ্যেষু পপ্রথেঽগ্নে তয়া রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ৩ ॥
শ্রুৎকর্ণায় কবয়ে বেদ্যায় বচোভির্বাকৈরুপ যামি রাতিম্‌।
যতো ভয়মভয়ং তন্নো অস্ত্বব দেবানাং যজ হেড়ো অগ্নে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ: দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, বনস্পতি অথবা ওষধি থেকে উৎপন্ন হয়ে হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি যেখানে যেখানে অবস্থান করছ, সেখান থেকে আমাদের স্তুতিতে প্রীত হয়ে আমাদের কাছে এস। ১ ॥ হে অগ্নি, জলে বাড়বাগ্নিরূপে, বনে দাবাগ্নিরূপে, ওষধিতে ফল পাকের জন্য, পশু প্রভৃতি সকল প্রাণীতে বৈশ্বানর-রূপে ও অন্তরিক্ষস্থ জলে বিদ্যুতরূপে তোমার যে মহিমা আছে, সে সকল শরীর

একত্র কর। তার দ্বারা অনবরত ধনদাতারূপে আমাদের কাছে এস। ২ ॥ স্বর্গ-লোকপ্রাপক দেবতাবিষয়ে তোমার যে মহিমা আছে, অর্থাৎ যজমানের প্রদত্ত হবি দেবতাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইহলোক-সঞ্চারী যে মহিমাগুণ আছে, যে তনু পিতৃগণে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ কব্যরূপ হবি পিতৃগণের কাছে পৌঁছানর জন্য পিতৃ-লোক-সঞ্চারী যে তনু বর্তমান, মানুষ প্রভৃতি সকল চরাচর প্রাণীতে জীর্ণ, পান, পাকাদিরূপে তোমার যে পুষ্টি বর্তমান, সে সকল তনুর সাথে আমাদের ধন দাও। ৩ ॥ হে অগ্নি, আমাদের স্তুতিশ্রবণসমর্থ কর্ণযুক্ত, ক্রান্তদর্শী, সকলের জ্ঞাতব্য তোমার কাছে অভিলষিত ফলের জন্য মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা যাচ্ঞা করছি, আমাদের ভয়ের কারণগুলি অভয় হোক। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি দেবতাদের ক্রোধ নিবারণ কর। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। 'দিবস্পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি সূক্তদ্বয় মেধাজনন কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ দুটি সূক্তের দ্বারা মেধাকামী ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে মুখ মার্জনা করবে। সেরূপ তেজস্কামী জন এ সূক্ত-দুটির দ্বারা দধি ও মধু অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করবে। এরূপ তেজ, বল প্রভৃতি লাভের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যাদির জন্য বিবিধ বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যামাহুতিং প্রথমামথর্বা যা জাতা যা হব্যমকৃণোজ্জাতবেদাঃ।
তাং ত এতাং প্রথমো জোহবীমি তাভিষ্টুপ্তো বহতু হব্যমগ্নিরগ্নয়ে স্বাহা ॥ ১ ॥
আকূতিং দেবীং সুভগাং পুরো দধে চিত্তস্য মাতা সুহবা নো অস্তু।
যামাশামেমি কেবলী সা মে অস্তু বিদেয়মেনাং মনসি প্রবিষ্টাম্ ॥ ২ ॥
আকূত্যা নো বৃহস্পত আকূত্যা ন উপা গহি।
অথো ভগস্য নো ধেহ্যথো নঃ সুহবো ভব ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতির্ম আকূতিমাঙ্গিরসঃ প্রতি জানাতু বাচমেতাম্।
যস্য দেবা দেবতাঃ সম্বভূবুঃ স সুপ্রণীতাঃ কামো অন্বেত্বস্মান্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ অথর্ব শব্দ-বাচ্য পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে স্বসৃষ্ট দেবতাদের প্রীতিজনক যে আহুতি প্রদান করেছিলেন, সকল প্রাণীর জ্ঞাতা (জাতবেদা) অগ্নি অথর্ব-দত্ত যে আহুতি দেবতাদের ভাগ করে দিয়েছিল, সকল যজমানের পূর্বভাবী (আমি), হে অগ্নি, সে আহুতি তোমার মুখে সমর্পণ করছি। সে তিনটি তনুর সাথে স্তোতা-দের দ্বারা স্তুত অগ্নি দেবযোগ্য হবি দেবতাদের কাছে বহন করুক। অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এ হবি অর্পিত হোক। ১ ॥ লৌকিক ও বৈদিক সকল বাক্যের প্রতিপাদ্য, দোতমান, শোভন ভাগ্যবতী বাগ্দেবতার পূর্বে পরিচর্যা করছি অর্থাৎ সকল অভীষ্ট কার্যে বাগ্দেবতাকেই পূর্বে চিন্তা করছি। পুত্র যেমন মাতৃবশে থাকে, সেরূপ আমাদের মনের নিয়ন্ত্রী বাগ্দেবী আহ্বানের দ্বারা আমাদের অনুকূল হোক। ফলবিষয়ে যে কামনা করছি, তা আমার অসাধারণ হোক, আমি ছাড়া তা আর কেউ যেন কামনা না করে। আমার মনে সদা প্রবর্তমান এ কামনা যেন সফল হয়। ২ ॥ দেবগণের হিতোপদেষ্টারূপ পালক হে বৃহস্পতি দেব, বাগ্দেবতাকে আমাদের অনু-কূল করার জন্য আমাদের কাছে এস, সকল বাক্যের তাৎপর্যার্থরূপ বাক্যের সাথে আমাদের কাছে এস। আমাদের সৌভাগ্য দাও, আহ্বানমাত্র আমাদের অনুকূল হও। ৩ ॥ আঙ্গিরস বৃহস্পতিদেব সর্বাভিপ্রায়রূপ এ বাক্য আমাদের দেবার জন্য

স্মরণ করুক। সকল দেব ও দেবীগণ একমত হয়ে যার বশে অবস্থান করে, সে সর্বকামপ্রদ বৃহস্পতি ফলপ্রদানের জন্য আমাদের কাছে আসুক। ৪ ॥

টীকা : ১-৪। 'যামাহুতিং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। প্রথম মন্ত্রে—অগ্নির তিনটি শরীরের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে—দেবতারূপ, হবি-প্রাপক দূতরূপ এবং হবি-প্রক্ষেপাধার অঙ্গাররূপ। এ তিনটি অগ্নির তনু-বিশেষ। দ্বিতীয় মন্ত্র থেকে তিনটি মন্ত্রে বাগ্দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধি ক্ষমি বিষুরূপং যদস্তি।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্ রাধ উপস্তুতশ্চিদর্বাক্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ : ত্রিলোকের দৈব ও মানুষ প্রজাদের অধিপতি, পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেব হবি-দানকারীদের ধন দিক, পৃথিবীতে নানারূপ যে ধন আছে, তা এনে দিক। আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের দিকে ধন প্রেরণ করুক। ১ ॥

টীকা : ১। 'ইন্দ্রো রাজা' ইত্যাদি একটি ঋক্-যুক্ত সূক্তের দ্বারা ধনকাম ব্যক্তি ইন্দ্রের যাগ করবে বা উপাসনা করবে।

ষষ্ঠ সূক্ত

সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥
ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামরোহৎ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্ বিষ্বঙশনানশনে অনু ॥ ২ ॥
তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ ॥ ৪ ॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কিং বাহূ কিমূরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : অনন্ত বাহু, অনন্ত চক্ষু ও অনন্ত চরণবিশিষ্ট নারায়ণাখ্য পুরুষ নিজের মহিমায় সকল ভূমি ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি-পরিমিত হৃদয়াকাশ অতিক্রম করে অবস্থান করছেন। পূর্বে হৃদয়াকাশে পরিচ্ছিন্ন-স্বরূপে ছিলেন, এখন তা পরিত্যাগ করে সর্বাতিশয়ী স্বরূপে অবস্থিত হয়েছেন। [অধ্যাত্মপক্ষে—সকল প্রাণীর সমষ্টিরূপ সূত্রাত্মা প্রতিপন্ন হয়েছেন। ব্যষ্টিভূত সকল প্রাণীর যে বাহুগুলি, তা সূত্রাত্ম-দেহান্তঃপাতী বলে তার বাহুরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। সকল প্রাণীর দেহাবস্থিত পরিপূর্ণ অনন্ত বাহু, চক্ষু ও চরণবিশিষ্ট যিনি অবস্থান করছেন, তিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভৌম সকল বস্তু ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি পরিমিত দেশ অতিক্রম করে অবস্থান করছেন। ব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও সব কিছু ব্যেপে তিনি আছেন। একাংশে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে, দশ অংশে কার্যপ্রপঞ্চের অসংস্পৃষ্ট হয়ে স্ব-প্রতিষ্ঠরূপে তিনি বর্তমান]। ১ ॥ সে নারায়ণ-পুরুষ তিন পাদে স্বর্গলোক আক্রমণ করেছেন, তার

চতুর্থ পাদ এ ভূলোকে বারবার প্রকাশ পাচ্ছে। সে প্রকারে তির্যক্-মনুষ্যাদি ও দেব-বৃক্ষাদি সব কিছু ব্যেপে তিনি আছেন। [অধ্যাত্মপক্ষে—সে আদিপুরুষ সংসারের স্পর্শরহিত তিন অংশে দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশরূপ দ্যুলোকে অবস্থান করেছন। যদিও সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের ইয়ত্তা নেই, তাঁর অংশ-চতুষ্টয়ের নিরূপণ করা যায় না, তথাপি এ জগৎ ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষায় অত্যল্প বোঝানোর জন্য পাদরূপে বলা হয়েছে। সংসার-স্পর্শরহিত জ্ঞানবহুলস্বরূপ সে পুরুষ দ্যুলোক আরোহণ করেছেন অর্থাৎ অজ্ঞানকার্য সংসারের বহির্ভূতরূপে এখানকার গুণদোষে অস্পৃষ্ট হয়ে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করছেন। সে পুরুষের চতুর্থ পাদলেশ সৃষ্টি ও সংহারের দ্বারা বার বার এ জগতে আবির্ভূত হচ্ছে]। ২ ॥ দেব, তির্যক্, মনুষ্যরূপ যত জগৎ আছে, তার সবকিছু এ যজ্ঞানুষ্ঠাতা পুরুষের মহিমা (মহৎ কর্ম)। এ মহিমা থেকেও মহিমার আধার পুরুষ প্রবৃদ্ধ (অতিশয়)। এর চতুর্থ পাদ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল ভুবনে এবং অমৃত (অমরণধর্মক) পাদত্রয় দ্যুলোকে অবস্থান করছে। [অধ্যাত্মপক্ষে—দেব তির্যক মনুষ্যাত্মক, অতীত অনাগত বর্তমান অস্তিরূপ (সত্ত্বারূপ) জগৎ যত কিছু আছে, তা সব কিছু এ পুরুষের মহিমা। কিন্তু এটুকু তার বাস্তবস্বরূপ নয়, বাস্তবরূপ হচ্ছে উক্ত মর্তামর্ত কার্যরূপ মহিমা থেকে অতি উৎকৃষ্ট। ত্রি-কালের প্রাণী ও অপ্রাণীজাত সব কিছু এ পুরুষের চতুর্থ অংশ। এর অবশিষ্ট অংশত্রয়াত্মক স্বরূপ অমৃতরূপ (বিনাশরহিত) হয়ে দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশ স্বরূপ সদা বর্তমান]। ৩ ॥ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং পরিদৃশ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বর্তমান এ জগৎ—সব কিছু সে পুরুষ। (এ কল্পে বর্তমান প্রাণিদেহ সমস্ত সে পুরুষের অবয়ব, সেরূপ অতীত ও আগামী কল্পে, অথবা এসব কিছু সে পুরুষের বিবর্তন)। এ পুরুষ অমরণধর্মা দেবগণেরও ঈশ্বর। যা কিছু ভোগ্যরূপ, তাও ঈশ্বর। ইনি দেব ও মনুষ্যাদি সকলের ঈশ্বর। ৪ ॥ (ব্রহ্মবাদিদের প্রশ্নের কথা বলা হচ্ছে—সাধ্য নামক দেবগণ ও বসুগণ) যখন যজ্ঞের বিস্তার করেছিলেন, তখন পুরুষকে (যজ্ঞকে) কত প্রকারে ভাগ করা হয়েছে ? এ যজ্ঞাত্মক পুরুষের মুখ, বাহুদ্বয়, ঊরুদ্বয় ও পাদদ্বয় কিরূপ ছিল ? (মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদরূপে কি বস্তু বলা হয়—এ হচ্ছে প্রশ্নার্থ)। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'সহস্রবাহুঃ' ইত্যাদি সূক্ত দু-টি পুরুষমেধ যজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। শনৈশ্চর গ্রহদেবতার হোমকার্যেও এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সর্বাতিশায়িত্ব, সর্ব-ভূতাত্মকত্ব কামনায় নারায়ণাখ্য পুরুষের অনুষ্ঠিত পুরুষমেধ ক্রতু অথবা সকল জগতের কারণ আদি নারায়ণরূপ পুরুষ প্রতিপন্ন হয়েছেন বলে এ সূক্ত 'পুরুষসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। এ সূক্তের আধিযজ্ঞিক ও আধ্যাত্মিক—দুটি ব্যাখ্যা আছে। এখানে সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে অনুবাদ করা হলো, মহীধর ভাষ্যানুসারে ব্যাখ্যা আমার অনূদিত 'শুক্ল যজুর্বেদের' ৩১ অধ্যায়ে (২২১ পৃষ্ঠা থেকে ২২৪ পৃষ্ঠা) দেখুন।

সপ্তম সূক্ত

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যোঽভবৎ।
মধ্যং তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১ ॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত ॥ ২ ॥

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ৩ ॥
বিরাডগ্রে সমভবৎ বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৪ ॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৫ ॥
তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রশঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ৬ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৭ ॥
তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দো হ জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৮ ॥
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৯ ॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১০ ॥
মূর্ধ্নো দেবস্য বৃহতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি ॥ ১১ ॥

অনুবাদঃ এ যজ্ঞাত্মক পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-জাতি-বিশিষ্ট পুরুষ এর মুখ থেকে (মুখমণ্ডল থেকে) উৎপন্ন হয়েছে। এরূপ ক্ষত্রিয়জাতি-বিশিষ্ট পুরুষ এ যজ্ঞপুরুষের বাহুদ্বয়, বৈশ্যজাতি এ যজ্ঞপুরুষের মধ্যভাগ অর্থাৎ বিস্তৃত ঊরুদ্বয় এবং পাদযুগল থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে। ১ ॥ যজ্ঞাত্মক পুরুষের মন থেকে আহ্লাদকর চন্দ্রমা উৎপন্ন হয়েছে, চক্ষুদ্বয় থেকে সূর্য উৎপন্ন হয়েছে, মুখ (বাগিন্দ্রিয়) থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং এ পুরুষের প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) থেকে বায়ু উৎপন্ন হয়েছে। (সর্বত্র স্ব-স্ব-কারণ প্রবেশের দ্বারা তা থেকে উৎপত্তি বলা হয়েছে)। ২ ॥ এ যজ্ঞপুরুষের নাভি থেকে অন্তরিক্ষ, শীর্ষদেশ থেকে দ্যুলোক এবং চরণদ্বয় থেকে এ পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে। সেরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয় থেকে পূর্বাদি দশ দিক উৎপন্ন হয়েছে। এ প্রকারে সাধ্য নামক দেবগণ এ যজ্ঞপুরুষ থেকে অন্তরিক্ষাদি ও ব্রাহ্মণাদি উৎপন্ন করেন। (অধ্যাত্মপক্ষে—প্রজাপতির প্রাণরূপ দেবগণ—এ বুঝতে হবে)। ৩ ॥ (পূর্বে যে পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, এখানে তার সৃষ্টি বলা হচ্ছে)। সৃষ্টির আদিতে বিরাট্‌নামক পুরুষ হয়েছিলেন। ('সহস্রবাহু পুরুষ' ইত্যাদি বর্ণিত আদিপুরুষ থেকে বিরাট্ নামক পুরুষের জন্ম)। সে বিরাট্-পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের উৎপত্তি। সে যজ্ঞাত্মা তৃতীয় পুরুষ জাতমাত্রে ভূম্যাদি সমস্ত লোক ব্যাপ্ত করে অতিক্রম করেন। ৪ ॥ সাধ্যনামক দেবগণ যখন অশ্বরূপ অথবা পুরুষরূপ হবির দ্বারা যজ্ঞ করেছিলেন, তখন বসন্ত (রসের উৎপাদক) ঋতু নিজ মহিমায় আজ্য হয়েছিল, গ্রীষ্ম (শোষক ঋতু) ইধ্ম (কাষ্ঠ) হয়েছিল, শরৎ (যখন ওষধিগুলি পক্ক হয়) ঋতু যজ্ঞিয় পুরোডাশাদি হবিরূপ হয়েছিল। (অধ্যাত্মপক্ষে—প্রজাপতি যখন মানস যজ্ঞ করেন, তখন দ্রব্যাদির উৎপত্তি হয় নি বলে পুরুষ স্বরূপকেই মনের দ্বারা হবি-রূপে সংকল্প করেন, তখন যে যজ্ঞের বসন্ত ঋতু আজ্য হয়েছিল, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুকে আজ্য বলে কল্পনা করেছিলেন। এরূপে গ্রীষ্মকে কাষ্ঠ, ও শরৎ ঋতুকে পুরোডাশাদি হবিরূপ কল্পনা

করেছিলেন)। ৫ ॥ সাধ্য ও বসুগণ সে বষ্টব্য পুরুষকে (অথবা সৃষ্টির আদিতে অশ্বরূপ পুরুষকে) বর্ষা ঋতুর দ্বারা প্রোক্ষণ করেছিলেন অর্থাৎ বর্ষা ঋতুকে প্রোক্ষণসাধন জলরূপে সংকল্প করেছিলেন। ৬ ॥ সে যজ্ঞাত্মক পুরুষ থেকে অশ্ব উৎপন্ন হয়েছিল এবং অশ্ব ছাড়া গর্দভ, অশ্বতর প্রভৃতি ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে দন্ত-বিশিষ্ট যারা, তারা উৎপন্ন হয়েছিল। এ যজ্ঞপুরুষ থেকে গাভীগণ এবং অজা ও অবি পশুজাতির উৎপত্তি হয়েছিল। ৭ ॥ সর্বাঙ্গরূপে হবনীয় অশ্বরূপ সে যজ্ঞ-পুরুষ থেকে ঋক্ ও সাম মন্ত্র উৎপন্ন হয়েছিল। সে যজ্ঞপুরুষ থেকে ছন্দগুলি উৎপন্ন হয়েছিল। সে যজ্ঞপুরুষ থেকে যজুঃ উৎপন্ন হয়েছিল। (অধ্যাত্মপক্ষে —সর্বাত্মা পুরুষ যে যজ্ঞে পশুরূপে আহূত হচ্ছেন, সে পূর্বোক্ত মানস যজ্ঞ থেকে ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুর উৎপত্তি হয়েছিল)। ৮ ॥ সে অশ্বরূপ যজ্ঞপুরুষ থেকে সম্পাদিত যা কিছু দ্রব্যকে পৃষদাজ্য (দধিমিশ্র আজ্য) বলা হয়। সাধ্য নামক দেবগণ সে পৃষদাজ্য কর্ম—বায়ুদেবতার উদ্দেশে আরণ্য ও গ্রাম্য পশুদের উৎপন্ন করেছিল। ৯ ॥ যখন সাধ্যনামক দেবগণ অশ্বমেধ (বা পুরুষমেধ) যজ্ঞ করেছিলেন, তখন সে যজ্ঞে অশ্বরূপ অথবা পুরুষরূপ পশুকে যূপে বন্ধন করেছিলেন। সে সময় তারা এ যজ্ঞের গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দ এবং একবিংশতি পরিধি ও সমিধ সম্পাদন করেছিলেন। ১০ ॥ (সমস্ত যজ্ঞের সোমসাধ্যত্ব বলে এ যজ্ঞেও পরম্পরারূপে সোম-সম্বন্ধ দেখানোর জন্য এ ঋকের দ্বারা সোমের স্তুতি করা হয়েছে)। সে যজ্ঞাত্মা পুরুষ থেকে (অথবা বিরাট্ পুরুষ থেকে) নিষ্পন্ন সোমরাজের ঊনপঞ্চাশ-সংখ্যক (৪৯) কিরণগুলি মহান দ্যোতনাত্মক আদি পুরুষের মস্তক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। [সোম দু-প্রকার—বল্লীরূপ ও দেবতারূপ। তার মধ্যে লতারূপ সোমের সাধ্য প্রকৃতি—বিকৃতি ভেদে নানাসংখ্যক, প্রকৃতিরূপ অগ্নিষ্টোমাদি সপ্ত সংস্থা এবং বিকৃতি ভেদে নানারূপ ক্রতুগুলি পুরুষমেধ ক্রতু-নিবর্তক নারায়ণ-পুরুষের মস্তক থেকে উদ্ভূত। কলারূপ সোমের দ্যুলোকে সপ্তগুণিতসপ্তি (৪৯) সংখ্যক কিরণ নিষ্পন্ন হয়। সূর্যের সহস্রকিরণ, কিন্তু সোমের ঊনপঞ্চাশ (৪৯) কিরণ দেবতার মস্তক থেকে উৎপন্ন হয়েছে]। ১১ ॥

টীকা : ১-১১। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তে বলা হয়েছে।

অষ্টম সূক্ত

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি।
তুমিশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্যামি নাকম্ ॥ ১ ॥
সুহবমগ্নে কৃত্তিকা রোহণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসূ সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে ॥ ২ ॥
পুণ্যং পূর্বা ফল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতি সুখো মে অস্তু।
রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম্ ॥ ৩ ॥
অন্নং পূর্বা রাসতাং মে অষাঢ়া ঊর্জং দেব্যুত্তরা আ বহন্তু।
অভিজিন্মে রাজতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্ ॥ ৪ ॥
আ মে মহচ্ছতভিষগ্ বরীয় আ মে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম।
আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগং ম আ মে রয়িং ভরণ্য আ বহন্তু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : নানাবর্ণ-বিশিষ্ট, স্বর্গলোকের সাথে দীপ্যমান, অন্তরিক্ষলোকে অনুক্ষণ আবর্তনশীল, দ্যুলোকাবস্থিত নক্ষত্রগুলির দুঃখনিবারক অনুগ্রহবুদ্ধির ইচ্ছায় স্তুতি-

রূপ বাক্যের দ্বারা (অথবা মন্ত্রযুক্ত হবির দ্বারা) পরিচর্যা করছি। ১ ॥ হে অগ্নি, কৃত্তিকা নক্ষত্র আমাদের আহ্বানযোগ্য হোক অর্থাৎ তার দোষাংশ পরিত্যাগ করে আমাদের অনুকূল হোক। [কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিপতি অগ্নি, এজন্য তার সম্বোধন করা হয়েছে। এরূপ অন্যান্য নক্ষত্রের অধিপতিগণের সম্বোধন বুঝতে হবে]। হে প্রজাপতিদেব, রোহিণী নক্ষত্র আমাদের আহ্বানযোগ্য হোক। হে সোম, মৃগশিরা নক্ষত্র মঙ্গলপ্রদ হোক। হে রুদ্র, আর্দ্রা নক্ষত্র আমাদের সুখকর হোক। হে অদিতি, পুনর্বসু নক্ষত্র আমাদের সুনৃত বাক্যপ্রদান করুক। হে বৃহস্পতি, পুষ্যা-নক্ষত্র আমাদের শ্রেয়স্কর হোক। হে সর্পদেবতা, অশ্লেষা নক্ষত্র আমাদের দীপ্তিপ্রদ হোক। হে পিতৃদেবগণ, মঘানক্ষত্র আমার গমনস্থল হোক। ২ ॥ হে অর্যমাদেবতা, পূর্বফাল্গুনীদ্বয় আমাদের পুণ্য রূপ হোক। হে ভগদেবতা, উত্তর ফাল্গুনীদ্বয় আমাদের পুণ্যরূপ হোক। হে সবিতাদেব, হস্তানক্ষত্র আমাদের পুণ্যপ্রদ হোক। হে ইন্দ্র, চিত্রানক্ষত্র আমাদের মঙ্গলকর হোক। হে বায়ুদেব স্বাতী নক্ষত্র আমার সুখকর হোক। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, রাধা ও বিশাখা (এ দুটি এক বিশাখা-নক্ষত্র-বাচী) নক্ষত্র আমাদের সুন্দর আহ্বানযোগ্য হোক। হে মিত্রদেব, অনুরাধা নক্ষত্র আমাদের আহ্বানযোগ্য হোক। হে পিতৃদেবগণ, অরিষ্টের নিদানরূপ মূল-নক্ষত্র আমার শোভন নক্ষত্র অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রদ হোক। ৩ ॥ হে জলদেবীগণ, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র আমাকে ভোজ্য দিক। হে বৈশ্যদেবীগণ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র বলকর অন্নরস আমাদের দিকে প্রেরণ করুক। হে ব্রহ্মাদেব, অভিজয়সাধক অভিজিৎ নক্ষত্র আমাকে পুণ্য দিক। হে বিষ্ণু, হে বাসব, শ্রবণা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র আমাদের সুপুষ্টি ও পশুপুত্রাদি পোষণ করুক। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, শতবিশাখা নক্ষত্র আমার প্রভূত ফল বহন করুক। হে অহির্বুধ্ন্য দেব, পূর্ব ও উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্র আমার শোভন সুখ (বা গৃহ) বহন করুক। হে অশ্বিদ্বয়, রেবতী নক্ষত্র আমার ভাগ্য বহন করুক। হে যমদেব, ভরণী নক্ষত্র আমাকে ধন প্রেরণ করুক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। এ সূক্ত এবং পরবর্তী সূক্ত নক্ষত্রদেবতার হোমে বিনিযুক্ত হয়েছে। কোন নক্ষত্রের কোন দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে হবে, তার বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

নবম সূক্ত

যানি নক্ষত্রাণি দিব্যন্তরিক্ষে অপ্সু ভূমৌ যানি নগেষু দিক্ষু।
প্রকল্পয়ংশ্চন্দ্রমা যান্যেতি সর্বাণি মমৈতানি শিবানি সন্তু ॥ ১ ॥
অষ্টাবিংশানি শিবানি শগ্মানি সহ যোগং ভজন্তু মে।
যোগং প্র পদ্যে ক্ষেমং চ ক্ষেমং প্র পদ্যে যোগং চ নমোঽহোরাত্রাভ্যামস্তু ॥ ২ ॥
স্বস্তিতং মে সুপ্রাতঃ সুসায়ং সুদিবং সুমৃগং সুশকুনং মে অস্তু।
সুহবমগ্নে স্বস্ত্যমর্তং গত্বা পুনরায়াভিনন্দন্ ॥ ৩ ॥
অনুহবং পরিহবং পরিবাদং পরিক্ষবম্।
সর্বৈর্মে রিক্তকুম্ভান্ পরা তান্ৎসবিতঃ সুব ॥ ৪ ॥
অপপাপং পরিক্ষবং পুণ্যং ভক্ষীমহি ক্ষবম্।
শিবা তে পাপ নাসিকাং পুণ্যগশ্চাভি মেহতাম্ ॥ ৫ ॥
ইমা যা ব্রহ্মণস্পতে বিষূচীর্বাত ঈরতে।
সধ্রীচীরিন্দ্র তাঃ কৃত্বা মহ্যং শিবতমাস্কৃধি ॥ ৬ ॥
(সপ্তমো মন্ত্রো যজুরূপঃ পাঠ্যতে)।
স্বস্তি নো অস্ত্বভয়ং নো অস্তু নমোঽহোরাত্রাভ্যামস্তু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যুলোকে, অন্তরিক্ষে, জলে, ভূমি ও পর্বতে এবং নানাদিকে যে নক্ষত্রগুলি দেখা যায়, চন্দ্রমা যাদের প্রোৎসাহিত করে এগিয়ে আসে, সে নক্ষত্রগুলি আমার সুখকর হোক। ১ ॥ অষ্টাবিংশতি সুখদর্শন ও সুখপ্রদ নক্ষত্রগুলি আমাকে ফল দেবার জন্য একমত হোক, তাদের ঐক্যে আমি যেন যোগ (অলভ্য বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (লব্ধ বস্তুর পরিপালন) লাভ করি। দিন ও রাত্রের উদ্দেশে নমস্কার। [দিন ও রাতে নক্ষত্রের সঞ্চার হয় বলে তাদের আনুকূল্যের জন্য নমস্কার করা হয়েছে]। ২ ॥ প্রাতঃকাল আমাদের সুখকররূপে সমৃদ্ধ হোক। এরূপ সন্ধ্যাকাল ও দিনরাত আমাদের সমৃদ্ধ হোক। অনুকূল নক্ষত্রে গমনকারী আমার ভাবী ফল সূচনার জন্য হরিণাদি পশুগণ এবং কাকাদি পক্ষিগণ অনুকূল চেষ্টাযুক্ত হোক। হে অগ্নি, অমর সকল নক্ষত্র দেবতাদের কাছে আমাদের হব্য পাঠিয়ে দিয়ে আবার আমাদের আনন্দ দেবার জন্য এস। ৩ ॥ কার্যার্থে গমনকারী আমার পশ্চাৎ আহ্বান, পার্শ্বের আহ্বান, কর্কশ ভাষণ, সামনে হাঁচী, শূন্য কলশ প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত দোষগুলি সর্বপ্রেরক সবিতাদেব সকল নক্ষত্রদেবতার সাথে দূর করুক। ৪ ॥ পাপাবহ অস্থানের হাঁচী আমি যেন পরিহার করতে পারি, দুর্নিমিত্ত হাঁচীর শ্রেয়স্করত্ব যেন লাভ করতে পারি। [ঋত্বিক্ বাক্য] হে পুরুষ, বিরুদ্ধশব্দকারী শৃগাল তোমার দুর্নিমিত্ত দোষের নিবারক হোক। নপুংসক পুরুষ তাদের দর্শন, স্পর্শনাদি দোষ পরিহার করে তোমার কার্যসিদ্ধির অনুকূল হোক। (শুভকার্যে গমনকারী পুরুষের গমনপথে শৃগালের গমন, দর্শন ও তার ধ্বনিশ্রবণ এবং নপুংসক-দর্শন অমঙ্গলসূচক, তা পরিহারের জন্য বলা হয়েছে)। ৫ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি (সর্বমন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইন্দ্র), এ পরিদৃশ্যমান পূর্বাদি দিকে দিক্‌বিদিক্‌শূন্য হয়ে যে বাত্যাদি বায়ু পরিভ্রমণ করছে, হে ইন্দ্র, তাদের যথাস্থিত প্রদেশে স্থাপন করে আমার সুখকর কর। ৬ ॥ আমাদের মঙ্গল হোক, অভয় হোক, দিন ও রাতের উদ্দেশে নমস্কার করছি। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। পূর্ব সূক্তের মত নক্ষত্রহোমে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দশম সূক্ত

শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী শান্তমিদমুর্বন্তরিক্ষম্‌।
শান্তা উদন্বতীরাপঃ শান্তা নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ১ ॥
শান্তানি পূর্বরূপাণি শান্তং নো অস্তু কৃতাকৃতম্‌।
শান্তং ভূতং চ ভব্যং চ সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥ ২ ॥
ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌ দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ ॥ ৩ ॥
ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং মনো বাং ব্রহ্মসংশিতম্‌।
যেনৈব সসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ ॥ ৪ ॥
ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।
যৈরেব সসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ ॥ ৫ ॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং বিষ্ণুঃ শং প্রজাপতিঃ।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো ভবত্বর্যমা ॥ ৬ ॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং বিবস্বাংছমন্তকঃ।
উৎপাতাঃ পার্থিবান্তরিক্ষাঃ শং নো দিবিচরা গ্রহাঃ ॥ ৭ ॥

শং নো ভূমির্বেপ্যমানা শমুল্কা নির্হতং চ যৎ।
শং গাবো লোহিতক্ষীরাঃ শং ভূমিরব তীর্যতীঃ ॥ ৮ ॥
নক্ষত্রমুল্কাভিহতং শমস্তু নঃ শং নোঽভিচারাঃ শমু সন্তু কৃত্যাঃ।
শং নো নিখাতা বল্গাঃ শমুল্কা দেশোপসর্গাঃ শমু নো ভবন্তু ॥ ৯ ॥
শং নো গ্রহাশ্চান্দ্রমসাঃ শমাদিত্যশ্চ রাহুণা।
শং নো মৃত্যুর্ধূমকেতুঃ শং রুদ্রাস্তিগ্মতেজসঃ ॥ ১০ ॥
শং রুদ্রাঃ শং বসবঃ শমাদিত্যাঃ শমগ্নয়ঃ।
শং নো মহর্ষয়ো দেবাঃ শং দেবাঃ শং বৃহস্পতিঃ ॥ ১১ ॥
ব্রহ্ম প্রজাপতির্ধাতা লোকা বেদাঃ সপ্তঋষয়োঽগ্নয়ঃ।
তৈর্মে কৃতং স্বস্ত্যয়নমিন্দ্রো মে শর্ম যচ্ছতু ব্রহ্মা মে শর্ম যচ্ছতু।
বিশ্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু সর্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু ॥ ১২ ॥
যানি কানি চিচ্ছান্তানি লোকে সপ্তঋষয়ো বিদুঃ।
সর্বাণি শং ভবন্তু মে শং মে অস্ত্বভয়ং মে অস্তু ॥ ১৩ ॥

(অনুগাত্মকশ্চতুর্দশো মন্ত্র এবং আম্নায়তে)।

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে
দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব শান্তিভিঃ শময়ামোঽহং যদিহ ঘোরং যদিহ
ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ : দ্যুলোক আমাদের মঙ্গলকর হোক (শান্ত হোক অর্থাৎ উপদ্রব নাশ করে সুখকর হোক)। পৃথিবী শান্ত হোক, এ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ শান্ত হোক, সমুদ্র ও জলসকল শান্ত হোক এবং ওষধিগুলি আমাদের সুখকর হোক। ১ ॥ কারণাবস্থাপন্ন বস্তু, কৃত ও অকৃত কর্মগুলি আমার জন্য শান্ত হোক। [অথবা আমার দুষ্কৃতফলভূত প্রাক্তন জন্মগুলি শান্ত হোক। প্রাক্তন জন্মের দুষ্কৃত কর্মের ফলে তির্যগাদি জন্মপ্রাপ্তির পরিহারের জন্য শান্তির আশা করা হচ্ছে। কৃত ও অকৃত শব্দে বিরুদ্ধকর্মের আচরণ এবং নিত্ত নৈমিত্তিক কর্মের অননুষ্ঠান বোঝান হয়েছে]। সেরূপ ভূত ও ভবিষ্যৎ আমার শান্ত হোক। তিন কালের উক্ত ও অনুক্ত সব কিছু আমার দোষনাশক সুখকর হোক। ২ ॥ পরমেষ্ঠিনী (পরম স্থানাধিষ্ঠাত্রী অথবা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মের পত্নী), সকল বৈদিক বাক্যের প্রতিপাদিত-স্বরূপা যে বাগ্‌দেবী, তার দ্বারা অপরের শাপাদিরূপ ঘোর বাক্যের সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ উচ্চারিত হয়), সে বাক্যের দ্বারা আমাদের শান্তি হোক। [বাক্যের দ্বারা যে অনর্থ সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই স্বকৃত অনর্থ পরিহার করুন]। ৩ ॥ উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থানকারী যে পরমেষ্ঠীর সৃষ্ট, মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, সকল জগতের মূল কারণ যে মন আছে, যে মনের দ্বারা ঘোর কর্ম সৃষ্ট হয়েছে, সে মনের দ্বারা আমাদের মনসৃষ্ট ঘোর কর্মের শান্তি হোক। ৪ ॥ মনের সাথে যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের হৃদয়প্রদেশে আছে [হৃদয় হচ্ছে আত্মনিবাসের স্থান, সুষুপ্তিকালে স্ব-স্ব-কারণরহিত সকল ইন্দ্রিয়গুলি আত্মাতে লীন হয়]. যে ইন্দ্রিয়গুলি চেতন আত্মার দ্বারা স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘোর পাপাবহ কর্ম সৃষ্ট হয়েছে, আমাদের সে ইন্দ্রিয়সৃষ্ট ঘোরকর্মের শান্তি হোক। ৫ ॥ মিত্র (দিনের অভিমানী দেব সূর্য), বরুণ (রাতের অভিমানী দেব), বিষ্ণু, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অর্যমাদেব শান্তিকর হোক। ৬ ॥ মিত্র ও বরুণদেব আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। অন্ধকারনাশক সূর্যদেব ও সকল প্রাণী

নাশকারী অন্তক আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে উৎপন্ন উৎপাত-সমূহ উপশম প্রাপ্ত হোক। দ্যুলোকে সঞ্চরণশীল গ্রহগণ আমাদের সুখকর হোক। ৭ ॥ কম্পমানা পৃথিবী আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। উল্কাপাতে দগ্ধ যা কিছু, তা মঙ্গলের জন্য হোক। লোহিতক্ষীরা গাভীগণ দোষনিবারিকা হোক। (ভূমিকম্পাদির দ্বারা) বিদীর্যমাণ পৃথিবী মঙ্গলজনক হোক। ৮ ॥ আকাশ থেকে পতিত উল্কার দ্বারা উপপ্লুত নক্ষত্রগুলি ও শত্রুমারণের জন্য ক্রিয়মাণ অভিচার কর্মগুলি আমাদের উপদ্রবোপশমক হোক। ভূমিতে নিহিত বল্গাগুলি (শত্রুর পীড়া দেবার জন্য এক হাত মাটি নীচে স্থাপিত অস্থি-কেশাদি-বেষ্টিত বিষবৃক্ষাদি-নির্মিত পুত্তলীগুলি) আমাদের শান্তিকর হোক। উল্কাদর্শন-জনিত দোষ ও জনপদে পতিত উপসর্গের উপশম হোক। ৯ ॥ চন্দ্রমণ্ডলের সংঘর্ষক অঙ্গারকাদি গ্রহগণ আমাদের মঙ্গলকর হোক। রাহুগ্রস্ত সূর্য আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। মারক ধূমকেতু দোষ-নিবারক হোক। তীক্ষ্ণতেজোবিশিষ্ট রুদ্রদেবগণ স্ব-তেজঃ-সন্তাপক উপদ্রব পরিহার করুক। ১০ ॥ একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, অগ্নি (বৈতানিকাদি তিনটি অথবা সভ্য ও অবসথ্যের সাথে পাঁচটি), তেজোরূপ সপ্ত মহর্ষিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দেবপুরোহিত বৃহস্পতি আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। ১১ ॥ ব্রহ্ম (দেশকালানবচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্ম), প্রজাপতি (প্রজাপালক সকলের নিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী), ধাতা (সকলের ধারক চতুর্মুখ ব্রহ্মা) বেদসকল (সাঙ্গ চতুর্বেদ), সপ্ত লোক, সপ্তর্ষিগণ ও অগ্নি-সকল আমার স্বস্ত্যয়ন (ক্ষেমপ্রাপক কর্ম) করেছেন। ইন্দ্র আমাকে সুখ দিক। এরূপ ব্রহ্মা, বিশ্বদেবগণ ও অন্যান্য সকল দেবতারা আমাকে সুখ দিক। ১২ ॥ অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা সপ্তর্ষিগণ সমস্ত লোকে যা কিছু বস্তু শান্তি-কারক বলে জানেন, সেগুলি আমাদের সুখকর হোক। সব দিক থেকে আমাদের সুখ ও অভয় হোক। ১৩ ॥ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, জলগুলি, ওষধিসকল, বনস্পতিসমূহ, বিশ্বদেবগণ, ও সকল দেবতা আমার শান্তিরূপ হোক। তাদের সকল শান্তির দ্বারা এ কর্মে যে ভয়ংকর, ক্রূর ও পাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি শান্তি হোক, মঙ্গলময় হোক, সবকিছু আমাদের শান্তিকর হোক। (অনুগাত্মক এ চতুর্দশ মন্ত্র প্রসিদ্ধ, প্রায় শান্তিকর্মে বিনিযুক্ত হয়। এ মন্ত্রে সর্বত্র শান্তির প্রার্থনা করা হয়েছে)। ১৪ ॥

টীকা : ১-১৪। শান্তিকর্মে এ সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। তার বিভিন্ন প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১ ॥
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২ ॥
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩ ॥

শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্ ।
শং নঃ সুকৃতাঃ সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪ ॥
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু ।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥
শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬ ॥
শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ সমু সন্তু যজ্ঞাঃ ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭ ॥
শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু শং নো ভবন্তু প্রদিশশ্চতস্রঃ ।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮ ॥
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯ ॥
শং নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তুষসো বিভাতীঃ ।
শং নঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্র ও অগ্নি, রক্ষার দ্বারা আমাদের সকল দুঃখের নিবারক হও। যজমানের দ্বারা হবি লাভ করে ইন্দ্র ও বরুণ আমাদের মঙ্গলকর হোক। ইন্দ্র ও সোম আমাদের রোগের উপশম ও ভয় দূর করুক। ইন্দ্র ও পূষাদেব যুদ্ধের জন্য (অথবা অন্নলাভের জন্য) আমাদের মঙ্গলকর হোক। ১ ॥ ভগদেব আমাদের মঙ্গলকর হোক। সকলের স্তূয়মান নরাশংসদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য হোক। আমাদের বুদ্ধি নির্মল হোক। ধনগুলি সুখের নিমিত্ত হোক। সংযম-যুক্ত সত্যবচন আমাদের সুখকর হোক। বহুরূপে প্রাদুর্ভূত অর্যমাদেব আমাদের মঙ্গলকর হোক। ২ ॥ বিধাতা আমাদের মঙ্গলকর হোক। পাপপুণ্যের বিধায়ক বরুণদেব আমাদের সুখকর হোক। বিস্তীর্ণগমনা পৃথিবী অন্নের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদা হোক। বৃহৎ দ্যাবাপৃথিবী আমাদের সুখদ হোক। পর্বত আমাদের মঙ্গলকর হোক। দেবতাদের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিসমূহ শান্তিপ্রদ হোক। ৩ ॥ জ্যোতির্মুখ অগ্নি আমাদের মঙ্গলকর হোক। মিত্র ও বরুণ আমাদের মঙ্গল-বিধান করুক। অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখদ হোক। পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠের পুণ্যসকল আমাদের মঙ্গলের জন্য হোক। গমনশীল বায়ু শান্তির জন্য আমাদের কাছে প্রবাহিত হোক। ৪ ॥ দ্যাবাপৃথিবী প্রথম স্তুতির জন্য (অথবা যজ্ঞের জন্য) আমাদের সুখকর হোক। অন্তরিক্ষলোক দর্শনের জন্য আমাদের মঙ্গলময় হোক। ওষধি ও বৃক্ষগুলি আমাদের সুখপ্রদ হোক লোকপালক, জয়শীল ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল-বিধায়ক হোক। ৫ ॥ বসুগণের সাথে ইন্দ্রদেব আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। শোভন-স্তুতিসম্পন্ন বরুণদেব আদিত্যগণের সাথে আমাদের সুখপ্রদ হোক। সুখকর রুদ্রদেব রুদ্রগণের সাথে আমাদের মঙ্গলবিধান করুক। ত্বষ্টাদেব দেবপত্নীদের সাথে আমাদের মঙ্গল করুক ও এ কর্মে আমাদের স্তোত্র শুনুক। ৬ ॥ লতারূপ সোম আমাদের সুখকর হোক। স্তোত্র-শস্ত্রাত্মক মন্ত্র আমাদের মঙ্গলরূপ হোক। অভিষব-সাধনরূপ প্রস্তরগুলি আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। যজ্ঞগুলি আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। চরুপুরোডাশ-সম্পাদক ওষধিগুলি আমাদের হিতকর হোক। বেদি মঙ্গলময় হোক। ৭ ॥ বিস্তীর্ণ-তেজোবিশিষ্ট (অথবা বহুজনের দৃশ্য) সূর্য আমাদের শান্তির জন্য উদয়লাভ করুক। চার দিক আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। স্থির পর্বতগুলি আমাদের সুখকর

হোক। স্যন্দমান নদীগুলি ও জলগুলি আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। ৮ ॥ দেবমাতা অদিতি কর্মের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোক। শোভন স্তুতিযুক্ত মরুদ্গণ আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। বিষ্ণু ও পূষাদেব আমাদের মঙ্গলবিধান করুক। জল (অথবা অন্তরিক্ষ) আমাদের হিতকর হোক। বায়ু আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। ৯ ॥ ভয় থেকে রক্ষক, সর্বপ্রেরক সবিতাদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য হোক। প্রকাশিকা উষার অভিমানী দেবীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোক। বৃষ্টিপ্রদ পর্জন্যদেব আমাদের প্রজাদের কল্যাণকর হোক। সুখসাধক ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। দ্বিতীয় অনুবাকে ১১শ সূক্ত, তার মধ্যে 'শং ন ইন্দ্রাগ্নী' ইত্যাদি প্রথম তিনটি সূক্ত পুরোহিতের দ্বারা রাজার শয্যাগৃহ-প্রবেশ কর্মে ও শান্ত্যর্থ-জপে বিনিযুক্ত হয়েছে। শান্ত্যর্থ-প্রতিপাদক এ সূক্ত তিনটি। দ্বিতীয় মন্ত্রে— 'যম' শব্দে অহিংসা, অসত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বোঝায়।

দ্বিতীয় সূক্ত

শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমু রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ২ ॥
শং নো অজ একপাদ্ দেবো অস্তু শমহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎ পেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপা ॥ ৩ ॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তামিদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ৪ ॥
যে দেবানামৃত্বিজো যজ্ঞিয়াসো মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥
তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্।
অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ সত্যের পালক সত্যশীল দেবগণ আমাদের শান্তির জন্য হোক। অশ্ব ও গাভীগণ আমাদের মঙ্গলদায়ক হোক। কর্মের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত কুশলহস্ত ঋভুগণ আমাদের দুরিত নিবৃত্তির জন্য হোক। পিতৃগণ স্তোত্রে (বা যজ্ঞে) আমাদের হিতকর হোক। ১ ॥ দ্যোতমান বিশ্বদেবগণ আমাদের মঙ্গলকর হোক। বাগ্দেবতা সরস্বতী স্তুতির সাথে শান্তিপ্রদ হোক। যজ্ঞের চারদিকে সমবেত দেবগণ মঙ্গলপ্রদ হোক। দানের জন্য মিলিত দেবগণ শান্তিপ্রদ হোক। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের দেবগণ আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। ২ ॥ অজৈকপাদ নামক দেবতা আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। অহির্বুধ্ন্য নামক দেবতা আমাদের মঙ্গলকর হোক। সমুদ্র আমাদের হিতকারক হোক। অপান্নপাৎ (জলের পৌত্র) নামক দেবতা আমাদের শান্তির জন্য দুঃখের উদ্ধারক হোক। মরুদ্গণের মাতা, দেবতাদের রক্ষয়িত্রী পৃশ্নিদেবী আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক। ৩ ॥ আদিত্যগণ (অদিতিপুত্র দ্যুলোকস্থ দেবগণ), রুদ্রগণ (রোদনকারক অন্তরিক্ষস্থ দেবগণ) ও বসুগণ (পার্থিব দেবগণ) এ নূতন স্তোত্রের সেবা করুক এবং অন্য দেবগণও আমাদের এ স্তোত্র শুনুক। দৈব,

পার্থিব, পৃশ্নিজাত মরুদ্‌গণ ও যজ্ঞিয় দেবগণ আমাদের স্তোত্র শুনুক। ৪॥ দেবতাদের কালে কালে যাগকারী, যজ্ঞিয়, প্রজাপতির যজনীয়, অমরণধর্মা, সত্যরূপ যজ্ঞের জ্ঞাতা দেবগণ আজ আমাদের প্রভূত কীর্তি দিক। হে দেবগণ, তোমরা সর্বদা মঙ্গলকর উপায়ের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৫॥ হে মিত্র ও বরুণ (দিন ও রাতের অভিমানী দেবদ্বয়), আমাদের তা হোক, হে অগ্নি (প্রাত ও সন্ধ্যাকালের অভিমানী দেবতা), আমাদের তা হোক—যা রোগের উপশমক, ভয়াপহারক এবং ধনলাভ ও প্রতিষ্ঠা বিস্তার করেছে। মহান, সকলের নিবাসস্থানীয় দ্যুলোকের উদ্দেশে নমস্কার। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'শং নঃ সত্যস্য' ইত্যাদি সূক্ত শান্ত্যর্থজপে পূর্বসূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা।
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ উষা (উষাকালাভিমানিনী দেবী) ভগ্নীরূপা রাত্রির অন্ধকার অপসারিত করছে, তারপর সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পেয়ে লৌকিক ও বৈদিক মার্গের নিবর্তন করছে। [উষাকালে সকল প্রাণী নিজ নিজ কাজের জন্য পথ দেখে, সেরূপ বৈদিকগণও অগ্নিহোত্রাদি কর্মমার্গ দেখে থাকে)। এ উষার দ্বারা দেবতাদের দত্ত অন্ন আমরা লাভ করব এবং কর্মকুশল পুত্র-পৌত্রাদির সাথে শত বছর তৃপ্ত হবো। ১॥

টীকা ঃ ১। 'উষা অপ স্বসুঃ' ইত্যাদি একটি ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত রাত্রিকল্পে শান্ত্যর্থজপে পূর্ব সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

ইন্দ্রস্য বাহূ স্থবিরৌ বৃষাণৌ চিত্রা ইমা বৃষভৌ পারয়িষ্ণূ।
তৌ যোক্ষে প্রথমো যোগ আগতে যাভ্যাং জিতমসুরাণাং স্বর্যৎ ॥ ১ ॥
আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
সংক্রন্দনেনাঽনিমিষেণ জিষ্ণুনাঽয়োধ্যেন দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ৩ ॥
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৪ ॥
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিষত্বা সহোজিজ্জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিদন্ ॥ ৫ ॥
ইমং বীরমনু হর্ষধ্বমুগ্রমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্।
গ্রামজিতং গোজিতং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা ॥ ৬ ॥
অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদায় উগ্রঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাডয়োধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৭ ॥
বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জংছত্রূন্ প্রমৃণন্নমিত্রানস্মাকমেধ্যবিতা তনূনাম্ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র এষাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্তু মধ্যে ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ১০ ॥
অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মান্ দেবাসোঽবতা হবেষু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ : স্থূল, পুষ্ট, মহান, অভিমতফলবর্ষক (অথবা শস্ত্রাস্ত্র-বর্ষক), সকলের শ্লাঘনীয় (কিংবা কটক, অঙ্গদাদি আভরণ যুক্ত), বৃষভতুল্য শত্রুমর্দক, ইন্দ্রের যে বাহু-দুটি আছে, সকল উপাসকের আগে আমি যোগ (অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (লব্ধবস্তুর পরিরক্ষণ) লাভের জন্য তার (সে বাহুদুটির) পুজা করছি, যে বাহুর দ্বারা দেববিদ্বেষী অসুরদের শারীরিক বল নিরস্ত হয়েছে। ১ ॥ শীঘ্র স্বাভিমত সম্পাদনে ব্যগ্র, বৃষভের মত ভয়ংকর, শত্রুঘাতক, মানুষের ক্ষোভয়িতা (বৃষ্টিবর্ষণে কৃষকাদির অথবা যুদ্ধে শত্রুসেনার বিক্ষোভকারী), যুদ্ধে শত্রুদের আহ্বাতা (অথবা ক্রন্দয়িতা), অনিমেষ-চক্ষু, বিক্রান্ত ইন্দ্র একাকী অসংখ্য পরসেনা জয় করে, ইষ্টসিদ্ধির জন্য তার আশ্রয় গ্রহণ কর। ২ ॥ শত্রুদের আহ্বাতা, অনিমেষচক্ষু, জয়শীল, যোদ্ধা, অবিচলিত, সহনশীল, বাণহস্ত, কাম-বর্ষক ইন্দ্রের সাহায্যে হে যোদ্ধা নরগণ, তোমরা জয়লাভ কর এবং শত্রুদের পরাভব কর। ৩ ॥ ধনুর্বাণধারী, খড়্গহস্ত, বশীভূত অনুচরদের সাথে যুক্ত ইন্দ্র স্বাভিমুখে আগত শত্রুদের জেতা। সোমরক্ষক, বাহুবলে বলী, ভয়ংকর ধনুযুক্ত, পরশরীরে বাণের ক্ষেপণকারী ইন্দ্রের সাহায্যে জয়লাভ কর এবং শত্রুদের পরাভূত কর। ৪ ॥ সকলের বলস্বরূপ, মহান, বীর, পরাভব-শক্তিসম্পন্ন, অন্নযুক্ত, শত্রুদের পরাভবকারী, উগ্র বলবিশিষ্ট, চারদিকে যার বলবান অনুচরবৃন্দ, শত্রুসেনার দিকে গমনশীল, শত্রুবলের জেতা, পরের ধেনুর নিজের অধীনকারী, হে ইন্দ্র, জয়শীল তুমি আমাদের রথে আরোহণ কর। ৫ ॥ হে যোদ্ধাগণ, এ শত্রুধর্ষণ-সমর্থ, বিক্রান্ত, উগ্র ইন্দ্রের পশ্চাতে থেকে তুষ্ট হও, সেরূপ শত্রুবধের জন্য উদ্যোগী ইন্দ্রের পাশ্চাতে নিজেরাও উদ্যোগী হও। শত্রুপুরী ও শত্রুগাভীর জেতা, বজ্রবাহু, যুদ্ধজয়কারী ও বীর্যে পরসৈন্যের হিংসক ইন্দ্রকে সামনে রেখে উৎসাহী হও। ৬ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে বলপূর্বক প্রবেশকারী, অতিশয় বলবিশিষ্ট, বিবিধ ক্রোধযুক্ত, রণাঙ্গন থেকে অনপসরণীয় (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যাকে কেউ সরাতে পারে না), শত্রুসেনার অভিভবিতা (পরাভবকারী), যাকে কেউ প্রহার করতে পারে না, এরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে আমাদের সেনাদের রক্ষা করুক। ৭ ॥ হে বৃহস্পতি, রাক্ষসদের হন্তা তুমি শত্রুদের বিনাশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রথে করে যাও। শত্রুর মর্দন করতে করতে, হিংসা করতে করতে তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক হও। ৮ ॥ আমাদের শত্রুদের মর্দন করবার জন্য প্রবর্তমান, জয়শীল দেবসেনাদের ইন্দ্র নেতা হোক। বৃহস্পতি, দক্ষিণা, যজ্ঞ ও সোম সামনে আসুক (অথবা বৃহস্পতি দক্ষিণ দিক থেকে এবং গোরূপ দক্ষিণা, যজ্ঞ ও সোম সামনে আসুক)। মরুদ্গণ দেবসেনাদের মাঝখানে যাক। ৯ ॥ কামবর্ষক (অথবা শস্ত্রাস্ত্রের বর্ষণকারী) ইন্দ্রের, শত্রুনিবারক রাজা বরুণের, আদিত্যগণ ও মরুদ্গণের শত্রুহননসমর্থ উগ্র বল আবির্ভূত হোক। মহামনা, ত্রিভুবন থেকে শত্রুদের উৎখাত করতে সমর্থ, শত্রুবিনাশক দেবতাদের জয়ধ্বনি উত্থিত হোক। ১০ ॥ ধ্বজাযুক্ত সংগ্রাম উপস্থিত হলে ইন্দ্র আমাদের রক্ষক হোক। আমাদের প্রেরিত শরগুলি শত্রুদের জয় করুক (অথবা আমাদের

ধনুর্ধারী যোদ্ধাগণ জয়লাভ করুক)। আমাদের বীর পুরুষরা জয়ের দ্বারা উৎকৃষ্ট হোক। হে দেবগণ, (যেখানে যোদ্ধাগণ পরস্পর আহ্বান করে, সে) সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর, আমরা যাতে জয়ী হই, সেরূপ কর। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। 'ইন্দ্রস্য বাহূ' ইত্যাদি চতুর্থ সূক্ত অপ্রতিরথ-সংজ্ঞক। এ সূক্তে ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

(সৈষা ঋগ্ এবং আম্নায়তে)।
ইদমুচ্ছ্রেয়োঽবসানমাগাং শিবে মে দ্যাবাপৃথিবী অভূতাম্।
অসপত্নাঃ প্রদিশো মে ভবন্তু ন বৈ ত্বা
দ্বিষ্মো অভয়ং নো অস্তু ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ পরিসমাপ্তিপ্রাপক ফল আমরা লাভ করেছি। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক, পূর্বাদি দিক্‌গুলি শত্রুরহিত উপদ্রবশূন্য হোক। হে শত্রু, আমরা তোমার বিদ্বেষ করি না, অতএব আমাদের অভয় হোক। ১ ॥

টীকা ঃ ১। 'ইদমুচ্ছ্রেয়োঽবসানং' ইত্যাদি একটি ঋক্‌যুক্ত এ সূক্তের দ্বারা কার্য সমাপ্ত হলে আজ্যাহুতি দিতে হয়।

ষষ্ঠ সূক্ত

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব ত্বং ন ঊতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ১ ॥
ইন্দ্রং বয়মনূরাধং হবামহেঽনু রাধ্যাস্ম দ্বিপদা চতুষ্পদা।
মা নং সেনা অররুষীরুপ গুর্বিষূচীরিন্দ্র দ্রুহো বি নাশয় ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্ত্রাতোত বৃত্রহা পরস্ফানো বরেণ্যঃ।
স রক্ষিতা চরমতঃ স মধ্যতঃ স পশ্চাৎ স পুরস্তান্নো অস্তু ॥ ৩ ॥
উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্‌ৎস্বর্যজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
উগ্রা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ ক্ষয়েম শরণা বৃহন্তা ॥ ৪ ॥
অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু ॥ ৫ ॥
অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অভয়ংকর ইন্দ্র, যেখান থেকে আমরা ভীত হয়েছি, সে ভয়স্থান হতে আমাদের অভয় কর (অর্থাৎ আমাদের উপদ্রব পরিহার কর)। হে ধনবান ইন্দ্র, তোমার পালনের দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ। তুমি আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর ও তাদের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কর (অথবা বাইরের ও অন্তরের শত্রুদের বিচ্ছিন্ন কর, কিংবা সন্নিহিত অসন্নিহিত শত্রুদের বিনাশ কর)। ১ ॥ পূজনীয় ইন্দ্রের আমরা ইষ্টসিদ্ধির জন্য আহ্বান করছি। ইন্দ্রের কাছে এ প্রার্থনার দ্বারা আমরা পুত্রভৃত্যাদি ও গবাদি পশুর দ্বারা সমৃদ্ধ হবো। অভিমত ফলের প্রতিবন্ধক শত্রুসেনাগণ যেন আমাদের কাছে না আসে। হে ইন্দ্র, চারদিকে

ব্যাপ্ত শত্রুসেনাদের বিনাশ কর। ২ ॥ বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আমাদের রক্ষক হোক। বরণীয় ইন্দ্র শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুক। সে ইন্দ্র শেষ দিকে, মধ্য-দেশে, পেছন ভাগে ও সামনে আমাদের রক্ষক হোক। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, সর্বজ্ঞ তুমি আমাদের বিস্তীর্ণ লোকে নিয়ে যাও। তুমি আমাদের ভয়কারক উপদ্রবের পরিহারক ও ক্ষেমাদি অভীষ্টফলপ্রদ হও। হে ইন্দ্র, তোমার মহান, উগ্র, শত্রুবিনাশক (সর্বরক্ষক) বৃহৎ বাহুযুগলের আমরা আশ্রয় নিচ্ছি। ৪ ॥ অন্তরিক্ষলোক আমাদের অভয় করুক, এ পরিদৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী আমাদের অভয় করুক। পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আমাদের অভয় হোক। ৫ ॥ সুহৃৎ থেকে আমাদের অভয় (ভয়ব্যতিরিক্ত হিতফল সর্বদা) হোক, শত্রু থেকে আমাদের অভয় হোক। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত গূঢ়শত্রু থেকে আমাদের অভয় হোক। রাতে ও দিনে আমাদের অভয় হোক। সকল দিক মিত্রের মত সর্বদা আমাদের হিতকারী হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যত ইন্দ্র ভয়ামহে' ইত্যাদি সূক্তে অভয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সূক্ত অভয়গণে পঠিত হওয়ায় নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প প্রভৃতিতে এর বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম সূক্ত

অসপত্নং পুরস্তাৎ পশ্চান্নো অভয়ং কৃতম্।
সবিতা মা দক্ষিণত উত্তরান্মা শচীপতিঃ ॥ ১ ॥
দিবো মাদিত্যা রক্ষন্তু ভূম্যা রক্ষন্ত্বগ্নয়ঃ।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং মা পুরস্তাদশ্বিনাবভিতঃ শর্ম যচ্ছতাম্।
তিরশ্চীনঘ্ন্যা রক্ষতু জাতবেদা ভূতকৃতো মে সর্বতঃ সন্তু বর্ম ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ পূর্বদিকে আমাদের শত্রুর বাধা পরিহার কর, পশ্চাৎ দিকে আমাদের অভয় কর। দক্ষিণ দিকে সর্বপ্রেরক সবিতাদেব আমাকে রক্ষা করুক। উত্তর দিকে শচীপতি ইন্দ্র আমাকে রক্ষা করুক। ১ ॥ আদিত্যগণ (অদিতিপুত্র সকল দেবগণ) দ্যুলোক থেকে (অর্থাৎ বজ্রাদি দৈব আপৎ থেকে) আমাকে রক্ষা করুক। গার্হপত্যাদি তিন অগ্নি ভৌম উপদ্রব পরিহার করুক। পূর্বদিক থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি আমাকে পালন করুক। সূর্যপুত্র, দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় সব দিক থেকে আমাদের সুখ দিক। জাতবেদা অগ্নি তির্যক্‌গমণকারী (অথবা বিদিক থেকে) আমাদের রক্ষা করুক। প্রাণিদের নির্মাতা (অথবা ভূত গ্রহপিশাচাদির হিংসক) দেবগণ সর্বত্র আমার রক্ষাকবচ হোক। ২ ॥

টীকা ঃ ১-২। 'অসপত্নং পুরস্তাৎ' ইত্যাদি চারটি সূক্ত রাজার শয্যাগৃহের রক্ষাবিষয়ে পুরোহিতের কর্তব্য বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। এর বিশেষ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

অষ্টম সূক্ত

অগ্নির্মা পাতু বসুভিঃ পুরস্তাৎ তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ১ ॥

বায়ুর্মান্তরিক্ষেণৈতস্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ২ ॥
সোমো মা রুদ্রৈর্দক্ষিণায়া দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৩ ॥
বরুণো মাদিত্যৈরেতস্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৪ ॥
সূর্যো মা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং প্রতীচ্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৫ ॥
আপো মৌষধীমতীরেতস্যা দিশঃ পান্তু তাসু ক্রমে
তাসু শ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
তা মা রক্ষন্তু তা মা গোপায়ন্তু তাভ্য
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৬ ॥
বিশ্বকর্মা মা সপ্তঋষিভিরুদীচ্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রো মা মরুত্বানেতস্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৮ ॥
প্রজাপতির্মা প্রজননবান্‌ৎসহ প্রতিষ্ঠায়া ধ্রুবায়া দিশঃ পাতু
তস্মিন্ ক্রমে তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতির্মা বিশ্বৈর্দেবৈরূর্ধ্বায়া দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : অগ্নি বসুগণের সাথে পূর্বদিকে আমাকে রক্ষা করুক। যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব, যেখানে আশ্রয় করব, সে শয্যাগৃহে অগ্নি আমাকে রক্ষা করুক। (অথবা সে অগ্নি রক্ষক হলে পাদক্ষেপণ করব, সে রক্ষক হলে আশ্রয় গ্রহণ করব, সে শয্যাগৃহে যাব)। ধনযুক্ত অগ্নি আমার রক্ষা করুক, সে অগ্নি আমার পালন করুক। (অহিত নিবারণ রক্ষা এবং হিতকরণ পালন—এ-দুটি ভেদ)। সর্বতো-

রক্ষক সে অগ্নির কাছে রক্ষার জন্য নিজেকে সমর্পণ করছি। (স্বাহা-শব্দের দ্বারা অগ্নির অধীনত্ব দ্যোতিত হয়েছে। যেরূপ সংহৃত হবি সে সে দেবতাদের অধীন করা হয়, সেরূপ আত্মাও রক্ষার জন্য অগ্নির অধীন হোক—এ অর্থ এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১ ॥ বায়ু স্বাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোকের সাথে পূর্বাদি দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২ ॥ সোমদেব রুদ্রগণের সাথে দক্ষিণ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩ ॥ বরুণদেব আদিত্যগণের সাথে দক্ষিণ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪ ॥ সর্বপ্রেরক সবিতাদেব দ্যাবাপৃথিবীর সাথে পশ্চিম দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫ ॥ ওষধিমতী জলগুলি এ সকল দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬ ॥ বিশ্বকর্মা (বিশ্বজগতের কারণরূপ পরমাত্মা) সপ্তর্ষিগণের সাথে উত্তর দিক থেকে আমাকে পালন করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭ ॥ মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্র উত্তর দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮ ॥ সকল জগতের উৎপাদক প্রজাপতি স্থির ভূমিরূপ অধর দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯ ॥ বৃহস্পতিদেব সকল দেবতার সাথে ঊর্ধ্বদিক (দ্যুলোক) থেকে আমাকে রক্ষা করুক। (যেখানে পাদপ্রক্ষেপ করব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত।

নবম সূক্ত

অগ্নিং তে বসুবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বঃ প্রাচ্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ১ ॥
বায়ুং তেঽন্তরিক্ষবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ২ ॥
সোমং তে রুদ্রবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বো দক্ষিণায়া দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৩ ॥
বরুণং ত আদিত্যবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৪ ॥
সূর্যং তে দ্যাবাপৃথিবীবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বঃ প্রতীচ্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৫ ॥
অপস্ত ওষধীমতীর্ঋচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৬ ॥
বিশ্বকর্মাণং তে সপ্তঋষিবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব উদীচ্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রং তে মরুত্বমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৮ ॥
(নবমদশমপর্যায়ৌ এবং আম্নায়েতে)।
প্রজাপতিং তে প্রজননবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বো ধ্রুবায় দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৯ ॥

বৃহস্পতিং তে বিশ্বদেববন্তমৃচ্ছন্তু ।
যে মাঘায়ব ঊর্ধ্বায়া দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ জিঘাংসু যে শত্রুগণ পূর্ব দিক থেকে এসে আমাকে হিংসা করবে, তারা মরণের জন্য বসুগণের সাথে যুক্ত অগ্নির মুখে পতিত হোক। অন্তরিক্ষস্থ বায়ুর সামনে তারা মরবার জন্য যাক, যে জিঘাংসু শত্রুগণ পূর্ব দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করবে। ১-২ ॥ যে জিঘাংসু শত্রুগণ দক্ষিণ দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করবে, তারা রুদ্রগণের সাথে যুক্ত সোমদেবের কাছে মৃত্যুর জন্য যাক। আদিত্যগণযুক্ত অনিষ্টনিবারক বরুণদেবের কাছে তারা যাক, যে জিঘাংসু শত্রুগণ দক্ষিণ দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করবে। ৩-৪ ॥ যে জিঘাংসু শত্রুগণ পশ্চিম দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করবে, তারা দ্যাবাপৃথিবীস্থ সূর্যদেবের কাছে বিনাশের জন্য যাক। ওষধিযুক্ত জলসকলের কাছে তারা মরবার জন্য যাক, যে জিঘাংসু শত্রুগণ পশ্চিম দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করবে। ৫-৬ ॥ যে জিঘাংসু শত্রুগণ উত্তর দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করতে চায়, তারা সপ্তর্ষিযুক্ত বিশ্বকর্মার কাছে মরণের জন্য যাক। মরুদ্গণযুক্ত ইন্দ্রের কাছে তারা বিনাশের জন্য যাক, যারা জিঘাংসু হয়ে উত্তর দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করতে চায়। ৭-৮ ॥ সর্বজগতের উৎপাদক প্রজাপতির কাছে তারা মরণের জন্য যাক, যারা জিঘাংসু হয়ে স্থির ভূমিরূপ অধর দিক থেকে এসে আমাদের হিংসা করতে চায়। যে জিঘাংসু শত্রুগণ ঊর্ধ্ব দিক থিকে এসে আমাদের হিংসা করবে, তারা মৃত্যুর জন্য দেবগণ-যুক্ত বৃহস্পতির কাছে যাক। ৯-১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'অগ্নিং তে বসুমন্তং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। পূর্ব সূক্তে পূর্বাদি দিকের রক্ষক অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সেখানে অবস্থিত থেকে শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক—এ বলা হয়েছে। আর এ সূক্তে সে সে দিক থেকে আগত স্ববিদ্বেষী অনিষ্টকারিগণ বিনাশের জন্য সে সে দেবতার মধ্যে প্রবেশ করুক—এ বিশেষ এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। এখানে দশটি পর্যায় আছে, প্রত্যেকটি অধর্ব ঋক্।

দশম সূক্ত

মিত্রঃ পৃথিব্যোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ১ ॥
বায়ুরন্তরিক্ষেণোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ২ ॥
সূর্যো দিবোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৩ ॥
চন্দ্রমা নক্ষত্রৈরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৪ ॥
সোম ওষধীভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৫ ॥
যজ্ঞো দক্ষিণাভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৬ ॥

সমুদ্রো নদীভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৭ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রো বীর্যেণোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৯ ॥
দেবা অমৃতেনোদক্রামংস্তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ১০ ॥
প্রজাপতিঃ প্রজাভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নি স্বনিবাসস্থানরূপ পৃথিবী লোকের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, সে পৃথিবীলোকাভিমানী অগ্নির রক্ষিত পুরীতে (অথবা শয্যাগৃহে) তোমাদের আমি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সে গৃহে (অথবা নগরে) প্রবেশোন্মুখ হও, তারপর সে শয্যাগৃহে অধিষ্ঠিত হও। সে শয্যাগৃহ (বা পুরী) প্রবিষ্ট তোমাদের সুখ ও বর্ম (কবচ, পরের অভেদ আবরণ) দিক। (অগ্নি যেমন স্বাধিষ্ঠিত এ পৃথিবীলোকে সর্বোত্তম হয়ে আছে, সেরূপ তুমিও এ নগরে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বাতিশায়ী হও)। ১ ॥ বায়ু নিজ মধ্যম স্থান অন্তরিক্ষলোকের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২ ॥ সর্বপ্রেরক আদিত্য স্বনিবাসস্থান দ্যুলোকের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩ ॥ চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪ ॥ সোমদেব ওষধিগণের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫ ॥ যজ্ঞ (জ্যোতিষ্টোমাদি প্রকৃতি-বিকৃতিরূপ সকল ক্রতু) দক্ষিণার সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬ ॥ নদীগুলির সাথে সমুদ্র যে নগরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭ ॥ সাঙ্গ বেদ ব্রহ্মচারীদের সাথে যে নগরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮ ॥ ইন্দ্র বীর্যের সাথে যে নগরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯ ॥ প্রজাপতি প্রজাগণের সাথে যে নগরী রক্ষা করতে উৎক্রামণ করেছে, (তাদের রক্ষিত পুরীতে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১১। 'মিত্রঃ পৃথিব্যোদক্রামৎ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পুরোহিত রাতে রাজাকে শয্যাগৃহে প্রবেশ করাবে। রাজার নূতন নগরে প্রবেশ কর্মেও এ সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। প্রথম মন্ত্রে 'মিত্র'—শব্দে এখানে অগ্নি অর্থ, পৃথিবীপদের সাহচর্যবশতঃ, পরে 'দ্যুলোকস্থ সূর্য' ইত্যাদি বলা হয়েছে।

একাদশ সূক্ত

অপ ন্যধুঃ পৌরুষেয়ং বধং যমিন্দ্রাগ্নী ধাতা সবিতা বৃহস্পতিঃ।
সোমো রাজা বরুণো অশ্বিনা যমঃ পূষাস্মান্ পরি পাতু মৃত্যোঃ ॥ ১ ॥

যানি চকার ভুবনস্য যস্পতিঃ প্রজাপতির্মাতরিশ্বা প্রজাভ্যঃ।
প্রদিশো যানি বসতে দিশশ্চ তানি মে বর্মাণি বহুলানি সন্তু ॥ ২
যৎ তে তনূষ্বনহ্যন্ত দেবা দ্যুরাজয়ো দেহিনঃ।
ইন্দ্রো যচ্চক্রে বর্ম তদস্মান্ পাতু বিশ্বতঃ ॥ ৩ ॥
বর্ম মে দ্যাবাপৃথিবী বর্মাহর্বর্ম সূর্যঃ।
বর্ম মে বিশ্বে দেবাঃ ক্রন্ মা মা প্রাপৎ প্রতীচিকা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ শত্রু আমাদের হিংসার জন্য যে বধসাধন কার্য (আভিচারিক বলগাদি, শস্ত্রাস্ত্রাদি অথবা গোপনে মায়াকৃত) প্রেরণ করেছে, সে শত্রুর প্রেরিত মৃত্যু (মৃত্যুসাধন বা মৃত্যুরূপ কার্য) থেকে আমাদের (কবচধারী আমাদের রাজাদের) ইন্দ্র, অগ্নি, ধাতা, সবিতা, বৃহস্পতি, রাজা সোম, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, যম ও পূষাদেব রক্ষা করুক। ১ ॥ প্রাণিগণের পালক, মাতরিশ্বা (সূত্রাত্মা) প্রজাপতি স্বীয় প্রজাদের রক্ষার জন্য যে কবচ করেছিলেন, পূর্বাদি দিক ও অবান্তর দিক সকল নিজেদের রক্ষার জন্য যে বর্মসকল ধারণ করেছিল, সে বর্মগুলি আমাদের প্রভূতরূপে হোক। ২ ॥ দ্যুলোকে দীপ্তিমান শরীরধারী দেবতাগণ অসুরযুদ্ধে স্বদেহ রক্ষার জন্য নিজ শরীরে যে কবচ ধারণ করেছিলেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুবিজয়ের জন্য যে কবচ ধারণ করেছিলেন, তাদের ধারিত এ কবচ যুদ্ধোদ্যত আমাদের শত্রুর প্রহার থেকে রক্ষা করুক। ৩ ॥ দ্যাবাপৃথিবী আমার বর্ম (কবচ) করুক। সেরূপ সূর্য ও ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ যুযুৎসু আমার (বা রাজার) বর্ম করুক, অজ্ঞাত বিচরণশীল শত্রুসেনা যেন আমাকে না পায়। (কবচধারী আমার সামনে শত্রুসেনা প্রকাশ্যেই আসুক। দেবানুগৃহীত কবচ ধারণের দ্বারা আমি দৃপ্ত সে শত্রুসেনাকে বিনাশ করতে সমর্থ হবো (। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের দ্বারা যুদ্ধোদ্যত রাজাকে পুরোহিত কবচ পরিয়ে দেবে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টব্ বৃহতী পঙ্‌ক্তিস্ত্রিষ্টুব্ জগত্যৈ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করা হচ্ছে। ১ ॥

টীকা ঃ ১। তৃতীয় অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার মধ্যে 'গায়ত্র্যুষ্ণিক্' ইত্যাদি প্রথম এক ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত ব্রহ্মবর্চস-কামীর গায়ত্রী নামক মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

[তত্র 'আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ' ইতি সূক্তং এবমাম্নায়তে]
আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা ॥ ১ ॥
ষষ্ঠায় স্বাহা ॥ ২ ॥ সপ্তমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা ॥ ৩ ॥
নীলনখেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ হরিতেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥

ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥
প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥
তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১০ ॥ উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১১ ॥
উত্তমেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১২ ॥ উত্তরেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৩ ॥
ঋষিভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৪ ॥ শিখিভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৫ ॥
গণেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৬ ॥ মহাগণেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৭ ॥
সর্বেভ্যোঽঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৮ ॥
পৃথক্‌সহস্রাভ্যাং স্বাহা ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা সম্ভৃত বীর্যাণি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমা ততান।
ভূতানাং ব্রহ্মা প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং কঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ঃ [বিংশতি কাণ্ডাত্মক এ শাখাতে বিদ্যমান অনুবাক, সূক্ত, গণ বিশেষাদির সংজ্ঞারূপ শব্দের দ্বারা অনুবাকাদির দ্রষ্টা আঙ্গিরস, নীলনখ, হরিত, ক্ষুদ্র, পর্য্যায়িকা প্রভৃতি ঋষিগণের নামোল্লেখ করা হয়েছে। 'ব্রহ্মণে স্বাহা' ইত্যাদি বিংশতি কাণ্ডে বেদদ্রষ্টা ব্রহ্মা নামক কোন ঋষি প্রতিপন্ন হয়েছেন। অন্যান্যগুলি যথামন্ত্র ব্যাখ্যা]। জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা সকলের মধ্যে বীর্যবান। সৃষ্টির পূর্বে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা দ্যুলোক বিস্তার করেছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট পদার্থের প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সেজন্য ব্রহ্মার সাথে স্পর্ধা করতে অন্য কোন দেবতা বা মনুষ্য সমর্থ হবে? (অর্থাৎ অধিকতর বীর্যবান, সর্বোৎকৃষ্ট স্থাননিবাসী ও সকলের আদিভূত ব্রহ্মার সমান কেউ নেই)। ১-২১ ॥

টীকা ঃ ১-২১। 'আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ' ইত্যাদি সূক্ত সম্পৎকামী, অভিচার থেকে অভিচর্যমাণ ব্যক্তির জন্য আঙ্গিরস্যা নামক মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

আথর্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১ ॥
পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২ ॥ ষড়ৃচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥
সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥
নবর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ দশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥
একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥
ত্রয়োদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১০ ॥ চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১১ ॥
পঞ্চদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১২ ॥ ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৩ ॥
সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৪ ॥ অষ্টাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৫ ॥
একোনবিংশতিঃ স্বাহা ॥ ১৬ ॥ বিংশতিঃ স্বাহা ॥ ১৭ ॥
মহৎকাণ্ডায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ তৃচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৯ ॥
একর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২০ ॥ ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২১ ॥
একানৃচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২২ ॥ রোহিতেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২৩ ॥
সূর্যাভ্যাং স্বাহা ॥ ২৪ ॥ ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা ॥ ২৫ ॥
প্রাজাপত্যাভ্যাং স্বাহা ॥ ২৬ ॥ বিষাসহ্যৈ স্বাহা ॥ ২৭ ॥
মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা সম্ভৃতা বীর্যাণি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমা ততান।
ভূতানাং ব্রহ্মা প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতু কঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : [চতুর্ঋচাদি শব্দের দ্বারা অথর্বাখ্য ঋষিদের বোঝান হয়েছে। সেরূপ একাদশ থেকে বিংশতি পর্যন্ত শব্দের দ্বারা আথর্বণ বংশীয়দের নামোল্লেখ করা হয়েছে। 'মহাকাণ্ড' প্রভৃতি বিংশতি কাণ্ডাত্মক বেদবাচী শব্দের দ্বারা তাদের দ্রষ্টা ঋষিদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। 'ক্ষুদ্রেভ্যঃ'—ষজুর্মন্ত্র বাচী, 'পর্যায়িকেভ্যঃ' পর্যাসূক্তবাচী, 'একানৃচেভ্যঃ' অধর্চবাচক এবং রোহিতাদি কাণ্ডবাচক শব্দের দ্বারা সে সে ঋষিদের নাম বোঝান হয়েছে। অন্যান্য 'ব্রহ্মণে স্বাহা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের মত]। ১-৩০ ॥

টীকা : ১-৩০। 'আথর্বণাং চতুর্ঋচেভ্যঃ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

যেন দেবং সবিতারং পরি দেবা অধারয়ন্।
তেনেমং ব্রহ্মণস্পতে পরি রাষ্ট্রায় ধত্তন ॥ ১ ॥
পরীমমিন্দ্রমায়ুষে মহে ক্ষত্রায় ধত্তন।
যথৈনং জরসে নয়াং জ্যোক্ ক্ষত্রেঽধি জাগরৎ ॥ ২ ॥
পরীমং সোমমায়ুষে মহে শ্রোত্রায় ধত্তন।
যথৈনং জরসে নয়াং জ্যোক্ শ্রোত্রেঽধি জাগরৎ ॥ ৩ ॥
পরি ধত্ত ধত্ত নো বর্চসেমং জরামৃত্যুং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ।
বৃহস্পতিঃ প্রাযচ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ ॥ ৪ ॥
জরাং সু গচ্ছ পরি ধৎস্ব বাসো ভবা গৃষ্টীনামভিশস্তিপা উ।
শতং চ জীব শরদঃ পুরূচী রায়শ্চ পোষমুপসংব্যয়স্ব ॥ ৫ ॥
পরীদং বাসো অধিথাঃ স্বস্তয়েঽভূর্বাপীনামভিশস্তিপা উ।
শতং চ জীব শরদঃ পুরূচীর্বসূনি চারুর্বি ভজাসি জীবন্ ॥ ৬ ॥
যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৭ ॥
হিরণ্যবর্ণো অজরঃ সুবীরো জরামৃত্যুঃ প্রজয়া সং বিশস্ব।
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্যোতমান সর্বপ্রেরক সবিতাকে যার দ্বারা (রক্ষোহননরূপে) সর্বত আচ্ছাদন করেছিলেন, সে শত্রুনির্হরণরূপ কার্যের দ্বারা হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদরূপ মন্ত্রের পালক দেব), রাজ্য রক্ষার জন্য এ রাজাকে রক্ষকরূপে স্থাপন কর। ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি একে (সাধক আমাকে) আয়ু ও ক্ষত্রবলের জন্য স্থাপন কর। যাতে এ সাধক চিরকাল শত্রু-ধর্ষণ-সমর্থ বলবানরূপে অবহিত হতে পারে, সেরূপ এ শান্তিকর্তাকে, হে ইন্দ্র, জরা পর্যন্ত আয়ুষ্মান কর। ২ ॥ হে সোমদেব, এ শান্তিকর্তা আমাকে মহান শ্রোত্রাদির (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সাধ্য রূপাদির) উপলব্ধির জন্য পুষ্ট কর। যাতে এ সাধক চিরকাল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় শক্তিমান হয়ে জাগ্রত থাকে (অবহিত থাকে), সেরূপ এ শান্তিকর্তাকে, হে সোম, জরাপর্যন্ত আয়ুষ্মান কর। ৩ ॥ হে দেবগণ, এ মাণবককে বস্ত্র পরিয়ে দাও, আমাদের এ বালককে তেজস্বী কর। এ বালকের যেন অকাল মৃত্যু না হয়, একে দীর্ঘায়ু কর। বৃহস্পতিদেব ব্রাহ্মণদের অধিপতি রাজা সোমের পরিধানের জন্য এ বস্ত্র দিয়েছিলেন। ৪ ॥ হে শান্তিপ্রযোক্তা, তুমি জরাপর্যন্ত আয়ুষ্মান হও, এ বস্ত্র

পরিধান কর। এ বস্ত্র পরিধানের দ্বারা গাভীগণের হিংসা নিমিত্ত ভয় থেকে পালক হও। বহুকাল ব্যাপী—শতবছর জীবিত থাক এবং ধন-সমৃদ্ধি লাভ কর। ৫ ॥ হে শান্তিকর্তা, এ বস্ত্র মঙ্গলের জন্য পরিধান করেছ। এ বস্ত্র পরিধানের দ্বারা হিংসা নিমিত্ত ভয় থেকে গাভীগণের পালক হও। বহুকাল ব্যাপী শত বছর জীবিত থেকে উত্তম বস্ত্রের দ্বারা দীপ্যমান হয়ে পুত্র, মিত্র, আত্মীয়-স্বজন ও প্রার্থীদের ধন বিতরণ কর। ৬ ॥ সকল অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য, অন্নাদি ফললাভের জন্য অতিশয় সমৃদ্ধ পরমৈশ্বর্য যুক্ত ইন্দ্রদেবকে সখা (স্তোতা) আমরা রক্ষার জন্য আহ্বান করছি। (অভিমত ফল লাভের জন্য, লব্ধ বস্তুর পরিপালনের জন্য ও স্বরক্ষার জন্য ইন্দ্রের আমরা আহ্বান করি)। ৭ ॥ সুবর্ণকান্তি, অজর, শোভন পুত্রাদিযুক্ত ও অকাল মরণরহিত হয়ে চিরকাল সুখে স্বগৃহে অবস্থান কর। অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, সবিতাদেব ও ইন্দ্র এ বাক্যের সমর্থন করেছেন, অতএব কোন বিপ্রতিপত্তি নেই। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যেন দেবং সবিতারং' ইত্যাদি সূক্ত মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। ৪র্থ সূক্ত থেকে ৬ষ্ঠ সূক্ত ২য় কাণ্ডের ৩য় অনুবাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপার্থ দেওয়া হলো।

পঞ্চম সূক্ত

[সৈষা ঋগ্ এবং আম্নায়তে]

অশ্রান্তস্য ত্বা মনসা যুনজ্মি প্রথমস্য চ।
উৎকূলমুদ্বহো ভবোদুহ্য প্রতি ধাবতাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্ব, তোমাকে শ্রমরহিত, সৃষ্টির আদিতে অশ্বজাতির পূর্বে উৎপন্ন অশ্বের মনের সাথে যুক্ত করছি, (জিতশ্রম, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবার সর্বেন্দ্রিয় শক্তি, শরীরের দৃঢ়তা, শীঘ্রগামিত্ব ও শত্রুসেনার পরাভব সামর্থ, শান্তিফলরূপে কাম্যমান অশ্বে যুক্ত করছি)। এরূপ সামর্থযুক্ত তুমি অতি দৃপ্ত হও। নদী যেমন জলপ্রবাহে দুকূল প্লাবিত করে ঊর্ধ্বগামী হয়, সেরূপ তুমি যুদ্ধের জন্য সন্নদ্ধ শত্রুসেনাকে স্বসামর্থে অতিক্রম করে বিক্ষুব্ধ কর। হে অশ্ব, তুমি তোমার জেতব্য স্থানে শীঘ্র গমন কর। ১ ॥

টীকা ঃ ১। 'অশ্রান্তস্য ত্বা' ইত্যাদি একটি ঋক্-যুক্ত সূক্ত গান্ধর্বাখ্য মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

অগ্নেঃ প্রজাতং পরি যদ্ধিরণ্যমমৃতং দধ্রে অধি মর্ত্যেষু।
য এনদ্ বেদ স ইদেনমর্হতি জরামৃত্যুর্ভবতি যো বিভর্তি ॥ ১ ॥
যদ্ধিরণ্যং সূর্যেণ সুবর্ণং প্রজাবন্তো মনবঃ পূর্ব ঈষিরে।
তৎ ত্বা চন্দ্রং বর্চসা সং সৃজত্যায়ুষ্মান্ ভবতি যো বিভর্তি ॥ ২ ॥
আয়ুষে ত্বা বর্চসে ত্বৌজসে চ বলায় চ।
যথা হিরণ্যতেজসা বিভাসাসি জনাঁ অনু ॥ ৩ ॥
যদ্ বেদ রাজা বরুণো বেদ দেবো বৃহস্পতিঃ।
ইন্দ্রো যৎ বৃত্রহা বেদ তৎ ত আয়ুষ্যং ভুবৎ তৎ তে বর্চস্যং ভুবৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নি থেকে উৎপন্ন যে সুবর্ণ, যা মরণশীল মানুষের কাছে অমৃত রূপে অবস্থান করে (অর্থাৎ মরণধর্মা মানুষের কাছে মরণরোধকর রূপে যে হিরণ্য আছে),

যে পুরুষ এ হিরণ্য জানে, সে এ হিরণ্যরূপ পদার্থ ধারণ করতে সমর্থ হয়। যে পুরুষ নিজ শরীরে মণি, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়াদি রূপে ধারণ করে, সে হিরণ্যধারী পুরুষ অকাল মৃত্যুরহিত হয়। ১ ॥ পুত্র-ভৃত্যাদি যুক্ত মানবগণ হিরণ্যধারিদের প্রথম হয়ে (অথবা সৃষ্টির পূর্বে উৎপন্ন মনুগণ) যে শোভনবর্ণ, হিত রমণীয় সুবর্ণ সকলের প্রেরক স্ব-কারণ আদিত্যের সাথে লাভ করেছিল (অথবা সূর্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে মনুগণ যে সুবর্ণ লাভ করেছিল), সে মনুদের ধৃত আহ্লাদক হিরণ্য, (হিরণ্যধারক) তোমাকে শরীর-কান্তির সাথে যুক্ত করুক। যে পুরুষ হিরণ্য ধারণ করে, সে আয়ুষ্মান হয়। ২ ॥ হে হিরণ্য-ধারক পুরুষ, দীর্ঘায়ুর জন্য সে হিরণ্য তোমাতে যুক্ত হোক। সেরূপ কান্তি লাভের জন্য, শারীরিক বল ও ভৃত্যাদি সম্পত্তিরূপ বাহ্য বলের জন্য সে হিরণ্য তোমাতে যুক্ত হোক। যেমন সুবর্ণ তেজে শুক্লভাস্বর রূপে বিশেষরূপে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, সেরূপ তুমিও জনগণের মধ্যে উজ্জ্বলরূপে দীপ্ত হও। ৩ ॥ রাজা বরুণ যে হিরণ্যকে অগ্নি থেকে উৎপন্ন ও মানুষের মরণ প্রতিকারের উপায় বলে জানে, সেরূপ বৃহস্পতি ও বৃত্রহন্তা ইন্দ্র যে হিরণ্যকে জানে, সে বরুণাদির জ্ঞাত (বা ধৃত) হিরণ্য, হে হিরণ্যধারক পুরুষ, তোমার দীর্ঘায়ু ও তেজোলাভের জন্য হোক। ৪ ॥

টীকাঃ ১-৪। 'অগ্নেঃ প্রজাতং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অগ্নিভয় নিবারণ ও সর্বকামনায় আগ্নেয়ী নামক মহাশান্তি কর্মে হিরণ্যনির্মিত কুণ্ডলাদি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

গোভিষ্টবা পাত্বৃষভো বৃষা ত্বা পাতু বাজিভিঃ।
বায়ুষ্টবা ব্রহ্মণা পাত্বিন্দ্রস্তা পাত্বিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১ ॥
সোমস্ত্বা পাত্বোষধীভির্নক্ষত্রৈঃ পাতু সূর্যঃ।
মাদ্ভ্যস্ত্বা চন্দ্রো বৃত্রহা বাতঃ প্রাণেন রক্ষতু ॥ ২ ॥
তিস্রো দিবস্তিস্রঃ পৃথিবীস্ত্রীণ্যন্তরিক্ষাণি চতুরঃ সমুদ্রান্।
ত্রিবৃতং স্তোমং ত্রিবৃত আপ আহুস্তাস্তবা রক্ষন্তু ত্রিবৃতা ত্রিবৃদ্ভিঃ ॥ ৩ ॥
ত্রীন্নাকাংস্ত্রীন্ সমুদ্রাংস্ত্রীন্ ব্রধ্নাংস্ত্রীন্ বৈষ্টপান্।
ত্রীন্ মাতরিশ্বনস্ত্রীন্ৎসূর্যান্ গোপ্তৄন্ কল্পয়ামি তে। ৪ ॥
ঘৃতেন ত্বা সমুক্ষাম্যগ্ন আজ্যেন বর্ধয়ন্।
অগ্নেশ্চন্দ্রস্য সূর্যস্য মা প্রাণং মায়িনো দভন্ ॥ ৫ ॥
মা বঃ প্রাণং মা বোঽপানং মা হরো মায়িনো দভন্।
ভ্রাজন্তো বিশ্ববেদসো দেবা দৈব্যেন ধাবত ॥ ৬ ॥
প্রাণেনাগ্নিং সং সৃজতি বাতঃ প্রাণেন সংহিতঃ।
প্রাণেন বিশ্বতোমুখং সূর্যং দেবা অজনয়ন্ ॥ ৭ ॥
আয়ুষায়ুঃকৃতাং জীবায়ুষ্মান্ জীব মা মৃথাঃ।
প্রাণেনাত্মন্বতাং জীব মা মৃত্যোরুদগা বশম্ ॥ ৮ ॥

দেবানাং নিহিতং নিধিং যমিন্দ্রোঽন্ববিন্দৎ পথিভির্দেবযানৈঃ।
আপো হিরণ্যং জুগুপুস্ত্রিবৃদ্ভিস্তাস্তবা রক্ষন্তু ত্রিবৃতা ত্রিবৃদ্ভিঃ ॥ ৯ ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবতাস্ত্রীণি চ বীর্যাণি প্রিয়ায়মাণা জুগুপুরপ্স্বন্তঃ।
অস্মিংশ্চন্দ্রে অধি যদ্ধিরণ্যং তেনায়ং কৃণবদ্ বীর্যাণি ॥ ১০ ॥
যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং জুষধ্বম্ ॥ ১১ ॥
যে দেবা অন্তরিক্ষ একাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং জুষধ্বম্ ॥ ১২ ॥
যে দেবাঃ পৃথিব্যামেকাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং জুষধ্বম্ ॥ ১৩ ॥
অসপত্নং পুরস্তাৎ পশ্চান্নো অভয়ং কৃতম্।
সবিতা মা দক্ষিণত উত্তরান্মা শচীপতিঃ ॥ ১৪ ॥
দিবো মাদিত্যা রক্ষন্তু ভূম্যা রক্ষন্ত্বগ্নয়ঃ।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং মা পুরস্তাদশ্বিনাবভিতঃ শর্ম যচ্ছতাম্।
তিরশ্চীনঘ্ন্যা রক্ষতু জাতবেদা ভূতকৃতো মে সর্বতঃ সন্তু বর্ম ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে ত্রিবৃৎ নামক মণিধারক পুরুষ, সেচনসমর্থ প্রবল বৃষযূথপতি গাভীগণের সাথে তোমার রক্ষা করুক। (বহু অপত্য উৎপন্ন করে তার সমৃদ্ধি দ্বারা তোমাকে সমৃদ্ধ করুক। অথবা বৃষভদেবতা নিজ দেবতাগণের সাথে নিজেই অরিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করুক)। সেরূপ প্রজনন-সমর্থ অশ্ব দ্রুতগামী অশ্বের সাথে তোমাকে রক্ষা করুক। এ অন্তরিক্ষস্থ বায়ু যজ্ঞরূপ কর্মের দ্বারা তোমাকে পালন করুক (অথবা বায়ু ব্যাপ্ত সূত্রাত্মার সাথে তোমাকে পালন করুক। অথবা অন্তরিক্ষের সাথে তোমাকে রক্ষা করুক)। এরূপ ইন্দ্রদেব ইন্দ্রিয়ের সাথে তোমাকে পালন করুক। (অথবা ইন্দ্রশব্দে—আত্মা, সে আত্মা অন্যান্য বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সাথে তোমাকে রক্ষা করুক)। ১ ॥ বল্ল্যাত্মক ওষধিদের রাজা সোমদেব ব্রীহি প্রভৃতি ওষধির সাথে তোমাকে রক্ষা করুক। এরূপ সূর্যদেব গ্রহসকলের সাথে তোমাকে রক্ষা করুক। সকলের অহ্লাদকারী, অন্ধকার-নাশক চন্দ্র মাসের সাথে তোমাকে পালন করুক। এরূপ বায়ু প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাথে তোমাকে রক্ষা করুক। ২ ॥ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—দ্যুলোক তিন প্রকার (চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদির আশ্রয়-স্থান ভেদে তিন গুণ, অথবা যারা সে লোকে যেতে চায়, তাদের উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে দ্যুলোকের ত্রিবিধত্ব), এরূপ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোকের ত্রি-বিধত্ব, চার সমুদ্র, স্তোম তিন প্রকার (ত্রিবৃৎ নামক স্তোমে তিনটি ঋকমন্ত্র ও গানের তিন বার আবৃত্তি হয় বলে স্তোম নামক স্তোত্রকে ত্রিবৃৎ বলে), দিব্য, অন্তরিক্ষ ও ভৌম ভেদে জল তিন প্রকার। এরূপ ত্রিবিধত্ব ধর্ম-বিশিষ্ট দ্যুলোকাদি ত্রিবৃৎ মণির সাথে অভিন্নস্বরূপে এবং নিজের তিন প্রকারের (স্বর্ণ, রজত ও লৌহ ভেদে) সাথে অভিন্ন হয়ে তোমাকে রক্ষা করুক। ৩ ॥ হে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ-রূপ ত্রিবৃৎ মণিধারক পুরুষ, তিনটি স্বর্গলোক ও তিন অন্তরিক্ষলোক (অথবা সমুদ্র) তোমার রক্ষকরূপে গ্রহণ করছি অর্থাৎ তাদের ত্রিবিৎ মণির দ্বারা তোমার রক্ষক করছি। এরূপ তিন আদিত্য, তিন লোক, তিন বায়ু (ঊর্ধ্ব, অধঃ ও তির্যক ভেদে), তিন সূর্য (তিন লোকে প্রকাশ্য বলে), এ ত্রিবৃৎ মণিতে যুক্ত হয়ে তোমার রক্ষক হোক। ৪ ॥ হে অগ্নি, হোমসাধন আজ্যের দ্বারা তোমার বর্ধন ইচ্ছা করে আমি ঘৃতের দ্বারা তোমাকে সিক্ত করছি। অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্যদেবের অনুগ্রহে হে মণির ধারক পুরুষ, তোমার প্রাণ মায়াবী অসুররা যেন অপহরণ না করে। ৫ ॥ হে রাজা, তোমাদের প্রাণের মায়াবী অসুরগণ যেন হিংসা না করে। এরূপ তোমাদের অপান ও তেজ যেন তারা

অপহরণ না করে। হে দীপ্যমান, বিশ্বের বেত্তা দেবগণ (অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য), তোমরা এদের প্রাণ রক্ষার জন্য দৈব রথে বেগে ধাবিত হও। ৬॥ সমিন্ধনকর্তা পুরুষ প্রাণের (মুখস্থ বায়ুর) দ্বারা অগ্নি সংযোজিত করে, (অতএব প্রাণ রক্ষা করতে হবে)। বাহ্য বায়ু মুখস্থ বায়ুর সাথে যুক্ত হয়। প্রাণের (সূত্রাত্মরূপ ব্রহ্মের) দ্বারা দেবগণ সর্বত্র প্রকাশক সূর্যকে নিজ নিজ প্রয়োজনে লাভ করেছিলেন। (এরূপ মহানুভব প্রাণ অবশ্য রক্ষণীয়)। ৭॥ হে মণির ধারণকারী রাজা, তপস্যাদির দ্বারা চিরকালজীবী মহর্ষিগণের আয়ুর দ্বারা তুমি জীবিত থাক। তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর, মৃত্যুমুখে পতিত হয়ো না। স্থির আত্মযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাণের দ্বারা তুমি জীবন লাভ কর, মৃত্যুর বশীভূত হয়ো না। ৮॥ দেবগণ যে পথে হিরণ্যরূপ নিধি গোপন করে রেখেছিলেন, ইন্দ্রদেব সে দেবযান পথে গিয়ে অন্বেষণ করে তা লাভ করেছিলেন। সে সে দেবনিধিরূপ হিরণ্য, ত্রিবিধ জল ত্রিবৃৎ সাধনের দ্বারা রক্ষা করেছিল. সে জলগুলি হিরণ্য, রজত ও লৌহ—এ ত্রিবিধ স্বরূপে তোমাকে রক্ষা করুক। ৯॥ তেত্রিশ দেবতারা (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি) তিনটি বীর্য (কায়িক, বাচিক ও মানসিক সামর্থ) অতিপ্রিয় জলের ভেতর গোপন করেছিলেন, (যাতে অপরে অপহরণ করতে না পারে)। এ পরিদৃশ্যমান চন্দ্রে (আহ্লাদক জলে) যে হিরণ্য আছে, সে হিরণ্যের দ্বারা এ মণি মণিধারক পুরুষকে তেত্রিশ দেবতার ত্রিবিধ সামর্থযুক্ত করুক : ১০॥ দ্যুলোকে যে একাদশ আদিত্য দেবগণ আছে, তারা এ হবির সেবা করুক। অন্তরিক্ষলোকে যে একাদশ রুদ্রদেবতা আছে, তারা এ হবির সেবা করুক। পৃথিবীতে যে একাদশ দেবগণ আছে, তারা এ হবির সেবা করুক। ১১-১৩॥ হে সবিতা ও ইন্দ্রদেব, তোমরা আমার সামনের দিক শত্রুহীন কর এবং পেছনের দিক অভয় কর। দক্ষিণদিক থেকে আগত ভয় থেকে সবিতাদেব আমাকে রক্ষা করুক এবং উত্তরদিক থেকে আগত ভয় থেকে ইন্দ্র আমাকে রক্ষা করুক। ১৪॥ দ্যুলোক থেকে আদিত্যগণ আমাকে রক্ষা করুক ও পৃথিবী থেকে অগ্নিসকল আমাকে রক্ষা করুক। ইন্দ্র ও অগ্নিদেব আমাকে সামনে রক্ষা করুক এবং অশ্বিদ্বয় সকল দিকে আমাকে সুখ দিক। জাতবেদা অগ্নি তির্যক-প্রদেশ থেকে আমাকে রক্ষা করুক। এরূপ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাভিমানী অগ্ন্যাদি দেবগণ সর্বত আমার বর্মরূপ হোক। ১৫॥

টীকা : ১-১৫। চতুর্থ অনুবাকে ৭টি সূক্ত, তার মধ্যে 'গোভিষ্টবা পাতু' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা প্রাজাপত্য নামক মহাশান্তিকর্মে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহময় মণি বন্ধন করবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইমং বধ্নামি তে মণিং দীর্ঘায়ুত্বায় তেজসে।
দর্ভং সপত্নদম্ভনং দ্বিষতস্তপনং হৃদঃ ॥ ১ ॥
দ্বিষতস্তাপয়ন্ হৃদঃ শত্রূণাং তাপয়ন্ মনঃ।
দুর্হার্দঃ সর্বাংস্ত্বং দর্ভ ঘর্ম ইবাভিনৎসন্তাপয়ন্ ॥ ২ ॥
ঘর্ম ইবাভিতপন্ দর্ভ দ্বিষতো নিতপন্ মণে।
হৃদঃ সপত্নানাং ভিন্দ্ধীন্দ্র ইব বিরুজং বলম্ ॥ ৩ ॥
ভিন্দ্ধি দর্ভ সপত্নানাং হৃদয়ং দ্বিষতাং মণে।
উদ্যন্ ত্বচমিব ভূম্যাঃ শির এষাং বি পাতয় ॥ ৪ ॥

ভিন্‌দ্ধি দর্ভ সপত্নান্‌ মে ভিন্‌দ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
ভিন্‌দ্ধি মে সর্বান্‌ দুর্হার্দো ভিন্‌দ্ধি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৫ ॥
ছিন্‌দ্ধি দর্ভ সপত্নান্‌ মে ছিন্‌দ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
ছিন্‌দ্ধি মে সর্বান্‌ দুর্হার্দান্‌ ছিন্‌দ্ধি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৬ ॥
বৃশ্চ দর্ভ সপত্নান্‌ মে বৃশ্চ মে পৃতনায়তঃ।
বৃশ্চ মে সর্বান্‌ দুর্হার্দো বৃশ্চ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৭ ॥
কৃন্ত দর্ভ সপত্নান্‌ মে কৃন্ত মে পৃতনায়তঃ।
কৃন্ত মে সর্বান্‌ দুর্হার্দাং কৃন্ত মে দ্বিষতো মণে ॥ ৮ ॥
পিংশ দর্ভ সপত্নান্‌ মে পিংশ মে পৃতনায়তঃ।
পিংশ মে সর্বান্‌ দুর্হার্দঃ পিংশ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৯ ॥
বিধ্য দর্ভ সপত্নান্‌ মে বিধ্য মে পৃতনায়তঃ।
বিধ্য মে সর্বান্‌ দুর্হার্দো বিধ্য মে দ্বিষতো মণে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিজয়কামী পুরুষ, দীর্ঘায়ু ও অতিশয় তেজ লাভের জন্য দর্ভ-নির্মিত, শত্রুহিংসক ও বিদ্বেষীদের তাপক এ মণি তোমাকে বন্ধন করছি। ১॥ হে দর্ভমণি, তুমি দ্বেষকারীদের হৃদয় সন্তপ্ত করে, শত্রুর মনে তাপ দিয়ে, দুষ্টহৃদয়ের গৃহ, পশু, ক্ষেত্রাদি সব কিছু আদিত্যের মত সন্তপ্ত করে ছিন্ন কর। ২॥ হে দর্ভ-নির্মিত মণি, তুমি গ্রীষ্মকালের মত বিদ্বেষী শত্রুর হৃদয় সন্তপ্ত করে ভেদ কর। ইন্দ্র যেমন শত্রুদের বাহ্যিক শারীরিক বল নাশ করে তাদের হৃদয় বিদীর্ণ করে, তুমিও সেরূপ শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ কর। ৩॥ হে দর্ভমণি, তুমি শত্রুদের হৃদয় বিদীর্ণ কর। গৃহাদি নির্মাণের জন্য লোকে যেমন বৃক্ষাদির ছেদন করে, সেরূপ তুমি উর্ধ্বগামী হয়ে শত্রুর মস্তক অধঃপতিত কর। ৪॥ হে দর্ভমণি, শত্রুদের ছিন্ন কর, যারা সেনা অভিলাষ করে তাদের বিনাশ কর, সকল দুষ্টহৃদয় বিদীর্ণ কর এবং আমার বিদ্বেষকারীদের ছিন্ন কর। ৫-৬॥ হে দর্ভমণি, শত্রুদের ছেদন কর, সেনাভিলাষীদের ছিন্ন কর, সকল দুষ্টহৃদয় ভেঙ্গে দাও এবং আমার শত্রুদের বিদীর্ণ কর। ৭॥ হে দর্ভমণি, শত্রুদের দ্বিখণ্ডিত কর, সেনাকামীদের দ্বিধা বিভক্ত কর, সকল দুষ্ট হৃদয় ভগ্ন কর এবং আমার শত্রুদের ছিন্ন কর। ৮॥ হে দর্ভমণি, শত্রুদের পিষ্ট কর, সেনাকামীদের পিষে মার, সকল দুষ্টহৃদয় সংকুচিত কর এবং আমার বিদ্বেষীদের পিষ্ট কর। ৯॥ হে দর্ভমণি, আমার শত্রুদের তাড়না কর, সেনাকামীদের তাড়িয়ে দাও, সকল দুষ্টহৃদয়ের তাড়না কর এবং আমার বিদ্বেষীদের বিদ্ধ কর। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ইমং বধ্নামি তে' এ তিনটি সূক্তের দ্বারা জয়, বল, বৃষ্টি ও পশু কামনাকারী ঐন্দ্রী নামক মহাশান্তিকর্মে দর্ভময় মণি বন্ধন করবে।

তৃতীয় সূক্ত

নিক্ষ দর্ভ সপত্নান্‌ মে নিক্ষ মে পৃতনায়তঃ।
নিক্ষ মে সর্বান্‌ দুর্হার্দো নিক্ষ মে দ্বিষতো মণে ॥ ১ ॥
তৃন্‌দ্ধি দর্ভ সপত্নান্‌ মে তৃন্‌দ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
তৃন্‌দ্ধি মে সর্বান্‌ দুর্হার্দস্তৃন্‌দ্ধি মে দ্বিষতো মণে। ২ ॥
রুন্‌দ্ধি দর্ভ সপত্নান্‌ মে রুন্‌দ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
রুন্‌দ্ধি মে সর্বান্‌ দুর্হার্দো রুন্‌দ্ধি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৩ ॥

মৃণ দর্ভ সপত্নান্ মে মৃণ মে পৃতনায়তঃ।
মৃণ মে সর্বান্ দুর্হার্দো মৃণ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৪ ॥
মন্থ দর্ভ সপত্নান্ মে মন্থ মে পৃতনায়তঃ।
মন্থ মে সর্বান্ দুর্হার্দো মন্থ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৫ ॥
পিণ্ড্‌ঢি দর্ভ সপত্নান্ মে পিণ্ড্‌ঢি মে পৃতনায়তঃ।
পিণ্ড্‌ঢি মে সর্বান্ দুর্হার্দঃ পিণ্ড্‌ঢি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৬ ॥
ওষ দর্ভ সপত্নান্ মে ওষ মে পৃতনায়তঃ।
ওষ মে সর্বান্ দুর্হার্দ ওষ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৭ ॥
দহ দর্ভ সপত্নান্ মে দহ মে পৃতনায়তঃ।
দহ মে সর্বান্ দুর্হার্দো দহ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৮ ॥
জহি দর্ভ সপত্নান্ মে জহি মে পৃতনায়তঃ।
জহি মে সর্বান্ দুর্হার্দো জহি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে দর্ভমণি, শত্রুদের স্পর্শ কর, সেনাভিলাষীদের আকর্ষণ কর, সকল দুষ্টহৃদয় চুম্বন কর এবং আমাব বিদ্বেষীদের আকৃষ্ট কর। ১ ॥ হে দর্ভমণি, শত্রুদের বিনাশ কব, সেনাকামীদের ধ্বংস কর। সকল দুষ্টহৃদয়ের নাশ কর এবং আমার বিদ্বেষীদের বিনাশ সাধন কর। ২ ॥ হে দর্ভমণি, শত্রুদের নিরোধ কব, সেনাকামীদের অবরুদ্ধ কর। সকল দুষ্টহৃদয় আবৃত কর এবং আমার বিদ্বেষীদে অবরোধ সাধন কর। ৩ ॥ হে দর্ভমণি, আমার শত্রুদেব বধ কর, সেনাকামীদেব হিংসা কর। সকল দুষ্টহৃদয়ের বিদ্বেষ কর এবং আমার বিদ্বেষী শত্রুদের বিনাশ কর। ৪ ॥ হে দর্ভমণি, আমার শত্রুদের আলোড়িত কর, সেনাভিলাষীদে আলোড়ন সৃষ্টি কর, সকল দুষ্টহৃদয় ব্যাকুলিত কর এবং আমার বিদ্বেষীদের মথিত কর। ৫ ॥ হে দর্ভমণি, আমার শত্রুদের চূর্ণ কর, যারা নিজের জন্য সেনা কামনা করে, তাদের চূর্ণ কবে দাও। সকল দুষ্টহৃদয় ভেঙ্গে দাও এবং আমার বিদ্বেষীদে চূর্ণ কর। ৬ ॥ হে দর্ভনির্মিত মণি, আমার শত্রুদেব দগ্ধ কর, সেনাকামীদেব পুড়িয়ে দাব, সকল দুষ্টহৃদয় তপ্ত কর এবং আমার বিদ্বেষীদের তাপ প্রদান কর। ৭-৮ ॥ হে দর্ভমণি, আমার শত্রুদেব বধ কর, সেনাভিলাষীদের হত্যা কর সকল দুষ্টহৃদয়ের নাশ কর এবং আমার বিদ্বেষীদের বিনাশসাধন কর। ৯ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

যৎ তে দর্ভ জরামৃত্যুঃ শতং মর্মসু বর্ম তে।
তেনেমং বর্মিণং কৃত্বা সপত্নান্ জহি বীর্যৈঃ ॥ ১ ॥
শতং তে দর্ভ বর্মাণি সহস্রং বীর্যাণি তে।
তমস্মৈ বিশ্বে ত্বাং দেবা জরসে ভর্তবা অদুঃ ॥ ২ ॥
ত্বামাহুর্দেববর্ম ত্বাং দর্ভ ব্রহ্মণস্পতিম্।
ত্বামিন্দ্রস্যাহুর্বর্ম ত্বং রাষ্ট্রাণি রক্ষসি ॥ ৩ ॥
সপত্নক্ষয়ণং দর্ভ দ্বিষতস্তপনং হৃদঃ।
মণিং ক্ষত্রস্য বর্ধনং তনূপানং কৃণোমি তে ॥ ৪ ॥
যৎ সমুদ্রো অভ্যক্রন্দৎ পর্জন্যো বিদ্যুতা সহ।
ততো হিরণ্যয়ো বিন্দুস্ততো দর্ভো অজায়ত ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে দর্ভ, তোমার প্রতিগ্রন্থিতে যে শত শত (অপরিমিত) জরামৃত্যু-পরিহারক কবচ আছে, তা দিয়ে তোমার ধারক, রক্ষা-জয়াদিকামী এ পুরুষের বর্ম কর এবং বীর্যের দ্বারা (শত্রুকৃত উপদ্রব পরিহার ও শত্রুজয়াদিরূপ সামর্থ্যের দ্বারা) এ রাজার শত্রুদের বিনাশ কর। ১ ॥ হে দর্ভময় মণি, তোমার প্রতিপর্বে শত্রুকৃত-পীড়াপরিহারক সহস্র সামর্থ আছে। এ রাজার জরাপরিহার ও পোষণের জন্য সকল দেবগণ তোমাকে সে সমর্থ দিয়েছে, অতএব জরা পরিহার করে এ রাজাকে পোষণ কর। ২ ॥ হে দর্ভমণি, তোমাকে দেবগণের রক্ষাকবচ বলা হয়, বেদবিদিত জনের রক্ষাকারী বলে তোমাকে ব্রহ্মণস্পতি (বেদপালক) বলা হয়। তোমাকে দেবাধিপতি ইন্দ্রের কবচ বলা হয়। (দেবগণ, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র নিজ নিজ রক্ষার জন্য তোমাকে ধারণ করে)। যেহেতু এরূপ তুমি, অতএব রাষ্ট্রের ধারক রাজার রাজ্য রক্ষা কর। ৩ ॥ হে দর্ভ, তোমাকে শত্রুনাশক, বিদ্বেষীদের হৃদয়সন্তাপক, ক্ষত্রবলের বর্ধক ও শরীরের রক্ষকরূপে মণি করছি। (অথবা হে রক্ষাকামী রাজা, শত্রুনাশাদি সামর্থযুক্ত এ মণিকে তোমার বলবর্ধক ও শরীররক্ষক-রূপে নিযুক্ত করছি)। ৪ ॥ বৃষ্টিপাতের জন্য বিদ্যুতের সাথে গর্জনকারী মেঘ থেকে হিরণ্ময় বিন্দু উৎপন্ন হয়েছিল, সে উৎপন্ন হিরণ্যবিন্দু থেকে দর্ভ জন্মেছে। (এরূপ দর্ভের উৎপত্তি বর্ণনের দ্বারা দর্ভময় মণির অতিশয় বীর্যত্ব বলা হলো)। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'যৎ তে দর্ভ'—এ চতুর্থ সূক্ত ঐন্দ্রী নামক মহাশান্তিকর্মে মণিবন্ধনকার্যে পূর্ব সূক্তের মত বিনিযুক্ত হয়েছে। ১ম মন্ত্রে—'বর্মসু' এ পাঠান্তর।

পঞ্চম সূক্ত

ঔদুম্বরেণ মণিনা পুষ্টিকামায় বেধসা।
পশূনাং সর্বেষাং স্ফাতিং গোষ্ঠে মে সবিতা করৎ ॥ ১ ॥
যো নো অগ্নির্গার্হপত্যঃ পশূনামধিপা অসৎ।
ঔদুম্বরো বৃষা মণিঃ সং মা সৃজতু পুষ্ট্যা ॥ ২ ॥
করীষিণীং ফলবতীং স্বধামিরাং চ নো গৃহে।
ঔদুম্বরস্য তেজসা ধাতা পুষ্টিং দধাতু মে ॥ ৩ ॥
যদ্ দ্বিপাচ্চ চতুষ্পাচ্চ যান্যন্নানি যে রসাঃ।
গৃহ্ণেঽহং ত্বেষাং ভূমানং বিভ্রদৌদুম্বরং মণিম্ ॥ ৪ ॥
পুষ্টিং পশূনাং পরি জগ্রভাহং চতুষ্পদাং দ্বিপদাং যচ্চ ধান্যম্।
পয়ঃ পশূনাং রসমোষধীনাং বৃহস্পতিঃ সবিতা মে নি যচ্ছাৎ ॥ ৫ ॥
অহং পশূনামধিপা অসানি ময়ি পুষ্টং পুষ্টপতির্দধাতু।
মহ্যমৌদুম্বরো মণির্দ্রবিণানি নি যচ্ছতু ॥ ৬ ॥
উপ মৌদুম্বরো মণিঃ প্রজয়া চ ধনেন চ।
ইন্দ্রেণ জিন্বিতো মণিরা মাগন্‌ৎসহ বর্চসা ॥ ৭ ॥
দেবো মণিঃ সপত্নহা ধনসা ধনসাতয়ে।
পশোরন্নস্য ভূমানং গবাং স্ফাতিং নি যচ্ছতু ॥ ৮ ॥
যথাগ্রে ত্বং বনস্পতে পুষ্ট্যা সহ জজ্ঞিষে।
এবা ধনস্য মে স্ফাতিমা দধাতু সরস্বতী ॥ ৯ ॥
আ মে ধনং সরস্বতী পয়স্ফাতিং চ ধান্যম্।
সিনীবাল্যুপা বহাদয়ং চৌদুম্বরো মণিঃ ॥ ১০ ॥

ত্বং মণীনামধিপা বৃষাসি ত্বয়ি পুষ্টং পুষ্টপতির্জজান।
ত্বয়ীমে বাজা দ্রবিণানি সর্বৌদুম্বরঃ স ত্বমস্মৎ
সহস্বারাদরাতিমমতিং ক্ষুধং চ ॥ ১১ ॥
গ্রামণীরসি গ্রামণীরুত্থায়াভিষিক্তোঽভি মা সিঞ্চ বর্চসা।
তেজোঽসি তেজো ময়ি ধারয়াধি রয়িরসি রয়িং মে ধেহি ॥ ১২ ॥
পুষ্টিরসি পুষ্ট্যা মা সমঙ্গ্ধি গৃহমেধী গৃহপতিং মা কৃণু।
ঔদুম্বরঃ স ত্বমস্মাসু ধেহি রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছ
রায়স্পোষায় প্রতি মুঞ্চে অহং ত্বাম্ ॥ ১৩ ॥
অয়মৌদুম্বরো মণির্বীরো বীরায় বধ্যতে।
স নঃ সনিং মধুমতীং কৃণোতু রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছাৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদঃ পুষ্টিকামী পুরুষের উদ্দেশে পূর্বে বিধাতা এ উদুম্বর-নির্মিত মণির প্রয়োগ করেছিলেন, (অথবা হে পুরুষ, পশু, পুত্র, ধন, শরীরাদির পুষ্টির কর্তা এ মণির দ্বারা পুষ্টিকামনাকারী তোমার রক্ষা করছি)। সর্বপ্রেরক সবিতাদেব গোষ্ঠে সকল পশুদের বর্ধন করুক। ১ ॥ যে গার্হপত্য অগ্নি আছে, সে অগ্নি আমাদের গবাদি পশুর পালক হোক (অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নি চোরাদি ভয় থেকে পশুদের পালন করুক)। অভিমতফলবর্ষক, উদুম্বর-নির্মিত এ মণি শরীরাদির বৃদ্ধির দ্বারা পশুদের পুষ্টিবিধান করুক। ২ ॥ প্রভূত গোময়যুক্ত, ফলবতী ব্রীহি যবাদি অন্ন ও ভূমি আমাদের গৃহে হোক। উদুম্বর-নির্মিত মণির তেজের দ্বারা সর্বধারক বিধাতা আমার শরীরাদির পুষ্টি-বিধান করুক। ৩ ॥ এ উদুম্বর-নির্মিত মণি ধারণ করে আমি দ্বিপাদ পুরুষাদি, চতুষ্পাদ গবাদি পশু, অন্ন ও দধিক্ষীরাদি রস প্রভৃতরূপে লাভ করব। ৪ ॥ আমি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদের এবং ব্রীহিযবাদির পুষ্টি লাভ করব। এ উদুম্বর-মণির তেজের দ্বারা সকলের অনুজ্ঞাতা বৃহস্পতিদেব গোমহিষাদির দুগ্ধ ও ব্রীহিযবাদির সারভূত অংশ আমাকে দিক। ৫ ॥ পুষ্টিকামী আমি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদের অধিপতি হবো, সেজন্য পুষ্টিপতি (পশু প্রভৃতির পোষক প্রজাপতিদেব) আমাকে পশ্বাদির সমৃদ্ধি দিক। উদুম্বর-নির্মিত এ মণি আমাকে হিরণ্য প্রদান করুক। ৬ ॥ এ উদুম্বর-নির্মিত মণি পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজা ও গবাদি ধনের সাথে আমার কাছে আসুক। ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এ মণি আমাদের অভিমত তেজের সাথে আমাদের কাছে আসুক। ৭ ॥ দেবগণের নির্মিত বলে দেবরূপে দ্যোতমান এ উদুম্বর মণি শত্রুনাশক ও অভিমত ফলপ্রদায়ক। এ মণি আমাদের ধন লাভের জন্য হোক। সেরূপ পশু ও অন্নের সমৃদ্ধি প্রদান করুক এবং গাভীগণের বর্ধন করুক। ৮ ॥ হে বনস্পতি (বনপালক উদুম্বরমণি), উৎপত্তির সময়ে তুমি পুষ্টির সাথে উৎপন্ন হয়েছ, তোমার দ্বারা সরস্বতী দেবী আমার ধনবৃদ্ধি করুক। ৯ ॥ সরস্বতী দেবী হিরণ্য, রজত, মণি, মুক্তাদি ধন আমার হস্তগত করুক এবং সিনীবালী (পূর্ণিমার অভিমানী দেবতা) ও উদুম্বর মণি দুগ্ধ ও ধান্যের সমৃদ্ধি আমার কাছে পাঠিয়ে দিক। ১০ ॥ হে উদুম্বর-নির্মিত মণি, গবাশ্বাদির পোষণকর্তা প্রজাপতিদেব তোমাকে উৎপন্ন করেছে বলে তুমি সকল মণিদের অধিপতি এবং সকলের অভিমত ফলবর্ষক। সর্বসমৃদ্ধির আস্পদরূপ তোমার দ্বারা আমার বহুবিধ অন্ন ও হিরণ্য রজতাদি ধন হোক। হে উদুম্বর মণি, অন্ন ও ধনাদির সাধক তুমি আমাদের কাছ থেকে অলাভ, দারিদ্র্য (অথবা বুদ্ধিভ্রংশ) ও ক্ষুধা অতি দূরে দূর করে দাও। ১১ ॥ হে মণি, তুমি গ্রামস্বামী, (সে যেমন সকলের প্রধান, সেরূপ তুমি সকল মণির মধ্যে প্রধানরূপ); অতএব আমাদের

অভিমত ফলপ্রাপক হও। তুমি তেজের দ্বারা আচ্ছন্ন, অতএব আমাকে তেজের দ্বারা অভিষিক্ত কর। হে মণি, তুমি তেজোরূপ, আমাতে তেজ ধারণ কর। তুমি ধনলাভ করেছ, অতএব আমাকে ধন প্রদান কর। ১২॥ হে মণি, তুমি সাক্ষাৎ পুষ্টিরূপ, অতএব পুষ্টির দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ কর। তুমি গৃহমেধী, আমাকে গৃহপতি কর। হে ঔদুম্বর মণি, নানাবিধ ধর্মযুক্ত তুমি, তোমার গ্রামপতিত্ব, তেজোরূপত্ব প্রভৃতি ধর্মসকল আমাদের স্থাপন কর। আমাদের পুত্র-ভৃত্যাদি তুষ্টিপ্রদ ধন দাও। হে মণি, আমি ধনাদির পুষ্টি কামনায় তোমাকে বন্ধন করছি। এ মণি শত্রুনাশক, শত্রুনাশের জন্য তাকে ধারণ করছি। তাদৃশ মণি, আমাদের মধুর মত ভোগ্য ধনাদি প্রাপ্তি করাক এবং পুত্রপৌত্রাদির সাথে প্রভূত ধন দিক। ১৩-১৪॥

টীকা : ১-১৪। 'ঔদুম্বরেণ' ইত্যাদি পঞ্চম সূক্ত ধনকাম ব্যক্তির কাবেরী নামক মহাশান্তিকর্মে ও ঔদুম্বর মণিবন্ধন কার্যে বিনিযুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

শতকাণ্ডো দুশ্চ্যবনঃ সহস্রপর্ণ উত্তিরঃ।
দর্ভো য উগ্র ওষধিস্তং তে বধ্নাম্যায়ুষে ॥ ১ ॥
নাস্য কেশান্ প্র বপন্তি নোরসি তাড়মা ঘ্নতে।
যস্মা অচ্ছিন্নপর্ণেন দর্ভেণ শর্ম যচ্ছতি ॥ ২ ॥
দিবি তে তূলমোষধে পৃথিব্যামসি নিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়া সহস্রকাণ্ডেনায়ুঃ প্র বর্ধয়ামহে ॥ ৩ ॥
তিস্রো দিবো অত্যতৃণৎ তিস্র ইমাঃ পৃথিবীরুত।
ত্বয়াহং দুর্হার্দো জিহ্বাং নি তৃণদ্মি বচাংসি ॥ ৪ ॥
ত্বমসি সহমানোঽহমস্মি সহস্বান্।
উভৌ সহস্বন্তৌ ভূত্বা সপত্নান্ সহিষীমহি ॥ ৫ ॥
সহস্ব নো অভিমাতিং সহস্ব পৃতনায়তঃ।
সহস্ব সর্বান্ দুর্হার্দঃ সুহার্দো মে বহূন্ কৃধি ॥ ৬ ॥
দর্ভেন দেবজাতেন দিবি ষ্টম্ভেন শশ্বদিৎ।
তেনাহং শশ্বতো জনাঁ অসনং সনবানি চ ॥ ৭ ॥
প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ।
যস্মৈ চ কাময়ামহে সর্বস্মৈ চ বিপশ্যতে ॥ ৮ ॥
যো জায়মানঃ পৃথিবীমদৃংহৎ যো অস্তভ্নাদন্তরিক্ষং দিবং চ।
যং বিভ্রতং ননু পাপ্মা বিবেদ স নোঽয়ং দর্ভো বরুণো দিবা কঃ ॥ ৯ ॥
সপত্নহা শতকাণ্ডঃ সহস্বানোষধীনাং প্রথমঃ সং বভূব।
স নোঽয়ং দর্ভঃ পরি পাতু বিশ্বতস্তেন
সাক্ষীয় পৃতনাঃ পৃতন্যতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : শত (অপরিমিত) পর্বযুক্ত, দুশ্ছেদ্য, সহস্র পত্রযুক্ত, উগ্র ওষধিরূপ যে দর্ভ, তার দ্বারা, হে মৃত্যুভয়কাতর পুরুষ, শত বছর পরমায়ুর জন্য তোমাকে আমি বন্ধন করছি। ১॥ মৃত্যুদূতগণ (অথবা রাক্ষস পিশাচাদি) এর কেশ আকর্ষণ করে না কিংবা বক্ষে আঘাত করে না, প্রযোক্তা সে মৃত্যুভয়াতুর পুরুষের অচ্ছিন্ন দর্ভের দ্বারা দর্ভমণিবন্ধন করে সুখ দিয়েছে। ২॥ হে শতকাণ্ডরূপ ওষধি, তোমার অগ্রভাগ দ্যুলোক-ব্যাপী এবং সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করে তুমি অবস্থিত। এরূপ দ্যাবাপৃথিবীব্যাপী সহস্রকাণ্ডযুক্ত তোমার দ্বারা এ মৃত্যুভীত পুরুষের আয়ুবর্ধন

করছি। ৩ ॥ হে শতকাণ্ডাখ্য ঔষধি, ত্রিবিধ দ্যুলোক ও ভূলোক তুমি বেষ্টন করে আছ। তোমার দ্বারা শত্রুর জিহ্বা বেষ্টন করছি ও তাদের বাক্য বন্ধ করছি। ৪ ॥ হে ওষধি, তুমি শত্রুদের পরাভবকারী এবং আমি শত্রুনাশসাধক বলযুক্ত। আমরা উভয়ে বলশালী হয়ে আমাদের শত্রুদের পরাভূত করব। ৫ ॥ হে ওষধি, আমাদের হিংসক শত্রুর (বা পাপের) নাশ কর। আমার সাথে যুদ্ধের জন্য যারা সেনা সংগ্রহ করছে, তাদের পরভূত কর। সকল দুষ্ট হৃদয়ের দমন কর এবং সুহৃদয়ের বৃদ্ধি কর অর্থাৎ আমার অনুকূল কর। ৬ ॥ দেবতার কাছ থেকে উৎপন্ন, দ্যুলোকের স্তম্ভকারী (অথবা স্তম্ভরূপ) এ দর্ভের দ্বারা সর্বদা আমি লোকদের দীর্ঘজীবী ও নির্ধনকে ধনদাতা করব। ৭ ॥ হে দর্ভ, তোমার ধারক আমাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রিয় কর, সেরূপ শূদ্র ও বৈশ্যদের প্রিয় কর। আমি যাকে যাকে প্রিয়রূপে কামনা করব, সে সকল প্রতিকূল পুরুষদের আমার প্রিয় কর। ৮ ॥ যে শতকাণ্ডাখ্য দর্ভ জাতমাত্র পৃথিবীকে দৃঢ় করেছে (অর্থাৎ যাতে জলে বিলীন না হয়ে যায়, সেজন্য নিজের মূলের দ্বারা ভূমিকে দৃঢ় করেছে, যে জাতমাত্র স্বকাণ্ডের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক স্তব্ধ করেছে (যাতে পতিত না হয়), তাদৃশ মণির ধারককে পাপ স্পর্শ করে না। সে অন্ধকার-নিবারক মণি আমাদের প্রকাশ করুক। ৯ ॥ শত্রুনাশক, বলবান শতকাণ্ড দর্ভ ওষধিদের মধ্যে মুখ্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপ দর্ভ আমাদের সকল দিক থেকে রক্ষা করুক। এ দর্ভমণির দ্বারা আমরা যুদ্ধের জন্য অধিক সেনাকাঙ্ক্ষী শত্রুসেনাদের পরাভূত করব। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'শতকাণ্ডো দুশ্চ্যবনঃ' ইত্যাদি ষষ্ঠ সূক্তের দ্বারা যাম্যাখ্য মহাশান্তি কর্মে যমভয়ে ভীত ব্যক্তির দর্ভমণিবন্ধন করতে হবে।

সপ্তম সূক্ত

সহস্রার্ঘঃ শতকাণ্ডঃ পয়স্বানপামগ্নির্বীরুধাং রাজসূয়ম্‌।
স নোঽয়ং দর্ভঃ পরি পাতু বিশ্বতো দেবো
মণিরায়ুষা সং সৃজাতি নঃ ॥ ১ ॥
ঘৃতাদুল্লুপ্তো মধুমান্‌ পয়স্বান্‌ ভূমিদৃংহোঽচ্যুতশ্চ্যাবয়িষ্ণুঃ।
নুদন্‌ৎসপত্নানধরাংশ্চ কৃণ্বন্‌ দর্ভা রোহ মহতামিন্দ্রিয়েণ ॥ ২ ॥
ত্বং ভূমিমত্যেষ্যোজসা ত্বং বেদ্যাং সীদসি চারুরধ্বরে।
ত্বাং পবিত্রমৃষয়োঽভরন্ত ত্বং পুনীহি দুরিতান্যস্মৎ ॥ ৩ ॥
তীক্ষ্ণো রাজা বিষাসহী রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিঃ।
ওজো দেবানাং বলমুগ্রমেতৎ তং তে বধ্নামি জরসে স্বস্তয়ে ॥ ৪ ॥
দর্ভেণ ত্বং কৃণবদ্‌ বীর্যাণি দর্ভং বিভ্রদাত্মনা মা ব্যথিষ্ঠাঃ।
অতিষ্ঠায়া বর্চসাধান্যান্‌ৎসূর্য ইবা ভাহি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ বহু মূল্যবান,, অনেক কাণ্ডযুক্ত, বলবান, জলের অগ্নিস্থানীয় (অর্থাৎ জলের স্রষ্টা কিংবা শোষক), লতাদির মধ্যে রাজসূয় তুল্য (রাজসূয় কর্মের প্রশস্ত, অথবা যাগের মধ্যে রাজসূয় যেমন শ্রেষ্ঠ, সেরূপ এ লতাদির মধ্যে প্রশস্যতম) এ দর্ভ আমাদের সব দিকে রক্ষা করুক। সে দেবসৃষ্ট মণি আমাদের আয়ুর সাথে যুক্ত করুক। ১ ॥ হুতশিষ্ট ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত, মধু ও ক্ষীরযুক্ত, নিজ মূলের দ্বারা ভূমির দৃঢ়কারক, নাশরহিত, শত্রুর অপসারক হে দর্ভমণি, তুমি শত্রুদের প্রেরণ করে, নিকৃষ্ট বলহীন করে, অতি বীর্যবান ওষধির সামর্থের সাথে যুক্ত হয়ে বহুপ্রদেশে

অবস্থান কর। ২ ॥ হে মণিরূপ দর্ভ, তুমি বলে ভূমি অতিক্রম করেছ, সুন্দর ভূমিতে (হিংসারহিত যাগে বেদিতে) অধিষ্ঠিত হয়েছ। পবিত্র তোমাকে অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণ নিজেদের পবিত্র করার জন্য সংগ্রহ করেছে, অতএব আমাদের কাছ থেকে পাপসকলের শোধন কর। ৩ ॥ অতি তীক্ষ্ণশক্তিবিশিষ্ট, সকল ওষধি ও মণিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সহনশীল, রাক্ষসবিনাশক, বিশ্বের দ্রষ্টা, ইন্দ্রাদি দেবগণের ওজঃ-স্থানীয়, উগ্রবলস্বরূপ এ রক্ষাসাধন দর্ভ। হে রক্ষাকাম পুরুষ, তোমার জরাপরিহার ও মঙ্গলের জন্য এ মণি তোমাকে বন্ধন করছি। ৪ ॥ হে পুরুষ, এ দর্ভমণির দ্বারা তুমি শত্রুজয়াদি কর। এ বীর্যকারক দর্ভ ধারণ করে তুমি ব্যথিত হয়ো না। তুমি শরীরবলে অধিষ্ঠিত হয়ে সূর্যের মত চারদিক প্রকাশ কর। ৫ ॥

টীকা : ১-৫। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

জঙ্গিড়োঽসি জঙ্গিড়ো রক্ষিতাসি জঙ্গিড়ঃ।
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদস্মাকং সর্বং রক্ষতু জঙ্গিড়ঃ ॥ ১ ॥
যা গৃৎস্যস্ত্রিপঞ্চাশীঃ শতং কৃত্যাকৃতশ্চ যে।
সর্বান্ বিনক্তু তেজসোঽরসাং জঙ্গিড়স্করৎ ॥ ২ ॥
অরসং কৃত্রিমং নাদমরসাঃ সপ্ত বিস্রসঃ।
অপেতো জঙ্গিড়ামতিমিষুমস্তেব শাতয় ॥ ৩ ॥
কৃত্যাদূষণ এবায়মথো অরাতিদূষণঃ।
অথো সহস্বাঞ্জঙ্গিড়ঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৪ ॥
স জঙ্গিড়স্য মহিমা পরি ণঃ পাতু বিশ্বতঃ।
বিষ্কন্ধং যেন সাসহ সংস্কন্ধমোজ ওজসা ॥ ৫ ॥
ত্রিষ্টবা দেবা অজনয়ন্ নিষ্ঠিতং ভূম্যামধি।
তমু ত্বাঙ্গিরা ইতি ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্যা বিদুঃ ॥ ৬ ॥
ন ত্বা পূর্বা ওষধয়ো ন ত্বা তরন্তি যা নবাঃ।
বিবাধ উগ্রো জঙ্গিড়ঃ পরিপাণঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ৭ ॥
অথোপদান ভগবো জঙ্গিড়ামিতবীর্য।
পুরা ত উগ্রা গ্রসত উপেন্দ্রো বীর্যং দদৌ ॥ ৮ ॥
উগ্র ইৎ তে বনস্পত ইন্দ্র ওজ্মানমা দধৌ।
অমীবাঃ সর্বাশ্চাতয়ং জহি রক্ষাংস্যোষধে ॥ ৯ ॥
আশরীকং বিশরীকং বলাসং পৃষ্ট্যাময়ম্।
তক্মানং বিশ্বশারদমরসাং জঙ্গিড়স্করৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে জঙ্গিড় মণি, তুমি আভিচারিক কর্মের বিনাশক বলে জঙ্গিড় নামে খ্যাত, অতএব সকল ভয়ের তুমি রক্ষক। আমাদের দ্বিপাদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পাদ গো-মহিষাদির এ জঙ্গিড়াখ্য মণি পালন করুক। ১ ॥ তিপান্নটি অনিষ্টকারক যে কৃত্যা রয়েছে (কৃত্যা-হচ্ছে মৃত্তিকা বা দারুনির্মিতা পুত্তলী), তাদের যে শতসংখ্যক কর্তা আছে, তাদের সকলকে এ জঙ্গিড়াখ্য ওষধি-নির্মিত মণি হতবীর্য ও নীরস

করুক। ২ ॥ এ জঙ্গিড় মণি আভিচারিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন ধ্বনি নিঃসার করে দিক, সেরূপ সপ্ত ছিদ্রে (নাসিকাদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখে) আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হচ্ছে, এ জঙ্গিড় মণির মাহাত্ম্যে তা সারহীন হোক। হে জঙ্গিড় মণি, তুমি এ মণিধারকের নিকট থেকে দারিদ্র্য (অথবা দুর্মতি) শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণের মত অপসারিত কর। ৩ ॥ এ জঙ্গিড় মণি পরের উৎপাদিত কৃত্যার নিরাকরণকারী, শত্রুর অপসারক ও বলবান। এ মণি কৃত্যাদির নিবারণ করে আমাদের আয়ুর বর্ধন করুক। ৪ ॥ সে জঙ্গিড়ের মহিমা সকল ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুক। বিষ্কন্ধ (বিশ্লিষ্টস্কন্ধ) নামক বাতরোগ বলপূর্বক বিনাশ করে এবং যে রোগে স্কন্ধ সংলগ্ন হয়, সেরূপ রোগের সামর্থ নষ্ট করে—এ তার মহিমা। ৫ ॥ এখন ভূমিতে অবস্থানকারী তোমাকে ইন্দ্রাদি দেবগণ তিনলোকে স্থাপনের জন্য তিনবার উৎপন্ন করেছিলেন। (অথবা একবার, দু-বার চেষ্টা করে না পেরে তিনবারের চেষ্টায় তোমাকে উৎপন্ন করেছিলেন)। এ-কথা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত পূর্বতন অঙ্গিরা মহর্ষিগণ বলে থাকেন। ৬ ॥ হে জঙ্গিড়, সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন কোন ওষধি তোমাকে অতিক্রম করতে পারে নি এবং এখনকার উৎপন্ন কোন ওষধিও তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ নয়। হে জঙ্গিড়, তুমি শত্রু ও রোগাদির বাধক, অধিক বলশালী ও সুমঙ্গলকারী। ৭ ॥ কৃত্যাদির নিবারণ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য, অতিশয় মাহাত্ম্যবিশিষ্ট, অপরিচ্ছিন্ন সামর্থ্যযুক্ত হে জঙ্গিড়, উগ্র বলশালী কোন প্রাণী যাতে তোমাকে ভক্ষণ করতে না পারে এজন্য ইন্দ্র তোমাকে অমিতবীর্য (সামর্থ্য) দিয়েছে। (ইন্দ্রের দত্ত. বীর্য লাভে তুমি অতিশয় বলবান)। ৮ ॥ হে বনস্পতি জঙ্গিড়, তুমি অতি বীর্যবান—এতে কোন সংশয় নেই, যেহেতু তোমাতে ইন্দ্রদেব বল স্থাপন করেছেন। অতএব হে ওষধি, তুমি সাধ্যাসাধ্য বিচার না করে সকল রোগ নাশ কর এবং ভয়ের কারণরূপ রাক্ষসদের বধ কর। ৯ ॥ সর্বত হিংসক আশরীক নামক রোগ, সেরূপ বিশেষ হিংসক বিশরীক, বলক্ষয়কারক, সর্বাঙ্গব্যাপী, কৃচ্ছ্রজীবনকারক, বিশ্বশারদ ও অন্যান্য রোগগুলি জঙ্গিড় মণি নীরস করে দিক। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। পঞ্চম অনুবাকে দ্বাদশটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্ত দ্বারা বাতরোগে বায়ব্য নামক মহাশান্তি কর্মে জঙ্গিড় বৃক্ষ-নির্মিত মণি ধারণ করতে হবে। জঙ্গিড় একটি ওষধি-বিশেষ, উত্তর দেশে এর প্রসিদ্ধি আছে। 'জঙ্গিড়' শব্দের বিবিধ ব্যুৎপত্তি সায়ণভাষ্যে দৃষ্ট হয়—'জঙ্গম্যতে শত্রূন্ বাধিতুং ইতি জঙ্গিড়ঃ, গমে র্যঙ্ লুগন্তাৎ রূপসিদ্ধিঃ'। অথবা 'জনে র্জয়তে র্বা ড-প্রত্যয়ে জ ইতি ভবতি। জং গিরতীতি জঙ্গিড়ঃ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইন্দ্রস্য নাম গৃহ্ণন্ত ঋষয়ো জঙ্গিড়ং দদুঃ।
দেবা যং চক্রুর্ভেষজমগ্রে বিষ্কন্ধদূষণম্ ॥ ১ ॥
স নো রক্ষতু জঙ্গিড়ো ধনপালো ধনেব।
দেবা যং চক্রুর্ব্রাহ্মণাঃ পরিপাণমরাতিহম্ ॥ ২ ॥
দুর্হার্দঃ সংঘোরং চক্ষুঃ পাপকৃত্বানমাগমম্।
তাংস্ত্বং সহস্রচক্ষো প্রতীবোধেন নাশয় পরিপাণোঽসি জঙ্গিড়ঃ ॥ ৩ ॥
পরি মা দিবঃ পরি মা পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ পরি মা বীরুদ্ভ্যঃ।
পরি মা ভূতাৎ পরি মোত ভব্যাৎ দিশোদিশো জঙ্গিড়ঃ পাত্বস্মান্ ॥ ৪ ॥

য ঋঞ্চবো দেবকৃতা য উতো ববৃতেঽন্যঃ।
সর্বাংস্তান্ বিশ্বভেষজোঽরসাং জঙ্গিড়স্করৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পূর্বে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রদেবের নাম উচ্চারণ করে অতিশয় শক্তিশালী করে জঙ্গিড় মণি রক্ষাকামী পুরুষদের দিয়েছিল। (সেজন্য এখনও রক্ষাবন্ধন সময়ে ইন্দ্রের নাম করে জঙ্গিড় মণি বন্ধন করতে হয়)। সৃষ্টির আদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণ এ জঙ্গিড় নামক ওষধিকে বিষ্কন্ধ নামক মহারোগের ঔষধরূপে নির্ধারণ করেছিলেন। সে জঙ্গিড় মণি আমাদের রক্ষা করুক। ১ ॥ ধনাধ্যক্ষ যেমন বহুপ্রযত্নে ধন রক্ষা করে, সেরূপ জঙ্গিড় মণি আমাদের রক্ষা করুক। যে জঙ্গিড় মণিকে দেবগণ ও মহর্ষিগণ (অথবা বেদজ্ঞ ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ) রক্ষক ও শত্রুনাশক করেছিলেন, সে মণি আমাদের রক্ষা করুক। ২ ॥ হে জঙ্গিড় মণি, দুষ্টহৃদয়সম্পন্ন শত্রুদের অত্যন্ত ক্রুর চক্ষু বিনাশ কর এবং পাপকারী হত্যা করতে আগত শত্রুদের নাশ কর। হে সহস্রচক্ষু, শত্রুকৃত অপরাধ উদ্ঘাটন করে তাকে বিনাশ কর। হে জঙ্গিড়, তুমি সর্বতোভাবে সকলের রক্ষক। ৩ ॥ এ জঙ্গিড় মণি, দ্যুলোকের ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুক। এরূপ পৃথিবীর বাধক থেকে ও অন্তরিক্ষের রাক্ষস প্রভৃতি থেকে আমাদের রক্ষা করুক। সেরূপ তৃণগুল্মাদি থেকে, ভূত ও ভবিষ্যতের প্রাণী থেকে এবং সকল দিকের ভয় থেকে জঙ্গিড় মণি আমাদের রক্ষা করুক। ৪ ॥ দেবতাদের নিষ্পাদিত যে হিংসক পুরুষ আছে, অথবা মনুষ্যপ্রেরিত যে বাধক আছে, সে সকল সর্ব-রোগের পরিহারক এ জঙ্গিড় মণি সামর্থ্যহীন করে দিক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

তৃতীয় সূক্ত

শতবারো অনীনশদ্ যক্ষ্মান্ রক্ষাংসি তেজসা।
আরোহন্ বর্চসা সহ মণির্দুর্ণামচাতনঃ ॥ ১ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং রক্ষো নুদতে মূলেন যাতুধান্যঃ।
মধ্যেন যক্ষ্মং বাধতে নৈনং পাপ্মাতি তত্রতি ॥ ২ ॥
যে যক্ষ্মাসো অর্ভকা মহান্তো যে চ শব্দিনঃ।
সর্বাং দুর্ণামহা মণিঃ শতবারো অনীনশৎ ॥ ৩ ॥
শতং বীরানজনয়চ্ছতং যক্ষ্মানপাবপৎ।
দুর্ণাম্নঃ সর্বান্ হত্বাব রক্ষাংসি ধূনুতে ॥ ৪ ॥
হিরণ্যশৃঙ্গ ঋষভঃ শাতবারো অয়ং মণিঃ।
দুর্ণাম্নঃ সর্বাংস্তৃড্ঢ্বাব রক্ষাংস্যক্রমীৎ ॥ ৫ ॥
শতমহং দুর্ণাম্নীনাং গন্ধর্বাপ্সরসাং শতম্।
শতং শশ্বন্বতীনাং শতবারেণ বারয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ শতবার নামক ওষধিরূপ মণি নিজ তেজে যক্ষ্মারোগ বারবার নাশ করুক। দুর্নাম নামক চর্মরোগের নাশক এ মণি নিজ দীপ্তির সাথে পুরুষের ভুজাদিতে অধিষ্ঠিত হয়ে রোগ নাশ করুক। ১॥ এ শতবার ওষধি দুটি শৃঙ্গের মত অবস্থিত অগ্রভাগ দিয়ে অন্তরিক্ষস্থ রাক্ষসদের অপসারণ করে, মূল প্রদেশ দিয়ে যাতুধানীদের এবং কাণ্ড দিয়ে সকল যক্ষ্মারোগ নিবারণ করে। সকলের বাধক এ

শতবার মণিকে কোন পাপী (বা পাপ) অতিক্রম করতে পারে না। (উক্ত মণি-যুক্ত পুরুষকে কোন বাধা আক্রমণ করতে পারে না)। ২ ॥ উৎপন্নমাত্র যে যক্ষ্মারোগ, অতিবৃদ্ধ ও শব্দকারী যে দুশ্চিকিৎস যক্ষ্মারোগ আছে, তাদের সকলকে দুর্নাম-রোগের নাশক এ শতবার মণি বারবার নাশ করুক। ৩ ॥ ধার্যমাণ এ মণি শত পুত্র প্রদান করুক, শত যক্ষ্মা ব্যাধি নাশ করুক, সকল চর্মরোগ নাশ করে রাক্ষসদের নিকৃষ্টরূপে বিনাশ করুক। ৪ ॥ যার অগ্রভাগ হিরণ্যের মত উদ্ভাসক, যা ওষধির ভেতর শ্রেষ্ঠ এ শতবার মণি সকল চর্মরোগের বিনাশ করে রাক্ষসদের আক্রমণ করুক। দুর্নাম্নী নামক শত শত চর্মরোগের এ শতবার মণির দ্বারা নিবারণ করছি। সেরূপ অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের এবং বারবার পীড়া দেবার জন্য আগত গ্রহাপস্মরাদি ব্যাধিসকলের এ শতবার মণির দ্বারা নিবারণ করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ তৃতীয় সূক্তের দ্বারা কুলবৃদ্ধির জন্য সন্তত্যাখ্য মহাশান্তি কার্যে শতবার মণিকে অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। 'শতবার' হচ্ছে শত মূল-বিশিষ্ট ওষধি বিশেষ। শত শত রোগের নিবারক বলে এর এ নাম হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

ইদং বর্চো অগ্নিনা দত্তমাগন্ ভর্গো যশঃ সহ ওজো বয়ো বলম্।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ যানি চ বীর্যাণি তান্যগ্নিঃ প্র দদাতু মে ॥ ১ ॥
বর্চ আ ধেহি মে তন্বাং সহ ওজো বয়ো বলম্।
ইন্দ্রিয়ায় ত্বা কর্মণে বীর্যায় প্রতি গৃহ্ণামি শতশারদায় ॥ ২ ॥
ঊর্জে ত্বা বলায় ত্বৌজসে সহসে ত্বা।
অভিভূয়ায় ত্বা রাষ্ট্রভৃত্যায় পর্যূহামি শতশারদায় ॥ ৩ ॥
ঋতুভ্যষ্টবার্তবেভ্যো মাদ্ভ্যঃ সম্বৎসরেভ্যঃ।
ধাত্রে বিধাত্রে সমৃধে ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নিদেবের দ্বারা প্রদত্ত এ দীপ্তি আমাতে আসুক। সেরূপ তেজ, যশ, পরাভিভবন সামর্থ, ওজ, নিত্যযৌবন, বল প্রভৃতি যে তেত্রিশ সংখ্যক অগ্নির বীর্য আছে, তা আমাকে অগ্নিদেব প্রদান করুক। ১ ॥ হে অগ্নি, আমার শরীরে তোমার শত্রুনাশক তেজ স্থাপন কর। এরূপ তোমার সামর্থ, ওজ, বয়স ও বল আমাতে স্থাপন কর। হে হিরণ্যাদি প্রতিগৃহ্যমাণ পদার্থ, জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের জন্য, অগ্নিহোত্রাদি কর্মসিদ্ধির জন্য, শত্রুজয় ও শত বছর জীবন ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ২ ॥ হে ধারণযোগ্য পদার্থ, অন্নলাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি, সেরূপ বলের জন্য, ওজশক্তির জন্য, শত্রুজয়ের জন্য, রাজ্য ভরণের জন্য ও শত শরৎ পর্যন্ত জীবন লাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৩ ॥ হে ধারণযোগ্য পদার্থ, গ্রীষ্মাদি ঋতুর প্রীতির জন্য তোমাকে দান করছি। সেরূপ ঋতুর দেবতাদের উদ্দেশে, মাস ও বছরের অভিমানী দেবতাদের, ধাতা (স্রষ্টা), বিধাতা (ভূতজাতের কর্তা), সৃষ্ট প্রাণীর সংবর্ধক দেব ও উৎপন্ন সকল পদার্থের অধিপতির উদ্দেশে তোমাকে দান করছি। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। 'ইদং বর্চঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অগ্নির কাছে বলাদি প্রার্থনা করা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

ন তং যক্ষ্মা অরুন্ধতে নৈনং শপথো অশ্নুতে।
যং ভেষজস্য গুল্গুলোঃ সুরভির্গন্ধো অশ্নুতে ॥ ১ ॥
বিষ্বঞ্চস্তস্মাদ্ যক্ষ্মা মৃগা অশ্বা ইবেরতে।
যদ্ গুল্গুলু সৈন্ধবং যদ্ বাপ্যাসি সমুদ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
উভয়োরগ্রভং নামাস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ যে রাজাকে ঔষধরূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ ব্যাপ্ত করে, তাকে যক্ষ্মা ব্যাধি পীড়া দেয় না এবং পরকৃত অভিশাপ তাকে স্পর্শ করে না। ১ ॥ ঔষধরূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ আঘ্রাণকারীর কাছ থেকে যক্ষ্মারোগ নানা দিগভিমুখে অশ্ব ও হরিণের মত বেগে ধাবিত হয়। গুগ্‌গুল ঔষধ যদি সিন্ধুদেশজ হয় কিংবা সমুদ্রোৎপন্ন হয়, তা হলে হে গুগ্‌গুল, উভয়বিধ তোমার নাম অরিষ্টনাশের জন্য আমি কীর্তন করছি। ২-৩ ॥

টীকা ঃ ২-৩। এ সূক্ত ও পরবর্তী সূক্তের দ্বারা পুরোহিত রাতে রাজার শয্যাগৃহ-প্রবেশনকর্মে গুগ্‌গুল ধূপ ও কুষ্ঠৌষধি ধূপ দেবে।

ষষ্ঠ সূক্ত

ঐতু দেবস্ত্রায়মাণঃ কুষ্ঠো হিমবতস্পরি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ১ ॥
ত্রীণি তে কুষ্ঠ নামানি নদ্যমারো নদ্যারিষঃ। নদ্যায়ং পুরুষো রিষৎ।
যস্মৈ পরিব্রবীমি ত্বা সায়ম্প্রাতরথো দিবা ॥ ২ ॥
জীবলা নাম তে মাতা জীবন্তো নাম তে পিতা।
নদ্যায়ং পুরুষো রিষৎ।
যস্মৈ পরিব্রবীমি ত্বা সায়ম্প্রাতরথো দিবা ॥ ৩ ॥
উত্তমো অস্যোষধীনামনড্বান্ জগতামিব ব্যাঘ্রঃ শ্বপদামিব।
নদ্যায়ং পুরুষো রিষৎ।
যস্মৈ পরিব্রবীমি ত্বা সায়ম্প্রাতরথো দিবা ॥ ৪ ॥
ত্রিঃ শাম্বুভ্যো অঙ্গিরেভ্যস্ত্রিরাদিত্যেভ্যস্পরি।
ত্রির্জাতো বিশ্বদেবেভ্যঃ।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ। সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৫ ॥
অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৬ ॥
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৭ ॥

যত্র নাবপ্রভ্রংশনং যত্র হিমবতঃ শিরঃ।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৮ ॥
যং ত্বা বেদ পূর্ব ইক্ষ্বাকো যং বা ত্বা কুষ্ঠ কাম্যঃ।
যং বা বসো যমাৎস্যস্তেনাসি বিশ্বভেষজঃ ॥ ৯ ॥
শীর্ষলোকং তৃতীয়কং সদন্দির্যশ্চ হায়নঃ।
তক্মানং বিশ্বধাবীর্যাধরাঞ্চং পরা সুব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ বীর্যাতিশয়ে দ্যোতমান, কুষ্ঠাখ্য ওষধি-বিশেষ হিমালয় পর্বত থেকে আমাদের পালনের জন্য আসুক। হে কুষ্ঠাখ্য ওষধি, ক্লেশদায়ক সকল রোগ বিনাশ কর এবং সকল যাতুধানীদের (যাতনা প্রদানকারী রাক্ষসীদের) বিনাশ কর। ১॥ হে কুষ্ঠ নামক ওষধি, তোমার তিনটি অতিরহস্যপূর্ণ নাম আছে—নদ্যমার, নদ্যরিষ ও নদ্য। ('নদ্য' বলতে নদীতে উৎপন্ন অর্থাৎ নদী প্রভৃতি জলদোষ থেকে উৎপন্ন যে রোগ, তার নাশক। নদ্যদোষের মারক যে, সেও নদ্য-শব্দে অভিহিত হয়েছে)। হে কুষ্ঠ নামক ওষধি, তোমার নাম গ্রহণ না করলে রোগীর বিনাশ হতে পারে এজন্য ব্যধিত-রক্ষক তোমার যথার্থ নাম। সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে রোগার্ত পুরুষের কাছে তোমার মন্ত্ররূপ এ তিনটি নাম উচ্চারণ করছি। ২॥ হে কুষ্ঠাখ্য ওষধি, তোমার মায়ের নাম জীবলা (জীবনপ্রদাত্রী) এবং পিতার নাম জীবন্ত (জীবনদায়ক)। রোগাদি পরিহারের দ্বারা তোমার মাতা পিতা জীবনপ্রদাতা, অতএব তুমি সেরূপ। (তোমার নাম গ্রহণ না করলে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩॥ হে কুষ্ঠ নামক ওষধি, ব্যাধিনাশক ওষধিদের মধ্যে তুমি উত্তম (উৎকৃষ্টতম)। গমনকারী প্রাণিদের মধ্যে বৃষ যেরূপ সকলের উপকারক (শরীর পীড়নের দ্বারাও অপরের উপকারক) এবং অতিক্রুর বীর্যবান ব্যাঘ্র যেমন শ্বাপদের মধ্যে উত্তম, সেরূপ তুমি সকলের উপকারক ও অতি তেজস্বী বলে উৎকৃষ্টতম। (তোমার নাম গ্রহণ না করলে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪॥ যে কুষ্ঠাখ্য ওষধি অঙ্গিরস গোত্রীয় শাম্বু প্রভৃতি মহর্ষিগণের দ্বারা ত্রিলোকের উপকারের জন্য (অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির উপকারের জন্য) তিনবার পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছে, সেরূপ দ্যুলোকে আদিত্যগণের দ্বারা তিনবার এবং অন্তরিক্ষ লোকে বিশ্বদেবগণের দ্বারা তিনবার উৎপন্ন হয়েছে, সে কুষ্ঠ ওষধি সকল রোগের উপশমক বীর্যবান ঔষধরূপ। সে পূর্বে সোমের সাথে অবস্থিত ছিল। হে কুষ্ঠ নামক ওষধি, নানারূপ রোগ ও যাতুধানীদের নাশ কর। ৫॥ এ ভূলোক থেকে তৃতীয় লোকে দেবগণের আবাস-স্থানরূপ অশ্বত্থ অবস্থান করছে। (অগ্নি অশ্বরূপে সেখানে ছিল জন্য 'অশ্বত্থ' এ নাম হয়েছে)। সে অশ্বত্থে অমৃতরূপ (অমরণ ধর্মক) সোমের প্রকাশ বিদ্যমান। সে অশ্বত্থ থেকে কুষ্ঠ নামক ওষধি উৎপন্ন হয়েছে। (সে কুষ্ঠ ওষধি সকল রোগের ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬॥ দ্যুলোকে হিরণ্য-নির্মিত হিরণ্ময় শঙ্কু পাশাদির দ্বারা বদ্ধ নৌকা সর্বদা চলে। সেখানে অমৃতের প্রকাশ বিদ্যমান। সেখান থেকে কুষ্ঠ ওষধি উৎপন্ন হয়েছে। (সে কুষ্ঠ ওষধি সকল রোগের ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭॥ যে দ্যুলোকস্থ সুকৃতিদের অবাঙমুখে ভ্রংশ নেই, সেখানে হিমালয় পর্বতের শীর্ষদেশ বিদ্যমান। (সেখানে অমৃতের প্রকাশ ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮॥ হে কুষ্ঠ নামক ওষধি,, যেহেতু পূর্বতন ইক্ষ্বাকু রাজা সর্বব্যাধিনাশক বলে জেনেছিল, যেহেতু তোমাকে, হে কুষ্ঠ, কামপুত্র কাম্য সর্বৌষধি-রূপে জেনেছিল, যেহেতু তোমাকে

যমমুখ-তুল্য বস নামক দেবতা জেনেছিল, অতএব তুমি সর্বব্যাধি-নিবারক সকল ঔষধরূপ। ৯ ॥ হে কুষ্ঠাখ্য ওষধি, ভূলোক অপেক্ষা তৃতীয় স্থান দ্যুলোক তোমার মস্তক বলে কথিত। (দ্যুলোকে প্রথম উৎপন্ন এবং তৃতীয় লোক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি জন্য একথা বলা হয়েছে)। সদা তুমি রোগনাশক। এরূপ মহিমাযুক্ত তুমি সর্বব্যাপক-রোগকে নিকৃষ্ট স্থানে প্রেরণ করে বিনাশ কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-২। এর বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

সপ্তম সূক্ত

যন্মে ছিদ্রং মনসো যচ্চ বাচঃ সরস্বতী মন্যুমন্তং জগাম।
বিশ্বৈস্তদ্ দেবৈঃ সহ সম্বিদানঃ সং দধাতু বৃহস্পতিঃ ॥ ১ ॥
মা ন আপো মেধাং মা ব্রহ্ম প্র মথিষ্টন।
সুষ্যদা যূয়ং স্যন্দধ্বমুপহূতোহহং সুমেধা বর্চস্বী ॥ ২ ॥
মা নো মেধাং মা নো দীক্ষাং মা নো হিংসিষ্টং যৎ তপঃ।
শিবা নঃ শং সন্ত্বায়ুষে শিবা ভবন্তু মাতরঃ ॥ ৩ ॥
মা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ।
তামস্মে রাসতামিষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ আমার মনের (যজ্ঞ, দান, ধ্যানাদিরূপ মনোব্যাপারের) যে ছিদ্র আছে, সেরূপ বাক্যের (মন্ত্রাদিবিষয়ক বাক্যের) যে ছিদ্র আছে, ক্ষরণশীল মানসিক ধর্ম-রূপ যে ক্রোধ আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যত্র গিয়েছে, সে সকল ছিদ্র বৃহস্পতিদেব (মন্ত্রপালক) ইন্দ্রাদি দেবতাদের সাথে একমত হয়ে সংযুক্ত করুক। ১ ॥ হে জলদেবতাগণ, আমাদের বুদ্ধি মথিত (ভ্রংশ) করো না, সেরূপ অধীত বেদ ভ্রংশ করো না। আমাদের যে যে কর্ম শুষ্কতা লাভ করেছে, তার উদ্দেশে তোমরা প্রবাহিত হও অর্থাৎ সেগুলি আর্দ্র কর। তোমাদের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে আমি সুমেধা লাভ করব এবং ব্রহ্মতেজ-যুক্ত (বর্চস্বী) হবো। ২ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা আমাদের মেধা নষ্ট করো না। সেরূপ আমাদের দীক্ষা (নবনীতাভ্যঙ্গ, মুণ্ডীকরণ, বাক্‌সংযম, দণ্ড-মেখলাদি ধারণসাধ্য) নষ্ট করো না। এরূপ আমাদের তপস্যা (পয়োব্রতাদিরূপ ক্লেশসহনাত্মক) নষ্ট করো না। সেরূপ জলদেবীগণ সুখ-কারিণী হয়ে আমাদের আয়ুবৃদ্ধির জন্য 'এ উত্তম'—একথা বলুক। মায়ের মত হিতকারিণী (অথবা জগতের নির্মাত্রী) জলদেবীগণ আমাদের সুখকারিণী হোক। ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অন্ধকার (সর্বাবরক. সকল ব্যবহারের প্রতিবন্ধক) আমাদের আচ্ছন্ন না করুক, কিন্তু জ্যোতিষ্মতী (সকল ব্যবহারের অনুকূল প্রকাশিকা) রাত্রি অন্ধকার দূর করুক। সকলের কাম্য সে রাত্রি আমাদের প্রদান কর। (অথবা ইট্-শব্দে এখানে সকলের কাম্য অন্ন বোঝাচ্ছে, তা প্রকাশবতী, অন্নযুক্তেরই প্রকাশ দেখা যায়। অথবা তমঃ অর্থ দারিদ্র্য, তা সব কিছুর তিরোধায়ক) ! ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। 'যন্মে ছিদ্রং' ইত্যাদি সপ্তম সূক্ত পবিত্রতা নাশ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত-কর্মে আজ্যহোমে বিনিযুক্ত হয়েছে। ৪র্থ মন্ত্রে—'মা নঃ' ইত্যাদি পাঠান্তর আছে।

অষ্টম সূক্ত

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসন্নমন্তু ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ সৃষ্টির আদিতে অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণ কল্যাণকামনায় স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তার সাধনরূপ তপস্যা (পয়োব্রতাদি), দীক্ষা (নবনীতাভঙ্গ্য, মুষ্ঠীকরণ, বাক্‌সংযম, দণ্ডমেখলাদি ধারণ-সাধ্য) লাভ করেছিল। তার সামর্থে রাজ্য, সামর্থ ও ওজ উৎপন্ন হয়েছিল। সে রাজ্যাদি দেবগণ সে পুরুষের সাথে যুক্ত করেছিল (অর্থাৎ তাকে দিয়েছিল)। ১ ॥

টীকা ঃ ১। 'ভদ্রমিচ্ছন্তঃ' ইত্যাদি একটি মাত্র ঋক্‌বিশিষ্ট অষ্টম সূক্ত। এখানে পূর্বতন ঋষিগণের সাধন ও ফলপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

নবম সূক্ত

ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম যজ্ঞা ব্রহ্মণা স্বরবো মিতাঃ।
অধ্বর্যুর্ব্রহ্মণো জাতো ব্রহ্মণোঽন্তর্হিতং হবিঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্ম স্রুচো ঘৃতবতীর্ব্রহ্মণা বেদিরুদ্ধিতা।
ব্রহ্ম যজ্ঞস্য তত্ত্বং চ ঋত্বিজো যে হবিষ্কৃতঃ। শমিতায় স্বাহা ॥ ২ ॥
অংহোমুচে প্র ভরে মনীষামা সুত্রাবণে সুমতিমাবৃণানঃ।
ইমমিন্দ্র প্রতি হব্যং গৃভায় সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৩ ॥
অংহোমুচং বৃষভং যজ্ঞিয়ানাং বিরাজন্তং প্রথমমধ্বরাণাম্‌।
অপাং নপাতমশ্বিনা হুবে ধিয় ইন্দ্রিয়েণ ত ইন্দ্রিয়ং দত্তমোজঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ জগতের উপাদানকারণরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞাঙ্গভূত হোতা বলে কথিত হয়। (ব্রহ্ম স্বসৃষ্ট সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ নেই বলে এখানে ব্রহ্মের হোত্রাদিরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে)। সেরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞও ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই স্বরসকল (ক্রুষ্টাদি সপ্ত ও উদাত্তাদি চার স্বর) যজ্ঞে প্রবিষ্ট হয়েছে। (অর্থাৎ ব্রহ্মই উদ্গাতা)। এরূপ ব্রহ্ম থেকে অধ্বর্যু উৎপন্ন হয়েছে এবং যজ্ঞের সাধনরূপ চরু, পুরোডাশাদি হবি ব্রহ্মেই (ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অর্পণ করলেও) অবস্থান করে। ১ ॥ যজ্ঞের সাধনরূপ স্রুক্‌গুলিও (জুহু, উপভৃতাদি) ব্রহ্ম, তারা হোমের জন্য ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ রয়েছে। ব্রহ্মই বেদি নির্মাণ করেছে। যজ্ঞের পারমার্থিক রূপই হলো ব্রহ্ম। (যেমন উপাদানরূপ মৃত্তিকার কার্য ঘটাদিও মৃত্তিকা, সেরূপ ব্রহ্ম উপাদান বলে হোতা প্রভৃতি সব কিছুই ব্রহ্ম)। যারা হবির কর্তা ঋত্বিক্‌ প্রভৃতি, তারাও ব্রহ্মের সাথে অভিন্নরূপে অবস্থিত। সে ব্রহ্মের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি অর্পিত হোক। ২ ॥ পাপমোচক, সুরক্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে সুমতি লাভ করে মনের নিয়মিকা স্তুতি সম্পাদন করছি। হে ইন্দ্র, তুমি এ হব্য গ্রহণ কর, যজমানের কামনা সত্য হোক। ৩ ॥ পাপমোচক, যজ্ঞিয় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞে মুখ্যরূপে বিরাজমান ইন্দ্রের আহ্বান করছি। সেরূপ জলের স্রষ্টা অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আহ্বান করছি। সে অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্রের সামর্থে তোমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় (দর্শনশ্রবণাদিসামর্থ) ও বল প্রদান করুক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। 'ব্রহ্ম হোতা' এ নবম সূক্তে যজ্ঞাদি সব কিছু ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।

দশম সূক্ত

যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
অগ্নির্মা তত্র নয়ত্বগ্নির্মেধা দধাতু মে। অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ১ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
বায়ুর্মা তত্র নয়তু বায়ুঃ প্রাণান্ দধাতু মে। বায়বে স্বাহা ॥ ২ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
সূর্যো মা তত্র নয়তু চক্ষুঃ সূর্যো দধাতু মে। সূর্যায় স্বাহা ॥ ৩ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
চন্দ্রো মা তত্র নয়তু মনশ্চন্দ্রো দধাতু মে। চন্দ্রায় স্বাহা ॥ ৪ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
সোমো মা তত্র নয়তু পয়ঃ সোমো দধাতু মে। সোমায় স্বাহা ॥ ৫ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
ইন্দ্রো মা তত্র নয়তু বলমিন্দ্রো দধাতু মে। ইন্দ্রায় স্বাহা ॥ ৬ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
আপো মা তত্র নয়ত্বমৃতং মোপ তিষ্ঠতু। অদ্ভ্যঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
ব্রহ্মা মা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে। ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ যেখানে (সুকৃত ফলভোগের আশ্রয়রূপ স্থানে) ব্রহ্মবিদ্‌গণ (সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ যারা জানে, অথবা যজ্ঞাদি কর্মবিষয়ে যারা জ্ঞানী) দীক্ষা (দণ্ড, কৃষ্ণাজিন, মেখলাদি ধারণরূপ) ও তপস্যার (পয়োব্রতাদি নিয়মরূপ) সাথে গমন করে, সে স্থানে অগ্নিদেব আমাকে নিয়ে যাক ও তার জন্য অগ্নিদেব আমাকে মেধা (তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা) প্রদান করুক। সে অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এ হবি অর্পিত হোক। ১ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দীক্ষা ও তপস্যার দ্বারা গমন করে, সেখানে বায়ু আমাকে নিয়ে যাক, সে বায়ু আমাতে পঞ্চ প্রাণ স্থাপন করুক। সে বায়ুর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি প্রদত্ত হোক। ২ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দীক্ষা ও তপস্যার সাথে যায়, সেখানে সূর্যদেব আমাকে নিয়ে যাক। সূর্য আমাতে চক্ষু স্থাপন করুক। সে সূর্যের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দীক্ষা ও তপস্যার দ্বারা গমন করে থাকে, সেখানে চন্দ্র আমাকে নিয়ে যাক। চন্দ্র আমাতে মন স্থাপন করুক। চন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি অর্পিত হোক। ৪ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দীক্ষা ও তপস্যার দ্বারা গমন করে, সেখানে সোম আমাকে নিয়ে যাক। সোম আমাতে রস স্থাপন করুক। সে সোমের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি প্রদত্ত হোক। ৫ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদগণ দীক্ষা ও তপস্যার দ্বারা গমন করে, সেখানে ইন্দ্রদেব আমাকে নিয়ে যাক। সে ইন্দ্র আমাতে বল স্থাপন করুক। সে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৬ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দীক্ষা ও তপস্যার দ্বারা গমন করে, সেখানে জলসকল আমাকে নিয়ে যাক; তারা আমাকে অমৃত প্রদান করুক। সে জলসকলের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি অর্পিত হোক। ৭ ॥ যেখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দীক্ষা ও তপস্যার দ্বারা গমন করে, সেখানে ব্রহ্মা (জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ) আমাকে নিয়ে যাক। সে ব্রহ্মা আমাতে শ্রুত্যাধ্যয়ন-জনিত ব্রহ্মতেজ স্থাপন করুক। সে ব্রহ্মের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি অর্পিত হোক। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যত্র ব্রহ্মবিদঃ' ইত্যাদি ১০ম সূক্তে ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রাপ্য স্থানে গমনের অভিলাষ জানানো হয়েছে।

একাদশ সূক্ত

আয়ুষোঽসি প্রতরণং বিপ্রং ভেষজমুচ্যসে।
তদাঞ্জন ত্বং শন্তাতে শমাপো অভয়ং কৃতম্ ॥ ১ ॥
যো হরিমা জায়ান্যোঽঙ্গভেদো বিসল্পকঃ।
সর্বং তে যক্ষ্মমঙ্গেভ্যো বহির্নির্হন্ত্বাঞ্জনম্ ॥ ২ ॥
আঞ্জনং পৃথিব্যাং জাতং ভদ্রং পুরুষজীবনম্।
কৃণোত্বপ্রমায়ুকং রথজূতিমনাগসম্ ॥ ৩ ॥
প্রাণ প্রাণং ত্রায়স্বাসো অসবে মৃড়।
নির্ঋতে নির্ঋত্যা নঃ পাশেভ্যো মুঞ্চ ॥ ৪ ॥
সিন্ধোর্গর্ভোঽসি বিদ্যুতাং পুষ্পম্।
বাতঃ প্রাণঃ সূর্যশ্চক্ষুর্দিবস্পয়ঃ ॥ ৫ ॥
দেবাঞ্জন ত্রৈককুদং পরি মা পাহি বিশ্বতঃ।
ন ত্বা তরন্ত্যোষধয়ো বাহ্যাঃ পর্বতীয়া উত ॥ ৬ ॥
বীদং মধ্যমবাসৃপদ্ রক্ষোহামীবচাতনঃ।
অমীবাঃ সর্বাশ্চাতয়ন্ নাশয়দভিভা ইতঃ ॥ ৭ ॥
বহ্বীদং রাজন্ বরুণানৃতমাহ পুরুষঃ।
তস্মাৎ সহস্রবীর্য মুঞ্চ নঃ পর্যংহসঃ ॥ ৮ ॥
যদাপো অঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি যদূচিম।
তস্মাৎ সহস্রবীর্য মুঞ্চ নঃ পর্যংহসঃ ॥ ৯ ॥
মিত্রশ্চ ত্বা বরুণশ্চানুপ্রেয়তুরাঞ্জন।
তৌ ত্বানুগত্য দূরং ভোগায় পুনরোহতুঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে আঞ্জন, তুমি আয়ু-বর্ধক, প্রীতিকর (অথবা বিপ্রের মত শুদ্ধ) ঔষধরূপে উক্ত হয়েছ। অতএব হে আঞ্জন, হে সুখস্বরূপ, তুমি ও জলদেবতাগণ আমার সুখ ও অভয় দান কর। ১ ॥ অতি বর্ধক হরিদ্বর্ণকারক পাণ্ডরোগ, বাতাদিজন্য অবয়ব-বিশ্লেষরূপ রোগ, জানুর নিম্নদেশে উৎপন্ন বহুমুখী ব্রণ, হে আঞ্জনমণির ধারক পুরুষ, এ আঞ্জন তোমার অঙ্গ থেকে সমস্ত ব্যাধি পৃথক করে নাশ করুক। ২ ॥ পৃথিবীতে উৎপন্ন, মঙ্গলপ্রদ, আঞ্জনধারণকারী পুরুষের জীবনদাতা এ আঞ্জন আমাকে অমরণশীল করুক। সেরূপ রথবেগের মত শীঘ্রগামী ও নিষ্পাপ করুক। ৩ ॥ হে প্রাণরূপ আঞ্জন, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর, যেন অকালে না চলে যায়। হে অসুরূপ আঞ্জন, প্রাণের জন্য আমাকে সুখী কর। হে নির্ঋতি-রূপ আঞ্জন, পাপদেবতা নির্ঋতির পাশ থেকে আমাকে মুক্ত কর। ৪ ॥ তুমি সমুদ্রের গর্ভস্থানীয় এবং বিদ্যুতের পুষ্প অর্থাৎ বৃষ্টির জলরূপ। হে আঞ্জন, তুমি বাহ্য বায়ুরূপ প্রাণ এবং সূর্যরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়, অতএব চক্ষু রক্ষা কর। (বায়ুর অংশরূপ প্রাণ এবং সূর্যের অংশরূপ চক্ষু)। তুমি দ্যুলোকের সারভূত জলরূপ। ৫ ॥ হে ত্রৈককুদ (ত্রিককুৎ নামক পর্বতোৎপন্ন) আঞ্জন, তুমি দেবতার সৃষ্ট আঞ্জন, আমাকে সব দিক থেকে রক্ষা কর। হে আঞ্জন, তোমাকে পর্বত ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন ওষধিগুলি লঙ্ঘন করতে পারে না, এবং অন্য হিমালয়, বিন্ধ্যাদি

পর্বতোৎপন্ন ওষধিগুলিও তোমাকে অতিক্রম করতে পারে না। ৬ ॥ রক্ষোবিঘাতক, রোগনাশক এ আঞ্জন পরিদৃশ্যমান সব কিছু ব্যেপে আছে। এ আঞ্জন আভ্যন্তরীণ সকল রোগ নাশ করে এবং অন্যান্য রোগাদির অদর্শন ঘটায় অর্থাৎ বিনাশ করে। ৭ ॥ প্রাণিদের শিক্ষাকর্তা হে রাজা বরুণদেব, মানুষ এখন সকাল থেকে শয়নকাল পর্যন্ত বহু অসত্য কথা বলে, সে অসত্যের তুমি ক্ষমা কর, তার জন্য শিক্ষা দিও না। হে সহস্রবীর্য আঞ্জনৌষধি, সে মিথ্যাভাষণরূপ পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৮ ॥ হে জলসকল, তোমরা সাক্ষী হও, হে অবধ্য গাভীগণ, তোমরা আমার চিত্ত জান, হে বরুণ, তুমি জান—এরূপ যে কথা আমরা বলেছি, হে অপরিমিতসামর্থ ত্রৈককুদাঞ্জন, সে সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৯ ॥ হে আঞ্জন ওষধি, তোমাকে মিত্র ও বরুণ (দিন ও রাতের অভিমানী দেবতা) দ্যুলোক থেকে আগত, কোন কারণে পরাঙমুখ হয়ে গমনকারী তোমার অনুসরণ করেছিল। তারা বহু দূর পর্যন্ত তোমার অনুগমন করে প্রাণিদের উপভোগের জন্য তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'আয়ুষোঽসি' এ একাদশ সূক্তের দ্বারা নৈঋতী নামক মহাশান্তি-কর্মে আঞ্জনমণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হয়।

দ্বাদশ সূক্ত

ঋণাদৃণমিব সন্নয়ন্ কৃত্যাং কৃত্যাকৃতো গৃহম্।
চক্ষুর্মন্ত্রস্য দুর্হার্দঃ পৃষ্টীরপি শৃণাঞ্জন ॥ ১ ॥
যদস্মাসু দুষ্বপ্ন্যং যদ্ গোষু যচ্চ নো গৃহে।
অনামগস্তং চ দুর্হার্দঃ প্রিয়ঃ প্রতি মুঞ্চতাম্ ॥ ২ ॥
অপামূর্জ ওজসো বাবৃধানমগ্নের্জাতমধি জাতবেদসঃ।
চতুর্বীরং পর্বতীয়ং যদাঞ্জনং দিশঃ প্রদিশঃ করদিচ্ছিবাস্তে ॥ ৩ ॥
চতুর্বীরং বধ্যত আঞ্জনং তে সর্বা দিশো অভয়াস্তে ভবন্তু।
ধ্রুবস্তিষ্ঠাসি সবিতেব চার্য ইমা বিশো অভি হরন্তু তে বলিম্ ॥ ৪ ॥
আক্ষ্বৈকং মণিমেকং কৃণুষ্ব স্নাহ্যেকেনা পিবৈকমেষাম্।
চতুর্বীরং নৈর্ঋতেভ্যশ্চতুর্ভ্যো গ্রাহ্যা বন্ধেভ্যঃ পরি পাত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥
অগ্নির্মাগ্নিনাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রো মেন্দ্রিয়েণাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৭ ॥
সোমো মা সৌম্যেনাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৮ ॥
ভগো মা ভগেনাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৯ ॥
মরুতো মা গণৈরবন্তু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চসে ওজসে
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ লোকে যেমন উত্তমর্ণের কাছ থেকে ঋণ করে তা যথাযথ প্রত্যর্পণ করে, আভিচারিক ক্রিয়ায় পীড়াদানের জন্য উৎপাদিত কৃত্যাকে (প্রেরিত পিশাচাদি দেবতাকে) যেমন লক্ষ্য ব্যক্তির গৃহে পাঠান হয়, সেরূপ আমার চক্ষুস্থানীয় হে

আঞ্জনৌষধি শত্রুর পাশ্বের্র অস্থি পর্যন্ত ছিন্ন কর। ১॥ আমাদের দুঃস্বপ্ন-জনিত যে দুঃখ, আমাদের গাভীদের ও ভৃত্যাদির যে দুঃস্বপ্ন-জনিত দুঃখ, তা নামরহিত, আমার অপ্রিয়কারী শত্রুর প্রতি ধারণ কর অর্থাৎ সে দুঃখ তাদের হোক। ২॥ জলের সারভূত, বলবর্ধক, জাতবেদা অগ্নি থেকে উৎপন্ন, চারদিকে (সর্বত্র) অকুণ্ঠিত-শক্তি, পর্বতীয় (ত্রিককুদ নামক পর্বতে জাত) আঞ্জন পূর্বাদি সকল দিক মঙ্গলময় করুক। ৩॥ হে রক্ষাকামী পুরুষ, চারদিকে বীর্যযুক্ত এ আঞ্জন ওষধি তোমাকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। মণির ধারক তোমার সকল দিক ও প্রদিক নির্ভয় হোক। হে আর্য, নির্ভয় তুমি সূর্যের মত বিশ্ব প্রকাশ করে স্থির থাক। সূর্যের মত অতি-তেজস্বী হয়ে চিরকাল অবস্থানকারী তোমাকে সকল প্রজা বলি (কর) প্রদান করুক। ৪॥ হে পুরুষ, একটি আঞ্জন চোখে ধারণ কর, একটি মণিবন্ধন কর এবং একটির সাথে স্নান কর। (ত্রিককুৎ পর্বতে উৎপন্ন তিনটি আঞ্জনের মধ্যে কার কি প্রয়োজন, তা বিচার না করে এখানে ইচ্ছাপূর্বক ধারণের কথা বলা হয়েছে)। সর্বত্র অকুণ্ঠিতশক্তি-বিশিষ্ট এ আঞ্জন। গৃহীতব্য আঞ্জনময় ওষধিগুলি চারদিকের পাপদেবতা নির্ঋতির বন্ধন থেকে আমাদের রক্ষা করুক। ৫॥ অগ্নিদেব অগ্নির ধর্মে (অথবা পাবকাদি গুণযুক্ত অগ্নির সাথে) আমাকে রক্ষা করুক। প্রাণ ও অপানাদি লাভের জন্য, আয়ুর বর্ধনের জন্য, শ্রুত্যধ্যয়নজাত তেজের জন্য, ওজ ও শরীরকান্তি লাভের জন্য, মঙ্গল ও শোভনসম্পৎ লাভের জন্য আমাকে রক্ষা করুক। সে অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি অর্পিত হোক। ৬॥ ইন্দ্রদেব ইন্দ্রিয়ের সাথে আমাকে রক্ষা করুক। (প্রাণাদি লাভের জন্য ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৭॥ সোমদেব সৌম্য গুণের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুক। (প্রাণাদি লাভের জন্য ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৮॥ ভগদেব সৌভাগ্যকর ধর্মের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুক। (প্রাণাদি লাভের জন্য ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯॥ মরুদ্গণ স্বগণের সাথে আমাকে রক্ষা করুক। (প্রাণাদি লাভের জন্য ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০॥

টীকা ঃ ১-১০। এ সূক্ত আঞ্জনমণি বন্ধনে পূর্বসূক্তের মত বিনিযুক্ত।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

প্রজাপতিষ্টবা বধ্নাৎ প্রথমমস্তৃতং বীর্যায় কম্।
তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চস ওজসে চ বলায় চাস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১ ॥
ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠতু রক্ষন্নপ্রমাদমস্তৃতেমং মা ত্বা দভন্ পণয়ো যাতুধানাঃ।
ইন্দ্র ইব দস্যূনব ধূনুষ্ব পৃতন্যতঃ সর্বাংছত্রূন্ বি ষহস্বাস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ২ ॥
শতং চ ন প্রহরন্তো নিঘ্নন্তো ন তস্তিরে।
তস্মিন্নিন্দ্রঃ পর্যদত্ত চক্ষুঃ প্রাণমথো বলমস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রস্য ত্বা বর্মণা পরি ধাপয়ামো যো দেবানামধিরাজো বভূব।
পুনস্ত্বা দেবাঃ প্র ণয়ন্তু সর্বেঽস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৪ ॥
অস্মিন্ মণাবেকশতং বীর্যাণি সহস্রং প্রাণা অস্মিন্নস্তৃতে।
ব্যাঘ্রঃ শত্রূনভি তিষ্ঠ সর্বান্ যস্ত্বা পৃতন্যাদধরঃ সো অস্ত্বস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৫ ॥

ঘৃতাদুল্লুপ্তো মধুমান্ পয়স্বান্ৎ সহস্রপ্রাণঃ শতযোনির্বয়োধাঃ।
শম্ভুশ্চ ময়োভুশ্চোর্জস্বাংশ্চ পয়স্বাংশ্চাস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৬ ॥
যথা ত্বমুত্তরোঽসো অসপত্নঃ সপত্নহা।
সজাতানামসদ্ বশী তথা ত্বা সবিতা করদস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ প্রজাগণের পালক, সকল জগতের বিধাতা প্রজাপতিদেব সৃষ্টির আদিতে পরাভিভব-সামর্থ্যের জন্য অন্যের অবাধিত এ অস্তৃত নামক মণি ধারণ করেছিলেন। সে অস্তৃতাখ্য মণি, হে মণিধারক, তোমার অঙ্গে বন্ধন করছি—আয়ু লাভের জন্য, দীর্ঘ জীবনের জন্য, দীপ্তি, শারীরিক বল, ওজ ও ভৃত্যাদি সমৃদ্ধি-রূপ বাহ্য বলের জন্য। (পূর্বে প্রজাপতির ধারিত, এখন তোমার দ্বারা ধৃত, শত্রুর অবাধিত, পরের উপদ্রব-নিবারক) এ অস্তৃত-নামক মণি তোমাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করুক। ১ ॥ হে অস্তৃত-মণি, তুমি অপ্রমত্ত হয়ে তোমার ধারককে রক্ষা করে উন্নত হয়ে সর্বদা জাগরূক থাক। তোমাকে পীড়াদানকারী যাতুধানগণ ও পণি নামক অসুররা যেন হিংসা না করে। ইন্দ্র যেমন শত্রুদের বিনাশ করে, সেরূপ শত্রুদের পাদপ্রহারে নীচে ফেলে দাও, যুদ্ধকামী শত্রুদের পরাভূত কর। হে মণির ধারক, এ আস্তৃতাখ্য মণি তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুক। ২ ॥ শত শত শত্রুগণ এ অস্তৃত মণিকে আবৃত বা হিংসা করতে পারে না। ইন্দ্র এ মণিতে শত্রুদর্শনসমর্থ, চক্ষু, প্রাণ ও বলবীর্য স্থাপন করেছে। হে মণির ধারক, এ অস্তৃত নামক মণি তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুক। ৩ ॥ হে মণি, তোমাকে ইন্দ্রের বর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করব, যে ইন্দ্র দেবতাদের অধিপতি। হে মণি, ইন্দ্রবর্মাচ্ছাদিত তোমাকে সকল দেবগণ নিজ নিজ কার্য সিদ্ধির জন্য কবচরূপে ধারণ করুক। হে মণির ধারক, এ অস্তৃত নামক মণি তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুক। ৪ ॥ এ অস্তৃত নামক মণিতে একশ-এক সামর্থ্য নিহিত আছে। (শতক্রতু ইন্দ্রের বর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলে ইন্দ্রের ক্রতুর সংখ্যায় একশ এবং মণির নিজের একটি—এই একশ-এক বীর্য মণিতে আছে)। সেরূপ অন্যের অহিংসিত এ মণিতে সকল দেবতার অনুগৃহীত বলে সহস্র (অপরিমিত) প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। এরূপ বীর্য ও প্রাণযুক্ত মণি, তুমি ব্যাঘ্রের মত শত্রুর গন্ধ আঘ্রাণ করে তাদের আক্রমণ করতে সমর্থ হও অর্থাৎ তাদের পরাভূত কর। হে মণির ধারক, এ মণি তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুক। ৫ ॥ ঘৃত, মধু ও ক্ষীরের দ্বারা আপ্লুত-সর্বাঙ্গ, দেবতার অনুগৃহীত বলে সহস্রপ্রাণ (অপরিমিত বলহেতুক বলবিশিষ্ট), ইন্দ্রবর্মাচ্ছাদিত বলে শত বীর্যযুক্ত এ অস্তৃত মণি, মণির ধারক পুরুষের অন্নের ধারক, সকল উপদ্রবের নিবারক ও ইষ্ট প্রাপক, অন্ন ও ক্ষীরাদির প্রদাতা। এ মণি, তোমাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করুক। ৬ ॥ হে মণিধারক পুরুষ, তুমি যাতে সর্বোৎকৃষ্ট, শত্রু-রহিত ও শত্রুনাশক হও, সজাত পুরুষরা যাতে তোমার সেবা করে, সর্বপ্রেরক সবিতাদেব তোমাকে সেরূপ করুক। এ অস্তৃত মণি তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুক। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ষষ্ঠ অনুবাকে ন-টি সূক্ত, তার মধ্যে 'প্রজাপতিষ্টবা' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা বল কামনায় মারুদ্গণাখ্য মহাশান্তি কর্মে, অস্তৃত নামক মণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। 'ত্রিবৃৎ' মণিই অতিশয় প্রভাবযুক্ত হয়ে 'অস্তৃত' মণি নামে উক্ত হয়েছে। যাকে কেউ আবৃত করতে পারে না বা হিংসা করতে পারে না এ অর্থে 'অস্তৃত' নামে হয়েছে। 'স্তৃঞ্ ছাদনে হিংসায়াং বা'—সায়ণাচার্য তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে।

দ্বিতীয় সূক্ত

আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ততে তমঃ ॥ ১ ॥
ন যস্যাঃ পারং দদৃশে ন যোযুবৎ বিশ্বমস্যাং নি বিশতে যদেজতি ।
অরিষ্টাসস্ত উর্বি তমস্বতি রাত্রি পারমশীমহি ভদ্রে পারমশীমহি ॥ ২ ॥
যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো দ্রষ্টারো নবতির্নব ।
অশীতিঃ সন্ত্যষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততিঃ ॥ ৩ ॥
যষ্টিশ্চ ষট্ চ রেবতি পঞ্চাশৎ পঞ্চ সুম্নয়ি ।
চত্বারশ্চত্বারিংশচ্চ ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বাজিনি ॥ ৪ ॥
দ্বৌ চ তে বিংশতিশ্চ তে রাত্র্যেকাদশাবমাঃ ।
তেভির্নো অদ্য পায়ুভির্নু পাহি দুহিতর্দিবঃ ॥ ৫ ॥
রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত মা নো দুঃশংস ঈশত ।
মা নো অদ্য গবাং স্তেনো মাবীনাং বৃক ঈশত ॥ ৬ ॥
মাশ্বানাং ভদ্রে তস্করো মা নৃণাং যাতুধান্যঃ ।
পরমেভিঃ পথিভি স্তেনো ধাবতু তস্করঃ ।
পরেণ দত্বতী রজ্জুঃ পরেণাঘায়ুরর্ষতু ॥ ৭ ॥
অধ রাত্রি তৃষ্টধূমমশীর্ষাণমহিং কৃণু ।
হনূ বৃকস্য জম্ভয়াস্তেন তং দ্রুপদে জহি ॥ ৮ ॥
ত্বয়ি রাত্রি বসামসি স্বপিষ্যামসি জাগৃহি ।
গোভ্যো নঃ শর্ম যচ্ছাশ্বেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে রাত্রি, তুমি পার্থিব গিরি, নদী, সমুদ্র, সকল স্থান ও অন্তরিক্ষলোক অন্ধকারে পূর্ণ করেছ। সেরূপ সর্বত্র ব্যাপিনী হয়ে দ্যুলোকের তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছ। এরূপ লোকত্রয় ব্যাপী তোমার দীপ্যমান নীলবর্ণ অন্ধকার সমস্ত ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছে। ১ ॥ যে রাত্রির পরপার দেখা যায় না, লোকত্রয়ব্যাপী এ রাত্রির মধ্যে চরাচরাত্মক জগৎ বিভক্ত নেই, কিন্তু বিশ্ব একাকার হয়ে আছে। সকল প্রাণী এদিকে সেদিকে যেতে অসমর্থ হয়ে এতে নিদ্রিত হয়ে আছে। হে সর্বলোকব্যাপী, অন্ধকারময়ী রাত্রী, সর্প, ব্যাঘ্র, চোরাদির দ্বারা অবাধিত হয়ে তোমার অন্ত যেন আমরা লাভ করি। হে কল্যাণরূপে রাত্রি, তোমার পার যেন আমরা পাই। ২ ॥ হে রাত্রি, তোমার মহিমার দ্রষ্টা, মানুষের কর্মফলের জ্ঞাতা যে নিরানব্বই (৯৯), অষ্টাশী (৮৮) এবং পঁচাত্তর (৭৫) জন গণদেবতা আছে, তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। ৩ ॥ হে ধনপ্রদে রাত্রি, তোমার ছেষট্টি (৬৬) গণদেবতা আছে, হে সুখপ্রাপিকে, তোমার যে পঞ্চান্ন (৫৫) গণদেবতা আছে, যে চুয়াল্লিশ (৪৪) গণদেবতা আছে এবং হে অন্নবতি, তোমার যে তেত্রিশ (৩৩) সংখ্যক গণদেবতা আছে, তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। ৪ ॥ হে রাত্রি যে দ্বাবিংশতি (২২) গণদেবতা তোমার মহিমার দ্রষ্টা আছে এবং যে নিকৃষ্ট এগার (১১) সংখ্যক গণদেবতা তোমার ব্যাপ্তিদ্রষ্টা আছে, হে দ্যুলোকের পুত্রি (আলোকের অভাবে রাত্রি আকাশ থেকে পতিত হচ্ছে বলে মনে হয়, এজন্য দ্যুলোকের পুত্রী বলা হয়েছে), হে রাত্রি, এখন দ্রুত তোমার ব্যাপ্তিদর্শক গণদেবতার সাথে আমাদের রক্ষা কর। ৫ ॥ হে রাত্রি, আমাদের রক্ষা কর, পাপ কথা যারা বলে অথবা পাপরূপ ক্রূর শস্ত্রাদির যারা হিংসা করে, এমন কোনও হিংসক যেন আমাদের বাধা দিতে সমর্থ না হয়। যে কোন দুষ্ট হিংসক শত্রু আমাদের নাশ করতে যেন সমর্থ না হয়। হে রাত্রি, কোন চোর

যেন এখন আমাদের গাভীদের চুরি না করে, কোন বৃক যেন আমাদের অবি-জাতীয় পশুদের বলপূর্বক অপহরণ করতে সমর্থ না হয়। হে কল্যাণপ্রদে রাত্রি, কোন তস্কর যেন আমাদের অশ্বদের অপহরণ করতে সমর্থ না হয়, যাতনাদানকারী পিশাচাদি যেন আমাদের পুত্র-ভৃত্যাদির বাধক না হয়। ধনাপহারক চোর অতিদূর পথে শীঘ্র পলায়ন করুক। দন্তযুক্ত, রজ্জুর মত বিস্তৃত সর্পাদি অতিদূর পথে চলে যাক। পরের হিংসাকামী শত্রু দূরে যাক। ৬-৭ ॥ হে রাত্রি, বিষযুক্ত সর্পের মস্তক ছিন্ন কর, বৃকের হণূদ্বয় বির্মদিত করে বৃক্ষতলে তাকে বিনাশ কর। ৮ ॥ হে রাত্রি, তোমার রক্ষণে আমরা বাস করব এবং নিদ্রা যাব, কিন্তু তুমি আমাদের রক্ষা করতে সাবধান হয়ে জেগে থাক। আমাদের গাভী, অশ্ব ও পুরুষদের সুখ দাও। ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯। 'আ রাত্রি পার্থিবং' এ সূক্তদ্বয় অর্থসূক্ত। এ সূক্ত-দুটি রাত্রীকল্পে রাত্র্যুপস্থানে জপে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

অথো যানি চ যস্মা হ যানি চান্তঃ পরীণহি।
তানি তে পরি দদ্মসি ॥ ১ ॥
রাত্রি মাতরুষসে নঃ পরি দেহি।
উষা নো অহ্নে পরি দদাত্বহস্তুভ্যং বিভাবরি ॥ ২ ॥
যৎ কিং চেদং পতয়তি যৎ কিং চেদং সরীসৃপম্।
যৎ কিং চ পর্বতায়াসত্বং তস্মাৎ ত্বং রাত্রি পাহি নঃ ॥ ৩ ॥
সা পশ্চাৎ পাহি সা পুরঃ সোত্তরাদধরাদুত।
গোপায় নো বিভাবরি স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥ ৪ ॥
যে রাত্রিমনুতিষ্ঠন্তি যে চ ভূতেষু জাগ্রতি।
পশূন্ যে সর্বান্ রক্ষন্তি তে ন আত্মসু জাগ্রতি তে নঃ পশুষু জাগ্রতি ॥ ৫ ॥
বেদ বৈ রাত্রি তে নাম ঘৃতাচী নাম বা অসি।
তাং ত্বাং ভরদ্বাজো বেদ সা নো বিত্তেঽধি জাগ্রতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ বাইরে অনাবৃত দেশে যে বস্তুগুলি আছে, যেগুলি গৃহের ভেতর আছে, এ প্রকাশ ও অপ্রকাশ দ্বিবিধ বস্তু তোমাকে রক্ষার জন্য দিচ্ছি। মায়ের মত পালনকর্ত্রি হে রাত্রি, উষাকাল পর্যন্ত আমাদের রক্ষা করে, উষার কাছে আমাদের রক্ষার জন্য দাও। উষাকাল দিবসের কাছে আমাদের রক্ষার জন্য দিক এবং হে বিভাবরি, দিবাকাল তোমার কাছে আমাদের রক্ষার জন্য দিক। এ ভাবে বারবার আবর্তমান দিন রাত আমাদের রক্ষা করুক। ১-২ ॥ আকাশে যে শ্যেন পক্ষী প্রভৃতি সঞ্চরণ করছে, ভূমিতে সঞ্চরণশীল যে সর্পাদি আছে, কিংবা পর্বতে দুষ্ট ব্যাঘ্র-সিংহাদি প্রাণী আছে, এ সকল হিংসক পক্ষী, সর্প ও দুষ্ট প্রাণিদের হাত থেকে, হে রাত্রি, তুমি আমাদের রক্ষা কর। ৩ ॥ হে রাত্রি, আমাদের পশ্চাৎ ভাগে তুমি আমাদের রক্ষা কর। এরূপ পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। হে রাত্রি, আমাদের রক্ষা কর, এখন আমরা তোমার স্তুতিকর্তা হয়েছি। ৪ ॥ যারা রাতে পূজা জপ উপাসনাদি কর্ম করে, যারা প্রাণিদের রক্ষার জন্য অবহিত আছে, যারা রাতে গবাদি পশুর রক্ষা করে, তারা সকলে আমাদের পুত্র মিত্রাদির রক্ষার জন্য জাগ্রত হোক, আমাদের পশুর জন্য জাগ্রত হোক। ৫ ॥ হে রাত্রি, তোমার নাম আমি জানি, তুমি ঘৃতাচী (দীপ্তিমতী) নামে প্রসিদ্ধ। তোমার এ নাম ভরদ্বাজ

মহর্ষি জানে। সে রাত্রি আমাদের পশু পুত্রাদি রূপ ধন রক্ষার জন্য জাগ্রত অর্থাৎ অবহিত হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'অথো যানি চ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

ইষিরা যোষা যুবতির্দমূনা রাত্রী দেবস্য সবিতুর্ভগস্য।
অশ্বক্ষভা সুহবা সম্ভৃতশ্রীরা পপ্রৌ দ্যাবাপৃথিবী মহিত্বা ॥ ১ ॥
অতি বিশ্বান্যরুহদ্ গম্ভীরো বর্ষিষ্ঠমরুহন্ত শ্রবিষ্ঠাঃ।
উশতী রাত্র্যনু সা ভদ্রাভি তিষ্ঠতে মিত্র ইব স্বধাভিঃ ॥ ২ ॥
বর্যে বন্দে সুভগে সুজাত আজগন্ রাত্রি সুমনা ইহ স্যাম্।
অস্মাংস্ত্রায়স্ব নর্যাণি জাতা অথো যানি গব্যানি পুষ্ট্যা ॥ ৩ ॥
সিংহস্য রাত্র্যুশতী পীংষস্য ব্যাঘ্রস্য দ্বীপিনো বর্চ আ দদে।
অশ্বস্য ব্রধ্নং পুরুষস্য মায়ুং পুরু রূপাণি কৃণুষে বিভাতী ॥ ৪ ॥
শিবাং রাত্রিমনুসূর্যং চ হিমস্য মাতা সুহবা নো অস্তু।
অস্য স্তোমস্য সুভগে নি বোধ যেন ত্বা বন্দে বিশ্বাসু দিক্ষু ॥ ৫ ॥
স্তোমস্য নো বিভাবরি রাত্রি রাজেব জোষসে।
অসাম সর্ববীরা ভবাম সর্ববেদসো ব্যুচ্ছন্তীরনুষসঃ ॥ ৬ ॥
শম্যা হ নাম দধিষে মম দিপ্সন্তি যে ধনা।
রাত্রীহি তানসুতপা য স্তেনো ন বিদ্যতে যৎ পুনর্ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
ভদ্রাসি রাত্রি চমসো ন বিষ্টো বিষ্বং গোরূপং যুবতি বির্ভর্ষি।
চক্ষুষ্মতী মে উশতী বপূংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ন ক্ষামমুক্থাঃ ॥ ৮ ॥
যো অদ্য স্তেন আয়ত্যঘায়ুর্মর্ত্যো রিপুঃ।
রাত্রী তস্য প্রতীত্য প্র গ্রীবাঃ প্র শিরো হনৎ ॥ ৯ ॥
প্র পাদৌ ন যথায়তি প্র হস্তৌ ন যথাশিষৎ।
যো মলিম্লুরুপায়তি স সম্পিষ্টো অপায়তি।
অপায়তি স্বপায়তি শুষ্কে স্থাণাবপায়তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সকলের প্রার্থনীয়া (অথবা সর্বত্র ব্যাপনশীলা) যুবতী, দান্তমনা, রাত্রি সর্বপ্রেরক ভগদেবের যোষিৎ। সে রাত্রি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আবরক (অথবা অশ্বাদির দর্শন প্রতিবন্ধক বিষয়ে দীপ্তিযুক্তা), সুষ্ঠু আহ্বানযোগ্য, সম্পূর্ণকান্তি (সকল জগৎ ব্যাপ্ত করে জন্য নিজে এক বলে প্রতীত সে রাত্রি) মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছে। ১ ॥ দুষ্প্রবেশা রাত্রি সকল চরাচর বস্তু অতিক্রম করে ব্যেপে থাকে। সে রাত্রি অন্নবতী (অথবা সকলের স্তূয়মানা), বনস্পতি, পর্বত, সমুদ্রাদি সব কিছু ব্যাপ্ত করেছে। অনন্তর অনুক্ষণ স্বজনের আকাঙ্ক্ষাকারী রাত্রি বিশেষরূপে জগৎ ব্যাপ্ত করেছে, যেমন সূর্য যজমানাদির প্রদত্ত হবি-রূপ অন্নের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে নিজ তেজে এ বিশ্ব আক্রমণ করে। ২ ॥ অনিরুদ্ধপ্রভাবা, সকলের বন্দনীয়া, সৌভাগ্যবতী, সুজাতা হে রাত্রি, তুমি এসেছ। তোমার আগমনে আমি সুমনস্ক হবো, আমাদের তুমি পালন কর। লোকের হিতকর যে বস্তগুলি উৎপন্ন হয়েছে, গবাদি পশুর পুষ্টিকর যে বস্তুগুলি, তাদের রক্ষা কর। ৩ ॥ কাময়মানা রাত্রীদেবতা গজযূথের চূর্ণকারী সিংহের ও দ্বীপে (উদকবেষ্টিত দুর্গাদিতে) সঞ্চরণশীল ব্যাঘ্রের তেজ অপহরণ করেছে। সেরূপ শীঘ্রগামী অশ্বের বেগ, পুরুষের আহ্বানাদি শব্দ নিরোধ

করেছে। নিজে বিশেষরূপে প্রকাশমানা রাত্রী, তুমি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করেছ। ৪॥ হে রাত্রী, মঙ্গলকারিণী তোমাকে বন্দনা করি, সেরূপ তোমার স্বামী সূর্যকে বন্দনা করি। হিমের জননী (হিমোৎপাদিকা) রাত্রী আমাদের আহ্বানের বিষয় হোক। হে সৌভাগ্যবতী, আমাদের এ স্তুতি জান (অর্থাৎ অনুগ্রহ ও অনুকূল বুদ্ধিতে অনুমোদন কর), যে স্তুতির দ্বারা সকল দিকে ব্যাপ্ত তোমাকে বন্দনা করছি। ৫ ।। হে ভাসমান রাত্রি, রাজার মত আমাদের স্তুতির সেবা কর অর্থাৎ অবহিত হয়ে শোন। অন্ধকারাপসারক প্রতি উষায় অর্থাৎ সর্বদা পুত্রমিত্রাদির সাথে যুক্ত হবো ও সম্পূর্ণ ধনযুক্ত হবো (অথবা রাত্রে নিদ্রাবশে মূঢ় থেকে সকালে সকল ইন্দ্রিয়-বিষয়ে জ্ঞান আমরা ফিরে পাব)। ৬ ॥ হে রাত্রি, যে শত্রু আমাদের ধন অপহরণ করতে ইচ্ছা করে, তাদের ধর্ষণ-সমর্থ বলে তুমি 'শম্যা' নাম ধারণ করেছ। তুমি সে শত্রুদের তাপ প্রদান করে এখানে এস, সে চোর যেন দেখা না যায়, তাদের যেন আর উৎপত্তি না হয় অর্থাৎ সপুত্রাদির সাথে সে শত্রুদের বিনাশ হয় ॥ ৭ ॥ হে রাত্রি, তুমি কল্যাণরূপা, ভোজনপাত্রের মত উত্তরোত্তর অন্ধকার যুক্ত হয়ে তুমি গোরূপ ধারণ করেছ। আমাদের রক্ষার জন্য চক্ষুষ্মতী হয়ে (অর্থাৎ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতে), আমাদের শরীর লক্ষ্য করে, এ পৃথিবী পরিত্যাগ করো না। যেমন দিব্য শরীর ত্যাগ কর না, সেরূপ আমাদের শরীর ত্যাগ করো না। ৮ ॥ আজ আমাদের ধন অপহরণ করতে যে চোর আসছে, এবং আমাদের প্রতি পাপাচরণ করতে যে শত্রু আসছে, হে রাত্রি তুমি তাদের চূর্ণ করে দূরদেশে পাঠিয়ে দাও, সে পরের উপদ্রবকারী শত্রুর অভিপ্রায় জেনে তাদের গ্রীবা ও মস্তক ছিন্ন কর। তারা যাতে আর না আসতে পারে, সেভাবে তাদের পা ভেঙ্গে দাও এবং তাদের হাত চূর্ণ কর, যাতে দুটি হাত আর যুক্ত করতে না পারে। যে চোর আসছে, তাকে চূর্ণ করে তাকে দূরে ছায়ারহিত নীরস বৃক্ষমূলে পাঠিয়ে দাও। ৯-১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'ইষিরা যোষা' ইত্যাদি দুটি সূক্ত রাত্রীকল্পে পুরোহিতের কর্তব্যবিষয়ে রাত্রীর অর্চনকর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

অধ রাত্রি তৃষ্টধূমমশীর্ষাণমহিং কৃণু।
অক্ষৌ বৃকস্য নির্জহ্যাস্তেন তং দ্রুপদে জহি ॥ ১ ॥
যে তে রাত্র্যনড্বাহস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গাঃ স্বাশবঃ।
তেভির্নো অদ্য পারয়াতি দুর্গাণি বিশ্বহা ।। ২ ।।
রাত্রিংরাত্রিমরিষ্যন্তস্তরেম তন্বা বয়ম্।
গম্ভীরমপ্লবা ইব ন তরেয়ুররাতয়ঃ ॥ ৩ ॥
যথা শাম্যাকঃ প্রপতন্নপবান্ নানুবিদ্যতে।
এবা রাত্রি প্র পাতয় যো অস্মাঁ অভ্যঘায়তি ॥ ৪ ॥
অপ স্তেনং বাসো গোঅজমুত তস্করম্।
অথো যো অর্বতঃ শিরোঽভিধায় নিনীষতি ॥ ৫ ॥
যদদ্যা রাত্রি সুভগে বিভজন্ত্যয়ো বসু।
যদেতদস্মান্ ভোজয় যথেদন্যানুপায়সি ॥ ৬ ॥
উষসে নঃ পরি দেহি সর্বান্ রাত্র্যনাগসঃ।
উষা নো অহ্নে আ ভজাদহস্তুভ্যং বিভাবরি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে রাত্রি, পরের উপদ্রবকারী নিশ্বাসধূম-রূপ বিষজ্বালা-যুক্ত সর্পকে মস্তকহীন কর। বৃকের চক্ষু উৎপাটিত কর এবং তাকে বৃক্ষতলে বিনাশ কর। ১ ॥ হে রাত্রি, তোমার বাহনরূপ তীক্ষ্মশৃঙ্গ বিশিষ্ট যে শকট বহন সামর্থ বলদগুলি আছে, তাদের দ্বারা দিনরাত সব সময় আমাদের দুর্গম অনর্থগুলি পার করে দাও। ২ ॥ পুত্রাদির সাথে সকল রাত আমরা অতিক্রম করব। তরণসাধন প্লবরহিত জনগণ যেমন অগাধ নদী পার হতে গিয়ে মধ্যনদীতে নির্মজ্জিত হয়, সেরূপ শত্রুগণ যেন রাত্রি অতিক্রম করতে না পেরে অর্থাৎ রাত্রিমধ্যে যেন তারা বিনষ্ট হয় । ৩ ॥ শাম্যাক ধান্য যেমন পক্ক অবস্থায় দুর্বল হয়ে অবস্থিতি লাভ করতে পারে না, সেরূপ হে রাত্রি, যে শত্রু আমাদের হিংসা করতে চায়, তাদের নিপাত কর। ৪ ॥ যে চোর আমাদের বস্ত্র, গাভী ও অজাদি অপহরণ করতে চায়, হে রাত্রি, তুমি তাদের অপসারণ কর এবং যে চোর রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা অশ্বের মস্তক বেঁধে নিয়ে যেতে চায়, তাদের দূর করে দাও। ৫ ॥ হে সুভগে রাত্রি, আজ শত্রুগণ যে স্বর্ণাদি অপহরণ করে ভাগ করতে চায়, তা আমাদের উপভোগ্য কর এবং অন্যান্য শত্রুর অপহৃত বস্ত্র, গাভী ও অজাদি আমাদের জন্য আন। ৬ ॥ হে রাত্রি, নিরপরাধ আমাদের পুত্রাদির সাথে উষাকাল পর্যন্ত রক্ষা কর, সে উষা সারাদিন সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত রক্ষা করুক এবং দিবস তোমাকে রক্ষার জন্য দিক। এভাবে তোমরা দিনরাত শত্রুর বাধা দূর করে আমাদের রক্ষা কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। পূর্ব সূক্তের মত এ সূক্তের বিনিয়োগ।

ষষ্ঠ সূক্ত

অযুতোঽহমযুতো ম আত্মাযুতং মে চক্ষুরযুতং মে
শ্রোত্রমযুতো মে প্রাণোঽযুতো মেঽপানোঽযুতো
মে ব্যানোঽযুতোঽহং সর্বঃ ॥ ১ ॥
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং
পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রসূত আ রভে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ সাঙ্গ-শরীরাভিমানী কর্মানুষ্ঠাতা আমি আজ সম্পূর্ণ, সেরূপ আমার শরীর, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, অপান, ব্যান প্রভৃতি সমস্ত কিছু আজ সম্পূর্ণ। সর্বেন্দ্রিয় পূর্ণ আমি আজ সর্বপ্রেরক সবিতাদেবতার অনুজ্ঞায়, অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগলের দ্বারা ও পূষাদেবের হস্তের দ্বারা কর্ম আরম্ভ করছি। ১-২ ॥

টীকা ঃ ১-২। 'অযুতোঽহং' ইত্যাদি যজুর্মন্ত্রাত্মক সূক্তে কর্মারম্ভে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহের আশা করা হয়েছে।

সপ্তম সূক্ত

কামস্তদগ্রে সমবর্তত মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
স কাম কামেন বৃহতা সযোনী রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি ॥ ১ ॥
ত্বং কাম সহসাসি প্রতিষ্ঠিতো বিভুর্বিভাবা সখ আ সখীয়তে।
ত্বমুগ্রঃ পৃতনাসু সাসহিঃ সহ ওজো যজমানায় ধেহি ॥ ২ ॥
দূরাচ্চকমানায় প্রতিপাণায়াক্ষয়ে।
আস্মা অশৃণ্বন্নাশাঃ কামেনাজনয়ন্ৎ স্বঃ ॥ ৩ ॥

কামেন মা কাম আগন্ হৃদয়াদ্ধৃদয়ং পরি।
যদমীষামদো মনস্তদৈতূপ মামিহ ॥ ৪ ॥
যৎ কাম কাময়মানা ইদং কৃণ্মসি তে হবিঃ।
তন্নঃ সর্বং সমৃধ্যতামথৈতস্য হবিষো বীহি স্বাহা॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পরমেশ্বরের মনে কাম উৎপন্ন হয়েছিল অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা জেগেছিল। অতীত কল্পে প্রপঞ্চের বীজরূপে, প্রাণিদের কৃত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম পরিপক্ক হয়ে ফলোন্মুখ ছিল, সেজন্য ফলপ্রদাতা, সর্বসাক্ষী, কর্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মেছিল। হে কাম, সর্বজগৎ সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর কর্তৃক উৎপাদিত তুমি, মহান দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরের সাথে সমানকারণ হয়ে (অর্থাৎ কারণান্তর-রহিত হয়ে) হবি-প্রদাতা যজমানকে ধনপুষ্টি দাও। ১ ॥ হে কাম, তুমি শত্রুধর্ষণ-সামর্থে প্রতিষ্ঠিত, সর্বব্যাপক ও বিশেষরূপে দীপ্ত। হে সখা, আমাদের প্রতি সখার মত আচরণ কর। হে কাম, তুমি তীব্র বলযুক্ত হয়ে সংগ্রামে শত্রুর পরাক্রম সহ্য করে থাক। সে শত্রুধর্ষণ-সামর্থ্য ও বল যজমানকে দাও। ২ ॥ দূরবিষয়ে অতিদুর্লভ ফল-কামনাকারী এ ব্যক্তির অভিমত ফল প্রাপ্তির জন্য এবং অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য পূর্বাদি সকল দিক অঙ্গীকার করে কামের দ্বারা (অভিমত ফল বিষয়ের দ্বারা) সুখ উৎপন্ন করেছে। ৩ ॥ ফলবিষয়ক ইচ্ছার দ্বারা কাম্যমান ফল আমার কাছে আসুক। জগৎসৃষ্টি বিষয়ে কামনাকারী ন-জন ব্রহ্মায় যে মন (অস্তিত্ব-ভাবনা-নিমিত্তক) ছিল, তা তাদের হৃদয় থেকে এ ফলকামী আমার হৃদয়ে আসুক। ৪ ॥ হে কাম, আমরা ফল কামনা করে তোমার উদ্দেশে যে চরু-পুরোডাশাদি হবি দিচ্ছি, তা তুমি ভক্ষণ কর, এ হবি স্বাহা মন্ত্রে অর্পিত হোক এবং আমাদের কাম্যমান সকল ফল পূর্ণ হোক। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'কামস্তদগ্রে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা প্রতিগৃহ্যমাণ দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করে প্রতিগ্রহীতা তা গ্রহণ করবে। সেরূপ দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে ব্যতিক্রম ঘটলে আজ্যহোমে, এ মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়েছে। কামপ্রতিপাদক বলে এ সূক্ত 'কামসূক্ত' বলে পরিচিত। প্রলয়কালে সকল জগৎ বাসনারূপে মায়াতে বিলীন হলে, ঈশ্বরের ঈক্ষণ (পর্যালোচনা) আবার এ জগতের সৃষ্টির কারণ, তার কি রূপ, তা এ মন্ত্রে বলা হয়েছে।

অষ্টম সূক্ত

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১ ॥
সপ্ত চক্রান্ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরমৃতং ন্বক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ ॥ ২ ॥
পূর্ণঃ কুম্ভোঽধি কাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধা নু সন্তঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনানি প্রত্যঙ্ কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ৩ ॥
স এব সং ভুবনান্যাভরৎ স এব সং ভুবনানি পর্যৈৎ।
পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং তস্মাৎ বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ ॥ ৪ ॥
কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥ ৫ ॥

কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভুতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬ ॥
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭ ॥
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।
কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৮ ॥
তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৯ ॥
কালঃ প্রজা অসৃজত কালো অগ্রে প্রজাপতিম্।
স্বয়ম্ভূঃ কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তরশ্মিরূপ রজ্জুযুক্ত, সহস্রলোচন, জরারহিত, প্রভূতবীর্য, কালরূপে অশ্ব আরোহীদের অভিমত প্রদেশে পৌঁছে দিচ্ছে। কুশল আরোহীগণ সে অশ্বে আরোহণ করে। সে অশ্বের গন্তব্য স্থান সকল ভুবন। (কালপক্ষে—অশ্ব বলতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবকিছু বস্তু যিনি ব্যাপ্ত করেছেন, কাল যিনি সর্বনিয়ামক, সমস্ত জগতের অনবচ্ছিন্ন পরমেশ্বর। যার সপ্ত রশ্মি অর্থাৎ দুটি ঋতু ও একটি অধিমাস। যিনি সহস্রাক্ষ অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক অহোরাত্রযুক্ত। যিনি অজর জরারহিত সর্বদা একরূপ, প্রভূত জগদুৎপাদনের সমর্থযুক্ত কাল সমস্ত প্রাণিদের নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করছে! সে কালকে ক্রান্তদর্শী বিদ্বানগণ নিজের অধীন করে। সে কালাত্মক রথের চক্রগুলি সকল প্রাণীর প্রতি গমন করছে। আদিত্যপক্ষেও এর ব্যাখ্যা সায়ণ-ভাষ্যে দৃষ্ট হয়)। ১ ॥ এ সর্বজগতের কারণরূপে অনুভূয়মান কালরূপ পরমাত্মা সপ্ত ঋতু অনুক্রমে ধারণ করেছেন। এ সংবৎসরের সাতটি নাভি। (অক্ষবন্ধক মধ্যছিদ্র সাতটি ঋতুসন্ধিকাল)। এর অক্ষ (তনু) অতি সূক্ষ্ম, অবিনশ্বর তত্ত্ব, সপ্তচক্রছিদ্রে অনুস্যূত এক সত্য তত্ত্ব। সে সংবৎসররূপ সকলের আদি, দ্যোতমান নিত্যজ্ঞানাত্মক কালরূপ পরমাত্মা নাম ও রূপে ব্যাপৃত এ সমস্ত ভুবন (চরাচরাত্মক সকল জগৎ) প্রকাশ করছেন অর্থাৎ নিজের কালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন রূপে উৎপন্ন করে, সব কিছু ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন। (অধ্যাত্মপক্ষে—কাল হচ্ছে সকলের নিয়ামক, সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কর্তা শরীরাভিমানী দেব। তার তনু সূক্ষ্ম দুর্দর্শ, অমৃত হচ্ছে চৈতন্য, অক্ষ সর্বেন্দ্রিয়ের ও তদ্বিষয়ের অনুগত। এরূপে সকল জগতের সৃষ্টি ও সংহার করে যিনি বর্তমান, সে কালকে তত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন)। ২ ॥ সর্বজগৎকারণ নিত্য অনবচ্ছিন্ন পরমাত্মস্বরূপে পূর্ণ কুম্ভ অর্থাৎ দিনরাত মাস ঋতু সংবসরাদিরূপ অবিচ্ছিন্ন জন্য কাল নিহিত আছে, (যেহেতু সকল কার্য কারণে অবস্থান করে)। সে জন্য কালকে সৎপুরুষগণ (আমরা) নানাপ্রকার অহোরাত্রাদি ভেদে অনুভব করে থাকে। (অথবা যে জন্য কালের আধার পরমাত্মাকে শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসনাদি বহু প্রকারে আমরা সাক্ষাৎ করে থাকি। আমরা সদ্রূপ ব্রহ্মের উপাসক)। সে কাল এ পরিদৃশ্যমান সকল প্রাণিসমূহ ব্যাপ্ত করেছে। সে কালকে পরম ব্যোমে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাংসারিক সুখ দুঃখাদি দোষরহিত, আকাশের মত নির্লিপ্ত, সর্বত্র অবস্থানকারী পরমানন্দ-প্রদায়ক স্ব স্ব রূপে বর্তমান বলে বিদ্বানগণ বলে থাকেন। ৩ ॥ সে কালই এ চরাচর সর্ববস্তু উৎপন্ন করেছে (অথবা নিজের উৎপাদিত সকল প্রাণীকে তিনিই সর্বতোভাবে পোষণ করেন)। সে কালই সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করেছে। সে কালই এ ভুবনের জনক হয়ে পুত্ররূপে অবস্থান করছে। (কালই পিতৃত্ব ও পুত্রত্বরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্ব জন্মে যিনি পিতারূপে জন্মেছিলেন,

এ জন্মে তিনি পুত্ররূপে জন্মেছেন। অথবা একই জন্মে পিতা পুত্ররূপে নিজ জায়াতে উৎপন্ন হচ্ছেন)। সে সকলের উৎপাদক সর্বগত কাল ছাড়া অন্য উৎকৃষ্ট তেজ আর নেই। ৪॥ কালরূপ পরমাত্মা ঐ দ্যুলোক সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কালই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালাবচ্ছিন্ন জগৎ আশ্রয় করে আছে। ৫॥ কালরূপ পরমাত্মা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কালের প্রেরণায়, সূর্য তাপ দেয় অর্থাৎ জগৎ প্রকাশ করে। কালের আশ্রয়ে সকল বিশ্ব অবস্থান করছে। কালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শন করে (অথবা কালেই চক্ষুষ্মান সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার করে থাকে)। ৬॥ সে কালরূপ পরমাত্মায় জগৎ সৃষ্টির কারণ-রূপ মন অবস্থান করছে। তাতেই সকল জগতের অন্তর্যামী সূত্রাত্মা প্রাণ অবস্থান করছে। অথবা সকল প্রাণীর মন, প্রাণ, নাম সেই কাল-স্বরূপে অবস্থান করছে। বসন্তাদি রূপে আগত সে কালের দ্বারা সকল প্রজাগণ (সৃষ্ট পদার্থ) নিজ নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য তুষ্ট হচ্ছে। ৭॥ সে কালরূপ পরমাত্মাতে তপস্যা (সর্বজগৎ সৃষ্টি বিষয়ে পর্যালোচনা), সকলের জ্যেষ্ঠ আদিভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য তত্ত্ব, সাঙ্গ বেদ ও তার প্রতিপাদক ব্রহ্ম সমাহিত রয়েছে। কালই সকল জগতের স্বামী, যে কাল প্রজাগণের স্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মার পিতা। ৮॥ সে কালরূপ পরমাত্মা সমস্ত স্রষ্টব্য জগতের কামনা করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট এ জগৎ সে কালেই প্রতিষ্ঠিত। সে কালই দেশকালাবচ্ছিন্ন সচ্চিৎসুখাত্মক পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে পরমেষ্ঠীকে (পরম স্থান সত্যলোকে স্থিত চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে) পালন করেন। ৯॥ কালরূপ পরমাত্মাই সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেছিলেন। সে কালই প্রজা সৃষ্টি করেন। স্বয়ম্ভূ কশ্যপ সকলের দ্রষ্টা অষ্টম সূর্য এবং তার সন্তাপক তেজ সে কাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ১০॥

টীকা : ১-১০। 'কালো অশ্বো বহতি'—এ সূক্ত দুটি স্বর্ণ ও ভূমিদানে আজ্য-হোমে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ দুটি সূক্তে সকল জগতের কারণ কালরূপ পরমাত্মার স্তুতি করা হয়েছে। প্রথমে কালকে অশ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

নবম সূক্ত

কালাদাপঃ সমভবন্ কালাৎ ব্রহ্ম তপো দিশঃ।
কালেনোদেতি সূর্যঃ কালে নি বিশতে পুনঃ ॥ ১ ॥
কালেন বাতঃ পবতে কালেন পৃথিবী মহী।
দ্যৌর্মহী কাল আহিতা ॥ ২ ॥
কালো হ ভূতং ভব্যং চ পুত্রো অজনয়ৎ পুরা।
কালাদৃচঃ সমভবন্ যজুঃ কালাদজায়ত ॥ ৩ ॥
কালো যজ্ঞং সমৈরয়দ্দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্।
কালে গন্ধর্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪ ॥
কালেহয়মঙ্গিরা দেবোহথর্বা চাধি তিষ্ঠতঃ।
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং পুণ্যাংশ্চ লোকান্ বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ।
সর্বাংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : সর্বজগৎকারণ পরমাত্মা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপ জল উৎপন্ন হয়েছিল। সেরূপ সে কাল থেকে যজ্ঞাদি কর্ম, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা ও পূর্বাদি

দিকসকল উৎপন্ন হয়েছিল। প্রেরক কালের দ্বারা সূর্য উদয় লাভ করে এবং আবার কালে বিলীন হয় অর্থাৎ অস্তগমন করে। ১ ॥ কালরূপ পরমাত্মার প্রেরণায় বায়ু প্রবাহিত হয়, তার দ্বারাই মহতী পৃথিবী দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়েছে এবং মহান দ্যুলোক কালরূপ আধারে নিহত আছে। কালরূপ প্রেরক পিতার দ্বারা পুত্র প্রজাপতি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান উৎপন্ন করেছে। কালরূপ পরমাত্মা থেকে ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্রগুলি উৎপন্ন হয়েছে। ২-৩ ॥ কালই ইন্দ্রাদি দেবগণের জন্য অক্ষয় ভাগরূপে যজ্ঞ (প্রকৃতি-বিকৃতিরূপ সোমযাগ) উৎপন্ন করিয়েছিলেন। বাক্যের ধারক (গায়ক) গন্ধর্বগণ ও অন্তরিক্ষচারিণী অপ্সরাগণ কালাধারে অবস্থান করছে। সমস্ত লোকই (সর্বজগৎ ও তদধিবাসী প্রাণিগণ) কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৪ ॥ অথর্ববেদ-স্রষ্টা দীপ্যমান পরমাত্মার অঙ্গোদ্ভূত অঙ্গিরা দেব এবং অথর্বা দেব স্বজনক কালেই অবস্থান করছে। ভূলোক, স্বর্গলোক, পুণ্যলোক ও দুঃখরহিত অন্য সকল লোক, স্বকারণ, দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সত্য-জ্ঞানানন্তাদিরূপ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত করে, (এ সূক্তদ্বয় প্রতিপাদ্য) পরম কাল-দেব সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যেপে অবস্থান করছেন। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'কালাদাপঃ' ইত্যাদি সূক্ত কালপ্রতিপাদক বলে 'কালসূক্ত' নামে অভিহিত হয়েছে। এর বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের মত।

৫ম মন্ত্রে—'অথর্ব'—শব্দের অর্থ পরমাত্মা। 'অশরীরী বাক্যের দ্বারা নিজ সৃষ্ট জলে এ পরমাত্মার অন্বেষণ কর' এর দ্বারা অভিহিত পরমাত্মা অথর্বশব্দ বাচ্য। 'অথার্বাগ্ এনং এতাস্বেবাপ্স্বন্বিচ্ছ'—গোপথ-ব্রাহ্মণ (১।৪)।

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

রাত্রিংরাত্রিমপ্রয়াতং ভরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমস্মৈ।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ১ ॥
যা তে বসোর্বাত ইষুঃ সা ত এষা তয়া নো মৃড়।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম। ২ ॥
সায়ংসায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম ॥ ৩ ॥
প্রাতঃপ্রাতর্গৃহপতির্নো অগ্নিঃ সায়ংসায়ং সৌমনসস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধীন্ধানাস্ত্বা শতংহিমা ঋধেম ॥ ৪ ॥
অপশ্চা দগ্ধান্নস্য ভূয়াসম্।
অন্নাদায়ান্নপতয়ে রুদ্রায় নমো অগ্নয়ে।
সভ্যঃ সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ॥ ৫ ॥
ত্বামিন্দ্রা পুরুহূত বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ।
অহরহর্বলিমিত্তে হরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমগ্নে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, গার্হপত্যাদিরূপে বর্তমান তোমার উদ্দেশে, অশ্বের প্রতি যেমন তৃণাদি দেওয়া হয়, সেরূপ নিরন্তর সর্বকালে হবি প্রদান করে, আমরা ধনপুষ্টি

ও অন্নের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে, সান্নিহিত গৃহে তোমার সমীপবর্তী হয়ে আমরা যেন হিংসিত না হই। যেহেতু রক্ষক তোমার কাছে আমরা আছি, অতএব আমরা অভিলষিত ফল লাভ করে নিরুপদ্রব হবো। ১ ॥ হে অগ্নি, ধনদাতা তোমার যে অনুগ্রহবুদ্ধি এবং অন্নপ্রদ তোমার যে অনুগ্রহবুদ্ধি, তার দ্বারা আমাদের সুখী কর। আমরা ধনপুষ্টি ও অন্নের দ্বারা তুষ্ট হয়ে যেন কারও দ্বারা হিংসিত না হই। তোমার কাছে থেকে আমরা যেন অভিলষিত ফল লাভ করে নিরুপদ্রব হই। ২ ॥ গার্হপত্য অগ্নি আমাদের সন্ধ্যা ও সকাল সুখদাতা হোক। হে অগ্নি, তুমি প্রভূত ধনদাতা হও। তোমাকে হবির দ্বারা দীপ্ত করে আমরা পুত্রমিত্রাদি সকলের পোষণ করব। ৩ ॥ গৃহের স্বামী যজমানরূপ (অথবা গৃহপতির দ্বারা আহিত) গার্হপত্য অগ্নি, প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের সকল সুখ দিক। হে অগ্নি, আমাদের দ্বারা দীপ্ত হয়ে তুমি প্রভূত ধনের দাতা হও। তোমার পরিচর্যার দ্বারা আমরা শত হিম ঋতু (অর্থাৎ শত বছর) জীবন লাভ করব। ৪ ॥ স্থালীপৃষ্ঠভাগে দগ্ধান্নরহিত হবো। (অল্প অন্ন হলে স্থালীপৃষ্ঠে দগ্ধ হবার সম্ভাবনা, বহু অন্ন হলে সে সম্ভাবনা নেই, এজন্য এখানে বহু অন্ন লাভের আশা করা হয়েছে)। অন্নের ভোক্তা, অন্নপতি, রুদ্ররূপ অগ্নিকে নমস্কার। (অগ্নির পরিচর্যার দ্বারা অন্ন লাভ হয়)। হে অগ্নি, আমাদের পুত্র, মিত্র, পশু প্রভৃতির রক্ষা কর। যারা সমাজে সভ্য, তারা আমাদের পুত্রাদির রক্ষা করুক। ৫ ॥ বহুজনের আহূত, ঐশ্বর্যসম্পন্ন হে অগ্নি, তুমি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ু দাও। অশ্বের প্রতি তৃণদানের মত, গৃহে বর্তমান অগ্নির উদ্দেশে যারা প্রতিদিন উপহার দিচ্ছে, তাদের তুমি আয়ু দাও। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। সপ্তম অনুবাকে চৌদ্দটি সূক্ত, তার মধ্যে এ প্রথম সূক্তে অগ্নির পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

যমস্য লোকাদধ্যা বভূবিথ প্রমদা মর্ত্যান্ প্র যুনক্ষি ধীরঃ।
একাকিনা সরথং যাসি বিদ্বান্‌ৎস্বপ্নং মিমানো
অসুরস্য যোনৌ ॥ ১ ॥
বন্ধস্ত্বাগ্রে বিশ্বচয়া অপশ্যৎ পুরা রাত্র্যা জনিতোরেকে অহ্নি।
ততঃ স্বপ্নেদমধ্যা বভূবিথ ভিষগ্‌ভ্যো রূপমপগূহমানঃ ॥ ২ ॥
বৃহদ্গাবাবাসুরেভ্যোঽধি দেবানুপাবর্তত মহিমানমিচ্ছন্।
তস্মৈ স্বপ্নায় দধুরাধিপত্যং ত্রয়স্ত্রিংশাসঃ স্বরানশানাঃ ॥ ৩ ॥
নৈতাং বিদুঃ পিতরো নোত দেবা যেষাং জল্পিশ্চরত্যন্তরেদম্।
ত্রিতে স্বপ্নমদধুরাপ্ত্যে নর আদিত্যাসো বরুণেনানুশিষ্টাঃ ॥ ৪ ॥
যস্য ক্রূরমভজন্ত দুষ্কৃতোঽস্বপ্নেন সুকৃতঃ পুণ্যমায়ুঃ।
স্বর্মদসি পরমেণ বন্ধুনা তপ্যমানস্য মনসোঽধি জজ্ঞিষে ॥ ৫ ॥
বিদ্ম তে সর্বাঃ পরিজাঃ পুরস্তাৎ বিদ্ম স্বপ্ন যো অধিপা ইহা তে।
যশস্বিনো নো যশসেহ পাহ্যারাদ্ দ্বিষেভিঃপ যাহি দূরম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে দুঃস্বপ্নাভিমানী ক্রূর পিশাচ, তুমি যমলোক থেকে এ ভূলোকে এসে নির্ভীকরূপে মর্তের স্ত্রী-পুরুষদের মৃত্যুসূচক দুঃস্বপ্ন দিচ্ছ। দেহধারিদের পরমায়ু জেনে, তাদের হৃদয়ে অনিষ্টকর স্বপ্ন উৎপন্ন করে, দুঃস্বপ্নের দ্বারা ম্রিয়মাণ অসহায় পুরুষের সাথে এক রথে গমন করছ। (একাকী দুঃস্বপ্ন-দর্শী পুরুষকে যমলোকে

নিয়ে যাচ্ছ)। ১॥ হে দুঃস্বপ্নাভিমানী পিশাচ, অহোরাত্র সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের স্রষ্টা, সকল প্রাণীর বিধাতা তোমাকে দেখেছিল। হে স্বপ্ন, তুমি চিকিৎসকদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে সকল জগৎ ব্যেপে আছ। (চিকিৎসকরা রোগের স্বরূপ ও তার কারণ জেনে ঔষধাদির দ্বারা তার প্রতীকার করে, কিন্তু দুঃস্বপ্নের স্বরূপ বা কারণ না জানার জন্য তার প্রতীকার করতে পারে না—এটা হচ্ছে স্বরূপের আচ্ছাদন)। ২॥ দুষ্প্রধর্ষ পুরুষদের ব্যাপ্তকারী স্বপ্ন অসুরদের কাছ থেকে, দেবতাদের কাছে মহত্ব কামনা করে যায়। (পূর্বে সাধারণ অসুরদের কাছে থেকে অধিক শ্রেয় লাভের আশায় দেবতাদের লাভ করে)। স্বর্গের তেত্রিশ দেবতারা এ দুঃস্বপ্নকে সকল লোকের অনিষ্ট করার জন্য আধিপত্য দিয়েছে। ৩॥ তেত্রিশ দেবতাদের এ কথা (অর্থাৎ লোকের ওপর দুঃস্বপ্নের আধিপত্য করার কথা) পিতৃগণ কিংবা অন্য দেবতারা জানে না। আধিপত্য প্রদানরূপ এ বাক্য জগৎ খেয়ে ফেলছে। (দেবতাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দুঃস্বপ্ন আদিত্য দেবতাদের গ্রহণ করল। তখন আদিত্যগণ পরস্পর মিলিত হয়ে বিচার করল—দুঃস্বপ্ন আমাদের কাছে ক্ষমতা পেয়ে আমাদেরই গ্রহণ করল, এখন এর কি উপায় করা যায়? তাদের দ্বারা পৃষ্ট হয়ে বরুণ এ স্বপ্নপ্রতীকারের উপায় বলেছিল)। নেতা আদিত্যগণ পাপনিবারক বরুণদেবের দ্বারা অনুশিষ্ট হয়ে জলের পুত্র ত্রিত-নামক মহর্ষির কাছে অনিষ্টফলসূচক দুঃস্বপ্ন ন্যস্ত করেছিল। ৪॥ দুষ্কৃতকারী পাপিগণ দুঃস্বপ্নের ভয়ংকর অনিষ্ট ফল ভোগ করে, সুকৃতকারিগণ দুঃস্বপ্ন না দেখে পুণ্যকর্ম-নিমিত্ত জীবন লাভ করে। হে দুঃস্বপ্ন, স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রাক্কালে তোমার দ্রষ্টা পরম বন্ধু বিধাতার সাথে তুমি সৃষ্ট হয়েছে। মৃত্যুপাশে সন্তপ্যমান দুষ্কৃতকারী পুরুষের মন থেকে মৃত্যুসূচনার জন্য তুমি উৎপন্ন হয়েছ। ৫॥ হে স্বপ্ন, তোমার পূর্বগামী সকল পরিজনদের আমি জানি। সেরূপ তোমার বর্তমান অধিপতিকে জানি। তোমার জ্ঞাতা আমাদের যশের দ্বারা রক্ষা কর এবং বাধক শত্রুদের সাথে তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরদেশে চলে যাও। ৬॥

টীকা: ১-৬। 'যমস্য লোকাৎ' ইত্যাদি সূক্ত দুঃস্বপ্ননাশ কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

যথা কলাং যথা শফং যথর্ণং সন্নয়ন্তি।
এবা দুষ্বপ্ন্যং সর্বমপ্রিয়ে সং নয়ামসি ॥ ১ ॥
সং রাজানো অগুঃ সমৃণান্যগুঃ সঃ কুষ্ঠা অগুঃ সং কলা অগুঃ।
সমস্মাসু যদ্দুষ্বপ্ন্যং নির্দ্বিষতে দুষ্বপ্ন্যং সুবাম ॥ ২ ॥
দেবানাং পত্নীনাং গর্ভ যমস্য কর যো ভদ্রঃ স্বপ্ন।
স মম যঃ পাপস্তদ্দ্বিষতে প্র হিণ্মঃ।
মা তৃষ্টানামসি কৃষ্ণশকুনের্মুখম্ ॥ ৩ ॥
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স ত্বং স্বপ্নাশ্ব ইব কায়মশ্ব ইব নীনাহম্।
অনাস্মাকং দেবপীয়ুং পিয়ারুং বপ যদস্মাসু দুষ্বপ্ন্যং
যদ্ গোষু যচ্চ নো গৃহে ॥ ৪ ॥
অনাস্মাকস্তদ্দেবপীয়ুঃ পিয়ারুর্নিষ্কমিব প্রতি মুঞ্চতাম্।
নবারত্নীনপময়া অস্মাকং ততঃ পরি।
দুষ্বপ্ন্যং সর্বং দ্বিষতে নির্দয়ামসি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ ঋত্বিক্‌গণ যেমন হত পশুর একটি খণ্ড এনে অন্য অঙ্গের সাথে যুক্ত করে, প্রবৃদ্ধ ঋণ যেমন উত্তমর্ণকে প্রত্যর্পণ করা হয়, এ দুঃস্বপ্নজনিত সকল অনর্থ জলের পুত্র ত্রিত নামক মহর্ষিতে স্থাপন করছি। ১ ॥ পররাষ্ট্র বিনাশের জন্য যেমন রাজারা মিলিত হয়, ঋণের পর ঋণ যেমন বেড়ে চলে, কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা না করা হলে যেমন তার ওপর আরও রোগ উৎপন্ন হয়, বর্জনীয় পশুর অবয়বগুলি যেমন জীর্ণ কূপাদিতে জমা হয়, সেরূপ আমাদের দুঃস্বপ্ননিমিত্ত অনিষ্টগুলি আমাদের বিদ্বেষ্টা শত্রুদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ২ ॥ গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের পুত্র, যমের হস্তসদৃশ হে দুঃস্বপ্ন, তোমার যে মঙ্গলকারী অংশ আছে, তা আমার হোক এবং যা অনিষ্টকারী অংশ তা শত্রুদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কৃষ্ণবর্ণ পক্ষীর (কাকের) মুখের মত মুখবিশিষ্ট দুঃস্বপ্ন, তুমি আমাদের বাধক হয়ো না। ৩ ॥ হে স্বপ্ন, সেরূপ তোমাকে এবং যার জন্য উৎপন্ন হয়ে তুমি এসেছ, তা আমরা জানি। হে স্বপ্ন, অশ্ব যেমন নিজের ধূলি-ধূসারিত অঙ্গ কম্পন করে এবং কবচাদি উন্মোচন করে, সেরূপ যে আমাদের ও দেবতাদের বাধক যজ্ঞবিঘাতক শত্রু, তার দুঃস্বপ্নফল হোক। আমাদের শরীরে, গাভীদের ও আমাদের গৃহে দুঃস্বপ্ন-জনিত যে অনর্থসকল আছে, সেগুলি দূর করে দাও। সে অনিষ্টজাত স্বপ্ন দেববিঘাতক শত্রুগণ স্বর্ণাভরণের মত ধারণ করুক। দুঃস্বপ্ন আমাদের কাছ থেকে ন-হাত দূরে সরিয়ে দাও, যাতে তাদের স্পর্শ না হয়। তারপর সকল দুঃস্বপ্ন বিদ্বেষকারী শত্রুদের কাছে পাঠিয়ে দেব। ৪-৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'যথা কলাং যথা শফং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পুরোহিত দুঃস্বপ্ন-দর্শী রাজার অভিমন্ত্রণ করবে।

চতুর্থ সূক্ত

ঘৃতস্য জূতিঃ সমনা সদেবা সম্বৎসরং হবিষা বর্ধয়ন্তী।
শ্রোত্রং চক্ষুঃ প্রাণোচ্ছিন্নো নো অস্ত্বচ্ছিন্না বয়মায়ুষো বর্চসঃ ॥ ১ ॥
উপাস্মান্ প্রাণো হ্বয়তামুপ বয়ং প্রাণং হবামহে।
বর্চো জগ্রাহ পৃথিব্যন্তরিক্ষং বর্চঃ সোমো বৃহস্পতির্বিধত্তা ॥ ২ ॥
বর্চসো দ্যাবাপৃথিবী সংগ্রহণী বভূবথুর্বর্চো
গৃহীত্বা পৃথিবীমনু সং চরেম।
যশসং গাবো গোপতিমুপ তিষ্ঠন্ত্যায়তীর্যশো
গৃহীত্বা পৃথিবীমনু সং চরেম ॥ ৩ ॥
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্মা সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তম্ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞস্য চক্ষুঃ প্রভৃতির্মুখং চ বাচা শ্রোত্রেণ মনসা জুহোমি।
ইমং যজ্ঞং বিততং বিশ্বকর্মণা দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ ॥ ৫ ॥
যে দেবানামৃত্বিজো যে চ যজ্ঞিয়া যেভ্যো হব্যং ক্রিয়তে ভাগধেয়ম্।
ইমং যজ্ঞং সহ পত্নীভিরেত্য যাবন্তো দেবাস্তবিষা মাদয়ন্তাম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ সকল প্রাণীর মন ও ইন্দ্রিয়ের সাথে পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধি সংবৎসরাত্মক (সম্যক্‌রূপে প্রাণিগণ যেখানে বাস করে) পরমাত্মাকে হবির দ্বারা (শব্দস্পর্শাদি রূপ প্রপঞ্চের দ্বারা হূয়মান হয়ে) পুষ্ট করে। (বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদের পরিহারই পরমাত্মার পোষণ)। এরূপ জ্ঞানযজ্ঞের প্রবর্তক আমাদের শ্রোত্র, চক্ষু, প্রাণাদি

(সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) অবিনশ্বর হোক। আমরা আয়ু ও তেজের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন (বিনাশরহিত) হবো। (ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যবিষয়-প্রবর্তনের পরিহারের দ্বারা আত্মবিষয়কত্ব-করণ হচ্ছে তাদের বিচ্ছেদাভাব—তা এখানে আশা করা হয়েছে)। ১ ॥ প্রাণ (শরীরধারক পঞ্চবৃত্তিক বায়ু) মানসযজ্ঞ-প্রবর্তক আমাদের চিরকাল জীবন লাভের অনুমতি দিক। আমরাও সে প্রাণকে আমাদের শরীরে চিরকাল থাকবার জন্য প্রার্থনা করছি। পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ আমাদের দেবার জন্য তেজ (শরীরধারক ওজ-নামক অষ্টম ধাতু) গ্রহণ করেছে, সেরূপ সোম, বৃহস্পতি ও ধারক অগ্নি (অথবা সূর্য) আমাদের দেবার জন্য তেজ ধারণ করেছে। ২ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা তেজোদাত্রী হও। তোমাদের দত্ত তেজ লাভ করে আমরা ভূলোক ও দ্যুলোকে বিচরণ করব। ধেনুগণ তাদের পালক আমাদের কাছে অন্নের (বা যশের) সাথে আসুক। তা হলে আমরা আগমনকারী ধেনু ও যশ লাভ করে উভয় লোকে (অথবা পৃথিবীলোকে) সঞ্চরণ করব। ৩ ॥ হে ইন্দ্রিয়সকল, তোমরা এ মানসযজ্ঞ-প্রবর্তনের অধিষ্ঠানরূপ শরীরে মিলিত হয়ে অবস্থান কর, যেহেতু সে দেহ স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবর্তমান তোমাদের রক্ষক। (শরীর থাকলে ইন্দ্রিয়দের অবস্থান হয়, অথবা তোমাদের পানরূপ, স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবর্তন হচ্ছে ইন্দ্রিয়দের পানরূপ)। অধিক, বিস্তীর্ণ বর্মরূপ বিষয়নামক বস্তুগুলি সম্বন্ধ-যুক্ত কর অর্থাৎ শব্দাদিকে স্ব-স্ব-ব্যাপারের বিষয়ীভূত কর। সেরূপ তাদের লৌহের মত সারযুক্ত, অপরের অধৃষ্য ও স্ব-স্ব-বিষয়গ্রহণে সামর্থযুক্ত কর। তোমাদের চমসের মত ভাগসাধনরূপ দেহ যেন বিনষ্ট না হয়, সে দেহকে দৃঢ় কর। (অবস্থানের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের স্তুতি করা হলো। এ মন্ত্রের ঋত্বিক্ ও যোদ্ধার পক্ষে ব্যাখ্যা আছে)। ৪ ॥ যজ্ঞের চক্ষুর মত প্রদর্শক, সকল যজ্ঞের আদিরূপ, যজ্ঞের মুখ-স্বরূপ অগ্নিতে মন্ত্র, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত মনের দ্বারা যষ্টব্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের ধ্যান করে ঘৃতাদি আহুতি দিচ্ছি। বিশ্বস্রষ্টা দেবের দ্বারা বিস্তীর্ণ এ মানস যজ্ঞ দেবতাগণ অনুগ্রহ বুদ্ধিতে লাভ করুক। ৫ ॥ দেবতাদের মধ্যে যারা ঋত্বিক্-রূপ, যারা যাগযোগ্য দেবতা আছে, যাদের উদ্দেশে ভাগরূপ হবি দেওয়া হয়, যত দেবতা আছে, সে সকল মহান দেবতারা সপত্নীক এ যজ্ঞে এসে আমাদেব প্রদত্ত হবি গ্রহণ করে তৃপ্ত হোক। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'ঘৃতস্য জূতিঃ' ইত্যাদি সূক্ত দশপূর্ণমাস যজ্ঞে আজ্যহোমে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ সূক্তে মানসযজ্ঞের স্তুতি করা হয়েছে। শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞানাগ্নিতে হোমের কথা ভগবান শ্রীগীতাতে বলেছেন—

"শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ান্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ (গীতা—৪।২৭)।

পঞ্চম সূক্ত

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা।
ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ। ১ ॥
যদ্ বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্ বিশ্বাদা পৃণাতু বিদ্বান্ৎসোমস্য যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ২ ॥

আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনুপ্রবোঢ়ুম্ ।
অগ্নির্বিদ্বান্‌ৎস যজাৎ স ইদ্ধোতা সোঽধ্বরান্‌ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি ব্রতপালক (কর্মের রক্ষক), মরণশীল মানুষদের মধ্যে দ্যোতমান জঠরাগ্নিরূপে তুমি ব্যাপ্ত রয়েছ এবং তুমি দর্শপূর্ণমাসাদি সকল যজ্ঞে স্তুত্য। ১ ॥ হে দেবগণ, বিদ্বান তোমাদের কর্মমার্গ না জেনে আমরা যা নষ্ট করেছি, সে লুপ্ত কর্ম জেনে অগ্নি তা পূর্ণ করুক। যে অগ্নি সোমযাগকারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবিষ্ট রয়েছে অর্থাৎ তাদের অভিমুখে এসেছে। ২ ॥ যে পথে দেবতাদের পাওয়া যায় সে পথে আমরা প্রবেশ করেছি। আমরা যে অনুষ্ঠান করছি, সে অনুষ্ঠান অনুক্রমে পেঁছানোর জন্য দেবতাদের পথের আমরা অনুসরণ করছি। অগ্নি সে পথ জেনে দেবতাদের যাগ করুক । সে অগ্নি হোতা (মানুষদের বা দেবতাদের আহ্বাতা)। সে অগ্নি অধ্বর (হিংসারহিত যজ্ঞ) ও যজ্ঞকাল সম্পন্ন করুক। ৩ ॥

টীকা ঃ ১-৩। 'ত্বমগ্নে ব্রতপাঃ' ইত্যাদি সূক্ত দর্শ অথবা পূর্ণমাস যজ্ঞে ব্যতিক্রমে আজ্যহোমে বিনিযুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

বাঙ্ম আসন্নসোঃ প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্ণোঃ শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ ।
অপলিতাঃ কেশা অশোণা দন্তা বহু বাহ্বোর্বলম্ ॥ ১ ॥
ঊর্বোরোজো জঙ্ঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ ।
প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্বাত্মানিভৃষ্টঃ ॥ ২ ॥
তনূস্তন্বা মে সহে দতঃ সর্বমায়ুরশীয় ।
স্যোনং মে সীদ পুরুঃ পৃণস্ব পবমানঃ স্বর্গে ॥ ৩ ॥
প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু ।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্যে ॥ ৪ ॥
উৎ তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্ যজ্ঞেন বোধয় ।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্তিং যজমানং চ বর্ধয় ॥ ৫ ॥
অগ্নে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে ।
স মে শ্রদ্ধাং চ মেধাং চ জাতবেদাঃ প্র যচ্ছতু ॥ ৬ ॥
ইধ্মেন ত্বা জাতবেদঃ সমিধা বর্ধয়ামসি ।
তথা ত্বমস্মান্ বর্ধয় প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ৭ ॥
যদগ্নে যানি কানি চিদা তে দারূণি দধ্মসি ।
সর্বং তদস্তু মে শিবং তজ্জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ৮ ॥
এতাস্তে অগ্নে সমিধস্ত্বমিদ্ধঃ সমিদ্ ভব ।
আয়ুরস্মাসু ধেহ্যমৃতত্বমাচার্যায় ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তোমার অনুগ্রহে আমি বাক্য (বাগিন্দ্রিয়), নাসিকাদ্বয়, প্রাণ, চক্ষুদ্বয়ের দর্শনশক্তি, কর্ণদ্বয়ের শ্রবণশক্তি, অপলিত কেশ, শুভ্র দন্ত ও বাহুর প্রভূত বল লাভ করব। সেরূপ উরু ও জঙ্ঘার বল, পাদদ্বয়ের গমনশক্তি লাভ করব। আমার সর্বাত্মক অরিষ্টসকল বিদূরিত হোক। ১-২ ॥ শরীরের দ্বারা সকল শারীরিক বল ও দাঁতের দ্বারা সকল আয়ু আমি লাভ করব। হে অগ্নি,

আমাকে প্রভূত সুখ দাও ও আমার শোধকরূপে স্বর্গলোকে আমাকে নিয়ে যাও। ৩ ॥ হে অগ্নি, আমাকে দেবতাদের প্রিয় কর, সেরূপ রাজাদের প্রিয়পাত্র কর। পরিদৃশ্যমান সকলের দ্রষ্টা ব্রাহ্মণদের, শূদ্রের ও বৈশ্যদের প্রিয় কর অর্থাৎ আমি যেন সকলের প্রিয়পাত্র হই। ৪ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি (মন্ত্রের পালক অগ্নিদেব), তুমি ওঠ (অর্থাৎ দীপ্ত হও), যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের (আমাদের কথা) জানাও। আমাদের আয়ু, প্রাণ, পুত্রাদি, পশু, যশ ও যজ্ঞের বর্ধন কর। ৫ ॥ মহান জাতবেদা (জাত প্রাণিদের জ্ঞাতা অথবা তাদের দ্বারা জ্ঞাত কিংবা প্রভূত ধনযুক্ত) অগ্নির উদ্দেশে আমরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করেছি। সে সমিদ্ধ (কাষ্ঠের দ্বারা দীপ্ত) অগ্নি আমাদের শ্রদ্ধা ও মেধা (অধীত বেদের ধারণাশক্তি) দিক। ৬ ॥ হে জাতবেদা, তোমাকে কাষ্ঠের দ্বারা বর্ধন করছি, তুমি আমাদের প্রজা (পুত্রাদি) ও ধনের দ্বারা বর্ধন কর। সে অগ্নি আমাদের দীর্ঘায়ু করুক। ৭ ॥ হে অগ্নি, তোমার উদ্দেশে যে যে কাষ্ঠ (যজ্ঞীয় অথবা অযজ্ঞীয়) অর্পণ করছি, তা আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। হে যুবতম অগ্নি, তা (সে আহিত কাষ্ঠাদি) তুমি গ্রহণ কর (সেবা কর)। ৮ ॥ হে অগ্নি, তোমার উদ্দেশে এ কাষ্ঠগুলি আনা হয়েছে, সে কাষ্ঠের দ্বারা তুমি প্রজ্বলিত হও। আমাদের আয়ু দাও এবং আচার্যদের (আমাদের উপাধ্যায়, উপনয়ন ও গায়ত্রী-প্রদাতা বেদের অধ্যাপকদের) অমৃতত্ব দাও (তাদের অমর কর)। ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯। এ সূক্তে অগ্নির কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। 'অগ্নে সমিধং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য অগ্নিকার্যে প্রতি মন্ত্রের দ্বারা সমিধ প্রদান করতে হবে।

সপ্তম সূক্ত

হরিঃ সুপর্ণো দিবমারুহোঽর্চিষা যে ত্বা দিপ্সন্তি দিবমুৎপতন্তম্।
অব তাং জহি হরসা জাতবেদোঽবিভ্যদুগ্রোঽর্চিষা দিবমা রোহ সূর্য ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ হে সূর্য, তুমি অন্ধকারনাশক ও সুপর্ণরূপ (শোভন পতনযোগ্য), তুমি তেজে দ্যুলোকে আরোহণ কর। দ্যুলোকে গমনকারী তোমার যে শত্রুরা প্রতিরোধ করতে চায়, সে প্রতিবন্ধক শত্রুদের হে জাতবেদা (জাতপ্রাণিদের দ্বারা জ্ঞাত অথবা জাতপ্রাণিদের কর্ম ও কর্মফলের যিনি জ্ঞাতা। সন্ধ্যাকালে সূর্য অগ্নিতে প্রবেশ করে জন্য সূর্যের জাতবেদা শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে), তোমার শত্রুনিবারক তেজের দ্বারা তাদের এভাবে আঘাত কর, যাতে তারা পালিয়ে যায়। শত্রুর কাছ থেকে ভীত না হয়ে এবং প্রভূত বলযুক্ত হয়ে হে সূর্য, দ্যুলোকে অবস্থান কর। ১ ॥

টীকা ঃ 'হরিঃ সুপর্ণঃ', 'অয়োজালাঃ' এবং 'পশোম শরদঃ'—ইত্যাদি এক ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত সূর্যোপস্থানে বিনিযুক্ত হয়েছে।

অষ্টম সূক্ত

অয়োজালা অসুরা মায়িনোঽয়স্ময়ৈঃ পাশৈরঙ্কিনো যে চরন্তি।
তাংস্তে রন্ধয়ামি হরসা জাতবেদঃ সহস্রঋষ্টিঃ সপত্নান্
প্রমৃণন্ পাহি বজ্রঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ লোহময় বাগুরাযুক্ত মায়ী কুটিল সুরদ্বেষী যে অসুরগণ সৎকর্মকারিদের হিংসা করার জন্য লোহময় পাশহস্তে বিচরণ করছে, হে জাতবেদা (সূর্য), তোমার তেজে তাদের আমি বশীভূত করব (অথবা তুমি তাদের বশীভূত কর)। সহস্র ঋষ্টিযুক্ত (ঋষ্টি আয়ুধ বিশেষ, সহস্রসংখ্যক আয়ুধযুক্ত অর্থাৎ বজ্রযুক্ত) হয়ে তুমি শত্রুদের বিনাশ করে আমাদের রক্ষা কর। ১ ॥

নবম সূক্ত

পশ্যেম শরদঃ শতম্ ॥ ১ ॥ জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ২ ॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম্ ॥ ৩ ॥ রোহেম শরদঃ শতম্ ॥ ৪ ॥
পূষেম শরদঃ শতম্ ॥ ৫ ॥ ভবেম শরদঃ শতম্ ॥ ৬ ॥
ভূয়েম শরদঃ শতম্ ॥ ৭ ॥ ভূয়সীঃ শরদঃ শতাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে সূর্য, তোমাকে শত বছর দেখব, শতবছর বেঁচে থাকব, সকল কর্ম জানবো ; উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হবো, শতবছর পুষ্টিলাভ করব এবং শত শত বছর পুত্রাদিপ্রবাহে উৎপন্ন হবো। ১-৮ ॥

দশম সূক্ত

অব্যসশ্চ ব্যচসশ্চ বিলং বি ষ্যামি মায়য়া।
তাভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্মাণি কৃণ্মহে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ সকল শরীরের ব্যাপক সমষ্টিরূপ ব্যানবায়ুর এবং ব্যষ্টিরূপ প্রাণবায়ুর ছিদ্রের মত মূলাধার কর্মের দ্বারা (অভিভবন-ব্যাপারের দ্বারা) বিবৃত করছি। (শব্দ উচ্চারণে ইচ্ছুক পুরুষের প্রযত্নজনিত বায়ুবশে মূলাধারে স্পন্দন হয়)। সে ব্যান ও প্রাণবায়ুর দ্বারা বেদরূপ অক্ষরাত্মক মন্ত্রসমূহ উদ্ধার করে (অর্থাৎ মূলাধার থেকে পরাপশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীক্রমে উত্থিত হয়ে) শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মসকল করব। [অথবা—অব্যাপ্ত পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা ও ব্যাপ্ত পরমাত্মার উপলব্ধি স্থানরূপ হৃদয় মায়ার (অজ্ঞানের) দ্বারা বিমুক্ত করব। হৃদয় অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকলে কর্তব্য ও অকর্তব্যের কোন ভেদ থাকে না। এ জন্য কার্যাকার্য জ্ঞানের পরিপন্থী মূঢ়ভাব অপসারিত করব। সে জীবাত্মা ও পর-মাত্মার চিকীর্ষিত কর্মাবয়ব (জ্ঞান) সম্পাদন করে, তারপর নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মসকল করব। চিকীর্ষিত কর্মের স্বরূপ, তার সাধনসকল, তার অঙ্গগুলি, তার ফল এবং সে কর্ম প্রতিপাদক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অর্থ জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হবে]। ১ ॥

টীকা ঃ ১। 'অবসশ্চ' ইত্যাদি একটি ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত শ্রৌত, স্মার্ত সকল কর্মের আদিতে জপ করতে হয়।

একাদশ সূক্ত

জীবা স্থ জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ১ ॥
উপজীবা স্থোপ জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ২ ॥
সঞ্জীবা স্থ সং জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ৩ ॥

জীবলা স্থ জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র জীব সূর্য জীব দেবা জীবা জীব্যাসমহম্ ।
সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্রাদি দেবগণ, তোমরা আয়ুষ্মান হও, তোমাদের অনুগ্রহে আমিও আয়ুষ্মান হবো, শতবছর প্রাণ ধারণ করব। (এরূপ পরবর্তী সকল মন্ত্রে ব্যাখ্যা হবে)। তুমি তোমার সন্নিহিত উপাসকদের আয়ুষ্মান কর, আমিও উপজীব্যদের আয়ুষ্মান করব, শতবছর প্রাণ ধারণ করব। তুমি সমীচীন জীবন লাভ কর, তোমার অনুগ্রহে আমিও সমীচীন জীবন লাভ করব অর্থাৎ জীবনকালে একক্ষণও যেন বৃথা না যায়, পরোপকারের দ্বারা যেন জীবন অতিবাহিত হয়, শতবছর জীবন ধারণ করব। তুমি প্রাণ ধারণ কর, তোমার অনুগ্রহে আমিও শতবছর প্রাণ ধারণ করব। হে ইন্দ্র, পরম ঐশ্বর্যযুক্ত সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তুমি আয়ুষ্মান হও। হে সর্বপ্রেরক সূর্য, তুমি আয়ুষ্মান হও। হে অগ্ন্যাদি দেবগণ, তোমরা আয়ুষ্মান হও, তোমাদের প্রসাদে আমি চিরকাল প্রাণ ধারণ করব। ১-৫ ॥

টীকা : ১-৫। 'জীবা স্থ' ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্রাত্মক সূক্তের দ্বারা আয়ুষ্কাম ব্যক্তি জলের দ্বারা আচমন করে নিজের অনুমন্ত্রণ করবে।

দ্বাদশ সূক্ত

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্ ।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্ ।
মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ : বেদাধ্যায়ী (অথবা সাবিত্রী মন্ত্র জপকারী) আমার দ্বারা অভিষ্টুতা, অভিলষিত ফলদাত্রী, পাপ-পরিশোধিকা বেদমাতা (ঋগাদি বেদের সাররূপ মাতার মত প্রধানা সাবিত্রী. অথবা বেদই মাতা অর্থাৎ মায়ের মত হিতকারী) দ্বিজদের (ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের) আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্তি, ধন ও ব্রহ্মতেজ প্রদান করুক। তারপর সকলের ফল প্রার্থনাকারী আমাকে আয়ু প্রভৃতি দিয়ে ব্রহ্মলোক (সত্যলোকে অথবা বিদ্বদ্গণের অনুভূত ব্রহ্মরূপ পরতত্ত্ব) লাভ কর। (শব্দগম্য ব্রহ্মাকার পরিত্যাগ করে বাক্য ও মনের অতীত ব্রহ্মরূপ হও)। ১ ॥

টীকা : ১। 'স্তুতা ময়া বরদা'—ইত্যাদি একটি ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত বেদাধ্যায়ী অথবা গায়ত্রী জপকারীর উপস্থানে বিনিযুক্ত হয়েছে। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্বানুষ্ঠিতবেদাধ্যয়ন অথবা গায়ত্রীজপের দ্বারা দ্বিজাতি সকলের আয়ুরাদি প্রার্থনা করেছেন।

ত্রয়োদশ সূক্ত

যস্মাৎ কোশাদুদভরাম বেদং তস্মিন্নন্তরব দধ্ম এনম্ ।
কৃতমিষ্টং ব্রহ্মণো বীর্যেণ তেন মা দেবাস্তপসাবতেহ ॥ ১ ॥

অনুবাদ : যে মূলাধাররূপ কোশ থেকে শ্রৌত, স্মার্ত সকল কর্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র ব্রাহ্মণরূপ বেদ* আমরা উচ্চারণ করেছি, যার দ্বারা কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাকে

আবার মধ্যে ধারণ করছি। [কর্মপ্রয়োগের জন্য স্বমুখ থেকে উচ্চারিত বর্ণরূপ মন্ত্র যদি সেভাবে নির্গত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী কালে মন্ত্রের অভাবে কর্মানুষ্ঠান হবে না—এজন্য আবার পূর্বোক্ত বেদোদ্ধরণ স্থানে বেদের স্থাপনের কথা বলা হল]। ব্রহ্মের অর্থাৎ দেশ কালাদির পরিচ্ছেদশূন্য পরমাত্মার বীর্যের দ্বারা (অথবা বীর্যরূপ কর্মপ্রতিপাদক বেদের দ্বারা) যে ব্রহ্মযজ্ঞাদি কর্ম করা হয়েছে, স্বাহা বৌষট্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা দেবতার উদ্দেশে যে হবি প্রদত্ত হয়েছে, সে ইষ্ট কর্মের দ্বারা হে দেবগণ, তোমরা এ কর্মলোকে কর্মফলের দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠাতা আমাকে রক্ষা কর অর্থাৎ কর্ম বৈকল্যরহিত করে তার ফলের দ্বারা আমাকে যুক্ত কর। ১ ॥

টীকা ঃ ১। 'যস্মাৎ কোশাৎ' ইত্যাদি এক ঋক-বিশিষ্ট সূক্ত সকল শ্রৌত ও স্মার্তকর্মে ব্রহ্মোত্থাপনের পর জপ করতে হয়। স্বাধ্যায় সমাপ্তির পরেও জপ করতে হয়।

* বেদ হচ্ছে যার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির অবিষয় উপায় জানা যায়। বলা হয়েছে—প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে উপায় জানা যায় না, তা বেদের দ্বারা জানা যায়, এজন্য বেদের বেদতা।

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা ॥"

বিংশ কাণ্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে।
স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ১ ॥
মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ।
স সুগোপাতমো জনঃ ॥ ২ ॥
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে।
স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ পরমৈশ্বর্যযুক্ত (অথবা সোমপানের জন্য গমনশীল) হে ইন্দ্র, কামবর্ষক তোমাকে সোম অভিষুত হলে (তা পানের জন্য) আমরা আহ্বান করছি। আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি মধুর রসযুক্ত সোমরূপ অন্নের পান কর। ১ ॥ হে মহান তেজোযুক্ত মরুদ্গণ (প্রাণিগণ যাদের দ্বারা মারা যায়, প্রাণাত্মক বায়ুর নির্গমে প্রাণিদের মৃত্যু প্রসিদ্ধ। অথবা ইন্দ্র কর্তৃক অদিতির গর্ভে প্রবেশ করে ঊনপঞ্চাশ ভাগে খণ্ডিত হবার জন্য মরুদ্ এ নামে প্রসিদ্ধ দেবগণ), যে যজমানের যাগগৃহে দ্যুলোক থেকে এসে তোমরা সোম পান কর, সে যজমান এ লোকে স্বাশ্রিত রক্ষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অতএব আমার যজ্ঞগৃহে সোম পান কর)। ২ ॥ উক্ষান্ন, বশান্ন যার প্রিয়, সোমরস যার মুখে অবস্থান করছে, সে সকলের স্রষ্টা অগ্নিদেবের শস্ত্রাদি স্তোত্রের দ্বারা আমরা পরিচর্যা করছি। ৩ ॥

টীকা ঃ ১-৩। বিংশ কাণ্ডে ন-টি অনুবাক, এ কাণ্ডে ব্রহ্মবর্গ্যের শস্ত্র যাজ্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে তেরটি সূক্ত আছে। প্রথম তিনটি সূক্তে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোত্রা ও অগ্নীধ্রদের ক্রমে প্রাতঃসবনিক যাজ্যার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্র, মরুৎ ও অগ্নি দেবতা, বিশ্বামিত্র, গোতম ও বিরূপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

মরুতঃ পোত্রাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ১ ॥
অগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ২ ॥
ইন্দ্রো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ৩ ॥
দেবো দ্রবিণোদাঃ পোত্রাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ মরুদ্দেবগণ শোভন স্তোত্র ও শস্ত্রযুক্ত পোতার যজ্ঞে ঋতুর সাথে অভিষুত সোমরস পান করুক। ১ ॥ অগ্নিদেব শোভন স্তোত্র ও মন্ত্রযুক্ত আগ্নীধ্রের যজ্ঞে ঋতুর সাথে অভিষুত সোমরস পান করুক। ২ ॥ পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেব ব্রহ্মারূপে শোভন স্তোত্র ও মন্ত্রযুক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর যজ্ঞে ঋতুর সাথে অভিষুত সোমরস পান করুক। ৩ ॥

হিরণ্যাদি ধনাদির প্রদাতা দেবতা শোভন স্তোত্র ও মন্ত্রযুক্ত পোতার যজ্ঞে ঋতুর সাথে অভিষুত সোমরস পান করুক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। 'মরুতঃ পোত্রাৎ' ইত্যাদি চারটি মন্ত্র ঋতুপ্রৈষ নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম ও শেষ মন্ত্রের দ্বারা পোতা যাগ করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের দ্বারা আগ্নীধ্র ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। মরুৎ, অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতা, গৃৎসমদ ঋষি, বিরাট্, গায়ত্রী, উষ্ণিক্ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১ ॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।
সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি এস, তোমার জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, এ অভিষুত সোম পান কর, এ আস্তীর্ণ বর্হিতে (বিছান কুশে) উপবেশন কর। ১ ॥ হে ইন্দ্র, মন্ত্রের দ্বারা রথে যুজ্যমান, স্কন্ধে প্রভূত কেশযুক্ত অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করে আনুক। এসে তুমি আমাদের স্তোত্র শোন। ২ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা (যজমানরা) ব্রাহ্মণ (অথবা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী) সোমপায়ী তোমাকে স্তোতব্য দেবতাদের হৃদয়স্পর্শকারক স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। আমরা সোমযাগ করছি, অভিষুত সোমযুক্ত আমরা তোমার আহ্বান করছি। ৩ ॥

টীকা ঃ ১-৩। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে 'আ যাহি' ইত্যাদি পাঁচটি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, ইরিম্বিঠি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

আ নো যাহি সুতাবতোঽস্মাকং সুষ্টুতীরুপ।
পিবা সু শিপ্রিন্নন্ধসঃ ॥ ১ ॥
আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোরনু গাত্রা বি ধাবতু।
গৃভায় জিহ্বয়া মধু ॥ ২ ॥
স্বাদুষ্টে অস্তু সংসুদে মধুমান্ তন্বে তব।
সোমঃ শমস্তু তে হৃদে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, সোমসংস্কারক আমাদের কাছে এস, আমাদের শোভন স্তুতি লাভ কর। হে শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র, তুমি সোমাংশ পান কর। ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কুক্ষির উভয় পার্শ্বে সোমরস পূর্ণ করছি। সে উদরস্থ হয়ে সকল অঙ্গে প্রবাহিত হোক। তুমি মধুর মত মিষ্ট সোমরস জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ কর। ২ ॥ হে ইন্দ্র, শোভন দাতা তোমার উদ্দেশে আমাদের প্রদত্ত মাধুর্যযুক্ত সোমরস আস্বাদনীয় হোক। সে সোম তোমার শরীরের বলকারক (অথবা সুখকর) হোক। তোমার মনে সে সোম সুখকর হোক। ৩ ॥

টীকা ঃ ১-৩। এ সূক্তের বিনিয়োগ এবং দেবতাদি পূর্ব সূক্তের মত।

পঞ্চম সূক্ত

অয়মু ত্বা বিচর্ষণে জনীরিবাভি সম্বৃতঃ।
প্র সোম ইন্দ্র সর্পতু ॥ ১ ॥
তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে।
ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ২ ॥
ইন্দ্র প্রেহি পুরস্ত্বং বিশ্বস্যেশান ওজসা।
বৃত্রাণি বৃত্রহং জহি ॥ ৩ ॥
দীর্ঘস্তে অস্ত্বঙ্কুশো যেনা বসু প্রযচ্ছসি।
যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪ ॥
অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি।
এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ৫ ॥
শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ।
আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥ ৬ ॥
যস্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ।
ন্যস্মিন্ দধ্র আ মনঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে শোভন দ্রষ্টা ইন্দ্র, পুত্রাদির দ্বারা সংবৃত জনির (উৎপত্তি স্থানের) মত অধ্বর্যু প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন এ সোম তোমার কাছে যাক। ১ ॥ সোমরূপ অন্নের ভক্ষণে তুষ্ট ইন্দ্রদেব বৃষের সমুন্নতস্কন্ধ, বিস্তৃতোদর, বিশালবাহু হয়ে আবরক শত্রুদের বিনাশ করে। ২ ॥ হে ইন্দ্র, স্থাবর জঙ্গম সব কিছুর নিয়ামক তুমি আমাদের সেনার অগ্রগামী হও। হে বৃত্রহা, আমাদের আবরক শত্রুদের বিনাশ কর। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার অঙ্কুশের মত নম্র অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত দীর্ঘ (অর্থাৎ প্রদানবিষয়ে সংকোচরহিত) হোক, যে অঙ্কুশের দ্বারা সোমাভিষবকারী, সোমরূপ হবির দাতা যজমানদের তুমি ধন দাও। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আস্তীর্ণ দর্ভে দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত (গ্রহণ-শ্রয়ণাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত) এ সোম তোমার জন্য, অতএব বিলম্ব না করে আমাদের যজ্ঞের দিকে দ্রুত এস, এসে এখন এ সংস্কৃত সোম পান কর। ৫ ॥ পণি-নামক অসুরদের দ্বারা অপহৃত গাভীদের প্রত্যানয়নে সমর্থ, স্তুত্য বিষয়ে গুণপ্রকাশক স্তোত্রযুক্ত (শাচিপূজন), হে ইন্দ্র, রমণীয় তোমার উদ্দেশে এ সোম সংস্কৃত হয়েছে। হে আখণ্ডল (শত্রুহিংসক) ইন্দ্র, তুমি সোম পানের জন্য আমাদের দ্বারা আহূত হচ্ছ। ৬ ॥ হে শৃঙ্গবৃষ নপাৎ (শৃঙ্গবৃৎ নামক ঋষির পুত্র, অথবা শৃঙ্গের মত উন্নত রশ্মির দ্বারা বর্ষণকারী আদিত্যের দ্যুলোকে স্থাপনকারী) ইন্দ্র, এ বহুসোমযুক্ত ক্রতুতে তুমি মন স্থাপন কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। এখানে সোমের স্তুতি করে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, ইরিম্বিঠি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

ষষ্ঠ সূক্ত

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে।
স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্র প্র ণো ধিতাবানং যজ্ঞং বিশ্বেভির্দেবেভিঃ।
তির স্তবান বিশ্পতে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তব প্র যন্তি সৎপতি
ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ ॥ ৪ ॥
দধিষ্বা জঠরে সুতং সোমমিন্দ্র বরেণ্যম্ ।
তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ ॥ ৫ ॥
গিবর্ণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে ।
ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ ॥ ৬ ॥
অভি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা ।
পীত্বী সোমস্য বাবৃধে ॥ ৭ ॥
অর্বাবতো ন আ গহি পরাবতশ্চ বৃত্রহন্ ।
ইমা জুষস্ব নো গিরঃ ॥ ৮ ॥
যদন্তরা পরাবতমর্বাবতং চ হূয়সে ।
ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৯ ॥

অনুবাদঃ হে ইন্দ্র, সোম অভিষুত হলে তা পানের জন্য কামবর্ষক তোমাকে আমরা আহ্বান করছি। আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি মধুর রসযুক্ত সোমরূপ অন্নরস পান কর। ১ ॥ হে পুরুষ্টুত (বহু যজমানের দ্বারা বহুভাবে স্তুত) ইন্দ্র, যজ্ঞ-নিষ্পাদক, সংস্কৃত এ সোমের কামনা কর, তারপর প্রীতিদায়ক এ সোম জঠর পূর্ণ করে পান কর। ২ ॥ হে স্তূয়মান, প্রজাপালক ইন্দ্র, সকল যাগযোগ্য দেবগণের সাথে পাত্রাদির দ্বারা গৃহীত সোমযুক্ত যজ্ঞের বর্ধন কর। ৩ ॥ হে যজমানপালক ইন্দ্র, আমাদের প্রদত্ত এ অভিষুত, আহ্লাদক, রসাত্মক সোম তোমার জঠরে গমন করছে। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের দত্ত, স্পৃহণীয়, অভিষুত এ সোম তোমার জঠরে ধারণ কর। এ দীপ্তিমান সোমগুলি তোমার। ৫ ॥ হে স্তুত্য ইন্দ্র, আমাদের অভিষুত এ সোম পান কর, যেহেতু মধুর সোমধারার দ্বারা তুমি আহূত হচ্ছ। হে ইন্দ্র, তোমার দাতব্য অন্ন আছে (অথবা তোমার শোধিত যশ আছে)। [হে ইন্দ্র, তোমার প্রদত্ত অন্ন লাভের জন্য আমরা আহ্বান করছি, আমাদের প্রদত্ত এ সোম তুমি পান কর]। ৬ ॥ দেবতাদের ভজনকারী যজমানের দ্যোতমান, প্রভূত সোমরূপ অন্ন ইন্দ্রের সাথে মিলিত হচ্ছে। ইন্দ্র সে সোম পান করে প্রবৃদ্ধ হচ্ছে (বৃদ্ধি লাভ করছে)। ৭ ॥ হে বৃত্রের হননকারী ইন্দ্র, তুমি নিকট ও দূর থেকে যজমান আমাদের কাছে এস। এসে আমাদের এ স্তুতিরূপ বাক্যের সেবা কর (অর্থাৎ স্তুতি শ্রবণ কর)। ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দূরস্থান, সন্নিহিত প্রদেশ ও তার অন্তরালে (মধ্যবর্তী প্রদেশে) আহুতি লাভ করছ, অতএব সে দূর ও নিকট থেকে আমাদের এ যজ্ঞস্থলে এস। ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯। 'ইন্দ্র ত্বা বৃষভ বয়ং' ইত্যাদি সূক্ত প্রাতঃসবন শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ২য় মন্ত্রে 'তত্‍পিম্'—এ পাঠান্তর। ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

সপ্তম সূক্ত

উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্ ।
অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১ ॥
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা ।
অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২ ॥
স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্ গোমদ্ যবমৎ ।
উরুধারেব দোহতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে সূর্য, স্তোতা ও যজমানদের দেবার জন্য যার প্রভূত ধন আছে, যিনি অভিমত ধনের বর্ধক, জনগণের হিতের জন্য যার কর্মসকল, সে শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের জন্য তুমি উদয় লাভ কর। (সূর্যোদয় না হলে ইন্দ্রের সোমরূপ হবি-প্রদান অসম্ভব বলে সে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে তুমি উদিত হও)। ১ ॥ যে ইন্দ্র শম্বর নামক অসুরের নিরানব্বইটি মায়ানির্মিত পুরী বাহুবলে ধ্বংস করে, যে শত্রুহন্তা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছে (অথবা মেঘ বিদীর্ণ করেছে), আমাদের মঙ্গলপ্রদ, মিত্রতুল্য সে ইন্দ্র, বহুক্ষীরা গাভী যেমন প্রভূত দুগ্ধ দেয়, সেরূপ বহু অশ্ব, গাভী ও ধান্যযুক্ত ধন প্রদান করুক। ২-৩ ॥

টীকা ঃ ১-৩। এ সূক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছংসিগণের প্রাতঃসবনে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, সুকক্ষ ও বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

অষ্টম সূক্ত

ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥ ১ ॥
এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা শ্রুধি ব্রহ্ম বাবৃধস্বোত গীর্ভিঃ।
আবিঃ সূর্যঃ কৃণুহি পীপিহীষো জহি শত্রূঁরভি গা ইন্দ্র তৃন্ধি ॥ ২ ॥
অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়।
উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ ॥ ৩ ॥
আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যৈ।
সমু প্রিয়া আববৃত্রন্ মদায় প্রদক্ষিণিদভি সোমাস ইন্দ্রম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে বহুস্তুত ইন্দ্র, যজ্ঞ নিষ্পাদক, অভিষুত, প্রীতিদায়ক এ সোমের কামনা কর, তারপর এ তৃপ্তিপ্রদ সোম জঠর পূর্ণ করে পান কর। ১ ॥ হে ইন্দ্র, পূর্বে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের সোমযাগে যেরূপ সোম পান করেছিলে, সেরূপ আমাদের মন্ত্রযুক্ত সোম পান কর, সে পীত সোম তোমাকে আনন্দিত করুক। সেজন্য আমাদের মন্ত্রাত্মক স্তোত্র শোন এবং আমাদের স্তুতিবাক্যে বর্ধিত হও। অতএব তোমার যাগের জন্য সর্বকর্মের প্রেরক সূর্যদেবকে প্রকাশিত কর। আমাদের উপভোগ্য ধনের বর্ধন কর এবং আমাদের বিরোধী বিদ্বেষী শত্রুদের বিনাশ কর। হে ইন্দ্র, পণিগণের দ্বারা অপহৃত গাভী আমাদের ফিরিয়ে দাও। ২ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখী হয়ে এস, অভিজ্ঞ জনেরা তোমাকে সোমাভিলাষী বলে থাকে, যে জন্য এ সোম অভিষুত হয়েছে। সে সোম উদর পূর্ণ করে পান কর এবং পিতা যেমন পুত্রের কথা শোনে, সেরূপ আমাদের আহ্বান শোন। ৩ ॥ ইন্দ্রের উদ্দেশে হোমের জন্য এ দ্রোণকলশ সোমরসে পূর্ণ করা হয়েছে। পূরক ব্যক্তি যেমন জল দিয়ে দৃতি (ভেস্তা) পূর্ণ করে, সেরূপ ইন্দ্রের পানের জন্য অধ্বর্যু সোমরসে পাত্র পূর্ণ করছে। সে অভিষুত স্বাদু সোমগুলি ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য প্রদক্ষিণক্রমে ইন্দ্রের অভিমুখে ব্যাপ্ত হচ্ছে। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। প্রথম ঋক্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিদের শস্ত্রযাজ্যা এবং পরের তিনটি তাদের মাধ্যন্দিন সবনের প্রস্থিতযাজ্যা। ১ম মন্ত্রে 'ততৃপিম্'—এ পাঠান্তর। ইন্দ্র দেবতা. ভরদ্বাজ, কুৎস ও বিশ্বামিত্র ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নবম সূক্ত

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১ ॥

দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্ ।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ২ ॥
তৎ ত্বা যামি সুবীর্য্যং তদ্ ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৩ ॥
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপস্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সন্নশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে যজমানগণ, তোমাদের যাগনিষ্পাদনের জন্য (অথবা অভিমত ফলদানের জন্য) দর্শনীয়, আর্তিনাশক, সোমরূপ অন্নপানে হৃষ্ট ইন্দ্রকে, সন্ধ্যা ও সকালে ও ধেনুগণ স্তনপ্রদানের জন্য যেমন হম্বারব করে, সেরূপ স্তুতি-প্রকাশক ঋক্মন্ত্রের দ্বারা আমরা স্তুতি করছি। ১ ॥ দীপ্তিমান, শোভনদাতা, বলপ্রদ ইন্দ্রের কাছে, বহু প্রজাদের ভোগযোগ্য পর্বতের মত (দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ জীবনধারণের জন্য যেমন কন্দ মূলাদি-যুক্ত পর্বতের আশ্রয় করে, সেরূপ) স্তুতিযুক্ত, শত সহস্র প্রজার পোষক, বহুগাভীযুক্ত অন্নের শীঘ্র প্রার্থনা করছি। ২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কাছে শোভন বীর্যযুক্ত অন্নের প্রার্থনা করি, যে অন্নের দ্বারা কর্ম থেকে নিবৃত্ত মহর্ষিদের (অথবা ভৃগু নামক মহর্ষির) তৃপ্তিবিধান করেছ এবং যে অন্নের দ্বারা কণ্বপুত্র প্রস্কণ্বের রক্ষা করেছ। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যে বলের দ্বারা সমুদ্রকে প্রভূত জলপূর্ণ করেছ, সে বল সকলের অভিমতপ্রদ হোক। সে ইন্দ্রের মহিমা (বহু জলের দ্বারা সমুদ্রের পূর্তিরূপ) কেউ নষ্ট করতে পারে নি, যে মহিমার কথা পৃথিবীর সকল প্রাণী কীর্তন করে। ৪॥

টীকা : ১-৪। 'তং বো দস্মমৃতীষহং' ইত্যাদি চারটি মন্ত্র মাধ্যন্দিন সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিদের শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, নোধা ও মেধাতিথি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ও প্রগাথ ছন্দ।

দশম সূক্ত

উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে ।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১ ॥
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ ধীতমানশুঃ ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ : মাধুর্যযুক্ত স্তোম (ত্রিবৃদাদি প্রগীতমন্ত্রসাধ্য স্তোত্র) ও মধুর বাক্যগুলি (অপ্রগীত মন্ত্র সাধ্য শস্ত্র) একেবারে শত্রুগণের জয়শীল, ধনপ্রদ সর্বদা রক্ষক, অন্নের অভিলাষী হয়ে, রথ যেমন রথস্বামীর প্রয়োজনে উক্ত হয়, সেরূপ ইন্দ্রের পরিতোষের জন্য উক্ত হয়েছে। ১ ॥ কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ যেমন লোকত্রয়ব্যাপী ইন্দ্রকে স্তোত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা লাভ করেছিল, ভৃগু বংশীয়গণ যেমন ইন্দ্রকে পেয়েছিল, ধাত্রী অর্যমাদি সূর্যসকল যেমন নিজেদের নিয়ন্তা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করেছিল, সেরূপ প্রীত মনুষ্যগণ (অথবা প্রিয়মেধা নামক মহর্ষিগণ) স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করেছিল। ২ ॥

টীকা : ১-২। 'উদু ত্যে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

একাদশ সূক্ত

ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্ দাসমর্কৈর্বিদদ্বসুর্দয়মানো বি শত্রূন্ ।
ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্ রোদসী উভে ॥ ১ ॥

মখস্য তে তবিষস্য প্র জূতিমিয়র্মি বাচমমৃতায় ভূষন্ ।
ইন্দ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশাং দৈবীনামুত পূর্বযাবা ॥ ২ ॥
ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্ধনীতিঃ প্র মায়িনামমিনাৎ বর্পণীতিঃ ।
অহন্ ব্যংসমুশধগ্ বনেষ্বাবির্ধেনা অকৃণোৎ রাম্যাণাম্ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রঃ স্বর্ষা জনয়ন্নহানি জিগায়োশিগ্‌ভিঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ ।
প্রারোচয়ন্মনবে কেতুমহ্নামবিন্দজ্জ্যোতির্বৃহতে রণায় ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রস্তুজো বর্হণা আ বিবেশ নৃবৎ দধানো নর্যা পুরূণি ।
অচেতয়ৎ ধিয় ইমা জরিত্রে প্রেমং বর্ণমতিরচ্ছুক্রমাসাম্ ॥ ৫ ॥
মহো মহানি পনয়ন্ত্যস্যেন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ।
বৃজনেন বৃজিনান্ৎসং পিপেষ মায়াভির্দস্যূঁরভিভূত্যোজাঃ ॥ ৬ ॥
যুধেন্দ্রো মহ্না বরিবশ্চকার দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্চর্ষণিপ্রাঃ ।
বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি বিপ্রা উক্‌থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি ॥ ৭ ॥ ॥
সত্রাসাহং বরেণ্যং সহোদাং সসবাংসং স্বরপশ্চ দেবীঃ ।
সসান যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমামিন্দ্রং মদন্ত্যনু ধীরণাসঃ ॥ ৮ ॥
সসানাত্যাঁ উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্ ।
হিরণ্যয়মুতভোগং সসান হত্বী দস্যূন প্রার্যং বর্ণমাবৎ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি বনস্পতীঁরসনোদন্তরিক্ষম্ ।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচোহথাভবৎ দমিতাভিক্রতূনাম্ ॥ ১০ ॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রদেব শত্রুপুরীর ভেত্তা, অর্চনীয় নিজ বীর্যের দ্বারা শত্রুকে হিংসা করেছিল (অথবা সূর্যরূপে অর্চনীয় রশ্মির দ্বারা অন্ধকার-নাশক দিনের প্রকাশ করেছিল)। সে ইন্দ্র শত্রুর ধনাপহর্তা ও বৃত্রাদির হিংসক। প্রভূত স্তোত্রের দ্বারা অভিবৃদ্ধ, শরীরের দ্বারা বর্ধমান, বিবিধ আয়ুধযুক্ত (অথবা ধনযুক্ত) ইন্দ্র উভয় দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করেছে। ১ ॥ হে ইন্দ্র, মহৎ (অথবা যজ্ঞাত্মক), অতিশয় বলযুক্ত তোমার বর্ধয়িত্রী স্তুতি প্রেরণ করছি এবং অন্নের জন্য তোমাকে ভূষিত করছি। হে ইন্দ্র, তুমি মানুষ ও দৈব প্রজাদের পুরগামী অর্থাৎ সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, এজন্য তোমার স্তুতি করছি। ২ ॥ ইন্দ্রদেব শত্রুর প্রতি স্ববল-প্রাপক হয়ে আবরক মেঘ বিদীর্ণ করেছিলেন (অথবা বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন)। সে ইন্দ্র যুদ্ধে শত্রুর প্রতি স্বশরীর প্রাপক হয়ে মায়ী অসুরদের বিনাশ করেছিলেন। যুদ্ধকামী শত্রুদের দাহক ইন্দ্র জলের জন্য মেঘকে খণ্ড খণ্ড করে বিদীর্ণ করেছিলেন, তারপর স্তনিত রূপ বাক্য প্রকাশ করেছিলেন। [বৃত্রাসুর পক্ষে—বনে আচ্ছন্ন বৃত্রাসুরকে কামনা করে তার স্কন্ধাদি অঙ্গসকল বিচ্ছিন্ন করে বধ করেছিলেন, তারপর তার রমণীদের আর্তিবাক্য প্রকাশ করিয়েছিলেন। অথবা রাত্রিতে অন্ধকারে আবৃত অসুরদের দ্বারা অপহৃত গাভী, অসুরদের বিনাশ করে উদ্ধার করেছিলেন]। ৩ ॥ স্বর্গের প্রাপক, শত্রুদের পরাভবকারী ইন্দ্র অন্ধকার দূর করে দিন প্রকাশ করতঃ যুদ্ধকামী অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সৈন্যদের জয় করেছিল। সে ইন্দ্র মানুষ যজমানদের প্রভূত বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহার সম্পাদনের জন্য দিবসের প্রজ্ঞাপক আদিত্যকে আকাশে দীপ্ত করেছিল, তার সর্বপদার্থ-প্রকাশক তেজ (জ্যোতি) লাভ করেছিল। ৪ ॥ ইন্দ্রদেব অভিবর্ধক হিংসক শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, যেমন মানুষ ঋত্বিকাদির হিতকর শত্রুধন গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করে। সে ইন্দ্র

স্তোতাদের জন্য উষার প্রকাশ করেছে (উষাকালে স্তোত্র শস্ত্রাদি প্রবর্তিত হয়) এবং উষার শুক্লবর্ণ বৃদ্ধি করেছে। ৫ ॥ পূজনীয় ইন্দ্রের সম্পাদিত বহু মহৎ কর্মের স্তোতাগণ স্তুতি করে থাকেন। শত্রুর পরাভবে সমর্থক ইন্দ্র আবর্জক বলের দ্বারা (অথবা আয়ুধের দ্বারা) পাপরূপ অসুরদের এবং স্বশক্তির দ্বারা দস্যুদের চূর্ণ করেছিল। ৬ ॥ ইন্দ্রদেব যুদ্ধে স্বমহিমায় স্তোতাদের উদ্দেশে বরণীয় ধন প্রদান করেছিল। সৎকর্মানুযায়ী যজমানদের পালক, মানুষদের অভিমত ফলপূরক, সে ইন্দ্র আদিত্যলোকে বৃষ্টির প্রতিবন্ধক অসুরদের পরাজিত করে বৃষ্টিরূপ ধন দান করেছিল। মেধাবী, ক্রান্তদর্শী ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রের মহিমাযুক্ত প্রসিদ্ধ কর্মগুলির উক্থ-মন্ত্রে স্তুতি করে থাকে। ৭ ॥ এক প্রযত্নে শত্রুসেনার পরাভবকারী, সকল ফলার্থিগণের সেবনীয়, বলদাতা, স্বর্গের দেবী ও জলের সম্ভোক্তা ইন্দ্রের স্তুতি-কর্মে হৃষ্ট স্তোতা ও যজমানরা স্তুতি ও হবির দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতি বিধান করছে। সে ইন্দ্র বিস্তীর্ণ দ্যুলোক ও এ পৃথিবী দেবতা ও মানুষদের প্রদান করেছে। ৮ ॥ সে ইন্দ্রদেব মানুষদের ব্যবহারের জন্য অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি বাহন, সর্বপ্রকাশক সূর্য, বহুভোগসাধন গাভী ও কটক মুকুটাদি হিরণ্ময় দ্রব্য দিয়েছে। সে ইন্দ্র প্রাণিবিঘাতক অসুরদের হত্যা করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উত্তম বর্ণ রক্ষা করেছে। ৯ ॥ সে ইন্দ্র প্রাণিদের ভোগের জন্য ব্রীহি যবাদি সৃষ্টি করে দিয়েছে; দিবসগুলি, বনস্পতি ও অন্তরিক্ষলোক প্রাণিদের ভোগের জন্য দিয়েছে। সে ইন্দ্র বল নামক অসুরকে বিদীর্ণ করেছে, বিরুদ্ধ বাদীদের দূর করে দিয়েছে এবং বিরুদ্ধ কর্মানুষ্ঠানকারী দুষ্টদের দমন করেছে। ১০ ॥ সকল গুণে উৎকৃষ্ট (অথবা সুখকর), ধনবান ইন্দ্রকে এ সংগ্রামে (অথবা যজ্ঞে) অন্নলাভের জন্য আহ্বান করছি। সংগ্রামে পুরোগামী (অথবা যজ্ঞের নেতা), আহ্বানের শ্রোতা, উগ্র বলযুক্ত, সংগ্রামে শত্রুর বিনাশক ও তাদের ধনের জেতা ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষণের জন্য আহ্বান করছি। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। এখানে ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বাদশ সূক্ত

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥ ১ ॥
অযামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামিরিরজ্যন্ত যচ্ছুরুধো বিবাচি।
নহি স্বমায়ুশ্চিকিতে জনেষু তানীদংহাংস্যতি পর্ষ্যস্মান্ ॥ ২ ॥
যুজে রথং গবেষণং হরিভ্যামুপ ব্রহ্মাণি জুজুষাণমস্থুঃ।
বি বাধিষ্ট স্য রোদসী মহিত্বেন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘন্বান্ ॥ ৩ ॥
আপশ্চিৎ পিপ্যু স্তর্যো ন গাবো নক্ষন্নৃতং জরিতারস্ত ইন্দ্র।
যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছা ত্বং হি ধীভির্দয়সে বি বাজান্ ॥ ৪ ॥
তে ত্বা মদা ইন্দ্র মাদয়ন্তু শুষ্মিণং তুবিরাধসং জরিত্রে।
একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তানস্মিঞ্ছূর সবনে মাদয়স্ব ॥ ৫ ॥
এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
স ন স্তুতো বীরবৎ ধাতু গোমৎ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥
ঋজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্ছুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা।
যুক্ত্বা হরিভ্যামুপ যাসদর্বাঙ্ মাধ্যন্দিনে সবনে মৎসদিন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে ঋত্বিক্‌গণ, অন্নের কামনা করে স্তোত্র উচ্চারণ কর। হে যজমান, ঋত্বিক্‌দের সাথে (অথবা মর্যাদার সাথে) হবি প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞে ইন্দ্রদেবের পূজা কর। যে ইন্দ্র বলের দ্বারা প্রাণিসকলের বিস্তার করেছে, সে ইন্দ্র পরিচর্যাকারী আমার স্তুতিরূপ বাক্যের শ্রোতা হোক। ১ ॥ হে ইন্দ্র, দেবতাগণ যার বন্ধু সেরূপ শব্দ (স্তুতিরূপ) উচ্চারিত হয়েছে, সংযতবাক্‌ নিয়মস্থিত যজমানের জন্য জন্ম-মৃত্যু-শোক-নিবর্তক স্বর্গপ্রাপক সোম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষদের মধ্যে এ যজমান নিজের পরমায়ু জানে না, অতএব তাকে যাগাদি অনুষ্ঠানের উপযোগী দীর্ঘ আয়ু দাও। আয়ুনাশক পাপগুলি অতিক্রম করে আমাদের (তোমার ভজনকারীদের) রক্ষা কর। ২ ॥ যে ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞভূমিতে আসার জন্য গাভীদের প্রাপক রথ হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত করেছে, আমাদের প্রবৃদ্ধ স্তোত্রগুলি সকলের সেবনীয় যে ইন্দ্রের সেবা করে, সে ইন্দ্র স্বমহিমায় দ্যাবাপৃথিবী অতিক্রম করেছে, এবং শত্রুদের যাতে আর না ফিরে আসতে পারে সেভাবে আহত করেছে। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, সোমাভিষবের জন্য জলগুলি বশা গাভীর মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে তোমার স্তোতা ঋত্বিক্‌গণ সত্য ফলরূপ যজ্ঞ লাভ করেছে। অতএব তুমি আমাদের স্তোত্র লক্ষ্য করে এস। বায়ুদেব যেমন যজ্ঞদেশে যাবার জন্য নিজের নিযুত নামক অশ্বের প্রতি যায়, সেরূপ তুমি আমাদের কর্মের দ্বারা তুষ্ট হয়ে অন্ন দাও। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, বলবান, স্তোতাদের দেবার জন্য প্রভূত ধনযুক্ত তোমাকে এ সুমিষ্ট অভিষুত সোম তৃপ্ত করুক। হে ইন্দ্র, দেবতাদের মধ্যে তুমি একাই মরণশীল মানুষদের দয়া করে থাক। অতএব হে শূর ইন্দ্র, এ যাগে (অথবা এ মাধ্যন্দিন সবনে) অভিমত ফল প্রদানে আমাদের আনন্দ বর্ধন কর। ৫ ॥ এরূপ কামবর্ষক, বজ্রবাহু ইন্দ্রকে বশিষ্ঠগণ অর্চনীয় স্তোত্রের দ্বারা পূজা করে থাকে। সে ইন্দ্র স্তোত্রের দ্বারা পূজিত হয়ে আমাদের পুত্রাদি যুক্ত ও গাভীযুক্ত ধন দিক। হে দেবগণ, তোমরাও ইন্দ্রের অনুসরণ করে আমাদের মঙ্গলের সাথে সর্বদা রক্ষা কর। ৬ ॥ তৃতীয় সবনের সোমযুক্ত, বজ্রী, কামবর্ষী, শত্রুদের পরাভবকারী, শত্রুশোষক বলযুক্ত, দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজা, বৃত্রের হন্তা, সোমপায়ী (যেখানে যেখানে সোম অভিষুত হয়, সে যজ্ঞে ইন্দ্র নিত্য সোমের পানকারী), ইন্দ্র তার অশ্বদ্বয়ের দ্বারা রথ যোজনা করে আমাদের অভিমুখী হয়ে আসুক এবং আমাদের দত্ত সোমের দ্বারা তৃপ্ত হোক। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'উদু ব্রহ্মাণি' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। ৭ম ঋকে 'ঋজীষী' শব্দ—প্রাতঃ ও মাধ্যন্দিন সবনে অভিষবের দ্বারা গতসার তৃতীয় সবনের উপযুক্ত সোমকে 'ঋজীষ' বলে, তদ্‌ যুক্ত যিনি ঋজীষী, ইন্দ্রের বিশেষণ। 'তস্মাৎ তৃতীয়সবন ঋজীষং অভি যুন্বন্তি' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।১।৪।৪)। এর দ্বারা সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম সম্বন্ধে বলা হলো। ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ও অত্রি ঋষি, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

ত্রয়োদশ সূক্ত

ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতেঽস্মিন্‌ যজ্ঞে মন্দসানা বৃষণ্বসূ।
আ বাং বিশন্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবোঽস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্‌ ॥ ১ ॥
আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ।
সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ২ ॥
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥

ঐভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ।
পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে বৃহস্পতি দেব, তুমি ও ইন্দ্র সোম পান কর। তোমরা এ যজ্ঞে হৃষ্ট হয়ে যজমানদের ধনদানকারী, সর্ব শরীরে ব্যাপক এ সোমগুলি তোমাদের দুজনের শরীরে প্রবেশ করুক। তোমরা আমাদের জন্য পুত্রাদি যুক্ত ধন দাও। ১ ॥ হে মরুদ্গণ, লঘুগতি সর্পণশীল অশ্বগণ তোমাদের যজ্ঞগৃহে নিয়ে যাক। তোমরাও শীঘ্র গমন-সাধন বাহুর দ্বারা লঘুপতন হয়ে গমন কর। তোমাদের জন্য বিস্তৃত বেদিতে কুশাসন বিছান রয়েছে, সে আসনে তোমরা উপবেশন কর এবং মধুর সোমরূপ অন্ন পান করে তৃপ্ত হও। ২ ॥ পূজ্য জাতবেদা অগ্নির উদ্দেশে এখন এ স্তোত্র তীক্ষ্ন বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন করছি, যেমন রথকার অক্ষ ফলকাদি অবয়বের সংযোজনের দ্বারা রথের সংস্কার করে। এ অগ্নির বিষয়ে আমাদের মতি কল্যাণী, অতএব হে অগ্নি, তোমার বন্ধুত্বে আমরা (স্তোতাগণ) হিংসিত হবো না। ৩ ॥ হে অগ্নি, তেত্রিশ দেবতাদের সাথে একরথে অথবা পৃথক্ পৃথক নির্দিষ্ট রথে তুমি আমাদের অভিমুখী হয়ে এস, রথে নিযুক্ত তোমার অশ্বগুলি (রথবহনে) সমর্থ। অতএব হে অগ্নি, সোম অভিষুত হলে সপত্নীক তেত্রিশ দেবতাদের এনে তাদের সোম প্রদানে তৃপ্ত কর। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতুতে 'ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে' ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করতে হবে। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা, বামদেব, গোতম ও বিশ্বামিত্র ঋষি, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তোঽবস্যবঃ।
বাজে চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২ ॥
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু ব স্তুষে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৩ ॥
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্ষণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে চিরনূতন ইন্দ্র, পূজনীয় তোমাকে হবি প্রভৃতির দ্বারা পুষ্ট করে রক্ষাকামনায় অন্নের জন্য (অথবা সংগ্রামে জয়ের জন্য) আমরা আহ্বান করছি। (তুমি আমাদের কাছে এস, আমাদের প্রতিপক্ষদের কাছে নয়)। লোকে যেমন গুণবান রাজাদির অভিমত প্রদানের দ্বারা পোষণ করে নিজ জয়ের জন্য তাকে আহ্বান করে, সেরূপ আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। ১ ॥ হে ইন্দ্র, যুদ্ধাদি কর্মে রক্ষার জন্য তোমার কাছে আমরা যাচ্ছি। যে ইন্দ্র শত্রুধর্ষক, নিত্যতরুণ, উগ্র বলযুক্ত, সে ইন্দ্র আমাদের সহায়করূপে আসুক। হে ইন্দ্র, পূজনীয়, রক্ষক তোমাকেই আমরা সখারূপে বরণ করছি। ২ ॥ হে মিত্ররূপ যজমানগণ, তোমাদের

রক্ষার জন্য সে ইন্দ্রের স্তুতি করছি, যে ইন্দ্র পূর্বে অতিপ্রশস্ত হিরণ্য, গবাদি এনে দিয়েছে। সে অভিমত প্রদাতা ইন্দ্রের আমরা স্তুতি করছি ৩ ॥ হরি নামক অশ্বদ্বয়-যুক্ত, সত্যের পালক, মানুষের নিয়ন্তা ইন্দ্রের স্তুতি করছি। যে ইন্দ্র স্তুতির দ্বারা তৃপ্ত হয়, সে নিশ্চিত স্তুত্য, এ জন্য তার স্তুতি করছি। (অথবা যে ব্যক্তি ইন্দ্রদত্ত ধনের দ্বারা তৃপ্ত, সে ইন্দ্রের স্তুতি করতে চায়)। সে ধনবান ইন্দ্র, স্তোতা আমাদের শত গাভী ও অশ্ব প্রেরণ করুক। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। দ্বিতীয় অনুবাকে চারটি সূক্ত, সেগুলি উক্থ্য, ক্রতু, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। চতুর্থ সূক্তের শেষে শস্ত্রযাজ্যা। ইন্দ্র দেবতা, সৌভরি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধে বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতম্ ॥ ১ ॥
অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
যৎ পর্বতে ন সমশীত হর্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥
অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আ ভরা পনীয়সে।
যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে ॥ ৩ ॥
ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব প্রতি নো হর্য তৎ বচঃ ॥ ৪ ॥
ভূরি ত ইন্দ্র বীর্যং তব স্মস্যস্য স্তোতুর্মঘবন্ কামমা পৃণ।
অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্যং মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজসে ॥ ৫ ॥
ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ অতিশয় পূজনীয় (অথবা দাতৃতম), মহান গুণে প্রবৃদ্ধ, প্রভূত ধনযুক্ত, সত্য সামর্থ, বলবান ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র সম্পন্ন করছি (অর্থাৎ স্তুতি করছি)। সে ইন্দ্র সকল মানুষের পোষণের জন্য জলপ্রবাহের ন্যায় ধন উন্মুক্ত করেছে, তাকে আমরা স্তুতি করছি। ১ ॥ হে ইন্দ্র, জল যেমন নিম্নস্থলে প্রবাহিত হয়, সেরূপ তোমার যাগের জন্য সমস্ত জগৎ অনুকূল হবে। নিম্নগামী জলের মত যজমানের তিন সবনই তোমার অনুগমন করছে। যেহেতু কমনীয়, শত্রুহিংসক, হিরন্ময় (স্বর্ণের দ্বারা ভূষিত) ইন্দ্রের বজ্র পর্বতেও বাধা পায় না (কিন্তু তাকে বিদীর্ণ করে), সমস্ত জগৎ তার অনুকূল হবে। ২ ॥ হে শুভ্র উষা দেবতা, শত্রুদের ভয়ংকর, অতিশয় স্তোতব্য ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ কর, আমাদের অভিলষিত অন্ন ও ইন্দ্রকে নিয়ে এস। (উষার উদয় হলে ইন্দ্রের আগমন হয় জন্য উষার ইন্দ্র আনয়নের কথা বলা হয়েছে। অথবা ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্ন আন, অন্ন সমৃদ্ধ হলে ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগের প্রবৃত্তি হয় জন্য এরূপ বলা হলো)। যে ইন্দ্রের ধাম, সকলের পোষক ইন্দ্রদত্ত জলগুলি অন্নের সমৃদ্ধির নিমিত্ত হয় এবং যে ইন্দ্রের দ্বারা সকল প্রাণীর গমনাদি ব্যবহারের জন্য জ্যোতির প্রকাশ করা হয়েছে, সে ইন্দ্রের জন্য যাগ কর। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, এগুলি তোমার, এ আমরা তোমার নিজের জন। যারা আমরা, হে প্রভূতধনযুক্ত ইন্দ্র, তোমাকে আশ্রয় করে বিচরণ করছি। হে ভজনীয় ইন্দ্র, রাজা যেমন প্রজাদের প্রার্থনা সহ্য করে, সেরূপ তুমি ছাড়া অন্য কোন দেবতা আমাদের বাক্য সহ্য করে না, অতএব আমাদের সে স্তুতিবাক্যের কামনা কর। ৪ ॥

ইন্দ্র, তোমার বীরত্ব বহুবিধ, অতএব আমরা তোমার অধীন হয়েছি। হে মঘবান, তোমার স্তবকারী যজমানের (আমার) অভিলাষ পূর্ণ কর। তোমার বীর্য মহান দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেছে, সেরূপ এ পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছে। (ইন্দ্রসৃষ্ট বৃষ্টির জলে দ্যুলোক পরিচ্ছিন্ন, সেরূপ তার দ্বারা তরুলতাদির ধারণে এ পৃথিবী পরিচ্ছিন্ন হয়েছে)। ৫ ॥ হে বজ্রী ইন্দ্র, তোমার বজ্রের দ্বারা মহান পর্বতের পক্ষাদি ছেদন করেছ (অথবা মেঘমণ্ডল বিদীর্ণ করেছ)। তারপর সে মেঘে ঢাকা জল নদী প্রভৃতির দ্বারা প্রবাহিত করার জন্য নীচে নিক্ষেপ করেছ। এরূপ অসাধারণ সকল বল তুমি ধারণ কর, এ সত্য, মিথ্যা নয়। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ উক্থ্য, ক্রতু ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে উক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, গৌতম ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ।
গিরিভ্রজো নোর্ময়ো মদন্তো বৃহস্পতিমভ্যর্কা অনাবন্ ॥ ১ ॥
সং গোভিরাঙ্গিরসো নক্ষমাণো ভগ ইবেদর্যমণং নিনায়।
জনে মিত্রো ন দম্পতী অনক্তি বৃহস্পতে বাজয়াশূঁরিবাজৌ ॥ ২ ॥
সাধ্বর্যা অতিথিনীরিষিরা স্পার্হাঃ সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।
বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা ঊপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ ॥ ৩ ॥
আপ্রুষায়ন্ মধুন ঋতস্য যোনিমবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিব দ্যোঃ।
বৃহস্পতিরুদ্ধরন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্নেব বি ত্বচং বিভেদ ॥ ৪ ॥
অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরিক্ষাদুদ্নঃ শীপালমিব বাত আজৎ।
বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥ ৫ ॥
যদা বলস্য পীয়তো জসুং ভেদ্ বৃহস্পতিরগ্নিতপোভিরর্কৈঃ।
দদ্ভির্ন জিহ্বা পরিবিষ্টমাদদাবির্নিধীঁরকৃণোদুস্রিয়াণাম্ ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতিরমত হি ত্যদাসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যৎ।
আণ্ডেব ভিত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ॥ ৭ ॥
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাৎ বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ৮ ॥
সোষামবিন্দৎ স স্বঃ সো অগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি।
বৃহস্পতির্গোবপুষো বলস্য নির্মজ্জানং ন পর্বণো জভার ॥ ৯ ॥
হিমেব পর্ণা মুষিতা বনানি বৃহস্পতিনাকৃপয়দ্ বলো গাঃ।
অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার যাৎ সূর্যামাসা মিথ উচ্চরাতঃ ॥ ১০ ॥
অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্ বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্ গাঃ ॥ ১১ ॥
ইদমকর্ম নমো অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বীরন্বানোনবীতি।
বৃহস্পতিঃ স হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ স বীরেভিঃ স নৃভির্নো বয়ো ধাৎ ॥১২ ॥

অনুবাদ ঃ জলে বিচরণশীল, ব্যাধি প্রভৃতি থেকে নিজেদের রক্ষাকারী পক্ষিগণ যেমন উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করে, মেঘ থেকে নিম্নে পতন সময়ে শস্যাদির তৃপ্তিকারী জলসকল মেঘগর্জনের মত যেমন শব্দ করে, সেরূপ অর্চনসাধন মন্ত্রগুলি (অথবা অর্চক স্তোতারা) বৃহস্পতিদেবের স্তুতি করছে। ১ ॥ ভগদেব যেমন বিবাহসময়ে

বরবধূর কাছে অর্যমা দেবকে নিয়ে আসে, আঙ্গিরস মহর্ষি গব্য ঘৃতাদির দ্বারা (অথবা স্তুতিবাক্যের দ্বারা) সে বিবাহ-হোমাভিমানী অর্যমা দেবকে এ দম্পতীর কাছে নিয়ে আসুক। মিত্রদেব যেমন প্রকাশের জন্য নিজের রশ্মিগুলি যুক্ত করে, সেরূপ এ মহর্ষি বরবধূকে যুক্ত করুক। হে বৃহস্পতি দেব, সংগ্রামে যোদ্ধারা যেমন অশ্বদের যোজনা করে, সেরূপ তুমি এ বরবধূর সংযোজন কর (অর্থাৎ মিলন ঘটিয়ে দাও)। ২ ॥ যবকাণ্ড থেকে যব নিষ্কাশন করে যেমন বপন করা হয়, সেরূপ বৃহস্পতিদেব বল নামক অসুরদের আচ্ছন্ন পর্বত থেকে গাভীদের উদ্ধার করে স্তোতাদের দিচ্ছে। সে গাভীগণ শোভন গমনশীল, দুগ্ধাদির দ্বারা অতিথিদের তৃপ্তিদায়ক, স্পৃহণীয়, শোভনশুক্লাদি বর্ণযুক্ত ও অনিন্দিতরূপ। ৩ ॥ বৃহস্পতিদেব জলের দ্বারা ভূমি সিক্ত করার জন্য মেঘকে দ্যুলোক থেকে নীচে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যেমন আদিত্য দ্যুলোক থেকে উল্কা ক্ষেপণ করে। সে বৃহস্পতিদেব মেঘ থেকে জল উদ্ধার করে ভূমির ত্বক্ (উপরিভাগ) ভিন্ন করছে (অথবা পণিনামক অসুরদের দ্বারা আবৃত পর্বত থেকে তাদের দ্বারা অপহৃত গাভীদের উদ্ধার করে গাভীদের খুরের দ্বারা ভূমির ত্বক্ ছিন্ন করছে অর্থাৎ সর্বত্র গাভীদের বিচরণ করাচ্ছে)। ৪ ॥ বায়ু যেমন জল থেকে শৈবাল সরিয়ে দেয়, সেরূপ বৃহস্পতিদেব গিরিকুহর থেকে অন্ধকার সরিয়ে দিচ্ছে। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডলকে সর্বত্র প্রসারিত করে, সেরূপ বৃহস্পতিদেব বলনামক অসুরের অপহৃত গাভীদের অবস্থানপ্রদেশ জেনে, তা থেকে গাভীদের সর্বত্র ব্যাপ্ত করছে (সরিয়ে আনছে)। ৫ ॥ বৃহস্পতিদেব যখন হিংসক বলনামক অসুরের হিংসাসাধন আয়ুধ, অগ্নির মত তাপক দীপ্ত নিজ রশ্মির দ্বারা (অথবা মন্ত্রের দ্বারা) ভিন্ন করে, তখন জিহ্বা যেমন দাঁত দিয়ে চিবিয়ে লাড্ডুকাদি ভক্ষণ করে, সেরূপ সে অসুরকে ভক্ষণ করেছে। তারপর তার অপহৃত গাভীদের আবিষ্কার করেছে। ৬ ॥ বৃহস্পতিদেব যখন পর্বতগুহায় স্থিত শব্দায়মান গাভীদের নাম জেনেছিলেন, তখন সে দুগ্ধবতী গাভীগণ নিজেরাই পর্বত ভেদ করে বের হয়েছিল, যেমন পক্ষিরা অণ্ড ভেদ করে বাইরে আসে। ৭ ॥ লোকে যেমন অল্প জলাশয়ে স্থিত মৎস্য দেখতে পায়, সেরূপ বৃহস্পতিদেব প্রস্তরের দ্বারা আচ্ছন্ন মধুর মত উপভোগ্য গাভীদের (আবরণ উন্মোচন করে) দেখতে পেয়েছিল। চমস পাত্র যেমন মধুর উপাদান থেকে মধু নিষ্কাশন করে হরণ করে, সেরূপ বৃহস্পতিদেব হম্বারবের দ্বারা জেনে গোরূপধারী বলনামক অসুরকে ছিন্ন করে গর্ত থেকে মধুরূপ গাভীদের গ্রহণ করেছিল। ৮ ॥ সে বৃহস্পতি পর্বতকুহরে অন্ধকারে অবস্থিত গাভীদের দেখার জন্য উষা, আদিত্য ও অগ্নিকে লাভ করেছিল। তারপর সূর্যের তেজে অন্ধকার দূর করে বৃষভ-রূপধারী বল নামক অসুরকে বিনাশ করেছিল। তারপর অস্থির পর্ব থেকে যেমন মজ্জা বের করা হয়, সেরূপ বলপূর্বক আকর্ষণ করে গাভীদের আনয়ন করেছিল। ৯ ॥ হিম যেমন পত্রগুলি নিঃসার করে খুলে ফেলে, সেরূপ বৃহস্পতি গোধনগুলি উন্মুক্ত করে এনেছিল, বল নামক অসুর অপহৃত গাভী ফিরে দিয়েছিল। কেউ যা করতে পারে না, আবার কখন কাউকে যা করতে হবে না, সেরূপ কর্ম বৃহস্পতি করেছিল। সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাতে অনুক্রমে ঊর্ধ্বে যেবিচরণ করছে—এটা হচ্ছে বৃহস্পতির কর্ম। ॥ ১০ ॥ বৃহস্পতিদেব যখন গাভীগণের আচ্ছাদক পর্বত বিদীর্ণ করে গাভীদের লাভ করেছিল, তখন সকলের পালক ইন্দ্রাদি দেবগণ. লোকে যেমন কপিশবর্ণ অশ্বকে স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত করে, সেরূপ নক্ষত্ররাজির দ্বারা দ্যুলোক অলঙ্কৃত করেছিল। এরূপ তারা রাতে অন্ধকার এবং দিনে সর্ব-দীপক আদিত্যরূপ তেজ স্থাপন করেছিল। ১১ ॥ মেঘ বিদীর্ণ করে জলপ্রদানকারী

বৃহস্পতির উদ্দেশে এ নমস্কার করছি (অথবা অন্ন দিচ্ছি কিংবা স্তুতি করছি)। **সে বৃহস্পতি** বহু ঋকের অনুক্রমে স্তুতি করেছে—এটা বলা হয়। সে বৃহস্পতি **আমাদের** বহু গাভীর সাথে অন্ন দিক, এরূপ বহু অশ্ব, পুত্র ও ভৃত্যাদির সাথে **আমাদের** অন্ন দিক। ১২ ॥

টীকা ঃ ১-১২ ॥ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। প্রথম মন্ত্রে—'অর্ক' শব্দের অর্থ অর্চনসাধন মন্ত্র। 'অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চন্তি'—ইতি নিরুক্ত (৫।৪)। অথবা অর্চক স্তোতৃবৃন্দ অর্থ। ৪র্থ মন্ত্রে—'মধু' শব্দের এখানে জল অর্থ, 'মধু ইতি উদকনাম'। বৃহস্পতি দেবতা, অয়াস্য ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ১ ॥
ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্ত্বে ইৎ কামং পুরুহূত শিশ্রয়।
রাজেব দস্ম নি ষদোঽধি বর্হিষ্যস্মিন্‌ৎসু সোমেঽবপানমস্তু তে ॥ ২ ॥
বিষুবৃদিন্দ্রো অমতেরুত ক্ষুধঃ স ইদ্রায়ো মঘবা বস্ব ঈশতে।
তস্যেদিমে প্রবণে সপ্ত সিন্ধবো বয়ো বর্ধন্তি বৃষভস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩ ॥
বয়ো ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্‌ৎসোমাস ইন্দ্রং মন্দিনশ্চমূষদঃ।
প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতদ্বিদৎ স্ব র্মনবে জ্যোতিরার্যম্ ॥ ৪ ॥
কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সংবর্গং যন্মঘবা সূর্যং জয়ৎ।
ন তত্তে অন্যো অনু বীর্যং শকন্ন পুরাণো মঘবন্ নোত নূতনঃ ॥ ৫ ॥
বিশংবিশং মঘবা পর্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্ বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষু রণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ ॥ ৬ ॥
অপো ন সিন্ধুমভি যৎ সমক্ষরন্‌ৎসোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্।
বর্ধন্তি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা ॥ ৭ ॥
বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্ রজঃস্বা যো অর্যপত্নীরকৃণোদিমা অপঃ।
স সুন্বতে মঘবা জীরদানবেঽবিন্দজ্জ্যোতির্মনবে হবিষ্মতে ॥ ৮ ॥
উজ্জায়তাং পরশুর্জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ।
বি রোচতামরুষো ভানুনা শুচিঃ স্বর্ণ শুক্রং
শুশুচীত সৎপতিঃ ॥ ৯ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১ ॥
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রদেবকে সামনে রেখে স্বর্গপ্রাপক, পরস্পর সঙ্গত, ব্যাপ্ত, ইন্দ্র-বিষয়ক **আমার স্তোত্রগুলি** স্তুতি করছে। যোষিদ্‌গণ যেমন পতিকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে, **দূরদেশ থেকে** আগত পিত্রাদিকে পুত্রাদি বন্ধুজন যেমন নিজরক্ষার জন্য আলিঙ্গন **করে, আমার** স্তুতিগুলি সেরূপ রক্ষার জন্য ধনবান ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করছে। ১ ॥ হে **বহুজন-স্তুত** ইন্দ্র, তোমার প্রতি গমনশীল আমার মন কখনও তোমার কাছ থেকে সরে **আসে না,** কিন্তু তোমারই কামনা করছে। অতএব হে শত্রুনাশক (অথবা দর্শনীয়)

ইন্দ্র, রাজা যেমন সিংহাসনে বসে, সেরূপ তুমি এ আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন কর, এ সোমযাগে (অথবা অভিষুত সোমে) তোমার পান নির্দিষ্ট হোক। ২॥ ইন্দ্রদেব আমাদের দারিদ্র্যনাশক হোক এবং ক্ষুধা দূর করুক। সে ধনবান ইন্দ্র দানযোগ্য ধনের স্বামী। কামবর্ষক, বলবান সে ইন্দ্রের গঙ্গাদি এ সপ্ত সিন্ধু (স্যন্দনশীল নদী) নিম্ন ভূমিতে অন্নবর্ধন করছে ॥ ৩ ॥ পক্ষিগণ যেমন পল্লবিত বৃক্ষে অবস্থান করে, সেরূপ মদকর অভিষবণফলকে স্থিত সোমগুলি ইন্দ্রকে লাভ করেছে। এ সোমসমূহ (অথবা তাদের মুখ) দ্যুতি লাভ করছে। সে সোম-সমূহ আদিত্য নামক অভিগমনীয় জ্যোতি মানুষের প্রকাশের জন্য প্রদান করছে। ৪॥ কিতব দ্যূতক্রীড়ায় যেমন লাভহেতুক কৃতশব্দবাচ্য অয় অন্বেষণ করে, সেরূপ আমাদের স্তুতি ক্রীড়ায় (বা প্রমোদে) ইন্দ্রকে অন্বেষণ করছে। যেহেতু সে ইন্দ্র অন্ধকার-নিবারক সূর্যকে সবল জগতের প্রকাশের জন্য দ্যুলোকে স্থাপন করেছে। হে ইন্দ্র, তোমার এ শক্তি অন্য কেউ অনুসরণ করতে পারে না, পূর্বতন কেউ পারেনি, আধুনিকও কেউ পারবে না। ৫॥ কামবর্ষক ধনবান ইন্দ্র সকল যজমানের যজ্ঞে সমকালে নিজ বিভূতির দ্বারা গমন করছে, স্তোতাদের প্রীতিদায়ক স্তুতিগুলি এককালে শ্রবণ করছে। এরূপ সমর্থযুক্ত ইন্দ্র যে যজমানের তিনটি সবনে আনন্দ লাভ করে, সে যজমান তীব্র সোমপানের দ্বারা যুদ্ধেচ্ছু শত্রুদের পরাভূত করতে পারে। ৬॥ নদীগুলি যেমন সিন্ধুর দিকে, কুল্যা (অল্পজল বিশিষ্ট নদী) যেমন হ্রদের দিকে ক্ষরিত হয়, সেরূপ যখন সোমগুলি ইন্দ্রের দিকে ক্ষরিত হয়, তখন স্তোতাগণ যজ্ঞগৃহে স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ধন করে, যেমন মেঘ দিব্য জলের দ্বারা (অথবা বৃষ্টি নিজ দানের দ্বারা) যবের বর্ধন করে। ৭॥ যে ইন্দ্র আদিত্য-পালিত এ জলগুলি ভূমিস্থিত করেছে, ক্রোধান্ধ বৃষভ যেমন প্রতিমল্ল বৃষভকে পরাভব করতে যায়, সেরূপ সে ইন্দ্র মেঘ বিদীর্ণ করতে সকল লোকে যায়। তারপর সে ধনবান ইন্দ্র সোমাভিষবকারী, শীঘ্র হবি-দানকারী যজমানকে প্রকাশক তেজ প্রদান করে। ৮॥ ইন্দ্রের বজ্র নিজ তেজে মেঘ বিদারণের জন্য ঊর্ধ্বে প্রাদুর্ভূত হোক। জলের দোহনকারিণী মাধ্যমিকা বাক্ পূর্বের মত এখনও হোক, দীপ্ত নিজ তেজের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে প্রকাশ লাভ করুক। আদিত্য যেমন দীপ্ত তেজ প্রকাশ করে (অর্থাৎ তেজে নিজেই দীপ্ত হয়), এরূপ সজ্জন-পালক ইন্দ্র অত্যন্ত দীপ্তি লাভ করুক। ৯॥ হে বহুজনস্তুত ইন্দ্র, আমরা (যজমান) তোমার অনুগৃহীত হয়ে তোমার দানে দুর্লঙ্ঘনীয় দারিদ্র্য পার হবো। তোমার দত্ত যব, ব্রীহি প্রভৃতির দ্বারা পুত্রভৃত্যাদির ক্ষুধা দূর করব। তোমার অনুগ্রহে আমরা সজাতির মধ্যে মুখ্য হয়ে ক্ষত্রিয় রাজগণের সাথে বহু ধন লাভ করব। তা হলে আমাদের বলে শত্রুদের জয় করব। ১০॥ বৃহস্পতিদেব পশ্চিম দিক থেকে আগত পাপেচ্ছুক হিংসকদের কাছ থেকে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুক, সেরূপ উত্তর ও নিম্ন দিক থেকে আগত শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুক। এরূপ ইন্দ্রদেব পূর্ব ও মধ্য দেশ থেকে আগত হিংসকদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুক। এভাবে রক্ষা করে মিত্ররূপ ইন্দ্র সখাদের (আমাদের) বহুধন প্রদান করুক। ১১॥ হে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র, তোমরা দুজন দিব্য ও পার্থিব ধনের অধিপতি, অতএব তোমার স্তবকারী আমাদের প্রভূত ধন দাও। সর্বদা পরম মঙ্গলের দ্বারা আমাদের পালন কর। ১২॥

টীকা ঃ ১-১২। 'অচ্ছা ম ইন্দ্রং' ইত্যাদি সূক্ত উক্থ্য ও ব্রহ্মশস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।
কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১ ॥
ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ।
তবেদু স্তোমং চিকেত ॥ ২ ॥
ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বতং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রা ॥ ৩ ॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র ণোনুমো বৃষন্।
বিদ্ধী ত্বস্য নো বসো ॥ ৪ ॥
মা নো নিদে চ বক্তবেঽর্যো রন্ধীররাব্ণে।
ত্বে অপি ক্রতুর্মম ॥ ৫ ॥
ত্বং বর্মাসি সপ্রথঃ পুরোয়োধশ্চ বৃত্রহন্।
ত্বয়া প্রতি ব্রুবে যুজা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তোমার স্তুতির জন্য তোমাকে ইচ্ছা করে তোমার মিত্ররূপ আমরা (কণ্বগোত্রীয় মহর্ষিগণ) উক্থ স্তোত্রের দ্বারা তোমার স্তুতি করছি। ১ ॥ হে বজ্রী ইন্দ্র, নূতন যাগে তুমি ছাড়া অন্য কোন দেবতার স্তুতি করছি না; কিন্তু তোমার স্তোত্র আমি জানি। ২ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমাভিষবকারী যজমানের রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, তাকে অনাদর করতে চায় না। তারা আনন্দপ্রদ তার উদ্দেশে (অথবা আনন্দদায়ক সোমের উদ্দেশে) অনলস হয়ে গমন করে। ৩ ॥ হে কামবর্ষক ইন্দ্র, তোমার অভিলাষী হয়ে আমরা তোমার স্তুতি করছি। হে ধনবান ইন্দ্র, তুমি আমাদের এ স্তোত্রের কামনা কর। ৪ ॥ হে প্রভু ইন্দ্র, যারা আমাদের নিন্দাকারী, কঠোরভাষী ও দানহীন শত্রু, তাদের কাছে আমাদের অধীন করে দিও না। আমাদের সকল সংকল্প (অথবা স্তুতিরূপ কর্ম) তোমার উদ্দেশে, অতএব নিন্দকদের কাছে আমাদের বশ্যতা ইচ্ছা করো না। ৫ ॥ হে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, সর্বত্র মহান, সংগ্রামে অগ্রগামী যোদ্ধা তুমি আমার বর্মসদৃশ। সেরূপ তোমার সাহায্যে আমি শত্রুদের তিরস্কার করব (অর্থাৎ তাদের বিনাশ করব)। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। তৃতীয় অনুবাকে তেরটি সূক্ত, তার মধ্যে প্রথম চারটি সূক্ত অতিরাত্র ক্রতুতে প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে।

১ম মন্ত্রে—উক্থ-শব্দের অর্থ স্তোত্র এবং 'জরন্তে' শব্দের অর্থ স্তুতি করা। "উচ্যতে ইত্যুক্থানি স্তোত্রাণি, তৈ র্জরন্তে স্তুবন্তি। জরতি র্নৈরুক্তো ধাতুঃ স্তুত্যর্থে বর্ততে" —সায়ণাচার্য। ইন্দ্র দেবতা, মেধাতিথি ও বসিষ্ঠ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

বার্ত্রহত্যায় শবসে পৃতনাষাহ্যায় চ।
ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি ॥ ১ ॥
অর্বাচীনং সু তে মন উত চক্ষুঃ শতক্রতো।
ইন্দ্র কৃণ্বন্তু বাঘতঃ ॥ ২ ॥

নামানি তে শতক্রতো বিশ্বাভির্গীর্ভিরীমহে।
ইন্দ্রাভিমাতিষাহ্যে ॥ ৩ ॥
পুরুষ্টুতস্য ধামভিঃ শতেন মহয়ামসি।
ইন্দ্রস্য চর্ষণীধৃতঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে পুরুহূতমুপ ব্রুবে।
ভরেষু বাজসাতয়ে ॥ ৫ ॥
বাজেষু সাসহির্ভব ত্বামীমহে শতক্রতো।
ইন্দ্র বৃত্রায় হন্তবে ॥ ৬ ॥
দ্যুম্নেষু পৃতনাজ্যে পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ।
ইন্দ্র সাক্ষ্বাভিমাতিষু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ বৃত্র-বিনাশের জন্য, বলের জন্য এবং পরকীয় সেনার পরাভবের জন্য, হে ইন্দ্র, তোমাকে আমাদের অভিমুখী করছি। ১ ॥ হে শতক্রতু (বহুকর্মা) ইন্দ্র, তোমার মন (যজ্ঞনির্বাহক ঋত্বিক্) আমাদের অভিমুখী কর এবং আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ২ ॥ হে বহুকর্মা ইন্দ্র, শত্রুদের সংগ্রামে (অথবা পাপক্ষয়ের জন্য) তোমার নামসকল (সহস্রাক্ষ, পুরন্দর ইত্যাদি নামগুলি অথবা বৃত্রবধাদি কর্মসকল) স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা আমরা কীর্তন করছি। ৩ ॥ বহুজনস্তুত, শততেজোযুক্ত (অথবা অসংখ্যাত স্থানযুক্ত) মানুষের ধারক ইন্দ্রের আমরা পূজা করছি (অথবা শত স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রের আমরা স্তুতি করছি)। ৪ ॥ বহু যজমানের দ্বারা আহূত (অথবা সংগ্রামে নিজ নিজ জয়ের জন্য বহুজনের দ্বারা আহূত) ইন্দ্রকে বৃত্রবধের (অথবা পাপনাশের) জন্য, সংগ্রামে অন্নলাভের (ও শত্রুজয়ের) জন্য আমরা স্তুতি করছি। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, সংগ্রামে শত্রুদের পরাভবকারী হও, এজন্য হে শতক্রতু, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেবকে বৃত্রবধের (অথবা পাপনাশের) জন্য স্তুতি করছি। ৬ ॥ হে ইন্দ্র, সংগ্রামে দ্যোতমান ধনলাভের জন্য (অথবা শত্রুসেনা অতিক্রমের জন্য), অন্নলাভ ও শত্রুবধের জন্য (অথবা পাপনাশের জন্য) আমাদের অনুসরণ কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'বার্ত্রহত্যায় শবসে' ইত্যাদি সূক্ত অতিরাত্রে প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

শুষ্মিন্তমং ন ঊতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্।
ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥ ১ ॥
ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ॥ ২ ॥
অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্।
উৎ তে শুষ্মং তিরামসি ॥ ৩ ॥
অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভী ষদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো ন নঃ পশ্চাদঘং নশৎ।
ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ।
জেতা শত্রূন্ বিচর্ষণিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে শতক্রতু ইন্দ্র, আমাদের রক্ষার জন্য (আমাদের প্রদত্ত) বলবান, দ্যুতিমান, স্বপ্ননিবারক সোম পান কর। ১ ॥ হে শতক্রতু ইন্দ্র, পঞ্চ জনে (দেবতা, মনুষ্য, পিতৃগণ, অসুর, ও রাক্ষসে, অথবা নিষাদ সহ ব্রাহ্মণাদি পঞ্চ বর্ণে) তোমার নিজের যে বীর্য (দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়) আছে, আমরা যেন তা লাভ করতে পারি। ২ ॥ হে ইন্দ্র, প্রভূত অন্ন আমাদের কাছে আসুক (অথবা প্রভূত সোমরূপ অন্ন তোমার কাছে যাক)। তুমি দুস্তর (শত্রুদের তরণের অযোগ্য) দ্যোতমান যশ (অথবা স্বর্ণাদি) আমাদের দাও, আমরা সোমের দ্বারা (অথবা স্তোত্রের দ্বারা) তোমার বলবৃদ্ধি করছি। ৩ ॥ হে বলবান ইন্দ্র, তুমি নিকট অথবা দূরদেশ থেকে আমাদের অভিমুখে এস। হে বজ্রী, তোমার যে উত্তম লোক আছে, হে ইন্দ্র, সেখান থেকে এ দেবযজন দেশে সোমপানের জন্য এস। ৪ ॥ হে ঋত্বিক্, ইন্দ্রদেব আমাদের অন্যের অপরিহার্য মহৎ ভয় পরিহার করে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে ইন্দ্র স্থির, অন্যের দ্বারা অবিচলিত এবং বিশ্বের দ্রষ্টা। ৫ ॥ আমাদের শরণ্য, সকল প্রাণীর রক্ষক ইন্দ্রদেব আমাদের সুখী করুক। তা হলে পেছন থেকে আমাদের কাছে কোন দুঃখ না আসুক এবং সামনে মঙ্গল হোক। ৬ ॥ ইন্দ্রদেব দিক, বিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ—সকল দিক থেকে আমাদের অভয় করুক। সে ইন্দ্র সকল দিকে আমাদের ভয়কারী শত্রুদের পরাভবকারী ও তাদের দ্রষ্টা। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ও গৃৎসমদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

ন্যূষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ।
নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ॥ ১ ॥
দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥ ২ ॥
শচীব ইন্দ্র পুরুকৃৎ দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু।
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমূনয়ীঃ ॥ ৩ ॥
এভির্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা।
ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি ॥ ৪ ॥
সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গোঅগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥ ৫ ॥
তে ত্বা মদা অমদন্ তানি বৃষ্ণ্যা তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সৎপতে।
যৎ কারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥ ৬ ॥
যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্ ॥ ৭ ॥
ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ পুরোহনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥ ৮ ॥

তমেতাং জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥ ৯ ॥
ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্বয়াণম্।
ত্বমস্মৈ কুৎসমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনায়ঃ ॥ ১০ ॥
য উদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে শিবতমা অসাম।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ মহান ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে শোভন স্তুতি যুক্ত করছি, যেহেতু পরিচর্যাকারী যজমানের যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করা হয়। নিদ্রিত ব্যক্তির ধন যেমন চোর সহজে লাভ করে, সেরূপ ইন্দ্র দ্রুত অসুরদের রমণীয় ধন লাভ করে, (অতএব সে ইন্দ্র আমাদের ধনদানে সমর্থ)। ধনদাতা ব্যক্তির প্রতি অসমীচীন স্তুতি করা যুক্তিযুক্ত নয় (অতএব শোভন স্তুতি করছি)। ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অশ্ব, গাভী ও যবাদির দাতা এবং মণিমুক্তা হিরণ্যাদি ধনের পালক। দানের নেতা (অথবা মানুষের শিক্ষক), পুরাণ, সেবকদের কামবর্ধক, ঋত্বিকদের মিত্ররূপ সে ইন্দ্রের উদ্দেশে এ স্তোত্র উচ্চারণ করছি। ২ ॥ হে প্রজ্ঞানী, বহুকিছুর কর্তা, দীপ্তিমান ইন্দ্র, সর্বত্র যে ধন আছে, সে সকলের তুমিই অধিকারী বলে আমরা জানি। হে শত্রুর পরাভবকারী ইন্দ্র, এজন্য সব ধন সংগ্রহ করে আমাদের দাও। তোমার ইচ্ছাকারী স্তোতার (আমার) আকাঙ্ক্ষা বিফল করো না (অর্থাৎ পূর্ণ কর)। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের দত্ত দীপ্ত চরু, পুরোডাশাদি ও সোমের দ্বারা প্রীত হয়ে বহু গাভী, অশ্বযুক্ত ধনের দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য দূর করে শোভনমনস্ক হও। আমাদের দত্ত সোমের দ্বারা প্রীত ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা শত্রুনাশক হবো এবং অজাতশত্রু হয়ে ইন্দ্রদত্ত অন্নের সাথে যুক্ত হবো। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার ধন ও সকলের কাম্য অন্নের সাথে আমরা যুক্ত হবো। সেরূপ তোমার বহু প্রজার আহ্লাদক, দীপ্যমান বলের সাথে আমরা যুক্ত হবো। বিবিধ নিবারক বল, গাভী ও অশ্বের দানযুক্ত তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধির সাথে আমরা যুক্ত হবো। ৫ ॥ হে সজ্জনপালক ইন্দ্র, শত্রুনাশের জন্য মদকর আজ্য-পুরোডাশাদি তোমার তৃপ্তিবিধান করে, কামবর্ষক তোমার প্রীতিদায়ক স্তোত্রগুলি তোমাকে হৃষ্ট করে, সে সোমগুলি তোমার তখন আনন্দদায়ক হয়, যখন স্তোতা, যাগকারী যজমানের দশ সহস্র আবরক পাপসমূহ (বা শত্রুদের) তুমি নিঃশেষে বিনাশ কর। ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বজ্র-রূপ আয়ুধের দ্বারা শত্রুর অস্ত্রের সামনে গমন কর। নিজ যোদ্ধা মরুদ্গণের দ্বারা শত্রুনগরস্থ যোদ্ধাদের বলে বিনাশ কর। সকলের নমনীয় তোমার আয়ুধের দ্বারা দূরদেশস্থিত মায়াবী নমুচি অসুরের বিনাশ করেছ, অতএব তোমার স্তুতি করছি। ৭ ॥ হে ইন্দ্র, অতিথিগ্ব (অতিথির জন্য যার গাভীসকল) রাজার জন্য তীক্ষ্ম বর্তনী নামক আয়ুধের দ্বারা করঞ্জ ও পর্ণয় অসুরকে বধ করেছ। ঋজিশ্ব নামক রাজার জন্য একাকী বঙ্গৃদ শত্রুর নগর ধ্বংস করেছ। ৮ ॥ হে ইন্দ্র, বিশ্রুত তুমি সহায়হীন সুশ্রবা রাজার জন্য আক্রমণকারী জনরাজার বিংশ, ষাট হাজার ও নিরানব্বই সেনানায়কদের শত্রুর অগম্য রথ্যা চক্রের দ্বারা বিনাশ করেছ। ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অসহায় সুশ্রবা রাজার রক্ষার জন্য তুর্বয়াণ রাজাকে পালনের দ্বারা রক্ষা করেছ। এরূপ এই মহান যুবরাজ সুশ্রবা রাজার জন্য কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ু নামক রাজাদের বশীভূত করেছ। ১০ ॥ হে ইন্দ্র, যজ্ঞসমাপ্তিতে বর্তমান, দেবতা তোমার দ্বারা পালিত, তোমার বন্ধুর মত অত্যন্ত প্রিয় আমরা অতিশয় কল্যাণ লাভ করব। আমরা যজ্ঞ-সমাপ্তির পরও তোমার স্তুতি করছি। আমাদের

দ্বারা স্তুত তোমা কর্তৃক আমরা শোভনপুত্র ও দীর্ঘায়ু প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করব। ১১॥

টীকা ঃ ১-১১। 'নূ্যষু বাচং' ইত্যাদি সূক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর প্রথম পর্যায়ে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, সব্য ঋষি, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পঞ্চম সূক্ত

অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে।
তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥ ১ ॥
মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্।
মাকীং ব্রহ্মদ্বিষো বনঃ ॥ ২ ॥
ইহ ত্বা গোপরীণসা মহে মন্দন্তু রাধসে।
সরো গৌরো যথা পিব ॥ ৩ ॥
অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ৪ ॥
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেরুষীরধি বর্হিষি।
যত্রাভি সন্নবামহে ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু।
যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে কামবর্ষক ইন্দ্র, সোম অভিষুত হলে অভিষবের দ্বারা সংস্কৃত সোম পানের জন্য তোমাকে যুক্ত করছি, সে সোমের দ্বারা তুমি প্রীত হও এবং মদকর সোম ব্যাপ্ত কর। ১॥ হে ইন্দ্র, তোমার অনুগ্রহ ছাড়া নিজেকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করে আমরা মূঢ় হয়েছি। (আমরা মূঢ়, তুমি অমূঢ়), অতএব আমাদের হিংসা করো না। তোমার উপহাসকারীরা যেন তোমাকে হিংসা না করে। তুমি ব্রাহ্মণদ্বেষিদের ভজন করো না। ২॥ হে ইন্দ্র, ঋত্বিক্‌গণ মহান ধনের জন্য গোদুগ্ধ মিশ্রিত সোমের দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করুক। গৌরমৃগ যেমন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জলাশয়ের জল পান করে, সেরূপ তুমি নিঃশেষে সোম পান কর। ৩॥ হে স্তোতা, স্বর্গের (অথবা গাভীদের) স্বামী ইন্দ্রকে সেভাবে পূজা কর যাতে আমাদের নিজের বলে জানে। সে ইন্দ্র সত্য-ফলরূপ যজ্ঞের অথবা সত্যের পুত্রস্থানীয়। (*যেখানে যজ্ঞ সেখানে ইন্দ্র—এজন্য পিতা পুত্রের মত অব্যবহিত সম্বন্ধবশতঃ এখানে পুত্রত্ব উপ*চারিত হয়েছে)। ৪॥ বর্হি আস্তৃত হলে (*কুশ পাতা হলে*) দীপ্তিমান অশ্বগুলি ইন্দ্ররথে যুক্ত হোক। সে কুশের দ্বারা ইন্দ্রের আমরা স্তুতি করছি। ৫॥ বজ্রী ইন্দ্রের উদ্দেশে গাভীগণ মধুর দুগ্ধ ক্ষরণ করছে, যখন নিকটে বর্তমান মধুব মত স্বাদু সোম ইন্দ্র লাভ করে। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। অতিরাত্র ক্রতুতে মধ্যমপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে 'অভি ত্বা বৃষভ সুতে' ইত্যাদি চারটি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, ত্রিশোক ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'মাকীং' শব্দ নিষেধার্থক। 'মা-শব্দপর্যায়ো মাকীং-শব্দঃ'—সায়ণাচার্য।

ষষ্ঠ সূক্ত

আ তু ন ইন্দ্র মদ্র্যগ্ ঘুবানঃ সোমপীতয়ে।
হরিভ্যা যাহ্যদ্রিবঃ ॥ ১ ॥

সত্তো হোতা ন ঋত্বিয়স্তিস্তিরে বর্হিরানুষক্‌ ।
অযুজ্রন্‌ প্রাতরদ্রয়ঃ ॥ ২ ॥
ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ।
বীহি শূর পুরোলাশম্‌ ॥ ৩ ॥
রারন্ধি সবনেষু ণ এষু স্তোমেষু বৃত্রহন্‌ ।
উক্‌থেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ৪ ॥
মতয়ঃ সোমপামুরুং রিহন্তি শবসস্পতিম্‌ ।
ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ ॥ ৫ ॥
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে ।
ন স্তোতারং নিদে করঃ ॥ ৬ ॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বো হবিষ্মন্তো জরামহে ।
উত ত্বমস্ময়ুর্বসো ॥ ৭ ॥
মারে অস্মৎ বি মুমুচো হরিপ্রিয়ার্বাঙ্‌ যাহি ।
ইন্দ্র স্বধাবো মৎস্বেহ ॥ ৮ ॥
অর্বাঞ্চং ত্বা সুখে রথে বহতামিন্দ্র কেশিনা ।
ঘৃতস্নূ বর্হিরাসদে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি আহূত হয়ে সোমপানের জন্য তোমার অশ্বের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস । ১ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের যজ্ঞে হোতা উপস্থিত হয়েছে, বেদিতে পরস্পর সংলগ্ন করে কুশ বিছান হয়েছে এবং প্রাতঃসবনে সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরগুলি যুক্ত করা হয়েছে । ২ ॥ হে ব্রহ্মবাহ (মন্ত্রপ্রাপক) ইন্দ্র, তোমার উদ্দেশে (আমাদের দ্বারা) এ স্তুতি করা হচ্ছে, অতএব তুমি এ কুশাসনে উপবেশন কর । হে শূর ইন্দ্র, তুমি এসে আমাদের প্রদত্ত ব্রীহি ভক্ষণ কর । ৩ ॥ হে স্তুত্য বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, আমাদের তিনটি সবনে স্তোত্র ও উক্‌থ শস্ত্রে তুমি আনন্দলাভ কর । ৪ ॥ গাভীগণ যেমন বৎসকে লেহন করে (বাছুরের গা চাটে), সেরূপ আমাদের স্তুতি-গুলি মহান সোমপায়ী বলাধিপতি ইন্দ্রকে লাভ করুক । ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার শারীরিক বল ও প্রভূত ধনলাভের জন্য অন্নের দ্বারা (সোমপানে) তুমি হৃষ্ট হও । স্তোতাকে (আমাকে) পরকৃত নিন্দার ভাগী করো না । ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার আকাঙ্ক্ষাকারী আমরা (তোমাকে দেবার জন্য) হবিযুক্ত হয়ে তোমার স্তুতি করছি । হে সকলের নিবাসরূপ ইন্দ্র, অভিমত ফলদানের জন্য আমাদের কামনা কর । ৭ ॥ হে হরিপ্রিয় (হরি নামক অশ্ব প্রিয় যার) ইন্দ্র, আমাদের থেকে দূরে তোমার রথযুক্ত অশ্ব-দুটিকে মুক্ত করো না, কিন্তু রথারূঢ় হয়ে আমাদের কাছে এস । হে হবিরূপ অন্নযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের এ দেবযজনে সোমপানে হৃষ্ট হও । ৮ ॥ হে ইন্দ্র, স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমান কেশযুক্ত, শ্রমজনিত স্বেদজল-স্রাবী অশ্ব-দুটি সুখকর রথে তোমাকে আস্তৃত বর্হির দিকে (কুশ-বিস্তৃত আমাদের যজ্ঞের দিকে) পৌঁছে দিক । ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯ । এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের মত । ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ ।

সপ্তম সূক্ত

উপ নঃ সুতমা গহি সোমমিন্দ্র গবাশিরম্‌ ।
হরিভ্যাং যস্তে অস্ময়ুঃ ॥ ১ ॥

তমিন্দ্র মদমা গহি বর্হিষ্ঠাং গ্রাবভিঃ সুতম্ ।
কুবিন্নবস্য তৃপ্ণবঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রমিত্থা গিরো মমাচ্ছাগুরিষিতা ইতঃ ।
আবৃতে সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে স্তোমৈরিহ হবামহে ।
উক্থেভিঃ কুবিদাগমৎ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তান্ দধিষ্ব শতক্রতো
জঠরে বাজিনীবসো ॥ ৫ ॥
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়ং বাজেষু দধৃষং কবে ।
অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ৬ ॥
ইমমিন্দ্র গবাশিরং যবাশিরং চ নঃ পিব ।
আগত্যা বৃষভিঃ সুতম্ ॥ ৭ ॥
তুভ্যেদিন্দ্র স্ব ওক্যে সোমং চোদামি পীতয়ে ।
এষ রারন্তু তে হৃদি ॥ ৮ ॥
ত্বাং সুতস্য পীতয়ে প্রত্নমিন্দ্র হবামহে ।
কুশিকাসো অবস্যবঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, আমাদের অভিষুত গোদুগ্ধযুক্ত সোমের দিকে তুমি এস, যেহেতু তোমার হরি নামক অশ্বযুক্ত রথ আমাদের কামনা করছে । ১ ॥ হে ইন্দ্র, সে মদকর, বর্হিস্থিত, পাষাণের দ্বারা অভিষুত সোম লক্ষ্য করে তুমি এস । দ্রুত এ সোমপানের দ্বারা অতিতৃপ্তি লাভ কর । ২ ॥ আমাদের যজ্ঞে আগমন ও সোমপানের জন্য আমাদের প্রেরিত এ স্তুতিগুলি এ যজ্ঞক্ষেত্র থেকে ইন্দ্রের দিকে যাচ্ছে । ৩ ॥ ইন্দ্রদেবকে সোমপানের জন্য এ যজ্ঞে স্তোম (স্তোত্র) ও উক্থ (শস্ত্র) মন্ত্রে আমরা আহ্বান করছি । আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে সে ইন্দ্র বহুবার আমাদের যজ্ঞে আসুক । ৪ ॥ হে ইন্দ্র, এ সোম তোমার জন্য অভিষবাদির দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে । হে শতক্রতু (বহুকর্মা), হে অন্নপ্রাপক ইন্দ্র, তোমার জন্য অভিষুত এ সোমগুলি তুমি জঠরে ধারণ কর । ৫ ॥ হে ক্রান্তপ্রজ্ঞ ইন্দ্র, সংগ্রামে তোমাকে শত্রুধর্ষক ও ধনের জেতা বলে জানি । এজন্য তোমার সুখকর ধন আমরা যাচঞা করছি । ৬ ॥ হে ইন্দ্র, গব্য ও যবাদি দ্রব্যযুক্ত, প্রস্তরে অভিষুত এ সোম আমাদের কাছে এসে পান কর । ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার নিজ জঠরপ্রদেশে পানের জন্য এ সোম প্রেরণ করছি । এ পীত সোম তোমার হৃদয়ে অতিশয় ক্রীড়া করুক (অর্থাৎ তোমাকে আনন্দিত করুক) । ৮ ॥ হে ইন্দ্র, পুরাতন তোমার অভিষুত সোমপানের জন্য কুশিক-গোত্রোৎপন্ন আমরা রক্ষাকামনায় আহ্বান করছি । ৯ ॥

টীকা ঃ ১-৯ । এ সূক্ত অতিরাত্রে মধ্যম রাত্রিপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে । ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ ।

অষ্টম সূক্ত

অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্যস্তবোতিভিঃ ।
তমিৎ পৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ ॥ ১ ॥
আপো ন দেবীরুপ যন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ ।
প্রাচৈর্দেবাসঃ প্র ণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব ॥ ২ ॥

অধি দ্বয়োরদধা উক্‌থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্যতঃ।
অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩ ॥
আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয় ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যয়া।
সর্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনমশ্বাবন্তং গোমন্তমা পশুং নরঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে ॥ ৫ ॥
বর্হির্বা যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতেঽর্কো বা শ্লোকমাঘোষতে দিবি।
গ্রাবা যত্র বদতি কারুরুক্‌থ্যস্তস্যেদিন্দ্রো অভিপিত্বেষু রণ্যতি ॥ ৬ ॥
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, যে মর্ত তোমার রক্ষার দ্বারা সুষ্ঠু রক্ষিত হয়, সে মানুষ অশ্ববান ও গোমানদের মধ্যে মুখ্য হয় (অর্থাৎ বহু পশুযুক্ত হয়)। বিশিষ্ট জ্ঞানসাধন জলগুলি যেমন সমুদ্র পূর্ণ করে, সেরূপ তুমিও তাকে বহুভাবে পূর্ণ করে থাক। ১ ॥ হে ইন্দ্র, দ্যোতমান জলগুলি যেমন নিম্নে সমুদ্রের দিকে যায়, সেরূপ স্তুতিগুলি (বা স্তোতারা) হোত্রিয় তোমার দিকে যাচ্ছে। চারদিকে ব্যাপ্ত সূর্যতেজ দেখতে অসমর্থ হয়ে লোকে যেমন নীচের দিকে তাকায়, সেরূপ স্তোতাগণ তোমার স্বরূপ দেখতে অসমর্থ হয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছে। স্তোতা ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে বেদির দিকে নিয়ে যাচ্ছে (অথবা তোমার জন্য সোম ও অগ্নিকে পূর্ব বেদিতে নিয়ে যাচ্ছে)। বর যেমন কন্যার সেবা করে, সেরূপ ঋত্বিক্‌রা স্তুতিপ্রিয় তোমার সেবা করছে। ২ ॥ হে ব্রহ্মণাচ্ছংসী, দুটি হবির্ধানের মধ্যবর্তী তৃতীয় ছদিস্থানীয় উক্‌থ্যবচন স্থাপন করেছ, সে হবির্ধান-দুটি গ্রহ চমসাদি যজ্ঞসাধন পাত্রে যুগলরূপে অবস্থান করছে। হে ইন্দ্র, তোমার কর্মে (তোমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যাগে) যজমান সংযত হয়ে পুত্র পশু প্রভৃতির দ্বারা নিজের পোষণ করে। তোমার অনুগ্রহে সোম অভিষবকারী যজমানের কল্যাণকর বল হোক। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, পণি-নামক অসুররা যখন গাভী অপহরণ করেছিল, তখন অঙ্গিরা মহর্ষিগণ তোমার উদ্দেশে প্রথমে এ হবিরূপে অন্ন সম্পাদন করেছিল। শোভন ব্যাপারযুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি কর্মের জন্য আহবনীয়াদি অগ্নি প্রজ্বলিত করে নেতা অঙ্গিরা ঋষিগণ সে অসুরের অপহৃত অশ্ব, গাভী প্রভৃতি সমস্ত ধন লাভ করেছিল। ৪ ॥ অথর্বা নামক মহর্ষি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ যাগের দ্বারা প্রথমে অপহৃত গাভীর পথ জেনেছিল ; তারপর গবানয়ন কর্মের পালক কমনীয় সূর্য প্রাদুর্ভূত হয়েছিল (অর্থাৎ অন্ধকারে আবিষ্ট গাভীদের প্রকাশক হয়েছিল)। তারপর কাব্য উশনা (কবির পুত্র ভৃগু) ইন্দ্রের সাহায্যে গাভীদের লাভ করেছিল। সর্বনিয়ন্তা সূর্যের জন্য প্রাদুর্ভূত (অথবা সর্বনিয়ামক ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন) অমর ইন্দ্রের আমরা পূজা করছি। ৫ ॥ যে যজ্ঞে পুত্রাদি লাভের জন্য কুশ বিছান হয়, অর্চনসাধন মন্ত্রযুক্ত হোতা যে দ্যোতমান যজ্ঞে শস্ত্রাদি উচ্চারণ করে এবং যে যজ্ঞে অভিষব-সাধন পাষাণ স্তোতার মত শব্দ করে, সেরূপ যজ্ঞের সমীপে ইন্দ্রদেব ক্রীড়া করে থাকে। ৬ ॥ হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, অভিমত ফলবর্ষক, প্রকৃষ্ট গমনশীল তোমার উদ্দেশে অভিযুত, উগ্র, সত্যসামর্থ্যযুক্ত সোমরস প্রেরণ করছি। হে ইন্দ্র, তুমি এ যজ্ঞে সকল প্রীতিকর স্তুতিকর্মের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে প্রীত হও। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। ইন্দ্র দেবতা, গোতম ঋষি, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

নবম সূক্ত

যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ১ ॥
আ ঘা গমদ্ যদি শ্রবৎসহস্রিণীভিরূতিভিঃ।
বাজেভিরুপ নো হবম্ ॥ ২ ॥
অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্।
যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥ ৩ ॥
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ৪ ॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ৫ ॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ প্রতি যাগাদি কর্মে মিত্ররূপ আমরা বলবান ইন্দ্রের রক্ষার জন্য আহ্বান করছি। সেরূপ প্রতি অন্নপ্রাপ্তির সময় ইন্দ্রের আহ্বান করছি। ১ ॥ সে ইন্দ্র যদি আমাদের আহ্বান শোনে, তা হলে তার সহস্রসংখ্যক রক্ষা ও অন্নের সাথে আমাদের কাছে আসবে। ২ ॥ হে ইন্দ্র, পুরাতন স্বর্গস্থানের অধিপতি, বহু যোদ্ধাদের প্রতিনিধিরূপ ও নেতা তোমাকে আমি আহ্বান করছি। যে তোমাকে আমাদের পিতা অভিমত সিদ্ধির জন্য পূর্বে আহ্বান করেছিল, সে তোমাকে আমি আহ্বান করছি। ৩ ॥ মহান, দীপ্তিমান, স্থাবর জঙ্গমের ওপরে স্বর্গাদিতে বিচরণশীল সূর্যরূপ ইন্দ্রের হরিনামক অশ্বগুলিকে রথে যুক্ত করা হচ্ছে। রথ ও রথযুক্ত অশ্বদের রশ্মিগুলি দ্যুলোকে দীপ্তি পাচ্ছে। (এ মন্ত্রের আদিত্য, অগ্নি ও বায়ু পক্ষে ব্যাখ্যা আছে)। ৪ ॥ সারথিগণ এ ইন্দ্রের রথে হরি-নামক অশ্বদুটি যুক্ত করছে। সে অশ্বদুটি সকলের কাম্য, রথের উভয় পার্শ্বে স্থিত, রক্তবর্ণ ও সারথি প্রভৃতি মানুষদের বাহক। ৫ ॥ হে মরণশীল মনুষ্যগণ, এ সূর্যাত্মক ইন্দ্রকে দেখ। সে ইন্দ্র প্রজ্ঞানরহিত জনে প্রজ্ঞা, অন্ধকারাবৃত বলে রূপহীন পদার্থে রূপ এবং রশ্মির সাথে মিলিত হয়েছে। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। 'যোগে যোগে তবস্তরং' ইত্যাদি চারটি সূক্ত অতিরাত্র ক্রতুতে তৃতীয় রাত্রিপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, শুনশেপ ও মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

দশম সূক্ত

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।
স্তোতা মে গোষখা স্যাৎ ॥ ১ ॥
শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে।
যদহং গোপতিঃ স্যাম্ ॥ ২ ॥
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে।
গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥ ৩ ॥
ন তে বর্তাস্তি রাধস ইন্দ্র দেবো ন মর্ত্যঃ।
যৎ দিৎসসি স্তুতো মঘম্ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্ ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ।
চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ৫ ॥
বাবৃধানস্য তে বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ।
ঊতিমিন্দ্রা বৃণীমহে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি যেমন দেবতাদের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, আমিও যেন (তোমার অনুগ্রহে) সেরূপ ধনের অধিপতি হই। তোমার স্তোতা যেমন বহুগাভীর পালক, সেরূপ আমিও বহু গবাদি ঐশ্বর্য লাভ করব। (অতএব তোমার স্তোতা আমাকে তোমার মত কর)। ১ ॥ হে শচীপতি ইন্দ্র, আমি যখন তোমার অনুগ্রহে গোপতি হবো, তখন যেন মনীষী স্তোতাদের দান করতে ইচ্ছা করি এবং প্রার্থিত ধন দিতে পারি। (আমাকে সে সামর্থ দাও)। ২ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের সুনৃতা (প্রিয় সত্যাত্মিকা) বাক্, দুগ্ধবতী ধেনুর মত তোমার প্রীতিকর হয়ে সোমাভিষবকারী যজমানকে বর্ধন করছে ও তার গবাশ্বাদি সবল অভিলাষ দোহন করছে (অর্থাৎ পূর্ণ করছে)। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের স্তুতি লাভ করে যদি তুমি প্রভূত ধন দিতে ইচ্ছা কর, তা হলে দেবতা বা মনুষ্য কেউ নিষেধ করবার নেই (অর্থাৎ তোমার ধনের কোন নিবারক নেই)। ৪ ॥ আমাদের অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞ (হবি বা স্তুতির দ্বারা) ইন্দ্রের বর্ধন করে, যখন অন্তরিক্ষ থেকে মেঘ বিদীর্ণ করে বৃষ্টির জলে ভূমি সিক্ত হয় (অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা শস্যাদি সমৃদ্ধির ফলে ভূমি যখন পুষ্ট হয়)। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, স্তুতির দ্বারা বর্ধমান, শত্রুর ধন জয়কারী তোমার রক্ষা আমরা বরণ করছি। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের অনুবাক পূর্বের মত। ইন্দ্র দেবতা, গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

একাদশ সূক্ত

ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা।
ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্ ॥ ১ ॥
উদগা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ।
অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃহ্লানি দৃংহিতানি চ।
স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৩ ॥
অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে।
বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ যখন ইন্দ্রদেব সোমপানে মত্ত হয়ে বল নামক অসুরকে (অথবা মেঘকে) বিদীর্ণ করেছিল, তখন দীপ্যমান অন্তরিক্ষলোক বৃষ্টির জলে বর্ধন করেছিল। ১ ॥ ইন্দ্রদেব অঙ্গিরা ঋষিদের জন্য গুহাস্থিত গাভীদের প্রকাশ করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের অপহরণকারী বল নামক অসুরকে নিম্নে নিক্ষেপ করেছিল। ২ ॥ ইন্দ্রদেব দ্যুলোকের দীপ্তিমান গ্রহ নক্ষত্রগুলি বলবান ও দৃঢ় করেছিল, এজন্য স্থির তাদের কেউ ফেলে দিতে পারে না। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, স্তুতিগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের মত তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। তোমার সোমপানজনিত মত্ততা প্রকাশ পাচ্ছে। ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের বিনিয়োগ, দেবতা ও ঋষি পূর্বের মত। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বাদশ সূক্ত

ত্বং হি স্তোমবর্ধন ইন্দ্রাস্যুক্থবর্ধনঃ ।
স্তোতৄণামুত ভদ্রকৃৎ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রমিৎ কেশিনা হরী সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ।
উপ যজ্ঞং সুরাধসম্ ॥ ২ ॥
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ ।
বিশ্বা যদজয় স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥
মায়াভিরুৎসিসৃপ্সত ইন্দ্র দ্যামারুরুক্ষতঃ ।
অব দস্যূঁরধূনুথাঃ ॥ ৪ ॥
অসুন্বামিন্দ্র সংসদং বিষূচীং ব্যনাশয়ঃ ।
সোমপা উত্তরো ভবন্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি ত্রিবৃদাদি স্তোম ও উক্থ শস্ত্রাদি স্তোত্রের দ্বারা বর্ধনীয় এবং স্তোতাদের কল্যাণকারী । ১ ॥ স্কন্ধপ্রদেশে কেশযুক্ত হরি-নামক অশ্বদ্বয় সোমপানের জন্য শোভন ধনরূপ ফলযুক্ত আমাদের যজ্ঞের প্রতি ইন্দ্রকেই বহন করছে (অথবা যষ্টব্য শোভনধনযুক্ত ইন্দ্রকে সোমপানের জন্য বহন করছে) । ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্পর্ধাকারী সকল অসুর-সেনা জয় করে জলের ফেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলে । ৩ ॥ হে ইন্দ্র, মায়ার দ্বারা ঊর্ধ্বগমনশীল, দ্যুলোক আরোহণ করতে ইচ্ছুক দস্যুদের তুমি নীচের দিকে ফেলে দিয়েছিলে । ৪ ॥ হে ইন্দ্র, সোমপায়ী তুমি সোমপান জনিত বলে উৎকৃষ্টতর হয়ে সোমাভিষবহীন অযজ্ঞকারীদের সভা নানাভাবে নষ্ট করেছিলে । ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫ । 'ত্বং হি স্তোমবর্ধনঃ' ইত্যাদি সূক্ত অতিরাত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর তৃতীয় পর্যায়ে বিনিযুক্ত হয়েছে । তৃতীয় মন্ত্রে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে— পূর্বে কোন এক সময় ইন্দ্র অসুরদের জয় করে নমুচি অসুরকে ধরতে সমর্থ হয়নি । সে অসুর ইন্দ্রকে অবরোধ করে বলল—'তোমাকে ছাড়তে পারি যদি তুমি দিন বা রাতে শুষ্ক কিংবা আর্দ্র দ্রব্যের দ্বারা আমাকে আঘাত না কর' । এ শর্তে সে অসুর ইন্দ্রকে ছেড়ে দিল । তারপর ইন্দ্র দিনরাতের সন্ধিক্ষণে শুষ্কাদ্রবিলক্ষণ জলের ফেনার দ্বারা (মন্ত্রপূত বজ্ররূপ ফেনার দ্বারা) নমুচির মস্তক ছেদন করেছিল । এ অর্থ অধ্বর্যুব্রাহ্মণে বলা হয়েছে । 'ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা অসুরান্ পরাভাব্য নমুচিং আসুরং নালভত'—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।৭।১।৬) । দেবতাদি পূর্ববৎ ।

ত্রয়োদশ সূক্ত

প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী প্র তে বন্বে বনুষো হর্যতং মদম্ ।
ঘৃতং ন যো হরিভিশ্চারু সেচত আ ত্বা বিশন্তু হরিবর্পসং গিরঃ ॥ ১ ॥
হরিং হি যোনিমভি যে সমস্বরন্ হিন্বন্তো হরী দিব্যং যথা সদঃ ।
আ যং পৃণন্তি হরিভির্ন ধেনব ইন্দ্রায় শূষং হরিবন্তমর্চত ॥ ২ ॥
সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইন্দ্রে নি রূপা হরিতা মিমিক্ষিরে ॥ ৩ ॥
দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্ বজ্রো হরিতো ন রংহ্যা ।
তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিম্ভরঃ ॥ ৪ ॥

ত্বত্বমহর্যথা উপস্তুতঃ পূর্বেভিরিন্দ্র হরিকেশ যজ্বভিঃ।
ত্বং হর্যসি তব বিশ্বমুক্থ্যমসামি রাধো হরিজাত হর্যতম্ ॥ ৫ ॥
তা বজ্রিণং মন্দিনং স্তোম্যং মদ ইন্দ্রং রথে বহতো হর্যতা হরী।
পুরূণ্যস্মৈ সবনানি হর্যত ইন্দ্রায় সোমা হরয়ো দধন্বিরে ॥ ৬ ॥
অরং কামায় হরয়ো দধন্বিরে স্থিরায় হিন্বন্ হরয়ো হরী তুরা।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্জোষমীয়তে সো অস্য কামং হরিবন্তমানশে ॥ ৭ ॥
হরিশ্মশারুর্হরিকেশ আয়সস্তুরস্পেয়ে যো হরিপা অবর্ধত।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্বাজিনীবসুরতি বিশ্বা দুরিতা পারিষদ্ধরী ॥ ৮ ॥
স্রুবেব যস্য হরিণী বিপেততুঃ শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ।
প্র যৎ কৃতে চমসে মর্মৃজদ্ধরী পীত্বা মদস্য হর্যতস্যান্ধসঃ ॥ ৯ ॥
উত স্ম সদ্ম হর্যতস্য পস্ত্যোরত্যো ন বাজং হরিবাঁ অচিক্রদৎ।
মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদোজসা বৃহৎ বয়ো দধিষে হর্যতশ্চিদা ॥ ১০ ॥
আ রোদসী হর্যমাণো মহিত্বা নব্যন্নব্যং হর্যসি মন্ম নু প্রিয়ম্।
প্র পস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায় ॥ ১১ ॥
অ ত্বা হর্যন্তং প্রযুজো জনানাং রথে বহন্তু হরিশিপ্রমিন্দ্র।
পিবা যথা প্রতিভৃতস্য মধ্বো হর্যন্ যজ্ঞং সধমাদে দশোণিম্ ॥ ১২ ॥
অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামথো ইদং সবনং কেবলং তে।
মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র সত্রা বৃষং জঠর আ বৃষস্ব ॥ ১৩ ॥
অপ্সু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহ নৃভিঃ সুতস্য জঠরং পৃণস্ব ॥
মিমিক্ষুর্যমদ্রয় ইন্দ্র তুভ্যং তেভির্বর্ধস্ব মদমুক্থ্যবাহঃ ॥ ১৪ ॥
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ১৫ ॥
উতী শচীবস্তব বীর্যেণ বয়ো দধানা উশিজ ঋতজ্ঞাঃ।
প্রজাবদিন্দ্র মনুষো দুরোণে তস্থুর্গৃণন্তঃ সধমাদ্যাসঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, মহান যজ্ঞে শীঘ্র আগমনের জন্য তোমার হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করছি, সেরূপ শত্রুহিংসক তোমার সোমপানজনিত কমনীয় মত্ততা প্রার্থনা করছি। ঘৃত যেমন হোমের জন্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেরূপ যে ইন্দ্র হরিতবর্ণ অশ্বের সাথে এসে রমণীয় ধন বর্ষণ করে, সে হরিতরূপ তোমার কাছে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যগুলি গমন করুক। ১ ॥ পূর্বতন মহর্ষিগণ ইন্দ্র যাতে যাগগৃহে যায় সেজন্য হরিনামক অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করে, হরিতবর্ণ, সকলের মূলকারণ ইন্দ্রের স্তুতি করেছিল। নবপ্রসূতিকা গাভীগণ যেমন তাদের পালককে দুগ্ধাদির দ্বারা পূর্ণ করে, সেরূপ যজমানগণ হরিতবর্ণ সোমরসের দ্বারা সে ইন্দ্রকে পূর্ণ করছে। হে ঋত্বিক্‌গণ, শত্রুশোষণরূপ বলযুক্ত, হরণশীল সে ইন্দ্রের পূজা কর (অথবা ইন্দ্রের প্রীতিসাধন বলের পূজা কর)। ২ ॥ ইন্দ্রের যে লৌহময় বজ্র আছে, তা হরিতবর্ণ ও কমনীয়। ইন্দ্রও হরিতবর্ণ, সে ইন্দ্র দু-হাতে বজ্র ধারণ করে। ইন্দ্র অন্নবান (অথবা ধনবান), শোভন হনু (বা নাসিকা) যুক্ত এবং হরণশীল মন্যু-রূপ সায়ক যুক্ত। যত যত আভরণ আছে, তার সবগুলি হরিতবর্ণ এবং তা ইন্দ্রের উপযুক্ত। ৩ ॥ ইন্দ্রের বজ্র অন্তরিক্ষে কেতুর মত (অথবা প্রজ্ঞাপক আদিত্যের মত) উজ্জ্বল কান্তিতে নিহিত আছে। সে বজ্র হরিতবর্ণ আদিত্যের অশ্বের মত বেগে সব কিছু ব্যাপ্ত করেছে। যে হরিতবর্ণ বজ্র আছে, তার দ্বারা সোমপানে হরিতবর্ণ হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে ব্যথিত করেছে। হরিনামক অশ্বের ভরণকর্তা (অধিপতি)

ইন্দ্র সে বজ্রের দ্বারা সহস্র শত্রুর শোকদায়ী (অথবা অপরিমিত দীপ্তিযুক্ত) হয়েছে। ৪ ॥ হরিত কেশযুক্ত (অথবা হরিতবর্ণ কেশবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত) হে ইন্দ্র, যেখানে যেখানে সোমাদি হবি আছে, সে সব স্থানে তুমিই আছ। পূর্বতন যজমানদের দ্বারা স্তুত হয়ে যেমন সোমাদির কামনা করেছিলে, এখনও সেরূপ হবির কামনা কর। হে হরিজাত (হরিতবর্ণ অশ্বের সাথে যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত), সমস্ত প্রশস্য প্রভূত কমনীয় সোমাদিরূপ অন্ন তোমারই। ৫ ॥ গমনশীল হরি নামক অশ্ব-দুটি বজ্রী, হৃষ্ট, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে সোমপানজনিত মত্ততার জন্য রথে বহন করে আমাদের যজ্ঞে নিয়ে আসছে। কমনীয় সে ইন্দ্রের উদ্দেশে (প্রাতরাদি) তিনটি সবনে হরিতবর্ণ সোম রাখা হয়। ৬ ॥ কমনীয়, সংগ্রামে অবিচলিত ইন্দ্রের উদ্দেশে অত্যন্ত হরিতবর্ণ সোমগুলি রাখা হয়েছে। সে হরিতবর্ণ সোমগুলি বেগশালী অশ্ব-দুটিকে যজ্ঞে প্রেরণ করছে। যে ইন্দ্র বেগশালী অশ্বের দ্বারা যজ্ঞে গমন করে, সে ইন্দ্র এ যজ্ঞের কামনাকারী সোমযুক্ত যজমানকে ব্যাপ্ত করে। ৭ ॥ হরিতবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশযুক্ত, লৌহের মত কঠিনহৃদয় ইন্দ্র, শীঘ্র পানীয় সোম নিষ্পন্ন হলে সে হরিতবর্ণ সোমের পানকারী রূপে বর্ধিত হয়। অন্নরূপ (অথবা অশ্বরূপ) ধনযুক্ত ইন্দ্র গমনকুশল শীঘ্রগামী অশ্বের সাথে সোমপানের জন্য আগমন করে। সে ইন্দ্র তার হরি-নামক অশ্ব-দুটি রথে যোজনা করে এসে আমাদের সকল দুরিত (পাপাদি) নাশ করুক (অথবা সকল পাপ থেকে আমাদের পার করুক)। ৮ ॥ যখন ইন্দ্রের হরিতবর্ণ হনুদ্বয় যজ্ঞে স্রুবের মত সঞ্চালিত হয় ও পুরঃস্থিত সোমপানের জন্য কম্পিত হয় এবং চমস পাত্র সংস্কৃত সোমে পূর্ণ হলে মদকর, কমনীয় সোমরূপ অন্নের অংশ পান করে যখন ইন্দ্র হরিতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে চালনা করে, তখন সে ইন্দ্র সকলের স্তুতি লাভ করে। ৯ ॥ কমনীয় ইন্দ্রের গৃহ হচ্ছে দ্যাবাপৃথিবী। অশ্ব যেমন সংগ্রামে যায়, সেরূপ অশ্বযুক্ত হয়ে ইন্দ্র যজ্ঞগৃহের প্রতি যাচ্ছে। আমাদের মহতী স্তুতিও বলবান ইন্দ্রের কামনা করছে। হে ইন্দ্র, কাময়মান যজমানের জন্য এসে প্রভূত অন্ন দাও। ১০ ॥ হে ইন্দ্র, অভিলষিত তুমি, তোমার মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছ। হে ইন্দ্র, তুমি নিত্য নূতন নূতন স্তোত্রের কামনা করে থাক। হে প্রকৃষ্ট বলবান ইন্দ্র, পণি নামক অসুরদের অপহৃত গাভীদের নিবাসস্থল প্রকাশ কর, যাতে সূর্য স্তোতাদের সে গাভী ফিরে দেয়। (অথবা গো-শব্দ এখানে জলবাচী, সূর্য যাতে জলের স্থান আবিষ্কার করে, সে যাতে বৃষ্টি দেয়—এরূপ কর)। ১১ ॥ হে ইন্দ্র, সোমপানের দ্বারা হরিতবর্ণ হনুযুক্ত, সোমপানাভিলাষী তোমাকে যজমানের জন্য রথে পরস্পর সংযুক্ত অশ্বগুলি বহন করুক। যজ্ঞে গ্রহ চমস প্রভৃতিতে ধৃত, মধুর মত প্রিয়, দশ অঙ্গুলির দ্বারা নিষ্পাদিত সোম যাতে পান করতে পার, সেভাবে তোমাকে রথে বহন করুক। ১২ ॥ হে হরি-নামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, পূর্বে প্রাতঃসবনে অভিষুত সোম পান করেছ, আর এ মাধ্যন্দিন সবন কেবল তোমারই। অতএব এ মাধ্যন্দিন সবনে মধুময় সোম পান কর। হে কামবর্ষক ইন্দ্র, একসঙ্গে উদরে সিঞ্চন কর অর্থাৎ যেভাবে উদরপূর্তি হয়, সে ভাবে পান কর। ১৩ ॥ হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, অধ্বর্যু প্রভৃতির দ্বারা জলে ধৌত অভিষুত সোম এ যজ্ঞে পান কর এবং উদর পূর্ণ কর (অর্থাৎ উদরপূর্তি পর্যন্ত পান কর)। হে ইন্দ্র, প্রস্তরগুলি যে সোম অভিষব করতে ইচ্ছা করছে, হে উক্থ শস্ত্রের দ্বারা উহ্যমান ইন্দ্র, সে অভিষুত সোমরসে তোমার মত্ততা বৃদ্ধি কর অর্থাৎ তুমি মত্ত হও। ১৪ ॥ হে হরি-নামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, অভিমত ফলবর্ষক তোমার উদ্দেশে অভিষুত উগ্র মত্ততাযুক্ত সোমপান প্রেরণ করছি। হে ইন্দ্র, যাগের জন্য সকল স্তুতির দ্বারা স্তূয়মান তুমি, প্রীতিকর স্তুতিবাক্যে এ যজ্ঞে তৃপ্ত হও। ১৫ ॥ হে শক্তিমান ইন্দ্র, তোমার রক্ষণ ও সামর্থে পুত্রাদির সাথে

অন্নের ধারক, তোমার কামনাকারী, সত্যফলরূপ যজ্ঞের জ্ঞাতা ঋত্বিক্‌গণ যজমানের যাগগৃহে একত্র হৃষ্ট হয়ে তোমার স্তুতি করে অবস্থান করছে। ১৬ ॥

টীকাঃ ১-১৬। 'প্র তে মহে বিদথে' ইত্যাদি সূক্ত অতিরাত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর তৃতীয় পর্যায় শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'অপাঃ পূর্বেষাং' ইত্যাদি অন্তিম ঋক্ পরিধানীয়। ১৩ মন্ত্র পর্যন্ত—দেবতা ইন্দ্র, বরু, সর্বহরি ঋষি, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ১৪ থেকে ১৬ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র, অষ্টক ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১ ॥
যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্ যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্ যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সম্বৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥
যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥
যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্র ॥ ৫ ॥
যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৬ ॥
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥
যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যা বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৯ ॥
যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাংছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১০ ॥
যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১১ ॥
যঃ শম্বরং পর্যতরৎ কসীভির্যোঽচারুকাস্নাপিবৎ সুতস্য।
অন্তর্গিরৌ যজমানং বহুং জনং যস্মিন্নামূর্চ্ছৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১২ ॥
যঃ সপ্তরশ্মিবৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্ বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৩ ॥
দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৪ ॥
যঃ সুন্বন্তমবতি যঃ পচন্তং যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৫ ॥

জাতো ব্যখ্যৎ পিত্রোরুপস্থে ভুবো ন বেদ জনিতুঃ পরস্য।
স্তবিষ্যমাণো নো যো অস্মৎ ব্রতা দেবানাং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥
যঃ সোমকামো হর্যশ্বঃ সূরির্যস্মাৎ রেজন্তে ভুবনানি বিশ্বা।
যো জঘান শম্বরং যশ্চ শুষ্ণং য একবীরঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৭ ॥
যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিৎ বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ যে ইন্দ্রদেব জাতমাত্র সকলের মুখ্য, যিনি অনুগ্রাহক মনে অসাধারণ কর্মের দ্বারা অন্য দেবতাদের নিজের অধীন করেছেন (অথবা তাদের রক্ষকরূপে গ্রহণ করেছেন), যে ইন্দ্রের শোষক বলে সেনাদির মহত্ত্বে দ্যাবাপৃথিবী ভীত, হে অসুরগণ, তিনি ইন্দ্র, আমি (ঋষি) নই। (অথবা, ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান জনগণের উদ্দেশে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—হে সন্দিগ্ধ জনগণ, ইন্দ্র এরূপ গুণযুক্ত ইত্যাদি)। ১॥ হে জনগণ, যিনি চলমান পৃথিবীকে শর্করাদির দ্বারা দৃঢ় করেছেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতদের পক্ষচ্ছেদন করে সংযত করছেন, যিনি অন্তরিক্ষকে ইয়ত্তাশূন্য ও দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করেছেন, তিনি ইন্দ্র, (আমি নই)। ২॥ যিনি অন্তরিক্ষে গমনশীল মেঘ বিদীর্ণ করে সপ্ত (গঙ্গাযমুনাদি) নদী প্রেরণ করেছেন, যিনি বল নামক অসুরের অপহৃত গাভীদের আচ্ছাদন ভেদ করে ঊর্ধ্বে এনেছেন, মেঘের মধ্যে অগ্নি (বিদ্যুৎ) উৎপন্ন করেছেন এবং যিনি সংগ্রামে শত্রুবিমর্দক, তিনি ইন্দ্র, (আমি নই)। ৩॥ যিনি পরিদৃশ্যমান সব কিছু দৃঢ় করেছেন, উপক্ষপয়িতা নীচবর্ণ অসুরদের নিকৃষ্ট করে গুহারুদ্ধ করেছেন, যিনি প্রকাশ্য শত্রুদের জয় করে তাদের সমৃদ্ধ ধন গ্রহণ করেছেন, যেমন ব্যাধ কুকুরের দ্বারা লক্ষ্য হরিণকে গ্রহণ করে; হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র, (আমি নই)। ৪॥ শত্রুদের হন্তা ভয়ংকর যে ইন্দ্রকে জনগণ প্রশ্ন করে—ইন্দ্র, ইন্দ্র বলে যে লোকে বলে, সে ইন্দ্র কোথায়? অপরে বলে—ইন্দ্র নেই, যদি থাকত, তা হলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হতো, যেহেতু আমরা দেখছি না, অতএব ইন্দ্র বলে কেউ নেই। এরূপ সংশয় করো না—সে ইন্দ্র, ভয়হেতু ব্যাঘ্রাদির মত শত্রুসেনার উদ্বেজক। হে জনগণ, এ ইন্দ্রবিষয়ে বিশ্বাস কর, তিনি যদি না থাকতেন, তাহলে বৃত্রাদি শত্রুসেনা কে জয় করত? অতএব যিনি শত্রুসেনাদের জয়কারী, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ৫॥ যিনি অভিমত ফলের প্রাপক (অথবা সমৃদ্ধ রাজার শত্রুদের যিনি বিনাশক), যিনি ধনরহিত ক্ষীণজনের অভীষ্টপ্রদ, যিনি স্তোতা অভিমত ফলপ্রার্থী ব্রাহ্মণের ফলদাতা, যিনি শোভন হনুযুক্ত এবং যিনি প্রস্তরে অভিষবাদির দ্বারা সোমের সংস্কারক যজমানের রক্ষক, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ৬॥ যার অনুশাসনে অর্থিদের দেবার জন্য অশ্ব, গাভী, গ্রাম, রথ এবং গজাদি সব কিছু আছে, যিনি সকলের ব্যবহারের জন্য সূর্য ও উষা উৎপন্ন করেছেন, যিনি বৃষ্টিজলের প্রাপক দেবতা, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ৭॥ পরস্পর সঙ্গচ্ছমান, স্বাশ্রিত প্রাণিদের বৃষ্টির জন্য পৃথিবী এবং হবির জন্য দ্যুলোক যার জন্য আহ্বান করছে, যুদ্ধের জন্য সমবেত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সেনাগণ পরস্পর জয়লাভের জন্য যাকে আহ্বান করছে এবং অশ্ব, সারথি প্রভৃতি সমান রথে অধিষ্ঠিত পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সেনানায়কদ্বয় যার সাহায্যের জন্য পৃথক পৃথক আহ্বান করছে, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র, (আমি নই)। ৮॥ যার সাহায্য ছাড়া দুর্বল বা প্রবল কেউ শত্রুদের পরাভব করতে পারে না, যিনি সকল প্রাণীর পাপ পুণ্য দর্শনের জন্য প্রতিবিম্ব-স্বরূপ, যিনি অন্যের অনাধৃষ্য বৃত্রাদির (অথবা চ্যুতিরহিত পবর্তের) অপসারণকারী, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ৯॥ যিনি ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকিদের, তার অমান্যকারিদের (বা স্তুতি ও হবির দ্বারা

অপূজকদের) বজ্রের দ্বারা বিনাশ করেন, তাকে ছাড়া শত্রুদের উৎসাহ দানকারীদের যিনি আনুকূল্য বিধান করেন না এবং যিনি বৃত্রাদি শত্রুর বিনাশক, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১০ ॥ পর্বতের গুহায় অবস্থানকারী শম্বর নামক অসুরকে চল্লিশ বছর অন্বেষণ করে যিনি বিনাশ করেছেন, যিনি অতি বলবান শায়িত বৃত্র নামক দানবকে বিনাশ করেছেন, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১১ ॥ যিনি দীপ্ত বজ্রাদি আয়ুধের দ্বারা (অথবা স্বতেজে) শম্বর নামক অসুরকে গিরি, নদী, সমুদ্রাদি অতিক্রম করিয়েছিলেন (অথবা পরাভূত করেছিলেন), যিনি অরমণীয় মুখের দ্বারা অভিষুত (উখাদিস্থিত) সোম পান করেছিলেন, যার বধের জন্য চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ পর্বতের মধ্যে শুদ্ধ দেবযজন প্রদেশে অধ্বর্যু প্রভৃতি সদস্যদের সাথে সোমযাগকারী যজমান গৃৎসমদকে অবরোধ করেছিলেন, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১২ ॥ সপ্তসংখ্যক পর্জন্য যার রশ্মি (অথবা যিনি সপ্তরশ্মিযুক্ত আদিত্যরূপ), যিনি কামবর্ষক, বলবান, যিনি সপ্ত সিন্ধু (অথবা সপ্ত গঙ্গাদি নদী) নিম্নগামী করেছেন, যিনি বজ্রহস্ত হয়ে দ্যুলোকে আরোহণকারী রৌহিণ নামক অসুরকে বধ করেছিলেন, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১৩ ॥ যার মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী নত হয়, যার বলে পর্বতগুলি ভীত হয়, যিনি সোমপায়ী, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু ও হস্তে বজ্রধারণকারী, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১৪ ॥ যিনি সোমাভিষবকারী যজমানের রক্ষা করেন, যিনি পুরোডাশাদি হবির পাককারী, রক্ষার জন্য স্তবকারী ও সামমন্ত্রে স্তুতিকারীকে রক্ষা করেন, স্তোত্র যার বৃদ্ধিকর, সোম যার বৃদ্ধিহেতু এবং আমাদের পুরোডাশাদি অন্ন যার বৃদ্ধিকারক, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১৫ ॥ যিনি প্রাদুর্ভূত হয়ে পিতামাতারূপ দ্যাবাপৃথিবীর ক্রোড়ে প্রকাশিত হয়েছেন, যিনি মাতৃরূপ পৃথিবীকে এবং উৎপাদক পিতৃস্থানীয় দ্যুলোককে জানেন না, (বস্তুতঃ এরা ইন্দ্রের জনক নয় বলে, অথবা নিজে সকলের কারণ বলে পৃথিবীর উৎপাদক অপর কাউকে জানেন না), যিনি আমাদের স্তুত হয়ে দেবতাদের কার্য পূর্ণ করেন, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১৬ ॥ যিনি সোমকামী হয়ে যাগপ্রদেশে হরি-নামক অশ্বের প্রেরক, (অথবা যিনি সোমকামী, হরি নামক অশ্বযুক্ত ও বিদ্বান), যার কাছ থেকে সকল প্রাণিগণ ভীত হয়, যিনি শম্বর ও শুষ্ণ নামক অসুরকে বিনাশ করেছেন, যিনি এরূপ অসাধারণ ব্যাপারে অসাধারণ বীর, হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র। ১৭ ॥ (এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইন্দ্রের অস্তিত্ব-বিষয়ে শঙ্কমান অজ্ঞানীদের বিশ্বাস উৎপন্নের জন্য ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন)—হে ইন্দ্র, তুমি দুর্ধর্ষ হয়েও সোম অভিষবকারী ও পুরোডাশাদি হবি-পাককারী যজমানের অভিমত অন্ন প্রদান কর, সে তুমি নিশ্চিত সত্য। আমরা সব সময়, হে ইন্দ্র, তোমার প্রিয় ও শোভন পুত্রাদি-যুক্ত হয়ে স্তুতিবাক্য বলব। ১৮ ॥

টীকা ঃ ১-১৮। চতুর্থ অনুবাকে চারটি সূক্ত, তার মধ্যে 'যো জাত এব' ইত্যাদি প্রথম সূক্ত সামসূক্ত বলে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূক্তের সম্বন্ধে একটি ইতিহাস বৃহদ্দেবতানুক্রমণীতে পাওয়া যায়। (১) কোন ঋষি তপস্যার দ্বারা ঐন্দ্র মহৎ বপু ধারণ করে মুহূর্তের জন্য দ্যুলোকে, আকাশে ও ইহলোকে অবস্থান করেন। তাকে ইন্দ্র মনে করে ধুনি ও চুমুরি নামক দুজন ভীম পরাক্রান্ত অসুর অস্ত্র নিয়ে তার দিকে ধাবিত হয়, ঋষি তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে 'যো জাত' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের কর্ম কীর্তন করেন।

(২) অপর আখ্যান হলো—কোন সময় ইন্দ্রাদি দেবতা বৈন্যের যজ্ঞে এসেছিলেন। সে সভায় গৃৎসমদ নামক এক ঋষি ছিলেন। অসুরগণ ইন্দ্রবধের জন্য সমবেত হয়, তা দেখে ইন্দ্র গৃৎসমদ ঋষির রূপ ধরে যজ্ঞ থেকে চলে যান। তারপর

বৈন্যের দ্বারা পূজিত হয়ে গৃৎসমদ ঋষি যজ্ঞ থেকে বাইরে এলে অসুরগণ তাকে ইন্দ্র মনে করে বধোদ্যত হলে, তিনি তাদের 'যো জাত' ইত্যাদি সূক্তে ইন্দ্র এরূপ গুণবিশিষ্ট, আমি নই—এ বলে তাদের নিরাকৃত করেন।

(৩) অন্য ইতিহাস হলো—ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ জনগণের উদ্দেশে ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন করে ইন্দ্রে অস্তিত্ব স্থাপন করা হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, গৃৎসমদ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রয়ো ন হর্মি স্তোমং মাহিনায়।
ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা ॥ ১ ॥
অস্মা ইদু প্রয় ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি।
ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ॥ ২ ॥
অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যাঙ্গূষমাস্যেন।
মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ ॥ ৩ ॥
অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়।
গিরশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং মেধিরায় ॥ ৪ ॥
অস্মা ইদু সপ্তিমিব শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং জুহ্বা সমঞ্জে।
বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্তশ্রবসং দর্মাণম্ ॥ ৫ ॥
অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষৎ বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যং রণায়।
বৃত্রস্য চিৎ বিদৎ যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ ॥ ৬ ॥
অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাং চার্বন্না।
মুষায়ৎ বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্ বিধ্যৎ বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা ॥ ৭ ॥
অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্ দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য ঊবুঃ।
পরি দ্যাবপৃথিবী জভ্র উর্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ ॥ ৮ ॥
অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ।
স্বরালিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায় ॥ ৯ ॥
অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্ বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ ॥ ১০ ॥
অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্ বজ্রেণ সীময়চ্ছৎ।
ঈশানকৃদ্ দাশুষে দশস্যন্ তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ ॥ ১১ ॥
অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্ব বি রদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ ॥ ১২ ॥
অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্যাণি তুরস্য কর্মাণি নব্য উকথৈঃ।
যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্ ॥ ১৩ ॥
অস্যেদু ভিয়া গিরয়শ্চ দৃহ্লা দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে।
উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো ভুবদ্ বীর্যায় নোধাঃ ॥ ১৪ ॥
অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্ বব্নে ভূরেরীশানঃ।
প্রৈতশং সূর্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ ॥ ১৫ ॥
এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।
ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ ক্ষুধিত ব্যক্তিকে যেমন অন্ন দেওয়া হয়, সেরূপ এ ইন্দ্রের উদ্দেশে

করছি। যে ইন্দ্র বলশালী, শত্রুহিংসক, অপরিমিত গুণশালী হয়েও ঋকমন্ত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত গতিশীল। সে ইন্দ্রের উদ্দেশে পূর্ব যজমানদের দত্ত প্রবৃদ্ধ সোমাদি হবিও প্রেরণ করছি। ১ ॥ শত্রুদের বাধক এ ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের মত আবর্জক স্তুতি সম্পাদন করছি। পুরাতন, সকলের অধিপতি ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য ঋত্বিকগণও তাদের অন্তঃকরণ ও বুদ্ধির সাথে স্তুতি করে থাকে। ২ ॥ এ ইন্দ্রের উদ্দেশে উপমাস্থল, স্বর্গপ্রাপক স্তুতিবাক্য মুখের সাহায্যে সম্পাদন করছি। অতিশয় প্রবৃদ্ধ, ধনের প্রেরক ইন্দ্রের স্তুতি-বর্ধনের জন্য স্বচ্ছ বচনের দ্বারা স্তুতি সম্পাদন করছি। ৩ ॥ সোমাদিরূপ অন্নযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে, শিল্পী যেমন রথ প্রেরণ করে, সেরূপ স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছি। বাক্যের প্রাপণীয়, যজ্ঞার্হ মেধাবী ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বচ্ছ, সকলের প্রাপ্তব্য সোমাদি হবি ও স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছি। ৪ ॥ এ ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নলাভের জন্য অর্চনীয় হবিরূপ অন্ন জুহুতে আজ্যপূর্ণ করছি (অথবা জুহুরূপ জিহ্বার দ্বারা স্তুতিমন্ত্র যুক্ত করছি)। অশ্বদের যেমন রথে যুক্ত করা হয়, সেরূপ শত্রুদের অপসারক, দানের গৃহরূপ, অসুরনগরের দারক, প্রশস্য-কীর্তি ইন্দ্রের বন্দনার জন্য আহ্বান করছি। ৫ ॥ এ ইন্দ্রের জন্য সকল জগতের নির্মাতা বিশ্বকর্মা, যুদ্ধের জন্য অতিশয় শোভন কর্মযুক্ত, স্বায়ত্তবীর্য বজ্র-নামক অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। যে বজ্রের দ্বারা অপরের অপরিচ্ছেদ্য বলশালী হয়ে সকলের অধিপতি ইন্দ্র সর্বাবরক বৃত্রাসুরের মর্মস্থল বিধ্য করেছিল। ৬ ॥ সকলের নির্মাতা মহান ইন্দ্রের অসাধারণ কর্মের কথা বলা হচ্ছে। এ ইন্দ্র প্রাতরাদি তিনটি সবনে সদ্য পেয় সোম পান করেন এবং চারু সবনীয় পুরোডাশাদি অন্ন ভক্ষণ করেন। সবনত্রয়ে ব্যাপক, শত্রুদের পরাভবকারী ইন্দ্র সোমপান জনিত বলে শত্রুদের পরিপক্ব অপহরণযোগ্য ধন অপহরণ করেন। বজ্রের ক্ষেপক সে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট জলের ধারক মেঘ লাভ করে বৃষ্টিলাভের জন্য তা বিদীর্ণ করেন। ৭ ॥ বৃত্র বধের জন্য এ ইন্দ্রের উদ্দেশে, দেবগণের পালয়িত্রী গায়ত্রী প্রভৃতি গমন-স্বভাবা হয়েও অর্চনসাধন স্তোত্রের বিস্তার করেছিল (অথবা স্ব স্ব পতিগণের অভিগন্তব্য অগ্নায়ী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেব-পত্নীগণ অর্চনসাধন হবি বিস্তার করেছিল)। সে ইন্দ্র বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবীর ওপর দিয়ে নিজের তেজে অতিক্রম করেছেন, এ ইন্দ্রের মহিমার সংকোচ করতে দ্যাবাপৃথিবী সমর্থ হয় নি। ৮ ॥ দ্যুলোকে, ভূলোকে এবং যক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতির আশ্রয়রূপে অন্তরিক্ষ-লোকে এ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্তমান। এ ইন্দ্র দমনীয় শত্রুজনের প্রতি স্বরাট্ অর্থাৎ নিজের তেজে রাজমান এবং সকল কার্যে প্রভূত বলে অগ্রগামী (অথবা অপরের অপরাভবনীয় শত্রুর সাথে যুক্ত)। যুদ্ধের জন্য গমনকুশল ইন্দ্র সংগ্রামের উদ্দেশে বৃষ্টির জন্য মেঘদের প্রেরণ করছে। ৯ ॥ এরই (ইন্দ্রের) বলে শুষ্কপ্রায় বৃত্রকে ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা ছিন্ন করেছিল, যে ইন্দ্র পণি নামক অসুরের অপহৃত গাভীদের যেমন মুক্ত করেছিল, সেরূপ বৃত্রের আবৃত সকল প্রাণীর রক্ষার কারণ-রূপ জলগুলিকে মেঘ বিদীর্ণ করে বর্ষণ করেছিল; সে ইন্দ্র হবি-দানকারী যজমানকে বিশ্রুত অন্ন যজমানের সাথে একমন হয়ে দান করেছিল। ১০ ॥ এরই বলে স্যন্দনশীল নদীগুলি নিজ নিজ স্থানে ক্রীড়া করছে, যেহেতু এ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাদের নিয়মিত করেছে। শত্রুদের বিনাশ করে তাদের অধিপতিরূপে (অথবা দরিদ্রদের নিয়ামক) ইন্দ্র হবি-দানকারী যজমানের অভিমত ফল দিয়ে জলে নিমগ্ন তুর্বীতি নামক মুনিকে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১১ ॥ এ ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য দ্রুতগামী হয়ে শত্রুর বল তুচ্ছ করে তাকে বজ্র নিক্ষেপ করেছে এবং ভূমিতে প্রবাহের জন্য জল ইচ্ছা করে বজ্রের দ্বারা তির্যক্ ভাবে মেঘ বিদীর্ণ করেছে। ১২ ॥ হে স্তোতা, স্তুতি-যোগ্য শব্দের দ্বারা স্তবনীয়, যুদ্ধে ত্বরমাণ এ ইন্দ্রের পূর্বকর্মের প্রশংসা কর। যে ইন্দ্র

যুদ্ধের জন্য বজ্রাদি অস্ত্রসকল প্রেরণ করে শত্রু বিনাশের জন্য অগ্রসর হয়, সে ইন্দ্রের প্রশংসা কর। ১৩ ॥ এ ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব মাত্র পর্বতগুলি পক্ষচ্ছেদন-ভয়ে দৃঢ় হয় এবং এর ভয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হয়। কমনীয় এ ইন্দ্রের দুঃখাপনোদক রক্ষণবিষয়ে অনেক সূক্ত উচ্চারণ করে নূতন স্তবের ধারক নোধা নামক মহর্ষি সামর্থ্য লাভ করেছিল। ১৪ ॥ এ ইন্দ্রের উদ্দেশে সে সোমরূপ অন্ন প্রদত্ত হয়েছে, যেহেতু প্রভূত ধনের (হবি বা স্তোমের) অধিপতি একমাত্র ইন্দ্রই স্তোত্রবিষয়ে অসাধারণ। এ ইন্দ্র শ্বশ্বপুত্র সৌবশ্ব নামক রাজার সাহায্যের জন্য স্পর্ধমান সোমাভিষবকারী এতশ মহর্ষির রক্ষা করেছে। (সূর্য তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্বশ্বের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে প্রসিদ্ধি)। ১৫ ॥ হে হারিযোজন (হরি নামক অশ্বযুক্ত রথের অধিপতি) ইন্দ্র, গোতমগোত্রীয় মহর্ষিগণ স্তুতিরূপ মন্ত্রগুলি তোমার উদ্দেশে নিযুক্ত করেছিল। এ স্তোত্রে বিবিধ ধন স্থাপন কর। প্রাতঃকালে বুদ্ধির (অথবা কর্মের) দ্বারা প্রাপ্ত ইন্দ্র শীঘ্র আমাদের কাছে আসুক। ১৬ ॥

টীকা ঃ ১-১৬। 'অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায়' ইত্যাদি অহীনসূক্ত নামক সূক্ত চতুর্বিংশ অভিজিৎ, বিষুব, বিশ্বজিৎ, মহাব্রত ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, নোধা ও ভরদ্বাজ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনামিন্দ্রং তং গীর্ভিরভ্যর্চ আভিঃ।
যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্‌ৎসত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ ॥ ১ ॥
তমু নঃ পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ।
নক্ষদ্দাভং ততুরিং পর্বতেষ্ঠামদ্রোঘবাচং মতিভিঃ শবিষ্ঠম্ ॥ ২ ॥
তমীমহ ইন্দ্রমস্য রায়ঃ পুরুবীরস্য নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
যো অস্কৃধোয়ুরজরঃ স্বর্বান্ তমা ভর হরিবো মাদয়ধ্যৈ ॥ ৩ ॥
তন্নো বি বোচো যদি তে পুরা চিজ্জরিতার আনশুঃ সুম্নমিন্দ্র।
কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত পুরূবসোঽসুরঘ্নঃ ॥ ৪ ॥
তং পৃচ্ছন্তী বজ্রহস্তং রথেষ্ঠামিন্দ্রং বেপী বক্বরী যস্য নূ গীঃ।
তুবিগ্রাভং তুবিকূর্মিং রভোদাং গাতুমিষে নক্ষতে তুম্রমচ্ছ ॥ ৫ ॥
অয়া হ ত্যং মায়য়া বাবৃধানং মনোজুবা স্বতবঃ পর্বতেন।
অচ্যুতা চিদ্ বীলিতা স্বোজো রুজো বি দৃহ্লা ধৃষতা বিরপ্শিন্ ॥ ৬ ॥
তং বো ধিয়া নব্যস্যা শবিষ্ঠং প্রত্নং প্রত্নবৎ পরিতংসয়ধ্যৈ।
স নো বক্ষদনিমানঃ সুবহ্মেন্দ্রো বিশ্বান্যতি দুর্গহাণি ॥ ৭ ॥
আ জনায় দ্রুহ্বণে পার্থিবানি দিব্যানি দীপয়োঽন্তরিক্ষা।
তপা বৃষণ্ বিশ্বতঃ শোচিষা তান্ ব্রহ্মদ্বিষে শোচয় ক্ষামপশ্চ ॥ ৮ ॥
ভুবো জনস্য দিব্যস্য রাজা পার্থিবস্য জগতস্ত্বেষসন্দৃক্।
ধিষ্ব বজ্রং দক্ষিণ ইন্দ্র হস্তে বিশ্বা অজুর্য দয়সে বি মায়াঃ ॥ ৯ ॥
আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্যায় বৃহতীমমৃধ্রাম্।
যয়া দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্‌ৎ সুতুকা নাহুষাণি ॥ ১০ ॥
স নো নিযুদ্ভিঃ পুরুহূত বেধো বিশ্ববারাভিরা গহি প্রযজ্যো।
ন যা অদেবো বরতে ন দেব আভির্যাহি তূয়মা মদ্র্যাদ্রিক্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ মানুষ যজমানদের যজ্ঞে যে ইন্দ্র মুখ্যরূপে হাতব্য (যাগযোগ্য), সে ইন্দ্রের উদ্দেশে এ বাক্যের দ্বারা স্তুতি করছি। সে ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর, কামবর্ষী,

বর্ষণযোগ্য বলযুক্ত, সত্যফল, শত্রুর বলনাশক, বহুকর্মা ও বলবান। ১ ॥ ন-মাসে যজ্ঞাদি কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়ে পিতৃলোক-প্রাপ্ত আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষরা এবং ইন্দ্রের জন্য অন্ন ইচ্ছা করে মেধাবী জনগণ এ ইন্দ্রের স্তুতি করেছে'। সে ইন্দ্র অগ্রগামী শত্রুদের হিংসক, দুর্গমের তারক, পর্বতে (বা মেঘে) অবস্থিত, যার বাক্য কেউ অতিক্রমণ করতে পারে না এবং যিনি অতিশয় বলশালী। ২ ॥ সে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের আমরা যাচঞা করি। যার ধন বহু সেবক ও পুত্রাদির সাথে মানুষরা ভোগ করে থাকে, সে ধনের আমরা কামনা করি। যে ধন অচ্ছিন্ন, জরারহিত ও স্বর্গ (বা সুখ)-প্রাপক, হে হরি নামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, সে ধন আমাদের তৃপ্তির জন্য আন। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, পূর্বে স্তোতাগণ তোমার কাছ থেকে যে সুখ পেয়েছে, সে সুখ আমাদের দাও। সে সুখের প্রতিদান রূপে শত্রুনাশক তোমার যজ্ঞে অনুরূপ ভাগ নির্দিষ্ট রয়েছে। হে দুর্ধর, শত্রুদের খেদপ্রাপক, বহুজন-স্তুত, বহু ধনযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের জন্য সে অন্নের কথা বল (অর্থাৎ স্তোত্রাদি রূপ ভাগ ও সোমাদি হবিরূপ অন্ন আমাদের দাও)। ৪ ॥ যজমানের যাগাদি কর্ম-যুক্ত প্রবচনশীল বাক্য বজ্রহস্ত, রথস্থিত ইন্দ্রের অন্বেষণ করছে (অর্থাৎ ইন্দ্রের স্তুতি করছে)। বহুজনের গ্রাহক, বহুকর্মা ও বলদাতা ইন্দ্রের কাছে সে যজমান সুখ ইচ্ছা করে। সে ইন্দ্র দ্রুতগামী শত্রুর অভিমুখে গমন করে। ৫ ॥ হে স্বায়ত্তবল ইন্দ্র. মনের মত গতিশীল পর্বযুক্ত বজ্ররূপ শক্তির দ্বারা তুমি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃত্রকে ভগ্ন করেছ। হে শোভনবল মহান ইন্দ্র, অন্যের অচ্যুত, অশিথিলীকৃত, দৃঢ় শত্রুনগরগুলি তুমি ধর্ষক বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করেছ। ৬ ॥ হে যজমানগণ, তোমাদের জন্য অতিশয় বলশালী,পুরাতন, প্রসিদ্ধ সে ইন্দ্রকে নূতন স্তুতির দ্বারা পূর্বতন মহর্ষিদের মত অলংকৃত করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। ইয়ত্তাশূন্য, মহান, শোভন-বাহন সে ইন্দ্র আমাদের দুর্গম দুস্তর সব কিছু পার করে দিক। ৭ ॥ হে ইন্দ্র, সাধুজনের বিদ্বেষী রাক্ষসদের পার্থিব, দিব্য ও অন্তরিক্ষ স্থলে তাপ দাও। হে কামবর্ষক ইন্দ্র, সব স্থানে বিদ্যমান সে রাক্ষসদের তোমার দীপ্তিতে দগ্ধ কর। ব্রাহ্মণদ্বেষী রাক্ষসদের পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে তাপ প্রদান কর। ৮ ॥ হে দীপ্তসন্দর্শন ইন্দ্র, দ্যুলোকস্থ ও জঙ্গম পার্থিব জনগণের রাজা তুমি দক্ষিণ-হস্তে বজ্র ধারণ করেছ। হে অজর ইন্দ্র, সে বজ্রের দ্বারা সকল আসুরিক মায়া তুমি বিদূরীত কর। ৯ ॥ হে ইন্দ্র, শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অহিংসিত, সংযত, ক্ষেমরূপ সম্পদ আমাদের দাও। হে বজ্রী ইন্দ্র, সে সম্পদের দ্বারা নিজেদের ক্ষয়কারক হীন শত্রুস্থানীয় মানুষদের শ্রেষ্ঠ ও পুত্রস্থানীয় কর। ১০ ॥ হে পুরুহূত (বহু যজমানের দ্বারা আহূত), সকলের বিধাতা, স্তুত্য ইন্দ্র, সকলের বরণীয় নিযুত নামক তোমার অশ্বগুলির সাথে আমাদের কাছে এস। তোমার আগমনসাধন সে অশ্বদের অসুর বা দেবতা কেউ বাধা দিতে পারে না, সকলের অনিবারক সে অশ্বের সাথে শীঘ্র আমাদের অভিমুখী হও। ১১ ॥

টীকা : ১-১১। অভিপ্লবের যুগ্মদিনে মাধ্যন্দিন সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে ': এক ইদ্ধব্যঃ' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। দেবতাদি পূর্ববৎ।

চতুর্থ সূক্ত

যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীম একঃ কৃষ্টীশ্চ্যাবয়তি প্র বিশ্বাঃ।
যঃ শশ্বতো অদাশুষো গয়স্য প্রযন্তাসি সুষ্বিতরায় বেদঃ ॥ ১ ॥

ত্বং হ ত্যদিন্দ্র কুৎসমাবঃ শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
দাসং যচ্ছুষ্ণং কুযবং ন্যস্মা অরন্ধয় আর্জুনেয়ায় শিক্ষন্ ॥ ২ ॥
ত্বং ধৃষ্ণো ধৃষতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসম্।
প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্ ॥ ৩ ॥
ত্বং নৃভির্নৃমণো দেববীতৌ ভূরীণি বৃত্রা হর্যশ্ব হংসি।
ত্বং নি দস্যুং চুমুরিং ধুনিং চাস্বাপয়ো দভীতয়ে সুহন্তু ॥ ৪ ॥
তব চ্যৌত্নানি বজ্রহস্ত তানি নব যৎ পুরো নবতিং চ সদ্যঃ।
নিবেশনে শততমাবিবেষীরহং চ বৃত্রং নমুচিমুতাহন্ ॥ ৫ ॥
সনা তা ত ইন্দ্র ভোজনানি রাতহব্যায় দাশুষে সুদাসে।
বৃষ্ণে তে হরী বৃষণা যুনজ্মি ব্যন্তু ব্রহ্মাণি পুরুশাক বাজম্ ॥ ৬ ॥
মা তে অস্যাং সহসাবন্ পরিষ্টাবঘায় ভূম হরিবঃ পরাদৈ।
ত্রায়স্ব নোঽবৃকেভির্বরূথৈস্তব প্রিয়াসঃ সূরিষু স্যাম ॥ ৭ ॥
প্রিয়াস ইৎ তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরো মদেম শরণে সখায়ঃ।
নি তুর্বশং নি যাদ্বং শিশীহ্যতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্ ॥ ৮ ॥
সদ্যশ্চিন্নু তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরঃ শংসন্ত্যুক্থশাস উক্থা।
যে তে হবেভির্বি পণীঁরদাশন্নস্মান্ বৃণীষ্ব যুজ্যায় তস্মৈ ॥ ৯ ॥
এতে স্তোমা নরাং নৃতম তুভ্যমস্মাদ্র্যঞ্চো দদতো মঘানি।
তেষামিন্দ্র বৃত্রহত্যে শিবো ভূঃ সখা চ শূরোঽবিতা চ নৃণাম্ ॥ ১০ ॥
নূ ইন্দ্র শূর স্তবমান ঊতী ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধস্ব।
উপ নো বাজান্ মিমীহ্যুপ স্তীন্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তীক্ষ্ন শৃঙ্গ-বিশিষ্ট বৃষভের মত ভয়ংকর তুমি একাকী সকল শত্রুজনকে অপসারিত কর। হবি অপ্রদানকারী, ধনপূর্ণ গৃহসদৃশ লুব্ধক অযজমানদের ধন সুষ্ঠু সোমাভিষবকারী যজমানকে দিয়ে থাক। ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমিই মর্ত্য যোদ্ধাগণের সাথে সংগ্রামে (অথবা ঋত্বিকদের সাথে যজ্ঞে) শরীরের দ্বারা শুশ্রূষা লাভ করে কুৎসকে রক্ষা করেছিলে। তুমি অর্জুনীর পুত্র কুৎসের জন্য দাস ও কুযব নামক অসুরদের শিক্ষা দিয়ে তাদের ধন কুৎসকে দেবার জন্য তাদের বশীভূত করেছিলে। ২ ॥ হে শত্রুদের বর্ধক ইন্দ্র, তোমার শত্রুধর্ষক বজ্রের দ্বারা হবি-দানকারী সুদাস নামক রাজাকে (অথবা বীতহব্য ও সুদাস রাজাকে) সকল রক্ষার দ্বারা রক্ষা করেছিলে। সংগ্রামে ভূমিদান কালে পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু নামক রাজাকে ও পুরুকে রক্ষা করেছিলে। ৩ ॥ হে স্তোতাদের মননীয় (অথবা যজমানের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধি-সম্পন্ন), হরি-নামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, দেবতাদের আগমন স্থল যজ্ঞে (অথবা সংগ্রামে) যোদ্ধা মরুদ্গণের সাথে বহু আবরক রাক্ষস ও পাপ তুমি নাশ করেছ। হে ইন্দ্র, দভীতি নামক রাজর্ষির জন্য শোভন হনন-সাধন বজ্রযুক্ত হয়ে দস্যু চমুরি ও ধুনিকে অপসারিত করেছ। ৪ ॥ হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র, তোমার প্রসিদ্ধ বলগুলি অতি দৃঢ়, অন্যের অনভিভূত, সে বলের সাথে তুমি শত্রুদের নিরানব্বই পুরী ধ্বংস করেছ এবং শততম পুরী ব্যাপ্ত করেছ। বৃত্র ও নমুচি অসুরকে বিনাশ করেছ। ৫ ॥ হে ইন্দ্র, হবির দানকারী শোভনদাতা যজমানের প্রতি তোমার প্রদত্ত ধনগুলি অক্ষয় (সনাতন) হয়েছিল। হে বহুকর্মা ইন্দ্র, কামবর্ষক তোমাকে আনার জন্য বর্ষক হরি-নামক অশ্ব দুটি রথে যুক্ত করছি, আমাদের স্তোত্রগুলি বলশালী তোমার কাছে যাক। ৬ ॥ হে বলবান, হরিতবর্ণ অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, এ ক্রিয়মাণ কার্যে পরিত্যাগরূপ পাপ যেন আমাদের না হয়। হে ইন্দ্র,

অহিংসিত নিরুপদ্রব রক্ষার দ্বারা আমাদের পালন কর। আমরা স্তোতা বিদ্বানদের মধ্যে তোমার প্রিয় হবো। ৭ ॥ হে ধনবান ইন্দ্র, তোমার অভিগমনের ইচ্ছায় হবির দাতা আমরা তোমার মিত্রের মত প্রিয় হয়ে আমাদের গৃহে যেন তুষ্ট হই। অতিথিগ্ব (অতিথিদের জন্য যার গাভীগুলি অথবা সৎকারের জন্য অতিথিদের কাছে গমনকারী) নামক রাজার প্রশংসনীয় সুখদানের ইচ্ছা করে তুমি তুর্বশ রাজাকে ও যদুকুলোৎপন্ন রাজাকে অপসারিত কর। ৮ ॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, তোমার অভিগমন হলে (অর্থাৎ তুমি এলে) স্তুতিকর্তা ঋত্বিক্‌গণ তখুনি উক্‌থ শস্ত্রে তোমার স্তুতি করে। সে ঋত্বিক্‌রা তোমার আহ্বানের দ্বারা বণিকরূপ লুব্ধক অযজ্ঞকারী ব্যক্তিদের নাশ করে থাকে। অতএব উক্‌থ মন্ত্রের স্তোতা আমাদের সে অভিমত ফলের জন্য (অথবা যাগের জন্য) বরণ কর (অর্থাৎ স্বীকার কর)। ৯ ॥ হে নেতাদের মধ্যে নেতৃতম ইন্দ্র, আমাদের এ স্তুতিগুলি ধনপ্রদাতা তোমার উদ্দেশে করা হয়েছে। হে ইন্দ্র, আবরক পাপ বিনষ্ট হলে স্তুতি-সম্পাদক আমাদের তুমি সুখপ্রদ হও। হবি-প্রদাতা আমাদের তুমি বীর, মিত্রতুল্য ও রক্ষক হও। ১০ ॥ হে শূর ইন্দ্র, রক্ষার জন্য আমাদের দ্বারা স্তুত এবং হবির প্রাপক হয়ে স্বকীয় শরীরের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হও। তারপর আমাদের অন্ন ও কুলবর্ধক পুত্রাদি দাও। হে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, তোমরাও মঙ্গলের দ্বারা সর্বদা আমাদের রক্ষা কর। ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। অভিপ্লবিকের তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিবসে 'যস্তিগ্মশৃঙ্গঃ' ইত্যাদি সূক্ত মাধ্যন্দিন সংগ্রামে ব্রাহ্মণাশংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১ ॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণস্তা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।
সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়ৎ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ [এখান থেকে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্যন্ত আচার্য সায়ণ কোন ব্যাখ্যা করেন নি। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা আগের কাণ্ডগুলিতে করা হয়েছে বলে আমরাও তা থেকে বিরত হ'লাম। কেবল বিনিয়োগ নির্দেশ করা হচ্ছে]।

অভিপ্লব ষড়হে 'আ যাহি সুষুমা হি তে' ইত্যাদি যথাক্রমে ছ-টি আজ্য স্তোত্রিয় হবে। ইন্দ্র দেবতা, ইরিম্বিঠি ও মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১ ॥
ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা।
ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্ ॥ ২ ॥
উদ্ গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ।
অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃহ্যানি দৃংহিতানি চ।
স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৪ ॥
অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে।
বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ গবায়নাদি সংবৎসরে প্রাতঃসবনে অনুরূপের পর 'ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি' ইত্যাদি 'আরম্ভণীয়া' এবং সেখানে 'ব্যন্তরিক্ষং অতিরৎ' ইত্যাদি 'পর্যাস' হবে। যার দ্বারা উক্‌থ-মুখের আরম্ভ করা হয়, তা 'আরম্ভণীয়া' এবং যা দিয়ে পরিসমাপ্তি করা হয়, সে শস্ত্রকে 'পর্যাস' বলে। দেবতাদি পূর্ববৎ।

তৃতীয় সূক্ত

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সঞ্জগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ১ ॥
অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ২ ॥
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ১ম সূক্তের মত। সেরূপ পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় দিনে 'ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে' ইত্যাদি আজ্যপৃষ্ঠ, উকথ্-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র ও মরুদ্গণ দেবতা, মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব ॥ ১ ॥
ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্।
তদ্ বিদচ্ছর্যণাবতি ॥ ২ ॥
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ 'আ যাহি সুষুমা হি তে' ইত্যাদি ১ম সূক্তের মত। সেরূপ পৃষ্ঠ্য ষষ্ঠ দিনের একবিংশ স্তোমে ৪র্থ দিনে একাহে 'ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ' ইত্যাদি আজ্যপৃষ্ঠ্য, উক্‌থ্য, স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। ইন্দ্র দেবতা, গোতম ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

পঞ্চম সূক্ত

বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতস্পৃশম্ ।
ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মমে ॥ ১ ॥
অনু ত্বা রোদসী উভে ক্রক্ষমাণমকৃপেতাম্ ।
ইন্দ্র যদ্ দস্যুহাভবঃ ॥ ২ ॥
উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ ।
সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ 'বাচমষ্টাপদীমহং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ ১ম সূক্তের মত। সেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের তিন দিন সাধ্য যাগের দ্বিতীয় দিনে এ সূক্তের দ্বারা আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। ইন্দ্র দেবতা, কুরুস্তুতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

ষষ্ঠ সূক্ত

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ ।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ১ ॥
যদ্ বীলাবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎ পর্শানে পরাভৃতম্ ।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ২ ॥
যস্য তে বিশ্বমানুষো ভূরের্দত্তস্য বেদতি ।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ 'ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'আ যাহি' ইত্যাদি ১ম সূক্তের মত। সেরূপ আপ্তর্যাম ক্রতুতে প্রাতঃসবনে এ সূক্তের অনুরূপ হবে। ইন্দ্র দেবতা, বিশোক ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

সপ্তম সূক্ত

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ ।
নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥ ১ ॥
যস্মিন্নুক্থানি রণ্যন্তি বিশ্বানি চ শ্রবস্যা ।
অপামবো ন সমুদ্রে ॥ ২ ॥
তং সুষ্টুত্যা বিবাসে জ্যেষ্ঠরাজং ভরে কৃত্নুম্ ।
মহো বাজিনং সনিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ 'প্র সম্রাজং চর্ষণীনাম্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, ইরিম্বিঠি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

অষ্টম সূক্ত

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্ ।
বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥ ১ ॥
স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে ।
বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥ ২ ॥
ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো ।
সমন্যেষু ব্রবাবহৈ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ তীব্রসুৎ, উপশদ ও উপহব্য নামক তিনটি একাহ যাগে 'অন্নমু তে সমতসি' ইত্যাদি এবং 'ইমা উ ত্বা পুরূবাসা' এ দুটি আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় যথাক্রমে হবে। ইন্দ্র দেবতা, শুনশেপ (দেবরাত) ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

নবম সূক্ত

প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা কর্তারং জ্যোতিঃ সমৎসু।
সাসহ্বাংসং যুধামিত্রান্ ॥ ১ ॥
স নঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাবা পুরুহূতঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ ॥ ২ ॥
স ত্বং ন ইন্দ্র বাজেভির্দশস্যা চ গাতুয়া চ।
অচ্ছা চ নঃ সুম্নং নেষি ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ স্বরসামাখ্য তিনটি দিনে ও অভিপ্লব যাগে 'প্রণেতারং বস্যো' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হবে। ইন্দ্র দেবতা, ইরিম্বিঠি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

দশম সূক্ত

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ।
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২ ॥
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।
ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়ৎ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৬ ॥
আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ৭ ॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ ব্রহ্মাণিঃ নঃ শৃণু ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।
সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৯ ॥
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১০ ॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ১১ ॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ১২ ॥
উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১৩ ॥

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ১৪ ॥
অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ১৫ ॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমা ভাসি রোচন ॥ ১৬ ॥
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষীঃ।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ১৭ ॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১৮ ॥
বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহর্মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যং জন্মানি সূর্য ॥ ১৯ ॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণম্ ॥ ২০ ॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ২১ ॥

টীকা ঃ অতিরাত্রে অতিরিক্ত উকথে 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' ইত্যাদি বিনিযুক্ত হবে। ইন্দ্র ও সূর্য দেবতা, সুকক্ষ, ইরিম্বিঠি, মধুচ্ছন্দা ও প্রস্কণ্ব ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

একাদশ সূক্ত

অভি ত্বা বর্চসা গিরঃ সিঞ্চন্তীরাচরণ্যবঃ।
অভি বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ১ ॥
তা অর্ষন্তি শুভ্রিয়ঃ পৃঞ্চন্তীর্বর্চসা প্রিয়ঃ।
জাতং জাত্রীর্যথা হৃদা ॥ ২ ॥
বজ্রাপবসাধ্যঃ কীর্তির্ম্রিয়মাণমাবহন্।
মহ্যমায়ুর্ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৩ ॥
অয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রয়ন্ৎস্বঃ ॥ ৪ ॥
অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতঃ।
ব্যখ্যন্মহিষঃ স্বঃ ॥ ৫ ॥
ত্রিংশদ্ ধামা বি রাজতি বাক্ পতঙ্গো অশিশ্রিয়ৎ।
প্রতি বস্তোরহর্দ্যুভিঃ ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ বিষুবে সৌর্যপৃষ্ঠে 'অভি ত্বা বর্চসা' ইত্যাদি চতুর্থ স্তোত্রিয় বিনিযুক্ত হবে। সূর্য ও গাভী দেবতা, খিল ও সর্পরাজ্ঞী ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

দ্বাদশ সূক্ত

যচ্ছক্রা বাচমারুহন্নন্তরিক্ষং সিষাসথঃ।
সং দেবা অমদন্ বৃষা ॥ ১ ॥
শক্রো বাচমধৃষ্টায়োরুবাচো অধৃষ্ণুহি।
মংহিষ্ঠ আ মদর্দিবি ॥ ২ ॥

শক্রো বাচমধৃক্ষ্যুহি ধামধর্মন্ বি রাজতি ।
বিমদন্ বর্হিরাসরন্ ॥ ৩ ॥
তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ৪ ॥
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্ ।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ৫ ॥
তৎ ত্বা যামি সুবীর্যং তদ্ ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৬ ॥
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপস্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সন্নশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ বিষুবে সৌর্যপৃষ্ঠে 'যচ্ছক্রা বাচম্ আরুহন্' ইত্যাদি সূক্ত ,ষষ্ঠ স্তোত্রিয় । ইন্দ্র দেবতা, খিল, নোধা ও মেধ্যাতিথি ঋষি, গায়ত্রী ও প্রগাথ ছন্দ ।

ত্রয়োদশ সূক্ত

কন্নব্যো অতসীনাং তুরো গৃণীত মর্ত্যঃ ।
নহী স্বস্য মহিমানমিন্দ্রিয়ং স্বগৃণন্ত আনশুঃ ॥ ১ ॥
কদু স্তুবন্ত ঋতয়ন্ত দেবত ঋষিঃ কো বিপ্র ওহতে ।
কদা হবং মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতঃ কদু স্তুবত আ গমঃ ॥ ২ ॥

টীকা ঃ বাজপেয় ক্রতুতে 'কন্নব্যো অতসীনাং' ইত্যাদি সামপ্রগাথ হবে । ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ ।

চতুর্দশ সূক্ত

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে ।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ১ ॥
শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে ।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥ ২ ॥
প্র সু শ্রুতং সুরাধসমর্চা শক্রমভিষ্টয়ে ।
যঃ সুন্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু সহস্রেণেব মংহতে ॥ ৩ ॥
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ ।
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে যদীং সুতা অমন্দিষুঃ ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ চতুর্বিংশ মাধ্যন্দিন সবনে 'অভি প্র বঃ সুরাধসম্' ইত্যাদি বার্হত প্রগাথ হবে । ইন্দ্র দেবতা, প্রস্কণ্ব ও পুষ্টিগু ঋষি, প্রগাথ ছন্দ ।

পঞ্চদশ সূক্ত

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১ ॥
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ২ ॥
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং দর্ষি সহস্রিণম্ ।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্ বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ 'বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্তঃ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে' ইত্যাদির মত হবে । ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, বৃহতী ছন্দ ।

ষোড়শ সূক্ত

ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্ বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ১ ॥
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্টবা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ২ ॥
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃত স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ৩ ॥

টীকা: ত্রিককুদ্ দশাহ অহীনের নয় দিনে 'ক ঈং বেদ' ইত্যাদি পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হবে। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, বৃহতী ছন্দ।

সপ্তদশ সূক্ত

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তবসং তরস্বিনম্ ॥ ১ ॥
সমীং রেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বর্পতিং যদীং বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ ॥ ২ ॥
নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরা।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্বভিঃ ॥ ৩ ॥

টীকা: পৃষ্ঠ্য ষড়হের একবিংশ স্তোমে চতুর্থ দিনে 'বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং' ইত্যাদি সূক্তের আজ্যপৃষ্ঠ, উক্থ ও স্তোত্রিয় হবে। ইন্দ্র দেবতা, রেভ ঋষি, অতি জগতী ও বৃহতী ছন্দ।

অষ্টাদশ সূক্ত

তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শবাংসি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্তদ্ রায়ে
নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী ॥ ১ ॥
যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বা অসুরেভ্যঃ।
স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ২ ॥
যমিন্দ্র দধিষে ত্বমশ্বং গাং ভাগমব্যয়ম্।
যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি তস্মিন্ তং ধেহি মা পণৌ ॥ ৩ ॥

টীকা: 'তমিন্দ্রং জোহবীমি' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্তঃ (১৫) ইত্যাদি সূক্তের মত হবে। ইন্দ্র দেবতা, রেভ ঋষি, বৃহতী ছন্দ।

উনবিংশ সূক্ত

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥ ১ ॥
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্ বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥ ২ ॥
যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা।
যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥ ৩ ॥

মদেমদে হি নো দদির্যূথা গবামৃজুক্রতুঃ।
সং গৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায় আ ভর ॥ ৪ ॥
মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে।
বিদ্মা হি ত্বা পুরূবসুমুপ কামান্‌ৎসসৃজ্মহেঽথা নোঽবিতা ভব ॥ ৫ ॥
এতে ত ইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্‌।
অন্তর্হি খ্যো জনানামর্যো বেদো
অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ পঞ্চাহ যাগের পঞ্চম দিনে 'ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, গৌতম ঋষি, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

বিংশ সূক্ত

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্‌ রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্‌।
মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩ ॥
শুষ্মিন্তমং ন ঊতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্‌।
ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ॥ ৫ ॥
অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্‌ দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্‌।
উৎ তে শুষ্মং তিরামসি ॥ ৬ ॥
অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্‌ ভয়মভী ষদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো ন নঃ পশ্চাদঘং নশৎ।
ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ।
জেতা শত্রূন্‌ বিচর্ষণিঃ ॥ ১০ ॥
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্‌ বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ১১ ॥
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্টবা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ১২ ॥
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃত স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ১৩ ॥
বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্‌ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১৪ ॥
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ১৫ ॥

কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং দর্ষি সহস্রিণম্ ।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্ বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ১৬ ॥

টীকা ঃ আপ্তর্যাম ক্রতুতে তৃতীয় সবনে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' এবং 'শুষ্মিমন্তং ন উতয়ে' ইত্যাদি সূক্ত স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। সেরূপ মহাব্রতে প্রাতঃ সবনে এ সূক্তের দ্বারা আজ্য-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, মধুচ্ছন্দা, বিশ্বামিত্র, গৃৎসমদ ও মেধ্যাতিথি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

একবিংশ সূক্ত

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত ।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ১ ॥
অনর্শরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ।
সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ২ ॥
বণ্মহাঁ অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি ।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেঽদ্ধা দেব মহাঁ অসি ॥ ৩ ॥
বট্ সূর্য শ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি ।
মহ্না দেবানামসুর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ বিষুব দৌর্যপৃষ্ঠে 'বণ্মহাঁ অসি সূর্য,' 'শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং' ইত্যাদি বিকল্প পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। সেরূপ সাকমেধ যজ্ঞে তৃতীয় দিনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র ও সূর্য দেবতা, নৃমেধ ও জমদগ্নি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

দ্বাবিংশ সূক্ত

উদু ত্যে মধুমত্তমা গির স্তোমাস ঈরতে ।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১ ॥
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমানশুঃ ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ২ ॥
উদিন্নবস্য রিচ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ ।
য ইন্দ্রো হরিবান্ন দভন্তি তং রিপো দক্ষং দধাতি সোমিনি ॥ ৩ ॥
মন্ত্রমখর্বং সুধিতং সুপেশসং দধাত যজ্ঞিয়েষ্বা ।
পূর্বীশ্চন প্রসিতয়স্তরন্তি তং য ইন্দ্রে কর্মণা ভুবৎ ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ দশরাত্রের দশম দিনে মাধ্যন্দিন সবনে 'উদু ত্যে মধুমত্তমা' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ও বসিষ্ঠ ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

ত্রয়োবিংশ সূক্ত

এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ ।
এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ১ ॥
এবা রাতিস্তুবীমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ ।
অধা চিদিন্দ্র মে সচা ॥ ২ ॥
মো ষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে ।
মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥ ৩ ॥

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।
পক্কা শাখা ন দাশুষে ॥ ৪ ॥
এবা হি তে বিভূতয় ঊতয় ইন্দ্র মাবতে।
সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৫ ॥
এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ অভিপ্লবের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে 'এবা হ্যসি বীরয়ুঃ' ইত্যাদি আটটি ঋক্ তৃতীয় সবনে উক্থ, স্তোত্রিয় ও অনুরূপ যথাক্রমে হবে। ইন্দ্র দেবতা, সুকক্ষ, সুতকক্ষ ও মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্বিংশ সূক্ত

তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃৎসু সাসহিম্।
উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ।
মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ২ ॥
তদদ্যা চিত্ত উক্থিনোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা।
বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে ॥ ৩ ॥
তম্বভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ৪ ॥
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎ সহো দাধার রোদসী।
গিরীংরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ৫ ॥
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে।
ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ অভিপ্লবে 'তং তে মদং গৃণীমসি' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ।

পঞ্চবিংশ সূক্ত

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তোঽবস্যবঃ।
বাজে চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২ ॥
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু ব স্তুষে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৩ ॥
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্ষণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥ ৫ ॥
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ।
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি ॥ ৬ ॥
বিভ্রাজং জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥ ৭ ॥

তম্বাভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ ।
ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ৮ ॥
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎ সহো দাধার রোদসী ।
গিরীঁরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ৯ ॥
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে ।
ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ১০ ॥

টীকা ঃ 'বয়মু ত্বামপূর্ব্য' ইত্যাদি তিনটি ঋকের বিনিয়োগ ও ব্যাখ্যা ২০ কাণ্ডের ২য় অনুবাকের ১ম সূক্তে করা হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, সোভরি, নৃমেধ, গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি, উষ্ণিক্ ও প্রগাথ ছন্দ।

ষড়্বিংশ সূক্ত

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ।
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লৃপাতি ॥ ১ ॥
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্ ।
হত্বায় দেবা অসুরান্ যদায়ন্ দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ২ ॥
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ং ছচীভিরাদিৎ স্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ।
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৩ ॥
য এক ইৎ বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে ।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৪ ॥
কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ ।
কদা নঃ শুশ্রবৎ ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৫ ॥
যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আধিবাসতি ।
উগ্রং তৎ পত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৬ ॥
য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি ।
যেনা হংসি ন্যত্রিণং তমীমহে ॥ ৭ ॥
যেনা দশগ্বমধ্রিগুং বেপয়ন্তং স্বর্ণরম্ ।
যেনা সমুদ্রমাবিথা তমীমহে ॥ ৮ ॥
যেন সিন্ধুং মহীরপো রথাঁ ইব প্রচোদয়ঃ ।
পন্থামৃতস্য যাতবে তমীমহে ॥ ৯ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ্য যাগে ষষ্ঠ দিনে 'ইমা নু কং ভুবনা সীষধাম' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, ভুবন, ভরদ্বাজ ও গৌতম ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ও উষ্ণিক্ ছন্দ।

সপ্তবিংশ সূক্ত

এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ সত্রাজিদগোহ্যঃ ।
গিরির্ন বিশ্বতস্পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥ ১ ॥
অভি হি সত্য সোপমা উভে বভূথ রোদসী ।
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ২ ॥
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র দর্তা পুরামসি ।
হন্তা দস্যোর্মনোবৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৩ ॥
এদু মধ্বো মদিন্তরং সিঞ্চ বাধ্বর্যো অন্ধসঃ ।
এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্ ।
উদানংশ শবসা ন ভন্দনা ॥ ৫ ॥
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ ॥
অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্ ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ অভিপ্লবের পঞ্চম দিনে 'এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ' ইত্যাদি সূক্তের উক্থ-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, নৃমেধ ও বিশ্বমনা ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ।

অষ্টাবিংশ সূক্ত

এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায় স্তোম্যং নরম্ ।
কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ ॥ ১ ॥
অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ ।
ঘৃতাৎ স্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত ॥ ২ ॥
যস্যামিতানি বীর্যা ন রাধঃ পর্যেতবে ।
জ্যোতির্ন বিশ্বমভ্যস্তি দক্ষিণা ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ দশাহ যাগের নবম দিনে 'এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম' ইত্যাদি উক্থ-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বমনা ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ।

ঊনত্রিংশ সূক্ত

স্তুহীন্দ্রং ব্যশ্ববদনূর্মিং বাজিনং যমম্ ।
অর্যো গয়ং মংহমানং বি দাশুষে ॥ ১ ॥
এবা নূনমুপ স্তুহি বৈয়শ্ব দশমং নবম্ ।
সুবিদ্বাংসং চর্কৃত্যং চরণীনাম্ ॥ ২ ॥
বেত্থা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্ ।
অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ও দেবতাদি পূর্বের মত।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বনোতি হি সুন্বন্ ক্ষয়ং পরীণসঃ সুন্বানো হি ষ্মা
যজত্যব দ্বিষো দেবানামব দ্বিষঃ ।
সুন্বান ইৎ সিষাসতি সহস্রা বাজ্যবৃতঃ ।
সুন্বানায়েন্দ্রো দদাত্যাভুবং রয়িং দদাত্যাভুবম্ ॥ ১ ॥
মো ষু বো অস্মদভি তানি পৌংস্যা সনা ভূবন্ দ্যুম্নানি
মোত জারিষুরস্মৎ পুরোত জারিষুঃ ।
যদ্ বশ্চিত্রং যুগেযুগে নব্যং ঘোষাদমর্ত্যম্ ।
অস্মাসু তন্মরুতো যচ্চ দুষ্টরং দিধৃতা যচ্চ দুষ্টরম্ ॥ ২ ॥

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসুং সূনুং সহসো
জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্। য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু বষ্টি শোচিষাজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ৩ ॥
যজ্ঞৈঃ সম্মিশ্লাঃ পৃষতীভিঋষ্টিভির্যামং ছুভ্রাসো অঞ্জিষু প্রিয়া উত।
আসদ্যা বর্হির্ভরতস্য সূনবঃ পোত্রাদা সোমং পিবতা দিবো নরঃ ॥ ৪ ॥
আ বক্ষি দেবাঁ ইহ বিপ্র যক্ষি চোশন্ হোতর্নি ষদা যোনিষু ত্রিষু।
প্রতি বীহি প্রস্থিতং সোম্যং মধু পিবাগ্নীধ্রাৎ তব ভাগস্য তৃপ্ণুহি ॥ ৫ ॥
এষ স্য তে তন্বো নৃম্ণবর্ধনঃ সহ ওজঃ প্রদিবি বাহ্বোর্হিতঃ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যমাভৃতস্ত্বমস্য ব্রাহ্মণাদা তৃপৎ পিব ॥ ৬ ॥
যমু পূর্বমহুবে তমিদং হুবে সেদু হব্যো দদির্যো নাম পত্যতে।
অধ্বর্যুভিঃ প্রস্থিতং সোম্যং মধু পোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ্য ষড়হের ষষ্ঠ দিনে প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবনের মাঝে আজ্যাহুতির পূর্বে 'বনোতি হি' ইত্যাদি পারুৎ শেপ্য নামক ঋক্গুলি হবে। ইন্দ্র, মরুৎ ও অগ্নি দেবতা, পরুচ্ছেপ ও গৃৎসমদ ঋষি, অত্যষ্টি ও জগতী ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥
উপঃ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্ রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩ ॥
পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতম্।
যস্তে সখিভ্য আ বরম্ ॥ ৪ ॥
উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত।
দধানা ইন্দ্র ইৎ দুবঃ ॥ ৫ ॥
উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥ ৬ ॥
এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনম্।
পতয়ন্মন্দয়ৎসখম্ ॥ ৭ ॥
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥ ৮ ॥
তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো।
ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯ ॥
যো রায়োঽবনির্মহান্ৎ সুপারঃ সুন্বতঃ সখা।
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥
আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত।
সখায় স্তোমবাহসঃ ॥ ১১ ॥
পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্।
ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ ছন্দোমানের প্রথম দিনে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' ইত্যাদি ঋক্ হবে। ইন্দ্র দেবতা, মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাম্ ।
গমদ্ বাজেভিরা স নঃ ॥ ১ ॥
যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ ।
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ২ ॥
সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে ।
সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৩ ॥
ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ ।
ইন্দ্র জৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥ ৪ ॥
আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ ।
শং তে সন্তু প্রচেতসে ॥ ৪ ॥
ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুক্‌থা শতক্রতো ।
ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৬ ॥
অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণম্ ।
যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৭ ॥
মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ ।
ঈশানো যবয়া বধম্ ॥ ৮ ॥
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ৯ ॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে ।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ১০ ॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে ।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ১১ ॥
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে ।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ ছন্দোমানের দ্বিতীয় দিনে 'স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ' ইত্যাদি ঋক্ হবে। ইন্দ্র দেবতা, মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ১ ॥
দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্ বসুং গিরঃ ।
মহামনূষত শ্রুতম্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সঞ্জগ্মানো অবিভ্যুষা ।
মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৩ ॥
অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি ।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৪ ॥
অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি ।
সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৫ ॥
ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি ।
ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৭ ॥
ইন্দ্র ইন্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥ ১১ ॥
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি।
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ১২ ॥
তুঞ্জেতুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।
ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্ ॥ ১৩ ॥
বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ১৪ ॥
য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাম্ ॥ ১৫ ॥
ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১৬ ॥
এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১৭ ॥
নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্বতা ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ১৯ ॥
বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ম্।
সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ২০ ॥

টীকা ঃ ছন্দোমানের তৃতীয় দিনে 'বীলু চিদারুজত্নুভিঃ' ইত্যাদি ঋক্ হবে। এ সূক্তের দেবতাদি পূর্ব সূক্তের মত।

পঞ্চম সূক্ত

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ১ ॥
সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ।
বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ২ ॥
যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।
উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৩ ॥
এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।
পক্বা শাখা ন দাশুষে ॥ ৪ ॥
এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে। সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৫ ॥

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা ।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ৭ ॥
এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে ।
চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ৮ ॥
মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভি স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে ।
সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৯ ॥
অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতিত্বামুদহাসত ।
অজোষা বৃষভং পতিম্ ॥ ১০ ॥
সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্ রাধ ইন্দ্র বরেণ্যম্ ।
অসদিৎ তে বিভু প্রভু ॥ ১১ ॥
অস্মান্ত্সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ ।
তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ১২ ॥
সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ ।
বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতম্ ॥ ১৩ ॥
অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং সহস্রসাতমম্ ।
ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ১৪ ॥
বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ম্ ।
হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ১৫ ॥
সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্ বৃহত এদরিঃ ।
ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১৬ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের এবং 'সং চোদয় চিত্রমর্বক্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা' (২০।৫।৯) ইত্যাদি সূক্তের মত হবে। ইন্দ্র দেবতা, মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে সমানমেকং বৃষমণ্যবঃ
পৃথক্ স্বঃ সনিষ্যবঃ পৃথক্ ।
তং ত্বা নাবং ন পর্ষণিং শূষস্য ধুরি ধীমহি ।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈশ্চিতয়ন্ত আয়ব স্তোমেভিরিন্দ্রমায়বঃ ॥ ১ ॥
বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য
নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিঃসৃজঃ । যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি ।
আবিষ্করিক্রদ্ বৃষণং সচাভুবং বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্ ॥ ২ ॥
উতো নো অস্যা উষসো জুষেত হ্যর্কস্য বোধি
হবিষো হবীমভিঃ স্বর্ষাতা হবীমভিঃ ।
যদিন্দ্র হন্তবে মৃধো বৃষা বজ্রিং চিকেতসি ।
আ মে অস্য বেধসো নবীয়সো মন্ম শ্রুধি নবীয়সঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ্য ষড়হের ষষ্ঠ দিনে 'বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে' ইত্যাদি সূক্তের

বিনিযোগ 'বনোতি হি সুন্বন্ ক্ষয়ং পরীণসঃ' (২০।৬।১) সূক্তের মত হবে। এখানে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। পরুচ্ছেপ ঋষি ও অত্যেষ্টি ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা তুভ্যং ব্রহ্মাণি বর্ধনা কৃণোমি।
ত্বং নৃভির্হব্যো বিশ্বধাসি ॥ ১ ॥
নূ চিন্নু তে মন্যমানস্য দস্মোদশ্নুবন্তি মহিমানমুগ্র।
ন বীর্যমিন্দ্র তে ন রাধঃ ॥ ২ ॥
প্র বো মহে মহিবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চরা চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ৩ ॥
যদা বজ্রং হিরণ্যমিদথা রথং হরী যমস্য বহতো বি সূরিভিঃ।
আ তিষ্ঠতি মঘবা সনশ্রুত ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ ॥ ৪ ॥
সো চিন্নু বৃষ্টির্যূথ্যা স্বা সচাঁ ইন্দ্রঃ শ্মশ্রূণি হরিতাভি প্রুষ্ণুতে।
অব বেতি সুক্ষয়ং সুতে মধূদিদ্ধূনোতি বাতো যথা বনম্ ॥ ৫ ॥
যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি পিতেব যস্তবিষীং বাবৃধে শবঃ ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠের চতুর্থ দিনে 'তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ও বসুক ঋষি, বিরাট্, জগতী ও অভিসারিণী ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ১ ॥
শিপ্রিন্ বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা। আ তূ* ॥ ২ ॥
নি ষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে। আ তূ* ॥ ৩ ॥
সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ। আ তূ* ॥ ৪ ॥
সমিন্দ্র গর্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া। আ তূ* ॥ ৫ ॥
পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি। আ তূ* ॥ ৬ ॥
সর্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বম্।
তা তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠাহের পঞ্চম দিনে সম্পাতের পূর্বে পঙ্ক্তি-ছন্দোযুক্ত 'যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপাঃ' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। *'আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ'—ইহা প্রতি মন্ত্রে পুনরাবৃত্তি হবে। ইন্দ্র দেবতা, শুনশেপ ঋষি; পংক্তি ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য।
নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিঃসৃজঃ।
যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি।
আবিষ্করিক্রদ্ বৃষণং সচাভুব বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্ ॥ ১ ॥

বিদুষ্টে অস্য বীর্যস্য পূরবঃ পুরো যদিন্দ্র
শারদীরবাতিরঃ সাসহানো অবাতিরঃ।
শাসস্তমিন্দ্র মর্ত্যময়জ্যুং শবসস্পতে।
মহীমমুষ্ণাঃ পৃথিবীমিমা অপো মন্দসান ইমা অপঃ ॥ ২ ॥
আদিৎ তে অস্য বীর্যস্য চার্কিরন্মদেষু বৃষন্নুশিজো
যদাবিথ সখীয়তো যদাবিথ।
চকর্থ কারমেভ্যঃ পৃতনাসু প্রবন্তবে।
তে অন্যামন্যাং নদ্যং সনিষ্ণত শ্রবস্যন্তঃ সনিষ্ণত ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ ২০। ৭। ৪—পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে সম্পাতের পূর্বে 'বি ত্বা ততস্রে মিথুনা' ইত্যাদি তিনটি সপ্তপদী সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। পরুচ্ছেপ ঋষি ও অত্যষ্টি ছন্দ।

পঞ্চম সূক্ত

বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকং ছুচির্বাং স্তোমো ভুরণাবজীগঃ।
যস্যেদিন্দ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা নৃণাং নর্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্ ॥ ১ ॥
প্র তে অস্যা উষসঃ প্রাপরস্যা নৃতৌ স্যাম নৃতমস্য নৃণাম্।
অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৄন্ কুৎসেন রথো যো অসৎ সসবান্ ॥ ২ ॥
কস্তে মদ ইন্দ্র রন্ত্যো ভূৎ দুরো গিরো অভ্যুগ্রো বি ধাব।
কৎ বাহো অর্বাগুপ মা মনীষা আ ত্বা শক্যামুপমং রাধো অন্নৈঃ ॥ ৩ ॥
কদু দ্যুম্নমিন্দ্র ত্বাবতো নৄন্ কয়া ধিয়া করসে কন্ন আগন্।
মিত্রো ন সত্য উরুগায় ভৃত্যা অন্নে সমস্য যদসন্মনীষাঃ ॥ ৪ ॥
প্রেরয় সূরো অর্থং ন পারং যে অস্য কামং জনিধা ইব গ্মন্।
গিরশ্চ যে তে তুবিজাত পূর্বীর্নর ইন্দ্র প্রতিশিক্ষন্ত্যন্নৈঃ ॥ ৫ ॥
মাত্রে নু তে সুমিতে ইন্দ্র পূর্বী দ্যোর্মজ্মনা পৃথিবী কাব্যেন।
বরায় তে ঘৃতবন্তঃ সুতাসঃ স্বাদ্মন্ ভবন্তু পীতয়ে মধূনি ॥ ৬ ॥
আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রমিন্দ্রায় পূর্ণং স হি সত্যরাধাঃ।
স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যা অভি ক্রত্বা নর্যঃ পৌংস্যৈশ্চ ॥ ৭ ॥
ব্যানলিন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা আস্মৈ যতন্তে সখ্যায় পূর্বীঃ।
আ স্মা রথং ন পৃতনাসু তিষ্ঠ যং ভদ্রয়া সুমত্যা চোদয়াসে ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে পূর্বোক্ত সপ্তপদের পর সম্পাতের পূর্বে 'বনে ন বা যো ন্যধায়ি' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, বসুক ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ষষ্ঠ সূক্ত

আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী দ্রবন্ত্বস্য হরয় উপ নঃ।
তস্মা ইদন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষমিহাভিপিত্বং করতে গৃণানঃ ॥ ১ ॥
অব স্য শূরাধ্বনো নান্তেঽস্মিন্ নো অদ্য সবনে মন্দধ্যৈ।
শংসাত্যুক্থমুশনেব বেধাশ্চিকিতুষে অসুর্যায় মন্ম ॥ ২ ॥
কাবির্ন নিণ্যং বিদথানি সাধন্ বৃষা যৎ সেকং বিপিপানো অর্চাৎ।
দিবি ইত্থা জীজনৎ সপ্ত কারূনহ্না চিচ্চক্রুর্বয়ুনা গৃণন্তঃ ॥ ৩ ॥
স্বর্যদ্ বেদি সুদৃশীকমর্কৈর্মহি জ্যোতী রুরুচুর্যদ্ধ বস্তোঃ।
অন্ধা তমাংসি দুধিতা বিচক্ষে নৃভ্যশ্চকার নৃতমো অভিষ্টৌ ॥ ৪ ॥

ববক্ষ ইন্দ্রো অমিতমৃজীষ্যভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা ।
অতশ্চিদস্য মহিমা বি রেচ্যভি যো বিশ্বা ভুবনা বভূব ॥ ৫ ॥
বিশ্বানি শক্রো নর্যাণি বিদ্বানপো রিরেচ সখিভির্নিকামৈঃ ।
অশ্মানং চিৎ যে বিভিদুর্বচোভির্ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ৬ ॥
অপো বৃত্রং বব্রিবাংসং পরাহন্ প্রাবৎ তে বজ্রং পৃথিবী সচেতাঃ ।
প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়াণ্যৈনোঃ পতির্ভবং ছবসা শূর ধৃষ্ণো ॥ ৭ ॥
অপো যদদ্রিং পুরুহূত দর্দরাবির্ভুবৎ সরমা পূর্ব্যং তে ।
স নো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিং গোত্রা রুজন্নঙ্গিরোভির্গৃণানঃ ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ ছন্দোমানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে 'আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, বামদেব ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সপ্তম সূক্ত

তৎ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে ।
শং যৎ গবে ন শাকিনে ॥ ১ ॥
ন ঘা বসুর্নি যমতে দানং বাজস্য গোমতঃ ।
যৎ সীমুপ শ্রবদ্ গিরঃ ॥ ২ ॥
কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহা গমৎ ।
শচীভিরপ নো বরৎ ॥ ২ ॥

টীকা ঃ বাজপেয়ে 'তৎ বো গায়' ইত্যাদি স্তোত্রিয়-প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেরূপ বৃহস্পতি-সবে যথাক্রমে 'তৎ বো গায়' এবং 'বয়মেনমিদাহ্যঃ' এ দু-টি মন্ত্রের আজ্যপৃষ্ঠ্য ও স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। ইন্দ্র দেবতা, শংযু ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

অষ্টম সূক্ত

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা ।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ১ ॥
মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যো মাশিবাসো অব ক্রমুঃ ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি ॥ ২ ॥

টীকা ঃ বাজপেয়ে মাধ্যন্দিনে সবনে 'ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর', 'ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং', 'উত ত্যে মধুমত্তমাঃ' এ তিনটি সূক্তের একটি বিকল্পরূপে স্তোত্রিয় হয়। সেরূপ বিষুব, বিশ্বজিৎ বৈরাজ পৃষ্ঠে এ সূক্তের বিকল্পে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়ে থাকে। এখানে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। বসিষ্ঠ বা শক্তি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

নবম সূক্ত

ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ ॥ ১ ॥
ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্ দেবেষু হূমহে ।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ সুষহান্ কৃধি ॥ ২ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিযোগ পূর্ব সূক্তের মত। এখানে ইন্দ্র দেবতা, শংযু ঋষি, প্রগাথ (বৃহতী ও সতো বৃহতী) ছন্দ।

দশম সূক্ত

যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্‌ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ১ ॥
আ পপাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্‌ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্‌ গোমতি ব্রজে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ২ ॥

টীকা ঃ আপ্তুর্যাম ক্রতুতে মাধ্যন্দিন সবনে 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' ইত্যাদি স্তোত্রিয় তৃচ। ইন্দ্র দেবতা, পুরুহন্মা ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

একাদশ সূক্ত

যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্‌ দিধিষেয় রদাবসো ন পাপত্বায় রাসীয় ॥ ১ ॥
শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।
নহি ত্বদন্যন্মঘবন্‌ ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চন ॥ ২ ॥

টীকা ঃ আপ্তুর্যাম ক্রতুতে 'যদিন্দ্র যাবতস্ত্বং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিযোগ পূর্ব সূক্তের মত। সেরূপ বিশ্বজিৎ যানে বৈরাজপৃষ্ঠে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। বসিষ্ঠ ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

দ্বাদশ সূক্ত

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ১ ॥
যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নন্তি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণস্তনূপা অন্তমো ভব ॥ ২ ॥

টীকা ঃ আপ্তুর্যাম ক্রতুতে প্রাকৃত সাম প্রগাথের পর 'ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং' ইত্যাদি সাম প্রগাথ হয়ে থাকে। বিশ্বজিৎ যাগেও এ সূক্তে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এখানে ইন্দ্র দেবতা, শংযু ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

ত্রয়োদশ সূক্ত

ইন্দ্র যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ চতুর্বিংশ যাগে দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃসবনে 'ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো' ইত্যাদি সূক্তের বিকল্পে আজ্যস্তোত্রিয় হয়। সেরূপ ছন্দোমাখ্য যাগে তৃতীয় দিনে প্রাতঃসবনে 'তমিন্দ্রং যাজয়ামসি' (২০। ৫। ১০) সূক্তের সাথে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এখানে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। মধুচ্ছন্দা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্দশ সূক্ত

মা চিদন্যদ্ বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত ।
ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ॥ ১ ॥
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং গাং ন চর্ষণীসহম্ ।
বিদ্বেষণং সম্বননোভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥ ২ ॥
যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে নানা হবন্ত উতয়ে ।
অস্মাকং ব্রহ্মেদমিন্দ্র ভূতু তেহা বিশ্বা চ বর্ধনম্ ॥ ৩ ॥
বি তর্তূর্যন্তে মঘবন্ বিপশ্চিতোহর্যো বিপো জনানাম্ ।
উপ ক্রমস্ব পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ চতুর্বিংশ যাগে মাধ্যন্দিন সবনে 'মা চিদন্যৎ বি শংসত' ইত্যাদি সূক্তের বিকল্পে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ, বার্হত প্রগাথ হয়ে থাকে। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

পঞ্চদশ সূক্ত

ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়া সধমাদ আশূ ।
স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্ বিদ্বাঁ ।
উপ যাহি সোমম্ ॥ ১ ॥

টীকা ঃ সংবৎসর যাগে মাধ্যন্দিন সবনে সামপ্রগাথের পর 'ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি' ইত্যাদি আরম্ভণীয়া হয়। এখানে ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ষোড়শ সূক্ত

অধ্বর্যবোহরুণং দুগ্ধমংশুং জুহোতন বৃষভায় ক্ষিতীনাম্ ।
গৌরাদ্ বেদীয়াঁ অবপানমিন্দ্রো বিশ্বাহেদ্যাতি সুতসোমমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥
যদ্ দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং দিবেদিবে পীতিমিদস্য বক্ষি ।
উত হৃদোত মনসা জুষাণ উশন্নিন্দ্র প্রস্থিতান্ পাহি সোমান্ ॥ ২ ॥
জজ্ঞানঃ সোমং সহসে পপাথ প্র তে মাতা মহিমানমুবাচ ।
এন্দ্র পপ্রাথোর্বন্তরিক্ষং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৩ ॥
যদ্ যোধয়া মহতো মন্যমানান্ সাক্ষাম তান্ বাহুভিঃ শাশদানান্ ।
যদ্বা নৃভির্বৃত ইন্দ্রাভিযুধ্যাস্তং ত্বয়াজিং সৌশ্রবসং জয়েম ॥ ৪ ॥
প্রেন্দ্রস্য বোচং প্রথমা কৃতানি প্র নূতনা মঘবা যা চকার ।
যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য ॥ ৫ ॥
তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎ পশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য ।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য ।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ দ্বিতীয় ছন্দোমাখ্যযাগে 'অধ্বর্যবোহরুণং দুগ্ধমংশুং' ইত্যাদি সূক্তের একাহ প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখানে ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সপ্তদশ সূক্ত

যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তান্ বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেণ ।
তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥ ১ ॥
ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে ।
পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্ ॥ ২ ॥
বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নি ষেদুঃ ।
তুভ্যং খাতা অবতা অদ্রিদুগ্ধা মধ্ব শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্ ।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমৎ তমাংসি ॥ ৪ ॥
স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ ।
বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্ বাবশতীরুদাজৎ ॥ ৫ ॥
এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে যজ্ঞৈর্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ ।
বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তো বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত । বৃহস্পতি দেবতা, বামদেব ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অষ্টাদশ সূক্ত

অচ্ছেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ ভূষন্নিব প্র ভরা স্তোমমস্মৈ ।
বাচা বিপ্রাস্তরত বাচমর্যো 'ন রাময় জরিতঃ সোম ইন্দ্রম্ ॥ ১ ॥
দোহন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিন্দ্রম্ ।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্ ॥ ২ ॥
কিমঙ্গ ত্বা মঘবন্ ভোজমাহুঃ শিশীহি মা শিশয়ং ত্বা শৃণোমি ।
অপ্নস্বতী মম ধীরস্তু শক্র বসুবিদং ভগমিন্দ্রা ভরা নঃ ॥ ৩ ॥
ত্বাং জনা মমসত্যেষ্বিন্দ্র সন্তস্থানা বি হ্বয়ন্তে সমীকে ।
অত্রা যুজং কৃণুতে যো হবিষ্মান্নাসুন্বতা সখ্যং বষ্টি শূরঃ ॥ ৪ ॥
ধনং ন স্পন্দ্রং বহুলং যো অস্মৈ তীব্রান্ৎসোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্ ।
তস্মৈ শত্রূন্ৎসুতুকান্ প্রাতরহ্নো নি স্বষ্ট্রান্ যুবতি হন্তি বৃত্রম্ ॥ ৫ ॥
যস্মিন্ বয়ং দধিমা শংসমিন্দ্রে যঃ শিশ্রায় মঘবা কামমস্মে ।
আরাচ্চিৎ সন্ ভয়তামস্য শত্রুন্যস্মৈ দ্যুম্না জন্যা নমন্তাম্ ॥ ৬ ॥
আরাচ্ছত্রুমপ বাধস্ব দূরমুগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন ।
অস্মে ধেহি যবমদ্ গোমদিন্দ্র কৃধী ধিয়ং জরিত্রে বাজরত্নাম্ ॥ ৭ ॥
প্র যমন্তর্বৃষসবাসো অগ্মন্ তীব্রাঃ সোমা বহুলান্তাস ইন্দ্রম্ ।
নাহ দামানং মঘবা নি যংসন্ নি সুন্বতে বহতি ভূরি বামম্ ॥ ৮ ॥
উত প্রহামতিদীবা জয়তি কৃতমিব শ্বঘ্নী বি চিনোতি কালে ।
যো দেবকামো স ধনং রুণদ্ধি সমিৎ তং রায়ঃ সৃজতি স্বধাভিঃ ॥ ৯ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন বা ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বে ।
বয়ং রাজসু প্রথমা ধনান্যরিষ্টাসো বৃজনীভির্জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরীয়ঃ কৃণোতু ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ দ্বিতীয় ছন্দোমাখ্য যাগে 'অচ্ছেব সু প্রতরং লায়মস্যন্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ ২০।৭।১৬ সূক্তের মত । ইন্দ্র দেবতা, কণ্ব ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ঊনবিংশ সূক্ত

যো অদ্রিভিৎ প্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো হবিষ্মান্।
দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্মসৎ পিতা ন আ রোদসী বৃষতো রোরবীতি ॥ ১ ॥
জনায় চিদ্ য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রাণি বি পুরো দর্দরীতি জয়ং ছত্রূংরমিত্রান্ পৃৎসু সাহন্ ॥ ২ ॥
বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্ বসূনি মহো ব্রজান্ গোমতো দেব এষঃ।
অপঃ সিষাসন্ৎ স্বরপ্রতীতো বৃহস্পতির্হন্ত্যমিত্রমর্কৈঃ ॥ ৩ ॥

টীকা : তৃতীয় ছন্দোমাখ্য যাগে 'যো অদ্রিভিৎ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'অধ্বর্যবোহরূণং' (২০।৭।১৬) সূক্তের মত হবে। সেরূপ উভয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে একাহিক সূক্তের মধ্য, আদি ও অন্তে এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এখানে বৃহস্পতি দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। ভরদ্বাজ ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্ বিশ্বজন্যোঽয়াস্য উকথমিন্দ্রায় শংসন্ ॥ ১ ॥
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥ ২ ॥
হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদৎ গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ ॥ ৩ ॥
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠন্তীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদুস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥ ৪ ॥
বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সাকমুদধেরকৃন্তৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রো বলং রক্ষিতারং দুঘানাং করেণেব বি চকর্তা রবেণ।
স্বেদাঞ্জিভিরাশিরমিচ্ছমানোঽরোদয়ৎ পণিমা গা অমুষ্ণাৎ ॥ ৬ ॥
স ঈং সত্যেভিঃ সখিভিঃ শুচদ্ভির্গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।
ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ॥ ৭ ॥
তে সত্যেন মনসা গোপতিং গা ইয়ানাস ইষণয়ন্ত ধীভিঃ।
বৃহস্পতির্মিথো অবদ্যপেভিরুদুস্রিয়া অসৃজত স্বয়ুগ্‌ভিঃ ॥ ৮ ॥
তং বর্ধয়ন্তো মতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিব নানদতং সধস্থে।
বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরেভরে অনু মদেম জিষ্ণুম্ ॥ ৯ ॥
যদা বাজমসনদ্ বিশ্বরূপমা দ্যামরুক্ষদুত্তরাণি সদ্ম।
বৃহস্পতিং বৃষণং বর্ধয়ন্তো নানা সন্তো বিভ্রতো জ্যোতিরাসা ॥ ১০ ॥
সত্যামাশিষং কৃণুতা বয়োধৈ কীরিং চিদ্ধ্যবথ স্বেভিরেবৈঃ।
পশ্চা মৃধো অপ ভবন্তু বিশ্বাস্তৎ রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানমভিনদর্বুদস্য।
অহন্নহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্ দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১২ ॥

টীকা ঃ ১-১২। 'ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা নঃ' ইত্যাদি সূক্ত তৃতীয় ছন্দোমাখ্য যাগে বিনিযুক্ত হয়েছে। বৃহস্পতি দেবতা, অযাস্য ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ১ ॥
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি।
যত্রাভি সন্নবামহে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু।
যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৩ ॥
উদ্ যদ্ ব্রধ্নস্য বিষ্টপং গৃহমিন্দ্রশ্চ গন্বহি।
মধ্বঃ পীত্বা সচেবহি ত্রিঃ সপ্ত সখ্যুঃ পদে ॥ ৪ ॥
অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত।
অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃষ্ণ্বর্চত ॥ ৫ ॥
অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিষ্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্ ॥ ৬ ॥
আ যৎ পতন্ত্যেন্যঃ সুদুঘা অনপস্ফুরঃ।
অপস্ফুরং গৃভায়ত সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৭ ॥
অপাদিন্দ্রো অপাদগ্নির্বিশ্বে দেবা অমৎসত।
বরুণ ইদিহ ক্ষয়ৎ তমাপো অভ্যনূষত বৎসং সংশিশ্বরীরিব ॥ ৮ ॥
সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব ॥ ৯ ॥
যো ব্যতীঁরফাণয়ৎ সুযুক্তাঁ উপ দাশুষে।
তক্কো নেতা তদিদ্ বপুরুপমা যো অমুচ্যত ॥ ১০ ॥
অতীদু শক্র ওহত ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ।
ভিনৎ কনীন ওদনং পচ্যমানং পরো গিরা ॥ ১১ ॥
অর্ভকো ন কুমারকোঽধি তিষ্ঠন্নবং রথম্।
স পক্ষন্মহিষং মৃগং পিত্রে মাত্রে বিভুক্রতুম্ ॥ ১২ ॥
আ তূ সুশিপ্র দম্পতে রথং তিষ্ঠা হিরণ্যয়ম্।
অধ দ্যুক্ষং সচেবহি সহস্রপাদমরুষং স্বস্তিগামনেহসম্ ॥ ১৩ ॥
তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
অর্থং চিদস্য সুধিতং যদেতব আবর্তয়ন্তি দাবনে ॥ ১৪ ॥
অনু প্রত্নস্যৌকসঃ প্রিয়মেধাস এষাম্।
পূর্বামনু প্রয়তিং বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আশত ॥ ১৫ ॥
যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ১৭ ॥
নকিষ্টং কর্মণা নশদ্ যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণ্বোজসম্ ॥ ১৮ ॥
অষাহ্মমুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্ মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাবঃ ক্ষামো অনোনবুঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ২০ ॥
আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ২১ ॥

টীকা ঃ ১-২১। অতিরাত্রে মধ্যম পর্যায়ে 'অভি ত্বা বৃষভা সুতে' (২০।৩।৫) এবং 'অভি প্রগোপতিং গিরা'—এ দুটি স্তোত্রিয় ও অনুরূপ উক্থ্য-শংসনধর্মক হয়। সেরূপ পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনে প্রাতঃসবনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, প্রিয়মেধ ও পুরুহন্ম ঋষি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি ও বৃহতী ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

উৎ ত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।
অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১ ॥
পদা পণীঁররাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি।
নহি ত্বা কশ্চন প্রতি ॥ ২ ॥
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্।
ত্বং রাজা জনানাম্ ॥ ৩ ॥
ঈংখয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে।
ভেজানাসঃ সুবীর্যম্ ॥ ৪ ॥
ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।
ত্বং বৃষন্ বৃষেদসি ॥ ৫ ॥
ত্বমিন্দ্রাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষমতিরঃ।
উদ্ দ্যামস্তভ্না ওজসা ॥ ৬ ॥
ত্বমিন্দ্র সজোষসমর্কং বিভর্ষি বাহ্বোঃ।
বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৭ ॥
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি বিশ্বা জাতান্যোজসা।
স বিশ্বা ভুব আভবঃ ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। দশরাত্রে দশম দিনে 'উৎ ত্বা মন্দন্তু' ইত্যাদি আজ্য স্তোত্রিয় হয়। মহাব্রতে প্রাতঃসবনে 'ঈংখয়ন্তীরপস্যুব' ইত্যাদি পাঁচটি ঋকের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, প্রগাথ ও দেবজাময় ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

আ যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতির্মদায় যো ধর্মণা তূতুজানস্তুবিষ্মান্।
প্রত্বক্ষাণো অতি বিশ্বা সহাংস্যপারেণ মহতা বৃষ্ণ্যেন ॥ ১ ॥
সুষ্ঠামা রথঃ সুযমা হরী তে মিম্যক্ষ বজ্রো নৃপতে গভস্তৌ।
শীভং রাজন্ সুপথা যাহ্যর্বাঙ্ বর্ধাম তে পপুষো বৃষ্ণ্যানি ॥ ২ ॥
এন্দ্রবাহো নৃপতিং বজ্রবাহুমুগ্রমুগ্রাসস্তবিষাস এনম্।
প্রত্বক্ষসং বৃষভং সত্যশুষ্মমেমস্মত্রা সধমাদো বহন্তু ॥ ৩ ॥
এবা পতিং দ্রোণসাচং সচেতসমূর্জ স্কম্ভং ধরুণ আ বৃষায়সে।
ওজঃ কৃষ্ব সং গৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে ॥ ৪ ॥
গমন্নস্মে বসুন্যা হি শংসিষং স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ।
ত্বমীশিষে সাস্মিন্না সৎসি বর্হিষ্যনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা ॥ ৫ ॥

পৃথক্‌ প্রায়ন্‌ প্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা ।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ ॥ ৬ ॥
এবৈবাপাগপরে সন্তু দূঢ্যোঽশ্বা যেষাং দুর্যুজ আয়ুযুজ্রে ।
ইত্থা যে প্রাগুপরে সন্তি দাবনে পুরূণি যত্র বয়ুনানি ভোজনা ॥ ৭ ॥
গিরীঁরজ্রান্‌ রেজমানাঁ অধারয়দ্‌ দ্যৌঃ ক্রন্দদন্তরিক্ষাণি কোপয়ৎ ।
সমীচীনে ধিষণে বি ষ্কভায়তি বৃষ্ণঃ পীত্বা মদ উক্‌থানি শংসতি ॥ ৮ ॥
ইমং বিভর্মি সুকৃতং তে অঙ্কুশং যেনারুজাসি মঘবঞ্ছফারুজঃ ।
অস্মিন্‌ৎসু তে সবনে অস্ত্বোক্যং সুত ইষ্টৌ মঘবন্‌ বোধ্যাভগঃ ॥ ৯ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্‌ ।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১ ॥

টীকা ঃ ১-১১। তৃতীয় ছন্দোমাখ্য যাগে 'আ যাত্বিন্দ্র স্বপতির্মদায়' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। ইন্দ্র দেবতা, কৃষ্ণ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী ছন্দ।

পঞ্চম সূক্ত

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃপৎ
সোমমপিবদ্‌ বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ ।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্‌
দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ১ ॥
প্রো ষ্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত ।
অভীকে চিদু লোককৃৎ সঙ্গে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং বোধি চোদিতা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২ ॥
ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্‌ ।
অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং তং ত্বা পরি ষ্বজামহে
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩ ॥
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ ।
অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ ১-৪। মহাব্রতে 'ত্রিকদ্রুকেষু মহিষঃ' ও 'প্রো ষ্বস্মৈ পুরোরথং' ইত্যাদি পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়ে থাকে। ইন্দ্র দেবতা; গৃৎসমদ ও সুদা পৈজবন ঋষি, অষ্টি ও শক্করী ছন্দ।

ষষ্ঠ সূক্ত

তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি সর্বরথা বি হরী ইহ মুঞ্চ ।
ইন্দ্র মা ত্বা যজমানাসো অন্যে নি রীরমন্‌ তুভ্যমিমে সুতাসঃ ॥ ১ ॥
তুভ্যং সুতাস্তুভ্যমু সোত্বাসস্ত্বাং গিরঃ শ্বাত্র্যা আ হ্বয়ন্তি ।
ইন্দ্রেদমদ্য সবনং জুষাণো বিশ্বস্য বিদ্বাঁ ইহ পাহি সোমম্‌ ॥ ২ ॥
য উশতা মনসা সোমমস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি ।
ন গা ইন্দ্রস্তস্য পরা দদাতি প্রশস্তমিচ্চারুমস্মৈ কৃণোতি ॥ ৩ ॥

অনুস্পষ্টো ভবত্যেষো অস্য যো অস্মৈ রেবান্ ন সুনোতি সোমম্ ।
নিররত্নৌ মঘবা তং দধাতি ব্রহ্মদ্বিষো হন্ত্যনানুদিষ্টঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তো হবামহে ত্বোপগন্তবা উ ।
আভূষন্তস্তে সুমতৌ নবায়াং বয়মিন্দ্র ত্বা শুনং হুবেম ॥ ৫ ॥
মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদ্যেতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ৬ ॥
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব ।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্শমেনং শতশারদায় ॥ ৭ ॥
সহস্রাক্ষেণ শতবীর্যেণ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্ ।
ইন্দ্রো যথৈনং শরদো নয়াত্যতি বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৮ ॥
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তান্ছতমু বসন্তান্ ।
শতং ত ইন্দ্রো অগ্নিঃ সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্ ॥ ৯ ॥
আহার্ষমবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্ণবঃ ।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মণাগ্নিঃ সম্বিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ ।
অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ॥ ১১ ॥
যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ ॥ ১২ ॥
যস্তে হন্তি পতয়ন্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্ ।
জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৩ ॥
যস্ত ঊরূ বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে ।
যোনিং যো অন্তরারেহি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৪ ॥
যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে ।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৫ ॥
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে ।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৬ ॥
অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি ।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১৭ ॥
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ ।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ১৮ ॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্ণাৎ পার্শ্বাভ্যাম্ ।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহ্নো যক্নস্তে বি বৃহামসি ॥ ১৯ ॥
আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোরুদরাদধি ।
যক্ষ্মং কুক্ষিভ্যাং প্লাশের্নাভ্যা বি বৃহামি তে ॥ ২০ ॥
ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্ ।
যক্ষ্মং ভসদ্যং শ্রোণিভ্যাং ভাসদং ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ২১ ॥
অস্থিভ্যস্তে মজ্জভ্যঃ স্নাবভ্যো ধমনিভ্যঃ ।
যক্ষ্মং পাণিভ্যামঙ্গুলিভ্যো নখেভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ২২ ॥
অঙ্গেঅঙ্গে লোম্নিলোম্নি যস্তে পর্বণিপর্বণি ।
যক্ষ্মং ত্বচস্যং তে বয়ং কশ্যপস্য বীবর্হেণ বিষ্বঞ্চং বি বৃহামসি ॥ ২৩ ॥
অপেহি মনসস্পতেঽপ ক্রাম পরশ্চর ।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ ॥ ২৪ ॥

টীকা ঃ ১-২৪। মহাব্রতে তৃতীয় সবনে 'তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি' ইত্যাদি চতুর্বিংশতি ঋকের আবাসস্থান প্রয়োগ হয়। ইন্দ্র দেবতা, প্রচেতা ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

নবম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বয়মেনমিদা হ্যোপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সমনা সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ১ ॥
বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।
সেমং নঃ স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ২ ॥
কদু নবস্যাকৃতমিন্দ্রস্যাস্তি পৌংস্যম্।
কেনো নু কং শ্রোমতেন ন শুশ্রুবে জনুষঃ পরি বৃত্রহা ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ বৃহস্পতি যাগে 'বয়মেনমিদা হ্যঃ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'তৎ যোগায় সূক্তে' (২০।৭।৭) সূক্তের মত হবে। সেরূপ ত্রিককুৎ দশাহে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, কলি ঋষি, বৃহতী ছন্দ।

দ্বিতীয় সূক্ত

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ১ ॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্রং সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২ ॥

টীকা ঃ শ্যেন, সন্দশ, আজির ও বজ্র নামক একাহ যাগে 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিযোগ 'সুরূপকৃত্নমূতয়ে' (২০।৫।২০) ইত্যাদি সূক্তের মত হবে। সেরূপ তনূপৃষ্ঠে ষড়হে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, শংযু ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

তৃতীয় সূক্ত

অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥ ১ ॥
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥ ২ ॥

টীকা ঃ অপূর্বাখ্য একাহ যাগে 'অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে' ইত্যাদি পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

চতুর্থ সূক্ত

অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কামান্ মহঃ সসৃজ্মহে।
উদেব যন্ত উদভিঃ ॥ ১ ॥

বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি ।
বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে ॥ ২ ॥
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে ।
ইন্দ্রবাহা বচোযুজা ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ ব্রাত্য স্তোমাখ্য একাহ যাগে 'আ ত্বেতা নি ষীদত' ইত্যাদি এবং 'অধা হীন্দ্র গীর্বণ' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে । ইন্দ্র দেবতা, নৃমেধ ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ ।

পঞ্চম সূক্ত

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ ।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১ ॥
অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্পতিম্ ।
হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে ।
অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ অগ্নিষ্টুৎ একাহ যাগে 'অগ্নিং দূতং বৃণীমহে ইত্যাদি সূক্তে আজ্য স্তোত্রিয় হবে । অগ্নি দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ ।

ষষ্ঠ সূক্ত

ঈলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥ ১ ॥
বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ ।
তং হবিষ্মন্ত ঈলতে ॥ ২ ॥
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি ।
অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ও দেবতাদি পূর্ব সূক্তের মত ।

সপ্তম সূক্ত

অগ্নিমীলিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্ ।
অগ্নিং রায়ে পুরুমীহ্ল শ্রুতং নরোঽগ্নিং সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥ ১ ॥
অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে ।
আ ত্বামনক্তু প্রয়তা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥ ২ ॥
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে ।
ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ 'অগ্নিমীলিষ্বাবসে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'অগ্নিং দূতং বৃণীমহে' (২০।১।৫) ইত্যাদি সূক্তের মত হবে । অগ্নি দেবতা, সুদীতি, পুরুমীঢ় ও ভর্গ ঋষি, বৃহতী ছন্দ ।

অষ্টম সূক্ত

ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥ ১ ॥
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥ ২ ॥
আ নো বিশ্বাসু হব্য ইন্দ্রঃ সমৎসু ভূষতু।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহা পরমজ্যা ঋচীষমঃ ॥ ৩ ॥
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ ॥ ৪

টীকা ঃ 'ইমা উ ত্বা পুরূবসো' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'অয়মু তে সমতসি' (২০।৫।৮) সূক্তের মত হবে। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ও নৃমেধা ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

নবম সূক্ত

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ১ ॥
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ২ ॥
ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হেতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্র্যাবৃধম্ ॥ ৩ ॥
যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ প্রতীচীন স্তোমে একাহে 'ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষু' ইত্যাদি সূক্তে আজ্যপৃষ্ঠ স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, নৃমেধা ও পুরুহন্মা ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

দশম সূক্ত

তব ত্যাদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ তব শুষ্মমুত ক্রতুম্।
বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ॥ ১ ॥
তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ।
ত্বামাপঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ২ ॥
ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্ ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ।
ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ ইন্দ্রস্তোমাখ্যে একাহে 'তব ত্যাদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর' (২০।৭।৮) ইত্যাদি সূক্তের মত হবে। ইন্দ্র দেবতা, গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ।

একাদশ সূক্ত

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ১ ॥
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ।
ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥ ২ ॥
বি চিদ্ বৃত্রস্য দোধতো বজ্রেণ শতপর্বণা।
শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা ॥ ৩ ॥
তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যদেনং মদন্তি বিশ্ব ঊমাঃ ॥ ৪ ॥
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ৫ ॥
ত্বে ক্রতুমপি পৃঞ্চন্তি ভূরি দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৬ ॥
যদি চিন্নু ত্বা ধনা জয়ন্তং রণেরণে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ঃ শুষ্মিন্‌ৎস্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্ দুরেবাসঃ কশোকাঃ ॥ ৭ ॥
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৮ ॥
নি তদ্ দধিষেঽবরে পরে চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ স্থাপয়ত মাতরং জিগত্নুমত ইন্বত কর্বরাণি ভূরি ॥ ৯ ॥
স্তুষ্ব বর্ষ্মন্ পুরুবর্ত্মানং সমৃভ্বাণমিনতমমাপ্তমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্শতি শবসা ভূর্যোজাঃ প্র সক্ষতি প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ॥ ১০ ॥
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবঃ কৃণবদিন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজা তুরশ্চিদ্ বিশ্বমর্ণবৎ তপস্বান্ ॥ ১১ ॥
এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব।
স্বসারৌ মাতরিভ্বরী অরিপ্রে হিন্বন্তি চৈনে শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ১২ ॥
চিত্রং দেবানাং কেতুরনীকং জ্যোতিষ্মান্ প্রদিশঃ সূর্য উদ্যন্।
দিবাকরোঽতি দ্যুম্নৈস্তমাংসি বিশ্বাতারীদ্ দুরিতানি শুক্রঃ ॥ ১৩ ॥
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৪ ॥
সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥ ১৫ ॥

টীকা ঃ বিঘনে একাহে 'সমস্য মন্যবে বিশঃ' ও 'তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং' ইত্যাদি সূক্ত আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র, সূর্য ও গায়ত্রী দেবতা, বৎস, বৃহদ্দিব ও কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বাদশ সূক্ত

ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।
আ বীরং পৃতনাষহম্ ॥ ১ ॥
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ২ ॥

ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে শতক্রতো।
স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ বজ্র ও পুনঃস্তোমাখ্য একাহ যাগে 'ত্বং ন ইন্দ্রা ভর' ইত্যাদি সূক্তে উকথস্তোত্রিয় হয়। সেরূপ রাজসূয়ে একাহ যাগে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র ও গায়ত্রী দেবতা, নৃমেধ ঋষি, ককুপ্ ও পুর উষ্ণিক্ ছন্দ।

ত্রয়োদশ সূক্ত

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১ ॥
তা অস্য পৃশনাযুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ২ ॥
তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ সহস্রাখ্য চারটি একাহ যাগের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে 'স্বাদোরিত্থা বিসুবতঃ' ইত্যাদি সূক্তে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। সেরূপ অশ্বমেধ ত্র্যহের দ্বিতীয় দিনে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, গোতম ঋষি, পংক্তি ছন্দ।

চতুর্দশ সূক্ত

ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ।
অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১ ॥
যস্মিন্ বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ।
ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥ ২ ॥
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত।
তমিৎ বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ বিরাট আদি সাতটি একাহে 'ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

পঞ্চদশ সূক্ত

যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে।
যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥ ১ ॥
যদ্বা শক্র পরাবতি সমুদ্রে অধি মন্দসে।
অস্মাকমিৎ সুতে রণা সমিন্দুভিঃ ॥ ২ ॥
যদ্বাসি সুন্বতো বৃধো যজমানস্য সৎপতে।
উকথে বা যস্য রণ্যসি সমিন্দুভিঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। সেরূপ রাজসূয়ের চতুর্থ দিনে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, পর্বত ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ।

ষোড়শ সূক্ত

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য ।
সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ১ ॥
যদ্বা প্রবৃদ্ধ সৎপতে ন মরা ইতি মন্যসে ।
উতো তৎ সত্যমিৎ তব ॥ ২ ॥
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে ।
সর্বাংস্তাঁ ইন্দ্র গচ্ছসি ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ বিনুত্যভিভূত্যাদি আটটি একাহ যাগে 'যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্' ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র দেবতা, সুকক্ষ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

সপ্তদশ সূক্ত

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ ।
সত্রাচ্যা মঘবা সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১ ॥
তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসে ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ ।
উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোমকামং হি তে মনঃ ॥ ২ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, ভর্গ ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

অষ্টাদশ সূক্ত

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি ।
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১ ॥
নকী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎ পিতেব হূয়সে ॥ ২ ॥

টীকা ঃ রাজসূয়ের একাহ যাগে 'অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ অভিপ্লব ষড়হে গবাখ্য দিনে এ সূক্তের দ্বারা উক্থ-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, সৌভরি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

ঊনবিংশ সূক্ত

অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ ।
অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১ ॥
অহং প্রত্নেন মন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্ববৎ ।
যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিৎ দধে ॥ ২ ॥
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ ।
মমেৎ বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ সাদ্যঃক্রাভিধান একাহে (শ্যেনযাগবর্জিত) 'অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি' ইত্যাদি সূক্তে আজ্য-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, বৎস ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দ।

বিংশ সূক্ত

মা ভূম নিষ্ট্যা ইবেন্দ্র ত্বদরণা ইব।
বনানি ন প্রজহিতান্যদ্রিবো দুরোষাসো অমন্মহি ॥ ১ ॥
অমন্মহীদনাশবোঽনুগ্রাসশ্চ বৃত্রহন্।
সকৃৎ সু তে মহতা শূর রাধসানু স্তোমং মুদীমহি ॥ ২ ॥

টীকা ঃ অতিরাত্রে সর্বস্তোমাখ্য যাগে 'মা ভূম নিষ্ট্যা ইব' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, মেধ্যাতিথি ঋষি, বৃহতী ছন্দ।

একবিংশ সূক্ত

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুযতো নার্বা ॥ ১ ॥
যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥ ২ ॥
বোধা সু মে মঘবন্ বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ ত্রিবৃদাদিতে 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'বয়মেনমিদা হ্যঃ' (২০।৯।১) ইত্যাদি সূক্তের মত হবে। সেরূপ তনূপৃষ্ঠে ষড়হে 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৭।১০) সূক্তের মত হবে। ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি, বিরাট্ ছন্দ।

দ্বাবিংশ সূক্ত

শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ১ ॥
পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্ গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
নকির্হি দানং পরিমর্ধিষৎ ত্বে যদ্যদ্যামি তদা ভর ॥ ২ ॥
ইন্দ্রমিৎ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রয়ত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৪ ॥

টীকা ঃ চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেবাদি সাতটি ত্র্যহ যাগের প্রথম দিনগুলিতে 'শগ্ধ্যূষু শচীপতে' ইত্যাদি সূক্তে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হবে। সেরূপ ত্রিককুৎ দশাহে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র দেবতা, ভর্গ ও মেধ্যাতিথি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

ত্রয়োবিংশ সূক্ত

অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীর্ঋতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ১ ॥
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচুঃ।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ২ ॥

টীকা ঃ বৈশ্বদেবাদি ত্র্যহে 'অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ' ... বাজয়ামসি' (২০।৫।১০) ইত্যাদি সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, আয়ু ও শ্রুষ্টিগু ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

চতুর্বিংশ সূক্ত

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্‌ন্যগ্‌ বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥ ১ ॥
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।
কণ্বাসস্ত্বা ব্রহ্মভি স্তোমবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥ ২ ॥

টীকা ঃ দশাহ গবাময়নিকের অষ্টম দিনে 'যদিন্দ্র প্রাগপাগুদক্‌' ইত্যাদি সূক্তে উক্‌থ-স্তোত্রিয় হয়। ইন্দ্র দেবতা, দেবাতিথি ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

পঞ্চবিংশ সূক্ত

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ১ ॥
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ২০।৭।১০ সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি, প্রগাথ ছন্দ।

ষড়্‌বিংশ সূক্ত

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১ ॥
আ ঘ ত্বাবান্‌ৎ ত্মনাপ্ত স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ।
ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২ ॥
আ যদ্‌ দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্‌।
ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ তনূপৃষ্ঠে ষড়হে 'রেবতীর্নঃ সধমাদে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৭।১০) সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, শুনঃশেপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

সপ্তবিংশ সূক্ত

তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ১ ॥
তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্‌ রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥ ২ ॥

টীকা ঃ বিষব সৌর্যপৃষ্ঠে মাধ্যন্দিনে 'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং' (২০।৯।১১) এবং 'তৎসূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং' এ দু-টি সূক্ত পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। সূর্য দেবতা, কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অষ্টাবিংশ সূক্ত

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১ ॥
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ২ ॥
অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতিভিঃ ॥ ৩ ॥
ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ।
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লৃপাতিঃ ॥ ৪ ॥
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্।
হত্বায় দেবা অসুরান্ যদায়ন্ দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ৫ ॥
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ং ছচীভিরাদিৎ স্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্।
অরা বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ 'কয়া ন নশ্চিত্র আ ভুবৎ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৭।১০) সূক্তের মত। ইন্দ্র দেবতা, বামদেব ও ভুবন ঋষি, গায়ত্রী, পাদনিচৃৎ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঊনত্রিংশ সূক্ত

অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্নমিত্রানপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।
অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্ মদেম ॥ ১ ॥
কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্ যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিযূয়।
ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ ॥ ২ ॥
নহি স্থূর্যৃতুথা যাতমস্তি নোত শ্রবো বিবিদে সঙ্গমেষু।
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ ॥ ৩ ॥
যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্ ॥ ৪ ॥
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎ সুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃড়ীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং নঃ কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৬ ॥
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মদারাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ যাগের ষষ্ঠ দিনে 'অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্নমিত্রান্' ইত্যাদি সুকীর্তি নামক সূক্তের দ্বারা প্রশ্নকর্তার উত্তরদানকালে চারটি ঋক্‌মন্ত্র বলা হয়। এরূপ সৌত্রামণী যাগে আজ্য গ্রহণ করে 'কুবিদঙ্গ যবমন্তঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দুগ্ধপাত্র গ্রহণকারী অধ্বর্যুর অভিমন্ত্রণ করা হয়। ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় দেবতা, সুকীর্তি ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্রিংশ সূক্ত

বি হি সোতোরসৃক্ষত নেন্দ্রং দেবমমংসত।
যত্রামদদ্ বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১ ॥

পরা হীন্দ্র ধাবসি বৃষাকপেরতি ব্যথিঃ।
নো অহ প্র বিন্দস্যন্যত্র সোমপীতয়ে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২ ॥
কিময়ং ত্বাং বৃষাকপিশ্চকার হরিতো মৃগঃ।
যস্মা ইরস্যসীদ্ন্বর্যো বা পুষ্টিমদ্ বসু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৩ ॥
যমিমং ত্বং বৃষাকপিং প্রিয়মিন্দ্রাভিরক্ষসি।
শ্বা ন্বস্য জম্ভিষদপি কর্ণে বরাহয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৪ ॥
প্রিয়া তষ্টানি মে কপির্ব্যক্তা ব্যদূদুষৎ।
শিরো ন্বস্য রাবিষং ন সুগং দুষ্কৃতে ভুবং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৫ ॥
ন মৎ স্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ।
ন মৎ প্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৬ ॥
উবে অম্ব সুলাভিকে যথেবাঙ্গ ভবিষ্যতি।
ভসন্মে অম্ব সক্থি মে শিরো মে বীব হৃষ্যতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৭ ॥
কিং সুবাহো স্বঙ্গুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।
কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি বৃষাকপিং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৮ ॥
অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে।
উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৯ ॥
সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি।
বেধা ঋতস্য বীরিণীন্দ্রপত্নী মহীয়তে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১১ ॥
নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপেঋতে।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১২ ॥
বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে।
ঘসৎ ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৩ ॥
উক্ষ্ণো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।
উতাহমস্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৪ ॥
বৃষভো ন তিগ্মশৃঙ্গোহন্তর্যূথেষু রোরুবৎ।
মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৫ ॥
ন সেশে যস্য রম্বতেহন্তরা সক্থ্যা কপৃৎ।
সেদীশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৬ ॥
ন সেশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে।
সেদীশে যস্য রম্বতেহন্তরা সক্থ্যা কপৃদ্ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৭ ॥
অয়মিন্দ্র বৃষাকপিঃ পরস্বন্তং হতং বিদৎ।
অসিং সূনাং নবং চরুমাদেধস্যান আচিতং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৮ ॥
অয়মেমি বিচাকশদ্ বিচিন্বন্ দাসমার্যম্।
পিবামি পাকসুত্বনোহভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৯ ॥
ধন্ব চ যৎ কৃন্তত্রং চ কতি স্বিৎ তা বি যোজনা।
নেদীয়সো বৃষাকপেস্তমেহি গৃহাঁ উপ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২০ ॥
পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষ স্বপ্ননংশনোস্তমেষি পথং পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২১ ॥
যদুদঞ্চো বৃষাকপে গৃহামিন্দ্রাজগন্তন।
ক স্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগং জনযোপনো বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২২ ॥

পশূর্হ নাম মানবী সাকং সসূব বিংশতিম্ ।
ভদ্রং ভল ত্যস্যা অভূৎ যস্যা উদরমাময়দ্ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২৩ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিনে 'বি হি সোতো রসৃক্ষত' ইত্যাদি 'বৃষাকপি' নামক সূক্তকে সূত্রোক্তধর্মক বলা হয় । ইন্দ্র দেবতা, বৃষাকপি ও ইন্দ্রাণী ঋষি, পংক্তি ছন্দ ।

একত্রিংশ সূক্ত

॥ অথ কুন্তাপসূক্তানি ॥

(খিলানি)

ইদং জনা উপ শ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে ॥ ১ ॥
উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণো বধূমন্তো দ্বির্দশ ।
বর্ষ্মা রথস্য নি জিহীড়তে দিব ঈষমাণা উপস্পৃশঃ ॥ ২ ॥
এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ ।
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্ ॥ ৩ ॥
বচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব বৃক্ষে ন পক্কে শকুনঃ ।
নষ্টে জিহ্বা চর্চরীতি ক্ষুরো ন ভুরিজোরিব ॥ ৪ ॥
প্র রেভাসো মনীষা বৃষা গাব ইবেরতে ।
অমোতপুত্রকা এষামমোত গা ইবাসতে ॥ ৫ ॥
প্র রেভ ধীং ভরস্ব গোবিদং বসুবিদম্ ।
দেবত্রেমাং বাচং শ্রীণীহীষুর্নাবীরস্তারম্ ॥ ৬ ॥
রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোঽমর্ত্যাঁ অতি ।
বৈশ্বানরস্য সুষ্টুতিমা সুনোতা পরিক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥
পরিচ্ছিন্নঃ ক্ষেমমকরোৎ তম আসনমাচরন্ ।
কুলায়ন্ কৃণ্বন্ কৌরব্যঃ পতির্বদতি জায়য়া ॥ ৮ ॥
কতরৎ ত আ হরাণি দধি মন্থাং পরি শ্রুতম্ ।
জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥
অভীবস্বঃ প্র জিহীতে যবঃ পক্কঃ পথো বিলম্ ।
জনঃ স ভদ্রমেধতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রঃ কারুমবুবুধদুত্তিষ্ঠ বি চরা জনম্ ।
মমেদুগ্রস্য চর্কৃধি সর্ব ইৎ তে পৃণাদরিঃ ॥ ১১ ॥
ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ ।
ইহো সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা নি ষীদতি ॥ ১২ ॥
নেমা ইন্দ্র গাবো রিষন্ মো আসাং গোপ রীরিষৎ ।
মাসামমিত্রয়ুর্জন ইন্দ্র মা স্তেন ঈশত ॥ ১৩ ॥
উপ নো ন রমসি সূক্তেন বচসা বয়ং ভদ্রেণ বচসা বয়ম্ ।
বনাদধিধ্বনো গিরো ন রিষ্যেম কদা চন ॥ ১৪ ॥

টীকা ঃ পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিনে 'ইদং জনা উপ শ্রুত' ইত্যাদি 'কুন্তাপ' নামক সূক্তের পাঠ করা হয় ।

দ্বাত্রিংশ সূক্ত

যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ সুত্বা যজ্বাথ পুরুষঃ।
সূর্যং চামূ রিশাদসস্তদ্ দেবাঃ প্রাগকল্পয়ন্ ॥ ১ ॥
যো জাম্যা অপ্রথয়স্তদ্ যৎ সখায়ং দুধূর্ষতি।
জ্যেষ্ঠো যদপ্রচেতাস্তদাহুরধরাগিতি ॥ ২ ॥
যদ্ ভদ্রস্য পুরুষস্য পুত্রো ভবতি দাধৃষিঃ।
তদ্ বিপ্রো অব্রবীদু তদ্ গন্ধর্বঃ কাম্যং বচঃ ॥ ৩ ॥
যশ্চ পণি রঘুজিষ্ঠ্যো যশ্চ দেবাঁ অদাশুরিঃ ॥
ধীরাণাং শশ্বতামহং তদপাগিতি শুশ্রুম ॥ ৪ ॥
যে চ দেবা অযজন্তাথো যে চ পরাদদিঃ।
সূর্যো দিবমিব গত্বায় মঘবা নো বি রপ্‌শতে ॥ ৫ ॥
যোনাক্তাক্ষো অনভ্যক্তো অমণিবো অহিরণ্যবঃ।
অব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৬ ॥
য আক্তাক্ষঃ সুভ্যক্তঃ সুমণিঃ সুহিরণ্যবঃ।
সুব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৭ ॥
অপ্রপাণা চ বেশন্তা রেবাঁ অপ্রতিদিশ্যয়ঃ।
অয়ভ্যা কন্যা কল্যাণী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৮ ॥
সুপ্রপাণা চ বেশন্তা রেবান্‌ৎসুপ্রতিদিশ্যয়ঃ।
সুয়ভ্যা কন্যা কল্যাণী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৯ ॥
পরিবৃক্তা চ মহিষী স্বস্ত্যা চ যুধিঙ্গমঃ।
অনাশুরশ্চাযামী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ১০ ॥
বাবাতা চ মহিষী স্বস্ত্যা চ যুধিঙ্গমঃ।
শ্বাশুরশ্চায়ামী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ১১ ॥
যদিন্দ্রাদো দাশরাজ্ঞে মানুষং বি গাহথাঃ।
বিরূপঃ সর্বস্মা আসীৎ সহ যক্ষায় কল্পতে ॥ ১২ ॥
ত্বং বৃষাক্ষুং মঘবন্নম্রং মর্যাকরো রবিঃ।
ত্বং রৌহিণং ব্যাস্যো বি বৃত্রস্যাভিনচ্ছিরঃ ॥ ১৩ ॥
যঃ পর্বতান্ ব্যদধাদ্ যো অপো ব্যগাহথাঃ।
ইন্দ্রো যো বৃত্রহান্মহং তস্মাদিন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥ ১৪ ॥
পৃষ্ঠং ধাবন্তং হর্যোরৌচ্চৈঃশ্রবসমব্রুবন্।
স্বস্ত্যশ্ব জৈত্রায়েন্দ্রমা বহ সুস্রজম্ ॥ ১৫ ॥
যে ত্বা শ্বেতা অজৈশ্রবসো হার্যো যুঞ্জন্তি দক্ষিণম্।
পূর্বা নমস্য দেবানাং বিভ্রদিন্দ্র মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

টীকা ঃ 'যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ' ইত্যাদি ষোলটি ঋকের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত

ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত

এতা অশ্বা আ প্লবন্তে ॥ ১ ॥ প্রতীপং প্রাতি সুত্বনম্ ॥ ২ ॥
তাসামেকা হরিক্নিকা ॥ ৩ ॥ হরিক্নিকে কিমিচ্ছসি ॥ ৪ ॥
সাধুং পুত্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৫ ॥ ক্বাহতং পরাস্যঃ ॥ ৬ ॥
যত্রামূস্তিস্রঃ শিংশপাঃ ॥ ৭ ॥ পরি ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥

পৃদাকবঃ ॥ ৯ ॥ শৃঙ্গং ধমন্ত আসতে ॥ ১০ ॥
অয়ম্মহা তে অর্বাহঃ ॥ ১১ ॥ স ইচ্ছকং সঘাঘতে ॥ ১২ ॥
সঘাঘতে গোমীদ্যা গোগতীরিতি ॥ ১৩ ॥
পুমাং কুস্তে নিমিচ্ছসি ॥ ১৪ ॥
পল্প বদ্ধ বয়ো ইতি ॥ ১৫ ॥ বদ্ধ বো অঘা ইতি ॥ ১৬ ॥
অজাগার কেবিকা ॥ ১৭ ॥ অশ্বস্য বারো গোশপদ্যকে ॥ ১৮ ॥
শ্যেনীপতী সা ॥ ১৯ ॥ অনাময়োপজিহ্বিকা ॥ ২০ ॥

টীকা ঃ 'এতা অশ্বা আ প্লবন্তে' ইত্যাদি সূক্ত থেকে 'নীলশিখণ্ড বাহনঃ' (২০।১৩৬) সূক্ত পর্যন্ত 'ঐতশ প্রলাপ' নামক সূক্ত সূক্তোক্ত প্রকারে পঠনীয়।

চতুস্ত্রিংশ সূক্ত

কো অর্য বহুলিমা ইষূনি ॥ ১ ॥ কো অসিদ্যাঃ পয়ঃ ॥ ২ ॥
কো অর্জুন্যাঃ পয়ঃ ॥ ৩ ॥ কঃ কার্ষ্ণ্যাঃ পয়ঃ ॥ ৪ ॥
এতং পৃচ্ছ কুহং পৃচ্ছ ॥ ৫ ॥ কুহাকং পক্ককং পৃচ্ছ ॥ ৬ ॥
যবানো যতিস্বভিঃ কুভিঃ ॥ ৭ ॥ অকুপ্যন্তঃ কুপায়কুঃ ॥ ৮ ॥
আমণকো মণৎসকঃ ॥ ৯ ॥ দেব ত্বপ্রতিসূর্য ॥ ১০ ॥
এনশ্চিপঙ্‌ক্তিকা হবিঃ ॥ ১১ ॥ প্রদুদ্রুদো মঘাপ্রতি ॥ ১২ ॥
শৃঙ্গ উৎপন্ন ॥ ১৩ ॥ মা ত্বাভি সখা নো বিদন্‌ ॥ ১৪ ॥
বশায়াঃ পুত্রমা যন্তি ॥ ১৫ ॥ ইরাবেদুময়ং দত ॥ ১৬ ॥
অথো ইয়ন্নিয়ন্নিতি ॥ ১৭ ॥ অথো ইয়ন্নিতি ॥ ১৮ ॥
অথো শ্বা অস্থিরো ভবন্‌ ॥ ১৯ ॥ উয়ং যকাংশলোককা ॥ ২০ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

পঞ্চত্রিংশ সূক্ত

আমিনোনিতি ভদ্যতে ॥ ১ ॥ তস্য অনু নিভঞ্জনম্‌ ॥ ২ ॥
বরুণো যাতি বস্বভিঃ ॥ ৩ ॥ শতং বা ভারতী শবঃ ॥ ৪ ॥
শতমাশ্বা হিরণ্যয়াঃ। শতং রথ্যা হিরণ্যয়াঃ।
শতং কুথা হিরণ্যয়াঃ। শতং নিষ্কা হিরণ্যয়াঃ ॥ ৫ ॥
অহল কুশ বর্তক ॥ ৬ ॥ শফেন ইব ওহতে ॥ ৭ ॥
আয় বনেনতী জনী ॥ ৮ ॥ বনিষ্ঠা নাব গৃহ্যন্তি ॥ ৯ ॥
ইদং মহ্যং মদূরিতি ॥ ১০ ॥ তে বৃক্ষাঃ সহ তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥
পাক বলিঃ ॥ ১২ ॥ শক বলিঃ ॥ ১৩ ॥
অশ্বত্থ খদিরো ধবঃ ॥ ১৪ ॥ অরদুপরম ॥ ১৫ ॥
শয়ো হত ইব ॥ ১৬ ॥ ব্যাপ পূরুষঃ ॥ ১৭ ॥
অদূহমিত্যাং পূষকম্‌ ॥ ১৮ ॥ অত্যর্ধর্চ পরস্বতঃ ॥ ১৯ ॥
দৌব হস্তিনো দৃতী ॥ ২০ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ২০।১৩৩ সূক্তের মত।

ষট্‌ত্রিংশ সূক্ত

আদলাবুকমেককম্ ॥ ১ ॥ অলাবুকং নিখাতকম্ ॥ ২ ॥
কর্করিকো নিখাতকঃ ॥ ৩ ॥ তদ্ বাত উন্মথায়তি ॥ ৪ ॥
কুলায়ং কৃণবাদিতি ॥ ৫ ॥ উগ্রং বনিষদাততম্ ॥ ৬ ॥
ন বনিষদনাততম্ ॥ ৭ ॥ ক এষাং কর্করী লিখৎ ॥ ৮ ॥
ক এষাং দুন্দুভিং হনৎ ॥ ৯ ॥ যদীয়ং হনৎ কথং হনৎ ॥ ১০ ॥
দেবী হনৎ কুহনৎ ॥ ১১ ॥ পর্যাগারং পুনঃপুনঃ ॥ ১২ ॥
ত্রীণ্যুষ্ট্রস্য নামানি ॥ ১৩ ॥ হিরণ্যং ইত্যেকে অব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
দ্বৌ বা যে শিশবঃ ॥ ১৫ ॥ নীলশিখণ্ডবাহনঃ ॥ ১৬ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত ।

সপ্তত্রিংশ সূক্ত

বিততৌ কিরণৌ দ্বৌ তাবা পিনষ্টি পুরুষঃ ।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ১ ॥
মাতুষ্টে কিরণৌ দ্বৌ নিবৃত্তঃ পুরুষানৃতে । ন বৈ* ॥ ২ ॥
নিগৃহ্য কর্ণকৌ দ্বৌ নিরাযচ্ছসি মধ্যমে । ন বৈ* ॥ ৩ ॥
উত্তানায়ৈ শয়ানায়ৈ তিষ্ঠন্তী বাব গূহসি । ন বৈ* ॥ ৪ ॥
শ্লক্ষ্ণায়াং শ্লক্ষ্ণিকায়াং শ্লক্ষ্ণমেবাব গূহসি । ন বৈ* ॥ ৫।
অবশ্লক্ষ্ণমিব ভ্রংশদন্তর্লোমমতি হ্রদে ।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ 'বিততৌ কিরণৌ দ্বৌ' ইত্যাদি 'প্রবহ্লিকাখ্য' ঋকের অর্ধেক করে করে পাঠ করতে হয় । *'ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে'—এ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে ।

অষ্টত্রিংশ সূক্ত

ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—অরালাগুদভৎসর্থ ॥ ১ ॥
*বৎসাঃ পুরুষন্ত আসতে ॥ ২ ॥
*স্থালীপাকো বি লীয়তে ॥ ৩ ॥
*স বৈ পৃথু লীয়তে ॥ ৪ ॥
*অষ্টে লাহণি লীশাথী ॥ ৫ ॥
ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—অক্ষিলী পুচ্ছিলীয়তে ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ 'ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাক্'—ইত্যাদি 'প্রতিরাধাখ্য' ঋকের অর্ধেক করে করে পাঠ করতে হয় এবং প্রতি মন্ত্রে ইহার পনুরাবৃত্তি হবে ।

ঊনচত্বারিংশ সূক্ত

ভুগিত্যভিগতঃ শলিত্যপক্রান্তঃ ফলিত্যভিষ্ঠিতঃ ।
দুন্দুভিমাহননাভ্যাং জরিতরোথামো দৈব ॥ ১ ॥

কোশবিলে রজানি গ্রন্থেধানমুপানহি পাদম্ ।
উত্তমাং জনিমাং জন্যানুত্তমাং জনীন্ বর্ত্মন্যাৎ ॥ ২ ॥
অলাবূনি পৃষাতকান্যশ্বত্থপলাশম্ ।
পিপীলিকাবটশ্বসো বিদ্যুৎস্বাপর্ণশফো গোশফো জরিতরোহথামো দৈব ॥ ৩ ॥
বীমে দেবা অক্রংসতাধ্বর্যো ক্ষিপ্রং প্রচর ।
সুসত্যমিদ্ গবামস্যাসি প্রখুদসি ॥ ৪ ॥
পত্নী যদৃশ্যতে পত্নী যক্ষ্যমাণা জরিতরোহথামো দৈব ।
হোতা বিষ্টীমেন জরিতরোহথামো দৈব ॥ ৫ ॥
আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণামনয়ন্ ।
তাং হ জরিতঃ প্রত্যায়ংস্তামু হ জরিতঃ প্রত্যায়ন্ ॥ ৬ ॥
তাং হ জরিতর্নঃ প্রত্যগৃভ্ণংস্তামু হ জরিতর্নঃ প্রত্যগৃভ্ণঃ ।
অহানেতরসং ন বি চেতনানি যজ্ঞানেতরসং ন পুরোগবামঃ ॥ ৭ ॥
উত শ্বেত আশুপত্বা উতো পদ্যাভির্যবিষ্ঠঃ ।
উতেমাশু মানং পিপর্তি ॥ ৮ ॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবস্ত্বেনু ত ইদং রাধঃ প্রতি গৃভ্ণীহ্যাঙ্গিরঃ ।
ইদং রাধো বিভু প্রভু ইদং রাধো বৃহৎ পৃথু ॥ ৯ ॥
দেবা দদত্বাসুরং তদ্ বো অস্তু সুচেতনম্ ।
যুষ্মাঁ অস্তু দিবেদিবে প্রত্যেব গৃভায়ত ॥ ১০ ॥
ত্বমিন্দ্র শর্মরিণা হব্যং পারাবতেভ্যঃ ।
বিপ্রায় স্তুবতে বসুবনিং দুরশ্রবসে বহ ॥ ১১ ॥
ত্বমিন্দ্র কপোতায় ছিন্নপক্ষায় বঞ্চতে ।
শ্যামাকং পক্বং পীলু চ বারস্মা অকৃণোর্বহুঃ ॥ ১২ ॥
অরঙ্গরো বাবদীতি ত্রেধা বদ্ধো বরত্রয়া ।
ইরামহ প্রশংসত্যনিরামপ সেধতি ॥ ১৩ ॥

টীকা ঃ 'ভুগিত্যভিগতঃ' ইত্যাদি তিনটি 'আজিজ্ঞাসেন্যাখ্য' তিনটি ঋকের পাঠ করতে হয়। 'বীমে দেবা অক্রংসত' ইত্যাদি 'ইতিবাদাখ্য' কয়েকটি ঋকের অর্ধেক করে করে পাঠ করতে হয়।

চত্বারিংশ সূক্ত

যদস্যা অংহুভেদ্যা কৃধু স্থূলমুপাতসৎ ।
মুষ্কাবিদস্য এজতো গোশফে শকুলাবিব ॥ ১ ॥
যদা স্থূলেন পসসাণৌ মুষ্কা উপাবধীৎ ।
বিষ্বঞ্চা বস্যা বর্ধতঃ সিকতাস্বেব গর্দভৌ ॥ ২ ॥
যদল্পিকাস্বল্পিকা কর্কধূকেবপদ্যতে ।
বাসন্তিকমিব তেজনং যন্ত্যবাতায় বিৎপতি ॥ ৩ ॥
যদ্ দেবাসো ললামগুং প্রবিষ্টীমিনমাবিষুঃ ।
সকুলা দেদিশ্যতে নারী সত্যস্যাক্ষিভুবো যথা ॥ ৪ ॥
মহানগ্ন্যতৃপ্নদ্বি মোক্রদদস্থানাসরন্ ।
শক্তিকাননা স্বচমশকং সক্তু পদ্যম ॥ ৫ ॥
মহানগ্ন্যুলুখলমতিক্রামন্ত্যব্রবীৎ ।
যথা তব বনস্পতে নিরঘ্নন্তি তথৈবেতি ॥ ৬ ॥

মহানগ্ন্যুপ ব্রূতে ভ্রষ্টোঽথাপ্যভূভুবঃ।
যথৈব তে বনস্পতে পিপ্পতি তথৈবতি ॥ ৭ ॥
মহানগ্ন্যুপ ব্রূতে ভ্রষ্টোঽথাপ্যভূভুবঃ।
যথা বয়ো বিদাহ্য স্বর্গে নমবদহ্যতে ॥ ৮ ॥
মহানগ্ন্যুপ ব্রূতে স্বসাবেশিতং পসঃ।
ইত্থং ফলস্য বৃক্ষস্য শূর্পে শূর্পং ভজেমহি ॥ ৯ ॥
মহানগ্নী কৃকবাকং শম্যয়া পরি ধাবতি।
অয়ং ন বিদ্ম যো মৃগঃ শীর্ষ্ণা হরতি ধাণিকাম্ ॥ ১০ ॥
মহানগ্নী মহানগ্নং ধাবন্তমনু ধাবতি।
ইমাস্তদস্য গা রক্ষ যভ মামদ্ধ্যৌদনম্ ॥ ১১ ॥
সুদেবস্ত্বা মহানগ্নীর্বাধতে মহতঃ সাধু খোদনম্।
কুসং পীবরো নবৎ ॥ ১২ ॥
বশা দগ্ধামিমাঙ্গুরিং প্রসৃজতোঽগ্রতং পরে।
মহান্ বৈ ভদ্রো যভ মামদ্ধ্যৌদনম্ ॥ ১৩ ॥
বিদেবস্ত্বা মহানগ্নীর্বাধতে মহতঃ সাধু খোদনম্।
কুমারিকা পিঙ্গলিকা কার্দ ভস্মা কু ধাবতি ॥ ১৪ ॥
মহান্ বৈ ভদ্রো বিল্বো মহান্ ভদ্র উদুম্বরঃ।
মহাঁ অভিক্ত বাধতে মহতঃ সাধু খোদনম্ ॥ ১৫ ॥
যঃ কুমারী পিঙ্গলিকা বসন্তং পীবরী লভেৎ।
তৈলকুণ্ডমিমাঙ্গুষ্ঠং রোদন্তং শুদমুদ্ধরেৎ ॥ ১৬ ॥

॥ ইতি কুন্তাপসূক্তানি ॥

টীকা ঃ 'যদস্যা অংহুভেদ্যাঃ' ইত্যাদি ষোলটি ঋকের বিনিয়োগ বৃষকপি শস্ত্রের মত হবে। কুন্তাপসূক্ত সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সূক্ত

যদ্ধ প্রাচীরজগন্তোরা মণ্ডূরধাণিকীঃ।
হতা ইন্দ্রস্য শত্রবঃ সর্বে বুদ্বুদয়াশবঃ ॥ ১ ॥
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্ দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ২ ॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৩ ॥
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসা ॥ ৫ ॥
সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমঃ পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৬ ॥
অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবৎ তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ৭ ॥

দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ৮ ॥
অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেঽধারয়ৎ তন্বং তিত্বিষাণঃ ।
বিশো অদেবীরভ্যাঽচরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে ॥ ৯ ॥
ত্বং হ ত্যৎ সপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র ।
গূহে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১০ ॥
ত্বং হ ত্যদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিন্ ধৃষিতো জঘন্থ ।
ত্বং শুষ্ণস্যাবাতিরো বধত্রৈস্ত্বং গা ইন্দ্র শচ্যেদবিন্দঃ ॥ ১১ ॥
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে ।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ ।
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ১৩ ॥
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ ।
ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা ঃ সোমযাগে 'দধিক্রাব্ণঃ' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রগুলি আগ্নীধ্রীয়ে দধিভক্ষণে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ পৃষ্ঠ্যষড়হ যাগে এ মন্ত্রের অর্ধেক করে করে পাঠ করা হয়। 'সুতাস মধুমত্তমাঃ' ইত্যাদি 'পাবমানী' নামক তিনটি ঋকের অর্ধেক করে করে পাঠ করতে হয়। অলক্ষ্মীনাশন, দধিক্রা, সোম পবমান এবং ইন্দ্র দেবতা। শিরিম্বিঠি, বুধ, বামদেব, যযাতি, তিরশ্চি, আঙ্গিরস ও সুকক্ষ ঋষি। অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রী ছন্দ।

দ্বাচত্বারিংশ সূক্ত

মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ।
স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১ ॥
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ ভরন্ত বহ্নয়ঃ ।
বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ২ ॥
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্ ।
জামি ব্রুবত আয়ুধম্ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ অতিরাত্রে অতিরিক্ত উক্‌থের মধ্যে 'মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' (২০।৫।১০) সূক্তের মত। সেরূপ ছন্দোমাখ্য যাগের তিন দিনে এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ ত্রিককুৎ দশাহের অষ্টম দিনে এর আজ্যস্তোত্রিয় হবে। ইন্দ্র দেবতা, বৎস ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ সূক্ত

আ নূনমশ্বিনা যুবং বৎসস্য গন্তমবসে ।
প্রাস্মৈ যচ্ছতমবৃকং পৃথু ছর্দির্যুযুতং যা অরাতয়ঃ ॥ ১ ॥
যদন্তরিক্ষে যদ্ দিবি যৎ পঞ্চ মানুষাঁ অনু ।
নৃম্ণং তদ্ ধত্তমশ্বিনা ॥ ২ ॥
যে বাং দংসাংস্যশ্বিনা বিপ্রাসঃ পরিমামৃশুঃ ।
এবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৩ ॥

অয়ং বাং ঘর্মো অশ্বিনা স্তোমেন পরি ষিচ্যতে ।
অয়ং সোমো মধুমান্ বাজিনীবসূ যেন বৃত্রং চিকেতথঃ ॥ ৪ ॥
যদপ্সু যদ্ বনস্পতৌ যদোষধীষু পুরুদংসসা কৃতম্ ।
তেন মাবিষ্টমশ্বিনা ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ অতিরাত্রে অতিরিক্ত উক্থে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পর 'আ নূনমশ্বিনা যুবং' ও 'তং বাং রথং' ইত্যাদি দুটি সূক্ত পাঠ করা হয়। অশ্বিনীদ্বয় দেবতা, শশকর্ণ ঋষি, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ককুপ্ ও বৃহতী ছন্দ।

চতুশ্চত্বারিংশ সূক্ত

যন্নাসত্যা ভুরণ্যথো যদ্ বা দেব ভিষজ্যথঃ ।
অয়ং বাং বৎসো মতিভির্ন বিন্ধতে হবিষ্মন্তং হি গচ্ছথঃ ॥ ১ ॥
আ নূনমশ্বিনোঋষি স্তোমং চিকেত বাময়া ।
আ সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি ॥ ২ ॥
আ নূনং রঘুবর্তনিং রথং তিষ্ঠাথো অশ্বিনা ।
আ বাং স্তোমা ইমে মম নভো ন চুচ্যবীরত ॥ ৩ ॥
যদদ্য বাং নাসত্যোক্থৈরাচুচ্যুবীমহি ।
যদ্ বা বাণীভিরশ্বিনেবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৪ ॥
যদ্ বাং কক্ষীবাঁ উত যদ্ ব্যশ্ব ঋষির্যদ্ বাং দীর্ঘতমা জুহাব ।
পৃথী যদ্ বাং বৈন্যঃ সাদনেম্বেবেদতো অশ্বিনা চেতয়েথাম্ ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ও দেবতাদি পূর্বসূক্তের মত।

পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত

যাতং ছর্দিষ্পা উত নঃ পরস্পা ভূতং জগৎপা উত নস্তনূপা ।
বর্তিস্তোকায় তনয়ায় যাতম্ ॥ ১ ॥
যদিন্দ্রেণ সরথং যাথো অশ্বিনা যদ্ বা বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা ।
যদাদিত্যেভির্ঋভুভিঃ সজোষসা যদ্ বা বিষ্ণোর্বিক্রমণেষু তিষ্ঠথঃ ॥ ২ ॥
যদদ্যাশ্বিনাবহং হুবেয় বাজসাতয়ে ।
যৎ পৃৎসু তুর্বণে সহস্তচ্ছ্রেষ্ঠমশ্বিনোরবঃ ॥ ৩ ॥
আ নূনং যাতমশ্বিনেমা হব্যানি বাং হিতা ।
ইমে সোমাসো অধি তুর্বশে যদাবিমে কণ্বেষু বামথ ॥ ৪ ॥
যন্নাসত্যা পরাকে অর্বাকে অস্তি ভেষজম্ ।
তেন নূনং বিমদায় প্রচেতসা ছর্দির্বৎসায় যচ্ছতম্ ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। অশ্বিনীদ্বয় দেবতা, শশকর্ণ ঋষি, বিরাট্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ও বৃহতী ছন্দ।

ষট্‌চত্বারিংশ সূক্ত

অভুৎস্যু প্র দেব্যা সাকং বাচাহমশ্বিনোঃ ।
ব্যাবর্দেব্যা মতিং বি রাতিং মর্ত্যেভ্যঃ ॥ ১ ॥

প্র বোধয়োষো অশ্বিনা প্র দেবি সুনৃতে মহি ।
প্র যজ্ঞহোতরানুষক্ প্র মদায় শ্রবো বৃহৎ ॥ ২ ॥
যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে ।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্ ॥ ৩ ॥
যদাপীতাসো অংশবো গাবো ন দুহ্র ঊধভিঃ ।
যদ্বা বাণীরনূষত প্র দেবয়ন্তো অশ্বিনা ॥ ৪ ॥
প্র দ্যুম্নায় প্র শবসে প্র নৃষাহ্যায় শর্মণে ।
প্র দক্ষায় প্রচেতসা ॥ ৫ ॥
যন্নূনং ধীভিরশ্বিনা পিতুর্যোনা নিষীদথঃ ।
যদ্বা সুম্নেভিরুক্‌থ্যা ॥ ৬ ॥

টীকা ঃ এ সূক্তের বিনিয়োগ ও দেবতাদি পূর্বসূক্তের মত ।

সপ্তচত্বারিংশ সূক্ত

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ ।
যঃ সূর্য্যাং বহতি বন্ধুরায়ুর্গির্বাহসং পুরুতমং বসূয়ুম্ ॥ ১ ॥
যুবং শ্রিয়মশ্বিনা দেবতা তাং দিবো নপাতা বনথঃ শচীভিঃ ।
যুবোর্বপুরভি পৃক্ষঃ সচন্তে বহন্তি যৎ ককুহাসো রথে বাম্ ॥ ২ ॥
কো বামদ্যা করতে রাতহব্য উতয়ে বা সুতপেয়ায় বার্কৈঃ ।
ঋতস্য বা বনুষে পূর্ব্যায় নমো যেমানো অশ্বিনা ববর্তৎ ॥ ৩ ॥
হিরণ্যয়েন পুরুভু রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপ যাতম্ ।
পিবাথ ইন্মধুনঃ সোম্যস্য দধথো রত্নং বিধতে জনায় ॥ ৪ ॥
আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন ।
মা বামন্যে নি যমন্ দেবয়ন্তঃ সং যদ্ দদে নাভিঃ পূর্ব্যা বাম্ ॥ ৫ ॥
নূ নো রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং দস্রা মিমাথামুভয়েষ্বস্মে ।
নরো যদ্ বামশ্বিনা স্তোমমাবন্‌ৎসধস্তুতিমাজমীঢ়াসো অগ্মন্ ॥ ৬ ॥
ইহেহ যদ্ বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতির্বাজরত্না ।
উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ॥ ৭ ॥
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্ ।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ॥ ৮ ॥
পনায্যং তদশ্বিনা কৃতং বাং বৃষভো দিবো রজসঃ পৃথিব্যাঃ ।
সহস্রঃ শংসা উত যে গবিষ্টৌ সর্বাঁ ইৎ তাঁ উপ যাতা পিবধ্যৈ ॥ ৯ ॥

টীকা ঃ অশ্বিনীদ্বয় দেবতা, পুরুমীঢ়, আজমীঢ়, বামদেব, মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ । 'তং বা রথং' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ 'আ নূনমশ্বিনা যুবম্' (২০।৯।৪৩) সূক্তের মত । অতিরাত্রে অতিরিক্ত উক্‌থে 'মধুমতীরোষধীঃ' ইত্যাদি দুটি ঋক্ পরিধানীয়া ও যাজ্যারূপে নির্দিষ্ট হয়েছে । এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে—আমাদের ওষধিগুলি (শস্যাদি) ও বৃষ্টির জল মধুযুক্ত হোক, অন্তরিক্ষলোক মধুযুক্ত হোক, যজমান মধুযুক্ত হোক এবং আমরা বিঘ্নশূন্য হয়ে এর কাছে বিচরণ করব ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ সর্বং শ্রীগুরবে সমর্পণমস্তু ॥

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥